কেশব-শতবার্ষিকী—এলাহাবাদ সিরীজ্।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

দরস্ত বারো বিপুলস্য পুংসাং
সংসারজন্তোস্ত নিদেশমত্র।
আলভ্য তৎস্বৈরতিচিত্রমেত-
চ্চরিত্রমার্য্যস্য নিবদ্ধমঙ্গ॥

"Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace."—*Lect. Ind.*

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত

শতবার্ষিকী সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭০৫—১৪৩৬ পৃঃ)

কলিকাতা
১৯৩৮ খৃঃ, ১৮৬০ শক

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

* পরমহংস রামকৃষ্ণ ১০৪২।১১৪৪।

বিষয়

।লে তাঁহার উপদেশমঞ্চ হইতে তিনি (কেশবচন্দ্র) ববিবারের প্রাতঃকালে
ই জুন) অনেকগুলি উপাসককে উপদেশ দেন। এই স্থানে রাজা শেষ
। যে উপদেশ শ্রবণ করেন, তাহা কেশবচন্দ্রে সফল হইল। কেন না
দশেব বিষয় ছিল, 'দৈববক্তার মেঘ,' যে মেঘ হস্তপরিমাণাপেক্ষা অধিক
অথচ সমুদায় দেশের উপরে উর্ব্বরতাবর্দ্ধন জল বর্ষণ করে। কেশবচন্দ্র
জন্মবিষয়ে' উপদেশ দেন। উপদেশের মধ্যে পিতামহ রামমোহনের
। উল্লিখিত ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে তিনি এই প্রার্থনা করেনঃ—"যিনি
ার দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, যাঁহার দেহ এখানে অবস্থিতি
তেছে, সেই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আত্মার জন্য আমি বিশেষভাবে প্রার্থনা
। হে প্রভো, শক্তিতে, পবিত্রতাতে ও সাধুতাতে তাঁহার হৃদয় ও
াকে পরিতুষ্ট কর যে, তিনি অনন্তকাল তোমার সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে
রন। যে সকল ভাই ভগিনী এই উপাসনাগৃহে প্রাতে একত্রিত হইয়াছেন,
পিতঃ, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা কর, তাঁহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র
তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা ও উচ্ছ্বাস বিশুদ্ধ কর। প্রিয়তম ঈশ্বব, তুমি
াদিগকে তোমাব পবিত্র পবিবারে সম্মিলিত কর যে, নিত্যকাল আমরা
মায় আমাদিগেব পিতা জানিয়া, তোমাকে সত্যেতে ও ভাবেতে পূজা
তে পাবি। তোমাদেব সকলের প্রতি পুণ্যময় প্রভুব আশীর্ব্বাদ। ওম্।"
অপবাহ্নে কেশবচন্দ্র রাজা রামমোহন রাযের সমাধিস্থলে গমন করেন।
উদ্যানবাটিকায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন, সেই উদ্যানবাটিকায় তাঁহার
ানুসারে প্রথমতঃ তাঁহার দেহ সমাহিত হয়; পরিশেষে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত
কানাথ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে আরনোস্ বেলের সুন্দর সমাধিস্থলে তাঁহাব
হিত দেহ নীত হয় এবং তদুপরি একটি উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হয়।
শবচন্দ্র গভীরভাবে স্তম্ভিত হইয়া সে স্থানে অনেকক্ষণ অবস্থান করেন,
ং পরিশেষে একটী প্রার্থনা করিয়া বিদায় লন। কোন হিন্দু সেখানে
ন করিলে, তাঁহার নাম একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার নিয়ম
ছে; কেশবচন্দ্র আপনার নাম ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন। কেশবচন্দ্র
ণ্ডে সমধিক পরিমাণে কার্য্য করত পরিশ্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন,
রাং ব্রিষ্টলে সমুদায় অন্তর্ব্ব্যবস্থানগুলি দেখিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহার

পক্ষে সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তিনি তত্রত্য বালক বালিকাগ বিদ্যালয় দেখিলেন। এই বিদ্যালয়টিতে ভাবী শিক্ষকগণ শিক্ষাকার্য্যে শি হন। এতদ্ব্যতীত ছিন্নবস্ত্রপরিধায়িগণের বিদ্যালয়, শ্রমজীবিগণের সম্মিলন গৃহহীন দরিদ্র বালকগণকে শ্রমসাধ্য কার্য্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যা বালিকাগণের জন্য উদ্ধরণবিদ্যালয় তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভিক্টোরিয় রূমে তিনি বক্তৃতা দেন। বেডলজের প্রয়াণগৃহাবকাশে সাধংসমিতি হয়। সেখানে অনেকগুলি ধর্ম্মোপদেষ্টা, বিচারক এবং অন্যান্য লোক তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবিধপ্রশ্নের তিনি উত্তর দেন ব্রিষ্টলে কেশবচন্দ্রের কার্য্যের সাহায্য জন্য একটী সভাস্থাপনের প্রস্তাব হয় ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ব্রিষ্টলে আগমন করিতে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

বাথে সম্ভাষণ ও 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা

১৫ই জুন, বুধবার, বাথ গিল্ডহলে কেশবচন্দ্র 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডে কর্ত্তব্য' বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। মেয়র টি ডবলিউ গিবস্ স্কোয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমুদায় প্রশস্ত গৃহ শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়া যায়। প্রধান প্রধান ব্যক্তির সভাস্থলে তাঁহার উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা উল্লেখ করিয়া সভাপতি কেশবচন্দ্রের সামাজিক শক্তি, বাগ্মিতা, বিদেশীয় ভাষার উপরে আশ্চর্য্য অধিকার, ধর্ম্মসংস্কারে অত্যুৎসাহ, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের উচ্ছেদে সঙ্কল্প, এই সকলের প্রশংসাবাদ করিলেন। ক্লাইব হেষ্টিং হইতে নেপিয়ার, হেবলক, লরেন্স পর্য্যন্ত যাঁহারা ভারতে প্রসিদ্ধি লা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাথে আসিয়াছেন, সুতরাং বাথনিবাসী ব্যক্তিগ কেশবচন্দ্রের কথা অতি সমাদরে শ্রবণ করিবেন, ইহা তিনি বিশেষরূপে আশ করিতে পারেন, ইহাও উল্লেখ করিলেন। অপিচ কেশবচন্দ্র যে অদ্যকা বক্তব্য বিষয়টি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিবেন, ইহা তিনি সকলে মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, ভারতে অবস্থাদি বিষয়ে যদি কেহ প্রশ্ন করিতে চান, কেশবচন্দ্র তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে সদুত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন।

কেশবচন্দ্র সাদরে শ্রোতৃবর্গ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া, প্রথমতঃ পঞ্চাশ ব

ধ্যে ভারতে কি কি বিষয়ে মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন। অনন্তর বলিলেন, ভারতের সমগ্র সমাজের ভিতরে নূতন জীবন প্রবিষ্ট হইয়াছে, অনেক দিনের অধীনতার পর লোকে সংশয়ে, জড়বাদে, স্বেচ্ছাচারে নিপতিত হইয়াছে, এ দেশ হইতে সংশয়বাদের গ্রন্থ গিয়া তত্রত্য সংশয়বাদ আরও দৃঢ়মূল করিয়াছে, অল্পসংখ্যক লোক পবিত্রাত্মার পরিচালনায় সত্য লাভ করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন হইলেও যে শিক্ষাপ্রভাবে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, সে শিক্ষা যাহাতে সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হয়, তজ্জন্য যত্ন ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য। পুরুষদিগকে যেমন, তেমনি নারীগণকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিতে গিয়া যাহাতে জাতীয় আচার ব্যবহারে আঘাত না পড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কেন না এক বার সে দেশের লোক যদি ভয় পায়, তাহা হইলে অনেক দিন যাবৎ তাহারা স্ত্রীশিক্ষার দিকে আর অগ্রসর হইবে না। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ভর দিতেছেন এই জন্য যে, এক শিক্ষাপ্রভাবে ভারতের সকল অকল্যাণ বিদূরিত হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবের তিনি নিজেই সাক্ষী। অনন্তর মদ্যের বাণিজ্যের বিষময় ফল, ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত, সত্য ও শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য, ভারতের পূর্ব্ব সৌভাগ্য, ভারতবর্ষের বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের অমনোযোগ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া, তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "আমি আশা করি, এক জন বাঙ্গালী কেমন ইংরাজী বলে, তাই শুনিবার জন্য আপনারা আগমন করেন নাই, আপনারা কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিতে সমবেত হন নাই; কিন্তু আপনারা উচ্চ ও মহান্ অভিপ্রায় সাধনের জন্য আসিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের গৌরবান্বিত দেশের প্রতি আপনাদের এত দূর যত্ন উদ্দীপিত হইবে যে, ভারতের শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা সম্পূর্ণ অপসারিত না করিয়া আপনারা কিছুতেই তুষ্ট হইবেন না। মানুষের সম্মুখে আপনারা ভেরীনিনাদ করিতে পারেন, কিন্তু যে শাস্তার নিকটে আপনারা দায়ী, যাঁহার হস্ত হইতে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতপ্রবাহের মত প্রবাহিত নিত্য পুরস্কার নিদেশ পালন করিলে আপনারা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার অন্তরদর্শী নয়ন আপনারা স্মরণ করুন।"

অনন্তর তিনি ভদ্র, ভদ্রমহিলাগণ এবং মেস্তর মেয়রকে, তিনি যাহা বলিলেন তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করাতে ধন্যবাদ দিলেন। বক্তাকে ও মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

লিসেষ্টারে সম্ভাষণ ও 'ভারতসংস্কার' বিষয়ে বক্তৃতা

১৭ই জুন, শুক্রবার, লিসেষ্টার টেম্পারেন্স হলে কেশবচন্দ্র "ভারতসংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এখানে বিবিধ সম্প্রদায় ও বিবিধ পক্ষের লোক বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে :—রেবারেণ্ড জে এন্ বেন্নি, টি ষ্টেবেন্‌সন, জে জে গোডবাই, সি সি কো, আর হাবলে, জে সি পাইক, এইচ উইল্‌কিন্সন, এম্ ষ্টোন এস্‌কোয়ার, আল্ডারম্যান্ টি ডবলিউ হজেস্, জর্জ্জ বেন্স, জে ষ্টাফোর্ড, কাউন্সেলার টি এফ জনসন্, ডবলিউ এইচ ওয়াকার, জে টম্‌সন্, ডবলিউ কেম্পসন্, জে এইচ এলিস্, এইচ টি চেম্বার্স, মেসার্স ই ক্লেফান্, টি এম্ এবান্স, জে হারাপ, এফ্ ষ্টোন। মেয়র জি ষ্টেবেন্সন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তাকে পরিচিত করিয়া দেন। কেশবচন্দ্র যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—ঈশ্বর স্বয়ং যখন ভারতকে ইংলণ্ডের হস্তে স্থাপন করিয়াছেন, তখন এদেশীয়গণের ভারতের অবস্থা ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এ দেশীয় ব্যক্তিগণ যদি ভারতের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তৎপ্রতি তাঁহারা সদ্বিচার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতের অবস্থা বিদেশীয়গণের পক্ষে বোঝা শক্ত, অথচ এ দেশের অতি অল্প লোকই ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ভারতের যে সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে এ কথা বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এ দেশের অনেকে মনে করেন, ভারত একটি অতি সামান্য দেশ। সেখানে কতকগুলি অসভ্য লোক বাস করে, এবং সে দেশবাসীর ভাল মন্দের প্রতি উপেক্ষা করিলে কিছু ক্ষতি নাই, যাঁহারা শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাঁহারা তাঁহাকে এ কথা বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, প্রাচীনকালে

উহার মহত্ত্ব ছিল, ভবিষ্যৎ উহার গৌরবপূর্ণ। প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় গৌরবানুভব করে, যখন উহা দেখে যে, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য চারিদিকের দেশ যখন অজ্ঞানতায় ও বর্ব্বরাবস্থায় নিমগ্ন ছিল, তখন ভারত বিপুল গৌরবান্বিত সভ্যতায় ভূষিত ছিল। এ বিষয় যত ভাবা যায়, তত জাতীয় ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। ভারতের আঠার কোটি লোক ইংলণ্ডের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, ইংলণ্ড কি নিজ স্বার্থ-সাধনের জন্য ভারতকে শাসন করিতে পারেন? যে সময়ে ইংরেজগণ মনে করিতেন, ভারতের প্রতি তাঁহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, এখন সে সময় চলিয়া গিয়াছে। তিনি আশা করেন, তাঁহারা এখন বিশ্বাস করেন, ভারতের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহা ভয়ঙ্কররেশে তাঁহাদিগের উপরে আসিয়া পড়িবে। যদি তাঁহারা সে দেশের উপরে অন্যায়াচরণ করেন, যে ঈশ্বর তাঁহাদিগের হস্ত উহাকে ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনিই উহা হইতে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। এজন্যই সে দেশের অভাবপূরণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। কি কি অভাব দূর করা কর্ত্তব্য, তাহা এবং ব্রাহ্মসমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া, তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "ব্রহ্মবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনামাত্র করেন না, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন। ধনাদিতে তাঁহারা দরিদ্র, সংখ্যায় অল্প, সবল বা পরাক্রান্ত নহেন, অনেকগুলি সবল পরাক্রান্ত লোক আহূত হন নাই, কিন্তু দুর্ব্বল সহায়হীন লোক আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় পৌত্তলিক হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত ও উদ্বেজিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহারা শান্ত বিনম্রভাবে নিয়ত, তাঁহাদের হস্তে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। নিঃশব্দে জাতীয় সংস্কারের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে উহা প্রকাণ্ডাকার ধারণ করে এবং বহু দিনের সঞ্চিত ভ্রম, বহুকালের বদ্ধমূল পৌত্তলিকতা ও দূষণীয় সামাজিক ব্যবহাররূপ কূল ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার প্রবল বল ও শক্তি নিয়োগ করে; আবার সময়ে শান্তবেগ হয়, এবং নিস্তব্ধ শান্তভাবে পূর্ব্ববৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা এই প্রবাহ বহন করিতেছে এবং যে দিক্ দিয়া যাইতেছে, মনুষ্যের হৃদয় ও আত্মাকে উর্ব্বরা করিয়া যাইতেছে, এবং শান্তি,

সৌভাগ্য, পুণ্য ও পবিত্রতারূপ প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিতেছে। এ প্রবাহ মূল প্রস্রবণ ঈশ্বর হইতে সমাগত এবং প্রতিব্যক্তির আত্মা তদীয় জীবনের মধ্য দিয়া দেবনিশ্বসিতযোগে প্রবাহিত; এক দিন উহা ভারতসম্বন্ধীয় তরণীকে শান্তি পুণ্যের উপকূলে লইয়া উপস্থিত করিবে।"

রেবারেণ্ড বেন্নি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া, তাঁহার প্রচুর প্রশংসাবাদ করত, এই ভাবে কিছু বলিলেনঃ—বক্তা যাহা বলিলেন, তাহা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি উৎসাহপূর্ণ। পৃথিবীর অন্যতর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব এই চিরস্থায়ী মত ঘোষিত হইল, এ ঘোষণায় ইংরেজগণের উপকার না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সে দিন চলিয়া যাইতেছে, যে দিন খ্রীষ্টধর্ম্মকে দার্শনিক মত বা যাজকোচিত ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি ভারতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেছেন, উপস্থিত বন্ধু তাঁহাদিগকে দীন ও দুর্ব্বল বলিলেন। যাঁহারা ঈদৃশ সম্পৎ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দীন দরিদ্র কিরূপে? তাঁহাদের ওষ্ঠাধর দুর্ব্বল হইতে পারে না, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তাঁহাদের এই ঘোষণা সমুদায় পৃথিবীকে জয় করিবে, এবং উহাকে ঈশ্বরের নিকটে আনয়ন করিবে। এই দুইটি প্রকাণ্ড সত্য খ্রীষ্টানধর্ম্মের স্তম্ভ ও বন্ধনী এবং যখনই তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, এক বৃহৎ দেশ পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা, অপরিমিততা, জাতিভেদ ও বহুবিবাহ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই তাঁহারা এই বলিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে, সেখানে মানবপুত্রের (ঈশার) কার্য্য চলিতেছে, যে আলোকে সকল আলোকিত হয়, সেই আলোকের রেখাপাত সে দেশে হইয়াছে। যেমন খ্রীষ্টানগণের মধ্যে, তেমনই হিন্দুগণের মধ্যেও ভাল আছে, অন্যথা খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন অর্থ থাকে না। এজন্যই তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করিতেছেন যে, সামান্য সামান্য তুচ্ছ মতভেদ লইয়া ব্যস্ত থাকাতে যে সত্য তাঁহাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়াছে, সেই সত্যের বিষয় স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি জীবন্ত লিপি (কেশবচন্দ্রকে) প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আর একটী কথা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বক্তা বলিলেন, তিনি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে যখন তিনি বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহাকে

বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর কখন জাতীয় ভাব ত্যাগ করিতে কাহাকেও বলেন না। ঈশ্বর যাহা কিছু ভাল তাঁহাদিগকে দিয়াছেন, যে কোন সহজ বিশুদ্ধ অন্তর্ব্যবস্থান তাঁহাদিগের আছে, তাহা দৃঢ়রূপে তাঁহারা ধারণ করিয়া থাকুন। সর্ব্বত্র সকল মানুষকে ইংরেজ করিতে হইবে, এ ক্ষুদ্র নীচ অভিলাষ সর্ব্বথা তাঁহারা দূরে পরিহার করুন। যদি তাঁহারা আপনাদিগকে খাটি মানুষ মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। যদি খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ঠিক তাঁহাদের মত হিন্দুগণকে করিতে না চাহিয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্রের বাক্য মধ্যে যদিও কৃতজ্ঞতা, ভর্ৎসনা ও শিক্ষার কথা আছে, তথাপি তন্মধ্যে প্রচুর আশার কথাও আছে। সেই প্রকাণ্ড দেশে অন্যান্য অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দিবামুখ প্রকাশের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এ দেশেও তাহাই হইতেছে। কেন না এখানেও অজ্ঞানতা ও অপবিমিতাচারদানবের বিনাশের নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করা যাইতেছে। ভারতে যে সংগ্রাম চলিতেছে, এখানেও সেই সংগ্রাম চলিতেছে। তিনি খ্রীষ্টান হইয়া যাহা বলিতেছেন, তিনি আশা করেন, সকল খ্রীষ্টানই তাঁহার সহিত একমত। সে সময় আর অধিক দূরে নাই, যে সময়ে মানবজাতি তাঁহার প্রকৃত শিরোভূষণকে স্বীকার করিবে, এবং অকল্যাণের উপরে সম্যক্ জয়লাভ করিবে। এখন যে সংগ্রামে তাঁহারা প্রবৃত্ত, সেই সংগ্রামেতেই তাঁহারা সেই মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সেই কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সর্ব্বশেষে বক্তা যে প্রকৃত খ্রীষ্টানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইতেছে। তিনি দেখিলেন, স্বদেশীয়গণকে অকল্যাণ-শক্তি পেষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি উত্থান করিলেন, এবং পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে এই জন্য আসিলেন যে, সেই অকল্যাণশক্তিকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। যদি তাঁহারাও আপনাদের অধিকারের মধ্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, (কেশব) চন্দ্রসেনের সহিত তাঁহারা একই সেনাদলভুক্ত, একই বিজয়নিশানের নিম্নে সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অবশেষে একই গৌরবকর বিজয়ের সমাংশী হইবেন। রেবারেণ্ড আর হার্‌লি প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং প্রস্তাব

নিবদ্ধ হইল। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর দান করিলে, মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

বির্মিঙ্গামে স্বাগত সম্ভাষণ ও কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তরদান

২০শে জুন, সোমবার, মেসোনিক হলে কেশবচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য সভা হয়। মেয়র মেস্তর টি প্রাইম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইতে পারে:—রেবারেণ্ড সি বিন্স, জি বি জনষ্টন, জে জে ব্রাউন, এইচ ডবলিউ ক্রস্‌কে, সি ক্লার্ক, জি জে ইমানিয়েল বি এ, ডবলিউ গিবসন, ডি মভিন্নিস্, জি ফলেস্, জে গর্ডন, ই মাযর্স, আল্ডারম্যান ওস্‌বোরণ, মেসার্স পিকারিং, ব্রাক স্মিথ, টি কেন্‌রিক, এফ ওস্‌লার, জে এ কেন্‌রিক, এইচ নিউ, ডাক্তার বসেল, মেসর্‌স টি এইচ রাইলাণ্ড, জে আর মট, এইচ পেটন্. এ°চ এফ ওস্‌লার, আর চেম্বারলেন, টি গ্রিফিথ্‌স, জে বি গস্‌বি। অনেকগুলি মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রেবারেণ্ড আর ডবলিউ ডেল, রেবারেণ্ড জন হারগ্রীবস্ এবং রেবারেণ্ড সামুয়েল থরণ্টন সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক যে পত্র লিখিয়াছেন, রেবারেণ্ড এইচ্ ডবলিউ ক্রস্কে উহা পাঠ করিলেন। মেস্তর ডেল যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সার এই:—লণ্ডনে বিশেষকার্য্যানুরোধে তাঁহাকে যাইতে হইতেছে, তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এক মাস বা দুই মাস পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের সহিত লণ্ডনে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতেই তাঁহার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে যে, তাঁহার নিকটে যে আলোক সমাগত হইয়াছে, তৎপ্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত। যে কার্য্যে তিনি ঈশ্বর-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাঁহার একেশ্বরে বিশ্বাস যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়াতে নিষ্পন্ন, তাহাতে তাঁহার কোন সংশয় নাই। যদি স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিতেন, ঈশ্বরের নৈকট্য, মঙ্গল ভাব, এবং ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে সহজ জ্ঞান এবং খ্রীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপৌরুষেয় জ্ঞান, এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা তিনি উপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেন। মেয়র বলিলেন, ভারত হইতে সমাগত বন্ধুর স্বাগত সম্ভাষণের জন্য যে সভা আহূত হইয়াছে, এ সভা যেমন তাঁহার মনোমত, এমন

আর কোন সভায় তিনি পূর্ব্বে উপস্থিত থাকেন নাই। যে সমাজের তিনি মেয়র, সে সমাজের নামে তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, কেশবচন্দ্র যে কার্য্য করিয়াছেন, সে কার্য্যে তাহাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

রেবারেণ্ড এইচ্ ডবলিউ ক্রস্কে এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিলেন:— "বিবিধ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের গঠিত এই সভা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেনকে সাদর স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন, এবং তাঁহার সহযোগিগণ পৌত্তলিকতাবিনাশ, জাতিভেদের উচ্ছেদ, এবং সেই বৃহৎ রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় উচ্চতর স্বাধীন-জীবনবিস্তারকরূপ যে মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তৎপ্রতি উঁহার গভীর সহানুভূতি আছে, তাহাদিগকে তাহা নিশ্চয়াত্মক রূপে অবগত করিতেছেন।" এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিয়া মেস্তর ক্রস্কে বলেন, ব্রাহ্মসমাজের দুইটি মূলতত্ত্ব, প্রথমটি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি জাতিভেদের উচ্ছেদ। এখানেও জাতিভেদের অত্যাচারে জাতীয় জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত, সুতরাং সেই প্রাচীন দেশে জাতিভেদের উচ্ছেদ জন্য যে যত্ন হইতেছে, তৎসহ তাহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পক্ষে আর একটি বিশেষ কারণ আছে, তাঁহার ধর্ম্মভাব অতি গভীর, প্রতি নৈতিক পরিবর্ত্তন ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত যোগানুভব করিতে যত্ন করেন। তিনি (রেবারেণ্ড ক্রস্কে) বিশ্বাস করেন যে, পবিত্রাত্মার অভিষেক হইতে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসংস্কার উপস্থিত হয়। সভ্যতার সর্ব্ববিধ আয়োজনে কোন দেশকে ভূষিত করিলেও উহার মধ্যে গভীর উচ্ছ্বসিত ভাব না থাকিলে, তদ্দ্বারা কোন ফলই উৎপন্ন হয় না। অতএব তিনি ভারতের সংস্কারকার্য্যের সহিত সকলের গভীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। রেবারেণ্ড সি বিন্স নির্দ্ধারণটীর অনুমোদনকালে বলিলেন, তিনি মেস্তর ডেল এবং অন্যান্য 'নন্‌কন্‌ফরমিষ্ট' উপদেষ্টৃগণের সহিত যোগ দিয়া প্রসিদ্ধ অভ্যাগত কেশবচন্দ্রের কার্য্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ভারতে কি কি কার্য্য হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, রেবারেণ্ড বিন্স কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিগণের পরিশ্রমের সফলতার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

নির্দ্ধারণটি সর্ব্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে, কেশবচন্দ্র যাহা বলিলেন, তাহার

মর্ম্ম এই :—তাঁহাকে তাঁহারা যে সাদর সম্ভাষণ দিলেন, তাহাতে তিনি বিশেষ সম্মানিত হইলেন। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহার আগমনের পর হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদসত্ত্বেও তিনি সর্ব্বত্র স্বাগতসম্ভাষণ, সহানুভূতি এবং সহযোগিত্ব অনুভব করিতেছেন। এ সকলের জন্য হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তাঁহাকে বলিতে হইতেছে, তাঁহার বন্ধুগণের দয়া অনেক দূর গিয়াছে। বলিতে হয়, তাঁহাকে তাঁহারা 'সিংহ' করিয়া তুলিয়াছেন: তিনি তাঁহাদিগকে অনেক বার বলিয়াছেন, "আপনারা আমার অভিমান বাড়াইবেন না। আমাকে লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি করিবেন না, আমাকে প্রকাশ্য সভায় আগু বাড়াইয়া দিবেন না।" যেন মনে হয়, তাঁহারা এ কথার এই উত্তর দেন, "সকল সময়ে তো আমরা বিদেশীয় লোককে পাই না, সুতরাং যত পারি, আপনার আমরা ব্যবহার করিয়া লইব।" তাই তাঁহারা তাঁহাকে নগর হইতে নগরে, গৃহ হইতে গৃহে, সভা হইতে সভায়, চাপানসমিতি হইতে চাপানসমিতিতে লইয়া বেড়াইতেছেন এবং তিনি জানেন না, কোথায় গিয়া তিনি থামিবেন। এগুলি মনে হয়, কেবল তাঁহাদিগের আতিথেয়তা ও হিতৈষণার আধিক্য হইতে ঘটিতেছে। তিনি কি লক্ষ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন, তাহা হয়তো তাঁহারা সকলে অবগত আছেন। ইংরাজী সভ্যতা কি, ইংরাজী সভ্যতায় ইংলণ্ডের কি হইয়াছে তদধ্যয়ন, খ্রীষ্টজীবনের বিবিধ দিক্ দর্শন, খ্রীষ্টানচরিত্রনির্ব্বাচন, খ্রীষ্টানগণের পারিবারিক জীবনের মিষ্টতা, যত দূর সম্ভব, উপলব্ধি করিবার জন্য, এবং ভারতের উপকারের নিমিত্ত খ্রীষ্টান জাতির সভ্যতা ও জীবনের শিক্ষণীয় বিষয় সমুদায় স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, পবিত্রাত্মার প্রেরণায় তিনি খ্রীষ্টান অন্তর্ব্বাবস্থানগুলির মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন, এবং সে সকল স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবেন। ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, কি তাঁহাদিগের করিবার আছে, এবং সে সকল করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা তিনি বলিতে আসিয়াছেন। ভারতকে ব্রিটিষ রাজ মুকুটের অমূল্য রত্ন বলা হইয়া থাকে; তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি

কোন দলের লোক হইয়া এ দেশে আসেন নাই, এবং এখানেও কোন এক দলের সহিত তিনি একীভূত হইবেন না। তিনি সমুদায় ব্রিটিষ জাতির সম্মুখে ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবেন। তাঁহার এ কথা বলা সমুচিত যে, তিনি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত একীভূত হইবেন না। তিনি হ্যানোবার স্কোয়ার রুমে যাহা বলিয়াছেন, অনেকে অনেক প্রকার তাহার অর্থ করিয়াছেন, এবং যদিও সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি মনে হয়, অনেকে মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে আসিবার অর্দ্ধ পথে তিনি আসিয়াছেন, এবং তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ তাঁহাদিগের মত আলিঙ্গন করিবেন। এ বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি যে দিন হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইতেছেন। এই সম্প্রদায়গুলির যেন একটি বাজার বসিয়াছে। এক এক সম্প্রদায় উহার এক একটি বিপণি। এক এক বিপণির কাছ দিয়া যাইবার বেলা প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের বিশ্বাস ও বাইবেলের ব্যাখ্যান আনিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিরোধবিসংবাদে তাঁহার উদ্বেগ ও আমোদ উভয়ই উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকটে ইহাই প্রতীত হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ কোন খ্রীষ্টান জাতি খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্যের ভাব সম্যক্ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কোন খ্রীষ্ট-সম্প্রদায়, খ্রীষ্ট যেমন ছিলেন ও আছেন, সেরূপ পূর্ণ পরিমাণে তাঁহাকে উপস্থিত করেন না, এবং কোন কোন স্থলে খণ্ডিত এবং রূপান্তরিত খ্রীষ্টকে; লজ্জার বিষয়, কোন কোন স্থলে জাল খ্রীষ্টকে উপস্থিত করেন। তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন যে, তিনি খ্রীষ্ট পান নাই, এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডে আসেন নাই। যখন রোমাণকাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, ইউনিটেরিয়ান্, ট্রিনিটেরিয়ান্, ব্রডচার্চ্চ, লোচার্চ্চ ও হাই চার্চ্চ আসিয়া তাঁহাদিগের এক এক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টকে উপস্থিত করেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকে এই কথা বলিতে ইচ্ছা করেন, "আপনারা কি মনে করেন যে, আমার ভিতরে খ্রীষ্ট নাই? যদিও আমি ভারতবর্ষের লোক, তথাপি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে, আমি বলিতে পারি, আমার খ্রীষ্ট আমার আছেন।" তিনি ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদের খ্রীষ্ট বলিয়া খ্রীষ্টকে তাঁহারা উপস্থিত করেন। ঈশ্বরের আলোক

কি কোন এক জাতি বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া করা? ঈশ্বরের খ্রীষ্ট সকল জাতির সম্পৎ; যেমন তাঁহাদের, তেমনই তাঁহার। খ্রীষ্টের জীবনের কোন কোন অংশ এবং কোন কোন শিক্ষা বাদ দিয়া, যদি তাঁহারা তাঁহাদের খ্রীষ্টকে উপস্থিত করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহাকে উপস্থিত করিতে কেন তিনি পারিবেন না? তিনি ইচ্ছা করেন না যে, কোন খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় তাঁহার স্বাধীন বিচারশক্তির উপরে হস্তক্ষেপ করেন। ইংলণ্ডের সাম্প্রদায়িক মত ইংলণ্ডেরই থাকুক, তাঁহারা সে সমুদায়ের ব্যবহার আপনারা করুন, কিন্তু তাঁহাকে বলিতে দিন যে, কোন খ্রীষ্টানদেশে খ্রীষ্ট পূর্ণ অবস্থায় উপলব্ধির বিষয় হন নাই। ভারতকে তাঁহারা উন্নত করুন, কিন্তু মত, অনুষ্ঠান, এ দেশের খ্রীষ্ট ও দেশের খ্রীষ্ট, শরীরধারী খ্রীষ্ট বা স্থানীয় খ্রীষ্ট, এ সকল বিষয় তুলিয়া প্রয়োজন নাই। খ্রীষ্টের যে সহজভাব ও মতবিশ্বাসে জীবনের পুণ্যপবিত্রতা উৎপন্ন হয়, তিনি তাহাই চান। তিনি তাঁহাদের নিকটে পবিত্রতা চাহিতে আসিয়াছেন, মত নহে। তিনি কোন সম্প্রদায়ের মতের দোষ ধরিতে অভিলাষ করেন না, কেন না তিনি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সত্য আছে। তাঁহারা যে কোন ভাল প্রভাব উপস্থিত করিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। অনন্তর তাঁহার কার্য্যে সকলের সহানুভূতি প্রদর্শন, ভারতের পূর্ব্ব অবস্থা, বর্ত্তমান দুরবস্থা, ব্রাহ্মসমাজ, পূর্ব্ব পশ্চিমে সর্ব্বত্র সত্যের একত্ব, অল্পবয়স্ক যুবকগণকে পিতা মাতার রক্ষণাধীন হইতে বিযুক্ত করিয়া খ্রীষ্টান মিশনারিগণের রক্ষণাধীনে লওয়ার দূষণীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেনঃ—তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার মণ্ডলী স্বয়ং ঈশ্বরের, তিনি পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত, কোন মানুষ তাঁহাকে এ পথে বা ও পথে চালাইবে, ইহা তিনি হইতে দিবেন না। এ সকল বিষয়ে মানুষের পরিচালনায় তাঁহার কোন বিশ্বাস নাই। তিনি যদি বিশ্বাসপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করেন, তিনি অবশ্য তাঁহাকে উঠাইবেন, এবং তাঁহাকে পবিত্র স্বর্গরাজ্যে স্থান দান করিবেন। অপিচ তিনি বিশ্বাস করেন যে, যদি তাঁহার দেশের অষ্টাদশ কোটি লোক তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত হন, তাঁহার পিতা তাঁহাদিগকে করুণা করিবেন, তাঁহার দেশের ভবিষ্যৎ

নিয়তি তাঁহারই হস্তে রাখিয়া দিতে তিনি প্রস্তুত, যাঁহার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "যদিও তিনি আমায় বিনাশ করেন, তথাপি তাঁহার উপরে আমি নির্ভর করিব।" এই বক্তৃতা এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। রেবারেণ্ড জি বি জনষ্টনের প্রস্তাবে, রেবারেণ্ড জি জে ইমানিয়েলের অনুমোদনে, কেশবচন্দ্র যাহা বলিলেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। পরিশেষে মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

নটিঙ্ঘামে সম্ভাষণ ও কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তর

২১শে জুন, মঙ্গলবার নটিঙ্ঘামে মেকানিক্স হলে সভা হয়। নটিঙ্ঘামের মেয়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। অনেকগুলি লোক সমবেত হন। সভার কার্য্যারম্ভে বাপ্তিষ্টমিশনের রেবারেণ্ড সামুয়েল কক্স বলেন, কেশবচন্দ্র একজন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মবাদী। তিনি নাজারথের যিশুকে এক জন প্রধান উপদেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করেন। তিনি সকল দেশের সাধু মহাজন হইতে, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয় ঋষি মহর্ষিগণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি আশা করেন যে, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া, তাঁহারা যেখানে আছেন, সেখানে আসিবেন; কিন্তু তাঁহার মনের সংশয় এই যে, কেশবচন্দ্র আপনাকে যত টুকু জানেন, তদপেক্ষা তিনি অধিক খ্রীষ্টান। মিস কলেট তাঁহার যে সকল বক্তৃতা সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে তিনি এমন একটি মনের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহা অতুল ভক্তিসম্পন্ন, সুকোমল, অধ্যাত্মভাবপূর্ণ, এমন খ্রীষ্টানোচিত ভাবে পূর্ণ যে, তাঁহাদের ন্যায় জড়ভাবাপন্ন অনেক খ্রীষ্টানকে একান্ত লজ্জিত হইতে হয়। তিনি ইচ্ছা করেন না যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি উপেক্ষা করেন। ভবিষ্যতের হিন্দুমণ্ডলী কোন খ্রীষ্টানমণ্ডলীর অনুরূপ হয়, এ জন্য তিনিও ব্যস্ত নহেন। ভারতের ভবিষ্যৎ মণ্ডলী এ দেশীয় খ্রীষ্টানমণ্ডলী সমুদায় হইতে ভিন্ন হইলেও, খ্রীষ্টের মনের মত মণ্ডলী হইতে পারে। এরূপ মণ্ডলীর মত ও উপাসনাদির প্রণালী ভিন্ন হইলেও, ঈদৃশ মণ্ডলীদর্শনে তাঁহারা আহ্লাদিত হইবেন এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিবেন। সে মণ্ডলী যে আকার ধারণ করুক, উহা উদার হইবে, যাঁহারা সাধু, তাঁহাদিগের মত যে প্রকার কেন হউক না, তাঁহাদিগের জন্য উহা প্রমুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, সকলের অপেক্ষা উদার হইবে। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে

তিনি এরূপ মত পোষণ করেন বলিয়াই, তিনি এ নগরের মণ্ডলী-সমূহের নামে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন এবং এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন যে, পবিত্রাত্মা তাঁহার পথ প্রদর্শন এবং তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করুন। মেস্তর কক্স এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিলেন :—"এই সভা ইচ্ছা করেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়, এবং যে উৎসাহ ও আত্মত্যাগ দ্বারা তাঁহার জীবন উদ্দীপ্ত তৎপ্রতি সবিস্ময় সমাদর প্রকাশ করা হয়।" কঙ্গিগেশনালিষ্ট রেবারেণ্ড জেম্‌স্ মাথেসন এম এ বলিলেন, ভারতসম্বন্ধে যখন এ দেশের একান্ত অনভিজ্ঞতা, তখন কেশবচন্দ্র যদি এক জন স্বমতনিরত ব্রাহ্মণ হইতেন, তবু তাঁহারা সাদরে সম্ভাষণ করিতেন, কেন না সে দেশীয়গণের নিকটে তদ্দেশসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার মূল্য অনেক। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহানুভূতি লাভ করিবার বিশেষ কারণ আছে, কেন না তিনি 'প্রেরিতগণের মতের' প্রথমাংশ বিশ্বাস করেন—"আমি পিতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করি।" যদি ভবিষ্যতে তিনি সমুদায় মত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। যে নির্দ্ধারণ তিনি অনুমোদন করিতেছেন, তাহাতে সকলেরই সম্মতি হইবে, সংশয় কি?

নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে এবং কিছু বলিবার জন্য কেশবচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলে, সকলে দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দধ্বনিতে তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—তিনি ভারত হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মসমাজসম্পর্কীয় জীবন দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। ভারত এখন পরিবর্ত্তনের অবস্থায় অবস্থিত, সুতরাং তদ্দেশবাসিগণের দেখা উচিত যে, মহৎ মহৎ সত্যগুলি ইংলণ্ড স্বীয় জীবনে কি প্রকার পরিণত করিয়াছেন। অনেক সত্য আছে, যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সে সমুদায় পুস্তকে পড়া এক, আর জীবনে তাহার কার্য্য দেখা আর এক। জীবনে সে সমুদায় অধ্যয়ন করা এবং জীবনোপরি উহারা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা দর্শন করা তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। এ দেশে অনেকগুলি সামাজিক, পারিবারিক অন্তর্ব্যবস্থান এবং অনেকগুলি ধর্ম্মসম্পর্কীয় আচার ব্যবহার আছে, যাহা সংস্কারদোষবর্জ্জিত হইয়া অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া দেখিলে এবং সেই গুলি ভারতে প্রবর্ত্তন করিলে, সে দেশের বিশেষ উপকার দর্শিবে। তিনি

যখন ভারতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই সকল সত্য জীবনোপযোগী করিয়া তাহার স্বদেশীয়গণের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যে সময়ে চারিদিক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, সে সময়ে ভারত উচ্চ সভ্যতার ভূমি ছিল। এখন তাহার সে সমুদায় অন্তর্ব্যবস্থান অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু আবার তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে, এবং এই জন্যই বিধাতার গূঢ় কৌশলে ইংলণ্ডকে তাহার উপায় করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ভারতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত করিয়া, উহা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চারিদিকে বিস্তৃত করিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির প্রয়োজন, কেন না ব্রাহ্মসমাজ সেই শিক্ষার প্রভাবের ঘনীভূত অবস্থা। হিন্দুচরিত্রের ভক্তিপ্রবণতা ও সাহজিক ভাবের সহিত ইংরেজ চরিত্রের উদ্যম ও দেশহিতৈষণা মিশিয়া উহা সবল হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আলোকের সম্মিলনে ও গুণসকলের সংমিশ্রণে ভারতের সংস্কারকার্য্য বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইবে। ইংরেজেরা তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া প্রার্থনা করুন, কার্য্য করুন, কিন্তু তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মতামত এবং বিবাদ বিসংবাদ যেন তাঁহাদিগের উপরে বলপূর্ব্বক চাপাইয়া না দেন। ইংলণ্ডের যাহা কিছু ভাল আছে, মহৎ আছে, তাঁহারা তাঁহাকে তাহা দিন, তিনি অঙ্গীকার করিতেছেন, সে সমুদায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ভারতের অন্তর্ব্যবস্থানের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন। এইরূপে ইংরাজজাতির বিশুদ্ধ অন্তর্ব্যবস্থান ও জীবন জাতীয় ভাবে ভারতে বিস্তৃত হইবে এবং কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ হইবে না। আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই প্রকারে কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে, এবং কেহ কেহ বলিতে পারেন, "এই পর্য্যন্ত, আর নয়", কিন্তু এ উন্নতিসমুদ্রের তরঙ্গ তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইবে না, উহা সমুদায় ভারতকে উর্ব্বর করিবে।

ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত রেবারেণ্ড রিচার্ড আরমষ্ট্রং কেশবচন্দ্রের প্রতি ধন্যবাদার্পণের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, তিনি অন্যান্য বক্তার ন্যায় এ কথা বলেন না যে, কেশবচন্দ্র অর্দ্ধ পথে আসিয়াছেন, বরং তিনি এই ইচ্ছা করেন যে, কেশবচন্দ্র যে প্রকার খ্রীষ্টান, সেরূপ এই সভা অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান হন। ইংলণ্ডে যে জাতিভেদ আছে, তাহার উচ্ছেদ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সংস্কারের

প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের বিশেষ যোগাযোগ হইবে এবং কেশবচন্দ্র এ দেশের পক্ষে একজন প্রেরিত হইবেন, তিনি আশা করেন। ইংলিস প্রেসবিটেরিয়ান্ রেবারেণ্ড জে বি ডাউহার্টি বলিলেন, যদিও (মত-সম্বন্ধে) তিনি যত দূর যান, কেশবচন্দ্র তত দূর যান না, তথাপি তাঁহার প্রভু (ঈশা) তাহাকে তাহাদিগকেও অস্বীকার করিতে বলেন নাই, যাহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন না করিয়াও ভূত ছাড়াইয়াছিল। কেশবচন্দ্র যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আহ্লাদিত হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন। নিউইয়র্কের ডাক্তার বেডিংটন, আমেরিকার মহিলাগণ ভারতবর্ষের নারীগণের শিক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, আমেরিকায় গিয়া ইংলণ্ডের সভ্যতা হইতে উৎপন্ন সভ্যতা অধ্যয়ন করিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর ধন্যবাদের যে প্রস্তাব হয়, উহা সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইলে, রেবারেণ্ড সি ক্লেমান্স কেশবচন্দ্রের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার এবং উপস্থিত সকলের জন্য পবিত্রাত্মার পরিচালনা ভিক্ষা করত, মেয়রকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। মেয়র মেস্তর ওল্ডনো উহার উত্তরে বলিলেন, যদি আজকার সভায় তিনি না আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সে দুঃখ চিরদিন থাকিয়া যাইত।

সম্ভাষণপত্র

২১শে জুন, নটিঙ্গামের ধর্ম্মযাজক ও উপদেষ্টৃগণ কেশবচন্দ্রকে এই সম্ভাষণ-পত্রখানি অর্পণ করেন।

নটিঙ্গাম, ২১শে জুন, ১৮৭০।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে

মহাশয়,—আমরা নটিঙ্গাম এবং তৎসন্নিহিত স্থানস্থ প্রভু ঈশার মণ্ডলীর বিবিধ শাখার উপদেষ্টৃগণ এই নগরীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহূত হইয়াছি। আমরা আপনার ইতিহাস এবং ভারতে পরিশ্রমের কথা উৎসুকচিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা আপনাকে অবগত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি যে, খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে ভারতে আমাদের সমপ্রজাবর্গ বৈদিক ধর্ম্ম ও হিন্দুপূজা অর্চ্চনার কুসংস্কারাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, এবং আপনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন

যে, মিশনারিগণের ও ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের প্রভাব আপনার মনের উপরে কি প্রকার কার্য্য করিয়াছে।

আমরা যে সকল সত্য অতীব উচ্চ মনে করি, আপনি আমাদের সঙ্গে এক-মত হইয়া সেইগুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন,— যেমন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে অনুতপ্ত হইয়া নিতান্ত দীন ও অকিঞ্চন হওয়া, ঈশ্বরের করুণায় স্বর্গীয় জীবনলাভ এবং এই জীবনলাভজন্য সভা ও প্রকাশ্য উপাসনার প্রয়োজন,—ইহা আমরা অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে শুনিয়াছি এবং শুনিয়া আপনাকে বিদিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি সেই স্বর্গীয় জীবনকে ঈশ্বরের সহিত যোগ এবং প্রার্থিভাবে তাঁহার উপরে নির্ভর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া আপনার প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি উপস্থিত। খ্রীষ্টের উদার মণ্ডলীর কতকগুলি মূল সত্য আপনাকে অবগত করিতে দিন, যে সত্যগুলির সম্বন্ধে এই মণ্ডলী চির দিন সাক্ষ্য দান করিয়াছে। আপনি আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাস কি, ইহা জানিবার অভিলাষী, এই বিশ্বাসে অতি সম্ভ্রমের সহিত সেই সত্যগুলি আপনার নিকটে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে আমরা প্রার্থী। আমরা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, বাহিরে বিবিধ প্রকারের ভিন্নতা সত্ত্বেও, এই সকল সত্য মণ্ডলীকে সারতর একতা অর্পণ করিয়া থাকে।

আমাদের নিজের অনুমান ও ভয়জনিত সংশয় ও অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের চিরন্তন নিয়তি, এ সকল বিষয় নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়া-ছেন, আমরা বিশ্বাস করি, এই পবিত্র ইচ্ছার অভিব্যক্তিই বাইবেল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আমরা সেই বিধি দেখিতে পাই, যে বিধিতে পাপসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, এবং সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য পরিত্রাতাকে আমরা তদ্দ্বারা অবগত হই। আমরা বিশ্বাস করি, পাপ অপরাধ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই, যিশু খ্রীষ্টে আমাদের পরিত্রাণ এবং তাঁহার শোণিতে আমাদের পাপের ক্ষমা। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট দেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র পরিত্রাতা এবং প্রভু, তিনি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র, এবং আমাদের সকলের আত্মার পূর্ণ বাধ্যতা তিনি চান। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, পুত্রের মধ্য দিয়া পিতা যে পবিত্রাত্মা দান করেন, সেই পবিত্রাত্মা দ্বারা আমরা

অধ্যাত্ম জীবন, আমাদের পতিতাবস্থা, এবং যিশুখ্রীষ্ট যে আমাদর প্রভু ও ঈশ্বর, তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করি।

এই সকল কল্যাণকর সত্য আমরা অতীব প্রযোজনীয় মনে না করিয়া থাকিতে পারি না, এবং আমরা এটি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া অবগত করিতে প্রার্থী যে, আমরা ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি এবং ভারতে আমাদের সমপ্রজাবৃন্দ, ঈশাতে যে সমগ্র সত্য আছে, পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক তাহাতে নীত হন।

ফ্রান্সিস মোর্স এম্, এ, সেণ্ট ম্যারিব বিকাব।
হেন্‌রি রাইট এম্, এ, সেণ্ট নিকোলাসের রেক্‌টর।
টমাস্ এম্, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, এম্, এ, হোলিট্রিণিটির বিকার।
টমাস্ পিপার এম্, এ, নিউরাডফোর্ডের বিকাব।
ইডয়ার্ড ডেবিস্ হিল্ ফোর্ডের রেক্‌টর ইত্যাদি ৪৪ জন।

ম্যাঞ্চেষ্টারে সম্ভাষণ ও কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তরদান

২৪শে জুন, শুক্রবার, ম্যাঞ্চেষ্টার ফ্রীট্রেড হলে একটি প্রকাশ্য সভা হয়। মেস্তর ই হার্ডক্যাসল্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সহ যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ইঁহাদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে:—রেবারেণ্ড টি সি লী, জে ইয়েটস্, টমাস্ হিকে, ডবলিউ এ ওক্‌নর, এইচ ই ডাউসন্, ইলিয়ম্ হ্যারিসন্, টমাস্ জে বোলাণ্ড, ষ্টান্‌ফোর্ড হ্যারিস্, জে সি পেটারসন্, টি সি ফিন্‌লেসন্, ডবলিউ এস্ ডেবিস্, জে শ্লেটর, এ বি কাম, জেম্‌স্ শিপ্‌ম্যান, ডবলিউ এইচ কুম্ব, জি ডবলিউ কণ্ডার, জে ব্ল্যাক্, ব্রুক্ হারফোর্ড, আর চেনেরি। এই সকল যাজক ও উপদেষ্টৃগণ চার্চ্চ অব ইংলণ্ড এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টারগণের প্রতিনিধি। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে না পারিয়া, দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেক্রেটারী রেবারেণ্ড বি হারফোর্ড তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি প্রাচীন রেবারেণ্ড ডাক্তার এম্'কেরো এবং হিব্রু সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা রেবারেণ্ড ডি এম্ আইজাক্সের নাম করিলেন। কিরূপ ভাবের পত্র আসিয়াছে, তাহা প্রদর্শন

জন্য তিনি দুই খানি পত্র সভায় পাঠ করিলেন। রেবারেণ্ড জে এ ম্যাক্‌ফেডায়েন লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের সংস্কারের জন্য ঈশ্বর মেস্তর সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) মহত্তমশক্তিবিশিষ্ট উপায় করিয়াছেন, ইহা আমি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না, সভায় উপস্থিত হইয়া আমার এই দৃঢ় সংস্কারের প্রমাণ দিবার ইচ্ছা ছিল।" ব্রিটিষ য়িহুদি উপাসকমণ্ডলীর রেবারেণ্ড ডাক্তার গটহিল লিখিয়াছিলেন,—"যে সকল ব্যক্তি উন্নতি ও জ্ঞানালোক যথার্থ ই ভালবাসেন, এবং আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম যে সকল বাহ্যাকারে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই বাহ্যাকারের সঙ্গে যাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক নহে, সুখ-শান্তি-অর্পণে ও মানব-হৃদয়-পোষণে ধর্ম্মের অসীম ক্ষমতা যাঁহারা স্বীকার করেন, আমার সন্দেহ নাই যে, তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) যত্ন তাঁহাদিগের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।"

সভাপতি বলিলেন, তাঁহারা যে বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য মিলিত হইয়াছেন, তিনি আপনার জীবন স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ভারতের নীতি, সমাজ ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় উন্নতির পক্ষসমর্থক এবং যদিও তিনি নামে খ্রীষ্টান নহেন, কাজে তিনি খ্রীষ্টান। কেশবচন্দ্র সেন যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষণ পাইবার যোগ্য, এ সম্বন্ধে উপস্থিত কোন ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। রেবারেণ্ড জি ডবলিউ কণ্ডার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বিবিধ ধর্ম্মসমাজের সভ্যগণে গঠিত এই সভা ম্যাঞ্চেষ্টারে কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়ের সহিত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন, এবং তাঁহার স্বদেশে জাতিভেদ উচ্ছেদ ও তাঁহার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণকে পৌত্তলিকতা হইতে বিমুক্ত করিয়া উচ্চতর নীতি ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় জীবনে লইয়া যাইবার জন্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা সহকারে তিনি যে যত্ন করিতেছেন, তাহা স্বীকারপূর্ব্বক, তাঁহার এবং তাঁহার সহযোগিগণের কার্য্যে এ সভার গভীর ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি আছে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতেছেন।" মেস্তর আল্ডারম্যান বুথ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল।

কেশবচন্দ্র কিছু বলিবার জন্য উত্থান করিলে, সমগ্র শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অত্যুৎসাহে অভ্যর্থনা করত, উপর্য্যুপরি করতালিপ্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—এ নগরেতে

তাঁহাকে সকলে যে সাদরে গ্রহণ করিলেন, তজ্জন্য তিনি আপনাকে অতীব সম্মানিত মনে করিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই শত শত হস্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রসারিত হইতেছে, শত শত হৃদয় তাঁহার সফলতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ইহাতে তিনি অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁহার দেশীয় লোকগণ শুনিয়া নিতান্ত প্রোৎসাহিত হইবেন যে, তাঁহাদের প্রতিনিধি ইংলণ্ডের সমুদায় প্রদেশে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। কি রাজ্য-সম্পর্কীয়, কি ধর্ম্মসম্পর্কীয়, সকল সম্প্রদায়ের লোক একমত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সহযোগিতা ও আতিথেয়তা অর্পণ করিতেছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। ভারতে যে সংস্কারেব কার্য্য চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার নিকটে তাঁহাব নিজের প্রতি যে সম্মাননা প্রদর্শন কবা হইতেছে, তাহা কিছুই নহে! ইংবেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিতে আসিয়াছেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ভারত ও ইংলণ্ডসম্বন্ধে বলিতে হইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত করুণাগুণে এ উভয় একত্র সংযুক্ত হইযাছে। এই সম্মিলনের একটি প্রধান ফল ব্রাহ্মসমাজস্থাপন। এই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি সম্বদ্ধ। ইটি ভাবতেব পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, ইহার উৎপত্তি ভিতর হইতে হইয়াছে, বাহির হইতে ইহা আসে নাই। এটি দেশীয় একেশ্বরবাদ, ইহার ভিতরে সংস্কাব ও মণ্ডলীতে পরিণত করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ছয় সহস্র শিক্ষিত যুবক ইহার অন্তর্ভূত হইয়াছে। ইঁহারা প্রস্তর, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পুতুলের নিকটে মস্তক অবনত করাকে ইঁহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধির অবমাননা মনে করেন। ইঁহারা এক ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও পূজা করেন না এবং এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাস হইতে ইঁহাদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। এই ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস জাতিভেদেব উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত। খ্রীষ্টধর্ম্ম অথবা উহাব মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, এ ধর্ম্ম তাহার বিরোধী নহে! খ্রীষ্টানপ্রচারকগণের আত্মত্যাগ-প্রধান জীবন তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাপেক্ষা আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহা সমাজের উপরিভাগে নহে, কিন্তু জাতির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম অতি উদার, বিদেশীয় বলিয়া যাহা কিছু সত্য ও

ভাল, তাহা তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন না, অথচ তাহা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয় ভাবের উচ্ছেদ অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় সে দেশের লোকদিগকে আত্মানুরূপ করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, ইহা না করিয়া খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু মধ্যে যে যথার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব আছে, সকল সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া তাহাই ভারতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাব ভারতে কি আকার ধারণ করিবে, কেবল তিনিই জানেন, যিনি, কোন্ জাতির পক্ষে কি ভাল, অবগত আছেন। সুতরাং উহার ফল ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া দেওয়াই নিরাপদ। একবার খ্রীষ্টের ভাবের সহিত সে দেশের হৃদয়ের সংস্পর্শ হইলে, উহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের ভিতর দিয়া, বাক্যে, কার্য্যে ও জীবনে প্রকাশ পাইবে এবং জাতীয় মণ্ডলী স্থাপন ও সমুদায় দেশকে নবজীবন দান করিবে। বিদেশীয়গণ ভাল করিবেন মনে করিয়া, যেন সে দেশের লোকদিগকে কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে যত্ন না করেন, কিন্তু নবজীবনপ্রদ যে আলোক সে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, উহারই বিস্তার যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করেন। যে সংস্কারের কার্য্য সেখানে চলিতেছে, উহা এত বিস্তৃত যে, কোন এক জন ব্যক্তি বা কতকগুলি ব্যক্তি উহা করিতেছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু এ সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরের। অনন্তর মদ্যসম্পর্কীয় অমিতাচার নিবারণজন্য কি কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বলা শেষ করিলেন। মেস্তর আল্ডারম্যান্ হেউডের প্রস্তাবে, মেস্তর আল্ডারম্যান বুথের অনুমোদনে, রেবারেণ্ড ডাক্তার উইলসনের (ইনি চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বম্বেতে ছিলেন এবং এখন স্কটল্যাণ্ডের ফ্রীচার্চ্চের জেনেরল আসেম্বেলীর মডারেটর) প্রতিপোষণে বক্তাকে ধন্যবাদ অর্পণ করা হয়। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

'ইউনাইটেড কিঙ্গডম আলায়েন্স' কর্ত্তৃক সম্ভাষণ ও কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তরদান

২৫শে জুন, শনিবার, অপরাহ্লে নিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচন্দ্র ম্যাঞ্চেষ্টার ট্রেবিলিয়ান হোটেলে 'ইউনাইটেড কিঙ্গডম আলায়েন্সের' কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ও কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেস্তর আল্ডারম্যান হার্ব্ব জে পি, প্রোফেসর এফ ডবলিউ নিউম্যান্, সি জে ডার্ব্বিশায়ার জে পি, জে বি হোয়াইটহেড জে পি, কাউন্সিলার সি টম্পসন জে পি, কাউন্সিলার

সিলিং, কাউন্সিলার হারউড, কাউন্সিলার জে বি এম্'কেরো, কাউন্সিলার টি ওয়ার্ব্বটন, কাউন্সিলার লিবেসে, রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ হার্ফোর্ড, রেবারেণ্ড জেম্‌স্ ক্লার্ক, রেবারেণ্ড মেস্তর লে, রেবারেণ্ড মি এন্ কীলিং, রেবারেণ্ড ব্রুক হার্ফোর্ড, বেবারেণ্ড জে টি টেলর, বেবারেণ্ড ডবলিউ এ ও'কন্নোর, রেবারেণ্ড ডবলিউ কেন, এম্ এ, ডাক্তার স্মিথ, ডাক্তার আর ডবলিউ লেডওয়ার্ড, ডাক্তাব জন ওয়াল্‌শ, ডাক্তার শীকান, রবার্ট হুইটওয়ার্থ, জেম্স বয়ড্, টিমোথি কূপ, টমাস্ শাবর্ল, জন হজসন্, উইলিয়ম্ হেউড, উইলিয়ম্ ক্রন্‌স্কিল্, জে টমাস্, জোসিযাহ মেরিক, ইউলিযাব্ সাটার্থোয়েট্, টমাস্ ব্লাকি, এডয়ার্ড পীযার্সন, জন ষ্টুয়ার্ট, ডবলিউ এইচ বার্ণেস্লে, জন সগ্‌ডেন, জে এইচ বেপাব, টি এইচ বার্কার, হেন্রি পিটম্যান, এইচ এস্ সটন, মেস্তর কেনওয়ার্দ্দি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মেস্তব টমাস্ এইচ বার্কার বলিলেন, বিগত বুধবার সায়ংকালে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় এই নির্দ্ধারণটি লিপিবদ্ধ হইযাছে,—"কেশবচন্দ্র সেন এদেশে আগমন করাতে, তৎপ্রতি হৃদয়েব স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ করিবার অতীব সুযোগ উপস্থিত, ইহাতে ইউনাইটেড কিঙ্গডম অব আলায়েন্সেব কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯শে মে, লণ্ডন সেণ্ট জেম্‌স্ হলের সভাতে প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্মসংস্কারক যে নিপুণ বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দেন—যে বক্তৃতাতে ভারত, গ্রেটব্রিটন বা অন্যান্য স্থানে রাজকীয় বিধির আশ্রয়ে যে অনিষ্ট ও পাপজনক অহিফেণবাণিজ্য পরিচালিত হয়, তদ্বিরুদ্ধে এই আলায়েন্সের মত ও লক্ষ্য তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাব নিকটে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের নিমিত্ত ম্যাঞ্চেষ্টারে তাঁহার উপস্থিতির এই সুযোগ কার্য্যনির্ব্বাহকসভা আত্মসাৎ করিলেন।" অনন্তর ম্যাঞ্চেষ্টার এবং সলফোর্ডের মেয়র হফ বার্লি এম্ পি, মেস্তর রাইল্যাণ্ডস্ এম্ পি, মেস্তর হফ মেসন জে পি, বোকডেলের মেয়র, মেস্তর উইলিয়ম আর্ম্মিটেজ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বক্তি সভাতে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, মেস্তর বার্কার তাহা পাঠ করিলেন। আলায়েন্সের পার্লিয়ামেণ্টের এজেণ্ট মেস্তর জে এইচ রেপর, কেশবচন্দ্র আলায়েন্সের কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা বলিলেন। মেস্তর আল্ডারম্যান হারবি বলিলেন,

এ সময়ে যে তিনি উপস্থিত থাকিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপরি উদ্ধৃত নির্দ্ধারণ উপস্থিত করিতে পারিলেন, ইহাতে তিনি নিতান্ত আনন্দিত। তিনি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন নাই, যিনি ঐ নির্দ্ধারণে সায়'না দেন। যে পাপে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, সেই পাপের উচ্ছেদের জন্য যে তাঁহার মত একজন পক্ষসমর্থক পাইলেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতীব আহ্লাদের বিষয়। তাঁহার সহায়তার মূল্য অগণ্য।

কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—যে সকল ব্যক্তি অতি পবিত্র মহত্তম পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহারা ভাবেতে এবং হৃদয়ে তাঁহার স্বদেশীয় লোকদিগের সঙ্গে এক, ইংলণ্ড এবং ভারতে যে সকল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে যাঁহারা তাঁহার দেশীয় লোকদিগকে সহানুভূতি অর্পণ করেন, তাঁহাদেব কর্ত্তৃক পবিবেষ্টিত হইয়া তিনি নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, তিনি এমন একটি প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত, যে মণ্ডলী এ উভয় দেশের দেশহিতৈষী ও ভাল লোকদিগের সহিত মিলিত এবং মিতাচার, জীবনের সহজভাব, চরিত্রের পবিত্রতা, এমন কি সকল প্রকারের সদ্‌গুণ, যাহাতে জীবন মহৎ ও মধুর হয়, সে সকলেতে উৎসাহ দান করেন। মিতাচার তাঁহার নিকটে দার্শনিক বা রাজনৈতিক বিষয় নহে, তিনি ইহাকে নীতি ও ধর্ম্মসম্পর্কীণ বিচার্য্য বিষয় মনে করেন। ঈশ্বর সকলকে মিতাচারী হইতে আদেশ করিতেছেন। রাজ্যশাসনকর্ত্তাই যখন অমিতাচারের উৎসাহ দান করিতে প্রস্তুত হন, তখন উহা ব্যক্তি, জাতি ও বংশকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষমতা অতি ভয়ঙ্কর সামগ্রী। যখন উহার অপব্যবহার হয়, তখন উহা ভীষণ দণ্ডস্বরূপ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কত জাতিকে নিষ্পেষণ করে। আবার যখন রাজ্যশাসন যথাবিধি সম্পন্ন হয়, তখন সমগ্র-জাতিকে বিশুদ্ধ ও উচ্চ করে। ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট বিধাতার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে সহস্র সহস্র লোককে পদদ্বারা দলিত করা, তাহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিনষ্ট করা অতি সহজ। দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু পরিমাণে ঈদৃশ ক্ষমতার অপব্যবহার তাঁহাদের কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে। টাকার জন্য প্রকাণ্ড

অমঙ্গলের ব্যাপারে উৎসাহ দান করা যাইতে পারে, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট লোকদিগকে এ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টানগবর্ণমেণ্ট হইতে ঈদৃশ কার্য্য হওয়া অসম্ভব, এইটি বিশ্বাস করে, কিন্তু এত দূর হইয়া পড়িয়াছে যে, আর তাহাদের চক্ষু হইতে এ দোষ ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় না। তাহারা স্পষ্ট দেখিতেছে যে, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট নীচ অর্থ-লোভে, সামান্য কয়েক কোটি টাকার জন্য ভারতে অমিতাচার পাপে উৎসাহ দিতেছেন। তিনি এ কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত যে এ দেশে অনেকে বলেন, হিন্দুগণ মিতাচার নহেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অমিতাচার করেন নাই, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা অমিতাচারী ছিলেন। তিনি এ কথার চিরদিনই প্রতিবাদ করিবেন, কেন না তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাহার স্বদেশীয় লোকেরা সহজাবস্থ, অপ্রমত্ত এবং ত্যাগী। দু চারি জন লোক বা দু চারি সম্প্রদায়ে অমিতাচার থাকিলেও, সমগ্র ভারতবর্ষ মিতাচারের জন্য প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয়গণের পানদোষ এবং মদ্যের বিপণিবৃদ্ধিতে সে দেশের লোকের অভ্যাস ও রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে পানদোষের প্রাবল্যে তিনি নিতান্ত দুঃখিত। শিক্ষিতগণের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোষের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে যত চিন্তার কারণ, তত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে উহার প্রাবল্যে নহে, কেন না, ইহারাই দেশের সমুদায় আশা ভরসার স্থল। ইহারা কুদৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ জ্বরবিকারে ভারত অনেকবার উৎসন্ন হইয়াছে, কিন্তু অমিতাচারের নিকটে উহারা কিছুই নহে। ভারতের এতদ্দ্বারা যে কি অনিষ্ট হইতেছে, ইংলণ্ডের লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। যদি এই সময় মদ্যের বাণিজ্য নিবারিত না হয়, তাহা হইলে সময়ে উহা অহিফেণবাণিজ্যের মত হইয়া উঠিবে। এমন উপায় এখনই করা সমুচিত যে, লোকের পাপ ও ক্লেশ হইতে করসংগ্রহ পরিশেষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া না পড়ে। রাজ্যের টাকা বাড়াইবার জন্য লোকদিগকে কেন পাপ ও মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হইবে? গবর্ণমেণ্টের এরূপ করিবার কোন অধিকার নাই। সে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপরে তাঁহার কোন আস্থা নাই, যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গবর্ণমেণ্টকে অমিতাচাররূপ পাপবর্দ্ধনে উৎসাহ দেয়। খ্রীষ্টান মিশনারিগণের অনেক

মতের সহিত একমত হইতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এই পাপবাণিজ্যের বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করেন না, ইহা বুঝা কঠিন। তাঁহারা কি জানেন না, এই অমিতাচার হইতে পাপ-পরায়ণতা, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য, রোগ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়? তাঁহাদিগের নিজের নিজের লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্যই যে এ পাপের প্রতিরোধ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ আসিতেছেন। তিনি এ সম্মানের উপযুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ হয় যে, ঈদৃশ পবিত্র কার্য্যে তিনি একজন প্রচারক হইতে পারেন, এবং সমস্ত জীবন এই কার্য্যে ব্যয় করিতে সমর্থ হন। এখানে সাম্প্রদায়িক মতামতের কোন ভেদ বিচার নাই, জাতি, বর্ণ ও মত সকল ভুলিয়া আমরা সকলে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। মিতাচার, অপ্রমত্ততা, আর্জ্জব ও চরিত্রের শুদ্ধতাবর্দ্ধন আমাদের সকলের লক্ষ্য হউক। উপবেশন করিবার পূর্ব্বে তিনি একটি বিষয় বলিতে চান। কলিকাতার "বেঙ্গল টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন" বলিয়া একটী সভা এবং দেশের নানা স্থানে এই সভার ত্রিশটির অধিক শাখা আছে। ইংলণ্ডের মিতাচারের পক্ষপাতী বন্ধুগণের সঙ্গে কি এই সভার যোগ হইতে পারে না? মদ্যপান কত দূর বাড়িতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবার জন্য একটী সভা নিয়োগ করিবার নিমিত্ত উক্ত "এসোসিয়েশন" হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। তাদৃশ কোন সভা নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উহার উত্তর দিয়াছেন। বৎসর বৎসর এই পাপ বাড়িয়া যাইতেছে; অথচ না বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, না ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশকে বিমুক্ত করিতে অগ্রসর হইতেছেন। যদি এই পাপে শত জন মরিয়া থাকে, সহস্র জন মরিবে, কয়েক বৎসরের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মরিবে। যে কোন সল্লোক ভারতে গমন করিয়াছেন, তাঁহারই নিকটে তিনি একথা বলিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে, তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কোন বিধি প্রচার না করিলে, এ পাপের প্রতিরোধ অসম্ভব, সুতরাং এদেশীয়গণের সপক্ষতাচরণ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন সে দেশের লোকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে

চান যে, এই পাপ-নিবারণের জন্য ইংরেজজাতি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আপনারা ভারতের সংস্কারকগণকে এ বিষয়ে সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত, এ কথা অবগত করিলে তাঁহাদের উৎসাহের ও আনন্দের বিশিষ্ট কারণ হইবে। আপনারা পার্লিয়ামেণ্টকে আপনাদের সপক্ষ করিতে যত্ন করুন, এবং আপনাদের গ্রন্থ পত্রিকাদি ভারতে প্রেরণ করিয়া, আপনাদের কার্য্য কত দূর অগ্রসর হইতেছে, অবগত রাখুন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার দেশীয় লোকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে, ইংরেজগণের পানাভ্যাস অভ্যাস করিবার আর প্রয়োজন নাই। অনেক দিনের পরীক্ষায় উহার কুফল বুঝিয়া উঁহারা এখন হিন্দুগণের অনুকরণে নিরত। এখন কেহ কেহ মাংস পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজনে প্রবৃত্ত। যে নিদর্শন তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল, উহা তাঁহার দেশীয় লোকগণের প্রতি যে তাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবে এবং তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে, ইংরেজদের মত মদ্যপানাসক্ত না হইয়া মিতাচারবিষয়ে তাঁহারা হিন্দুই থাকুন।

কেশবচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল, তিনি তাহার সদুত্তর দিলেন। অনন্তর মেস্তর চার্লস্ টমসন জে পি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ করিলেন। মেস্তর রেপর উহার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, এই সভা ভারতের বন্ধুগণের সঙ্গে সাধ্যমত যোগ রক্ষা করিবেন। প্রস্তাব সকল কলধ্বনিতে নির্দ্ধারিত হইল।

লিবারপুল পরিদর্শন— ২৬শে জুন, রবিবার সায়ংকালে "দ্বিজত্ব" বিষয়ে উপদেশ

২৬শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকালে ম্যাঞ্চেষ্টারে ট্রেঞ্চওয়েস্থ ইউনিটেরিয়ান্ ফ্রিচার্চ্চে উপদেশ দিয়া, অপরাহ্ণে লিবারপুলে উপস্থিত হন। সায়ঙ্কালে মার্টলষ্ট্রীটস্থ বাপ্টিষ্ট চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপাসনাগৃহ উপাসকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উপদেশ প্রায় ২০ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। সকলেই গভীর মনোনিবেশসহকারে উহা শ্রবণ করেন। তাঁহার উপদেশ আরম্ভের পূর্ব্বে তত্রত্য উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হফ ষ্টাওয়েল ব্রাউন এইরূপ বলেন:—আমি মেস্তর সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) আপনাদের নিকটে পরিচিত করিয়া দেওয়ার আনন্দানুভব করিতেছি। আপনারা সকলেই তাঁহার বিষয়ে শুনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। আমার নিজের পক্ষে আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতে মহৎ

গৌরবকব কার্য্য-সাধনের জন্য ভগবান তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন। আপনারা সকলেই জানেন, এদেশের বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে সাদরে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আপনারাও এ সময়ে আপনাদের নামে আমায তাঁহাকে খ্রীষ্টানোচিত সাদব স্বাগতসম্ভাষণ দিতে দিবেন। ইহা নিতান্ত সম্ভব—এমন কি অনেক পবিমাণে প্রমাণগম্য—যে, মেস্তর সেন (কেশবচন্দ্র) যেমন ধর্ম্মসম্পর্কে আমাদেব অনেকগুলি ভাবে সায দেন না, তেমনি তিনি যে সকল ভাব অভিব্যক্ত কবা এ সময়ে উচিত মনে করিবেন, তাহাতে আমরা সায় দিব না, কিন্তু আমাদেব মতেব সঙ্গে যে সকল মত মিলে না, সংস্কারদোষবর্জ্জিত হইয়া সে সকল সসম্ভ্রম শুনা আমাদের—অন্ততঃ অনেকের (যত শীঘ্র এরূপ অভ্যাস সকলেব হয়, ততই ভাল) অভ্যাস আছে। অপিচ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, যে সকল সত্যে আমরা বিশ্বাস করি এবং অতিশয প্রিয বলিয়া মান্য কবি, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের কাহারও চিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত দেওয়ার মানুষ কেশবচন্দ্র নহেন। আমার ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আমি যদি তাঁহাব দেশে যাইতাম, এবং তিনি যেমন এদেশের লোককে আমাদের ভাষায বলিবেন তেমনি যদি তাঁহার দেশের লোকদিগকে তাঁহার দেশের ভাষায বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাব দেশীয লোকদিগকে বলিবাব পক্ষে সুযোগ ও সুবিধা কবিয়া দিলে, আমি উহা দয়াব কার্য্য বলিয়া মনে কবিতাম। 'তুমি যেমন ইচ্ছা কর অপরে তোমার সম্বন্ধে করে, তেমনি সকল বিষয়ে অপবেব সম্বন্ধে তুমি কব', এই উদার খ্রীষ্টীয় মূলতত্ত্বানুসারে, আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি যে, মেস্তর সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) আজ তাদৃশ সুবিধা কবিয়া দেবার অবস্থায আমি অবস্থাপিত। আমি আশা করি, আমাদেব নগবদর্শন তাঁহার এবং আমাদেব উভয়ের পক্ষে উপকারক হইবে। তিনি শিক্ষক বটেন, কিন্তু যে শিক্ষক আপনাব পদেব মর্ম্মজ্ঞ, এবং পদোচিত কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার মত তিনি শ্রোতাও বটেন। তাঁহাব নিকট হইতে আমরা কিছু শিখিতে পাবি, হইতে পাবে যে, তিনিও আমাদেব নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারেন। যাহা কিছু হউক, আমি আশা করি যে, লিবাবপুলে আমাদেব সঙ্গ কবিয়া, আমবা যে ধর্ম্ম স্বীকার কবি, তৎসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ সংস্কার ইঁহাব উপস্থিত

হইবে না, ববং আমাব বিশ্বাস হয, অন্যান্য স্থানে যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি এখানেও তিনি দেখিতে পাইবেন যে, খ্রীষ্টানগণের ভিতবে মত ও অনুষ্ঠানবিষয়ে অনেক প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও, আমরা যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি, তাহার ভাব ও গতি খ্রীষ্টকে জানা, খ্রীষ্টকে ভালবাসা, খ্রীষ্টেতে বাস করা, খ্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম করা। আমাব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের বন্ধু খ্রীষ্টকে এত দূর ভালবাসেন যে, আমাদেব সে ধর্ম্মকে সম্ভ্রমেব ভাব ভিন্ন অন্য ভাবে দেখিতে পারেন না, যে ধর্ম্ম তিনটি কথায সংগৃহীত হইতে পারে, "খ্রীষ্টই হন সব"। প্রিয মহোদয, আমাদেব নিশ্চিত সম্ভ্রম, আমাদেব নিশ্চিত ভ্রাতৃস্নেহ আপনি গ্রহণ করুন, কাবণ খ্রীষ্টধর্ম্মেব অতি প্রাচীন এক জন উপদেষ্টাব কথা উদ্ধৃত কবিয়া আমরা বুঝিতে পাবিতেছি, 'ঈশ্বব ব্যক্তি বিশেষেব মুখাপেক্ষা কবেন না, কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয করে, এবং ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তিনিই তাহাকে গ্রহণ কবেন।' আমাদেব ঈশ্বরের নিকটে অভিলাষ ও প্রার্থনা এই যে, আপনি এবং আমরা ক্রমান্বয়ে আবও সত্যেব পথে অগ্রসর হইতে পারি, এবং আমাদিগেব নিকটে যে সত্য প্রকাশিত হইযাছে, তাহা পূর্ণ দৃঢ়তা অথচ সমগ্র প্রীতি সহকারে ধারণ করিতে পাবি।

অনন্তর "নিশ্চয আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমবা পবিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের মত না হইলে, তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কবিতে পাবিবে না" এই প্রবচন অবলম্বন করিযা কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—হৃদযের সম্যক্ পবিবর্ত্তন ও দ্বিজত্বলাভ এই মূলতত্ত্বটি খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তের অপূর্ব্ব লক্ষণ। শূন্যগর্ভ নীতির বিপক্ষে খ্রীষ্ট অনেক সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিযাছেন। কতকগুলি পাপ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকিলেই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা সমুচিত নয়। সকল প্রকারেব অশ্রেয় পরিহার ও হৃদয়ের সম্যক্ নবজীবন বিনা খ্রীষ্ট কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। পৃথিবী যাহাকে ধর্ম্ম বা সাধুতা বলে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা খ্রীষ্টের মূলমতের বিরোধী। সংসারী লোকেরা যে সকল শুষ্ক নীতির মূলতত্ত্ব বহু মনে করে, তৎসহ খ্রীষ্টেব জীবনবৃত্তের মূলতত্ত্বের সম্যক্ পার্থক্য। যদি আমরা সৎ হই, সত্যবাদী হই, নম্র ও বিনীত হই, যদি মিথ্যা ব্যবহার পরিহার কবিয়া ঋজুতাসহকারে সংসারের কার্য্য চালাই, আমরা পৃথিবীর

নিকটে অতি ভাল মানুষ, এমন কি বড লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, কিন্তু স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবার জন্য এ গুলি কিছুই কার্য্যকর হইবে না। ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কেবল এ পাপ ও পাপ, চবিত্রেব এ দোষ ও দোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু আমাদেব হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে নবজীবন লাভ হওযা আবশ্যক। পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিদায দিতে হইবে, আমাদের উচ্ছ্বাস, ভাব, আত্মপ্রত্যয় ও চিন্তাকে সম্যক্ নবভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। আমাদের নীচ পাশবভাবরূপ পত্তনোপরি ধর্ম্ম স্থাপন করিতে যত্ন কবিব না, কিন্তু আমরা সমুদায প্রাচীন ভাব বিনাশ কবিব, উহার ভিতবে যাহা কিছু মন্দ, স্বার্থপর, অসৎ আছে, দূরে পরিহার করিয়া স্বর্গীয জীবনের উচ্চতম বাজ্যে প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ হইতে সত্য আনযনপূর্ব্বক তৎসাহায্যে পৃথিবীতে সাধুতা ও পবিত্রতা মধ্যে বাস করিতে যত্ন কবিব না, কিন্তু স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং আমাদের শবীর পৃথিবীতে থাকিলেও আমাদের আত্মা স্বর্গস্থ পিতার সহিত যোগযুক্ত হইযা থাকিবে। নবজীবনেব লক্ষণ ও অবস্থা কি? শিশু সন্তানের মত পবিত্রতা। পরিণত বয়স্কের অহঙ্কার, আত্মসর্ব্বস্বতা, সহজ ও ঋজুভাবের অভাব শিশুভাবেব সম্পূর্ণ বিপবীত। অহঙ্কাব ও অভিমান পরিহার করিয়া ক্ষুদ্র শিশুগণেব মত আমাদিগকে সহজ, কোমল, বিনম্র ও বিশুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। শিশু মা বাপ ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, আধ আধ স্বরে মা বাপের নাম করে, এবং তাঁহাদিগকে ভিন্ন আব কাহাকেও জানে না। আমাদের হৃদয়েও স্বর্গস্থ পিতাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানিব। শিশু পিতা মাতাকে জ্ঞানযোগে বা দর্শনের সাহায্যে চেনে না, কিন্তু সহজজ্ঞানে, আমাদেব হৃদয়ও তেমনি দ্বিজত্বের অবস্থায সহজজ্ঞানে স্বর্গীয় পিতাকে চিনিবে। দর্শন আমাদেব সাহায্য কবে না, বিদ্যাবত্তার সাহায্যে আমাদেব প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদেব ধর্ম্মের সহজ ভাব তাঁহাকে অনুভব করে, যিনি আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, আমাদেব উত্থান ও উপবেশনে যিনি আছেন, যিনি আমাদিগকে আহার দিতেছেন, বক্ষা করিতেছেন, যিনি সকল প্রকারের পাপ ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সকল সময়ে সকল কালে তিনি

আমাদিগের পিতা ও বন্ধু। শিশুসন্তানের আর এক লক্ষণ ছলশূন্যতা। পৃথিবীর কোন প্রকার প্রলোভন তাহাদিগের উপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার ছলকপটতাশূন্য হৃদয় পৃথিবীর ধন সম্পৎ দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয় না। যে ঘাস শুকাইয়া যায় বা পদদ্বারা দলিত হয়, তাহাও তাহার নিকটে যাহা, ধন সম্পদও তাহাই। দ্বিজাত্মা ব্যক্তিও এইরূপ প্রলোভনের অতীত। প্রলোভনে যখন তিনি মুগ্ধ হন না, তখন প্রলোভন জয় করা তাঁহার পক্ষে আর একটা সুকঠিন ব্যাপার কি? নীতি ও সাধুতায় সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা ঈদৃশ নহে। আমাদের প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, প্রতিসময়ে বিবেকের সাহায্যে উহাকে পরাজয় করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজাত্মার সংগ্রাম করিতে হয় না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার নিকট সকলই সহজ। তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতার দ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি পবিত্রতার বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঈশ্বরের আলোক পান করে। যদিও আমাদিগের বয়স হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের গর্ব্বাভিমানের প্রাসাদ ভঙ্গ করা, পাপ অপরাধের গুরুভারে আমাদের ধূলিতে অবনত হওয়া, সত্যের অন্বেষণে, ঈশ্বরের অন্বেষণে আমাদের শিশুর ন্যায় অন্ধকারে অন্বেষণ করা ভাল। প্রলোভন পরাজয় করিবার উপযুক্ত উদ্যম নাই, জ্ঞান নাই, এ অবস্থায় শিশুর ন্যায় বিনম্রভাবে স্বর্গস্থ পিতার পদতলে পড়িলে, তিনি আমাদের উপরে করুণা বিতরণ করিবেন। আমরা যেন বলিতে পারি, স্বর্গে বা পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন আমাদিগের আর কেহ নাই। শিশুগণের মত আমাদিগের পিতার সঙ্গে নিয়ত বাস করিবার অভিলাষ হউক। আমাদের মতে যত কেন ভিন্নতা হউক না, আমরা এক পিতার সন্তান, ইহা যেন সর্ব্বদা অনুভব করি। যখন আমাদিগের বিদ্বান্ ও জ্ঞানী বলিয়া অভিমান হয়, তখন মত লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু যখন আমরা আমাদিগকে ছোট শিশু বলিয়া মনে করি, তখন আর বিরোধে কি প্রয়োজন? সকল মানুষ যখন ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবেন, তখনই ঈশ্বর তাঁহাদিগের মধ্যে পবিত্ররাজ্য বিস্তার করিবেন, তিনি তাঁহাদিগকে আপনার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে একটি নিত্য পরিবার করিয়া দিবেন। যদি আমাদিগের অন্তরে বিবেক এবং ঈশ্বরের উপরে নির্ভর থাকে, এবং যদি

আমাদিগের বিশ্বাস থাকে, তিনি তাঁহার অনুতপ্ত সন্তানগণকে গ্রহণ করিবেনই করিবেন, তবে আমাদিগের নিরাশা কেন? বিনম্র কোমল হৃদয়ে পবিত্র ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রতিদিন অগ্রসর হই, তাহা হইলে আর শোক থাকিবে না, দুঃখ থাকিবে না, বিরোধ বিতর্ক থাকিবে না, সকলেই দ্বিজত্বের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবেন। আসুন, আমরা সকলে করুণাময় পিতার নিকট হৃদয়ের সম্যক্ পরিশুদ্ধি ও দ্বিজত্ব ভিক্ষা করি।

উপাসনা শেষ করিবার পূর্ব্বে রেবারেণ্ড মেস্তর ব্রাউন বলিলেন, নিশ্চয় সমবেত উপাসকগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দুঃখ করিবেন যে, ঈদৃশ উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানেন, কেশবচন্দ্র শ্রান্ত ও অসুস্থ হইয়াছেন, অন্যথা দ্বিগুণ ত্রিগুণ সময় লইলে তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন। তাঁহার সম্মুখে যদি তিনি (প্রশংসাপূর্ব্বক) আর কিছু অধিক বলেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাল লাগিবে না। তিনি এবং অনেক লোকে যে তাঁহার উপদেশ শুনিতে পাইলেন, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত। তিনি আশা করেন যে, আগামী সায়ংকালে "লিবারপুল ইন্‌ষ্টিটিউট হলে," সকলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন।

২৭শে ও ২৮শে জুন—লিবারপুলে "নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতের অবস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা

২৭শে জুন, সোমবার সায়ংকালে, "মাউণ্টষ্ট্রীট ইন্‌ষ্টিটিউটে" "নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের অবস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মেয়র মেস্তর আল্ডারম্যান শ্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বিলক্ষণ অধিক হইয়াছিল। লিবারপুলের প্রায় সমুদায় ধর্ম্মসমাজের লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা অতি আদরে সকলে শুনিয়াছিলেন। পর দিবস (২৮শে জুন, মঙ্গলবার) ঐ প্রকার বিষয় একটি ক্ষুদ্র সভায় বলেন, এই সভায় ছয় হইতে আট শতের মধ্যে শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড মি বেয়ার্ড অবতরণিকাসূচক কিছু বলিলে, কেশবচন্দ্র প্রথমতঃ বলিলেন, ব্রিটিষগণ বিদেশীয়গণের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা বিদেশীয় কাহাকেও পাইলেই তাঁহাকে "সিংহ" করিয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অনন্তর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, ব্রাহ্মসমাজে পাশ্চাত্য জ্ঞান সভ্যতা এবং হিন্দুগণের আধ্যাত্মিকতা এ উভয়ের মিলন, ইংরাজী শিক্ষা নর নারী উভয়ের মধ্যে প্রচলিত করার আবশ্যকতা, মদ্যপাননিবারণের প্রয়োজন, ব্রিটিষগণের

ভারতের কল্যাণার্থ ভারতকে শাসন করার কর্ত্তব্যতা, ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ভারতের হস্তে ভারতের শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার অবশ্যসম্ভাবিতা, ঈশ্বরকৃপায় ভারতের নরনারীগণকে ব্রিটিষগণ এক দিন ভাইভগিনীদৃষ্টিতে দেখিলে তবে তাঁহাদের উপর যথার্থ ন্যায়বিচার করিতে পারার সম্ভবপরতা ইত্যাদি বিষয় নব ভাবে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকটে তিনি ব্যক্ত করিয়া বলেন। তিনি প্রার্থনাসূচক এই কয়েকটি কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেনঃ—"ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করুন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি আশা করি, যত দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের রাজ্যসম্বন্ধে যোগ আছে, তত দিন সেই বিস্তৃত দেশসম্বন্ধে আপনাদের যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্ত্তব্য আছে, তাহা সদ্ভাবে ও বিবেকিত্বে সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন যে, উভয় জাতির মধ্যে একতা অবস্থিতি করে, উভয়ে পরস্পরের সহযোগিত্বে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে, এবং উভয় জাতির সাংসারিক ও নৈতিক কল্যাণ নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়।

রেবারেণ্ড জনকেলি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবকরণসময়ে বলিলেন, এত বিভিন্ন মতের লোকদিগকে এক স্থানে একত্র করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তবু তিনি সাহসের সহিত বলিতেছেন, বক্তা যাহা বলিলেন, তাহাতে কাহারও বিমত হইতে পারে না। সকলে মিলিত হইয়া ভারতের সংস্কারবিষয়ে উপস্থিত বন্ধুকে সাহায্য করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন, কেন না এতদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য আর কি আছে? রেবারেণ্ড সি উইকড প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া কেশবচন্দ্রকে হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন। প্রস্তাব কলধ্বনিতে স্থিরীকৃত হইলে, কেশবচন্দ্র উহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনারা সকলে অনুগ্রহ করিয়া যে আমার কথা শুনিলেন, এজন্য অতীব আহ্লাদিত হইলাম। আজ সায়ঙ্কালে ঔৎসুক্যবর্দ্ধক যে সমিতি আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, আমি ভরসা করি, আমি ইহা কখন বিস্মৃত হইব না।" অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

অসুস্থতা—২৯শে জুন হইতে ১৪ই জুলাই, লিবারপুলে ডবলিউ ডবারন্ স্কোয়ারের গৃহে অবস্থিতি

কেশবচন্দ্র লণ্ডনে ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ব্রিষ্টলে (১১ই জুন) আগমন করেন, তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা

ভাল নয়। এই অসুস্থাবস্থায় তাঁহার বিশ্রাম ছিল না, ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা দান, বন্ধুগণের সম্মিলনাদিতে গমন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অসুস্থতার বিষয় বন্ধুগণ জানিতে পারেন নাই, তাহা নহে, তথাপি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্রতাবশতঃ সে বিষয়ে তাঁহারা কিছুই মন দিতে পারেন নাই। বন্ধুগণ আসিয়া যখন কেশবচন্দ্রকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, তখন তিনি 'না' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের এক জন বন্ধু এই জন্যই কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষা বিলক্ষণ শিখিয়াছেন, কেবল একটী কথা শিখেন নাই, সে কথাটী 'না'। ক্রমে কেশবচন্দ্রের পক্ষে পরিশ্রম একান্ত ভারবহ হইয়া উঠিয়াছিল, আর তাঁহার শরীর যে কার্য্যক্ষম ছিল না, তাহা তাঁহার লিবারপুলের শেষ বক্তৃতায় আমরা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তিনি কোন কালে শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার লোক ছিলেন না, অথচ তাঁহাকে উহা স্পষ্ট করিয়া বক্তৃতার আরম্ভে বলিতে হইয়াছে। ঈদৃশ শরীরের অবস্থা লইয়া দীর্ঘকাল বক্তৃতা করা আর শরীর কেন সহ্য করিতে পারিবে? একেবারে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথা ঘোরা রোগ তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল। বন্ধুগণ ইহাতে একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লিবারপুলে আইগবর্থস্থ ডবলিউ ডরবান্ স্কোয়ারের গৃহে অতি যত্ন সহকারে সকলে তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহিলাগণ এ সময়ে যাদৃশ যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়গণও কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সেবানিরতা মহিলাগণ কি জানি বা কেশবচন্দ্রের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা অশ্রুবর্ষণ করিতেন। রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে আসিয়া আর দেশে ফিরিলেন না, এ কথা সকলেরই মনে জাগরূক ছিল, সুতরাং সকলের মনে ঈদৃশ আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সংবাদপত্রে অসুস্থতার সংবাদ উঠিল, ক্রমে এ সংবাদ আসিয়া ভারতবর্ষে পঁহুছিল। কেশবচন্দ্রের পরিবার ও বন্ধুবর্গ একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল, যাইবার বেলা যে আশঙ্কা পরীবারবর্গের মনে স্থান পাইয়াছিল, এখন তাহা নবীভূত হইল। কেশবচন্দ্রের মাতা একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন,

তিনি উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া একেবারে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণদ্বারে আসিয়া পড়িলেন। সকলের আহার বিহার হাস্য প্রমোদ একেবারে বন্ধ হইল, চারিদিক্ শূন্যবোধ হইতে লাগিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লণ্ডনস্থ বন্ধুবর 'ব্রিটিষ আণ্ড ফরেণ ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের' সম্পাদক রেবারেণ্ড মেস্তর স্পিয়ার্স সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তর সকলে উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুঃখ শোকের দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। বন্ধুবর মেস্তর স্পিয়ার্স টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র উহার উত্তর দিলেন। এই প্রত্যুত্তরে সকলের মন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইল, মেস্তর স্পিয়ার্সের প্রতি বন্ধু ও পরীবারবর্গের কৃতজ্ঞতার পরিসীমা রহিল না। ইঁহারা সকলে কেশবচন্দ্রের সম্যক্ সুস্থতার সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এক পক্ষের অধিক কেশবচন্দ্র শয্যাশায়ী। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবার আদেশ করিলেন, সুতরাং যে সকল স্থানে গিয়া যে যে দিনে কার্য্য করিবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ২৯শে জুন হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত লীড, ওয়েকফিল্ড, বোল্টন, বিউরি, গ্ল্যাসগো, এডেনবরা, নিউক্যাসল, ইয়র্ক, এই সকল স্থানে যাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এত দূর কথা ছিল যে, ১৬ই জুলাই লিবারপুল হইতে আমেরিকায় যাত্রা করা হইবে। এক অসুস্থতায় আমেরিকাগমনের প্রস্তাব পর্য্যন্ত প্রস্তাবমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইল। কেশবচন্দ্র এরূপ অসুস্থ হইলেন কেন, পর সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে ইহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। এ বিতর্ক উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, এক জন বন্ধু পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী। এই নিরামিষভোজনজনিত দৌর্ব্বল্য হইতে ইংলণ্ডে তাঁহাকে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেশবচন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হন। তাঁহার এক জন বন্ধুকে তিনি বলেন, ইংলণ্ডে আমি কি জন্য পীড়িত হইয়াছিলাম, ইহার মূলকারণ না জানিয়া, পত্রিকায় ঈদৃশ আন্দোলন নিরামিষভোজনের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইবে। ইংলণ্ডে নিরামিষভোজন পরিত্যাগ না করাতে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রায় অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইত, অনেক সময়ে ক্ষুধার জন্য নিদ্রাগম হইত না, যখন ক্ষুধায়

একান্ত কাতর হইতেন, আর কিছুতেই নিদ্রা আসিত না, তখন সঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমারকে ক্ষুধার কথা বলিতেন, তিনি ঘরে অন্বেষণ করিয়া এক আধ খণ্ড রুটী পাইলে তখনই সেই গভীর রজনীতে তাঁহাকে আহার করিতে দিতেন, সেই রুটীখণ্ড খাইয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রা যাইতেন। অসাধারণ পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ঈদৃশ ভোজনের অল্পতা শরীর বহন করিতে পারিবে কেন? এস্থলে এ কথা বলা উচিত যে, কেশবচন্দ্রের আহারে ত্রুটি ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের হৃদয়হীনতা হইতে উপস্থিত হয় নাই, তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব হইতে উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ অতি অল্প পরিমাণ অন্ন আহার করিয়া থাকেন। কি পরিমাণ অন্ন ও উপকরণ তাঁহার শরীরধারণের পক্ষে প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, মাংসের পরিমাণাপেক্ষা নিরামিষের পরিমাণ অধিক প্রয়োজন। যাঁহারা মাংসভোজী, তাঁহারা অন্নাদি অল্প পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরামিষভোজীকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ অন্নাদি দিয়াই মনে করেন, উহা অতিথির পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এইরূপ ক্রমিক আহারের অল্পতা, পরিশ্রমের আধিক্য, নিদ্রার ব্যাঘাত, এই সকল কারণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি লিবারপুলে ডবলিউ ডবরান্ স্মোয়ারের গৃহে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর আর পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হইল না, সুতরাং তাঁহাকে পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে হইল।

'ব্রহ্মবাদিগণের সভা'-স্থাপনের অভিপ্রায়ে আহূত সভায় বক্তৃতা

২০শে জুলাই, বুধবার, গ্রেট কুইন ষ্ট্রীটে, ফ্রীমেসন্স হলে, অপরাহ্ণ ৭টার সময়, লণ্ডনে একটী ব্রাহ্মবাদিগণের জন্য সভাস্থাপনের অভিপ্রায়ে সভা হয়। উইলিয়ম সায়েন স্মোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ সভায় এই নির্দ্ধারণগুলি নিবদ্ধ হয়,—"এই সভার মত এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদসত্ত্বেও (১) ধর্ম্মের সত্যানুসন্ধান, (২) উপাসনাশীলতাবর্দ্ধন, (৩) জীবনে নীতির উন্নতিসাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতা অর্জ্জন ও বিস্তার জন্য যত্ন করিবার নিমিত্ত একটী সভা স্থাপন করিয়া লোকদিগকে একত্র মিলিত করা আকাঙ্ক্ষণীয়।" "এই সভার মতে ইহা আকাঙ্ক্ষণীয় যে, এই সভা অগৌণে ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে ঈদৃশ যে সকল

সভা আছে, তাঁহাদের সঙ্গে পত্রাপত্র করেন, এবং ইঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিত্ব তাঁহাদিগকে অবগত করেন।" কেশবচন্দ্রকে যে নির্দ্ধারণটি (২য়টী) উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:— সকল শ্রেণী ও সকল জাতির লোকদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধুতা ও যোগস্থাপন তিনি চির দিন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। এ কিছু আশ্চর্য্য নয় যে, রাজ্যসম্পর্কে সমাজসম্পর্কে লোকদিগের মধ্যে প্রভেদ ভিন্নতা থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে নরনারী বিরোধ করিবে, ইহা নিতান্ত দুঃখকর। সমগ্র মানবজাতিকে এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদিগকে বান্ধিবে, ধর্ম্মের ইহাই উদ্দেশ্য। যদি আমরা দেখিতে পাই যে, মানবগণমধ্যে শান্তি ও শুভকামনা বর্দ্ধন না করিয়া, ধর্ম্মের নামে পরস্পরের প্রতি কেবল হিংসা দ্বেষ প্রদর্শনের চেষ্টা হইতেছে, তখন আমাদের ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, এবং ইহা বলা সমুচিত যে, ধর্ম্ম আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বদেশে দেখিয়াছেন, বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায় পরস্পরকে কেমন ঘৃণা করেন, মুসলমানেরা খ্রীষ্টানগণের প্রতি শত্রুজ্ঞানে তাঁহাদিগের প্রতি কেমন বিদ্বেষ করেন, কিন্তু তদপেক্ষা আরও কষ্টকর এই যে, খ্রীষ্টানগণ হিন্দুগণের প্রতি ক্রমান্বয়ে বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। ঈশা যেমন ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রীতি সবলে প্রচার করিয়াছেন এমন কেহ করেন নাই, অথচ তাঁহার অনুযায়িগণ যদি বলেন, হিন্দুগণ ভ্রষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধে পরিত্রাণের কোন আশা নাই, তাহাদের মনোমধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্যের সংস্রব নাই, তাহা হইলে উহা কত দুঃখকর। মতের সঙ্কুচিত ভাব হইতে হৃদয়ের সঙ্কুচিত ভাব উপস্থিত হয়। আপনাদের সম্প্রদায় ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ে সত্য নাই, এই জ্ঞানে মানুষ অপর সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করিয়া থাকে, সাম্প্রদায়িক রুক্ষভাব হৃদয়ে পোষণ করে। ধর্ম্ম মূলতঃ সার্ব্বভৌমিক। ঈশ্বর যদি আমাদের সকলের পিতা হন, তাহা হইলে সত্য আমাদের সকলেরই সম্পত্তি। ধর্ম্মের বিবিধ দিক্। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি উহার এক এক দিগ্ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য সকল দেশে সকল সময়ে সমগ্র ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আংশিক ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ ধর্ম্মের এক দিক্, খ্রীষ্টানগণ অন্য দিক্, প্রথম শতাব্দীর

লোকেরা এক দিক্, বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য লোকেরা অন্য দিক প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি সমগ্র ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে কোন জাতি বা ঈশ্বরের পরীবারের কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। সমুদায় জাতি, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল জাতির সাধু মহাজনগণকে গ্রহণ না করিলে, ঈশ্বরেতে যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছে, তৎপ্রতি আমরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি না। ঈশ্বর ও মানবের প্রতি যথার্থ ভাব পোষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মানবগণের ধর্ম্মজীবনে যত বিভাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তৎপ্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইবে। খ্রীষ্টানগণের হিন্দুগণের প্রতি, হিন্দুগণের খ্রীষ্টানগণের প্রতি ঘৃণা করিবার কোন অধিকার নাই। পূর্ণ সত্যের জন্য, ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য তাঁহাদিগের পরস্পরকে আলিঙ্গন করা সমুচিত। যে সভা সংস্থাপিত হইতে চলিল, এই সভাতে উহার পূর্ব্বাভাস আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত। তাঁহার মনে হয় যে, বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক অত্যাচারের পর এ সময়ে ধর্ম্মের উদারভাবের দিকে লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। ক্রমে লোকেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি যথার্থ ভাব পোষণ করিতে গেলে, সাম্প্রদায়িকতা পরিহার, অধ্যাত্ম অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করা প্রয়োজন। এই নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য এই যে, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল ধাম্মিক লোক আছেন, তাঁহাদিগকে এক ঈশ্বরে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ করা হয়, সকলের পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা হয়, ভালবাসা হয়। সময় আসিয়াছে, যে সময়ে সকল জাতি সকল বংশ এক গৃহে একত্রিত হইবে, মতভেদের বিরোধমধ্যেও সকলে এক হইবে। মানবজাতি মধ্যে মতে ঐক্যমত-সংস্থাপন অসম্ভব। যাঁহারাই তাদৃশ ঐক্যমত-স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রতিজনের স্বাধীনতা, প্রতিজনের অধিকার সম্মানিত ও স্বীকৃত হউক, এবং মতের ভিন্নতা স্বীকার করিয়াও আমরা ইহা স্বীকার করি যে, একত্র কার্য্য করিবার জন্য এমন একটী সাধারণভূমি নির্ব্বাচন করা সম্ভব, যে ভূমিতে আমরা ভাই বলিয়া পরস্পরকে সহানুভূতি দান করিতে পারি। তিনি আশা করেন, এ সভা আর একটী

ভ্রান্তি হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিবেন। যে সকল সম্প্রদায় আছে, তৎপ্রতি যেন গর্ব্বিত ভাব পোষণ করা না হয়। যাঁহারা আমাদের অগ্রগামী, যাঁহারা আমাদের জন্য অধ্যাত্ম সম্পৎ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণতলে আমাদের বাস করা সমুচিত। হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, চাইনিজ, গ্রীক এবং রোমাণ যাঁহারাই মানবজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের চির-কৃতজ্ঞতাভাজন। যে সভা গঠিত হইতেছে, এ সভায় তাঁহাদিগের ঋণ স্বীকার করা সমুচিত। এই সভা গঠনের জন্য যাঁহারা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাদের চরণতলে উপবেশন করিয়া বন্ধু ও ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। বংশানুক্রমে তাঁহাদিগের হইতে আমরা আলোক লাভ করিয়াছি বলিয়াই, ব্রহ্মবাদী ভ্রাতৃমণ্ডলী নামে পৃথিবীর নিকটে পরিচিত হইতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক হইলেও আমরা তাঁহাদিগের অসম্মান করিতে পারি না, আমরা অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া এ কথা বলিতে পারি না, আমরা খ্রীষ্টশাস্ত্র, হিন্দুশাস্ত্র অথবা কন্‌ফিউসসকৃত শাস্ত্রের নিকটে কোন বিষয়ে ঋণী নহি। যাঁহারা আমাদের অগ্রবর্ত্তী, যে সকল মণ্ডলী বর্ত্তমানে বিদ্যমান, সকলের প্রতিই আমাদের বিনীত ভাব থাকিবে। যদি এ সভার প্রতি অপরে ঘৃণা করেন, এ সভা যেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা না করেন। প্রেম, শুভাকাঙ্ক্ষা ও শান্তি আমাদের লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা নির্ব্বাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য, হিংসা দ্বেষ উদ্দীপন করা উদ্দেশ্য নহে। আমরা শান্তির সংবাদ বহন করিব, সকল সম্প্রদায়কে ভালবাসিব। হিন্দু খ্রীষ্টান সকলকে ভ্রাতৃদৃষ্টিতে দেখিব, তাঁহাদের গ্রন্থ ও যাজকগণকে সম্মান করিব, এবং যাঁহারা মনে করেন, আমাদের পক্ষে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা নাই, আমরা তাঁহাদিগকেও ভ্রাতৃপ্রীতি দেখাইব। তিনি আশা করেন যে, এ সভার কোন সভ্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিবেন না। ইংলণ্ডে প্রায় তিন শত ভিন্ন ভিন্ন খ্রীষ্টসম্প্রদায় আছে, সে সমুদায়কে এক করিবার জন্য যত্ন হউক। এই সকল সম্প্রদায় কেন পরস্পরের উপাসনালয়ে পরস্পর মিলিত হইবেন না? কেন পরস্পরের সঙ্গে এক হইবার জন্য যত্ন করিবেন না? তিনি একটি বিষয়ে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন যে,

অত্রত্য খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মজীবনে ভক্তি ও অনুরাগজনিত উদ্যম নাই। ভক্তি অনুরাগ জন্য উদ্যম ভারতীয় জীবনে লক্ষিত হয়। ভারত আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন, ইংলণ্ড জড়ভাবাপন্ন। ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়ে মিলিত হইলে, উভয়ে উভয়ের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মজীবনের ঐক্য সম্পাদন করিতে পারেন। এজন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স বা অন্য যে কোন দেশে ধর্ম্মের নব ভাব উপস্থিত, তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহার স্বদেশীয়গণ মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত। সকল পৃথিবী তাঁহাদিগকে সহশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করুন, যাঁহাদের যাহা ভাল আছে, তাঁহাদিগকে অর্পণ করুন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই দুইটি মূলতত্ত্বের মধ্যে সমগ্র ধর্ম্ম নিবিষ্ট, ইহা তিনি চিরদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন; তিনি যত দিন বাঁচিয়া থাকেন, ইহা তিনি প্রচার করিবেন। কবে সে দিন আসিবে, যে দিন সমুদায় পৃথিবীর লোক ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এক পরীবার হইবে। পরিশেষে তিনি উপরি লিখিত দ্বিতীয় নির্দ্ধারণটি সভায় উপস্থিত করিলেন।

'ভারতবর্ষের নারীগণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা

১লা আগষ্ট, সোমবার, লণ্ডন কণ্ডুয়িট ষ্ট্রীটে, আর্কিটেক্চরাল গ্যালারিতে "ভিক্টোরিয়া ডিস্‌কশন সোসাইটীর" মাসিক অধিবেশন হয়। কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "নারীগণ—তাঁহাদিগকে যেরূপ মনে করা হয়, এবং তাঁহারা যেরূপ" এ বিষয়ে মিস্ ওয়ালিংটন্ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধোপরি বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্র স্বদেশীয় নারীগণের মঙ্গল-সাধনে যে যত্ন করিয়াছেন, মিস্ ফেথফুল সভায় তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সভার পক্ষ হইতে বলিলেন যে, কেশবচন্দ্র স্বদেশীয় নারীগণের অবস্থা-সম্বন্ধে বলিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা শুনিবার জন্য সভা ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং কি প্রণালীতে দেশীয় মহিলাগণের নৈতিক উন্নতিসাধন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিবেন, তাহা তাঁহাদিগের নিকটে অতীব মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইবে। সভাপতি কেশবচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইয়া যাহা বলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চর্য্য মনে হইবে যে, একজন

হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, তাঁহার দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূপ নিন্দা অনেকটা ঠিক। প্রাচীন-কালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। এমন এক সময় ছিল, যে সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে পারদৃশ্বা ছিলেন, স্বামী সহকারে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সময়ে সময়ে ভারতের নারীগণ এত দূর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন যে, এ দেশের সভ্যতাও তত দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এখন জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ভারতসমাজের নিতান্ত দুরবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। ভারতনরনারীর এত দূর পতিতাবস্থা উপস্থিত যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এরূপ দুরবস্থা যে, এক জন ব্রাহ্মণ সত্তরটী নারীর পাণিগ্রহণ করেন, কুলীন পিতা খাতা না দেখিয়া আপনার পুত্রকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন না। আর একটি অনিষ্টকর কুরীতি এই যে, এক জন অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ একটী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধবাগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন না, একবার বিধবা হইলে চিরদিন বিধবা থাকিতে হয়। কেবল বিবাহ হয় না, তাহা নহে, বিবিধ প্রকারের কৃচ্ছ্র সাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বিধবাগণকে তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরোধে ঈদৃশ ভাবে জীবনাতিপাত করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। বাল্যবিবাহপ্রথা বিদূরিত হইয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যদি সম্ভবপর হয়, একাধিক বিবাহ, বহু বিবাহ রাজবিধির দ্বারা নিবারণ করা সমুচিত। অন্যান্য যে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে, তাহা চরিত্রপ্রভাবে, গ্রন্থপ্রচারাদি উপায়ে অপনীত করা যাইতে পারে। এ সমুদায় দোষের মূল বিদ্যালোকের অভাব। যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাঁহারা নিজেই এই সকল সদোষ ব্যবহার অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা হইয়া কৃচ্ছ্র সাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক-লাভে বঞ্চিত থাকা, এ সমুদায়ই

তাঁহারা ভগবদিচ্ছা মনে করেন, সুতরাং বিদ্যালোকে তাঁহাদিগকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিত্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে পারিলে, কুসংস্কারাদি সহজে উৎপাটিত হইবে, সত্য পবিত্রতা শান্তির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। যদি কেহ এ কথা কহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রই নারীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের ইহা জানা উচিত যে, হিন্দুশাস্ত্র পত্নীগণকে 'ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃতময় বাক্য দ্বারা' সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি কেবল পত্নীকে ভালবাসিবেন না, তাহাকে শ্রদ্ধা করিবেন, এরূপ ব্যবস্থাইতো সর্ব্বত্র পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের উপযুক্ত। কেহ বলেন যে, বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণের কোন যত্ন ছিল না। এ কথা সত্য নহে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে, "পিতা কন্যাকে সে পর্য্যন্ত বিবাহ দিবেন না, যে পর্য্যন্ত না সে পতির মর্য্যাদা, পতিসেবা ও ধর্ম্মশাসন বোঝে।" এ সকল শাস্ত্রবাক্য দেখাইয়া দেয়, হিন্দুসমাজের এখন পতিতাবস্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, ভারতের সর্ব্বত্র নারীগণ অন্তঃপুরবদ্ধ। বঙ্গদেশ ছাড়া পাঞ্জাব, বম্বে ও মান্দ্রাজে নারীগণ অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যদিও ভারতের নারীসমাজসম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয়ে দুঃখ করিবার আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে পূর্ব্বকালের কতকগুলি ভাল বিষয়ও সংযুক্ত আছে। পতির প্রতি আনুরক্তি, লজ্জাশীলতা, সুকোমল ব্যবহার, স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব, স্বামীর হিতসাধনে ঐকান্তিকতা, এ সকল গুণ এখনও হিন্দুনারীগণের মধ্যে বিদ্যমান। সে দেশের নারীগণের চরিত্র সংস্কৃত করিতে গেলে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম আছে, কিন্তু এ দেশের আচার ব্যবহার ভারতে প্রচলন করিয়া দেশীয়গণকে নীচ করিয়া ফেলা কখন সমুচিত নয়। কোন এক সমাজের উন্নতি বাহির হইতে আসে না, স্বাভাবিক ও দেশীয় ভাবে ভিতর হইতে হয়। সে দেশের নারীগণের যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাঁহাদের সংস্কার তদুপরি স্থাপিত করিতে হইবে। অনেকে বলেন, ইংলণ্ডের নারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ করা উচিত নয়। উহা লইয়া বিরোধ করিবার প্রয়োজন কি? যদি নারীগণ মনে করেন, তাঁহাদের কোন কোন কাজ করা

উচিত, পুরুষেরা কেন তাহাতে বাধা দিবেন? যখন পুরুষেরা, তাঁহাদের স্বাধীন কার্য্যে নারীগণ হস্তক্ষেপ করেন, ইহা চান না, তখন পুরুষেরও নারীগণের সম্বন্ধে সেরূপ করা উচিত নয়। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কি নারী শ্রেষ্ঠ, এ বিতর্কের দুই দিকেই বলিবার আছে। এ বিরোধ এই বলিয়া মিটান যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষগণ, কোন কোন বিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু পুরুষোচিত, ওজস্বী, পুরুষেরা তাহাতে চির দিনই শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু সুকোমল সস্নেহ, তাহাতে পুরুষগণ নারীগণকে কোন দিন পরাজয় করিতে পারিবেন না। পুরুষ ও নারী এ দুইয়ের গুণগুলি একত্র মিলিত হইলে, তবে উৎকর্ষ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষগণ বিশেষ্য এবং নারীগণ বিশেষণমাত্র, কিন্তু তিনি অন্য প্রকার মনে করেন। পুরুষগণ বিশেষ্য পুংলিঙ্গ সত্য, কিন্তু কর্ম্মকারক, নারীরূপ সকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বারা অনুশাসিত (ব্যাপ্ত)। কার্য্যতঃ সমুদায় পৃথিবীতে নারীগণ পুরুষগণকে শাসন করেন। অনেকে মুখে অস্বীকার করিতে পারেন, প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষয় কি? ভারতবর্ষে এক শত স্বামীর মধ্যে নবনবতি জন স্ত্রীকর্ত্তৃক শাসিত। ইংলণ্ডে এবং তাবৎ সভ্য ও সংস্কৃত দেশেও কি তাহাই নয়? শৈশব হইতে পরিণত বয়সপর্য্যন্ত মা, ভগ্নী, পত্নী, এবং সাধারণতঃ সমুদায় মহিলার প্রভাব সকলেই অনুভব করেন ও বহু মনে করেন। পুরুষগণের উপরে তাঁহাদের সুকোমল সস্নেহ মধুর প্রকৃতির প্রভাব অনিবার্য্য। যদি নারীগণ আমাদিগকে শাসন করিবেনই, তবে কি সকল বিষয়েই আমাদিগকে শাসন করিবেন? না। যে বিষয়ে পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তাঁহাদের কথা শোনা হউক, যে বিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তাঁহাদের কথা শোনা হউক। পুরুষ ও নারী এ উভয় জাতির সামঞ্জস্যে সমাজের কল্যাণ। এ জন্য কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, এ দুই জাতির হিত এ দুই জাতি একত্র মিলিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিবেন, এবং দুইয়ে মিলিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের উপকারের জন্য তিনি অনেক স্থানে পুরুষগণের সভায় বলিয়াছেন, আজ নারীগণের সভায় তাঁহাকে যে বলিতে দেওয়া হইল, ইহাতে তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে করিতেছেন। ইংরেজ মহিলাগণ—ইংরেজ ভগিনীগণ—হিন্দু-নারীগণের যথাসাধ্য উন্নতিসাধনে যত্নবতী হউন। মিস্ কার্পেণ্টার তৎকল্পে

যাহা করিয়াছেন, অনেকেইতো তদ্বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারেন। এখন সে দেশে গিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজ মহিলাগণ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবর্ষের ভগিনীগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা দিবেন? অসাম্প্রদায়িক, উদার, খাঁটি এবং কার্য্যোপযোগী। সেইরূপ শিক্ষা, যেরূপ শিক্ষাতে তাঁহারা উন্নত মাতা, ভগ্নী, কন্যা হইতে পারেন। তিনি ভারতের দুটী একটী বা পঞ্চাশৎটী নারীর পক্ষ হইয়া এ কথা বলিতেছেন না, কিন্তু কোটী কোটী নারীর পক্ষ হইয়া বলিতেছেন। তাঁহাদের অশ্রুপাত কি ইংরেজ ভগিনীগণের হৃদয় সংস্পর্শ করিবে না? উহা কি লৌহদ্বারা গঠিত? সমুদ্র, পর্ব্বত, বিবিধ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ভারতবর্ষের নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসময়ে বিবাহ এবং অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য সে দেশে গমন অতি মহৎ উদ্দেশ্য, সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্ট বিধিপ্রণয়ন দ্বারা, দেশহিতৈষী পুরুষগণ পুরুষগণকে শিক্ষিত করিবার যত্নের দ্বারা কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, ইংরেজ নারীগণ যখন ইংলণ্ডে আপনাদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, এবং তজ্জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতাদানে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহারা দেখান যে, তাঁহাদের দৃষ্টি ও সহানুভূতি এই ক্ষুদ্র দ্বীপমধ্যে বদ্ধ নহে। এ সভায় তিনি নারীগণের জন্য বিশেষভাবে আবেদন করিতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়া নহে, কিন্তু সেই উদারচেতা নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা কহিতেছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষীয়া ভগিনীগণের সাহায্য জন্য সংমিলিত হইবেন। ভারতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মদান করিবার নিমিত্ত যত্ন হইতেছে। অনেক মহিলা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক হিন্দুর গৃহেও দেবদেবী অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে। এইটি অতি আহ্লাদের বিষয়, আশা করিবার বিষয়। ভারত যদিও আজ পতিত, তবু উহা দিন দিন উন্নত হইয়া পরিশেষে সেই উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে, যাহা উহার নিয়তি। যে সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে, উহা দিলে ইংলণ্ডের ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে। মিসেস্ জে রবার্টসন সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন, মিস্ ফেথফুল বলিলেন, সভাপতি যাহা আবেদন করিলেন, কেহ যদি সে আবেদনের অ বর্ত্তন করিতে চান, তবে

তাঁহার সঙ্গে পত্রাপত্র করিলে তিনি একান্ত আহ্লাদিত হইবেন।

নটিঙ্ঘামের যাজকগণের পত্রের উত্তর

নটিঙ্ঘামের যাজকবর্গ কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র অসুস্থতানিবন্ধন এত দিন তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই পত্রের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহার অনুবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

লণ্ডন, ১লা আগষ্ট, ১৮৭০।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ,---আমি নিতান্ত দুঃখিত যে, ম্যাঞ্চেষ্টারে আপনাদের ২১শে জুনের লিখিত যে পত্র প্রাপ্ত হই, অসুস্থতানিবন্ধন যথাসময় আমি তাহার উত্তর দিতে পারি নাই।

আমার সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষে আমার কার্য্যসম্বন্ধে আপনারা যে সহানুভূতি এবং সমুৎসুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে দিন। যাঁহাদের মত আমার মত হইতে ভিন্ন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সহানুভূতির কথা আসাতে উহা আমার নিকটে যথার্থ ই বিশেষরূপে মূল্যবান্ এবং উৎসাহবর্দ্ধক। আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি, উহার মূল, উহার সার,---বিশ্বাস, বিনয়, অনুতাপ, প্রার্থনা, ঈশ্বরসহ যোগ। এই যোগে আমি এবং আমার ব্রহ্মবাদী বন্ধুগণ পুণ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া থাকি। ইতঃপূর্ব্বে এতগুলি খ্রীষ্টান উপদেষ্টা একত্র মিলিত হইয়া উদারভাবে এই সকলেতে তাঁহাদিগের হৃদ্গত অনুমোদন আর কখন প্রকাশ করেন নাই। আমি এ জন্য আহ্লাদিত এবং কৃতজ্ঞ যে, যে সকল ব্যক্তি আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, আপনারা তাঁহাদের ধর্ম্মসম্পর্কীণ সত্য ও ভাব স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াছেন। অপিচ আমি সবলহৃদয়ে বিশ্বাস করি যে, ঈদৃশ উদার ভাব খ্রীষ্টসমাজের সমুদায় বিভাগে প্রবল হইবে, এবং এই ভাবই পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও অধিক বন্ধুভাবে ভাব বিনিময় করিতে প্রবৃত্ত করিবে।

আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর যে বিশেষ মতগুলিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং স্বভাবতঃ ইচ্ছা করেন যে, আমি সেইগুলি গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে আমায় বলিতে দিন যে, আমি সেগুলি স্বীকার করিতে পারি না, কেন না আমার অন্তরস্থ ঈশ্বরবাণীর সহিত সেগুলি মেলে না।

এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব, অনেক পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং পত্রে সে সম্বন্ধে বিচার করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি ব্রহ্মবাদী হইয়া এক জীবন্ত ঈশ্বরকে আমার পিতা ও পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি; এবং আমার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থিভাবে কেবল তাঁহারই করুণার উপরে নির্ভর করি। প্রভু ঈশ্বরই আমার আলোক, আমার জীবন, তিনিই আমার মত, আমার পরিত্রাণ, আমার আর কিছু চাই না। আমার পিতার প্রিয় সন্তান বলিয়া আমি খ্রীষ্টকে সম্ভ্রম করি, আমি অন্যান্য ঋষি ও ধর্ম্মার্থনিহতগণকে সম্মান করি, কিন্তু সকলের অপেক্ষা আমি আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি। পিতার নাম অপেক্ষা আর কোন নাম তেমন সুমিষ্ট নহে, তেমন প্রিয় নহে। খ্রীষ্টজীবনবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল জ্ঞানের কথা লিখিত আছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি ও পালন করি, কিন্তু সমুদায় গ্রন্থ অপেক্ষায়, সমুদায় বাহ্য উপদেশাপেক্ষায়, ঈশ্বর গোপনে আমাদের নিকটে যে পরিত্রাণপ্রদ সত্যালোক প্রকাশ করেন, তাহা শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে, যে কাল হইতে আমি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছেন, বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও শান্তিলাভ করিতে আমায় সমর্থ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারই নিকটে চিরবিশ্বস্ত থাকিতে আমার অভিলাষ, এবং আমি ভরসা করি, বিবিধ সম্প্রদায় বিবিধ মণ্ডলীর শুষ্ক কঠোর উদ্বেগকর মতের ধর্ম্মের জন্য আমি কখন আমার মধুর সহজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রহ্মবাদী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃত্বে এবং মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। আমি সাম্প্রদায়িক হইতে পারি না। আমার এদেশে অবস্থিতিকালে, যত দূর সম্ভব, সমুদায় খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছি, আর সকলকে পরিহার করিয়া, কোন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনাকে একীভূত করি নাই। পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় এক প্রশস্ত ব্রহ্মবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়া সকলের পিতাকে পূজা করেন, সেবা করেন এবং যিশুখ্রীষ্টের মতে অনন্ত জীবনের উপায়স্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে প্রীতিরূপ সার্ব্বভৌমিক মতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন, ইহাই দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল।

বিবদমান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়সকলের মতগুলি গ্রহণ করিতে যতই কেন আমি অনিচ্ছুক হই না, আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া জানাইতে ভিক্ষা করিতেছি যে, যথার্থ খ্রীষ্টান জীবনের কল্যাণকর ভাব অন্তরস্থ করিতে আমি ব্যাকুল। খ্রীষ্টের মত বিনম্র ভাব, আত্মসমর্পণ, প্রীতি এবং আত্মত্যাগ আমি অন্বেষণ করি, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত এ দেশের নরনারীর জীবনে সেইগুলি যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সে সকল নিজের এবং নিজের দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব।

আপনাদের মঙ্গল, এবং ঈশ্বরেতে প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আধ্যাত্মিক সম্মিলনের জন্য প্রভূত প্রার্থনা ও অভিলাষ সহকারে—জাতি-সমূহের সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃত্বে চিরদিন আপনাদেরই,

কেশবচন্দ্র সেন।

মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকার

১৩ই আগষ্ট, শনিবার, কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৯ই আগষ্ট, ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে লিখেন:—

"প্রিয় মেস্তর সেন,—মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল পন্সনবর আমাকে লিখিয়াছেন যে, যদি আপনি আগামী ১৩ তারিখ, শনিবার ওসবোরণে (১) যান, তাহা হইলে আপনি মহারাজ্ঞীকে দেখিতে পাইবেন। ওয়াটারলু রীজহইতে সাউথামটনে প্রাতঃ ৮টা ১০ মিনিটের সময় যে ট্রেণ ছাড়ে, সেই ট্রেণে যাইতে পরামর্শ দিতেছি। এই ট্রেণের সঙ্গে ষ্টিমারের যোগ আছে, সেই ষ্টিমার আপনাকে কাউযেসে নামাইয়া দিবে, সেখান হইতে আপনি বরাবর ওসবোরণে যাইতে পারেন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে (১৩ই আগষ্ট, ১৮৭০ খৃঃ) কেশবচন্দ্র এক জন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ওস্‌বোরণে গমন করেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত

(১) ওসবোর্ণ হাউস আইল অভ্ ওয়াইটে অবস্থিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইহা একটি প্রিয় আবাস ছিল। এইখানেই তিনি ১৯০১ খৃঃ স্বর্গারোহণ করেন। ইহা এখন আর রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হয় না।

হইলে তিনি কর্ণেল পন্সনবর কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কর্ণেল পন্সনবর সহকারে তাঁহার বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। কর্ণেল পন্সনবর "দেশীয় বিবাহ-বিধির পাণ্ডুলিপির" অনুকূল ছিলেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিশেষ কথা হইয়াছিল। অনন্তর বিবিধ গৃহাবকাশের সঙ্গে সংলগ্ন পথ দিয়া তাঁহাকে প্রযাণগৃহাবকাশ (Drawing Room) প্রভৃতি দেখান হইল, এবং নিরামিষ আহার্য্য সামগ্রী তাঁহার ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। তিনি (কর্ণেল পন্সনবর) নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে প্রযাণগৃহাবকাশে লইয়া গেলেন। গৃহটি আড়ম্বরে সজ্জিত নহে, গ্রহীত্রী এবং গৃহীতের ভাবানুরূপে শোভিত। কেশবচন্দ্র গিয়া অল্পক্ষণ বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে যবনিকা অপসারিত হইল, মহারাজ্ঞী, রাজকুমারী লুইস, কুমার লিওপোল্ড তিন জন আসিয়া উপস্থিত। কেশবচন্দ্র আস্তে ব্যস্তে উঠিলেন, রাজদর্শনে স্তম্ভিত হইলেন, কি করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মহারাজ্ঞী হস্ত অগ্রসর করিয়া দিলেন, কেশবচন্দ্র নিজের মস্তক ভূমির দিকে প্রণত করিয়া নমস্কার করিলেন, মহারাজ্ঞীও সেইরূপ করিলেন, এইরূপ ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া নমস্কার হইল। কেশবচন্দ্রের রাজভক্তির প্রাবল্যবশতঃ অগ্রে কোন কথা স্ফূর্ত্তি পাইল না। মহারাজ্ঞী পার্শ্ববর্ত্তী সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচন্দ্র কি ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন? অনন্তর কেশবচন্দ্র মুখ খুলিলেন। ১০। ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিস সুশাসনে ভারতের কি প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, উহা নিবেদন করিলেন। ভারতে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সে দেশে যে নানাবিধ উন্নতির ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া রাজ্ঞী সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সতীদাহ নিবারণ হওয়াতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং হিন্দুনারীগণের দুঃখের অবস্থা-শ্রবণে বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। ভারতবর্ষ দেশহিতৈষিগণের বিস্তৃত পরিশ্রমের ক্ষেত্র এবং কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডের মহিলা বন্ধুগণকে নারীগণের শিক্ষার জন্য তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী আহ্লাদিত হইলেন। কেশবচন্দ্র দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত তাঁহার পত্নীর দুইখানি প্রতিকৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী সে দুইখানি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন। প্রিন্স লিওপোল্ড কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর

চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর কর্ণেল পন্সনবরকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"প্রিয় মহাশয়,—বিগত শনিবার মহারাজ্ঞী দয়া ও অবনতি স্বীকারপূর্ব্বক সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভিক্ষা করিতেছি। এই সাক্ষাৎকার আমায় এবং দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, মহারাজ্ঞীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্নের অতি আহ্লাদকর উৎসাহকর নিদর্শন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বাস করি, যে অনুরাগ ও রাজভক্তির বন্ধনে আমরা রাজসিংহাসনের সহিত বদ্ধ, এতদ্দ্বারা সেই বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইবে। মহারাজ্ঞী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্নীর যে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও অভিমানের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্নী এবং সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সমুদায় মহিলা ইহা জানিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, তাঁহাদিগের কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ স্নেহযুক্ত।

"আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন প্রিন্সেস লুইসকে, তৎপ্রতি যে অতি সরল গভীর সম্মাননা পোষণ করি, তাহার বিনীত চিহ্নস্বরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তকাগুলি গ্রহণ করিতে বলেন।

"পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন রাজকুমারের সানুগ্রহ গ্রহণার্থ।

"করুণাময় ঈশ্বর মহারাজ্ঞীকে এবং রাজপরীবারকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

আমি,
প্রিয় মহাশয়,
নিতান্ত সত্যতঃ আপনার
কেশবচন্দ্র সেন।"

২৮শে আগষ্ট, উইণ্ডসোর হইতে কর্ণেল পন্সনবর কেশবচন্দ্রকে এইরূপ পত্র লিখেন :—"আমি নিশ্চয় করিয়া আপনায় বলিতে পারি যে, আপনার সঙ্গে মহারাজ্ঞী আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আপনি যে

সকল বিষয় বলিয়াছেন, তাহাতে রাজকুমারী লুইস্ অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।" কিছুদিন পরে মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমারী লুইস্ কেশবচন্দ্রের ফটোগ্রাফ পাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মেস্তর জেনেরেল সার টি এন্ বিড্ডল্ফ কেশবচন্দ্রকে এই বলিয়া পত্র লিখেন,—"তাঁহাকে (কেশবচন্দ্রকে) অবগত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন যে, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমারী লুইস আপনার কয়েকখানি ফটোগ্রাফ পাইতে অভিলাষ করেন।" ইহার প্রত্যুত্তরে কেশবচন্দ্র লেখেন,—"সার টি এন্ বিড্ডল্ফের ২৭শে আগষ্টের অনুগ্রহ (পত্র) বাবু কেশবচন্দ্র সেন ধন্যবাদ দিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই পত্র অদ্য প্রাতঃকালে পহুছিল, তন্মধ্যে তাঁহার ফটোগ্রাফ পাইবার জন্য মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন রাজকুমারীর দয়ার সংবাদ আছে। সহবর্ত্তী প্যাকেটে কয়েকখানি ফটোগ্রাফ প্রেরণের সম্ভ্রম তিনি আহ্লাদের সহিত আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজপরিবারের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও আনুগত্যের চিহ্ন-স্বরূপ এইগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক গৃহীত হইবে। এই সুযোগে তিনি সম্ভ্রমের সহিত অবগত করিতেছেন যে, তিনি আগামী ১৭ই তারিখে এদেশ ছাড়িয়া যাইবেন, মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন (রাজকুমারী) তৎসম্বন্ধে যে সদয় যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্মারক চিহ্ন গৃহে লইয়া যাওয়া সমধিক সম্মাননা মনে করিবেন।"

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড ছাড়িবার পূর্ব্বে মহারাজ্ঞী তাঁহাকে তাঁহার একখানি খোদিত প্রতিকৃতি এবং দুইখানি গ্রন্থ ("Early years of the Prince Consort" এবং "Highland Journal") নিজ হস্তে কেশবচন্দ্রের নাম * লিখিয়া উপহার দেন।

কেশবচন্দ্র এই উপহার পাইয়া মহারাজ্ঞীর প্রাইবেট সেক্রেটারীকে এইরূপ পত্র লেখেন :—

"লণ্ডন ৬৫ গ্রাভার্ণার পার্ক, ক্যাম্বার ওয়েল
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০

"প্রিয় মহাশয়,—গভীর কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানের সহিত মহারাজ্ঞীর প্রেরিত

* "To Babu Keshub Chunder Sen, from Victoria Rg Sept., 1870"

উপহার বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি। মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চ-সম্মানপাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি যে উদার যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি, এই সকল রাজানুগ্রহের সারবৎ ও মূল্যবৎ চিহ্নের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার প্রার্থনা ও উচ্চাভিলাষ থাকিবে।

অতিসত্যতঃ আপনার

কেশবচন্দ্র সেন।"

এডিনবরায় সম্ভাষণ এবং "ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজসম্পর্কীয় অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা

১৯শে আগষ্ট, শুক্রবার, কুইন্সষ্ট্রীট হলে "ফিলজফিকাল ইনষ্টিটিউশনের" (দার্শনিক অন্তর্ব্যবস্থানের) নিমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র "ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজসম্পর্কীয় অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইনষ্টিটিউশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মেষ্টর উইলিয়ম স্মিথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেণ্ট আণ্ড্রুর প্রোফেসার সোয়ান, প্রোফেসার বাল্‌ফোর, বারউইকের রেবারেণ্ড ডাক্তার কেয়ারন্স, রেবারেণ্ড জি ডি কলেন, রেবারেণ্ড আর বি ড্রমণ্ড, বারাণসীর রেবারেণ্ড মূডি ব্ল্যাক, ডাক্তার জন মিয়র, ডাক্তার ফিণ্ডলেটর, ডাক্তার লিটল্ জন, ডাক্তার বিশপ্, বেলিফ মিলার, কাউন্সিলার মস্‌ম্যান ও ব্ল্যাডওয়ার্থ, কেউনবারন্সের মেষ্টর জর্জ হোপ, আডবোকেট মেষ্টর জে বর্ণেট্, মেষ্টর ডি স্কট মনক্রিক ডবলিউ, এস্, মেষ্টর জে গার্ডিনার এস্ এস্ সি, মেষ্টর সি হোম ডগল্যাস্ সি এ, মেষ্টর ই বাক্সটার, মেষ্টর টি নক্স, মেষ্টর ডবলিউ বেল, মেষ্টর পল প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি বলিলেন,—সার্ আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট সভার সভাপতি হইবেন কথা ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিনিবন্ধন অনপেক্ষিতভাবে তাঁহাকে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতে হইল, এবং এমন একজনকে তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে হইল, যিনি স্বকীর্ত্তিতে—মহত্তম প্রোজ্জ্বল চরিত্রের কীর্ত্তিতে—পূর্ব্ব হইতেই সকলের নিকট বিদিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ঐতিহাসিক গবেষণা, সাহিত্যসম্পর্কীয় দোষগুণবিচার, এ সকল বিষয়ে চিত্তমুগ্ধকর প্রধান প্রধান কার্য্যসমূহের বিবরণ শ্রবণ করিবার অনেক সুযোগ এ সভায় হইয়াছে; কিন্তু যে একটি বিবরণ—বিধর্ম্মী জাতির আধ্যাত্মিক নবজীবনপ্রাপ্তির

জন্য জাতীয় যত্নাপেক্ষা কিছুতে ন্যূন নয়, ঈদৃশ বিবরণ—বলিতে হয়, এক্ষণে সেই ব্যক্তির মুখে শুনিবার অবসর উপস্থিত, যিনি তৎকার্য্যের সহিত আপনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংযুক্ত। ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি না যে, রাজ্যের সমুদায় দক্ষিণ বিভাগে আমাদের প্রসিদ্ধ আগন্তু সাদর সহানুভূতি-সূচক উচ্চপ্রশংসাধ্বনিসংবলিত স্বাগতসম্ভাষণ লাভ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্নতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও একত্র মিলিত হইয়া ইহার প্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। সহানুভূতি এবং উৎসাহ-দানের কার্য্যে হস্তপ্রসারণবিষয়ে আমরা স্কটল্যাণ্ডবাসী দক্ষিণ দেশীয় ভ্রাতৃবর্গের পশ্চাদ্গামী হইয়া থাকিব না। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড হিত ও অনুরাগের বন্ধনে বদ্ধ—ভারতবর্ষে এক জন স্কটল্যাণ্ডবাসী প্রায় স্বদেশবাসী। আমরা আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধুকে এইটি অনুভব করাইতে যত্ন করিব যে, যদিও তিনি স্বদেশ হইতে বহু দূরে, তথাপি তিনি এই স্কট জাতীয় লোকের মধ্যে বিদেশী নন, কিন্তু সমনগরবাসী। আমরা ইহাও দেখাইব যে, খ্রীষ্টশতাব্দীর আঠার শত বর্ষের ফলস্বরূপ ইউরোপ মহাপ্রদেশে এই মুহূর্ত্তে যে অতি লজ্জাকর জুগুপ্সিত দৃশ্য উপস্থিত, তদ্বিরোধী যে হিতকর কার্য্যে ইনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, সেই কার্য্যে আমাদের গভীর সহানুভূতিসম্ভূত অভিনিবেশ আছে। গত নবেম্বর মাসে এই স্থান হইতে আপনাদের নিকট এক জন—যাঁহার সম্বন্ধে এ জীবনে আশা ও নিরাশা চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছে—যে কয়েকটা কথা বলিয়াছিলেন, সেই কয়েকটা কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে দিন। এই কথাগুলি চির দিন আমাদের পক্ষে বিষাদপূর্ণ গভীর মনোভিনিবেশের বিষয় হইয়া থাকিবে। মনশিয়র প্রোবোষ্ট প্যারাডোলের সঙ্গে আমি বলিতেছি—"আমার পক্ষে বরং আমি মনে করিয়া থাকি, কোন এক জাতির যে অংশ যথার্থ আলোকসম্পন্ন, সেই অংশ সেই জাতির সেই মহত্তম ভাগ যাহার কোন নাম নাই, যাহার নাগরিকগণ রক্তসম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহেন, কিন্তু ভাবেতে একত্র সম্বদ্ধ, তাঁহারা পৃথিবীর সমুদায় স্থানে ছড়াইয়া আছেন, এবং নিয়ত পরস্পরের জন্য ভাবা, পরস্পরের মঙ্গলের জন্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য জানেন।" সেই নামহীন অথচ সমুদায় মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী জীবন্ত জাতির এক জন সমনাগরিক হইয়া যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপনাদিগকে এখন কিছু বলিবেন, তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ডে

স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং তাঁহার খ্রীষ্টানোচিত কার্য্যের সাফল্য হউক, হৃদয়ের সহিত এই অভিলাষে যোগ দেওয়ার জন্য, ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিতেছি; কেন না আমি নিশ্চয় জানি, "ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন, কিন্তু প্রত্যেক জাতিমধ্যে যে তাঁহাকে ভয় করে, এবং ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহাকেই তিনি গ্রহণ করেন।"

কেশবচন্দ্র উত্থান করিবামাত্র চারিদিকে উচ্চ আনন্দধ্বনি হয়। সভাপতির কথাগুলির জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—একটী প্রাচীন জাতি বর্ত্তমান সময়ের আলোক ও সভ্যতার প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, নয়ন ও হৃদয় উভয়েই এ দৃশ্য লোকের নিকট অভিব্যক্ত করিতে ভালবাসে। সেই দূরবর্ত্তী দেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, ভূত ও বর্ত্তমান একত্র মিলিত হইয়াছে। এই কারণেই অদ্যকার বিষয়টি উপকারক ও শিক্ষাপ্রদ। সে দেশে প্রাচীন সভ্যতা এবং বর্ত্তমান সময়ের চিন্তা ও সংস্কৃতাবস্থার ফল পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। লোকেরা শিক্ষাপ্রভাবে সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে উন্নতাবস্থা লাভ করিতেছে, বাহ্যোন্নতির সঙ্গে তাহারা জ্ঞান ধর্ম্মে অতি সত্বর উন্নত হইতেছে। এ সকল উন্নতি কি মুহূর্ত্তের ভিতরে চলিয়া যাইবার বিষয় নহে? অতি উৎকৃষ্ট বিষয়ও যদি কোন জাতির উপরে বলপূর্ব্বক চাপান হয়, তাহা কখন থাকে না। স্থায়ী সংস্কার ভিতর হইতে আসা চাই। অনেকে বাহিরের উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদিত হন, কিন্তু সে দেশীয় ব্যক্তিগণ উপরিভাগের বিষয়ে নহে, গভীরতম স্থানে কি হইতেছে, তাহাই দেখিতে ব্যস্ত। আজ ভারত নবীন জাতিসমুদায়ের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতেছেন। এরূপ শিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সমুচিত, কিন্তু কাল তিনি যে সময়ে সভ্য ছিলেন, সে সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিরা অজ্ঞানান্ধকারে এবং বর্ব্বরতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট পবিত্র সামাজিক ও পারীবারিক আচার ব্যবহার, অন্ততঃ উচ্চ শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও আলোক ছিল। সে সময়ে পৌত্তলিকতা ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, পৌরোহিত্যের অত্যাচার ছিল না।

দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাচীনকালে সে দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এখন আর ভারতের সে অবস্থা নাই, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ লোকে ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে গ্রহণ করিতে পারে না দেখিয়া, পুরোহিতগণ পুতুল পূজা প্রচলন, জাতিভেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মুসলমানগণের রাজ্যকালে স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়াছে। এইরূপে ভারতের সভ্যতা এখন বিলুপ্ত। সুতরাং ভারত তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য সভ্যতম দেশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া, তাহার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, উহার ভূতকালের স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি করা সমুচিত। অতি প্রাচীন ঋগ্‌বেদেও ধর্ম্মের উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে যে, বেদ প্রকৃতিপূজা ও বহু দেববাদ শেখায়; কিন্তু উহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, একই ঈশ্বর বিবিধ নামে, প্রকৃতির বিবিধ বিভাগে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। বেদের সময়ে সহজ জ্ঞান, সহজ ভাব ছিল, উহা বেদান্তের সময়ে দার্শনিক বেশ ধারণ করিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্পণ করিয়াছে। "সেই ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, সেই দেবতাগণের পরম দেবতা, সেই পতিগণের পরম পতি, সেই ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।" এরূপ কথা, আমার মনে হয়, অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই সকল শ্রুতি দেখাইয়া দেয়, প্রাচীন হিন্দুগণ এক সত্য ঈশ্বরের পূজা করিতেন; কেবল মতে নয়, কার্য্যতঃ পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতেন। সুতরাং যদি তাঁহার স্বদেশীয়গণকে তাঁহারা পৌত্তলিক কুসংস্কারী বলিয়া দোষারোপ করেন, তাহা হইলে সে দোষ বর্ত্তমান হিন্দুগণের উপরে আরোপ করা সমুচিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, নীতিসম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়। হিন্দুগণের অন্য যে কোন দোষ থাকুক, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহজিক ভাব, ঈশ্বরে ভক্তি, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ, পরলোকে বিশ্বাস, পারত্রিক মঙ্গলসঞ্চয়ে ঐকান্তিক যত্ন, এ সকল বিষয়ে তাঁহারা চিরপ্রসিদ্ধ। "গৃহস্থব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে যে কার্য্য করিবেন, পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন;" এরূপ অনুশাসন সর্ব্বথা ঈশ্বরেচ্ছাধীনতা দেখাইয়া দেয়। পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত এই সকল ধর্ম্ম ও নীতির গভীর তত্ত্বসম্পৎ, যদি ভারতবাসীরা উপেক্ষা

করেন, পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহারা স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিবেন। বস্তুতঃ হিন্দুগণের প্রাচীন অনুষ্ঠানব্যবস্থানসমূহ-মধ্যে ভবিষ্যৎসংস্কারের সুদৃঢ়ভূমি আছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন সে দেশে আছে, তখন সুদৃঢ় স্থিরতর জাতীয়ভাবে তদুপরি নবীন সভ্যতা স্থাপন করা সমুচিত। অন্য কোন ভূমি অবলম্বন করিলে সে দেশ উহা কখন গ্রহণ করিবে না। বিদেশীয় আচার ব্যবহার সে দেশের দু চারি জন বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে পারেন, মর্কটবৎ উহার অনুকরণ করিতে পারেন, কিন্তু কিছু দিন পরে সে সমুদায় চলিয়া যাইবে, উহার নাম চিহ্নও থাকিবে না। সে দেশের সংস্কারকার্য্যে জাতীয় সহজপ্রত্যয় ও জাতীয় ভাবকে মূলে রাখিয়া, যদি ইংলণ্ড এবং ইউরোপের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহৎ আছে, তাহা তৎসহকারে সংযুক্ত করিয়া দৃঢ়মূল করা যায়, তাহা হইলে সে কার্য্য শত শত বর্ষ স্থায়ী হইবে। জাতীয় ভাবের উপরে সংস্কারকার্য্য সংস্থাপন করিলে ভারত যথার্থ মহত্ত্ব ও সভ্যতা লাভ করিবে। এ ভাবের মূল উহার ভূতকালের মধ্যে নিহিত আছে। এই সকল ভাব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে সত্য কিন্তু সময়ে সময়ে এই ভাবের পুনরুদ্ধারের জন্য যত্ন হইয়াছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে লুথার যখন ইউরোপকে ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে গুরু নানক---যাঁহাকে পঞ্জাবের লুথার বলিয়া অনেকে অভিহিত করেন— পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করেন। তিনি শিখধর্ম্ম স্থাপন করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে একত্র করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হন, এবং একত্র মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে প্রেমময় ঈশ্বরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত করেন। আজ পর্য্যন্তও তাঁহার শিক্ষার প্রভাব বঙ্গদেশে কার্য্য করিতেছে। যদিও এইরূপে বিশুদ্ধ ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন হইয়াছে, তথাপি এই যত্নগুলি একত্র সম্মিলিত তত দিন হইতে পারে নাই, যত দিন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব সে দেশের উপরে নিপতিত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় এই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে একেশ্বরবাদ নিষ্কর্ষণ করেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে এক করিতে যত্ন করেন। তাঁহারই কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এই ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়

মিলিত হইতে পারেন। চারিদিকে ঘোরতর পৌত্তলিকতার অন্ধকার মধ্যে জন কয়েক লোক এক কোণে বসিয়া কেবল উপাসনা করিলে কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং কযেকদিন পরে ব্রাহ্মসমাজ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহা কিছু ভাল, তাহার বিনাশ নাই, সুতরাং ভগবান্ এক জন লোককে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন, যিনি সমাজকে গঠন দান করিলেন। আগে কতকগুলি উপাসকমাত্র ছিলেন, এখন তাঁহারা বিশ্বাসী হইলেন, অগ্রে কেবল উপাসনার স্থান ছিল, এখন একটি সমাজ হইল, সপ্তাহে সপ্তাহে উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারকে তিনি জীবনে পরিণত করিলেন। বৎসরে বৎসরে এই সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, দেশে বিদেশে সমাজ ও শাখাসমাজ স্থাপিত হইল, চরিত্রবান্ ও জ্ঞানবান্ লোকেরা ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সুতরাং চারিদিকে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সময়ে এই সমাজ তৃতীয়াবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই অবস্থায় মত ও বিশ্বাস কার্য্যে ও জীবনে পরিণত হইল। বাল্যবিবাহ দেশের অকল্যাণকর ব্যবহারের উচ্ছেদে অনেকে কৃতসংকল্প হইলেন। যে ধর্ম্ম কেবল সমাজমধ্যে বদ্ধ ছিল, উহা এখন গৃহপরীবারের মধ্যে আসিল, আসিয়া সর্ব্বপ্রকারের অনিষ্টকর আচার ব্যবহারের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মতকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যত্ন এই ছয় বৎসর হইল হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে তাহা হইতে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এমন কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবার হইয়াছে, যাহার মধ্যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের লেশমাত্র নাই, এবং ইহাতে মহিলাগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছেন। ব্রাহ্ম পরিবার দিন দিন বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ নীচ জাতির কন্যা বিবাহ করিতেছেন। এখন এমন বয়সে বিবাহ হইতেছে, যে বয়সে বিবাহিতগণ বিবাহের গুরুকর্ত্তব্য বুঝিতে সমর্থ। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা এখন কেবল উপাসক নহেন, এখন তাঁহারা সমাজ ও নীতিসম্বন্ধীয় উন্নতির জাতীয় মধ্যবিন্দু হইয়াছেন। যদিও ছয় সহস্রের অধিক এখন ব্রাহ্ম নাই, তথাপি বিধাতার বিধাতৃত্বে উহা দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকিবে। পাঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন যেখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয়। এখান

হইতে ভাল ভাল খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক গিয়াছেন, তাঁহারা কি এমন কিছু কার্য্য করেন নাই, যাহার জন্য সে দেশকে তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হইবে না? সে দেশের লোকদিগের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং জ্ঞানসম্পর্কীণ উন্নতিসাধনবিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। ধর্ম্মরাজ্যসম্পর্কীয় কল্যাণ-সমূহের জন্য তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার প্রতি রাজভক্ত। তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতে, যত দূর সম্ভব, ভারত ও ইংলণ্ডকে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করিতে এবং বিজাতীয় ভাব সে দেশে প্রচলন করিবার যত্ন নিবারণ করিতে আসিয়াছেন। প্রতিজাতি তাহার জাতীয় ভাব চির দিন রক্ষা করিবেই করিবে। স্কচম্যান স্কটল্যাণ্ডের জন্য যেমন অভিমানী, তিনিও তেমনি ভারতের জন্য অভিমান পোষণ করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে ও সামাজিক জীবনে যাহা কিছু ভাল আছে, অর্পণ করুন, কিন্তু এমন কি কিছু ভারতকে তাঁহারা দেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত? ভারতে মদ্যের পাপবাণিজ্য হইতে কি না অসৎফলই উৎপন্ন হইয়াছে? এক দিকে ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি, অপর দিকে স্বেচ্ছাচার এবং তজ্জনিত ঘোর অনিষ্টের বৃদ্ধি, ইহা দেখিয়া কাহার না মনে শোক উপস্থিত হয়? তাঁহার ইচ্ছা হয়, ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের এদিক্ হইতে ওদিকে গিয়া, সকল নরনারীর দয়া তিনি উদ্দীপিত করেন। সে দেশের লোকেরা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইবেন, এখানে এতগুলি বন্ধু আছেন, যাহারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে ব্যাকুল। তাঁহাদিগের নিকটে তিনি আরও কিছু বেশি চান—ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব। সে দেশে যে সকল ইংরেজ আছেন, তাঁহাদের কি যে দায়িত্ব, আপনারা তাহা বুঝাইয়া দিন। যদি তাঁহারা কিছু অন্যায়াচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল আপনা-দিগকে কলুষিত করেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা এমন একটি অসৎ-প্রভাব বিস্তার করেন যে, উহাতে কোটি কোটি লোকের নীতির ক্ষতি উপস্থিত হয়। সে দেশের লোকদিগের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হইতে তাঁহাদিগকে আপনারা উপদেশ দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ কখন-বিচ্ছিন্ন না থাকে। ভারতবাসী এবং ইউরোপীয়গণ মধ্যে বন্ধুতা-স্থাপন জন্য

প্রকাশ্যে এবং গোপনে সভা হউক। কিন্তু এখান হইতেও ভারতের উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, এখন সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। অহিফেন ও মদ্যের বাণিজ্য যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার জন্য পার্লিয়ামেণ্টকে উত্তেজিত করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন, হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিধি হইয়াছে, এখন যুগপৎ পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ বারণ হয়, এরূপ বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতবাসিগণকে এই সকল উন্নতির ব্যাপার আপনারা অর্পণ করুন, ঈশ্বর আপনাদিকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। তিনি এ দেশে ধর্ম্মরাজ্যসম্পর্কীয় কোন পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের চিত্তে আঘাত দিতে আসেন নাই। তিনি উদার প্রশস্ত ভূমি অবলম্বন করিয়া সকলেরই সঙ্গে বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়াছেন, এবং তিনিও এ কথা বলিতে নিতান্ত আহ্লাদ অনুভব করিতেছেন যে, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, লো চার্চ্চ, ব্রড চার্চ্চ, কোয়েকার, মেথডিষ্ট, মিতাচার ও শান্তির পক্ষপাতী বন্ধুবর্গ, সকলেই তৎপ্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। ব্রিটিষজাতি যে অত্যন্ত উদার, এই ঘটনা শতমুখে বলে। তাঁহার প্রতি যে ভাব তাঁহারা বিস্তার করিলেন, তিনি আশা করেন যে, যাঁহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া তিনি আসিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতিও উহা বিস্তৃত হইবে। ভারত আপনাদের সহানুভূতি, আনুকূল্য ও সহকারিতা প্রাপ্ত হউক, তাহার কোটি কোটি পুত্র কন্যা আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে। করুণাময় ঈশ্বর ইংলণ্ড এবং ভারতকে আশীর্ব্বাদ করুন, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হউক।

রেবারেণ্ড মেস্তর কলেন বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ, অহিফেন বাণিজ্যের প্রতিবাদ, অমিতাচারে নিরুৎসাহদান, ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন, এ সকল যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন। খ্রীষ্টানপ্রচারকগণ যে প্রণালীতে কার্য্য করেন, সে সম্বন্ধে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু তদ্ব্যতীত ঈদৃশ ভূমি আছে, যে স্থলে তাঁহাকে তাঁহারা

স্বীকার করিতে পারেন। সমুদায় স্কটল্যাণ্ড ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু এডিনবরা যে প্রকার ভারতের প্রতি গভীরভাব পোষণ করে, এমন আর অন্য কোথাও নাই।

গ্ল্যাসগোতে সম্ভাষণপত্রপ্রদান ও কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তর

কেশবচন্দ্রের সম্ভাষণজন্য (২২শে আগষ্ট, সোমবার) সিটি হলে সভা হয়। লর্ড প্রোবোষ্ট সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই সকলের নমে উল্লেখ করা যাইতে পারে:—মেস্তর শেরিফ ডিক্সন; বেলিফ্—উইলিয়ম্ ব্রাউন, সাল্মন এবং উইলিয়ম মিলার; কাউন্সিলার—কুপার, লাম্বারটন, সিম্প্‌সন, টরেন্স, মন্‌কুর, ডঙ্কান্, স্কট, কলিন্স এবং এম' ইণ্টায়র; রেবারেণ্ড ডাক্তার—ডবলিউ সি স্মিথ, জোসেফ ব্রাউন, এম' ট্যাগার্ট এবং পি এইচ্ ওয়াডেল্, রেবারেণ্ড মেস্তর—জে পেজ হপ্‌স্, ডি এম্' ইয়ান্, ডি ম্যাক্‌লিয়ড, ব্রণ্টন্, ডগ্‌লাস্, জে এ জন্‌ষ্টন, এফ্ ফার্গুসন্, আব ক্রেগ্, এম ডার্ম্মীড, রোজবিয়ার এবং ডেবিডসন্; মেস্তর—আণ্ড্রুপেটন, ডবলিউ এম্ আডাম, টিচার, সেল্‌কির্ক, মেযর, মিচেল্ স্মিল্, সেলার্স, ইউল্, মেল্বিন, ডিক্, এম, ডগল্, উইল্‌কিন্সন্ ইত্যাদি।

লর্ড প্রোবোষ্ট অবতরণিকাসূচক কিছু বলেন। তিনি বলেন, আমি প্রার্থনা করি, সমাগত অভ্যাগতকে কেবল প্রসিদ্ধ বিদেশীয় একটি বৃহৎ সংস্কারব্যাপারের প্রতিনিধি বলিয়া নহে, কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যিনি আপনার গুণে শ্রেষ্ঠ; এবং যে সংস্করণের কার্য্য, আমার বিশ্বাস, এখনও উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই, অথচ আমাদের শাসিত সেই বৃহৎ রাজ্যের অনেকগুলি অধিবাসীকে, এখনও তাহারা যে সভ্যতা ভোগ করে নাই, সেই উচ্চতম সভ্যতাতে আরূঢ় করাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত,— সেই সংস্করণের ব্যাপারের নেতৃত্বকার্য্য-সম্পাদনে ইনি উপযুক্ত। এই বিদেশীয় ব্যক্তির কথা শুনিবার জন্য আমরা স্কটল্যাণ্ডের খ্রীষ্টসমাজের সকল বিভাগের প্রতিনিধি এখানে মিলিত হইয়াছি; আমরা এই বিশ্বাসে সমবেত হইয়াছি যে, ইনি কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিবেন, সে সকল গ্রহণপক্ষে আমরা সকল প্রকার সঙ্কুচিতভূমিসমুচিত দোষগুণবিচার হইতে আমাদিগকে

প্রমুক্ত রাখিব। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইতিহাসসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কারণ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আপনারা সকলে তাঁহাব বিষযে অল্পবিস্তর কিছু না কিছু পাঠ করিযাছেন। আমি কেবল আপনাদিগের নিকট এই কথা বলিতেছি, তিনি যে বৃহৎ দেশ হইতে আসিতেছেন, সেই দেশের অনেকগুলি ব্যক্তিকে—অন্ততঃ হিন্দুজাতিকে—যাহাকে সত্যবিশ্বাস বলে—সেই সত্যবিশ্বাসের উচ্চতর জ্ঞানে এবং নূতন চিন্তার ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইযাছেন। অধিকন্তু যাঁহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন কবেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ইনি একজন রাজভক্ত ব্রিটিষ প্রজা। আমবা যেমন এখানে ব্রিটিষ-প্রাধান্যে বিশ্বাস করি, তেমনি ভাবতবর্ষে ব্রিটিষ-প্রাধান্য বক্ষিত হয়, এজন্য ইনি অভিলাষী, এবং তিনি বিশ্বাস কবেন যে, এ প্রাধান্য সেই বৃহৎ দূরস্থ দেশের মঙ্গলের জন্য। লর্ড প্রোবোষ্ট কমিটিব পক্ষ হইতে, রেবারেণ্ড জে পেজ হপ্সকে নিম্নলিখিত কেশবচন্দ্রেব প্রতি সম্ভাষণসূচক পত্রখানি পাঠ করিতে বলিলেন:—

"১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট, সমবেত প্রকাশ্য সভায় গ্ল্যাসগোব অধিবাসি-গণ হইতে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সমীপে।

"বন্ধু ও ভ্রাতঃ,—আমরা—গ্ল্যাসগোর অধিবাসী, বিবিধ ধর্ম্মসমাজেব সভ্য—স্কটল্যাণ্ডেব বাণিজ্যসম্পর্কীয় প্রধান নগরীতে আপনাকে হৃদয়ের স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে যে সকল সহানুভূতিসূচক বাক্য সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তৎসহকারে আমাদের শুভ ইচ্ছা সংযুক্ত করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছি। আপনি এবং আপনার ভারতস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদিগেব সমপ্রজাবর্গ, সুতরাং সেই বৃহৎ দেশের লোকদিগেব উন্নতিসাধন লক্ষ্য করিয়া যে কোন সংস্কারকার্য্য উপস্থিত হয, তাহাতে আমবা গভীর ঔৎসুক্য অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু এতদপেক্ষায় অধিক এই যে, আপনি যে পক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতেছেন, উহা ভৌগোলিক সীমা বা জাতির প্রভেদ জানে না, উহা সমুদায় পৃথিবীব্যাপী সত্য, স্বাধীনতা এবং উন্নতির পক্ষ। অতএব যে সকল উজ্জ্বলজ্ঞানপ্রাপ্ত উদার ব্যক্তিগণ ভারতে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিতেছেন, সামাজিক অসামর্থ্য অপনীত করিতেছেন, নারীগণকে তাঁহাদের যথার্থ স্থান ও উপযুক্ত উৎকর্ষসাধনে

সাহায্য করিতেছেন, যে জাতিভেদ মনুষ্যপ্রকৃতিসাধারণ গভীর সহানুভূতির বিরোধী এবং যে কোন জাতির উন্নতির প্রতিপক্ষ, তাহাব উচ্ছেদ করিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষে, আমাদের বিশ্বাস, ভারতের লোকদিগকে মৃত পুত্তলিকা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরে প্রত্যানয়ন করিতেছেন, তাঁহাদিগেব প্রতিনিধিরূপে আমরা আপনাকে স্বাগতসম্ভাষণ কবিতেছি। শিক্ষা, পরিমিতাচার, শান্তি, সামাজিক সাম্য এবং মানবীয় উন্নতির আপনি মিত্র। এই কারণেই বংশগত সমুদায় পার্থক্য অস্বীকার করিয়া আপনার ভিতরে সেই মানবভ্রাতাকে দেখিতে আমরা প্রণোদিত হইয়াছি, যাঁহার এ কালেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবেব সহিত সামঞ্জস্যসম্পাদনে উচ্ছ্বসিতাভিলাষ। এজন্য আমবা আপনাকে কেবল অপরেব প্রতিনিধিরূপে নহে, কিন্তু যে মনুষ্যপরিবারের সমুদায় পৃথিবী গৃহ, যাহার কার্য্যক্ষেত্র মানবমণ্ডলী, যাহাব ঈশ্বব একমাত্র পিতা, সেই পরিবারের অঙ্গরূপে আপনারই জন্য আপনাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি। তবে আপনি আমাদিগেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি, স্নেহ এবং প্রার্থনা সঙ্গে লইয়া গমন করুন; মঙ্গলময় পরমাত্মা দ্বাবা পরিচালিত হইয়া আপনি এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ যেন দেখিতে পান যে, আপনাদের হস্তে সত্য ও সাধুতার কার্য্য উৎকৃষ্ট ফল বহন কবিতেছে!"

"যে সম্ভাষণপত্র পঠিত হইল, উহা সভাকর্তৃক গৃহীত এবং লর্ড (প্রোবোষ্ট) কর্তৃক রীতিমত স্বাক্ষরিত হইয়া মেস্তর সেনকে অর্পিত হয়" এই প্রস্তাব বেলিফ উইলিয়াম মিলর উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভারতের বর্ত্তমান সংস্কারের কার্য্য, অনেক দিন হইল, গভীর ঔৎসুক্যসহকারে দেখিয়া আসিতেছেন, এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার ভারতস্থ মণ্ডলী সে দেশে ধর্ম্ম ও রাজ্যসম্পর্কীয় উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা এই সভা স্বীকার করিবেন, ভারতে বর্ত্তমানে যে সংস্কারের কার্য্য চলিতেছে, তৎসহকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। এবং রেবারেণ্ড ডাক্তার নর্ম্ম্যান ম্যাক্‌লিয়ড এখন মূল্লেতে আছেন বলিয়া সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, রেবারেণ্ড ডি ম্যাক্‌লিয়ড উল্লেখ করিলেন। অনন্তর লর্ড প্রোবোষ্ট বাবু কেশবচন্দ্রকে সম্ভাষণপত্র অর্পণ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিলেন, এবং অনেকে টুপী ও রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন।

আনন্দধ্বনি নিবৃত্ত হইলে, কেশবচন্দ্র, তাঁহার প্রতি যে স্বাগতসম্ভাষণ অর্পিত হইল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহাব মর্ম্ম এই :—সম্ভাষণ-পত্রের কথাগুলি তাঁহাব গভীর কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন, এবং ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিযাছেন, তদনুসরণে উৎসাহদান কবিল। গ্ল্যাসগোব প্রায় চাবি সহস্র লোক একত্র মিলিত হইযা সহানুভূতি, দয়া ও আতিথেযতা অর্পণ করিলেন দেখিয়া, তিনি নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। এ সভা যে কোন এক জন ব্যক্তির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্য আহূত, ইহা তিনি কখন মনে করিতে পারেন না। সমগ্র স্কটল্যাণ্ড, সমগ্র ব্রিটিষ জাতি সভাচ্ছলে সমুদায় ভারতেব প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহাব মধ্যে তিনি ইহাই দেখিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন কবিযাছেন, ইহাতে তিনি এই জন্য আহ্লাদিত যে, তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবাব জন্য সমুদায সাম্প্রদায়িক ও জাতীয ভিন্নতা তাঁহারা দূরে পবিহার করিয়াছেন। তিনি বলিতে আসিয়াছেন, এখানে পাশ্চাত্য প্রদেশে যে সংস্কারেব ব্যাপাব চলিতেছে ভারতে লোকদিগের মধ্যে উহাই চলিতেছে; সমুদায় জাতির পিতা যে ঈশ্বরকে তাঁহাবা এখানে পূজা কবিতেছেন, সেই ঈশ্বর ভারতেব উদ্ধাবের জন্য সেখানে আশ্চয্য কার্য্য করিতেছেন। সে দেশে উজ্জ্বলতব আলোক প্রকাশ পাইযাছে, সেই কথা বলিবাব জন্য তিনি আসিয়াছেন। সে দেশেব বাহ্য ও আভ্যন্তবিক উন্নতি প্রতিদিন বাড়িতেছে। এ সমুদায ব্রিটিষ শাসনের ফল। ইংবাজী শিক্ষার প্রভাবে সেখানে এক নবীন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সহানুভূতি, উচ্ছ্বাস ও ভাবে প্রাচীন বংশীয়গণ হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইযা পড়িযাছে। এ সকলের জন্য তাঁহারা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট, খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক-গণ, প্রশস্তহৃদয় জনহিতৈষিগণকে ধন্যবাদ দান করেন। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা জাতীয় ভাববিনাশ নয়, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমকে এক করা, তত্রত্য যাহা কিছু ভাল তাহা রক্ষা করা, এ দেশের যাহা ভাল সে দেশে প্রচলিত করা। ভারতের সংস্কার জাতীয় সংস্কার, জাতীয় উপাদান হইতে উহা পোষণসামগ্রী গ্রহণ করিতেছে; ব্রিটিষ শাসন কেবল উহার নিদ্রিত সামর্থ্য জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছে। সে দেশীয়েরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে সংগ্রাম করিতেছেন বলিয়া, অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হইতেছেন। অনেকে বলেন যে, ভারতে

মন্দ ব্যতীত ভাল কিছুই নাই। সে দেশে রক্ষণোপযোগী আচার ব্যবহার বা অন্তর্ব্যবস্থানের অভাব। উহাকে সংশোধন করিতে হইলে, দেশীয় লোক-দিগকে নবজীবন দান করিতে হইলে, যাহা কিছু দেশীয়, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া, পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, সভ্যতা, বিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রচলিত করা উচিত। তিনি চিরকাল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কেন না ভারতকে আজ যাহা দেখা যায়, কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে উহা তেমন ছিল না। আজ ভারত পতিত। প্রাচীন কালে সে দেশে কি প্রকার অমূল্য জীবন ও প্রকৃষ্ট চিন্তা ছিল, প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায় ও উহার গৌরব অনুভূত হয়। ব্রাহ্মসমাজ মূলে প্রাচীন উপাদান স্থাপন করিয়া, তদুপরি জাতীয় সভ্যতা সংগঠন এবং বহু বিবাহাদি নিবারণ করিতেছে। এ দেশের ধর্ম্মসমাজ ও গৃহ পরীবাবের যাহা কিছু ভাল আছে, ভারত তাহা গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু মন্দ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। অমিতাচাব এখনও ভাবতে বদ্ধমূল হয় নাই, উহা এখনও সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিষগণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সেখানে যান নাই, সে দেশসম্বন্ধে তাঁহাদিগের গুরুতর দায়িত্ব আছে। যে সকল খ্রীষ্টান সে দেশে বাস কবিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, ভারতের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন সংশোধিত করেন। সত্য পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে আসুক না কেন, উহা মানবজাতিব সামঞ্জস্য রক্ষা করে, অতএব সেই সত্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যোগ হইবে।" বক্তাকে সর্ব্বশেষে ধন্যবাদ অর্পিত হয়।

লীড্‌সে সম্ভাষণপত্রপ্রদান ও কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তর

কেশবচন্দ্র এডিনবরা ও গ্ল্যাসগো হইয়া লীডসেতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লীডসে তাঁহার জুলাই মাসে আসিবার কথা ছিল, অসুস্থতানিবন্ধন সে সময়ে আসিতে পারেন নাই বলিয়া তত্রত্য লোকদিগের মনে নিতান্ত ক্ষোভ ছিল। কেশবচন্দ্র লীডসে প্রত্যাগমন করিলে, ২৭শে আগষ্ট, শনিবার অপরাহ্নে, টাউনহলের সিবিক কোর্টে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ জন্য সভা আহূত হয়। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত লোক একত্রিত হন, অনেকগুলি মহিলা এবং বিবিধ সম্প্রদায়ের সভ্য তন্মধ্যে ছিলেন। মেস্তর ডারণ্টন্ লপ্‌টন্ সভাপতির আসন পরিগ্রহ কবেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে

ইঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারেঃ—রেবারেণ্ড জে ই কার্পেণ্টাব, রেবারেণ্ড এইচ টেম্পল, রেবারেণ্ড উইলিয়ম টমাস্, রেবারেণ্ড এইচ টাবাণ্ট, বেবারেণ্ড এইচ বাইলস্, রেবারেণ্ড মেস্তব উইলকিন্সন, বেবারেণ্ড মেস্তর ইলিয়ট, মেস্তর কার্টার এম্, পি, মেস্তর জর্জ্জ টম্পসন্, মেস্তর জোসেফ লপ্টন, মেস্তর এ লপ্টন, মেস্তর এফ লপ্টন, মেস্তর জর্জ্জ বক্টন, মেস্তর আল্ডারম্যান অক্সলে, মেস্তর আল্ডারম্যান বারণ, মেস্তর এফ কাবট, মেস্তর ডবলিউ এইচ কনযার্স, মেস্তর টম্পসন্ উইল্সন, মেস্তর আর ডবলিউ হামিল্টন, মেস্তর ই আট্কিন্সন্, কাউন্সিলার হুইটিং, কাউন্সিলার গণ্ট, কাউন্সিলার উডকক্, মেস্তর বিণ্ডার, মেস্তর ই বট্লার, মেস্তর ভি লপ্টন (কনিষ্ঠ), মেস্তর ই আর ফোর্ড, মেস্তব জন হোল্‌মেস, মেস্তর জে এইচ থ্রপ্, মেস্তর ডবলিউ এইচ হল্‌বয়ড ইত্যাদি। সভাপতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সভাব নিকটে পবিচিত করিয়া দিলেন। মেস্তব কাউন্‌সিলাব হুইটিং লীডসের সভাব পক্ষ হইতে সম্ভাষণ ও সহানুভূতিসূচক পত্রিকা কেশবচন্দ্রকে অর্পণ কবিলেন, তিনিও, ভারতে অমিতাচাব হইতে যে অমঙ্গল ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন। মেস্তর জর্জ্জ টম্পসন্ বলিলেন, কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকাবে তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইযাছেন। তিনি যখন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে গমন কবেন, সে সময়ের অবস্থা, আর তৎপরে গিয়া যে অবস্থা দেখিয়াছেন, এ দুইকে তুলনা কবিয়া, ইংরেজগণের যে ভারতসম্বন্ধে কত দূর দায়িত্ব, তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পরিশেষে কেশবচন্দ্র দেশকে পতিতাবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে যত্ন করিতেছেন। ইংরেজগণের উচিত যে, তাঁহাকে ঈদৃশী সহায়তা করেন যে, তিনি অনায়াসে তাঁহার হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ কবিতে পারেন; এই বলিয়া তিনি বলা শেষ করিলেন। ভারতেব উন্নতিসাধনজন্য কি কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, মেস্তর টম্পসন্ এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি সবিশেষ সে সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন; এবং অন্তঃপুরশিক্ষার জন্য মহিলাগণকে সেখানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাদানের প্রয়োজন তিনি বিশেষরূপে সকলকে বুঝাইলেন। মেস্তর কার্টার এম্ পি কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর আল্ডারম্যান প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব

নির্দ্ধারিত হইল। কেশবচন্দ্র প্রস্তাব স্বীকার করার পর, মেস্তর টম্পসন এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ব্রিষ্টলে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপন, মিস্ কার্পেণ্টারের পত্র ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা

কেশবচন্দ্র জুন মাসে যখন ব্রিষ্টলে গমন করেন, তখনই 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপনে প্রস্তাব হয়। এখন সেই সভাস্থাপন জন্য তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে গমন করেন। পার্ক ষ্ট্রীটে 'ব্রিটিষ ইন্ষ্টিটিউশনে' সভা আহূত হয়। মেয়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, মেস্তর ডবলিউ টেবেল সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাপতি মেয়রের পত্র পাঠ করিলেন। তিনি অনিবার্য্য কার্য্যবশতঃ লণ্ডনে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এজন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মেস্তর মর্লে এম্ পি, মেস্তর কে ডি হজসন এম্ পি, সার ফ্রিয়র, মেস্তর কমিসনর হিল এই সভার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উল্লেখ করিলেন। হাই শেরিফ, ডাক্তার বড, রেবারেণ্ড এস্ হেবডিচ্, ডাক্তার গুডিব, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কল্ডিকট হইতে তিনি পত্র পাইয়াছেন বলিলেন। অনন্তর ভারতের উন্নতি জন্য মিস্ কার্পেণ্টারের যত্ন এবং অনেকটা তাঁহারই অনুরোধে কেশবচন্দ্রের এ দেশে আগমন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া, এই সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে মিস্ কার্পেণ্টার যাহা লিখিয়াছেন, সভাপতি তাহা পাঠ করিলেন :—

"গ্রেটব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, যদিও একই শাসনাধীন, তথাপি এ যাবং পরস্পরের প্রতি সমধিক সহানুভূতি, বা পরস্পরের বিষয়ে জ্ঞান নাই। জাতি, ধর্ম্ম, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পরস্পরের চিন্তার প্রণালী ও কার্য্যের মূল অবগত হইতে না পারাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। এই জন্যই ভারতে ইংরেজগণ এবং ইংলণ্ডে হিন্দুগণ পরস্পরের সঙ্গে কদাচ পরিচিত হন। ইংরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুগণকে সাহায্যদান করিতেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বহু দিন হইল সে দেশে প্রচারার্থ যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত, কি করিতে হইবে, অতি অল্প লোকেই জানেন। ইংলণ্ডে প্রকাশ্য কার্য্যের মূল কুশলকর সাধারণের মতামত, ভারতবর্ষে এই মতামত-স্থাপন হওয়ার পক্ষে সে দেশের অবস্থা অনুকূল নহে।

আমাদের নিজ দেশে ভারতবর্ষসম্পর্কীয় জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের অনুকূলে কুশলকর সাধারণের মতামত উৎপাদন করা, এবং আমাদিগের হিন্দু সমপ্রজাবর্গের জ্ঞান ও উন্নতিবর্দ্ধনে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষীয়েরা যেরূপ অভিলাষ করেন, সেইরূপে গ্রেটব্রিটণবাসিগণ—তাঁহাদিগের ধর্ম্মসম্পর্কীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া—তাহাদিগকে সেবা করিতে পারেন, তজ্জন্য স্বচ্ছন্দ যত্ন উদ্দীপন করা এ সভার উদ্দেশ্য। ব্রিষ্টলের পার্লিয়ামেণ্টের সভাগণ এবং অন্যান্য নগরবাসীরা এই কার্য্যে সহকারিত্ব অর্পণে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন ভাগ হইতে অনেকেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এডিনবরাতে এই সভার একটী শাখাসভা হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে একটি মহিলাগণের সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। রাইট অনারেবল বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এবং বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের সভ্য সার বার্টল ফ্রিয়ার এই কার্য্যের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুমোদন বিশেষ মূল্যবান্, কেন না তিনি বহুদিন কার্য্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে বলিয়া তাহাদের অভাব নির্ব্বাচনে তিনি উপযুক্ত। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, সভা এক প্রকার সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উহা গোচর করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এদেশের রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের লোকদিগের হৃদয়ে কেবল তৎপ্রতি সহানুভূতি ও বিস্ময় উদ্দীপন করেন নাই, কিন্তু যেরূপ সাহস ও সম্ভ্রান্তভাবে, ইংলণ্ড যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার রক্ষণাধীনে ন্যস্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাঁহার কি কর্ত্তব্য, গম্ভীরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্ভ্রম উদ্দীপন করিয়াছেন। ভারতের সাহায্য করিবার জন্য এইরূপে যে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, উহা কার্য্যে পরিণত হইতে না দিয়া, নির্ব্বাণ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' সমগ্র জাতির (সভা) হওয়া সমুচিত, কিন্তু আমাদিগের প্রসিদ্ধ আগন্তুক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এখনই কার্য্যারম্ভের প্রয়োজন। তাঁহার এ দেশ-পরিদর্শনের ফলস্বরূপ এই

সভাসংস্থাপনের সংবাদ তাঁহাকে দিয়া ভারতে প্রেরণ করিলে, ব্রিষ্টলের আহ্লাদ হইবে। ইহার ভবিষ্যৎ কৃতার্থতার পক্ষে এটি একটি শুভলক্ষণ যে, ইনি এই সভার প্রথম অবৈতনিক সভ্য ও দেশীয় পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবগত করিবেন যে, তাঁহার এবং ভারতের জন্য আমরা কি করিব, তিনি ইচ্ছা করেন।"

কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—তিনি বিশ্বাস করেন যে, অদ্য যে সভা স্থাপিত হইল, উহা উহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্থায়ী হইবে। এখানে প্রথমে আসিবার পর তিনি অপরাপর অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই সহানুভূতি পাইয়াছেন, এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিয়াছেন যে, ভারতের মঙ্গলের প্রতি এ দেশের বিলক্ষণ যত্ন আছে। কিন্তু অনেকেরই মনে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে যে, এখন যে আন্দোলন হইয়াছে, উহা দুদিন পরে তিরোহিত হইবে। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী পত্রিকা সকল এই আশঙ্কা আরও দৃঢ়মূল করিতে প্রবৃত্ত। তাঁহারা বলিতেছেন, এটি আর কিছুই নহে, 'নয় দিনের বিস্ময়ের ব্যাপার'। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ এই যে, বক্তৃতায় বক্তৃতায় এ দেশ প্লাবিত হইয়াছে বটে, ফলে তাহা কিছুই দাঁড়াইবে না। ইংলণ্ড যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে সকল অঙ্গীকারমাত্র। ভারতে তাঁহার দেশীয় লোকেরা এ ব্যাপারটি যে ভাবে দেখিতেছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার দেশীয় লোকেরা যে আশঙ্কা পোষণ করিতেছেন, "ব্রিষ্টল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" সংস্থাপন সে আশঙ্কা খণ্ডন করিতেছে। ইংলণ্ডের লোকদের যে তাঁহাদের সম্বন্ধে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার এই সভাই প্রমাণ। তিনি এখন নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাহারা কার্য্যতঃ কিছু করিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক নগর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিষ্টল কার্য্যে কিছু করিলেন, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর শিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য, অমিতাচার নিবারণ নিমিত্ত তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মিস্ কার্পেণ্টারের অভিমত—স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় সে দেশে স্থাপন করা তাঁহার মতে নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল অল্পবয়স্ক বালক বালিকা বিপথগামী হয়,

তাহাদের সংশোধন জন্য উপায় করাও আবশ্যক। ভারতশাসনকর্ত্তা ও শাসিতগণের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়, এবং প্রকাশ্যে কল্যাণকর মতামত-প্রকাশ সে দেশে স্থান পায়, তৎসম্বন্ধে বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন।

রেবারেণ্ড জে আবল সভাস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর হার্বার্ট টমাস অনুমোদন করিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রস্তাবসম্বন্ধে বিচার ও তাহার প্রত্যুত্তরের পর, মেস্তর এফ টাগার্ট সাধারণ লোকদিগের এবং নারীগণের শিক্ষাবিষয়ে সহানুভূতির প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর গলারের অনুমোদনে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল। মিস্ ম্যারি কার্পেণ্টার প্রস্তাব করিলেন যে, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন জন্য যে যত্ন করিতেছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, এবং তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য জন্য অভিলাষ করিতেছেন। তিনি এ দেশে আসিলেন এবং এ দেশের সহানুভূতি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এই ঘটনাই তাঁহার দেশসম্বন্ধে মহৎফল উৎপন্ন করিবে। মেস্তর সি জে টমাস্ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে, প্রস্তাব কলধ্বনিতে নির্দ্ধারিত হইল। কেশবচন্দ্র নির্দ্ধারণ জন্য ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বিদায়দানের সমিতি এবং "ইংলণ্ড সম্বন্ধে ধারণা" বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা

১২ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, হানোবার স্কোয়ার রুমে, কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বিদায়ার্পণ জন্য সভা আহূত হয়। একাদশটি খ্রীষ্টসম্প্রদায় সভায় উপস্থিত হন। 'ব্রিটিষ আণ্ড ফরেণ ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের' প্রেসিডেণ্ট সি জে টমাস এস্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে:—রেবারেণ্ড প্রোফেসর প্লম্পটর, ডাক্তার উলে, ডাক্তার কাপেল, ডি বরন্স এম এ, জে গিব্‌সন, জে ডি এইচ স্মিথ (নরউইচ), টি স্মিথ (নরউইচ), জে বি মমারি, এফ্ আর এস্, ডবলিউ হডসন্, জে মিল্‌স্, জি স্মল, এম এ, জে টমাস্, আইজাক্ ডক্সে, জর্জ্জ সেণ্টক্লেয়ার, ডবলিউ বালাণ্টাইন, ব্রুক লাম্বার্ট হেন্‌রি আর ডেবিস, জন মর্গান, জে ব্লাই, জি হট্রে কাম্বরণ, ফ্রেডারিক পেরি, সি উইণ্টার, রবার্ট আর ফিঞ্চ, আণ্ড্রু মরন্স, জি এম্ মর্ফি, ডবলিউ ব্রক (কনিষ্ঠ),

ডবলিউ এইচ চেম্বার্স, হরক্স কক্স, ডাক্তার ইয়ং, ডবলিউ টেলার, এফ বে, জন মরে, রিচার্ড কোলম্যান, ক্রিষ্টান হিনেস্, এম্ মাস্, হেন্‌রি জে বাগুর্য়ার, ডবলিউ এইচ চ্যানিং, ডি ডি জাবেমে, এইচ আইযাবসন, জে হেউড, টি আর ইলিযট (হনসংলট), আর সাযেন, আর স্পিযার্স, আর ই বি, ম্যাক্লেলান, এম্ সি গ্যাস্কোইন্, জে ফিলিপ্স, টি রিক্স, ডবলিউ সি কুপল্যাণ্ড, জে পি টি উইলমোট, এইচ মলি, ডবলিউ এ ক্লার্ক, টি হণ্টার, এম্ ডি কন্‌ওযে, জে ডবলিউ কুম্ব, টি হণ্ট, প্রোফেসর ব্রানেণ্ড, সার জেমস ক্লার্ক লরেন্স, বর্ট এম্ পি, এডুইন লরেন্স এস্কোযার এল্ এল্ ডি, এইচ এস্ বিক্‌নেল এস্কোযার, জেম্‌স্ হপগুড এস্কোযার, ডেবিড মার্টিনো এস্কোযার, জে টি প্রেস্‌টন্ এস্কোযার, এস্ এম্ টেলার এস্কোযার, ডবলিউ এন্ গ্রীন্ এস্কোযার, আন্ডারম্যান বেস্তই এস্কোযার (ব্রিটিস ও ফরেণ স্কুল সোসাইটির সেক্রেটারি), জর্জ্জ ক্রুইক্‌শ্যাঙ্ক এস্কোযার, জন রবার্ট টেলর এস্কোযার, রিচার্ড কীর্টিং এস্কোযার, জে টি হার্ট এস্কোযার, ডবলিউ শাযেন এস্কোযার, জে ই মেস্ এস্কোযার, জে ফ্রেটওযেল এস্কোযার, আলফ্রেড প্রেস্‌টন এস্কোযার, জর্জ্জ হিকসন এস্কোযার, জে টুপ এস্কোযার, জে এম্ ড্রেক এস্কোযার, ই কেন্সেল এস্কোযার, জে হিল্‌টেন এস্কোযার ইত্যাদি।

সভাপতি উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদযগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমরা আজ সন্ধ্যার সময কেশবচন্দ্রের বিদাযকালে শুভকামনা প্রকাশ করিবার জন্য মিলিত হইযাছি। এ দেশের যতগুলি খ্রীষ্টসম্প্রদায আছে, তাহার প্রতিনিধিগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি সম্ভ্রমপ্রদর্শন জন্য সমাগত হইযাছেন, ইহা দেখিয়া আমি নিতান্ত আহ্লাদিত হইযাছি। বিগত আগষ্ট মাসের "কণ্টেম্পোরারি রিবিউযে" রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ্ ফ্রিম্যাণ্টল "ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মসম্পর্কে ভবিষ্যৎ" বিষযে একটি প্রবন্ধ লিখিযাছেন। এই প্রবন্ধে তিনি খ্রীষ্টানদিগকে এই উপদেশ দিযাছেন যে, ব্রাহ্মদের যে সকল বিষযে ন্যূনতা আছে, সে সকল বিষয লইয়া আলোচনা না করিয়া, সেই সকল বিষয আলোচনা করা উচিত, যাহা তাঁহারা সত্য বলিয়া ধারণ করিযাছেন। তাঁহারা যাহা ধারণ করিযাছেন, তাহা ক্ষীণ মুষ্টিতে ধারণ করেন নাই। যদিও মেস্তর সেন (কেশবচন্দ্র) সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে

একমত নন, তথাপি আমাদের সকলের যিনি পিতা, তাঁহার তিনি পূজা করিয়া থাকেন; এবং আমরা জানি যে, তাঁহার পরিশ্রম স্বদেশে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। অপিচ আমরা আশা করি যে, তাঁহার স্বদেশীয় লোকদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ মত বিস্তার হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতের দূরতম বিভাগে তাঁহার অনুগামিগণকে প্রেরণ দ্বারা তাঁহার পরিশ্রম আরও ফল বহন করিবে। আমরা খ্রীষ্টান, আমাদের আশা এই যে, আমাদের পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁহাদের পরিশ্রমের দিন দিন মিল হইবে। তাঁহাদের সকল মতে আমরা অনুমোদন করি আর না করি, ভারতে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত আছে, সেই পৌত্তলিকতা আর সকলের পিতা ঈশ্বরের ভাব, এ দুইয়ের সমূহ পার্থক্য।

ইংলণ্ডে আসিয়া কেশবচন্দ্র কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার এই সংক্ষেপ বৃত্তান্ত রেবারেণ্ড আর স্পিয়ার্স পাঠ করিলেন,—এই গৃহে অভ্যর্থনার পর কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের চতুর্দ্দশটি প্রধান নগরে গমন করিয়াছেন, এবং বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়াছেন। বাপ্টিষ্ট, কন্‌গ্রিগেশনাল এবং ইউনি-টেরিয়ান্ চ্যাপেলে তিনি উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। চল্লিশটি নগর হইতে তাঁহার নিকটে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, কিন্তু সে সকল স্থানে যাইতে পারেন নাই। শান্তিসভা, মিতাচারের সভা, উদ্ধরণালয়, দীনদরিদ্রগণের সম্মিলন, চিকিৎসা, সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার স্থানে এবং বরোরোড ব্রিটিস আণ্ড ফরেণ স্কুলে এবং অপরাপর স্থানে 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' এবং স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। লণ্ডনের পূর্ব্বদিক্‌স্থ দরিদ্র উপাসক-মণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে আগমনের পর হইতে সত্তরটি প্রকাশ্য সভায় চল্লিশ সহস্রের অধিকসংখ্যক লোকের নিকটে বলেন। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সভাতে তিনি গমন করিয়াছেন এবং কিছু কিছু বলিয়াছেন, এবং রাজকীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সমবিশ্বাসিগণের যে কোন একটি বিশেষ অভাব আছে, তাহা নিবারণ জন্য আলাপ করিয়াছেন, এবং সে অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা।

জার্ম্মাণ দেশীয়গণের যাজক রেবারেণ্ড ডাক্তার কাপেল বলিলেন যে, জার্ম্মাণির খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের কার্য্যের সাফল্য জন্য নিতান্ত সমুৎসুক, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা জানেন

যে, এ কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাকে বিবিধ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইবে, এবং তজ্জন্য উৎসাহ ও চরিত্রের সুকোমলতা উভয়েরই প্রয়োজন। একজন মানুষে এ দুই ভাব একত্র সংযুক্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্রের মুখে তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি লুথারের ভাবে কার্য্য করিয়া, তাঁহার দেশের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

রেবারেণ্ড প্রোফেসর প্লম্পটর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন যে, ব্রাহ্মণগণের হৃদয় হইতে, শত শত বর্ষ হইল, আলোকের জন্য যে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে, তাহা কেশবচন্দ্রে পূর্ণ হইয়াছে। এ কিছু সামান্য বিষয় নহে যে, যে দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগুলি ক্ষয় পাইয়াছে, এবং এখন কতকগুলি শুষ্ক জীবনশূন্য অস্থিমাত্র অবশেষ আছে, যদিও কোথাও কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়, সে কেবল পচাইবার প্রক্রিয়ামাত্র, সে দেশে আজ উচ্চতর দেবনিশ্বসিত প্রবিষ্ট হইয়া জীবনসঞ্চার করিয়াছে, অস্থির সহিত অস্থি সংযুক্ত হইয়া পুনরায় একটি জীবন্ত দেহ গঠন করিয়া তুলিয়াছে। কেশবচন্দ্র যে সংস্কারের কার্য্যে প্রবৃত্ত, তৎসম্বন্ধে আশ্বস্ততা উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, বহুস্ববাদোচিত ভাবাধিক্যে অথবা মুসলমানধর্ম্মের মত কেবল পৌত্তলিকতার প্রতিবাদে পর্য্যবসন্ন হয় নাই, উহা দেশীয় সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক অকল্যাণের বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে প্রকৃষ্ট পূজাপদ্ধতি ছিল, কালে উহা বিকারগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, মানবজাতির একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে; যে সকল ভেদ কেবলমাত্র সাময়িক ছিল, সে গুলি স্থায়ী অন্তর্ব্যবস্থান হইয়া পড়িয়াছে। এই সকলের প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল সত্য অস্বীকৃত হইয়াছে, সে সকলের পুনর্ঘোষণা অনিবার্য্য এবং তাহা হইতে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে এই সকল অকল্যাণের বিরোধে একবার বিলক্ষণ প্রবলতর প্রতিবাদ হইয়াছিল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে, ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তার ইতিহাসে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যমুনির উপাখ্যানের সদৃশ আর কিছু নাই, কেননা তিনি ধন সম্পদ্ ক্ষমতা রাজ্যাভিমান এই জন্য দূরে পরিহার করিয়াছিলেন যে, মানবজাতির অতি নীচতম ব্যক্তিকেও তিনি ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বল এই ভ্রাতৃত্বে, কিন্তু এই স্থলে উহার দুর্ব্বলতা যে, সকল মনুষ্যই জরা

মৃত্যু রোগ শোকের অধীন, এই মূলোপরি ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সে দেশের ধর্ম্ম যে পুনরায় প্রবল হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে অকল্যাণের বিরোধ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার নিবারণে সমর্থ হয় নাই, তাহার কারণ এই। বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ আনিয়া উপস্থিত করিল, অথচ পৃথিবী উহাকে জীবনে পরিণত করিতে পারিল না, সর্ব্বথা উচ্ছেদই মানবের দুঃখনিবৃত্তি মনে করিয়া উহারই জন্য ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং তাঁহার সহিত মিলনজনিত ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা না দিয়া, দুঃখের একতাতে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করাতে, বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু করিতে পারিল না। মানবসাধারণ রোগ-শোকাদিকে মূল করা অপেক্ষা, ব্রাহ্মসমাজ যে মূল নির্দ্দেশ করেন, তাহা উচ্চ। ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার উপরে যে ভগবানের আলোকপ্রবাহ নিপতিত হয়, তাহা স্বীকার করেন, এবং সকল মনুষ্যই, এমন কি সেও ঈশ্বরোন্মুখীন হইতে পারে, যে (বাইবেলোক্ত অমিতাচারী সন্তানের ন্যায়) দূর দেশে গমন করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, সেও বলিতে পারে, "আমি উঠি, উঠিয়া পিতার নিকটে গমন করি'—এই সত্যোপরি আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের কার্য্যে আশা করিবার আরও একটি কারণ আছে, সে কারণ সারল্য ও উৎসাহ। প্রকাণ্ড অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গিয়া, প্রাণ না দিয়া তাহাতে কৃতার্থতা কখন হয় না। এ প্রাণদান অগ্নিদাহাদি না হইয়া, আত্মীয় স্বজন যাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়, সম্মান করা যায়, তাঁহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইতে পারে। কেশবচন্দ্র যাঁহাদের নেতা, তাঁহাদিগকে এ সকল পরীক্ষায় অবশ্য নিপতিত হইতে হইয়াছে; এ সকল পরীক্ষায় তাঁহারা সমুদায় পৃথিবীর খ্রীষ্টানগণের সহানুভূতি লাভ করিবেন, এবং তিনি আশা করেন, ইংরেজজাতি ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। রেবারেণ্ড ডবলিউ ব্রক মনে করেন যে, কেশবচন্দ্র ঠিক সময়ে এদেশে আগমন করিয়াছেন, কেন না ১৮৭০ সন ইউরোপীয় জাতিকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আগমনে ইংলণ্ডবাসিগণ তাঁহার স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং এখন হইতে তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে সমধিক ঔৎসুক্য প্রদর্শন ও তাঁহার কৃতার্থতার জন্য আশা ও প্রার্থনা করিবেন।

রেবারেণ্ড এইচ আয়ারসন্ এই ভাবে বলিলেন,—চার্চ্চম্যান্ ও ডিসেণ্টার

হাই চার্চ্চম্যান ও লো চার্চ্চম্যান ইঁহাদিগের মধ্যে কি প্রভেদ, কেশবচন্দ্র এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে অবশ্য জানিতেন, হয়তো ব্রডচার্চ্চ শব্দের অর্থ কি, তাহাও অবগত ছিলেন, কিন্তু এ কথা জানিতেন না যে, যতগুলি সম্প্রদায় আছে, সকলের মধ্যেই হাইচার্চ্চ, লোচার্চ্চ ও ব্রডচার্চ্চ, এ প্রভেদ আছে। তিনি আশা করেন যে, যদিও অন্য লোকের ইহাতে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কেশবচন্দ্র এ বিষয় নূতন জানিতে পাইয়া সুখী হইবেন। তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের লোককে সম্মুখাসম্মুখীন অভ্যর্থনা করিতে পারিতেছেন, তিনিই যাঁহাদিগের একত্র হইবার পক্ষে উপায় হইয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার মত লোকের সন্নিধান বিনা পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া থাকেন। ইংরেজ জাতির দোষ এই যে, তাঁহারা আপনার আপনার দলে বদ্ধ থাকেন; কোন এক জন মানুষকে তাঁহারা সাধু বলিয়া জানিতে পারিলেও, তাঁহাদের অন্তরে এই প্রশ্ন থাকে, 'ইনি কোন্ চার্চ্চের লোক।' যাঁহাদের হৃদয় খ্রীষ্টকে ভালবাসে, যাঁহারা একই জীবন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, যাঁহারা সমভাবে মনুষ্যজাতিমাত্রের মঙ্গল চান, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা বশতঃ একত্র না হইয়া, অনেক দিন হইল, ভিন্ন হইয়া আছেন। যখন কেশবচন্দ্র প্রথমে এদেশে আসেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ পায় নাই। তিনি তাঁহার মতামত সকল প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। এখন তাঁহার বিদায়কালে যাঁহারা অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা প্রথম অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা পঞ্চাশৎগুণে আপনাদিগকে দোষভাজন করিতেছেন। বিদেশ হইতে যত ব্যক্তি এ দেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে একজনও কেশবচন্দ্রের মত সারল্য প্রকাশ করেন নাই, কেন না তিনি যাহা, তাহার বিপরীত বা কিছু লোকে বোঝে, এজন্য সর্ব্বদা যত্নসহকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার সময় চলিয়া যাইতেছে। দৈবাৎ বা সামাজিক কারণে যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন, সে সম্প্রদায়ে আর তিনি বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি আশা করেন যে, এখানে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে সাম্প্রদায়িক ভাব ভুলিয়া যাইবেন, এবং একজন খ্রীষ্টান, ঈশ্বরভীরু, সত্যানুরাগী ব্যক্তিকে—তিনি যে কোন নামেই কেন পরিচিত হউন না—ভাই বলিয়া,

ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া স্বাগতসম্ভাষণ করিবেন। ইহা হইলে কেশবচন্দ্র এ দেশ হইতে এই ভাব লইয়া যাইতে পারেন যে, ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ের পক্ষেই আশা আছে।

পৃথিবীর সভ্যতাবর্দ্ধনে বাইবেলের মধ্যে উচ্চতম না হউক, উচ্চতর শক্তি বিদ্যমান, কেশবচন্দ্র এ কথা স্বীকার করাতে, রেবারেণ্ড জি মর্ফি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, কেশবচন্দ্রের সর্ব্ববিধ মতে তাঁহারা সকলে সায় দিতেছেন। এতদ্দ্বারা কেবল এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহার এবং তাঁহার সহসাধকগণের নিকট ঈশ্বর যত দূর সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তা সহকারে তাহার অনুবর্ত্তন করুন। চার্চ্চের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, ইহাতে তাঁহার আহ্লাদ, কেন না ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইলেই পরস্পরের প্রতি নির্দ্দয় হইবার কোন কারণ নাই। ভিন্নতা তখনই নিতান্ত দূষণীয় হয়, যখন মানুষ ভ্রাতৃবর্গকে এই কথা বলে, "সরিয়া যাও, কেন না আমরা তোমাদের অপেক্ষায় পবিত্র।" তিনি যখন একজন কঙ্গ্রিগেশনালিষ্ট, তখন তাহাকে ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, প্রতিমানুষ আপনি সত্যান্বেষণ করিবেন, এবং সে সত্য কত দূর অনুসরণ করিলেন, তজ্জন্য তিনি আপনি ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, অপরের জন্য দায়ী নহেন। মিতাচারের পক্ষ হইতে তিনি কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিতেছেন। রেবারেণ্ড ডসন বরন্স বলিলেন, এ দেশে যাঁহারা অমিতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তদ্বিরুদ্ধে রাজবিধি চাহিতেছেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। পারিসের প্রোফেসর আলবাইটস্ আপনাকে "সোসাইটি অব ফ্রিকন্‌শেন্স আণ্ড প্রোগ্রেসিব থিজমের" (স্বাধীন বিবেক এবং উন্নতিশীল ব্রহ্মবাদের সমাজের) প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং ঐ সভার মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি ঔৎসুক্যসহকারে কেশবচন্দ্রের সংস্কারকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাঁহার কার্য্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ উপলব্ধি করেন। মিস্ ফেথফুল মহিলাগণের পক্ষ হইয়া এই বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে, কেশবচন্দ্র নারীগণের শিক্ষার জন্য নিতান্ত উৎসুক। ভারতে এ কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার বিঘ্নে পড়িতে হইবে, কিন্তু

ইংলণ্ডের মহিলাগণ কেশবচন্দ্রের এ বিষয়ে যত্নের আদর বুঝেন এবং তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, নারীগণের উন্নতিসাধনে পুরুষগণ যত্ন করিলে, শীঘ্র তাঁহাদিগের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। কেন না,

"নারীর যে পক্ষ সেই পুরুষের, সম
উঠে পড়ে, বামন বা দেব, বদ্ধ মুক্ত।"

শ্রোতৃবর্গ কেশবচন্দ্রের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, রেবারেণ্ড আয়ার্সনের বক্তৃতামধ্যে যে উদ্ঘাত ছিল, তদনুসারে ইংলণ্ডসম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে তিনি প্রস্তুত, এইরূপ কহিয়া যাহা বলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারেঃ—তিনি আজ ছয় মাস হইল ইংলণ্ডে আসিয়াছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজ সামর্থ্যানুসারে এদেশের বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, অনেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সভায় গতায়াত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্র এদেশীয়গণের যাহাতে ভারতের প্রতি যত্ন হয়, তজ্জন্য যত্ন করিয়াছেন। গভীর বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে, বাহিরের বিষয় দেখিয়া তাঁহার কি প্রকার ভাব হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ তাহাই বলিতে উদ্যত। সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডনে বিপণিগুলি এমনি করিয়া সাজান, এবং যেখানে সেখানে এত বিপণি যে, মনে হয়, এখানে বিপণি বিনা আর কিছু নাই। এ নগরটি যেন পণ্যবিক্রেতৃগণের নগরী। তাঁহার মনে হইয়াছে, যদি সকলেই পণ্যবিক্রেতা হয়, পণ্যগ্রহীতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র কেবল বিজ্ঞাপন, কেবল হ্যাণ্ডবিল। গাড়ীতে চড়িতে গেলে যেন মনে হয়, ডেলি টেলিগ্রাফে বা ইকোতে (সংবাদপত্রে) চড়িতেছি। এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যাইতে হইলে, ষ্টেশনের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল বিজ্ঞাপনের বনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে হয়। তাঁহার মনে হয়, ভবিষ্যতে যত জন নর বা নারী পথ দিয়া গতায়াত করিবেন, তাঁহাদের কপালে এক এক খানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ—কেবল কাজ, কেবল কাজ। 'জনবুলের' (ইংরেজগণের) সমুদায় জীবন দক্ষিণ হস্তে নিবিষ্ট। ইঁহারা যেন মানুষ নন, এক একখানি যন্ত্র, বিশ্রাম নাই, নিত্যকাল কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট। যেখানে সেখানে, এখানে ওখানে হ্যাম্‌লেটের ভূতের মত কেবল

সর্ব্বদা ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইংরেজদের ভোজনের বিষয় তিনি কিছু বলিতে চান। যখন তাঁহারা ভোজনের জন্য একত্র মিলিত হন, তখন মনে হয়, যেন তাঁহারা শিকার করিতে আসিয়াছেন। আর তাঁহার এ মনের ভাব ঠিক এই জন্য যে, কি জানি বা কোন বিপদ্ ঘটে, এই ভয়ে মহিলাগণ এক এক জন ভদ্র লোকের আশ্রয় না লইয়া ভোজনস্থলে প্রবেশ করেন না। তাঁহাদের আহারের টেবিলে আকাশের পাখী, বনের জন্তু, সমুদ্রের মৎস্য একত্র জড় হইয়াছে, আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা কাঁটা, চামচ ও ছুরীতে সজ্জিত হইয়া গমন করেন। তাঁহার উদ্বেগ, এমন কি ভয় হয়, যখন তিনি দেখেন, টেবিলের পাখী ও জন্তুগুলি যেন আবার জীবিত হইয়া উঠিতে প্রস্তুত। এ পরিমাণে ক্রমান্বয়ে চলিলে শেষে এক জনের আর এক জনের নিকটে বসিতে ভয় হইবে। যখন টেবিলের উপরে অগ্নিপক্ক ইংরেজী গোমাংস তিনি দেখেন, তখন তাঁহার হাড়ের উপরে মাংস জিব জিব করিতে থাকে। সর্ব্বশেষে এদেশের নারীজাতির পরিচ্ছদসম্বন্ধে তিনি দুএকটী কথা বলিতে চান। একালের মেয়েরা এক প্রকারের বিশেষ জীব। তিনি আশা করেন যে, তাঁহারা ভাবতে গিয়া উপস্থিত হইবেন না। তিনি দুটি বিষয়ে আপত্তি করেন, মাথা আর নেজা। একালে নারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত। তিনি কি গম্ভীরভাবে এ প্রশ্ন উপস্থিত করিতে পারেন না, পুরুষের চেয়ে নারীর অধিক স্থান অধিকার করা উচিত নয়? এ কথা সত্য যে, সভ্য দেশ এক জন পাশ্চাত্য মহিলা পাঁচ জন পুরুষের স্থান অধিকার করেন। নারীজাতির সুবিচার থাকা উচিত। এখন মাথার কথা। ইংলণ্ড এবং ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের মাথার চুল ভারতের নারীগণের মাথার চুল অপেক্ষা লম্বা মনে হয়; কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন, মাথার পেছনে যে প্রকাণ্ড খোপা আছে, তার ভিতরে কিছু লুকান আছে, পরীক্ষা করিলে উহা পরীক্ষা বহন করিতে পারিবে না। তিনি আশা করেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বুদ্ধিমতী মহিলারা, ভবিষ্যতে মস্তিষ্ক যাহাতে উর্ব্বর হয়, তৎসম্বন্ধে অধিক মনোযোগ দিবেন। এখন গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, এ নগরের দরিদ্রতার আধিক্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। লণ্ডনের ভিক্ষুকগণকে দেখিলে বড়ই ক্লেশ হয়। এখানে শরীর মন আত্মার দুর্গতির

মূল এক অমিতাচার। আর একটি বিষয়ে তাঁহার বড় ক্লেশ হইয়াছে, তিনি কখন মনে করেন নাই, এ দেশে জাতিভেদ দেখিতে পাইবেন। এখানকার ধনীরা ব্রাহ্মণ, আর দরিদ্রেরা শূদ্র। পরিত্যক্ত নবজাত শিশুর রক্ষণস্থান, আর পরিণয়াঙ্গীকারভঙ্গের বিবরণ মধ্যে মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে বাহিব হয়, এই সকল বিবরণ তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে এ দুইটি বিষয়ে বড়ই ক্লেশ দিয়াছে যে, দেশীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ অন্যায় বিধি প্রচার দ্বারা অমিতাচার ও বেশ্যাবৃত্তির পুষ্টিপোষণ করিয়াছেন। এই সকল দোষ তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, এই সকল দোষ শীঘ্র সংশোধিত হয়। অন্য দিকে লণ্ডনের দয়ার কার্য্য দেখিয়া তিনি প্রশংসাবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। লণ্ডনের দাতব্যে বৎসরে তিন কোটি মুদ্রাব অধিক আয় হয়। নিশ্চয় খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল। লণ্ডনে এক দিকে যেমন এমন অকল্যাণ আছে, যাহার তুলনা অন্যত্র নাই, তেমনি আব এক দিকে সেই অসহায়াবস্থা দূর করিবার উপায়ও আছে। ইংলণ্ডের একটি অন্তর্ব্যবস্থানে তাঁহার চিত্ত বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছে, সেটি গৃহ। ইংরেজগণের গৃহে যেমন এক দিকে স্নেহ মমতা আছে, অন্য দিকে আবার উচ্চতম ধর্ম্ম ও নীতির শাসন আছে। প্রতিদিনের গৃহকার্য্যের সঙ্গে প্রার্থনা ও উপাসনার ভাব মিশিয়া রহিয়াছে, ইটিতে ঠিক খ্রীষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইংরেজ শিশুগণের উজ্জ্বল প্রীতিপূর্ণ মুখশ্রী তাঁহার চিত্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক বার তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, এমন শিশুরা যেখানে বাস করে, সে গৃহ সুখের গৃহ। ইংরেজগণের প্রকাশ্যে মতপ্রকাশের শক্তি অতি প্রবল, এতদ্দ্বারা অনেক অকল্যাণ বিনষ্ট হইয়াছে। দাতব্য, গৃহ ও প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ, এই তিনটি ভারতে যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য ইনি ইংরেজগণের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। অনেক ইংরেজ ভারতে গিয়া বাস করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে দাতব্যাদির উন্নতি হয় নাই। তিনি আশা করেন যে, সাধারণের শিক্ষা, শোধনালয়, স্বাস্থ্যবর্দ্ধনসমিতি, দরিদ্র-শ্রমজীবিগৃহ, অন্ধবধিরগণের বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অন্তর্ব্যবস্থান সে দেশে স্থাপিত হইবে। তিনি ভারতের জন্য যেখানেই কিছু বলিয়াছেন, সেখানেই সহানুভূতি পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইংরেজেরা সে

দেশের অবস্থা জানেন না, যদি জানিতেন, সে দেশের অকল্যাণ নিবারণ জন্য অবশ্য উদ্বিগ্ন হইতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি ভারতের জন্য এই কয়েক বিষয় চান—সাধারণ লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা, নারীগণের উন্নতিবর্দ্ধন, মদ্য ও অহিফেনের বাণিজ্য-সঙ্কোচ, দাতব্যপ্রচলন, বিবাহবিধিসংশোধন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহাকে বলিতে হয়, উহাতে তিনটি সুমহান্ দোষ বিদ্যমান—(১) সাম্প্রদায়িকতা, (২) ক্ষুদ্রতা, (৩) অপ্রশস্ততা। জীবনজল সাম্প্রদায়িকতারূপ অবরোধে অবরুদ্ধ হইয়া পরিমাণে অল্প হইয়া গিয়াছে, উহার আর তেমন গভীরতা নাই। খ্রীষ্টানসম্প্রদায় দিন দিন অতি সঙ্কুচিত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, এত সঙ্কুচিত যে, প্রশস্ত মানব-হৃদয় ও আত্মার তাহাতে স্থান হয় না। এ দেশের লোক অনুগ্রহবাক্যে তাঁহার দেশের উল্লেখ করেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে। সে দেশের গঙ্গার তুলনায় এখানকার টেম্‌স নদী একটী সামান্য খাল, হিমালয়ের তুলনায় এখানকার পাহাড়গুলি বল্মীকোচ্চয়, এখানকার ঘরগুলি অতি ছোট ছোট, আত্মার ঘর তদপেক্ষায় আরও ছোট। ঈশ্বরের গৃহ সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি একটি সামান্য কুটীর হইয়াছে। মতভেদ অনিবার্য্য, যেখানে সবল মতভেদ নাই, সেখানে স্রোতোবরোধ ও জীবনহীনতা উপস্থিত। যেখানে জীবন আছে, সেখানে অনৈক্য ঘটিবেই, ইহার বিরোধে তাঁহার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিংসা—যাহা খ্রীষ্টধর্ম্মোচিত নহে—তাহারই তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, ট্রিনিটেরিয়ান্, সকল সম্প্রদায় এক ভূমিতে একত্র মিলিত হইয়া থাকিবেন, খ্রীষ্ট ইহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা যদি এক জন আর এক জনকে ভালবাস, তাহা হইলে লোকে এতদ্দ্বারা জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।" এরূপ ভাব তাঁহাদিগের ভিতরে নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাঁহার আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদিগের খ্রীষ্টানধর্ম্ম অতি কঠোর, উহার মধ্যে কোমলতা নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে এই খ্রীষ্টানধর্ম্ম অন্য জাতিকে নিষ্পেষণ করিবার নিমিত্ত, সহস্র সহস্র লোককে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম্ম আধ্যাত্মিক নহে, জড়ভাব-প্রধান। অত্রত্য খ্রীষ্টানগণ বাহ্যস্পর্শযোগ্য বিষয় চান, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

অন্তররাজ্যদর্শনে তাঁহারা নিরত নন। যেমন বাহ্য জীবন আছে, তেমনি অধ্যাত্ম জীবন আছে, বলিতে পারা যায়, আত্মারও চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত আছে। যদি ঈশ্বরকে পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ভাবেতে ও সত্যেতে তাঁহার পূজা করা উচিত। ইংরেজগণ সজনতার ভিতরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধনজন্য নির্জ্জন গিরিশিখরে কেন আরোহণ করেন না? বাহ্যানুষ্ঠান ও মতাদির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের প্রবল, অধ্যাত্ম অন্তর্দৃষ্টি অতি অল্পই আছে। মতগুলির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তর্ক বিতর্কের ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ ত্রিত্ববাদ। ত্রিত্ব সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু একত্ব এখনও বুঝিবার অবশিষ্ট আছে। ইহা বোঝা কি কঠিন? কখনই নহে। য়িহুদিগণ ঈশ্বরের একত্ব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথ চাহিয়াছিল, কেবল ঈশ্বরকে পূজা করা নহে, মানুষের জীবনে সাধুতা, দেবভাব, ঈশ্বরের সত্য ও প্রেম অবতীর্ণ দেখিতে তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, এবং যথাসময়ে পুত্রের সমাগম হইল। খ্রীষ্টরাজ্য খ্রীষ্টকে যথার্থভাবে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়াও তাঁহাকে যথার্থ সম্মান দিতে পারেন নাই। তাঁহার যথার্থ সম্মাননা কি? প্রত্যেক অন্তর্যামীর তিনি রক্ত মাংস হইবেন। খ্রীষ্টের উপযুক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্টের মত হইতে হইবে। খ্রীষ্ট যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন, আমি না গেলে পবিত্রাত্মা আসিবেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজও পবিত্রাত্মা আসিলেন না। য়িহুদিগণ প্রকৃতিতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, কিন্তু প্রতিব্যক্তির আত্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে, পিতা পুত্রেতে এবং পুত্র পিতাতে লুকাইয়া পড়িবেন। খ্রীষ্টানগণ কি পরমাত্মরূপে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, পরমাত্মরূপে তাঁহার পূজা করিয়াছেন? মানুষের আকার বিনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় না, পরিশেষে খ্রীষ্টানগণ কি এই কথা বলিবেন? ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয়। ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে অনুভব করা যায়, ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে জানা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টকে জানা যায়। পৃথিবী অবতারের পূজা করিতে গিয়া, এক ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ সত্য মঙ্গল ভাবাদি সকলই ঈশ্বরের। যেখানে

সত্য ও মঙ্গলভাব আছে, সেখানে ঈশ্বর বিরাজমান। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দাস; ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সকল মনুষ্যের সেই ভাবের একত্ব অনুভব করা লক্ষ্য, যে ভাবে সমুদায় সত্য ও মঙ্গলের প্রকাশ বলিয়া অনুভূত হয়। পবিত্রতা, সত্য, প্রীতি, আত্মসমর্পণ, ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্ম। যে কোন ব্যক্তিতে এই সকল আছে, তিনি খ্রীষ্টের প্রতি যথার্থ ভাবাপন্ন। খ্রীষ্ট কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন। দেবনিশ্বসিত, অপৌরুষেয় বাক্য ও পরিত্রাণ পবিত্রাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। এই পবিত্রাত্মা না আসিলে, ঈশ্বরকে যথার্থভাবে পূজা করা যাইতে পারে না, খ্রীষ্টকে সম্মান করা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, মানবের ভিতরে সত্য ভাবই খ্রীষ্টভাব। খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে ব্যক্ত করেন। তিনি আর এক জন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের সেই ভাব, যে ভাব মানুষের হৃদয়ের ভিতরে কার্য্য করে। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরকে নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য ইংলণ্ডে দুইটী মহতী শক্তি কার্য্য করিতেছে, একটী ব্রড চার্চ্চ, আর একটী ডিসেণ্টারগণ। ব্রড চার্চ্চ হৃদয়কে প্রশস্ত করিতেছে, ডিসেণ্টারগণ মতগুলির প্রশস্ত অর্থপ্রদানে প্রবৃত্ত। ইংলণ্ডে তাঁহার আসায় এই ফল হইয়াছে যে, তিনি ভারতবাসী হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি ব্রাহ্ম হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি দেশকে আরও অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা করিলেন। ইংরেজগণের স্বদেশহিতৈষণা তাঁহার স্বদেশহিতৈষণাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাস লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি এমন একটি সত্য গ্রহণ করেন নাই, যাহা ঈশ্বর অগ্রে তাঁহার অন্তরে প্রকাশ না করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন তত্ত্ব নহে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তিনি আত্মস্থ করিতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি সকল খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের পদতলে বসিয়া তাঁহাদিগের সেই সমুদায় জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, যে দৃষ্টান্ত তাঁহাকে এবং তাঁহার দেশকে পবিত্র করিবে, আলোকিত করিবে। যেমন গঙ্গাতটে, তেমনি টেম্‌স নদীর ধারে ঈশ্বরের সন্নিধানে তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন; যেমন হিমালয়ে, তেমনি লক্ লমণ্ড এবং লক্ কাট্রাইনের ধারস্থ পর্ব্বতসমূহদর্শনে তিনি গভীর যোগ সম্ভোগ করিয়াছেন।

তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই সেই এক ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। যদি সর্ব্বত্র তিনি তাঁহাকে না দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে জীবনধারণ ভয়াবহ হইত। মহারাজ্ঞী হইতে সামান্য লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। শত শত ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাকে ভাই বলিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে গমন করিয়াছেন; তাঁহারা তাঁহাকে, ভারতের প্রতি সুবিচার হইবে, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। তিনি চিরদিন মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তিমান্; তাঁহার দর্শন পাওয়া অবধি তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগ আরও গভীরতর হইয়াছে। এ সকল দয়া ও সহানুভূতির বিনিময়ে তিনি তাঁহাদিগকে কি অর্পণ করিতে পারেন? তৎপ্রতি যে স্নেহ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমগ্র তিনি এখনও বলেন নাই। তিনি এদেশে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কেবল স্বাগতসম্ভাষণ দিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাকে খাওয়াইয়াছেন, পরাইয়াছেন। এ সকল দয়ার জন্য তিনি তাঁহার পিতা এবং তাঁহাদের পিতাকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দান করিতেছেন। এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই কৃতজ্ঞতার গুরুভার তিনি অধিকতর অনুভব করিতেছেন। এ সকল দয়া স্বীকারের বাহ্য নিদর্শন তিনি কি দেখাইবেন? স্বর্ণ রৌপ্য তাঁহার নাই, ধনেতে যেমন দরিদ্র, জ্ঞানেতে তিনি তেমনি দরিদ্র। তিনি যখন এদেশে আসেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, তিনি ঈদৃশ সম্মান লাভ করিবেন। তিনি এ সকল সম্মানের উপযুক্ত নন। তাঁহাদের উদার সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় হইতে এ সকল সম্মান সমাগত হইয়াছে। তাঁহার সান্ত্বনা এই যে, তিনি বিনীতভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন। উহাই তাঁহার হৃদয়ের আহ্লাদ, এবং তাঁহারা তাঁহাকে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা তাঁহাকে সৎকর্ম্মে উৎসাহ দান করিবে। তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে তিনি যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার দুঃখ। ভগবান্ হৃদয় দর্শন করিতেছেন, তিনিই উহা দেখিতেছেন। তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা ও শুভকামনা বিনা তাঁহার আর কিছু দেবার নাই। তাঁহার ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।

স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহাই তাঁহার মত, শাস্ত্র, ধন, সম্পৎ, আশা, সান্ত্বনা, বল ও দুর্গ। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, এইটি তাঁহারা অনুভব করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন। উহা তাঁহাদের ধর্ম্ম, জীবন, আলোক, বল ও পরিত্রাণ হউক। তাঁহার ঈশ্বর অতি মধুর, তিনি তাঁহার মধুরতা তাঁহাদিগের নিকট প্রদর্শন করিবেন। এ দেশে অবস্থিতিকালে তিনি যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হউন, ক্ষমা করুন। যদি তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া না থাকেন, যেরূপ সম্মান করিতে হয়, করিয়া না থাকেন, তাঁহাকে তাঁহারা ক্ষমা করুন, কেন না তিনি তাঁহাদের দেশের রীতি নীতি জানেন না. যদি তিনি কখন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহা অনভিজ্ঞতা হইতে ঘটিয়াছে, হৃদয়ের অভাব হইতে নহে। বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত। ইংলণ্ড হইতে তিনি যাইতেছেন, কিন্তু ইংলণ্ড তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। প্রিয় ইংলণ্ড, বিদায়, "তোমার সমুদায় ন্যূনতা সত্ত্বেও তোমায় আমি ভালবাসি।" সেক্সপিয়র ও নিউটনের দেশ, স্বাধীনতা ও দয়াশীলতার দেশ, বিদায়! যে দেশ কয়েক দিনের জন্য তাঁহার গৃহ ছিল, যেখানে ভ্রাতৃ-প্রেমের ভগিনীপ্রেমের মধুর আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন, সেই এই কয়েক দিনের গৃহ, বিদায়! প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, ভগিনীবৃন্দ, বিদায়!

আর জে সি লরেন্স বার্ট এম্ পি প্রস্তাব করিলেন, "আমাদের প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে আশ্বাস দান করিতেছি যে, তাঁহার গৃহ ও বন্ধুগণের নিকটে গমনের পন্থা শুভ হউক।" এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিদান করিলে সঙ্গীত হইল, কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

সাউদাম্পটনে কেশবচন্দ্রের বিদায়বাক্য

১৭ই সেপ্টেম্বর, প্রাতঃকালে, লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া সাউদাম্পটনে গমন করেন। এখান হইতে অষ্ট্রেলিয়া নামক বাষ্পতরীতে ভারতে গমন করিবার কথা। রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল সাউদাম্পটনের ইউনিটেরিয়ান্ চার্চ্চে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে অনেক ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে রেবারেণ্ড চারল্‌স

উইলিযমস্, এস্ মার্চ্চ, ডবলিউ হীটন, আর কেবেন, ডবলিউ এমারি, এস্ আলেক্‌জেণ্ডার (য়িহুদিগণের উপদেষ্টা), ডাক্তার ওয়াটসন্, ডাক্তার হিয়ার্ণ, মেসর্‌স্—ই ডিক্‌সন, চিপারফিল্ড, বার্লিং, ফিপার্ড, ষ্টীল, জি, এস্, কক্সওযেল, ষ্টিবিন্স, প্রেষ্টন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মেস্তর কেল কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দিলে, তিনি এই মর্ম্মে বলিলেনঃ—তিনি একান্ত আহ্লাদিত হইলেন যে, সমুদ্রকূলে দাঁড়াইযা ইংরেজজাতিকে বিদায়সূচক কথা বলিতে তাঁহাকে তাঁহারা সুযোগ দিলেন। এই ছয়মাসকাল এখানে অবস্থান করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোকেব সহানুভূতি ও দয়া পাইয়াছেন। তিনি সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোকেব সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছেন। তিনি এই সমুদায় ব্যাপারে পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন। যদিও তিনি ভারতবাসী, তবু তিনি এখন সমুদায় পৃথিবীর লোক হইযাছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, যদিও তিনি তাঁহার দেশকে ভালবাসেন, তথাপি তিনি দেশে গিয়া সেখানে চরিত্র ও অন্তর্ব্ব্যবস্থানে যে দোষ ও অপূর্ণতা আছে, তাহা প্রদর্শন করিবেন, এবং যাহা অপর জাতির মহৎ পবিত্র এবং ভাল আছে, তাহা গ্রহণ করিবেন। ইংলণ্ড এবং ভারত রাজ্যসম্পর্কে যে প্রকার মিলিত হইয়াছেন, তেমনি আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিকভাবে মিলিত হইতে পারেন, তাহারই জন্য যাহা কিছু ভাল, তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। এই দুই জাতিব যোগ স্বয়ং বিধাতাকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে, এ দুই জাতিকে এক হইয়া যাইতে হইবে। ভারতের মন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সত্য আলোক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের আত্মা ভারতের আত্মা—দুই জাতির হৃদয়—ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনার্থ মিশিযা এক হইযা যাইবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্বে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। এ দুইটিকে যে জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার সংস্কার দৃঢ়তর হইয়াছে। যখন তিনি দেশে যাইবেন, তখন দেশীয় লোকদিগকে বলিতে পারিবেন যে, তিনি উহার অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র নরনারী, ভারতের প্রতি যাহাতে সুবিচাব হয়, তাহা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান। এই ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ

করিবার জন্য ইংলণ্ডকে ভারতের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাঁহাকে বলিতে দেওয়া হউক, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই মিলিত না হইলে স্বর্গরাজ্য প্রত্যক্ষ হইবার নহে। এইরূপ কথিত হইয়াছে, এবং আমরা প্রতিদিন দেবনিশ্বসিত-যোগে শুনিতে পাইতেছি, পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ একত্র স্বর্গরাজ্যে উপবেশন করিবে। চিন্তা, উৎকর্ষ, সামাজিক পবিত্রতা এবং পারিবারিক মধুরতা পশ্চিমে আছে, কিন্তু উহা উন্নতি ও সভ্যতার অর্দ্ধভাগমাত্র। উৎসাহ, উদ্যম, দৃঢ় অধ্যবসায়, পরহিতসাধনে বিবিধ অনুষ্ঠান, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার পক্ষে বজ্রকল্প দার্ঢ্য, এসকল দেখিয়া মন বিস্মিত হয়, কিন্তু ইহাই সকল নয়। যখন নিজ দেশের দিকে এবং প্রাচ্য-বিভাগের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি গাঢ় অনুরাগ, নির্জ্জন চিন্তা, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সহ গভীর যোগ, সংসার হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপসমূহে চিত্তাভিনিবেশ, সে দেশে হৃদয় এদেশে মন, সে দেশে আত্মা এ দেশে ইচ্ছাশক্তি দেখিতে পান। যখন ঈশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, আত্মার সহিত,মনের সহিত এবং বলের সহিত ভালবাসিতে হইবে, তখন চরিত্রের এ চারিটি উপাদান একত্র মিলিত করিতেই হইবে। এদেশে বা সে দেশে যে হৃদয়াদি নাই, এ কথা তিনি কহিতেছেন না, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক জাতি সত্যের একাংশমাত্র বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন, এবং সে অংশসম্বন্ধে অতিবিশ্বস্ত। ইংলণ্ড সেই অংশ প্রদর্শন করে, যাহাতে চরিত্রের বল, অভিপ্রায়সম্পাদনে উৎসাহ, বিবেকিত্ব, বদান্যভাব, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ করে, আর ভারত ও অন্য প্রাচ্য প্রদেশ যোগের মধুরতা, চরিত্রের মধুরতা, বিনম্র ভাব এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করে। ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলিত হওয়া কি অনিবার্য্য নয়? জাতীয় বিমুক্তি, সার্ব্বভৌমিক পবিত্রাণ নিষ্পন্ন হইবার জন্য এক জাতির সত্য অপর জাতির অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। বাণিজ্যসম্বন্ধে যেমন বিনিময় চলিতেছে, এতৎসম্বন্ধেও সেই প্রকার বিনিময় অনিবার্য্য। তিনি যাহা এখানে বলিতেছেন, দেশে গিয়াও তাহাই বলিবেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে একত্র হইতে হইবে, এইটি তাঁহার হৃদয়ের নিয়ামক ভাব; ঈশ্বর তাঁহাকে যে আলোক দিয়াছেন, তিনি সেই আলোকানুসারে তাঁহার ঈশ্বরের সেবা করিবেন। মতের ভিন্নতা

আছে বলিয়া পরস্পরের বন্ধুতা হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা কখন উচিত নহে। অতি মঙ্গলকর ভবিষ্যৎ সম্মুখে। তিনি ইংলণ্ডের চরণে নিপতিত হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, যে দেশ ঈশ্বর তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরের পরিচালনায় ও নিশ্বসিতে যথাশক্তি তিনি তাহার মঙ্গল-সাধন করুন। তিনি ইংলণ্ডের বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন—যাঁহারা তাঁহার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাই ভগিনী বিনা অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। এ দৃষ্টির নিকটে রাজ্যসম্পর্কীয় সম্বন্ধ কিছুই নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে অধ্যাত্ম পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিবেন। তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিতে, পরস্পরকে ভাল-বাসিতে বলিতেছেন। কেশবচন্দ্র এই কথা কহিয়া শেষ করেন, "আপনারা কি আমায় ভালবাসেন? আপনারা কি আমার দেশকে ভালবাসেন? যদি আপনারা ভালবাসেন, আপনাদের সাহায্যে ও সহকারিত্বে আমার দেশ উপকৃত ও সকৃতজ্ঞ হইবে, এবং আপনারাও নিশ্চিত দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্ব দেশ হইতে সত্য ও শক্তির মহান্ প্রবাহ সমাগত হইয়া, পশ্চিম দেশের মন ও আত্মাকে উর্ব্বর করিতেছে এবং উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করিতেছে। সেই সময় আসিতেছে, যেখানেই থাকুন, মানুষেরা ভাই। অতএব জাতি ও জাতীয় ভাব, এ সমুদায় ভিন্নতা আমরা বিস্মৃত হই এবং আমরা সকলে সেই মহান্ পিতার সন্নিধানে একত্র মিলিত হই, যিনি প্রীতিযুক্ত দয়াতে পূর্ণ, পবিত্র এবং বিশুদ্ধ; তিনি কেবল এক এক ব্যক্তির প্রার্থনা শুনেন না, কিন্তু সমুদায় জাতির হিত অবলোকন করেন, এবং মানবসমাজের নিয়তি শাসন ও পরিচালন করেন। আমরা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তাহার উত্তর দিবেন, পূর্ণ করিবেন, কারণ তিনি যথার্থই করুণাময় ঈশ্বর—তাঁহার জীবগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, তাহাদিগের প্রতিও তিনি দয়ালু ও করুণাশীল। আমি আশা করি, আমার এ দেশে আগমন তৎপ্রতি অধিকতর অনুরাগ বর্দ্ধন করিয়াছে। এখন আমি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, তিনিই আমার সর্ব্বেসর্ব্বা। আমি যেখনেই থাকি, তাঁহার বিদ্যমানতা আমায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাই। আমি দেখিতে

পাই যে, তিনি আমার সঙ্গে এস্থান হইতে ওস্থানে গমন করেন। তিনি আমাকে এ দেশে আনিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাকে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি আমার সঙ্গে এবং আমার চারি দিকে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া থাকি এবং এই বিদ্যমানতাই আমার বল, আমার সান্ত্বনা, পরিত্রাণ। যদি আমি আপনাদিগকে আর কিছু শিখাইয়া না থাকি, এই সত্য আপনাদিগকে বলিয়াছি—যে কেহ বিনীতভাবে প্রভু পরমেশ্বরকে গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহারই প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শন করেন, এবং যাঁহারাই তাঁহার উপরে আশ্বস্ততা স্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি কখন পরিত্যাগ করেন না। যে দুরূহ কার্য্য করিতে আমরা প্রবৃত্ত, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগের হস্তকে সবল করুন। আমাদিগকে মহতী বাধা এবং প্রকাণ্ড বিঘ্ন পরাজিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যদি আমাদের পক্ষে থাকেন, তাহা হইলে সকল বাধা সত্ত্বেও আমরা কৃতকার্য্য হইব, জয়লাভ করিব।"

পরিশেষে কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন। সমুদায় শ্রোতৃবর্গ জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনায় যোগ দিলেন। উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে যথার্থ ভ্রাতৃপ্রীতি অবস্থান করে, পবিত্রাত্মা সর্ব্বেসর্ব্বা হন, এবং দুই জাতি নিত্য-কালের জন্য এক পরিবার হন, প্রার্থনার ইহাই বিষয় ছিল।

রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—"এই সভা এই একটি বিশেষ অধিকার অনুভব করিতেছেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে শেষ বিদায় দিতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে এ দেশে তাঁহার গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাঁহার দেশের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহার দেশীয় লোকদিগের জন্য ইংলণ্ড যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন। পৌত্তলিকতা পরিহার এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করার কার্য্য—যাহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎসহ যোগ দিয়া তিনি যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহারা গাঢ় সহানুভূতি অর্পণ করিতেছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্যে তিনি কৃতকৃত্য হউন, ইহা তাঁহারা প্রোৎসাহিতচিত্তে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার ও তাঁহার জীবনের কার্য্যের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অবস্থান করুক, তাঁহাদিগের এই প্রার্থনা তিনি গ্রহণ

করিবেন, এই তাঁহাদিগের ভিক্ষা।" ই ডিকসন্ এস্কোয়ার জে পি প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। য়িহুদী উপাসকমণ্ডলীর প্রতিনিধি রেবারেণ্ড এম্ আলেকজেণ্ডার, কেশবচন্দ্র যে তাঁহাদিগকে এই সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিলেন; এবং তাঁহার মহৎকার্য্যের কৃতার্থতা অভিলাষ করিলেন এবং এই আশা প্রকাশ করিলেন যে, তিনি বালফোরের এই কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিবেন:—

"তব প্রীতি পুরস্কার সম্পদ্ লভিবে,
যিনি স্বর্গে সিংহাসনাসীন, তাঁহা হ'তে;
ভ্রান্তচিত্তে যে জনেরা ফিরায় সৎপথে,
নভোগত তারাসম তারা উজ্জ্বলিবে।"

ওয়েসলিয়ান্ মিনিষ্টার রেবারেণ্ড মেস্তর ওস্বরণ আশা প্রকাশ করিলেন যে, ভারতে নারীগণের শিক্ষাসম্বন্ধে উন্নতিবিষয়ে ইংরেজগণ কেশবচন্দ্রকে যথোপযুক্ত সহায়তা করিবেন। বাপ্টিষ্ট মিনিষ্টার সি উইলিয়মস্ বলিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতে বলিয়াছেন যে, এবাঞ্জেলিকাল নন্‌কন্‌ফরমিষ্টগণ তাঁহার যেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী, এমন আর কেহ নাই। তাঁহারা এ কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না, কি বাইবেল, কি তাঁহাদের পরিত্রাতা (খ্রীষ্ট), কি অন্য যাহা কিছু অতীব মূল্যবান্, সকলই তাঁহারা পূর্ব্বদেশ হইতে পাইয়াছেন, এবং পূর্ব্বদেশের জন্য তাঁহারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করুন না কেন, তাহাতে লাভ তাঁহাদেরই থাকিবে।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইল। কেশবচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই পেনেন্‌সিউলার আণ্ড ওরিয়েণ্টাল ষ্টিম ন্যাবিগেশন কোম্পানীর "অষ্ট্রেলিয়া" নামক বাষ্পপোতে, তাঁহার সঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমার সেন সহ আরোহণ করিলেন। বিদায়কালে অতি গভীর দৃশ্য উপস্থিত হইল। যে সকল বন্ধু তাঁহাকে বাষ্পীয়পোতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিচ্ছেদজনিত ক্লেশানুভব করিলেন। ছয় মাসকাল ইংলণ্ডে অবস্থানের পর স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান কেশবচন্দ্রের পক্ষে যুগপৎ ক্লেশ ও আহ্লাদের কারণ হইল।

পরিশিষ্ট

কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের যত্নের সীমা ছিল না। বিদায়কালে কেশবচন্দ্র আপনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি এক কপর্দ্দক হস্তে লইয়া ইংলণ্ডে আগমন করেন নাই। 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না,' এ নিদেশ তিনি চিরকাল সমান পালন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে গমনে তাহার ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে। রেবারেণ্ড মেস্তর স্পিয়ার্স কেশবচন্দ্রের শরীরের প্রতি যে প্রকার যত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ চিরদিনই তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি কখন শয়ন করেন, কখন আহার করেন, এ সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাচন করিয়া স্থানে স্থানে বিতরিত হয়:—রজনীতে ১০টার সময় শয়ন, প্রাতে ৮টার সময় এক পেয়ালা চা, উপাসনা, পত্রাপত্র, স্নান ১০॥টা পর্য্যন্ত, ১০॥টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি, ৫টায় সায়ং ভোজন, ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি; কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী, ডিম পর্য্যন্ত খান না, পানীয়—জল, লেমনেড ও গরম দুগ্ধ; প্রাতঃকালের ভোজ্য সামগ্রী—ভাত, মাখনে ভাজা আলু, শাক শবুজী বা দাল। মধ্যাহ্ন ভোজন ঐরূপ, অতিরিক্ত ফল, পুডিং (পায়স) এবং মিষ্ট বস্তু, ডিম না দেওয়া পিষ্টক। এক জন মহিলা কিরূপে ব্যঞ্জন ও লেমনেড প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত লিখিয়া বিতরণ করেন।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত সাক্ষাৎকার একটী বিশেষ ঘটনা। কেশবচন্দ্র মেস্তর মিল সহ সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করাতে, তিনি বলিয়া পাঠান, তিনি আপনি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহার নিজের যাইবার প্রয়োজন নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে মেস্তর মিল ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হয়। কেশবচন্দ্র কোন সম্প্রদায়ের সহিত আপনাকে একীভূত করেন নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বিদায়কালে কেশবচন্দ্র দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাইতে উদ্যত হন, মেস্তর মিল কিছুতেই তাঁহাকে উঠিতে দিলেন না, পিছু হাঁটিয়া তিনি দ্বারে গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোকমাত্রে যে অতি বিনয়ী হন, মেস্তর মিল তাহার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেশবচন্দ্র ওবোরণ নদীতীরস্থ ষ্টাফোর্ডে সেক্‌সপিয়রের গৃহ দর্শন করেন, অক্সফোর্ড ও

ক্যাম্ব্রিজে যখন গমন করেন, মেস্তর কাওয়েল, মেস্তর মরিসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উদার মতে মেস্তর মরিস্ কেশবচন্দ্রের অতি আদরের পাত্র ছিলেন। প্রোফেসর ম্যাক্সমূলরের সহিত একত্রিত হইয়া ডাক্তার পিউজির নিকটে যান। ডাক্তার পিউজি এক জন অতি দৃঢ় বিশ্বাসী লোক। তিনি জীবনে ধর্ম্মসম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যে গৃহে উপবেশন করেন, সে ঘরের মেজিয়ার উপরে চারিদিকে পুস্তক ছড়ান। গভীর বিষয়ে আলাপ হইতেছে, ইতোমধ্যে ম্যাক্সমূলর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচন্দ্রের যে প্রকার মত, তাহাতে তাঁহার কি পরিত্রাণ হইবে? ডাক্তার পিউজি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি মনে করি, তিনি পরিত্রাণ পাইবেন।" ডাক্তার পিউজির মুখে ঈদৃশ উত্তর সকলেই অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। ডিন্ ষ্ট্যান্লির সহিত কেশবচন্দ্রের হৃদ্যতার কথা বলিবার প্রয়োজন করে না, তাঁহার স্বাগতসম্ভাষণসময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাহার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থাকে। এস্থলে মিস্ কার্পেণ্টারের কেশবচন্দ্রের সহিত ব্যবহারের কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। মিস্ কার্পেণ্টার কেশবচন্দ্রের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে নিতান্ত অবহিত ছিলেন, আহারাদির ব্যবস্থা কেশবচন্দ্রের নিজের মতে নয়, তাঁহার মতে নিষ্পন্ন করিতে হইত। দেশের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে তিনি নিতান্ত তৎপর ছিলেন। এমন কি, কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান, এবং কি প্রকারে কেশবিন্যাস করা উচিত, সে বিষয়ে পর্য্যন্ত তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। বর্ষীয়সী মহিলা অতি অল্প কারণেই তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিতেন। বৃদ্ধার সকল ব্যবহারই ক্ষমার যোগ্য।

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে ঈদৃশ আদরের সহিত গৃহীত হইলেন, তাহাতে কোন কোন ব্যক্তির চিত্তে ঈর্ষানল প্রদীপ্ত হইল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কথঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হন, সুখের বিষয় এই যে, 'ইংলিশম্যান' অনুকূল দৃষ্টিতে সমুদায় দেখেন। ইংলিশম্যান এ সম্বন্ধে এই ভাবে লেখেন, অপর দেশ হইতে আলোক লাভ অপেক্ষা, ভিতর হইতে যে আলোক প্রকাশ পায়, তাহারই অনুসরণ হিন্দুগণের পক্ষে শ্রেয়, যাঁহারা ব্রাহ্মগণের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চান, তাঁহাদের, গ্যামোলিয়ান খ্রীষ্টানগণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করা সমুচিত; যে স্থলে বিদেশিগণের লোকে অনুসরণ করিতে চায় না,

সে স্থলে কেশবচন্দ্রের কথায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে, জাতি ভাঙ্গে, পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত ছাড়ে। এক জন অল্পবয়স্কা বিধবা, জানানা মিশনের মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, খ্রীষ্টানগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধবাটীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ এ কার্য্যে সাহায্য করেন, সুতরাং তাঁহোর নামে অপবাদ বিলাতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই অপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি বামিঙ্ঘামে বলিয়াছিলেন, "তিনি খ্রীষ্টান মিশনারিগণকে অনুনয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার মণ্ডলীর নামে অপবাদ ঘোষণা না করেন। তিনি যতদিন ইংলণ্ডের স্বাধীনভূমিতে আছেন, তত দিন তিনি জানেন, তাঁহার সম্ভ্রম নিরাপদ, এবং তাঁহার মণ্ডলীর কল্যাণের ক্ষতি করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।" এ দেশ হইতে কেশবচন্দ্রের নিন্দাসূচক একখানি মুদ্রিত পত্রিকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এ পত্রিকার এই উদ্দেশ্য ছিল, কেশবচন্দ্র যে প্রকার বৈরাগ্যাদি প্রচার করেন, সেরূপ তাঁহার জীবন নহে। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া কেশবচন্দ্রকে, ঐ পত্রখানির যথার্থ তত্ত্ব কি, জিজ্ঞাসা করেন। কেশবচন্দ্র সমুদায় তত্ত্ব বলিলেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ উত্তর দেন, "এই সকল কাপুরুষদিগকে নির্জ্জিত করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য।"

২৫

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন

কেশবচন্দ্র স্বদেশ যাত্রা করিয়া সমুদ্রবক্ষে বাষ্পপোতে ভাসিতেছেন। বাষ্পপোত দ্রুতবেগে ভারতাভিমুখে ধাবিত, এখন আমরা এই অবসরে ইংলণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি, এবং কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন, বলিতেছেন, আমরা তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করি। প্রকাশ্য সভাসমূহে যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যবিবরণের সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন ইংরাজী সংবাদপত্র ও ইংরেজ নরনারীগণ কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে।

"পার্থশায়ার আডবার্টাইজার"

"পার্থশায়ার আডবার্টাইজার" কেশবচন্দ্রের প্রথমোপদেশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, মোহম্মদ ও লুথারের সমশ্রেণীতে তাঁহাকে এইরূপে স্থান দিয়াছেনঃ— "কেশবচন্দ্র সেন—ইনি এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, ইনি এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার স্বদেশীয় লোকগণের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত, যে পদে সপ্তম শতাব্দীতে মোহম্মদ তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে লুথার সাধারণতঃ খ্রীষ্টরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। মোহম্মদ—যাঁহাকে 'ছদ্ম ভবিষ্যদ্বক্তা' বলিয়া ডাকা আমাদের অভ্যাস— আরবগণের নিমিত্ত এই করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে বহু দেবতা হইতে এক জীবন্ত সত্য ঈশ্বর 'আল্লার' দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছেন; মুসলমানধর্ম্মের আজ পর্য্যন্ত অর্থ এই—এক ঈশ্বর স্বীকার করা, এক ঈশ্বরের পূজা করা। লুথার কি করিয়াছেন আমাদের জানা আছে—'ব্যক্তিগত বিচারাধিকার' আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক সময়ে আমরা তাহার সম্যক্ ব্যবহার করি না। ভারত হইতে এক ব্যক্তি এখানে আজ উপস্থিত, এই দুই ব্যক্তির সহিত নামোল্লেখ করার যিনি অনুপযুক্ত নহেন।"

"ডেলি নিউস", "এসিয়াটিক", "ইউনিটেরিয়ান হেরাল্ড"

প্রথম অভ্যর্থনা উপলক্ষ্য করিয়া 'ডেলিনিউস্' বলেনঃ—"এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, এক জন ভারতবর্ষের লোক এই রাজধানীর বক্ষঃস্থলে, একটী বৃহৎ অসাধারণ সভায় আবার উপস্থিত হইবেন এবং নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব ও জীবনের কার্য্যের গুরুত্বে—চরিত্রের মহত্ত্ব জীবনের কার্য্যের গুরুত্ব অপেক্ষায় আমাদের দেশের ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার এবং পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর পরিচয়ে অল্প নহে—সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। এক জন ব্রাহ্মণ (?), যিনি আপনার দেশীয় লোকগণের ধর্ম্মসংস্কার করা আপনাব জীবনের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রায় সমুদায় মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রতিনিধি হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, এ দৃশ্য অসার ক্ষণিক বিস্ময়োৎপাদনাপেক্ষা গুরুতর ভাবোদ্দীপক—এটি এমন একটি ব্যাপার যে, গভীর চিন্তার বিষয় মনে উদ্ভূত করিয়া দেয়। লর্ডলরেন্স এবং রেবারেণ্ড জেম্‌স্ মার্টিনো, লণ্ডন মিশনারিসোসাইটির সেক্রেটারী ডাক্তার মলেন্স এবং যিহুদী ধর্ম্মযাজক রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ক্স, ইঁহাদের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণের বিষয় কি হইতে পারে?" কেশবচন্দ্র এত দূর অগ্রসর হইয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কবিলেন না কেন? তিনি যাহা বিশ্বাস করেন, তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন; তিনি আপনার দেশীয় লোকের মত বলিতেছেন, বিনা প্রমাণে ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মত সকল বিষদভাবে ব্যক্ত হয় নাই, ইত্যাদি বিষয়ে 'ডেলিনিউসে' যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সে সকলের নিরসন ও উত্তরে ঐ পত্রিকা একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্কদার্শনিক ধর্ম্ম, উহা দ্বারা সাধারণ লোকের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, উহার ভিতরে সম্পন্ন লোক নাই, সুতরাং উহা অর্থাভাবে দিন দিন ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া তিরোহিত হইয়া যাইবে ইত্যাদি বিরুদ্ধ বাক্যের 'এসিয়াটিক' প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্দ্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 'এসিয়াটিক' এই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, "যে কোন সামাজিক অবস্থা ও মানসিক শিক্ষার তারতম্যের লোক হউন না কেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের উপদেষ্টা হইবার বিশেষরূপে যোগ্য। ইনি অতিপ্রশস্তসহানুভূতি, কোমল ও বিনীত হৃদয়ের লোক, ইনি সর্ব্বপ্রকারে সুপণ্ডিত, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল,

এবং অতি সুবক্তা।" ইউনিটেরিয়ানগণের বাগুরায় বা কেশবচন্দ্র নিপতিত হন, লোকের এই অযথা আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়া 'ইউনিটেরিয়ান হেরাল্ড' বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না যে, কেশবচন্দ্র অতি সুনিপুণ উন্নিদ্রনেত্র পর্য্যবেক্ষক। তাঁহার বক্তৃতামধ্যে এমন একটি পুরুষোচিত স্বাধীনতাব্যঞ্জক ভাব আছে যে, যে কোন ব্যক্তি উহা পাঠ করুন. তাঁহার উপরে উহা গভীর ভাবসঞ্চারণ করিবেই করিবে। ঈদৃশ ব্যক্তি সেরূপ নহেন যে, কেহ ইঁহাকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়া লইবেন, তোষামোদকর আদরে আবৃতনয়ন করিয়া ফেলিবেন। তিনি এক জন স্বাধীন লোক হইয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাদের নিকট কিছু চাহেন না। এক জন খাঁটি লোক, যাহা ঠিক, তাহাই দেখিয়া থাকেন, যখন কেশবচন্দ্র সেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম সাধারণতঃ কি প্রকার কাজ করিতেছে, তাহা দেখিতে আসিয়াছেন, পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তখন আমাদের সন্দেহ নাই, তিনি উহা যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।"

"বাথ এক্সপ্রেস্", "ইউরোপীয়ান মেল" ও একজন শ্রোতার মন্তব্য

'বাথ এক্সপ্রেস্' প্রথম অভ্যর্থনাদিনসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। কেশবচন্দ্রের যে সকল বক্তৃতা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে, তৎপাঠে 'এক্সপ্রেস্' বলিয়াছেন যে, ঐ সকল বক্তৃতামধ্যে এমন একটি সামর্থ্য নিহিত আছে, যাহা প্রকৃত দেশসংস্কারকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আশা করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কিছু দিন স্থিতি করিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন যে, প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য দেশও প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিতে পারেন। ফিন্সবেরি চ্যাপেলে যে উপদেশ হয়, তদুপলক্ষ্য করিয়া "ইউরোপীয়ান মেল" কেশবচন্দ্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। মতামতের আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দান করা যাইতে পারে, ইঁহার মতে ঐ উপদেশ তাহার নিদর্শন। 'খ্রীষ্টান ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতার এক জন শ্রোতা লিখিয়াছেন, "বক্তৃতাটি গৌরবোজ্জ্বল। উহা আমাদের চিত্তকে এমন আকর্ষণ করিয়াছিল যে, শ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। বক্তৃতার অন্তভাগটি নিতান্ত উৎসাহোদ্দীপক। এবাঞ্জেলিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, ব্রহ্মবাদী ইত্যাদি বহু মতের দলের ভিতরে আমি ছিলাম। আমার বিশ্বাস,

তাঁহাদের সকলের একই ভাব—বক্তার প্রতি সম্ভ্রম ও সহানুভূতি। কিছুরই জন্য এ বক্তৃতা-শ্রবণ হইতে আমি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতাম না।"

"গ্রাফিক"

এই সময় 'গ্রাফিকে' তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও তৎসহকারে তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হয়। ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—"ইটি একটি নিশ্চিত অর্থপূর্ণ কালের নিদর্শন যে, যে সময়ে চার্চ্চ অব ইংলণ্ড অনুষ্ঠান ও জ্ঞানপ্রধান দলের বিরোধে শান্তিবিরহিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা রোমাণ চার্চ্চের অভ্রান্ততায় সংশয় করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য ঐ চার্চ্চ অভিশাপবজ্র প্রস্তুত করিতেছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক গল্পের প্রভব-স্থান, জাতিভেদের নিবাসভূমি, কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার গৃহ, বিধর্ম্মী ভারত হইতে আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে মতসহিষ্ণুতাধর্ম্ম, নীতির সৌন্দর্য্য, সত্যের একতা, সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এক ব্যক্তি আসিলেন। যে ধর্ম্মসংস্কারকের নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ যুগের সুবিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে এক জন।... .. চিরদিন ইহা কপালের লেখা যে, লোকোত্তর ব্যক্তিগণের পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবগ্রাহিতার অভাব ও ঈর্ষা বিচরণ করে; কেশবচন্দ্রের জীবনেও এ নিয়মের বহির্ভূততা ঘটে নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দেন, তখন তাঁহার চরিত্র ও উপদেশের প্রতি তিনি অতি আগ্রহ ও বাগ্মিতা সহকারে সম্ভ্রম প্রকাশ করেন। ইহাতে খ্রীষ্টান ও হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে একেবারে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি খ্রীষ্টানধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, অথচ তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ বিবাদ পরিহার করিয়া, খ্রীষ্টের নীতিসম্পর্কীয় উৎকর্ষ প্রদর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। আবার যখন তিনি কিছু দিন পরে, ভবিষ্যবক্তৃগণের কার্য্যসম্বন্ধে পূর্ণরূপে তাঁহার মত অভিব্যক্ত করিয়া 'মহাজনগণের' বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন তাঁহারা এই কথা রটনা করিলেন যে, স্বদেশীয়গণের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাহার করিলেন। লোকের ঈদৃশ মিথ্যাসংস্কার হইতে তাঁহার নৈতিক সম্ভ্রম অনেক পরিমাণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মহাজনগণ (বড় বড় ভবিষ্যবক্তৃগণ) একই

ভগবানের বিধানের অন্তর্গত এবং যদিও খ্রীষ্ট ভবিষ্যবক্তৃগণের প্রধান, অন্যান্য সকল অপেক্ষা সমধিক অদ্ভুত কার্য্য ও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদের গভীর সম্ভ্রম পাইবার যোগ্য, তথাপি যে সকল ভবিষ্যবক্তৃগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার অগ্রে বা পরে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও সম্ভ্রম অর্পণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। কলিকাতা বাবু কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি। সেখানে তাঁহার পত্নী এবং সন্ততি তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। এই তাঁহার ৩৩ বর্ষ চলিতেছে। ইঁনি বৈদ্যবংশীয় অতি উচ্চ জাতি, কেবল একটী এতদপেক্ষা উচ্চজাতি আছে। কিন্তু যখন সকল মানুষ ভ্রাতা, এই ইঁহার মত, তখন জাতিকে তিনি উন্নতির প্রতিরোধক বলিয়া দেখেন। তিনি খাঁটি নিরামিষভোজী ও মাদকত্যাগী, মাংস ও মৎস্য স্পর্শ করেন না। তিনি উদ্যম ও স্থৈর্য্যপূর্ণ ধাতুর লোক, যতই তাঁহার সহিত পরিচয় হয়, ততই তাঁহাকে আরও ভালবাসা যায়। সাধুতা, নির্ম্মলতা, হিতকারিতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ।"

"ইন্‌কোয়ারার", "লিসেষ্টার ক্রনিকল" ও "ডেলি কোরিয়ার"

'ইন্‌কোয়ারার' তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) বক্তৃতা শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের অধিকার যাঁহারা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বালকের ন্যায় সহজ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোচিত সৎসাহস, এবং যে সত্য তিনি অবগত, তৎপ্রতি তাঁহার সুদৃঢ় আনুগত্যের ভাবগ্রাহী না হইয়া থাকিতে পারেন না। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূর্ব্ব বিভাগ হইতে আমাদের দেশে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ লোক আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহার চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ। তিনি আমাদের মধ্য হইতে অন্যত্র যাইতেছেন, ইহাতে আমাদের নিষ্কপট দুঃখ; তবে এই জানিয়া আনন্দ যে, নানা স্থানে যে সকল উদার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু আছেন, তাঁহারা সেই সকল বক্তৃতার প্রভাবে উপকৃত হইবেন, যদ্দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনে গভীর উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং যাহা সর্ব্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার অবরোধক প্রাচীর ভগ্ন করিবার পক্ষে স্বল্প সহায়তা অর্পণ করে নাই।" ইংরেজগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিবার জন্য, তাঁহাদের ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য, অগ্রে তাঁহাদের চক্ষুর দোষ পরিহার করিয়া পরিশেষে

হিন্দুগণের দোষ-প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া সমুচিত, ইহা বুঝাইবার জন্য, কেশবচন্দ্র এদেশে আসিয়াছেন, 'লিসেষ্টার ক্রনিকল' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, "অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে মেস্তর সেন এবং তাঁহার সহযোগী দেশসংস্কারকেরা দেখাইতেছেন যে, পান ভোজনে সাহজিকতা সম্ভবপর। মেস্তর সেনের মল্লোচিত দেহ পশুমাংস বা মদ্যপান হইতে লেশমাত্র কিছু গ্রহণ করে নাই। মেস্তর সেনের বাগ্মিতাপূর্ণ সতেজস্ক বক্তৃতাসকল সপ্রমাণ করে, জ্ঞানসামর্থ্য উৎপাদন ও পরিপোষণ জন্য মদ্য মাংসের কত অল্প প্রয়োজন।" ডিঙ্গলে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দান করেন, তৎসম্বন্ধে লিবারপুলের 'ডেলি কোরিযার' বলেন, প্রশান্ত সায়ংকাল ও চারিদিকের শোভান্বিত বনভূমি মধ্যে ডিঙ্গলে তিনি (কেশবচন্দ্র) যে সংক্ষেপ উপদেশ দান করেন, সমবেত নিস্তব্ধ যে জনমণ্ডলী আগ্রহসহকারে মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল, উহা তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। প্রাচীন কালের পরিব্রাজক প্রেরিতবর্গের দিন এই দৃশ্য মধ্যে সহজজ্ঞানে জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল।"

"ইন্‌কোয়ারার" পত্রিকায় প্রবন্ধ

কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টানবন্ধুগণের হৃদয়ে কি প্রকার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, 'ইন্‌কোয়ারার' এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহা সবিশেষ বর্ণন করেন। ঐ প্রবন্ধের শেষাংশ আমরা এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—"মেস্তর সেন আমাদিগকে যাহা শিখাইলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে সভক্তিক কৃতজ্ঞ। যে সৌশীল্য চিত্ত হরণ করে, অথচ ভর্ৎসনা করে, সেই সৌশীল্যে তিনি আমাদের সাম্প্রদায়িক ঘৃণাসম্ভূত ক্লেশ ও ক্ষতি এবং দার্শনিক জটিল ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্টৃগণ সম্প্রতি যাহা দেখিলেন, তাহা হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের উপদেশস্থান হইতে অবোধ্য নিষ্ফল শুষ্ক কথাগুলির ক্লান্তিকর ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া, প্রকৃত ধর্ম্মে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেন, উৎসাহান্বিত করিবেন। যে কোন উপদেশস্থল মেস্তর সেন একবার অধিকার করিয়াছেন, উহাতে তিনি এক প্রকারের সংশুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে বহু লোক সমবেত হইয়াছেন, এবং যে সকল আসন বহুদিন শূন্য ছিল, অনেকে আসিয়া উৎসাহসহকারে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। লণ্ডনে তিনি যে সকল
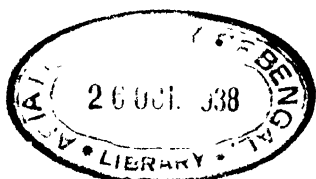
উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা শুনিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, গস্পেলে যে সকল পূর্ব্বকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল—পুণ্যবৃদ্ধি, সাধন এবং ভ্রাতৃত্ব—কেবল সেই সকল বিষয়ে তিনি মন নিয়োগ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেম, প্রার্থনার প্রয়োজন, বিশ্বাসের গুরুত্ব, সাংসারিকতার বিপদ, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার বিষয়গুলিকে প্রকাশ করিবার একমাত্র লক্ষ্য—তাঁহার শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিয়া দেওয়া। আলঙ্কারিক চাতুর্য্য, বিদ্যাবত্তা প্রকাশ, দার্শনিক চিন্তা, মতঘটিত সঙ্কুচিত ভাব বা দোষঘোষণা, এ সকল তাঁহার গৌরবকর কার্য্যের বিঘ্নোৎপাদন করে না। তিনি অতি প্রশান্তভাবে—এত দূর প্রশান্তভাবে যে, প্রায় (শুনিতে) অনোজস্বী ও একবিধ—যাহা বলেন, তাহাতে হৃদয় ভাবোদ্দীপ্ত হয়, এবং যে সহানুভূতি ও ভাল ভাব সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ, সেই সহানুভূতি ও ভাবের গভীরতার স্পর্শ করে, তাঁহার ক্ষমতার ইহাই গূঢ় রহস্য। তাঁহার উপদেশদানের এগুলি বাহ্লক্ষণ, কিন্তু এ সকলের অন্তরালে মহত্তম চরিত্র, সহজ সাধুতার চিত্তহর মধুরতা, এক জন মহৎ ও খাঁটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানের একটি অব্যক্ত মনোহারিত্ব বিদ্যমান। সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন জন্য, ঈশ্বরের পিতৃত্বও মানবগণের ভ্রাতৃত্বরূপ গৌরবান্বিত মহাসত্য—যাহা এখন প্রাচীন কাহিনী এবং পুরোহিতগণের মিথ্যা রচনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নূতন ভাবে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত, বিধাতা তাঁহাকে এক জন প্রধান দেশসংস্কারক করিয়া উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা করি যে, তাঁহার ইংলণ্ডে আগমন আমাদের ধর্ম্মসম্পর্কীয় ইতিহাসে একটি নূতন সীমান্তচিহ্ন এবং ভারতে অপরিসীম মঙ্গলের প্রবর্ত্তক হইবে। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা হইতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হউক, সর্ব্বত্র নূতন দায়িত্ব, এবং খ্রীষ্টের ভাবে—নব ভাবে—আত্মোৎসর্গ জাগ্রৎ হউক।"

"ইণ্ডিয়ান মিরারে" ইংলণ্ড হইতে পত্র

ইংলণ্ডের সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ একখানি পত্র তথা হইতে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' আইসে।

ঐ মুদ্রিত পত্রিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে, উহা হইতে কথঞ্চিৎ সে ভাব প্রকাশ পাইবে:—

"অধিকন্তু তিনি যথার্থই জনসাধারণের প্রতিনিধি। তাঁহাকে যে সকলে সোৎসাহ অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার হেতু এই যে, ধর্ম্মের মূল এবং ঈশ্বর ও মানব সহ আমাদের সম্বন্ধ—এ বিষয়ে সকল লোকের মনে যে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও ভাব আছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দরভাবে বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন; হইতে পারে, অধিকাংশ লোকের মনে অল্প বিস্তর উহা প্রস্ফুটাকারে ছিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ্য উপদেশে উহাকে উপযুক্ত স্থান দান করা হয় নাই। যেখানেই তিনি উহা ঘোষণা করিয়াছেন, সেখানেই উহা তাঁহার শ্রোতৃবর্গ কর্ত্তৃক ঝটিতি উৎসাহসহকারে গৃহীত হইয়াছে; ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁহাদের পরিপক্ক চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যক্তিগত মতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখা যায় যে, কোন কোন লোক বলেন যে, 'তাঁহার সমুদায় ভাবই পাশ্চাত্য; তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, বাইবেলের উপরে তিনি প্রাচ্য আলোক বিকীর্ণ করিবেন, সেটি হয় নাই'। সুতরাং নিরাশমনে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু 'প্রাচ্য আলোক' কাহাকে বলে? আমাদের নবীন ইংলণ্ডীয় ব্যবহারানুযায়ী আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যেগুলির অক্ষরে অক্ষরে অর্থ করি, সেগুলি রূপক; পূর্ব্ব দেশে সেই রূপকগুলির ব্যবহার কিরূপ, ইহা বলা ভিন্ন আর কি নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে পারেন। অনেক পরিব্রাজক এবং মোক্ষমূলরের ন্যায় অনেক ব্যক্তি বাইবেলোপরি অনেক পরিমাণে আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমার নিকটে মনে হয়, খ্রীষ্টের আদর্শচরিত্রোপরি—কর্ত্তব্যোপরি সমধিক-পরিমাণে আলোক বিকিরণ প্রয়োজন; ঈদৃশ আলোক—যে আলোক আমাদের হৃদয়কে এমন বশে আনয়ন করিবে যে, উহা অবাধে তৎপ্রতি প্রীতি ও তদনুসরণ করিতে পারিবে। আমাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক, তাহাদিগের অনেকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি অল্পবয়স্ক এবং আমরা যেমন এক জন, তেমনই এক জন, অথচ দূরবর্ত্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নয়, বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টের ন্যায় জীবন যাপন ও খ্রীষ্টের ন্যায় চরিত্র উৎপাদন সম্ভবপর যিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জীবনে খ্রীষ্টের আদর্শ-চরিত্র সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা দেখা অপেক্ষা স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে,

যাহা এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, কিন্তু খ্রীষ্ট কি তাঁহাকে সহযোগী বলিয়া স্বীকার করিবেন না? অধিকন্তু এমন লোক অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিজনে এই উত্তর দিবেন যে, 'তিনি খ্রীষ্টের মানবচরিত্র এমনি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে আমি উহাকে কখন যেমন ভালবাসি নাই, তেমনি ভালবাসিতে পারি', অথবা 'খ্রীষ্টের ভাব বলিতে কি বুঝায়, তিনি আমাকে উহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন, সেই ভাবে আমরা কেমন বিচরণ করিতে পারি, পরিপুষ্ট হইতে পারি, 'তাঁহার মাংস' ভোজন করিতে পারি ইত্যাদি বিষয় এখন যেমন দেখিতেছি, এমন আর কখন দেখি নাই।'

"কেহ কেহ তাঁহাকে এক জন ভবিষ্যবক্তা (prophet) বলিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির নিকটে তিনি এইরূপেই প্রতিভাত হইবেন, কেন না তিনি যে মত প্রচার করিতে আসিয়াছেন, যে জীবন অনুসরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে তিনি আপনি উপায় হইয়াছেন। আমাদের জাতি যে প্রকার বিচিত্রভাবাপন্ন, উহার মধ্যে আলোকের যে প্রকার তারতম্য, তাহাতে আজ কাল সমগ্র জাতির নিকটে নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভবিষ্যবক্তা হইতে পারেন না। অনেকগুলি ব্যক্তি, যাঁহারা তাঁহার কথা পড়িয়াছেন মাত্র, আপনারা শোনেন নাই, তাঁহারা বলিতে পারেন, কৈ কিছুইতো তাঁহারা নূতন দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু আপনারা কি গ্রহণ করিবেন? তাঁহার ভাব তত নয়, যত আমাদিগের নিকটে নূতন অভিব্যক্তিস্বরূপ স্বয়ং তাঁহাকে। অন্ততঃ ইহা নূতন যে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গেল, যিনি অবমাননার অতীত, কোন প্রকার অসদ্ব্যবহারে যাঁহাকে ক্রুদ্ধ করা যাইতে পারে না, যিনি শত্রুকে এত দূর ক্ষমা করিতে পারেন যে, শত্রু তাঁহার নিকট হইতে তাহার আপনার জন্য দয়া প্রার্থনা করিতে পারে—যে প্রার্থনা দেখায় যে, তৎপ্রতি তাহার সম্ভ্রম ও আশ্বস্ততা আছে; য়িহুদিগণ জালে আবদ্ধ করিবার জন্য ঈশাকে যাদৃশ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাদৃশ প্রশ্ন এবং অসদ্ভাবোত্থিত দোষ-প্রদর্শন, যিনি ঘৃণায় নহে, কিন্তু ঈষদ্ধাস্যের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক ভদ্রতায় উত্তর দিতে পারেন। ইহা দেখিতে পাওয়া কি

নূতন নয় যে, একটি প্রকৃত, বিশুদ্ধ, উৎসাহপূর্ণ আত্মা আপনার সহজভাব না হারাইয়া (এইটিই প্রধান মুগ্ধকরত্ব গুণ), আপনাকে আপনি আমাদের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ গূঢ় সম্বন্ধের কথা বলিতে পারে, (অথচ ইংরেজগণেরও) আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তদ্দ্বারা কিছুমাত্র আহত হয় না ? এই আত্মার সহিত সংস্রবে কি মানুষের পক্ষে কত দূব সম্ভব তৎসম্পর্কীণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং যাহা আছে তৎপ্রতি বিশ্বাস উন্নত, মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে যাহা ভাল আছে তৎপ্রতি ও ঈশ্বরের সহিত যোগের বাস্তবিকতার প্রতি আস্থা সুদৃঢ় হয় না, এবং বিশুদ্ধতা ও যথার্থ খ্রীষ্টানুরূপত্ব বা খ্রীষ্টভাবসম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি উহা কি অর্পণ করে না ? এ সকল এমনই হয় যে, হইতে পারে, পূর্ব্বে তদ্রূপ আমাদের কাহারও চিন্তাতেও আইসে নাই।"

কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে এদেশীয় ইংরেজগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের এক জন তৎকালে বম্বে গেজেটে পত্র লেখেন এবং তাহাতে এইরূপ উল্লেখ করেন যে, যদি কোন এক জন এ দেশীয় লোক ঐ বক্তৃতাটী তাঁহার নিকটে আবৃত্তি করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কশাঘাত করিবেন। এই পত্র পাঠ করিয়া, ইংলণ্ড হইতে একজন ইংরেজ 'মিরারে' লিখেন, "কেশবচন্দ্রের এখানকার অভ্যর্থনার প্রতি ভারতবর্ষে শত্রুতা-প্রদর্শনের বিবরণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত। বম্বে গেজেটে যে পত্র বাহির হইয়াছে, তিনি আমার নিকটে উহা প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে 'আঙ্গলো ইণ্ডিয়ান' স্বাক্ষরে কোন প্রয়োজন ছিল না, উহা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক। লেখক এ প্রকার অন্ধ কি প্রকারে হইলেন যে, তিনি দেখিতে পাইলেন না, কেশব যে দোষ দিয়াছেন, এই পত্রখানি তাহার বিলক্ষণ নিদর্শন। কোন এক জন নির্দ্দোষ মানুষের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে, সে ব্যক্তি কখন এ প্রকার মুখে (ক্রোধে) ফেনা উঠাইতেন না। একটি বিষয় আছে, যাহা আপনি প্রকাশ্যে বলিতে পারেন। বিষয়টি এই, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বা কর্ম্মচারিগণের অনবধানতার দোষ গুণ বিচার করিলে, অণুমাত্র রাজভক্তির অভাব বুঝায়, ইংলণ্ডে এরূপ কেহই মনে করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এমন কি যাঁহারা হৃদয়ের সহিত মেস্তর গ্লাডষ্টোনের প্রশংসা করেন, তিনি যাহা করেন বা করিতে ত্রুটি করেন,

তৎসম্বন্ধে তাঁহারা পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে দোষগুণ বিচার করেন। এটি রাজ্য-সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের নিকটে ইহা এমনই সহজ বিষয় যে, এজন্য ক্ষমা-প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয় আমাদের সমপ্রজা-বর্গের সম্বন্ধেও এইরূপ মনে করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিচারের আশা আছে, এজন্যই লোকে দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকে। রাজবিদ্রোহ অভিযোগের ব্যাপারগুলিকে মৌনভাবে দ্বারাবরুদ্ধ করিয়া রাখে, এ দিকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকে। আমাদের জাতি এবং আপনাদের জাতিমধ্যে সৎ অথচ সুদৃঢ় ভূমির উপরে সম্মিলন-সাধন যদি আমাদের অভিলাষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আপনাদের প্রার্থনীয় ও অভিযোগের বিষয়গুলি অবগত হইবার জন্য কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে, তৎপ্রতি ব্যগ্রভাবে আদর প্রদর্শন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে এক জন সুপ্রসিদ্ধ সে দেশের ভদ্র ব্যক্তি, যে সকল বিষয় আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই, সেগুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন বলিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্যক্ প্রমত্তের কার্য্য। কিন্তু আমি আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতেছি যে, যাঁহাদের মত সমাদরযোগ্য, এই সকল প্রলাপবাক্য তাঁহাদের উপরে কোন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, এরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই।

"মেণ্ডর সেনের নাম যদি আমাদের নিকটে অপরিচিত হইত, অনেকে প্রবঞ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার উপস্থিতির মুগ্ধকরত্বশক্তি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, তাঁহার আত্মার নির্ম্মলতা, মহত্ত্ব এবং সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার আত্মার এই ভাব কেবল আংশিক ভাবেও পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন কি, তৎসম্বন্ধে অতি সামান্য আভাসও পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত্রের প্রতি নিষ্কপট সম্ভ্রম উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনেক দেখিয়াছেন। পিউজি—যিনি কোলেন্‌জোকে নরকে পাঠাইয়াছেন—ইঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে, মনে করেন, লর্ড সাফ্‌টাস্‌বরি, যিনি 'এক্‌সি হোমো' গ্রন্থকে নরকসম্ভূত বলিয়াছেন, ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে এবং খ্রীষ্টানগণের অনুষ্ঠিত হিতকর কার্য্যে ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে আহ্লাদিত। 'রিকিউ রিবিউর' সম্পাদক বলিয়াছেন যে, (খ্রীষ্টীয়) প্রচারকগণের ইঁহার পদতলে বা-

সমুচিত।……ভাল, যখন তাঁহার মধুর ভাব এ দেশের সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গের অযুক্ত সংস্কারগুলিকে পরাভূত করিয়াছে এবং এমন প্রায় একটিও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় নাই যে, তাঁহার প্রতি সহৃদয় বাক্য বলে নাই, তখন ইহা কি সম্ভব যে, আঙ্গলো ইণ্ডিয়ানগণের সঙ্কীর্ণ দলের লোকের অসম্বদ্ধ ভাষণের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমরা প্রবঞ্চিত হইব?"

"ক্যাসেল্‌স ম্যাগাজিনে" প্রবন্ধ

এই সময়ে মিস্ ফ্রান্সিস্ পাওয়ার কব্ "ক্যাসেল্‌স ম্যাগাজিনে" একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, ব্রাহ্ম-সমাজেরসহিত সম্বন্ধ, কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থাপন, ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, এই সকলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম কি, এ প্রশ্নের উত্তরে মিস্ কব্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ এই :—(১) পিতা, ত্রাতা, জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর, (২) ঈশ্বর কখন মনুষ্য হইয়া অবতরণ করেন না, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান, তাহাদের সকলের মধ্যে ঈশা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (৩) অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া বা অলৌকিক ক্রিয়াযোগে শাস্ত্রপ্রকাশ নাই, প্রকৃতির সমুদায় নিয়মগুলি স্বয়ং ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত করেন এবং বিবেক ও ধর্ম্মভাব ও মানবগণের বিশুদ্ধ বাক্যসমূহের মধ্য দিয়া ঈশ্বর মানবগণকে শিক্ষা দেন, (৪) প্রার্থনাযোগে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রার্থনাযোগে দুর্ব্বল আত্মা ঈশ্বর হইতে বল লাভ করে, প্রার্থনা আপনার ও পরের উভয়ের জন্যই কর্ত্তব্য, (৫) মৃত্যুর অন্তে উচ্চতর জীবনে প্রবেশ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেম-সম্বন্ধে আরও উজ্জ্বলতর জ্ঞানলাভ হয়, (৬) সয়তান বা অনন্ত নরক নাই, প্রত্যেক পাপের জন্য দণ্ড বহন করিতেই হইবে, প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কিছুই নাই, (৭) আমাদের সংশোধনার্থ ঈশ্বরের দণ্ড আমাদের প্রতি বিশেষ করুণা, এতদ্দ্বারা আমরা তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন করিতে পারি, এবং তাঁহার অনন্ত প্রেম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এই ধর্ম্ম তাঁহার মতে, জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ঠ, মত-জটিলতাবিরহিত, বিবেকে প্রকাশিত নিত্য বিধি দেবশ্বসিত বলিয়া গৃহীত, মানসোপরি কল্যাণকর প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ, ঘোর পৌত্তলিকও ইহার মত বুঝিতে সুক্ষম, অতি দোষদর্শী দার্শনিকেরও উহা সম্ভ্রমের বিষয়। কি লক্ষ্যে

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, তিনি তাঁহার বংশের মহত্ব, গ্রীকখোদিত প্রতিমূর্ত্তিসদৃশ তাঁহার অভিজাত আকৃতিত্ব, সহজ সগৌরব ব্যবহারে ইউরোপীয় উচ্চবংশজাত ভদ্রগণের অনুরূপত্ব, উপযুক্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এ সকলগুলি এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু মিস্ কব্ মনে করেন, এ শব্দ তাঁহার নামে সংযুক্ত করা যৎসামান্য, কেন না ভবিষ্যবংশীয়েরা তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রেরিতশ্রেণীতে গণ্য করিবেন। তাঁহার বক্তৃতাদি বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে এইরূপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ—কেশবচন্দ্র একজন সুবক্তা, অন্যান্য বক্তা হইতে তাঁহার এই প্রভেদ যে, তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে অলঙ্কার বা উদ্ধৃত প্রবচনাদির আধিক্য, অথবা অতিরিক্ত বর্ণনা নাই, ভাষা ভাবানুরূপ, এই ভাব সকল বিশ্বাস ও সাধুতা-প্রণোদিত অতি উচ্চ ও উৎসাহপূর্ণ, এরূপ ভাবপ্রকাশ বাগ্মিতার নিয়মানুসারী না হইলেও, সাধারণতঃ যাহাকে বাগ্মিতা বলে, তাহার সকলগুলি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, উপদেশদানকালে প্রশান্ত ভাব, উৎকৃষ্ট স্বর, ভক্তিভাবাপন্নতা ঐ সকল গুণকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাঁহার ইংরাজী ভাষা নির্দ্দোষ, উচ্চারণ বা ভাষারীতিতে মনে করা যায় না যে, এক জন ইংরেজ নন, হিন্দু অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, বহু অধ্যয়ন করিয়া কেশবচন্দ্র শাস্ত্রবিৎ হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে আলোক লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার তর্ক বা বিদ্যাবত্তা প্রকাশে প্রয়োজন হয় না, সহজে তিনি আপনার ভাব অন্যকে শিক্ষা দেন, এবং সে শিক্ষা যাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়নিহিত প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাখ্যান; তাঁহার উৎসাহপূর্ণ সাধুতা, চরিত্রের স্বচ্ছ সারল্য সকলেরই সহানুভূতি উদ্দীপন করে, বিশ্রব্ধি উৎপাদন করে; প্রাচ্যদেশসম্ভূত সহজভাব ও আত্মাভিমানের অভাববশতঃ শ্রোতৃবর্গ তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম দেশ দেখিতে পায়, সুতরাং তাঁহার নিকটে তাঁহারা ভক্তিভাব উদ্দীপনে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মিস্ কব্ স্পষ্টবাক্যে লিখিয়াছেন, "তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের অনেকে বলিয়াছেন, যে সময় হইতে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সেই সময় হইতে তাঁহারা, খ্রীষ্টের শিশুর ন্যায় ঈশ্বরেতে আশ্বস্ততা কি, বুঝিতে পারিয়াছেন।" পাঠকবর্গ কেশবচন্দ্রকে সহজে

বুঝিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার একটি উপদেশের সারাংশ দিয়া ভগিনী মিস্ কব্ তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

মেস্তর রবার্ট ব্রক্সের উপহার

মেস্তর রবার্ট ব্রক্স যে একটী কবিতা কেশবচন্দ্রকে উপহার দেন, তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল :—

ধন্য ধন্য চন্দ্র সেন নির্ভীক উকতি-
তরে, তথা আগমনে সমুদ্রের পারে
প্রাচীন প্রবক্তৃসম, সত্য উচ্চ অতি
প্রচারের হেতু এই—সকলেই পারে
ঈশ্বরের প্রেম, মত না করি গণন,
সম্ভোগিতে হয় যারা ভিখারী তাহার,
দীর্ঘজীবী হও, যেন হয় আগমন
প্রাচীন ইংলণ্ডে তব পুনঃ, অবিকার
খ্রীষ্টধর্ম্ম দেখ আসি সকল মন্দিরে
মণ্ডলীতে ছোট বড় পিতা একেশ্বর
কেবল অর্চ্চিত হন, আসে যেন ফিরে—
যদিও বা গৌণে—দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর,
কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অবমত
সর্ব্বজনপ্রীতি খাটি স্বাধীনতা সহ,
সত্যধর্ম্মে রক্ষা করে অপিচ (নিয়ত)
অর্থ-রাজ্য পারতন্ত্র্য হইতে (অসহ)।

"সিকাগো আডবান্স"

রেবারেণ্ড আর ডবলিউ ডেল "সিকাগো আডবান্সে" কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"মেস্তর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দু তিন ঘণ্টা আলাপ করিবার আমার অবসর হইয়াছিল। তিনি আমার চিত্তকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস জন্মে এবং কিছু দিনের জন্য লোকাতীত ও দেবসম্পর্কীয় বিষয়ে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়। যখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এক ঈশ্বরে

তাঁহার কি প্রকারে বিশ্বাস জন্মিল, তাহা কি তিনি বলিতে পারেন? তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরে আরোপ না করিয়া তিনি আর কোন প্রকারে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কি মনে করেন, ঈশ্বর তাঁহার হস্ত আপনার উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ অলৌকিক প্রভাবে আপনার আত্মাকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ ঠিক, তাহাই মনে করি। তিনি আমার মনে এই সংস্কার উৎপাদন করিলেন যে, যথার্থই তিনি পরমাত্মা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার অতীব অদ্ভুত সুশীলতা ও ভক্তিমত্তা, যদি তিনি কেবল আপনাকে খ্রীষ্টান বলিতেন, তাহা হইলে কোন খ্রীষ্টান এবিষয়ে সন্দেহ করিতেন না তিনি পবিত্রাত্মার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে তিনি কি প্রকারে উপনীত হইবেন, যদি এ প্রশ্ন করা হয়, তবে তাহার কি উত্তর দিতে হইবে, আমি জানি না; কিন্তু এটি আমার নিকটে নিতান্ত আশ্চর্য্যকর বিষয় হইবে, যদি তিনি উপনীত না হন।"

দৈনন্দিন কার্য্যলিপি

আমরা এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, কেশবচন্দ্রের লিখিত সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন কার্য্যলিপি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১০ই	এপ্রেল (১৮৭০)	রবিবার—মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে উপদেশ—"তাঁহাতে আমরা জীবিত আছি ইত্যাদি।"
১২ই	,,	মঙ্গলবার—হানোবার স্কোয়ার রুম, অভ্যর্থনা সভা।
১৭ই	,,	রবিবার—ফিন্সবেরি চ্যাপেলে উপদেশ—"ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।"
২৪শে	,,	,, —হ্যাকনি চ্যাপেলে—"যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ইত্যাদি।"
২৮শে	,,	বৃহস্পতিবার—ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড ষ্ট্রীট চ্যাপেলে—বাসন্তিক সভা।
১লা	মে	রবিবার—ইউনিটি চার্চ্চ—"তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবে ইত্যাদি।"
,,	,,	,, —ওয়েষ্টবোরণ হল—"ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না ইত্যাদি।"
৮ই	,,	,, —হ্যাম্পষ্টেড চ্যাপেল—"কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না ইত্যাদি।"

৯ই মে (১৮৭০) সোমবার—র‍্যাগেড স্কুল ইউনিয়ন— এক্জিটার হল।
১০ই ,, মঙ্গলবার—কঙ্গ্রিগেশনাল ইউনিয়নে ভোজ।
,, ,, ,, —পূর্ব্বদেশীয় নারীশিক্ষার উন্নতি-সাধনার্থ সভা।
১৩ই ,, শুক্রবার—ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েশন, ভারতের নারীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা।
১৫ই ,, রবিবার—আর্টিলারি হল, উপদেশ—"তোমা ভিন্ন স্বর্গে আমার আর কে আছে?"
১৭ই ,, মঙ্গলবার—শান্তিসভা।
১৯শে ,, বৃহস্পতিবার—"ইউনাইটেড ফিল্ড আলায়েন্স।"
২২শে ,, রবিবার—ব্রিক্সটন চ্যাপেলে উপদেশ, "ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও।"
,, ,, ,, —ইসলিংটন ইউনিটি চার্চ্চে বালকগণকে উপদেশ।
২৪শে ,, মঙ্গলবার—লণ্ডন টেবার্ণেকল—"ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য।"
২৮শে ,, শনিবার—সেণ্ট জেম্স্ হল—"ক্রাইষ্ট এবং ক্রিষ্টিয়ানিটি।"
২৯শে ,, রবিবার—কেণ্টিশ টাউন, টাউন হল—"তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ।"
,, ,, ,, —শোরডিচ্—মাদকনিবারণবিষয়ক বক্তৃতা।
২রা জুন বৃহস্পতিবার—সোয়েডনবর্গ সোসাইটি।
৫ই ,, রবিবার—ফিন্সবারি চ্যাপেলে উপদেশ—"একেশ্বরবাদ।"
৭ই ,, মঙ্গলবার - ইউনিয়ন চ্যাপেলে (কন্গ্রিগেশনাল) "হিন্দু একেশ্বরবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা।
৮ই ,, বুধবার—ইউনিটেরিয়ান সাম্বৎসরিক।
৯ই ,, বৃহস্পতিবার—ঐ, ভোজ।
১২ই ,, রবিবার—ব্রিষ্টলে উপদেশ।
১৩ই ,, সোমবার—প্রকাশ্য সভা।
১৪ই ,, মঙ্গলবার—সায়ংসমিতি।
১৫ই ,, বুধবার—বাথে প্রকাশ্য সভা।
১৭ই ,, শুক্রবার—লিসেষ্টার।
১৯শে ,, রবিবার—ব্রিমিঙ্ঘ্যাম—প্রাতঃ সায়ং উপদেশ।
২০শে ,, সোমবার—ব্রিমিঙ্ঘ্যামে প্রকাশ্য সভা।
২১শে ,, মঙ্গলবার—নটিঙ্ঘ্যামে প্রকাশ্য সভা।
২৪শে ,, শুক্রবার—ম্যানচেষ্টার।

২৫শে জুন (১৮৭০) শনিবার—ম্যানক্ষেষ্টার ট্রেবেলিয়ান হোটেল—মাদকনিবারণবিষয়ে বক্তৃতা।

২৬শে ,, রবিবার—প্রাতে ম্যানক্ষেষ্টারে ইউনিটেরিয়ান ফ্রী চার্চ্চে উপদেশ।

,, ,, ,, —সন্ধ্যায় লিবারপুলে, ব্রাউন্স চ্যাপেলে (বাপ্তিষ্ট)—উপদেশ।

২৭শে ,, সোমবার—লিবারপুলে প্রকাশ্য সভা।

২৮শে ,, মঙ্গলবার—লিবারপুলে বক্তৃতা।

২০শে জুলাই বুধবার—লণ্ডনে একেশ্বরবাদসমাজস্থাপন।

২৪শে ,, রবিবার—সাউথপ্লেস্ চ্যাপেলে উপদেশ।

৩১শে ,, ,, —সাউথপ্লেস্ চ্যাপেলে উপদেশ।

১লা আগষ্ট সোমবার—ভিক্টোরিয়া ডিস্কশন সোসাইটিতে বক্তৃতা।

৩রা ,, বুধবার—হণ্টেরিয়ান মেডিকেল সোসাইটিতে বক্তৃতা।

১৪ই ,, রবিবার—ষ্টামফোর্ডষ্ট্রীট চ্যাপেলে উপদেশ।

১৯শে ,, শুক্রবার—এডিনবরা ফিলসাফিকল ইনষ্টিটিউশনে বক্তৃতা।

২১শে ,, রবিবার—গ্লাসগো—উপদেশ।

২২শে ,, সোমবার—গ্লাসগো সিটি হল—প্রকাশ্য সভা।

২৭শে ,, শনিবার—লিড্স, টাউনহলে—বক্তৃতা।

২৮শে ,, রবিবার—লিড্স মিল হিল চ্যাপেলে উপদেশ।

৩০শে ,, মঙ্গলবার—লণ্ডন, ক্রিষ্টাল প্যালেস, টেম্পারেন্স উৎসব।

৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার—ইউনিটি চ্যাপেল, ইস্লিংটন, বিদায়সূচক উপদেশ।

,, ,, ,, —এফ্রারোড চ্যাপেল, ব্রিক্সটন্, বিদায়সূচক উপদেশ।

৫ই ,, সোমবার—ব্রিটিষ আণ্ড ফরেণ স্কুল, বরোরোডে—শিক্ষকদিগের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

৬ই ,, মঙ্গলবার—শোরডিচ টাউনহল, বিদায়সূচক মাদকনিবারণ সভা।

৯ই ,, শুক্রবার—ব্রিষ্টল, ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন স্থাপন।

১২ই ,, সোমবার—হানোবার স্কোয়াররুমস্, বিদায়সূচক সায়ং সমিতি।

১৭ই ,, শনিবার—সাউদাম্পটনে, বিদায়সূচক বক্তৃতা।

২৬

গৃহে প্রত্যাগমন

কেশবচন্দ্র অকূলসমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছেন, গৃহের দিকে মন উন্মুখ, তাই বলিয়া কি তিনি ইংলণ্ডকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? পাশ্চাত্য দেশ পশ্চাতে ফেলিযা মিশরে উপস্থিত। এখন কোথায় প্রাচ্যদেশ সম্যক্ প্রকারে তাঁহার হৃদযকে অধিকার করিবে, তাহা না হইযা প্রতীচ্য দেশ এখন তাঁহার হৃদযকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে। অর্ণবপোতে তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। কাহার জন্য? ইংলণ্ডের বন্ধুগণের জন্য। তাঁহারা চিত্তপটে চিত্রিত। তিনি তাঁহাদিগকে পত্র লিখিলেন। বিনানুবাদে সে পত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে কি প্রকারে অবগত করিতে পারা যায়? নিম্নে প্রদত্ত অনুবাদিত পত্রের প্রতি সকলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। পত্রখানি "ইন্‌কোয়ায়ার" পত্রিকা হইতে ধর্ম্মতত্ত্বে * উদ্ধৃত হয়।

ইংলণ্ডের বন্ধুগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের পত্র

"মিশর, ১লা অক্টোবর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

"প্রিয় ভ্রাতৃগণঃ--ঈশ্বরের প্রসাদ আপনাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকুন। তাঁহার পবিত্রাত্মা আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, চির আনন্দিত করুন। আমার ভ্রাতৃপ্রেম আপনারা গ্রহণ করুন। অশ্রুপূর্ণনয়নে আমি আপনাদের নিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্রবেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদিও সে দেশে আমি অল্পদিন বাস করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের প্রেমের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে। শত আকর্ষণে আপনারা আমার নিকটে প্রিয় হইয়াছেন, যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যে অধ্যাত্ম সুদৃঢ় অনুরাগের বন্ধনে আমরা বদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিব না। ইংলণ্ড এখন দৃষ্টির বহির্ভূত,—আমার এবং আপনাদের মধ্যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গরাজি,--এখন আর ইংলণ্ডের হরিদ্বর্ণ

* ১৭৯২ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে ইংরাজী পত্রখানি দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্র, মনোহর পুষ্প, সুরম্য হর্ম্ম্য, নির্জ্জন শিলোচ্চয়, মধুময় গৃহ, মহৎ দানানুষ্ঠান আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে না। তথাপি আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ইংলণ্ড চিরন্তন স্থান লাভ করিয়াছে। আপনাদিগকে বন্ধু বলিয়া, বন্ধু কেন আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া আমি চিরদিন ভালবাসিব, এবং আপনাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলার্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। আপনারা যে দয়া ও বদান্যতা সহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ করিয়াছেন, যে স্নেহসহকারে আপনারা আমাকে, যখন আমি ক্ষুধিত ছিলাম, আহার করাইয়াছেন, যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম, তখন আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন, উহা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্মরণ করিব, এবং আপনাদেব প্রীতির যে অনেকগুলি চিহ্ন আপনারা দিয়াছেন, সেগুলি যত্নের সহিত রক্ষা করিব। ইংলণ্ড, আমি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ, একজন অকিঞ্চন ভারতবাসীর প্রতি তোমার দয়ার জন্য ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

"আমার প্রচারকার্য্যে কৃতকৃত্যতার জন্য, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই। আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষসমর্থনের জন্য আপনাদের নিকটে গিয়াছিলাম, উহার দুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাব পূরণ নিমিত্ত আপনারা প্রস্তুত, এ বিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ সহকারে আমায় যে আপনাদেব কৃত-সঙ্কল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা ভাবি, তখনই আমার আহ্লাদ উপস্থিত হয়। আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশা করি যে, যে বিষয়ে আপনাদের চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্রই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদিগেব নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ—দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নতি-সাধন, সুরাব্যবসায়-নিবারণ, দেশীয় সংস্কারকগণের সংস্কারকার্য্যে রাজকীয় প্রতিবন্ধক অপনয়ন—চাহিয়াছিলাম, ঐ সকলেব সংসাধন জন্য উপায় অবলম্বিত হইবে। এই সকল দেশসংস্করণকার্য্য অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য, ইংলণ্ড, সাহায্য কর, অহো সাহায্য কর, আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশ ও সন্তান সন্ততিগণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব।

"কিন্তু এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কার্য্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহারও কিছু হইয়াছে। আমার অনেক

দিনের আদর্শ—পূর্ব্ব পশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ—স্বপ্ন নহে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যথাসময়ে উহা সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে, ধর্ম্মসম্পর্কে কালের গতি আমার আশাকে সুদৃঢ় করিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিশাখাতেই সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল পরিহার এবং বিশ্বাস ও উপাসনাসম্বন্ধে প্রশস্ত ভূমি স্বীকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িকতার অশেষ বৃদ্ধিতে যে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনারা কষ্টানুভব করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরস্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষ্ণু হওয়া আপনাদের উচিত। আপনাদেব প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে, তাহা হইতে যে ভাবে প্রাণদান করে, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আপনাদেব উদ্বেগ জন্মিয়াছে, তাহারও সুস্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। আঠার শত বর্ষ খ্রীষ্টধর্ম্মে স্থিরতর মতের পব মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্ত্বের পর তত্ত্ব রাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধর্ম্মগ্রন্থের গুরুভারে খ্রীষ্টের ভাব নির্ব্বাপিতপ্রায়। সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চার্চ্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু সত্যের বাণী গম্ভীর ভাবে কর্ণে নিনাদিত হইতেছে—তিনি সেখানে নাই। তাঁহারা মতেব শুষ্ক কূপে জীবনবারি অন্বেষণ কবিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অনুভবের ক্লেশকব শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ ইংলণ্ড যেন বলিতেছে—'আমি মতে পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সম্প্রদায়সমূহে আমার বিতৃষ্ণা উপস্থিত। জীবন্ত বিশ্বাসেব সহজ ভাবে আমি আমার ঈশ্বরেব পূজা কবিব, এবং প্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের মধুরতায় আমি ঈশ্বরেব সকল সন্তান সহকাবে সহযোগিত্ববন্ধনে বদ্ধ হইব।' অন্যান্য জাতিবও এই প্রকার বাসনা ও মনেব গতি প্রতীত হয়। যথার্থই পৃথিবী সেই সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীব পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে মণ্ডলী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছু জানে না। অতীতকালের ইতিহাস এই দিকে দেখাইয়া দেয়—বর্ত্তমান যুগ ইহাই চায়, সর্ব্বত্র ইহারই প্রাভাতিক জ্যোতি, আনন্দচিহ্ন বিদ্যমান। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, ইহা আগমন করিবে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার প্রকৃত মণ্ডলী সংস্থাপন

জন্য আমরা সকলে মিলিত হই। প্রতিজাতি, তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল সত্য ও মঙ্গলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা কিছু পবিত্র ও স্বর্গীয় আছে, তাহা লইয়া আসুন। কোন জাতি, কোন সাম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া সমুচিত নয়, কেন না প্রত্যেকের ভিতর দিযাই ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, এবং কালের গতিতে কোন না কোন আকারে সত্য প্রত্যেকটিব ভিতবে সঞ্চিত রহিযাছে। ইংরেজ ভাই সকল, আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা এবং বিজ্ঞানেব প্রতি সম্মাননা--যে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে অভিব্যক্ত গৌরবান্বিত নিত্যবহমান অপৌরুষেয় দেববাণী—আপনাদের সঙ্গে লইয়া আসুন। উদারচেতা আমেরিকাবাসিগণ, নবভাব, নবসভ্যতা, আত্মা ও মনের যৌবনোচিত সরসতা লইয়া আপনারা আসুন। পাশ্চাত্য দেশীয় সমুদায় জাতি, আপনাদের যাঁহার যে সত্য ধন আছে, লইয়া আসুন। এখনও বৃত্ত পূর্ণ হইল না। প্রাচ্যদেশীয় জাতিসকল তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা, তাঁহাদের উদার ভক্তি, সোৎসাহ বিশ্বাস, গভীব আধ্যাত্মিকতা, এবং তাঁহাদের প্রাচীন বন্দনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে ভাব ও চিন্তাব যে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা লইয়া আগমন করুন। প্রাভাতিক আলোকের সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাচ্যদেশ আসুন। ইহা হইলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মেব বৃত্ত পূণ হইবে। এইরূপে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রাচ্যদেশের দেবনিশ্বসিতরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র একত্র মিলিত হইয়া ঈশ্ববেব প্রবচন হইবে। এইরূপে একের 'মন ও বল' অপবের 'হৃদয় ও আত্মা' ঈশ্বরসেবায় মিলিত হইবে। এইরূপে পরোপকারব্রতের ভাব, যাহা 'সকল প্রকাবেব কল্যাণ সাধন করিয়া পরিভ্রমণ করে' এবং ভক্তির ভাব, যাহা 'উপাসনার্থ পর্ব্বতোপরি গমন করে', এ দুই মিশ্রিত হইয়া মানবের স্বর্গীয় জীবনেব একতা সাধন করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় বংশ, সমুদায় জাতি ঈশ্বরের উদারমণ্ডলী গঠন জন্য—এক জীবনী-শক্তিতে পরিপুষ্ট, এক প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত, এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায়—বিবিধ সুত্রবিশিষ্ট অথচ সমতানে বাদ্যমান মহান্ সর্ব্বনিয়ন্তার স্তোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে সংমিশ্রিতবিবিধস্বর বীণাসদৃশ—একত্র মিলিত হইবে। এইরূপে এই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে,—'তাহারা পশ্চিম হইতে, পূর্ব্ব হইতে, উত্তর হইতে, দক্ষিণ হইতে আসিবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে

উপবেশন করিবে।' কি প্রকাণ্ড ভাব! প্রকাণ্ড কি নয়? বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন করুন; এবং আপনাদের দেশ, আমার দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি আপনাদের প্রশংসনীয় যত্নের ফল লাভ করুন, এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হউন। ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাঁহার সকল সন্ততি মিলিত হইবেন এবং এক পরিবার হইয়া তাঁহার পূজা করিবেন। অতএব আসুন, আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই।

"আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল স্থিরগতি হইয়া, আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ-পূর্ব্বক, বিনীত দাসভাবে উভয় দিক্‌স্থ ভ্রাতৃবৃন্দকে সত্বর পিতার গৃহে গমনের জন্য অনুনয় করিতেছি। এস, ভাইসকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে প্রীতি ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস আমরা সকলে তাঁহার চারিদিকে মিলিত হইয়া তাঁহার পবিত্র চরণ চুম্বন করি এবং তাঁহার পবিত্র নাম গান করি।

" 'কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানে রোধি তাঁর দ্বার
নভস্থলা উচ্চধ্বনি করি উত্থাপন,
রসনা দশ সহস্রে ভরে ধরা তাঁর
নিলয়নিচয় স্তোত্রনিনাদে সঘন।'

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাঁহার সন্তানগণের নিকটে শান্তি ও পবিত্রতা আনয়ন করুক। বিদায়

কেশবচন্দ্র সেন।"

বম্বে উপস্থিতি, অভ্যর্থনা এবং "ইংলণ্ড ও ইংরেজগণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা

অর্ণবযান মিশর পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অকূল সমুদ্র, কেশবচন্দ্রকে বহন করিয়া সমুদ্রপোত দ্রুতগতিতে আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকটে তাহার গতি অতি মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল; কেন না তৎসহ সম্মিলনে ঔৎসুক্যবশতঃ দিন রজনী নিতান্ত ধীরগতি বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, মিশর হইতে পঞ্চদশ দিনে, ১৫ই অক্টোবর (১৮৭০), শনিবার প্রাতে, সমুদ্রযান বম্বের উপকূলে আসিয়া উপনীত হইল। বম্বেস্থ বন্ধুগণ অতি সাদরে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া

গ্রহণ করিলেন। ভারতে পদার্পণ করিয়া সেইদিনমাত্র তিনি বিশ্রাম পাইলেন, পরদিন (১৬ই অক্টোবর) ফ্রামজী কাউসজী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, ইংলণ্ড ও ইংরেজগণ-সম্বন্ধে কি কি ভাব লইয়া আসিলেন, তদ্বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রথমতঃ তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিলেন। উদ্দেশ্য এই, (১) এ দেশের অভাবজ্ঞাপন, (২) ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সখ্যনিবন্ধন। এই উদ্দেশ্য বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা হইয়াছে, তাহা তিনি সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার কার্য্যের প্রতি সহস্র সহস্র ইংরেজ নরনারী যেরূপ নিষ্কপটে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া, ঈশ্বর যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, দৃঢ়তাসহকারে তদনুবর্ত্তন সকলের কর্ত্তব্য, এইটি তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ইংরেজ জাতির যে কোন দোষ দুর্ব্বলতা থাকুক না কেন, সে দেশের সমাজের মূলে যে হৃদয়ের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরেজজাতির উপরিভাগ মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিন্দার অনেক বিষয় দেখিতে পাইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সে জাতির চরিত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য অবলোকন করিবেন। সে দেশের বাহিরের সমুদায় ক্ষুদ্র। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের উচ্চতম পর্ব্বত হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে মূষিকস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সেখানকার বড় বড় নদী ভারতের জল-প্রণালী অপেক্ষা বৃহৎ নহে। সেখানকার বাহিরের বস্তু ছোট বটে, কিন্তু জাতির হৃদয় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ। তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠতা অতি অদ্ভুত। কার্য্য বিনা তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারেন না। এই একজনকে প্রাতঃকালে ইংলণ্ডের রাজবর্ত্মে দেখিতে পাইলেন, দেখিবেন যে সায়ঙ্কালে তিনি এডিনবরাতে উপস্থিত; হয় তো আগামী কল্য কার্য্যোপলক্ষে একেবারে পরপারস্থ প্রদেশে গিয়াছেন। ইংলণ্ডের পরোপকারশীলতা অতি অদ্ভুত। পরোপকারকার্য্যে ইংলণ্ডে প্রতিবর্ষে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয় এবং সহস্র সহস্র নরনারী—কেবল মধ্যবিত্ত নহে, অনেক সম্পন্ন লোক—পরের উপকারার্থ শরীর মন ঢালিয়া দেন। দীন দরিদ্র, দুঃখী মূর্খ ও কুসংস্কারী ব্যক্তিগণের দুঃখমোচন ও সংস্কারের জন্য নরনারী নিঃস্বার্থভাবে জীবন ব্যয়িত করেন। ইংলণ্ডের গৃহপরিবার মাধুর্য্যে ও

পবিত্রতায় সকলেরই মন হরণ করে। তন্মধ্যে যেমন এক দিকে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ আছে, তেমনি পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠগণের শাসনে পরিবারস্থ সকলে শাসিত। এ বিষয়ে ইংলণ্ড ভারতের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। ইংলণ্ডের ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ইংলণ্ডের বিশেষ সদ্গুণ আছে, কিন্তু খ্রীষ্ট যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিয়াছেন, ইংলণ্ড তাহা আজও প্রত্যক্ষ করেন নাই। ইংলণ্ডকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বিষয় ভারতের নিকটে শিক্ষা করিতে হইবে। খ্রীষ্টের পরের হিতসাধন ইংলণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপাসনাশীলতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের নিকট পরিহিতসাধন, জীবনগত ধর্ম্মশীলতা ও নীতিমত্তা ভারত শিক্ষা করিবেন, ভারতের নিকটে ইংলণ্ডকে ভক্তি, বিশ্বাস ও উপাসনা শিক্ষা করিতে হইবে। এখন আর সে দিন নাই যে, ইংলণ্ড শস্ত্রবলে ভারতকে করতলস্থ করিয়া রাখিবেন, তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত হইতে দিবেন না। ইংলণ্ড যদি এ দেশের আঠার কোটি লোককে পদদলিত করিতে চান, ইহার জাতীয় ভাব, প্রাচীন মহত্ত্ব, দেশানুরাগ বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে এখনই ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ধ্বংস হউক। ন্যায় ও হিতৈষণা বিনা অন্য কোন ভাবে এ দেশ শাসন করিতে ভগবান্ কখন দিবেন না। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ অন্য কোন ভাবে নহে, খ্রীষ্টীয় ভাবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিতে তিনি কোন বাহ্য অনুষ্ঠানাদি বোঝেন না, হিন্দু মুসলমান পার্সী প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের সাধারণ ভাবে বিশ্বাস। খ্রীষ্টধর্ম্ম ইংলণ্ডে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে পণ্ডিতগণ মধ্যে সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নরীতি যে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার সৎফলের প্রতি সমধিক আশা। খ্রীষ্টানগণকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের আগমনের বহু দিন পূর্ব্বে খ্রীষ্টের ভাব বিদ্যমান ছিল। যাহা কিছু সত্য ও ভাল, তাহা খ্রীষ্টও ভালবাসেন। আজ ভারতে যদি ভাল লোক থাকেন, খ্রীষ্টানেরা যাহা বলেন বলুন, স্বয়ং খ্রীষ্ট তাঁহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। ইংলণ্ডবাসিগণ তাঁহাকে লইয়া অনেক বাড়াবাড়ী করিয়াছেন, তিনি এই বাড়াবাড়ীর বিরুদ্ধে যত্ন করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। তবে ইহাতে এই লাভ হইয়াছে, সহস্র সহস্র লোকের নিকটে তিনি তাঁহার স্বদেশের কথা বলিতে পারিয়াছেন। সে দেশীয়গণের এ কিছু সামান্য মহদ্গুণ নয় যে, ইংরেজচরিত্রের

দোষগুলির উল্লেখ করিলে আনন্দধ্বনি-সহকারে তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, প্রশংসা করিলে কোন প্রকার তাঁহাদের ভাবোচ্ছ্বাস হয় নাই। এদেশীয়গণ যদি আপনাদের দেশের দোষগুলির প্রতি অন্ধ না হইয়া প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদিগকে অবগত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের সহানুভূতি পাইবেন। মহারাজ্ঞীর এদেশের প্রতি গভীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং সে দেশের সকলেরই তাদৃশ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, আগে যেমন ইংরেজগণ এদেশকে ক্ষুদ্র মনে করিতেন, এ দেশের লোকদিগকে অসভ্য মনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল দর্শন করিয়া, এখন তাঁহারা এদেশকে বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন যদি এদেশীয়গণ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া তাঁহাদের তদ্বিষয়ে সহায়তা চান, সহায়তা পাইবেন, এবং যে দেশের লোক নিজ জাতীয় ভাব সংরক্ষণ করিতে নিতান্ত অবহিত, সে দেশীয় লোক হইতে ভারতের জাতীয় ভাব বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এদেশীয়গণ কি ইংরেজগণের ন্যায় পান ভোজন করিতে চান? তাঁহার বিবেচনায় উহা বর্ব্বরোচিত। ইংলণ্ডের পরিচ্ছদসম্পর্কে বিলাসিতারও প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত। ইংলণ্ডের আর আর ভাল ভাল বিষয় এদেশে গ্রহণ করা হউক, কিন্তু এ দুই যেন কখন এদেশে আনীত না হয়। ইংলণ্ডের সকলই ভাল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ইংলণ্ডে দরিদ্রতা ও মূর্খতা অতি ভয়ঙ্কর। অনেক লোকে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত জানে না। খ্রীষ্টানেরা যাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া কুৎসা করেন, তাহাদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ। কিন্তু এরূপ দুরবস্থা সে দেশে আছে বলিয়া, তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে শিক্ষাদির প্রভাব-বিস্তারের জন্য সে দেশে যত্নও তেমনি হইতেছে। এ দেশের জাতীয় ভাব রক্ষার জন্য যত্ন হউক, কিন্তু পরহিতসাধনজন্য যে সকল অনুষ্ঠান-ব্যবস্থান সে দেশে আছে, তাহা এদেশে সংস্থাপিত হউক; ইংলণ্ডে যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী মহিলারা সে দেশের হিতসাধন করিতেছেন, তেমনি এদেশেও হউক। তিনি এই বলিয়া শেষ করিলেন:—

"স্বদেশীয় প্রিয়বন্ধুগণ, এই বক্তৃতাস্থল হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমায় আপনাদিগকে বলিতে দিন, সেই মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সঙ্কটসময়ে

আমি আপনাদিগকে ঘুমাইতে দিতে পারি না। আমি আপনাদিগকে অতি সুস্পষ্ট সুদৃঢ় বাক্যে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডকে অবলম্বন করিয়া সমুদায় সভ্যতম জাতি সমুদায় প্রাচ্য জাতির প্রতি—বিশেষতঃ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ভারতের প্রতি—পাশ্চাত্য সহানুভূতি নিশ্চয়াত্মকতা-সহকারে আমায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই নিশ্চয়াত্মক বাক্য আপনারা গৃহে লইয়া যাউন, কিন্তু যে কর্ত্তব্য করিতেই হইবে, যে ত্যাগস্বীকারের অধীন হইতেই হইবে, সেই কর্ত্তব্য ও ত্যাগস্বীকার হইতে ভীরুতা ও কাপুরুষতাবশতঃ শঙ্কিত হইয়া পশ্চাদ্‌গামী না হন, এজন্য অদ্যকার রজনী হইতেই আপনাদের মনে ঈশ্বর যেন বিশিষ্ট প্রতিজ্ঞা স্থাপন করেন, এ নিমিত্ত আপনাদের ঈশ্বর, ভারত ও ইংলণ্ডের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া আপনারা শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন না। আপনাদের দেশের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি আপনাদের মনে তাদৃশ উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা অর্পণ করুন, যে উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা আপনাদিগকে বলপূর্ব্বক কষ্ট ও ত্যাগস্বীকারে বাধ্য করিবে। মহারাজ্ঞী এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনারা ভক্তিমান্ হউন। স্বদেশের নরনারী হউন, আর ইংলণ্ডের নরনারী হউন, যাঁহারা কোন প্রকারে আপনাদের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হউন। আমাদের শত্রুরা বা আমাদের বন্ধুরা যেন বলিতে না পারেন যে, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। বিদেশীয় জাতিসমূহ এ দেশের লোকদিগকে যে সকল কল্যাণ অর্পণ করিয়াছেন, সে সকলের আদর যে সমগ্রজাতি বুঝিতে সমর্থ, তৎসূচক মধুর সর্ব্বসম্মত ঈশ্বরের দিকে প্রবাহিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গীতসমতানে সমগ্র ভারত মিলিত হউক। প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের হস্ত উদ্যম প্রদর্শন করুক। প্রার্থনাসমাজের ভ্রাতৃবৃন্দ, সমগ্র বঙ্গে অগ্রসর হইয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হন, এজন্য কি আপনারা উহাকে আহ্বান করিবেন না? বঙ্গের লোকেরা কি এক জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? এ সভায় কি আমায় এই শুনিতে হইবে যে, শিক্ষিত আলোকসম্পন্ন ভারতবাসিগণ—হিন্দু, মুসলমান বা পার্সিগণ—পুতুলে বিশ্বাস করেন? আলোকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কারের ভীষণ শৃঙ্খলে আজও আবদ্ধ? না, আপনারা যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি, আপনাদের হৃদয় একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে স্বীকার করে। তবে আপনারা উঠুন আর বলুন, ভারতবর্ষে সত্যের

পাতাকা উড্ডীন হইবেই হইবে। ঐ দেখুন, পশ্চিম হইতে স্রোতের ন্যায় আলোক আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, ঐ দেখুন, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোককে অজ্ঞানতা, পাপ ও পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য পর্ব্বত সাগর অতিক্রম করিয়া দশ সহস্র হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। তবে আর আমরা অলস থাকিব না। যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতকে বলিতেছে, 'উত্থান কর', তখন ভারত যেন নিশ্চেষ্ট না থাকে। দেশসংস্কারের পক্ষে মহান্ গৌরবান্বিত সময় উপস্থিত—আমার মনে হয়, ভারতের উদ্ধারের জন্য স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। আর আপনারা ঘুমাইবেন না। আমি আপনাদিগের নিকট অতি বিনীতভাবে ভিক্ষা করিতেছি,—আমি আপনাদের পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত—আমি আপনাদিগকে যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিতে বলিতেছি, তাহা আপনারা চিন্তার বিষয় করুন। আমাদিগের দেশের অনেকগুলি নরনারী অজ্ঞানতা, অন্ধকার, পাপ ও কুসংস্কারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এরূপ স্থলে যেন আপনারা না বলেন, আলস্য, ঔদাসীন্য, কপটাচার ও নিশ্চেষ্টতা নবীন ভারতবাসিগণের লক্ষণ হইবে, ববং বলুন, অদ্যকার রজনী হইতে অজ্ঞানতাদির সহিত সন্ধিবন্ধন, নিদ্রা, ঔদাসীন্য, কপটাচরণ বা নিশ্চেষ্টতা থাকিবে না। নবীন ভারতবাসীরা জানেন, ইংলণ্ড ভারতকে কি বলিতেছেন, ইউরোপস্থ ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় উদারচেতা ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কি বলিতেছেন। সভ্যতার ধ্বনি এই, 'অগ্রের দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে', ভারতেরও অদ্যকার রজনী হইতে এই মন্ত্র হউক, 'অগ্রের দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে।'"

উপাসকমণ্ডলীর সভায় কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনার আয়োজন

কেশবচন্দ্র বম্বে পরিত্যাগ করিয়া লৌহবর্ত্মে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে তাঁহাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বন্ধুবর্গ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ৩১শে আশ্বিন, ১৭৯২ শক (১৬ই অক্টোবর, ১৮৭০ খৃঃ) ভারতবর্ষীয় উপাসকমণ্ডলীর সভা আহূত হয়। এই সভায় উপাসকমণ্ডলীকে ভাই প্রতাপচন্দ্র যে কথাগুলি বলেন, আমরা তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অদ্যকার সভায় কেশব বাবুকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত যে এত অধিক ব্রাহ্ম উৎসাহ সহকারে সমাগত হইয়াছেন

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য-সাধন জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিলাতে গিয়াছেন এবং সেখানে যেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রত্যাগমন করিলে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে, সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল বাহ্যিক অভ্যর্থনা করিলে চলিবে না। প্রকৃত অভ্যর্থনা—তাঁহার ভাবের সঙ্গে প্রকৃতরূপে যোগ দেওয়া। তিনি প্রত্যাশা করেন না যে, অনেক টাকা খরচ করিয়া আমরা তাঁহার সমাদর করিব। তিনি যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া সমহৃদয়তা প্রদর্শন করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি যে সকল সত্য এখানে প্রচার করিয়াছিলেন, বিলাতেও তাহাই করিয়াছেন, একটীও নূতন কথা কহেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হীনবুদ্ধি, অজ্ঞান, ক্ষুদ্রহৃদয় হইয়া আমরা সে কথার যত আদর করি নাই, বহুদর্শী সুপণ্ডিত উদারচিত্ত মহাত্মাগণ তদপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। ইহাতে আমরা শিক্ষা পাইতেছি যে, তাঁহার কথার মূল্য আমাদিগকে অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এক দিনের অভ্যর্থনায় তাঁহার প্রতি কি আদর প্রকাশ হইবে? কিন্তু তাঁহার ভাব যাহাতে চিরকালের মত মনের ভাবে পরিণত হয় এবং তাঁহার শুভ ইচ্ছা আমাদিগেরও ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ ঐক্য বন্ধন করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই।

"এই উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাতে একটী পরিবার বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে পিতামাতা, পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া চিনা যায় এবং তদনুসারে কার্য্য করা যায়, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত যাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহার কার্য্যের প্রতি তাঁহাদিগের চিরস্থায়ী অনুরাগ আবশ্যক। আমাদিগের ভ্রাতৃভাব যাহাতে দৃঢবদ্ধ হয় এবং পরস্পরের ধর্ম্মোন্নতির ও চরিত্র-সংশোধনের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টি থাকে, তাহার উপায় করা বিধেয়। তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে যেরূপ হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব, সেইরূপ হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকা উচিত। তাহার দ্বারা আমরা কিরূপ উপকার লাভ করিয়াছি, তাঁহার অবর্ত্তমানে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য কিরূপ চলিয়াছে, এবং শারীরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত হৃদয়ের কিরূপ যোগ আছে, এই প্রকার চিন্তা দ্বারা অন্তরকে প্রস্তুত করিলে,

আমরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে পারিব। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কি বিশেষ প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু হৃদয়কে প্রস্তুত রাখিলে, পুরাতন সত্য সকল নূতন ভাবে লাভ করিব,—নূতন সত্য ত নূতন হইবেই। কি আন্তরিক, কি বাহ্যিক অভ্যর্থনা, সকল কার্য্যে পবিত্র অনুরাগ ও ভ্রাতৃভাব থাকা আবশ্যক। অন্তরে অনুরাগ থাকিলে বাহিরে চক্ষু ও মুখের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবেই, কিন্তু বাহিরে থাকিলে অন্তরে না থাকিতেও পারে। কোন বিদেশীয় রাজা আসিলে কত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়, আমাদিগের ব্যবহার যেন সেরূপ না হয়, হৃদয় সম্পূর্ণ থাকা চাই, বাহিরে যেরূপ হইতে পারে হইবে, নতুবা সম্মানের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অসম্মান করা হইবে।"

কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের পদার্পণ

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক (২০শে অক্টোবর ১৮৭০ খৃঃ) বৃহস্পতিবার, কেশবচন্দ্র কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পথে জব্বলপুর ও এলাহাবাদস্থ ব্রাহ্মভ্রাতারা অতিশয় যত্ন ও প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেশীয় রীতিতে আহার করান। ভাই অমৃতলাল বসু মাঙ্গালোরে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, তিনি বম্বেতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গে আইসেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং অপর অনেকগুলি ভদ্রলোক কেশবচন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ষ্টীমার করিয়া পরপারে হাওড়া রেলওয়ে প্লাটফরমে উপস্থিত হন। সেখানে সকলে মিলিয়া মহানন্দধ্বনিতে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। বহুদিনের পর আপনাদের প্রিয়তম আচার্য্যকে দর্শন করিয়া, ব্রাহ্মগণের ও তাঁহার বন্ধুবর্গের যে কি আনন্দোদয় হয়, তাহা যাঁহারা সে সময়ে স্বয়ং অনুভব করেন নাই, ভাষাযোগে তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার যত্ন বিফল। কল্পনাযোগে যাঁহারা সেই সময়কে মনে জাগ্রৎ করিয়া তুলিবেন, তাঁহারা আজও সে আনন্দ কথঞ্চিৎ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। সে যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনানন্তর সকলে পুনর্ব্বার ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পরপারে আসিলেন। সেখানে একখানি বৃহৎ যুড়ি গাড়ী কেশবচন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে তিনি আরোহণ করিলেন, বন্ধুবর্গ গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে পদব্রজে কলুটোলা বাটী পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে পুনরায় মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল, সে আনন্দধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহুদিনান্তে গৃহে

প্রত্যাগমন করিয়া, পরিজনবন্ধুবর্গের উল্লাসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উল্লাস মিশিয়া গেল। পরস্পরকে সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচন চলিতে লাগিল। গৃহে অভ্যর্থনার জন্য যথোচিত আয়োজন হইয়াছিল। গৃহের যুবা বৃদ্ধ বালক, এমন কি দাস দাসী পর্য্যন্ত, সকলের যেন নূতন জীবন সঞ্চার হইল। গৃহ সুখের উৎসবে পূর্ণ। যে গৃহ তাঁহার অভাবে এত দিন শূন্য ছিল, তাঁহার আগমনে সে গৃহের শোভা আজ কি হইল, অন্তশ্চক্ষু ভিন্ন আর কিছুতে এখন আর তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই।

সঙ্গতে ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উক্তি

গৃহে আসিয়া বন্ধুগণের সহিত কি প্রকার শিষ্টালাপে তিনি সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, পর অধ্যায়স্থ স্মরণলিপি পাঠ করিয়া, সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি কি নূতন ভাব প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহার উপোদ্ঘাত ও তাহার অভ্যর্থনাসংস্কৃত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া, আমরা এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। পর দিন (৫ই কার্ত্তিক) শুক্রবার সঙ্গতে* কেশবচন্দ্র বলেন :—

"আমি এ বয়সে, কি এখানে, কি ইংলণ্ডে, পরীক্ষা দ্বারা যত বিষয় জানিলাম, তাহার সার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে হয়, এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। কার্য্য এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি, তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং যখন হৃদয় তাঁহাতে নিমগ্ন থাকে, তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ণভাবে ধর্ম্মসাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও দর্শে দেখিয়াছি; কিন্তু সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া থাকিলে হইবে না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে; ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন?

* ১৭৯২ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

"পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে হৃদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের কার্য্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। বিলাতে তাহা বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমাদিগের ভাল গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তথাকার সদ্‌গুণ সকল আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা, আমাদিগের মধ্যে যে সকল কার্য্যের বিশেষ অভাব, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সহস্র কার্য্য থাকিলেও, কোন একটি বিশেষ কার্য্যে তাঁহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার জীবন-ধারণ অকারণ। সামাজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য অনুসারে কাহাকে উৎকৃষ্ট, কাহাকে অপকৃষ্ট বলা যায়, কিন্তু কার্য্যগত ধর্ম্ম নাই। এক ব্যক্তি ঘর ঝাঁট দিয়াও সমূহ পুণ্যলাভ করেন, আর এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কার্য্য করিয়াও পাপভাগী হইতে পারেন।

"পশ্চিমের সহিত যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে, আমাদিগের পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে, তাহা রক্ষা না করিয়া, পশ্চিমের গুণ ধারণ করিলে, জন কয়েকের সাহেব সাজা আর চৌরঙ্গীতে থাকা ইংলণ্ড-গমনের এই ফল হইবে। আবার ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের সীমায় বদ্ধ থাকিলে, অনেক সদ্‌গুণে বঞ্চিত হইতে হইবে। পশ্চিমদেশীয়দিগের গুণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, এত দিন আমাদিগের কার্য্যে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আমাদের জীবনে পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দেশীয় লোকে আমাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাদিগের উন্নত ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। পূর্ব্ব পশ্চিম ঈশ্বরের এক পরিবার হইবে। আমি এই যোগের ভাব স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসিয়াছি। স্বচক্ষে এরূপ এক পরিবার দেখা অপেক্ষা গম্ভীরতর সুখকর ব্যাপার আর কি আছে? বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়াছি, 'বিদায়! হে পিতার পশ্চিম নিকেতন', এবং এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তাঁহাদিগের ভাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিগের যাহা ভাল আছে, তাঁহাদিগকে দিব। এই যোগ দ্বারা যে কি শুভ ফল ফলিবে, এখন বলা যায় না। কিন্তু আমরা যে কথা বলি—এক দিক্ করিতে আর এক দিক্ থাকে না—

তাহারাও সেই কথা বলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই দুইয়ের যোগে জীবনের পূর্ণ ভাব দেখাইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

"অনেকে মনে করেন, ইংলণ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি স্নেহ যায় এবং বিজাতীয় হইয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বলি, দেশীয় হৃদয় লইয়া গেলে, বিলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি, এরূপ আর কখনই পারি নাই। মূল্যবান্ কোন বস্তু হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে, তাহার মর্য্যাদা বুঝা যায় না। স্বদেশ এখন একটী মায়ার সামগ্রী হইয়াছে। এই সকল ভাব দৃঢরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি বিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি, তাহা সকলকে পড়িতে হইবে। যাহাতে পূর্ব্ব পশ্চিমের দৃঢ যোগ সংসাধিত হয়, 'মিরার' দ্বারা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

"আমার ইচ্ছা, অন্ততঃ একবৎসরের জন্য কার্য্য বিভাগ করিয়া কতকগুলি লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া যদি কাজ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ কাজ করা হয় এবং কোন ভাবনা থাকে না। আমরা কত কাজ তাঁহার নাম করিয়া করি, কিন্তু কত কুটিল অভিসন্ধিতে তাহা পণ্ড করিয়া দেয়। স্পষ্টরূপে এক বুরুল অগ্রসর হওয়াও ভাল, অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, মনে করায় কোন ফল নাই। কাজকে আমরা কঠিন বোধ করি, কিন্তু উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ করা অনেক সহজ। ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন ঋষি এবং হাত বিলাতী হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের নানা কার্য্য করিতে গেলে মন প্রকৃত পক্ষে বিক্ষিপ্ত হয় না, যেখানে যাই, তাঁহার ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান যায়। বিলাতের গাড়ী ঘোঁড়ার কথা অনেক বলা ও শুনা গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, অসার, কিন্তু সকলে যাহাতে সেখানকার ব্যাপার সকল অনুভব করেন, তাহাই প্রার্থনীয়। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা কত বাড়িয়াছে; স্বয়ং মহারাণী, কত বিদ্বান্ লোক, সমুদায় সভ্যজাতির স্নেহদৃষ্টি উহার উপর পড়িয়াছে। কাল ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দাঁড়াইয়াছে, উহা ভাবিলে সে ভাব কি হৃদয়ে ধারণা করা যায়? ইহা চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে সকলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।"

প্রত্যাগমনের পর অভ্যর্থনা

৮ই কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক (২৪শে অক্টোবর, ১৮৭০ খৃঃ) প্রায় শতসংখ্যক ব্রাহ্ম প্রাতে লোহবর্ত্মযোগে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে সমবেত হন। দুর্য্যোগবশতঃ লোক-সংখ্যা যত দূর হইবার কথা ছিল, তাহা হইতে পারে নাই। সে দিনকার অভ্যর্থনার ব্যাপার আমরা নিজ ভাষায় না বলিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বে * এ সম্বন্ধে যে একটি সংবাদ বাহির হয়, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বিগত ৮ই কার্ত্তিক ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভাগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মেরা বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রাতে প্রায় একশত লোক রেলগাড়ীতে সেয়ালদহ হইতে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র সরকারের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধরের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া এবং আমাদের দেশের ও আমাদের মঙ্গলের জন্য যে এত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাসূচক মনের ভাব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বিলাতে আপনি যেরূপ সমাদর ও অনুরাগ ও উপহার পাইয়াছেন, তাহার তুলনায় আমাদের এ সমস্ত অতি সামান্য এবং আপনার উপযুক্ত নহে। ভ্রাতঃ! তুমি দীর্ঘজীবী হও। এই বলিয়া দেশীয় রীত্যনুসারে তাঁহার হস্তে পট্টবস্ত্রের যোড় ও পুষ্পমালা অর্পণ করিলেন। আমাদের আচার্য্য মহাশয় এই ভাবে বলিলেন যে, আমি বিলাতে বাহ্যিক কোনরূপ চিহ্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আপনাদের হৃদয়ের প্রীতি ও সমাদর আমার পক্ষে অতিশয় আনন্দজনক ও প্রীতিকর। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইতেছে আপনাদের পক্ষে ইহা সামান্য, কিন্তু আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি হৃদয় চাই বাহিরের কোন চিহ্ন আমাকে ভুলাইতে পারিবে না এবং আমিও উহা চাহি না। আমাকে যেমন আপনারা হৃদয়ের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু দান করিলেন, আমিও যেন আপনাদের ভৃত্য হইয়া হৃদয়ের অনুরাগের নিদর্শন

* ১৭৯২ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ দয়াময় নামের মালা আপনাদের গলায় পরাইয়া দি। পরে সকলে আনন্দ ও প্রীতিসহকারে সেই দয়াময়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিম্নলিখিত নূতন গীত দ্বারা উপাসনা আরম্ভ হইল,—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

বন্ধু আগমনে মোরা হৃদয় আনন্দে ভরি, পূজিতে এসেছি পিতা আজি তোমার চরণ।
পিতা তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, ধন্য ধন্য পিতা তুমি জগতের প্রাণধন।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, সাগরতরঙ্গ তরি, পিতা তব প্রেমরাজ্য করি সর্ব্বত্র স্থাপন;
সাধিয়া তোমার কাজ প্রত্যাগত ভ্রাতৃমাঝ, সেই তব প্রিয়দাস, ভারতের সুখবর্দ্ধন।
হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, ধর ধর ধর পিতা, জানিনা কেমনে তোমার পূজিতে হয় চরণ; এই ভিক্ষা দয়াময়, হয়ে সবে একহৃদয়, সেবি যেন তোমায় পিতা সঁপিয়ে জীবন প্রাণ

"অবশেষে ভোজনের সময়ে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে, শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্য মহাশয়কে উপযুক্তরূপে অল্প কথায় অভ্যর্থনা করিলেন। আহারান্তে আচার্য্য মহাশয় ইংলণ্ডে কিরূপে দিন যাপন করিতেন, তত্তৎসম্বন্ধে সেই দেশসংক্রান্ত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বারা সময় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।"

ব্রাহ্মিকাগণের অভিনন্দনপত্রী দান

২৬শে কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক, বুধবার (৯ই নভেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ) ব্রাহ্মিকাগণ কেশবচন্দ্রকে অভিনন্দনপত্রী দান* করেন। তিনি ইংলণ্ডে নারীজাতির হইয়া যে সকল বিষয় বলিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে যাহা বলেন, তাহাতে সকলের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, এবং তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে ইংলণ্ডের সেই সকল বিষয়ে আলোচনা করেন, যাহাতে তাঁহাদিগের উপকারের সম্ভাবনা। আলাপান্তে ইংলণ্ড হইতে আনীত কতকগুলি দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করেন।

ফরিদপুর ব্রাহ্মগণের প্রেরিত অভিনন্দনপত্র

এই সময়ে ফরিদপুরের ব্রাহ্মগণ তাঁহার নামে এক সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ অভিনন্দনপত্রের† কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

* ১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।
† ১৭৯২ শকের ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ণ অভিনন্দনপত্রখানি দ্রষ্টব্য।

"আপনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও দয়াময়ের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তথাকার উদারপ্রকৃতি দূরদর্শী বিজ্ঞ ধাম্মিকগণের এবং পরোপকারব্রতাবলম্বিনী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভগিনীদিগের হৃদয় মন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ও আমাদের দেশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। সুরারূপ রাক্ষসী যে এ দেশকে গ্রাস করিয়া সহস্র সহস্র যুবাকে প্রথমতঃ অমানুষবৎ করিয়া অবিলম্বে করালকালকবলে পাতিত করিতেছে, আপনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে যথাযথ বর্ণন করিয়া সমুচিত প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং ভারতসীমন্তিনীগণের শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণ জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নূতন বল, নূতন উদ্যমের সহিত কর্ম্মক্ষেত্র বহুল বিস্তার করিয়া লইয়াছেন।

"এবম্বিধ মহোপকারী, দেশহিতৈষী, বিশুদ্ধস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ, মহানুভব ব্যক্তির প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করা ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া লোকের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যেরূপ মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন, আমাদের সে প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, আপনি আমাদের হৃদয়ের ভাববিজ্ঞাপক এই অকিঞ্চিৎকর পত্রখানি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ মনে করিব।"

২৭

স্মৃতিলিপি

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে বিলাতে বিদায় দিয়া, বিশ্বাসিগণ এখানে এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন, যেন তাঁহাদের প্রাণ এখানে ছিল না, শরীরটা কেবল পড়িয়াছিল। তাঁহার বিলাতগমনের অল্প দিন পরেই শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র, শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল ও শ্রীযুক্ত ভাই গৌরগোবিন্দ প্রচারার্থ মাঙ্গালোরে চলিয়া গিয়াছিলেন, কলিকাতা অত্যন্ত শূন্য বোধ হইয়াছিল। সকলের মন বিলাতের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। দুই জন বিশ্বাসীর পরস্পর দেখা হইলেই, বিলাতের সংবাদ কি, এই প্রশ্ন প্রথমেই জিজ্ঞাসিত হইত। বিলাতী সংবাদপত্রে আচার্য্যদেবের কার্য্য-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ বাহির হইত, তাহাদের মধ্যে যে সকল পত্রিকা এখানে প্রেরিত হইত, সকলে মিলিয়া তাহা পাঠ করা বিশেষ আনন্দের কারণ হইত। সকলেই কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের সময়ের প্রতি আশানয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। অক্টোবর মাসে যখন আচার্য্যদেব ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মুখকমল দর্শন করিয়া সকলের দুঃখ দূর হইল এবং তাঁহার মুখে বিলাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের অপার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের রসনা দিবানিশি কথা বলিয়াও পরিশ্রান্ত হইতে জানিত না। তাঁহার গণনাতীত বন্ধুগণও দলে দলে আসিয়া অবিশ্রান্ত সেই আনন্দবর্দ্ধক সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপ্যায়িত হইতেন। তিনি যে দিন ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন কলিকাতাবাসী এবং কোন কোন মফঃস্বলনগরবাসীদিগের অত্যন্ত আনন্দের দিন ছিল। সকলের মনে অত্যন্ত আনন্দোদয় হইয়াছিল। আফিসের কর্ম্মচারীই হউন, আর বিদ্যালয়ের ছাত্রই হউন, অথবা যে কোন লোক হউন, যাঁহাদের তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের মনও কেমন একটা আন্দোলন অনুভব করিয়াছিল। সে দিন যেখানে সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে কথা লইয়া দিনপাত হইয়াছিল। তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য হাওড়া

ষ্টেশনে পারাবার হইবার ষ্টীমারে এবং কলিকাতার গঙ্গাতীরে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, তাহা তাহারই প্রমাণ। লাট সাহেব বা অন্য কোন বড় লোক আসিলে, কেহ বা কর্ত্তব্য অনুরোধে, কেহ বা বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ হেতু একত্র সমবেত হন, কিন্তু এস্থলে তাহা নহে, অকপট প্রেম, অকপট অনুরাগ, প্রকৃত উৎসাহ হইতে এত লোক তাঁহার নামে একত্র হইয়াছিলেন।

যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার শরীর সুস্থ, রূপ অধিকতর লাবণ্যযুক্ত, মুখকমল বিকশিত দেখিয়া, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কলুটোলার ত্রিতলস্থ গৃহে— যেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র বসিতেন, সেই গৃহে—পরিবার ও বন্ধুবর্গের অশেষ আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে কেশবচন্দ্র আসিয়া বসিলেন। এ দিকে তিনি ইংলণ্ডে যে সমস্ত ছবি, পুস্তক, বস্ত্র ও অপরাপর সামগ্রীরাশি উপঢৌকনস্বরূপ পাইয়াছিলেন, তাহা আনিয়া রাশীকৃত করা হইল। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সামগ্রীর পরিচয় কেশবচন্দ্র বন্ধুদিগের নিকট প্রদান করিতে লাগিলেন। বন্দনীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তলিপিসম্বলিত পুস্তক উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। উপস্থিত কেহ কেহ মস্তক অবনত করিয়া তৎপ্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিস্ময়াপন্ন বন্ধুদিগের প্রশ্নের আর অবধি রহিল না। রাজপ্রাসাদ কিরূপ, ভারতেশ্বরী দেখিতে কেমন, রাজ পরিবারের বালক বালিকার ব্যবহার কি প্রকার, তথাকার ভদ্রলোকের গৃহের ব্যবস্থা ও নিয়ম কিরূপ, জনসমাজে ধর্ম্মভাব কি প্রকার, লোকের দয়া ও সৎকার্য্য কিরূপ, এ দেশীয় ইংরেজ ও বিলাতের সাহেবদিগের মধ্যে পার্থক্য কি প্রকার, এই সমস্ত প্রশ্নের বিষয় ছিল। এ দেশীয় লোক রাজাকে লোকাতীত জীব এবং তাঁহাদিগের গতি ও রীতিও লোকাতীত মনে করেন, উপস্থিত বন্ধুগণ যখন ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারতের মহারাণীর দয়া, নম্রতা, প্রজাবাৎসল্য ও অন্যান্য সদ্গুণের কথা, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের প্রতি এরূপ সকরুণ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন সকলেই বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতাসাগরে মগ্ন হইলেন। রাজ-পরিবারের বালক বালিকার যে এরূপ অমায়িক ভাব হইতে পারে, তাহা কেহই মনে কল্পনা করিতে পারেন নাই।

কেশবচন্দ্রের প্রতি ভারতেশ্বরীর ঈদৃশ সকরুণ ব্যবহার, রাজপরিবারের

এরূপ অমায়িক ভাব, মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল পনসনবির এতাদৃশ সদ্ভাব, উচ্চতম ইংরেজদিগের এরূপ সদ্ব্যবহার এবং সমগ্র ইংরেজ জাতির এ প্রকার সদ্ভাবের কথা শুনিয়া, সকলের মনে সমস্ত ইংরেজ জাতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি শত গুণ বর্দ্ধিত হইল, তাঁহাদিগের ও ইংরেজদিগের মধ্যে ব্যবধান যেন তিরোহিত হইয়া গিয়া, ইংরেজ জাতিকে আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং ভগবান্ যে তাঁহাদের হস্তে ভারতের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সে জন্য অনেকের হৃদয়ে বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের বিলাতদর্শনে ভারত ও ইংলণ্ড যে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। তথাকার নারীগণের চরিত্র, জীবন ও কেশবচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাবের কথা শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। স্বদেশ বিদেশের কোন প্রভেদ না করিয়া মাতৃস্নেহ যে রমণীগণের মনে সর্ব্বত্র আবির্ভূত, তাহা ইংলণ্ডীয় নারীদিগের জীবন প্রমাণিত করিল, কেন না মাতার ন্যায় তাহারা কেশবচন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতেন। লিবারপুলে সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য হিকসন পরিবারে যখন তাঁহার সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, তখন সেই গৃহের গৃহিণী তাঁহার কষ্ট দেখিয়া এবং বিপদাশঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। গর্ভজাত সন্তান বা সহোদর ভ্রাতার সঙ্কট রোগে জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিলে নারীগণ যেমন উদ্বিগ্ন ও কাতর হইয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রের রোগে হিক্‌সন্ পরিবারে ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

যে নগরে তিনি যাইতেন, তাঁহাকে অতিথি করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলে তথাকার লোকেরা, বিশেষতঃ নারীগণ আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিতেন, এজন্য নগরবাসীদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে ঈর্ষা ও মনোবেদনা উপস্থিত হইত। কেশবচন্দ্র বলিলেন যে, একটি নগর-বিশেষে তিনি উপনীত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখেন যে, তিন জন সাহেব ও এক জন বিবি উপস্থিত। প্রতিজনেই আপনার গৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র সঙ্কট অবস্থায় পতিত হইলেন এবং অবশেষে নারীজাতির প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন জন্য সেই বিবির বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন, অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধু শার্পপরিবারে লণ্ডন

নগরে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই পরিবার একটি ইংলণ্ডীয় সুখী পরিবারের আদর্শস্বরূপ; অনেকগুলি পুত্র কন্যায় পূর্ণ ছিল। কেশবচন্দ্রকে পাইয়া তাঁহাদের পারিবারিক আনন্দের আর সীমা ছিল না। দিবানিশি সকলে, বিশেষতঃ শার্পদুহিতৃগণ অত্যন্ত আমোদ, আনন্দ ও তাঁহার সেবাজনিত ব্যস্ততায় সময় যাপন করিতেন। যে কোন গল্প—বিশেষতঃ ভারতবর্ষসম্বন্ধে—তাঁহারা শ্রবণ করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এবং অনুরাগ ও শ্রান্তিবিরহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচর ভাই প্রসন্নকুমার যত ক্ষণ গৃহে থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তায় এমনি ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহারা পরস্পরে বাঙ্গালা ভাষায় মনের স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন না। কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং মাতৃভাষায় কৌতুকাদি করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব ও মনের শ্রান্তি দূর করিতেন। তিনি সামান্য শয্যার পক্ষপাতী ছিলেন, রাত্রি অধিক হইলে যখন তিনি শয়নাগারে গমন করিতেন, তখন সময়ে সময়ে সুকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের মেজের কার্পেটের উপর শয়ন করিতেন এবং সভ্য পরিচ্ছদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত গোবিন্দ অধিকারীর অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষায় কৃষ্ণযাত্রার কথাগুলি উচ্চারণ করিতেন এবং অন্তরের সহিত হাস্য করিতেন। শার্পদুহিতৃগণ তাঁহাদের হাস্য পরিহাস শ্রবণ করিয়া মনে করিতেন যে, বুঝি কোন সৎপ্রসঙ্গ অথবা কোন আমোদজনক প্রসঙ্গ হইতেছে, তাঁহাদের তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা বিশেষ ক্ষোভের বিষয়। তাঁহারা সেই রাত্রিতে কেশবচন্দ্রের দ্বারে প্রবল আঘাত করিয়া, গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিবার জন্য, বিশেষ আয়াস প্রকাশ ও চীৎকার করিতেন। কেশবচন্দ্র বলিয়া উঠিতেন, এখন আমরা ভারতবর্ষে আছি, তোমাদিগের এখানে আসিবার অধিকার নাই।

অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কারের দৃষ্টান্ত রূপে তিনি বলিলেন যে, শার্পপরিবারের এক জন দাসী ছিল, সে কেশবচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত মলিন রং ও বিদেশীয় পরিচ্ছদ দর্শনে এবং 'ইণ্ডিয়ান' নাম শ্রবণে তাঁহাকে নরভোজী রাক্ষস, কি কি মনে করিত, তাহা সেই ব্যক্তিই জানিত। সে

তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করিত, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইত না। এক দিন সেই নারী এক রবিবারে একটি উপাসনালয়ে উপাসনা জন্য গিয়া দেখে, কেশবচন্দ্র তথায় উপাসনাকার্য্য করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন। সে নারী সেই দিন তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, তিনি অদ্ভুত জীব নহেন, এক জন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ, ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন। সেই দিন হইতে সে তাঁহার অত্যন্ত অনুগত হইল এবং অতিশয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাঁহার সেবায় রত হইল। ইংরেজদিগের পারিবারিক পবিত্রতাসম্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রশংসা করিলেন। ইংরেজ সমাজের নরনারী একত্র হইয়া নৃত্য করা সম্বন্ধে অনেক কথা উত্থাপিত হইল। সে সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিলেন যে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইংরাজী বলের সহিত ইংরেজ জাতীয় ধর্ম্মনায়ক ও ধর্ম্মযাজকগণ কোন সহানুভূতি রাখেন না এবং এ প্রথা সকল সময়ে নীতিবৰ্দ্ধক নহে কিন্তু একথা বলা নিতান্ত অজ্ঞানতামূলক যে, পবিত্রভাবে ইংরেজ নরনারীগণ একত্র নৃত্য করিতে পারেন না। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতা রূপবতী যুবতী কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া একত্র নৃত্য করিতেছেন। তবে আমাদিগের চক্ষে এরূপ নির্দ্দোষ নৃত্য অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়, বালকত্ব মনে হয়, এবং উহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা সুকঠিন। বিবাহ ও স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত ইংরেজসমাজের সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু উন্মত্ত ব্যতীত কে এ কথা বলিবে যে, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজে সাধারণতঃ অপবিত্রতা প্রবল। বিবাহার্থিগণ অথবা বিবাহিত যুবক যুবতীগণ এদেশে পিতা মাতা গুরুজনের নিকট পরস্পর সম্বন্ধে সঙ্কুচিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু ইংলণ্ডে গুরুজনের নিকট দাম্পত্যপ্রেম লজ্জার বিষয় নহে। নববিবাহিত যুবক যুবতী গুরুজনের সম্মুখে পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, এরূপ বাক্যালাপ করেন যে, এদেশে তাহা কল্পনার আনাও সকলে নিন্দনীয় মনে করেন। বিশেষতঃ বিবাহার্থী যুবক যুবতীগণ গুরুজনের সমক্ষে পরস্পরের প্রতি যেরূপ ভাবে প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করেন ও যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা এদেশে গুরুতর অপরাধের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

ইংরেজদিগের হিতৈষণার প্রশংসা করিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেন

না। তিনি বলিলেন যে, তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন ফ্রান্সের সহিত প্রুষিয়া দেশের বিখ্যাত মহাযুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধের আহত সেনাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য ইংলণ্ডীয় পরহিতৈষী পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যে মহাব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সেবাকার্য্যের আয়োজন জন্য এবং শুশ্রূষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রানিমিত্ত দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বলিলেন যে, ইংলণ্ডীয় লোকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধেই হউক, আর সংসার সম্বন্ধেই হউক, বীরোপাসক (Hero-worshipper)। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বীরত্ব আছে, তাহা বুঝিতে পারিলে, ইংরেজগণ তাঁহার প্রতি এমন সমাদব করেন যে, যেন তাঁহারা সেই ব্যক্তির পূজা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এ দেশে যেরূপ লোকে সকল কার্য্য ছাড়িয়া সংপ্রসঙ্গ করিয়া থাকে, বিলাতে সে ভাব অত্যন্ত বিবল। আহারের সময় অথবা পিক্‌নিক্ (বনভোজন) করিতে গেলে স্ব স্ব রুচি-মত প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র এইরূপ পিক্‌নিকে সর্ব্বদাই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং সেই সময় অবসব পাইয়া গভীরভাবে সংপ্রসঙ্গ করিতেন। তাঁহার সংপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য নরনারীগণ, বিশেষতঃ পাদরী সাহেবগণ তাঁহাব চারিদিকে একত্রিত হইতেন এবং শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাঁহাব কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি বলিলেন যে, ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকটা অনভিজ্ঞ। ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ সঙ্গতসভার প্রভাবে এদেশের সামান্য বালকগণও যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত, ইংলণ্ডেব উচ্চশ্রেণীস্থ পাদরী সাহেবগণও উহা শুনিয়া অবাক্ হন। তাঁহার মুখের প্রসঙ্গ সকল শুনিয়া কয়েক জন পাদরী এবং জন কয়েক বিবি তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেবারেণ্ড চ্যানিং নামে জনৈক পাদরী সাহেব তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সেখানে এরূপ সঙ্কীর্ণ-হৃদয় নরনারীর সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ হইয়াছিল যে, তাঁহারা বলিতেন, তিনি কবে জলসংস্কাব গ্রহণ করিবেন, সেই জন্য তাঁহারা নিয়ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এক দিন এক জন বিবি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ দেখাইয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টান হইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন; পরে যখন দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার কথা শুনিবার লোক নন, তখন তাঁহার প্রতি তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইলেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর কেশবচন্দ্রের একজন অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। অনেক

বার তিনি পণ্ডিতবরের গৃহে গিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতবরও তাঁহার বাসভবনে আসিয়াছিলেন। মোক্ষমূলরের অধ্যয়নগৃহ ক্ষুদ্র ছিল, তাহার মধ্যেই বসিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতেন, এবং বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিতেন। তিনি তাহার গৃহে চারি দিকে রাশি রাশি পুস্তক ও পুথি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। এক দিন কেশবচন্দ্র দেখেন যে, পণ্ডিতবর ঋগ্বেদে কতগুলি শব্দ অকারে আরম্ভ, তাহার গণনা করিতেছেন। তাঁহার আকৃতি ও অধ্যয়নগৃহের অবস্থা দেখিলেই, তাঁহাকে এদেশীয় একজন ভট্টাচার্য্য বলিয়া বোধ হইত। কাশীধাম, এ দেশীয় পণ্ডিতগণ ও সংস্কৃত বিদ্যাসম্বন্ধে এক দিন কেশবচন্দ্রের সহিত মোক্ষমূলরের কথা হইল। কথান্তে কেশবচন্দ্র পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ সংস্কৃতের আকর স্থান কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করেন না? মোক্ষমূলর উত্তর করিলেন, "আমি নিরন্তর কাশীতেই বসিয়া আছি। আমার এই গৃহকে আমি কাশীধাম জ্ঞান করি। কাশী আমার হৃদয়ে। আমি ভারতে গিয়া চক্ষে কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাশী-সম্বন্ধে আমার আদর্শ এত উচ্চ যে, কি জানি, আমি তথায় গেলে সে আদর্শ খর্ব হয়, আমার আদর্শ অনুসারে কাশী দেখিতে না পাই।"

অনেকেই অবগত আছেন যে, মৃত মহাত্মা শ্রদ্ধাস্পদ ডীন ষ্টানলি সাহেব কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে হানোবার স্কোয়ার রুমে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতাই তাহার সাক্ষী। তাঁহার পত্নী লেডি অগষ্টা ভারতেশ্বরীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। লেডি অগষ্টা কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এক দিন কেশবচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত (Great Men) মহাপুরুষসম্বন্ধে বক্তৃতাটি ডীন সাহেবকে পাঠ করিতে দেন। এই বক্তৃতায় মহাপুরুষদিগের ধর্ম্মজগতে যে উচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, খ্রীষ্টকে মহাপুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত করিয়া যেরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ডীন ষ্টানলি তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া এক দিন কেশবচন্দ্রকে বলিলেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনিও ঠিক এইরূপ একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপদেশটি কি মুদ্রিত হইয়াছে, না তাহার কোন পাণ্ডুলিপি আছে? শ্রদ্ধেয় ডীন বলিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং তাহার পাণ্ডুলিপি এখন নাই। এই ঘটনায় স্পষ্ট

বুঝা যায়, মৃত মহাত্মার কত দূর উদার মত ছিল এবং কি কারণে তিনি কেশবচন্দ্রের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন।

যখন কেশবচন্দ্র প্রথমে বিলাত গমন করেন এবং দুই একটী বক্তৃতা করেন, তখন এক জন উচ্চপদস্থ সুবিদ্বান্ পাদরী সাহেব অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "মিষ্টার সেন, ইংলণ্ড অতি কঠিন স্থান, ইহা ভারতবর্ষ নহে যে, কেবল মনের ভাবুকতা ব্যক্ত করিলে লোকে সন্তুষ্ট হইবে। এখানকার লোক বক্তৃতায় বিদ্যাবত্তা দেখে, যদি গ্রীক্ ল্যাটিন হিব্রু ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতার পরিচয় আপনি না দেন, তাহা হইলে দিন কতক পরেই আপনার মনের ভাব ফুরাইয়া যাইবে এবং দেশীয় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোক সকল আপনার বক্তৃতার আর সমাদর করিবেন না; অল্প লোকেই আপনার বক্তৃতা শুনিতে আসিবেন।" কেশবচন্দ্র অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন, তিনি আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি মৃদু ও বিনীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, আমি বিদ্বান্ লোক নহি, ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি ভাষা কখন অধ্যয়ন করি নাই, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আমি তত অভিজ্ঞ নহি। আমার মনে যেরূপ ভাব হয়, বক্তৃতায় তাহাই বলিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে কেশবচন্দ্র বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন প্রত্যাদেশের প্রস্রবণ এবং রসনা বজ্রসদৃশ হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অগ্নিময় বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পর তাঁহার সেই বন্ধু তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখিত অন্তরে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন "মিষ্টার সেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাকে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের ন্যায় সেই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক, যাঁহারা পুস্তকাদি পাঠ, মানসিক চিন্তা ও তৎসদৃশ কষ্টকর কার্য্য দ্বারা উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে যান, অথচ অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হন না। যেখান হইতে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার সকল নিকটবর্ত্তী হয়, এখন আমি দেখিতেছি, ভগবান্ আপনাকে সেই উচ্চস্থানে আরূঢ় করিয়াছেন, এবং আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এমনি সুতীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতই সেই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, যেখান হইতে স্বর্গরাজ্যের বিষয় সকল প্রত্যক্ষ দেখা

যায় ও শুনা যায়। * আপনাকে আমি অন্য লোকের সহিত তুলনা করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। আপনি স্বর্গরাজ্যের নূতন কথা প্রতিদিন বলিতে থাকুন, আপনার কথা কখন পুরাতন হইবে না এবং যতই আপনি বক্তৃতা করিবেন, ততই আপনার কথা শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং তাহা শুনিয়া নূতন আলোক লাভ করিবে।" আর একজন উচ্চপদস্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রের কথা শুনিতে শুনিতে ও ভাব দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, "মিষ্টার সেন, আমি যতই তোমার কথা শুনি ও তোমাকে দেখি, তোমার সরলতার মধ্যে আমি খ্রীষ্টের সরলতা দেখিতে পাই; তোমার বিশ্বাস, বিনয়, সুকোমল ভাব, প্রেম প্রভৃতি গুণের মধ্যে সেই খ্রীষ্টের গুণের প্রতিভা নিরীক্ষণ করি। আমি যতই তোমার পদতলে বসিয়া তোমার কথা শুনি, ততই আমি খ্রীষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই তোমাকে দেখি, তোমার ভাবের মধ্যে আমি খ্রীষ্টকে দর্শন করি। তোমাকে দেখিয়া অবধি যেন খ্রীষ্ট আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এবং তোমার কথা শুনা পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট-সম্বন্ধে আমার মনে নূতন আলোক আসিয়াছে।" কেশবচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে কত সময়ে কত প্রকারে তাঁহার বিলাতভ্রমণসম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি, সে সকল স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন।

---

* কেশবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ৩২ বৎসর।

২৮

কার্য্যানুষ্ঠান

সংস্কারকার্য্যজন্য একটী মূলসভার অন্তর্গত পাঁচটী বিভাগ স্থাপন

পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়কে সম্মিলিত করিবেন, এজন্য কেশবচন্দ্র কার্য্যতঃ উদ্যোগী হইলেন। তিনি ব্রাহ্মবন্ধুগণকে এতদুদ্দেশে আহ্বান করিলেন। ৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক (২৫শে অক্টোবর, ১৮৭০ খৃঃ) তাঁহারা তাঁহার গৃহে আহ্বানানুসারে একত্র মিলিত হইলেন, * তিনি সংস্কারের কতকগুলি উপায় তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারাও অতি আহ্লাদ সহকারে সংস্কারকার্য্যে যোগ দিলেন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে একটী মূল সভার অন্তর্গত পাঁচটী বিভাগ সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয়।

১। সাধারণ লোকদিগের উন্নতি সাধন করা।

২। বিবিধ উপায়ে স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা।

৩। সাধারণ লোকদিগের উপযোগী সরলভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রচার করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করা।

৪। সুরাপাননিবারণ জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করা।

৫। দীন দুঃখীদিগকে ঔষধ, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করা।

"ভারতসংস্কারক সভা" স্থাপন ও তাহার প্রথম অধিবেশন

২রা নবেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ (১৭ই কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক) রীতিমত "ভারত-সংস্কারক সভা" সংস্থাপিত হয়। তৎপর ৭ই নবেম্বর, ২২শে কার্ত্তিক, সোমবার "ভারতসংস্কারক সভার" প্রথম অধিবেশন হয়। † সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ ধর হন। নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি বিভাগে এক এক জন সহকারী সভাপতি, এক এক জন সহযোগী সম্পাদক এবং কয়েকজন সভ্য লইয়া এক একটী অধ্যক্ষ সভা স্থাপিত হয়। জাতি

---

* ১৭৯২ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের সংবাদস্তম্ভ দ্রষ্টব্য।

† ১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে "ভারতসংস্কারক সভার" বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সভার উদ্দেশ্যের প্রতি অনুরাগবান্ ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সভ্য হইবেন, তাঁহাদিগকে বর্ষে এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে, নিয়ম হয়। পাঁচ বিভাগে বিভক্ত সভার উদ্দেশ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

এতদ্দেশের মহিলাগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। বালিকাবিদ্যালয়, অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা-প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকটন এবং পরীক্ষা ও মহিলাদিগকে পারিতোষিক দান, আপাততঃ এই সমুদায় উপায় এই সভাকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবে।

২। সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়।

শ্রমজীবী লোকদিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য এই সভা হইতে কলিকাতা ১৩নং মেরজাপুর ষ্ট্রীটে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। প্রতি সোমবার, বুধবার এবং শনিবার অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে ভাষাজ্ঞান, অঙ্কবিদ্যা, ভূগোল, বস্তুবিচার, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইবে। মধ্যমাবস্থার লোকদিগকে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সূত্রধর, দরজী, লিথগ্রাফ্, কম্পোজিটরের কাজ, এন্‌-গ্রেবিঙের (বুলির) কাজ এবং ইংরাজী হিসাব রাখা প্রভৃতির কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। সুলভ সাহিত্য বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত।

সাধারণ জনসমাজে বিদ্যাপ্রচারোদ্দেশে সময়ে সময়ে অল্পমূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। "সুলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যে একখানি পত্রিকা শীঘ্রই বাহির হইবে। ঐ পত্রিকায় সহজ

ভাষায় রাজনীতি, সামাজিক উন্নতি, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইবে।

৪। সুরাপান ও মাদকনিবারিণী (সভা) বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায়।

এদেশে সুরাপানরূপ ভয়ানক পাপের স্রোত নিরুদ্ধ করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সুরাপান ও অন্যান্য মাদক হইতে বিরত থাকিবার আবশ্যকতাবিষয়ক পুস্তকপ্রচার, বক্তৃতা দান, এই ঘৃণিত পাপদ্বারা কি কি ভয়ানক অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে তাহা প্রচার করা, এই পাপের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষের সহিত কথোপকথন করা এবং ইংলণ্ডের সুরাপান-নিবারিণী সভার সহিত যোগস্থাপনপূর্ব্বক সহায়তা গ্রহণ করা, আপাততঃ এই সমস্ত উপায় এই সভাকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবে।

৫। দাতব্যবিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই সভা সঙ্গতি অনুসারে স্বীয়ব্রত পালন করিবে। দুঃখী ছাত্রদিগকে পুস্তক ও বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া সাহায্য করা, বিধবা ও পিতৃহীন দরিদ্র ভদ্র পরিবারদিগকে মাসিক সাহায্য প্রদান, অনাথ রোগীদিগকে চিকিৎসা ও ঔষধ দ্বারা সহায়তা করা, আপাততঃ এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। উপরিলিখিত কার্য্য সাধনের জন্য কেবল অর্থানুকূল্য নহে, প্রেরিত পুরাতন বস্ত্র, ভগ্ন তৈজসাদি ত্যাজ্য সামগ্রী গৃহীত হইবে।

"সুলভসাহিত্যবিভাগ" হইতে "সুলভ সমাচার" সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭৯২ শক (১৫ই নবেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ), মঙ্গলবার "সুলভ সাহিত্য বিভাগ" হইতে "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। প্রথমতঃ যখন বাহির হয়, তখন সকলের মনে এই আশঙ্কা ছিল, এ পত্রিকা বাহির করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সুতরাং বন্ধুবর্গের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত হয়। "সুলভ সমাচার" বাহির হইবা

মাত্রই কি প্রকার আদরের সহিত সর্ব্বজনকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, ধর্ম্মতত্ত্ব * হইতে উদ্ধৃত সংবাদটিতে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। "বিগত ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার হইতে আমাদের প্রস্তাবিত 'সুলভ সমাচার' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। অপরাপর সংবাদপত্রের ন্যায় ইহার নিয়মিত গ্রাহক থাকিবে না। নগদ মূল্যে ইহা বিক্রয় হইতেছে। পত্রিকা বাহির হইবা মাত্র ১০।১২ জন লোক চতুর্দ্দিকে লইয়া যাইবে এবং ৴৫ এক পয়সা নগদ মূল্য লইয়া বিক্রয় করিবে। অতি সহজ ভাষায় সাধারণ উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে। তাহা ক্রয় করিবার জন্য প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এ কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, যে প্রথম সংখ্যা ২০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়, তাহাতে আবশ্যক অভাব পূর্ণ না হওয়াতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ৪০০০ বা ততোধিক খণ্ড মুদ্রিত হইবে।"

"স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগে" বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয়

"স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগের" কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হইল। কলিকাতা পটল ডাঙ্গায় বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেথুন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগট বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাদান এবং কার্য্যনির্ব্বাহ এ উভয় কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হন। ছাব্বিশ জন বয়স্থা মহিলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম শ্রেণীতে দুই জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে চারিজন, তৃতীয় শ্রেণীতে একাদশ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীতে নয়জন মহিলা পড়িতে থাকেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অনুবাদ ও প্রবন্ধলিপি, এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইতে থাকে। কেশবচন্দ্রের নিকটে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন" ভারতের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য প্রতিমাসে দুইশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

"সুরাপান ও মাদকনিবারিণী সভা"

"সুরাপান ও মাদকনিবারিণী (সভা) বিভাগও" উদ্যমসহকারে কার্য্য আরম্ভ করে। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মদ্যপাননিবারণবিষয়ে পরম উৎসাহশীল। তিনি এই বিভাগের উন্নতিসাধনবিষয়ে

* ১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

যথোচিত সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৪ই নবেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ, বরাহ-নগরে এই বিভাগ হইতে একটী সভা আহূত হয়। বাবু কালাচাঁদ উকিল ঐ সভায় "মদ্যের অনিষ্টকারিতা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রায় একশত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সহ অনেকগুলি শ্রমজীবী যোগদান করিয়াছিল। বক্তৃতান্তে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে মদ্যপানের পরিবৃদ্ধি কেন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইয়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া নিমন্ত্রণস্থলে 'শেরি' 'শ্যাম্পেনের' আস্বাদ পান। পরিশেষে এই আস্বাদলাভ তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। এরূপ স্থলে সমুদায় ইয়ুরোপীয়ের সমুচিত যে, তাঁহারা মদ্যপানে কোন যুবককে উৎসাহ দান না করেন। এ বিষয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এবং প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন।

"সাধারণ ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ"

"সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগের" কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য, ২৮ নবেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ, সোমবার কলুটোলাস্থ গৃহে সভা আহূত হয়। অনরেবল মেম্বর জষ্টিস্ ফিয়ার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় চারিশত লোকের অধিক উপস্থিত হন। তন্মধ্যে মিসেস্ ফিয়ার, রেবারেণ্ড ডাক্তার মরি মিচেল, রেবারেণ্ড জে লং, রেবারেণ্ড মেস্তর ডল, রেবারেণ্ড সি এম্ গ্রাণ্ট, মেস্তর গ্রে, মেস্তর ডেবিস্, ফাদার লাফোঁ, মিস্ পিগট, ডবলিউ সি বানার্জি, মেস্তর মাণিকজি রোস্তমজি ও অন্যান্য পার্সি ভদ্রলোক, আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, মেস্তর সদানন্দ বালকৃষ্ণ, বাবু দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গোবিন্দলাল শীল, রামচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কালীমোহন দাস, এইচ্ গ্রে, সি সি মাক্রে, জে হার্ট এবং জে সি ওর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী প্রথমতঃ রিপোর্ট পাঠ করেন। "সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষাবিভাগ" সম্বন্ধে রিপোর্টে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে, প্রাতঃকালে শিল্পশিক্ষাবিদ্যালয়, সায়ংকালে পরিশ্রমজীবিগণের বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সেই বিভাগের কার্য্য করিতে উদ্যোগ হইয়াছে। সম্প্রতি শিল্পশিক্ষাবিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগ হইবে।

১। সূত্রধরকার্য্য।

২। সূচিকার্য্য।

৩। ঘড়ী ও জেব ঘড়ী সংস্কারকার্য্য।

৪। মুদ্রাঙ্কণ ও প্রস্তরলিপি (লিথোগ্রাফ)।

৫। খোদনকার্য্য (এন্‌গ্রেবিং)।

মধ্যবিৎ লোকেরা কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অল্প বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিয়া জীবনাতিপাত করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা নাই, বরং তাঁহাদিগের যে কিছু উদ্যম উৎসাহ থাকে, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে কার্য্যোপযোগী শিল্পশিক্ষা দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের নিজের অবস্থার ও দেশের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা। যাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাঁহারাও শিল্পশিক্ষাতে বিশেষ আমোদ লাভ করিতে পারেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্পর্কীয় তত্ত্ব এবং কার্য্য উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তেতাল্লিশ জন শিল্পশিক্ষার্থীর নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—৯ জন সূত্রধরকার্য্যে, ৯ জন সুচিকার্য্যে, ২০ জন ঘড়ী ও জেবঘড়ী সংস্কারকার্য্যে, ৪ জন মুদ্রাঙ্কণ ও প্রস্তরলিপিতে, ১ জন খোদনকার্য্যে। শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয়ে শ্রমজীবিগণ শিক্ষালাভ করিবে। তাহারা যে যে ব্যবসায় করে, তত্তৎসম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব এখানে শিক্ষা করিবে এবং তাহাদিগের জন্য এরূপ সকল নির্দ্দোষ আমোদের আয়োজন থাকিবে যে, কুসঙ্গ, মদ্যপান, আলস্য, চরিত্র অবিশুদ্ধিকর আমোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে তাহাদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে:—

১। ভাষা।

২। গণিত।

৩। (সাধারণ ও প্রাকৃতিক) ভূগোলবৃত্তান্ত।

৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৫। বস্তুবিচার

৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

৭। নীতিশিক্ষা।

দেশীয় শ্রমজীবিগণের শিক্ষার অভাবে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে;

সংস্কৃত সমাজের সহিত তাহাদিগের কোন সম্বন্ধ না থাকা বশতঃ তাহারা কুসঙ্গে কুচরিত্র হইয়া যায়, এবং পরম্পরায় যাহারা যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সমগ্র জীবন একই ভাবে অনুন্নত অবস্থায় সেই ব্যবসায়ে অতিপাত করে। নগরের কোন স্থানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাহারা ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। এই অভাব দূর করা শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এখানে শিক্ষাদান করা হইবে, এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকালয় থাকিবে। এই পুস্তকালয়ে শিক্ষোপযোগী আমোদকর গ্রন্থ, চিত্র-বিভূষিত সাময়িক পত্রিকা, সাধারণের উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, আলেখ্য, খোদিত চিত্র, ম্যাপ, চিত্রলিপি (ডায়াগ্রাম) শ্রমজীবিগণের ব্যবহারের জন্য রাখা হইবে। চুয়ান্ন জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল কার্য্যে দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই সাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এ কার্য্যের এই উপযুক্ত সময়, কেন না এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার প্রতিকূল হইলেও, সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষার পক্ষে অনুকূল। বঙ্গদেশে নূতন যুগ উপস্থিত, কারণ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবেন এবং দুঃখী পরিশ্রমজীবী ও শিল্পশিক্ষক তাহাদের কল্যাণার্থ জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ করিবে। সভার সভাপতি কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিয়া অনেক পরিমাণে ব্রিটিষগণের এদেশের জন্য যত্ন উদ্দীপন করিয়াছেন। এদেশের আলোকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিতভাবে কার্য্য করিবার উদ্দেশে ব্রিষ্টলে "ব্রিষ্টল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন" স্থাপিত হইয়াছে। "ব্রিটিষ আণ্ড ফরেন্ স্কুল সোসাইটি" এবং অনেক অনেক বন্ধু শিক্ষাবিষয়ে সাহায্য জন্য অনেকগুলি গ্রন্থ, চিত্রলিপি, এবং অনেক শিক্ষাসাধনোপযোগী উপকরণ কেশবচন্দ্রকে দিয়াছেন। এগুলি এই শিক্ষাবিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয়ই যখন সাহায্যদানে প্রস্তুত, তখন কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে বিশেষ আশা। উপস্থিত শিক্ষার্থিগণকে বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র চৌম্বুক-তাড়িত, উদজন, বায়ুচাপসম্পর্কীণ অদ্ভুত বিষয়গুলি, গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রযোগে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, ঋতু, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ, এবং বাবু মাধবচন্দ্র রায় ভূতত্ত্ব, জরীপ ও জ্যামিতি ব্যাখ্যা করেন। রেবারেণ্ড মেস্তর ডল, মরি মিচেল, বাবু কিশোরীচাঁদ

মিত্র, রেবারেণ্ড মেস্তর লং কিছু কিছু বলিয়া সভার সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সভাপতি অনরেবল জে বি ফিয়ার সাহেব যাহা বলেন, তাহার সার এইঃ—অদ্যকার এ সভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত স্বয়ং বাবু কেশবচন্দ্র সেন। তবে কি না যখন তাঁহাকে সভাপতি করার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি ঐ প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি যে, এদেশের ভদ্রলোকেরা দেশের উন্নতিসাধনকল্পে মুখে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তাহা কার্য্যে করেন, এজন্য সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, হইতে পারে যে, তিনি তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আঘাতও দিয়া থাকিবেন। "স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন" সভার সর্ব্বপ্রথম বিভাগ। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনজন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সুপ্রিমগবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্তে "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" স্থাপন জন্য যে টাকা ন্যস্ত করিয়াছেন, উহা তৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়। সময় হয় নাই, মনে করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কথায় মনোযোগ করেন নাই। এখন তিনি দেখিতেছেন, কেশবচন্দ্র সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ও খোলা হইবে। আজ যে "সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা" বিভাগ খোলা হইল, তৎসম্বন্ধে তিনি দুএকটী কথা বলিবেন। ইউরোপীয়গণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, এদেশের শিক্ষিতগণ শারীরিকশ্রমসাধ্য কার্য্যগুলিকে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, ইহারা একবার ইংলণ্ডে গিয়া দেখিয়া আসেন যে, সেখানকার ভদ্রলোকেরা কোন শিল্পকার্য্য জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে কি প্রকার লজ্জিত হন। জন ও' গ্রোটস্ হইতে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড পর্য্যন্ত এমন এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি নাই, যিনি সূত্রধরের অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানেন না। তাঁহার নিজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে যদি অভিমান প্রকাশ না পায়, তবে তিনি বলিতে পারেন, তিনি কাস্তিয়া ব্যবহার করিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন। তিনি নিজে কাষ্ঠ ধাতু আদির গঠন দান করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং নিজে এক খানি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া বন্ধুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন। তিনি ইহাও স্বীকার

করিতেছেন যে, তাঁহার নিজের প্রস্তুত করা একজোড়া জুতাও আছে। বস্তুতঃ ইংরাজ যুবকেরা কোন না কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করা শ্রেষ্ঠকার্য্য মনে করেন। ব্যবসায়সম্পর্কীয় গ্রন্থ সকলই অতি আদরের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এদেশের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য জানা অপেক্ষা না জানাতেই আপনাদিগকে সম্ভ্রান্ত মনে করেন। ইহার ফল কি? দেশের সম্পদের ক্ষতি। এই বিভাগ শ্রমজীবীদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে জ্ঞান তাহাদিগের ব্যবসায়ে কোন উপকারে আসিবে না, তাহাদিগকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কি? জগৎ কি নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, সে বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া দেওয়া কি ধর্ম্ম? এদেশের সামান্য লোকেরা অজ্ঞানতা-বশতঃ আপনাদের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বুঝে না, তাহারা এ বিষয়ে অন্যের বিচারের উপরে নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় কি তাহাদিগকে অজ্ঞানতায় থাকিতে দেওয়া সমুচিত? যে কোন প্রকারে হউক, তাহাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ভারতসংস্কারসভা তাহার লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর, এজন্য উহা সকল শ্রেণীর লোকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি আশা করেন যে, উহা স্বলক্ষ্যসিদ্ধিবিষয়ে কৃতকৃত্য হইবেন। কেশবচন্দ্রের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সুরাপান ও মাদকনিবারিণী সভার ও দাতব্য বিভাগের কার্য্য

সুরাপান ও মাদকনিবারিণী সভার বিভাগ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ও দিকে ইংলণ্ডে সুরাপাননিবারণবিষয়ে কেশবচন্দ্র যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চাশৎ সহস্র খণ্ড মুদ্রিত করিয়া আলায়েন্স সভা সে দেশে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাগুলি যে তত্রস্থ সভাসমূহেরও বিশেষ উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছে, তজ্জন্য কার্য্যসভা সমুদায় সভ্য-গণের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দাতব্যবিভাগ দরিদ্র বালকদিগকে মাসিক বৃত্তি, অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে সাময়িক দান, পীড়িত দীন পরিবারে চিকিৎসক প্রেরণ, বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

"স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়," ও "নারীজাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা"

স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ হইতে বয়স্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে

শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হয়। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে একবৎসর পড়িবেন, তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসিক ২৫৲ টাকা এবং যাঁহারা উচ্চশ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনের শিক্ষয়িত্রী হইবেন। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে যে, তাঁহারা অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবেন। চারিজন ছাত্রী আবেদন করিয়াছেন। উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রী হইলেই শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় খোলা হইবে, স্থির হয়। বর্ত্তমানে মঙ্গলবার ও শুক্রবার এই দুই দিনে বয়স্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বেথুন স্কুলের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন; কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল করিয়া না চলাতে উহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। এ দিকে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত "শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়" থাকিতে থাকিতেই, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ, বুধবার, "ভারতসংস্কার সভার" অধীনে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় (১) স্থাপিত হয়। ১৪ই এপ্রেল, ১৮৭১ খৃঃ, শুক্রবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ "নারীজাতির উন্নতিবিধায়িনী" সভা স্থাপন করেন। প্রথম অধিবেশনে বিংশতি জন বয়স্থা নারী উপস্থিত হন, গৃহ ও সামাজিক বিষয়ে কিরূপ উন্নতি সাধন করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেন। ২৯শে এপ্রেল, শনিবার, অনরেবল মিস্ট্রেস্ ফিয়ার স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আইসেন। ছাত্রীগণের পরীক্ষা করিয়া উন্নতিদর্শনে নিতান্ত পরিতুষ্ট হন। অদ্য ত্রিশ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের পরিদর্শনান্তে "নারীজাতির উন্নতিবিধায়িনী" সভার কার্য্যারম্ভ হয়। মিস্ট্রেস্ ফিয়ার, মিস্ পিগট, মিস্ট্রেস্ ঘোষ এবং মিস্ট্রেস্ বানার্জ্জি সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ "স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি" তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (এ সময়ে ইনি বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন) প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাঁহার প্রবন্ধপাঠের পর সভার সভ্য পাঁচ জন মহিলা ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন, এবং কয় জন মহিলা তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন।

(১) Native Ladies Normal Adult Institution নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন নাম হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে কেশবচন্দ্র সেন উপসংহার করেন। এক জন মহিলার প্রস্তাবে মিসেস ফিয়ারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং তিনি সমুদায় ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, এইরূপে যাহাতে কার্য্য চলে, তদ্বিষয়ে অনুরোধ করেন।

"শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়" কেবল তিন মাস হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইহার উন্নতি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। ত্রৈমাসিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাঁহারা কখন মনে করেন নাই যে, মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ন্যায় প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিবেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উত্তর সকল পর্য্যালোচনা করিয়া লেখেন, "আমার সময় না থাকাতে আমি আমার একজন উপযুক্ত ছাত্রকে সাহিত্যের প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে দেই। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেগুলি দেখিয়া আমার এমন কঠিন মনে হইয়াছিল যে, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, ছাত্রীগণ এ সকলের উত্তর দিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যখন নিজে তাহাদিগের প্রদত্ত উত্তরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম, প্রশ্নগুলির সুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্য্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা কেমন করিয়া এমন ভাল রকম ব্যাকরণ শিখিল। বস্তুতঃ উত্তর দেখিয়া মনে হইল, যেন ছাত্রীগণ সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছে। ইহাদিগের লিখিবার রীতিও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ। আমার ধারণা এই যে, ইহারা অল্প দিনের মধ্যে অতি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইবে।' এ কথা লেখা আবশ্যক যে, অন্যান্য পরীক্ষকগণও এই প্রকার বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

"দেশীয় নারীগণের উন্নতি" বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা

এ সময়ে নারীগণের উন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ, কেশবচন্দ্র "দেশীয় নারীগণের উন্নতি" বিষয়ে 'সায়েন্স আসোসিয়েশনে' বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি দেশীয় প্রাচীন নারীগণের কি প্রকার উন্নত অবস্থা, এবং নারীগণসম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের কি প্রকার উন্নত ভাব ছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়ের ভাবের সমাবেশ করিয়া নারীজাতির অবস্থা সংশোধন জন্য যত্ন করিতে অনুরোধ করেন। ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে

গিয়া বলেন, ১৮২১ ইংরাজী সনে মিস্ কুক্ (পরে মিস্ত্রেস্ উইলসন্) আটটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, ইহাতে ২১৪ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ১৮৪৯ সনে বেথুন সাহেব স্ত্রীবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বিগত দশ বর্ষের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কেন না ১৮৬০।৬১ সনে ১৬টি বালিকাবিদ্যালয় ও ৩৯৫টি ছাত্রী ছিল, আর ১৮৬৯।৭০ সনে ২৮৪টি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয় ও ছাত্রী ৬,৫৬৯ হইয়াছে। হাওয়াল সাহেবের মন্তব্যানুসারে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ব্রিটিষাধিকৃত ভারতে ২০০০ বালিকাবিদ্যালয়, এবং ছাত্রী ৫০,০০০। বামাগণের রচিত একাদশখানি পুস্তক তিনি সভাতে উপস্থিত করেন। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য নারীগণ মধ্যে এখন যত্ন উপস্থিত, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি নারীশিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য ছয়টি উপায় সভাস্থ সকলকে অবগত করেন:—(১) শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়স্থাপন, (২) নারীপর্য্যবেক্ষিকা, (৩) বয়স্থা নারীগণের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী, (৪) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাজন্য শিক্ষয়িত্রী, (৫) মিউসিয়ম প্রভৃতি শিক্ষালাভোপযোগী স্থান সকল পরিদর্শন, (৬) পরীক্ষা ও পারিতোষিক দান। পরিশেষে নারীগণের উন্নতিসাধন না করিলে, দেশের কি প্রকার অবনতির সম্ভাবনা, তাঁহাদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি কি প্রকার অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি বিষয় তিনি অতিভাবব্যঞ্জক শব্দে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের হৃদয় উদ্দীপ্ত করেন। তাঁহার অন্তিম বাক্য এই, "আপনাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, আপনারা ইংরেজগণের প্রকৃত সংস্কৃত ভাব কি, অবধারণ করুন এবং ইহাও বিচার করিয়া দেখুন যে, ইংলণ্ডের মহত্ত্ব বাহিরের সামাজিক জীবনের অনুসরণের নিমিত্ত, অথবা সেই নৈতিক ও অধ্যাত্ম সুশিক্ষানিমিত্ত, যে সুশিক্ষার অধীন সকল হৃদয়েরই হওয়া উচিত। সেই গার্হস্থ সুশিক্ষাপ্রণালী আপনাদের দেশে প্রচলিত করুন। আপনাদের নারীগণের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করুন, প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহাদের আত্মাকে সচেতন করুন এবং তাঁহাদিগকে কল্যাণকর নৈতিক সুশিক্ষার শাসনাধীন করুন। তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিন যে, যথার্থ কারাবিমুক্তির অর্থ—কদাচার ও অসত্য শৃঙ্খল উন্মোচন, এবং যথার্থ স্বাধীনতার অর্থ—অন্তরে যে ঈশ্বরের আলোক লাভ হয়, তদনুসারে প্রমুক্তভাবে কার্য্যানুষ্ঠান এবং নিজের প্রতি, অপরের প্রতি এবং

ঈশ্বরের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য, তাহা বিনা বাধায় নিষ্পন্ন করিবার সামর্থ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় নারীগণকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যদি তাঁহাদিগকে নীতি ও জ্ঞানসম্পর্কীয় সুশিক্ষা দেওয়া হয়, সত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মূল্য যদি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনারা সেই সামাজিক সাম্য এবং বিশুদ্ধি স্থাপন করিবেন, যে সাম্য ও বিশুদ্ধি ব্যতীত ভারতের সংস্কার কেবল উপরি উপরি সংস্কারমাত্র হইবে। যদি ভারতকে প্রকৃত সভ্যতা অর্পণের জন্য আপনাদের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে দেশীয় নারীগণেব হৃদয়ে পবিত্রতা এবং কর্ত্তব্যবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চারিত করুন।"

২৯

একচত্বারিংশ মাঘোৎসব

ব্রাহ্মগণের সম্মিলনার্থ আয়োজনের নিষ্ফলতা

কেশবচন্দ্র বহুদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বর্ষাবধি কলিকাতায় ছিলেন না। মহর্ষি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি দ্রব্য উপহার লইয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। উভয়ের সম্মিলনে সদ্ভাবে বিবিধ আলাপ হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মহর্ষি দুইবার ব্রহ্মমন্দিরে আসেন। তাঁহার আগমনসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব* লিখিয়াছেন, "বিগত রবিবারে ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়া যখন উপাসকমণ্ডলীর শোভাবর্দ্ধন করিলেন এবং নিমীলিতনেত্রে উপাসনা সমাপ্ত হইলেও ক্ষণকাল ভাবে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তখনকার ভাব ভঙ্গিতে ব্রাহ্মদের আন্তরিক ঔৎসুক্য দেখিলে কি আর এ বিষয়ে (সম্মিলন বিষয়ে) সংশয় হইতে পারে? যখন তিনি আগ্রহের সহিত সমস্ত সময় আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই পরম রমণীয় অপরূপ দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার হৃদয় না মোহিত হইয়াছে? আচার্য্য মহাশয় যখন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত উপাসনা করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে পিতার পরিবারে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভ্রাতৃভাব ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন সে প্রার্থনা কাহার হৃদয়ে না প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল?" এই প্রার্থনীয় সম্মিলনের যে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, ধর্ম্মতত্ত্ব অগ্রেই তাহার উদ্ঘাত এই প্রকারে করিয়াছিলেন, "এরূপ সম্মিলন সকলেরই প্রার্থনীয়, কেবল তাঁহাদেরই নহে, যাঁহাদের ইহাতে স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে কেবল আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবেন বলিয়া পরস্পরের মনে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অনল উদ্দীপন করেন।

* ১৭৯২ শকের ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে "ব্রাহ্মসম্মিলন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেই বন্ধুদিগের চরণে আমরা কাতরভাবে অনুরোধ করি, সামান্য স্বার্থের জন্য যেন তাঁহারা আমাদের পিতার গৃহে বিবাদ কলহ আনয়ন করিয়া দূর হইতে আমোদ না দেখেন।" এ সময়ের ঘটনাটী আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব * হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ

"প্রথমতঃ প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি দ্রব্য উপহার লইয়া কেশব বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে অনেক সদ্ভাবের কথা হয়। পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় দুই দিন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রাহ্মগণের সমূহ আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া আমরাও কেশব বাবুকে যোগস্থাপনার্থ অনেক বিরক্ত করিয়াছিলাম। তদনন্তর কেশব বাবুকে দুই বার আহ্বান করিয়া মহর্ষি আপনার বাটীতে লইয়া যান এবং তথায় এইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যপ্রণালী, সংকীর্ত্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় আর অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহাতে অনুমোদন আছে। কেবল তাঁহার এই আপত্তি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে সেই খ্রীষ্টই সকল বিবাদের মূল। তত্ত্ববোধিনীর লিখিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামক প্রস্তাবে ঐ বাক্য বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই সকল কথাবার্ত্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধিপত্র লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মগণের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতে পারিবে। অনন্তর কেশব বাবুর উপর দেবেন্দ্র বাবু উক্ত পত্র রচনা করিবার ভার অর্পণ করাতে, কেশব বাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন এবং তাহা দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পত্র আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সন্ধিপত্র

"কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিভাগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে উন্নতি এবং কিয়ৎপরিমাণে অসদ্ভাবজনিত অনিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে ঐ অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার উপায়

* ১৭৯২ শকের ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করাতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি এবং ধর্ম্মমত ও সামাজিক সংস্করণরীতিসম্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইযাছে। এক্ষণে উভয়ে যদি পরস্পরকে বুঝিয়া উদারভাবে ভিন্নতার প্রতি উপেক্ষা করেন এবং ঐক্য স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষ্যসাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশে আমরা মিলিত হইয়া অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন। যে কয়েকটী মত লইয়া দুই পক্ষে বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা নিম্নে লিখিত হইল।

১। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং কোন মনুষ্যকে উপাস্য দেবতা অথবা পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বলিযা বিশ্বাস করিতে পারেন না।

২। ব্রহ্মেরই অব্যবহিত সহবাসলাভ ব্রহ্মোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ।

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও ঐক্যস্থল, অতএব এইটী অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমাজসংস্কারসম্বন্ধে পৌত্তলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে।

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হইযাছেন, প্রত্যেকে আপন স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।

১লা মাঘ, ১৭৯২ শক, শ্রী————

(১৩ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ) শ্রী————

সন্ধিপত্র পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের উত্তর

"এই পত্র পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন :—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ

আচার্য্য মহাশয় কল্যাণবরেষু।

"প্রাণাধিকেষু।

"আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীত হইল যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদেব ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না; এই সাং-বৎসরিক উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবাব একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে, এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে দুই স্থানে না হইয়া দুই দিনে হয়। ১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পন্ন হউক, আর ১০ই অথবা ১২ই মাঘ, যে দিন ভাল বোধ হয়, তথাকার নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই সাংবৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্য্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন। এইরূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ   নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

২রা মাঘ, ১৭৯২ শক।   শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।"

(১৪ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ)

দেবেন্দ্রনাথকে কেশবচন্দ্রের উত্তর

"* * অতঃপর কেশববাবু দেবেন্দ্রবাবুকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন :—

"কলুটোলা

২রা মাঘ, ১৭৯২ শক।

(১৪ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ)

"শ্রদ্ধাস্পদেষু।

"সন্ধিপত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন যদি আপনি উহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে। যাহা হউক, আন্তরিক প্রণয় সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা কর্ত্তব্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ

নাই। কিন্তু আপনি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হওয়া সুকঠিন। ১১ই মাঘ উপলক্ষে ঐ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে এবং গতকল্য সংবাদপত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দিবস আমরা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য সমাধা করেন, আমরা সকলেই বাধিত হইব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিযদংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইযাছে, তাহা ঠিক নহে ; লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন, কাহারও ক্ষোভ হইত না।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

৩রা মাঘ কেশবচন্দ্রের বাটীতে দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিতি

"পরে কেশব বাবুর বাটীতে দেবেন্দ্র বাবু রবিবারের (৩রা মাঘ) প্রাতঃকালের উপাসনার সময়ে আসিযাছিলেন, সে সময়ে আমরা অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলাম। উপাসনার ভাব দেখিযা ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, এ যেরূপ উৎসাহ ভক্তির ব্যাপার দেখিতেছি, আমি ইহাদিগকে কেমন করিযা সঙ্গে লইযা যাইতে পারিব? পরে অনেক ভাবের কথা শুনিয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। উন্নতিশীল যুবা ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার ও কপটতার বিষম বিদ্বেষী হইয়াও উদারভাবে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুর উপাসনা-প্রণালী যেরূপ হউক, তাহাতে আমরা যোগ দিতে প্রস্তুত আছি, তিনি উৎসবের সময় যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদের ভাল লাগিবে। অবশেষে তাঁহার সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করাই স্থির হইযা গেল। * * * *

১০ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে দেবেন্দ্রনাথের "প্রেম" সম্বন্ধে উপদেশে "খৃষ্টবিভীষিকা"

"অনন্তর ক্রমে সেই দিন সমাগত হইল। উৎসবের পূর্ব্বদিন (১০ই মাঘ) প্রাতঃকালে আমরা আনন্দহৃদয়ে ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিলাম, শত শত লোক আশাপূর্ণমনে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু যথাসময়ে কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা লিখিবার জন্য তিন জন রিপোর্টার ছিল।" * * * মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে।" এই সঙ্গীত অবলম্বনে একটি সুদীর্ঘ প্রেমসম্বন্ধে উপদেশ দেন। প্রেমের কথা

বলিতে বলিতে বিপরীত ভাব উপস্থিত হইল। উপদেশের শেষাংশে উপস্থিত ব্রাহ্মগণের হৃদয় ঘোরতর আহত হয়। আমরা ঐ শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ধন্য কেশবচন্দ্রকে, যে তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিয়া ব্রহ্মের আরাধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন। ধন্য কেশবচন্দ্রকে, যে তিনি এখানে এই সমুদায় সাধুমণ্ডলীকে ঈশ্বরমহিমা-কীর্ত্তনে অবকাশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য সমুদ্র তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না, পর্ব্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার ব্রত। যেমন উৎসাহ, তেমনি উদ্যম, যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন, তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূর দেশ তাঁহার নিকট দূর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে, যে তিনি প্রণয়সূত্রে এত সাধু লোককে একত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি অনুনয়পূর্ব্বক বলি যে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন। ইউরোপ এবং এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী খৃষ্ট যেন না হয়। ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান যেন না থাকে। আমরা সকল প্রকার অবতার পরিত্যাগ করিয়া, ১১ই মাঘের উৎসব করিতেছি। আমরা কোন প্রকার অবতারের নামগন্ধ সহিতে পারি না। অবতারগণ হৃদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের হইতে সাবধান হইতে হইবে। যদিও ব্রহ্মমন্দিরে কোন পুত্তলিকা প্রবেশ করিতে পারে না, এস্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি, ব্রাহ্মগণ! মন্দিরের দ্বারে খৃষ্টরূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে কত লোক আসিতে পারিত, যদ্যপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা না থাকিত। যাহাতে কোন প্রকার ভয়ে উত্তেজনা সংশয় না থাকে, এ প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কার কর। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা আগ্রহ একাগ্রতা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর খৃষ্টের ছায়াও দেয়, তবে আমাদিগের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাঁহার কোন সীমায় যেন কোন অবতার না আনি। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনধর্ম্ম, স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম হইবে না। খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্পর্শে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসংবাদ আসিয়াছে, পূর্ব্বে যাহার নামও ছিল না। খৃষ্টের নামে এমনি যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, কেহ জানে না যে,

কিরূপে তাহা নির্ব্বাণ করিবে। খ্রীষ্টের নামে ইউরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্ব্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে, তাহার অস্থিচর্ম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই খ্রীষ্টধর্ম্ম। খ্রীষ্টের নামে পোপের ক্ষমতা কত, প্রতাপ কত! রাজারাও তাহার নামে কম্পিত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথমে পোপের ধর্ম্ম স্বাধীনতা হরণ করিল। তাহার প্রতাপে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মেরও স্বাধীনতা গিয়াছে। পরাধীনতা খ্রীষ্টধর্ম্মের সমুদায় অধিকার করিয়াছে, স্বাধীনধর্ম্ম আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমরা আর বিদ্বেষ-ভাব সহ্য করিতে পারি না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে খ্রীষ্টনাম যেন না আসে। সেই প্রেমসূর্য্যের উদয়ে সকল অন্ধকার দূর হইয়া যাউক। তেত্রিশ কোটি দেবতা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইয়াছে; আর যেন কোন পরিমিত দেবতা আমাদিগকে বিভীষিকা না দেখায়।"

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে সকলের মনোভাব

ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ, ১৭৯২ শক) বলিয়াছেন, "এইরূপে যতই তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে লাগিল, ততই সেই প্রেমময় বক্তৃতা কঠোরতা বিদ্বেষ নিন্দা দুর্ব্বাক্যে পূর্ণ হইতে লাগিল। পূজ্যপাদ মহর্ষি ঈশার প্রতি তাঁহার এরূপ অশান্ত ভাব দেখিয়া সকলেই দুঃখিত ও অবাক্ হইলেন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্রহ্ম-মন্দিরের নিয়মপত্রের বিরুদ্ধাচরণ এবং ইহাও জানিতেন যে, খৃষ্ট আমাদিগের মধ্যে অনেকের ভক্তিভাজন ও হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু। সেই সময়ে তাঁহার অনুচর, চাটুকার কেহ কেহ করতালিও দিয়াছিলেন। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তৎকালে তাঁহার প্রতিবাদ করিতে কেহ দণ্ডায়মান হন নাই। শেষে লোকের উপাসনা হওয়া দূরে থাকুক, মর্ম্মান্তিক বেদনায় অনেককে ব্যথিত করিল। একে উৎসবের দিন, তাহাতে আবার সম্মিলনের আশা সকলের মনে অঙ্কুরিত হইতেছিল; এই জন্য শান্তিসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-দিগের বিশেষরূপে মনঃক্ষোভ পাইতে হইয়াছে। * * * * অতঃপর দেবেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা প্রার্থনা শেষ হইলে, কেশব বাবু নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এবং একটি প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা সকলের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিলেন।

"দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এতক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের অদ্যকার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তিনি কৃপা করিয়া অদ্যকার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যাহাতে তাঁহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদারতার, শান্তির সংস্থাপন হয়, তিনি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের প্রেম হয়, কোন সাধুর প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা না জন্মে। সকল দেশের সকল জাতির নরনারীকে এক পরিবার করিয়া, ভাই ভগ্নী বলিয়া যেন আমরা ভালবাসিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করুন। যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কৃপা করিয়া তাহা সফল করুন, শান্তির আলয় করুন। এখানে যেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষভাব দগ্ধ হয়। কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ যেন এখানে স্থান না পায়। সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, তিনি বঙ্গদেশকে উদ্ধার করুন, জগৎকে রক্ষা করুন। পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদায় পৃথিবীকে প্রেমস্রোতে ভাসাইয়া জগতের মঙ্গল করুন। ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্রকন্যা যেন শান্তিসুধা গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করেন। যে জন্য এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহা যেন সুসিদ্ধ করেন। আজ আমরা যে কামনা লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা তিনি পূর্ণ করুন।

"ব্রহ্মমন্দির হইতে সকলে ভগ্নান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্তব্যানু-রোধে এবং ভবিষ্যতের সাবধান জন্য একখানি প্রতিবাদপত্র প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তর দান করেন। * * *।

প্রতিবাদপত্র

"শ্রদ্ধাস্পদেষু।

"অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তন্মধ্যে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছিল, তাহা উক্ত মন্দিরের মূল নিয়মবিরুদ্ধ, সুতরাং উহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

"সে নিয়ম এই,—

"'এখানে যে উপাসনা হইবে, তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ, যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা

করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা, উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না।'

"আপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, ইহা আমরা কখন মনে করি নাই; বিশেষতঃ উৎসবের দিন এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে।

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

১০ই মাঘ, ১৭৯২ শক।

(২২শে জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ)

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
প্রভৃতি ৬২ জন।

দেবেন্দ্রনাথের উত্তর

"স্নেহাস্পদেষু।

"তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রের উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না* এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবমাননা বা বিদ্রূপ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল ভাবের সহিত অন্য কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পরিমিত আদর্শ আসিয়া না পড়ে, তাহাই আমার একান্ত কামনা। আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টের নামপ্রচার না হইয়া পড়ে, তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদের হিত মনে করিয়াছিলাম। আমার সেই উপদেশে যে তোমাদের ক্ষোভ জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

মিলনসম্বন্ধে ব্রাহ্মগণের মনে নিরাশা

মিলনের আশা ব্রাহ্মগণের মনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ইহার পর আর যে তাঁহারা কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। এরূপ ঘটনা কল্যাণের জন্য হইল, বা অকল্যাণের

*ভক্তিভাজন মহর্ষি বিস্মৃতিবশতঃ এরূপ লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সময় নিয়মপত্র প্রস্তুত করিয়া বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার নিকট পাঠান হয় এবং তিনিও সে নিয়মাবলীতে অনুমোদন করেন। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্বে, মিরারে উহা প্রকাশ হইয়াছিল। সে সময়েও সম্মিলনের জন্য কেশবচন্দ্র একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জন্য হইল, এখন তাহা বলিবার সময় হয় নাই; ভবিষ্যৎ ইতিহাস উহা স্পষ্টরূপে সকলকে দেখাইয়া দিবে। মানবীয় পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ সম্মিলনের জন্য যত্ন হওয়া আকাঙ্ক্ষণীয়। যদি যত্ন না হয়, তাহা হইলে মানুষকে তজ্জন্য অপরাধী হইতে হয়, কিন্তু যদি যত্ন বিফল হয়, তাহার জন্য সে দায়ী নহে, ভগবানের তন্মধ্যে কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্তমনে সে তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপিতার প্রতি যে ভক্তি ও অনুরাগ বহন করেন, মিলনের যত্ন তাহার নিদর্শন। ভক্তি অনুরাগ বশতঃ কোন কার্য্য করিতে গিয়া যদি ধর্ম্মের মূলতত্ত্বে আঘাত পড়ে, তাহা হইলে ভক্তি ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সে কার্য্য হইতে কি প্রকারে বিরত থাকিতে হয়, বর্ত্তমান ঘটনায় কেশবচন্দ্র তাহার বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি আপনার হৃদয় অবিকৃত আছে কি না, তৎপ্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, বাহিরে হৃদয়বত্তা-প্রকাশের জন্য তত ব্যগ্র ছিলেন না।

উৎসব, ১০ই মাঘ, ১৭৯২ শক

সম্মিলনের যত্ন বিফল হইল, ইহাতে ব্রাহ্মগণের হৃদয় অবসন্ন হইবার কথা, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কারণে হতাশ্বাস হইয়া পড়িবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। উপরে বর্ণিত হৃদয়ের ক্লেশকর ব্যাপার প্রাতঃকালে (১০ই মাঘ) ঘটিল, অথচ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কি মহাব্যাপার হইল, নিম্নোদ্ধৃত 'ধর্ম্মতত্ত্বের' (১৬ই মাঘ, ১৭৯২ শক) প্রবন্ধাংশ উহা সকলের চিত্তে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিবেঃ—

"অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়, ব্রাহ্মগণ ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলাস্থ ভবনে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে দয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পর, আচার্য্য মহাশয় এমন একটি হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিলেন যে, পাষাণহৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইল, অনেকের নীরস চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর 'ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলম্' 'সত্যমেব জয়তে' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও 'পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমঃ' এই কয়েকটি শব্দাঙ্কিত, সুমন্দ সমীরণে দোদুল্যমান চারিটী পতাকা ধারণ করিয়া, সকলে মধুর মৃদঙ্গধ্বনিতে চারিদিক্ শব্দায়মান করত, পিতার পবিত্র নাম কীর্ত্তন

করিতে করিতে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মগণ বিনীত ও গম্ভীরভাবে উৎসাহের সহিত পাপী ভাই ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিয়া, সুমধুরস্বরে এই নূতন সংকীর্ত্তন (১) করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরের দিকে চলিলেন। * * * কিন্তু কাহার সাধ্য, সহজে বাটী হইতে বহির্গত হয়, সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হইল। এত ভিড় যে, এমন প্রশস্ত রাজপথেও দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া গান করিবার অবসর হইল না। চারি পাঁচ সহস্র লোক উৎসাহিত হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেছিলেন ও আগ্রহাতিশয়ে ইহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। অগ্রে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার পার্শ্বে সহৃদয় বন্ধুগণ বিনীতহৃদয়ে ও স্বর্গীয় দৃষ্টিতে ও গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ। এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনটী সত্য বিশেষ উচ্চ ও আধ্যাত্মিক। পিতার দয়াময় নাম পৃথিবীস্থ পাপী তাপী নরনারীর পক্ষে মহামন্ত্র, জপমন্ত্র, ইহাই জীবনের সম্বল। তাঁহার চরণে হৃদয় মন সকলই সমর্পণ করিয়া, ঐ নাম অন্তরে লইলে পাপীর নিশ্চয় পরিত্রাণ। অপর পূর্ব্ব পশ্চিমের যোগ, এসিয়া ইউরোপের সম্মিলন, পিতার একটী উদার পবিত্র পরিবার সংস্থাপন, যাহা না হইলে মহাপাপী নিয়ত পুণ্যের সুশীতল বায়ু সেবন করিতে সমর্থ হয় না। উহাই প্রকৃত পক্ষে জীবনে মুক্তিলাভ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম পিতার সহিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যোগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, মৃত্যু জীবনে সমভাব। যখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে মহা উৎসাহসহকারে 'মহাসাগর-পারে দয়াময় নামের বাজে জয়-ভেরী' সঙ্গীতের এই অংশটী গাইতে লাগিলেন, সেই আহ্বান অতি সুবিস্তীর্ণ, অতি ভয়াবহ মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, পশ্চিম প্রদেশীয় ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয়ে আঘাত করিল। আমাদের ইংলণ্ডবাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণ কি অদ্যকার মহোৎসবের পবিত্র আনন্দে পরিতৃপ্ত হন নাই? তাঁহারা যে তৃষিত চাতকের ন্যায় আমাদের উৎসব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিলেন না; এমন কি, আচার্য্য মহাশয়েরও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইল। আর কি হইবে, প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি পথে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এত লোক যে, গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হওয়াতে গ্রীষ্মাতিশয্যে

(১) "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের" ১২শ সংস্করণের, ৯৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।—"ভাই চিরদিন, হয়ে পাপে মলিন, রহিবে কেমনে রে।"

সকলে অস্থিরপ্রায়; লোকের কোলাহল এত যে, থামান কঠিন। অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, নির্ম্মল উৎসাহে বেদীতে উপবেশন করিলে পর সকলে স্তব্ধ। সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকার সময়, নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ হইল। সে দিনের উপাসনা যেমন জীবন্ত সরস, তেমনি ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। যখন প্রায় সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া "অসত্য হইতে সত্যে" এইটী সমস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল, যেন সকলে সেই অনন্ত সাগরে ভাসমান। উপাসনানন্তর আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতাবিষয়ে এমন একটী জীবন্ত উৎসাহজনক সুমধুর উপদেশ দিলেন যে, সকলে সজীব ও উৎসাহিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর সত্যটী সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। সত্যের বল, ঈশ্বরের বল যে কি, তাহা সে দিন সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন, 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' 'সত্যমেব জয়তে' এই পুরাতন সত্যের জয়নিনাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। ঐ সময় বড় একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। এদিকে যেমন বহুজনসমাকীর্ণ আলোকমণ্ডিত মন্দির হইতে উপাসনার পুণ্যালোক প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপর দিকে তৎকালে আবার মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ হইতে সুমধুর ব্রহ্মনামের সুধাস্রাবী রোল সমুত্থিত হইতে লাগিল। কে এমন রমণীয় সময়ে উপাসকগণের কর্ণকুহরে দয়াময় নামের অমৃত বর্ষণ করিতেছিল? যাহারা স্থানাভাবে প্রবেশ করিতে পান নাই, তাঁহারাই তিন দলে বিভক্ত হইয়া, সম্মুখস্থ রাজপথে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। অবশেষে রজনী নয় ঘটিকার পর ব্রাহ্মগণ পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া, যোড়াশাঁকো, শিমলা, হাটখোলা, বড়বাজার, কাঁসারিপাড়া, কলুটোলা প্রভৃতি স্থানে, সেই দীনদয়ালের নাম কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। আহা! তখন স্বর্গের দৃশ্যই হইয়াছিল। বস্তুতঃই ব্রহ্মনামের সুগভীর গর্জ্জনে মেদিনী বিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগর দয়াময় নামে মাতিয়া উঠিল। ভক্তি উৎসাহে সকলেই ভাসিয়া গেল।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের "উদারতা"

এই দিন (১০ই মাঘ সন্ধ্যায়) উদারতা * বিষয়ে যে উপদেশটি হয়,

* পূর্ণ উপদেশটি ১৭৯২ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "আচার্য্যের উপদেশ" ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য

যেটি সে সময়ের বিশেষ ভাব জ্ঞাপন করে, এজন্য আমরা উহার মূলাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে, ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত। কেবল 'ব্রাহ্ম' নাম লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যে ধর্ম্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ হইতে মুক্ত করে, এবং সকলপ্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে, সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক যিনি, তিনিই ব্রাহ্ম। সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের সদ্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান সময়ে, যাঁহারা ধর্ম্মজগতে চরিত্রের বিশুদ্ধতানিবন্ধন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সত্যসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন না, যেখানে যাহার নিকট সত্য পাওয়া যায়, উহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি জ্ঞানহীন ও অসাধুর হস্ত হইতেও সত্যরত্ন-গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না, সামান্য ঘৃণিত লোকের নিকটেও উদারমনে উপদেশ গ্রহণ করেন। অভিমানী অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে। সকল জাতির পদতলে পড়িয়া বিনীতভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে যিনি সত্য সঙ্কলন করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কেমন নির্ব্বিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইহার কেমন সদ্ভাব! এ ধর্ম্মে কাহারও প্রতি ঘৃণা নাই, বিদ্বেষ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমরা কাহারও বিরোধী নহি, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল যে ঈশ্বরসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে চেষ্টা করি, তাহা নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া সমাদর করি। আমরা প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলি, তোমার নিকটে যে টুকু সত্য আছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আইস, উহার সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়া ঐ সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করি। যাঁহার কাছে ভক্তি আছে, তাঁহাকে বলি, ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম; আইস, সকলে মিলিয়া ভক্তিরস পান করিয়া প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্যবচন,

ন্যায়ব্যবহার, পরোপকার ও চরিত্রের নির্ম্মলতা, সেই সমাজের সহিত যোগ দিয়া, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ লক্ষণগুলি সাধন করি। যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বলিত, সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঐ আলোক সম্ভোগ করি। এমন কি, আমরা যেখানে যাই, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, ব্রহ্মনাম লইয়া আমরা যে দেশে, যে ঘরে, যে শাস্ত্র বা যে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করি, সেই খানেই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের অধিকার দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? না সত্যের সমষ্টি। ইহা সত্যের সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদায় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত। হৃদয়ের কোমলতা, জ্ঞানের গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রতা, এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই, ন্যায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, ইন্দ্রিয়দমন ও পরোপকার, যোগ ও ধ্যান, এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই। যেখানে উহা দেখিতে পাই, তাহা আমাদের ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার। দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার সীমা নাই। যখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, যত দূর সত্যের রাজ্য, তত দূর বিস্তৃত হইবেই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন আমরা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কেন আমরা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার্য্য ও সাধুদিগকে ভক্তি করি, যাঁহারা বিদ্বেষপরবশ হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ভাল লোকদিগকে আমরা কেন সমাদর করি, তাহার উত্তর এই, আমরা সেই উপকারী বন্ধুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। যাঁহারা বহু কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক জগতের উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকটে আমরা প্রত্যেকে ঋণী। কোন্ প্রাণে আমরা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব? কোন্ প্রাণে কৃতঘ্নতা-বাণে আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে তাঁহাদের অবমাননা করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? সেই সকল প্রাণের বন্ধুদিগকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিব।

"এমন স্বর্গীয় উদার ধর্ম্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্মলাভের আর অন্য পথ নাই। তিনি যেমন এক, তাঁহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী

ব্যক্তিমাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে। এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে কিংবা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণ গেলেও তোমরা উদারতাকে বিনাশ করিও না। চন্দ্র সূর্য্যের আলোক যেমন সর্ব্বত্র সেবন কর, তেমনি প্রশস্তচিত্তে সর্ব্বত্র সত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া, সকল জাতিকে প্রেমসূত্রে বাঁধিয়া এক পরিবার করিতে যত্নবান্ হও। কুসংস্কার ও অধর্ম্মের কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার সময়, দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতারূপ লৌহশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? দেশকালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া আবার কি স্বাধীনতা বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধর্ম্মের কেমন প্রশস্ত ভাব! ঊর্দ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভগ্নীগণ, কোন দিকে বাধা নাই, যেখানে সত্য, সেখানে আমাদিগের অধিকার। আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য যে, এইখানেই প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এ ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বদ্ধ থাকিবে, এ কথা আমরা কখন স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল ভারতবাসীদিগের জন্য, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, আমাদের ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম, সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে আমাদের হৃদয় সমব্যাপী না হইলে, উহার উপযুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রাহ্ম নাম লইয়া, আমরা দেশ, কাল, জাতি, সম্প্রদায়, পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি না, আদরের সহিত সকল দেশীয় নর নারীকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্ত হইতেছে। মহাসাগরপারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে। যথাসময়ে এই সমুদায় অগ্নি একত্র হইয়া, দাবানলের ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল করিবে। হে ব্রাহ্মগণ, ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার কর। যে মহোৎসবে আজ আমরা আনন্দিত হইতেছি, সেই মহোৎসবের আনন্দসুধা সকল দেশের ভাই ভগ্নীদিগকে পান করাও।"

১১ই মাঘ, ১৭৯২ শক

১১ই মাঘের (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ) প্রাতঃকালের উপাসনাসম্বন্ধে

'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১) লিখিয়াছেন,—"আহা! প্রাতঃকালের উপাসনা কি রমণীয়, তৎকালে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। পরে হারমোনিয়ম ও মৃদঙ্গের মৃদু-মধুরধ্বনিসংযুক্ত বিশুদ্ধ তানে দুই একটী নূতন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। অনন্তর আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবসম্বন্ধে এমনি গভীর জীবনগত উপদেশ (২) প্রদান করিলেন যে, কাহার সাধ্য, তখন আপনার পাপ দেখিয়া রোদন করিতে না হয়? তাঁহার বাক্যগুলি উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করিল। উপাসনান্তে মন্দিরস্থ সমস্ত ব্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া গেলেন. দয়াময়নামে কত লোক দরদরিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। প্রচ্ছন্ন উৎসাহ হৃদয় ফাটিয়া বহির্গত হইল। দয়াময়নামে যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পায়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহারি প্রমাণ লক্ষিত হইল।" সায়ংকালে ত্রিবিধ যোগবিষয়ে উপদেশ (৩) হয়। ঈশ্বরের সহিত যোগ, ভ্রাতাভগ্নীর সহিত যোগ, আপনার বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত যোগ, এই ত্রিবিধ যোগ উহাতে বিবৃত হইয়াছিল।

---

(১) ১৭৯২ শকের ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(২) ১৭৯২ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৭৯২ শকের ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

৩০

বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর ও নবভাবোন্মেষ

বিলাতের রেবারেণ্ড চার্লস বয়সি সাহেবের পত্রের কিয়দংশ

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতেই, তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুমত সভা সংস্থাপিত হয়। রেবারেণ্ড চার্লস বয়সি সাহেব ক্রমাগত পাঁচ বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মের ভ্রম ও কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া, পরিশেষে চার্চ্চ অব ইংলণ্ড হইতে তাড়িত হন। তিনি এই সময়ে একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদিত কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, উহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁহার মনের উপরে কার্য্য করিয়াছিল, সকলে বুঝিতে পারিবেন :—

"বাস্তবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে নিয়মে শত শত বৎসর মনুষ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে, অদ্য তাহার আর একটি নূতন ও সাময়িক উদাহরণ দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সভ্যতা হইতে ইউরোপের সকল প্রকার উন্নতি, ইহার সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মভাব, সমস্ত নিয়ম, বিশেষতঃ নীতি সমাগত হইয়াছে। ভবিষ্যতে মনুষ্যজাতির মধ্যে যে ধর্ম্মসূর্য্য নবীন ও উজ্জ্বলতর আলোক-সহকারে উদিত হইবে, সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের পক্ষে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান। ইউরোপে, ইংলণ্ডে, বিশেষতঃ আমেরিকায় অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তথায় এখনও একশরীরে ও একভাবে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত ও কোন প্রকার উৎসবও সম্পাদিত হয় নাই। ইতিহাস এই ঘটনা ভাবী কালে সংরক্ষা করিবে, এবং ভারতবর্ষ জ্ঞানের প্রথম আকর ও পূর্ব্বদেশ পাশ্চাত্য দেশের প্রসূতি, তাহা সহস্রবার সপ্রমাণ করিবে।"

আমেরিকার স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের সম্পাদক পটার সাহেবের বক্তৃতার কিয়দংশ

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে স্থিতিসময়ে (১৮৭০ খৃঃ) আমেরিকাস্থ স্বাধীন ধর্ম্ম-সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে, সম্পাদক পটার সাহেব "ভারতবর্ষের পুরাতন ও নূতন ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উহার আনুষঙ্গিক কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া

দেওয়া যাইতেছে,—

"অদ্য আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে, আমি তাহার উন্নতি ও অভ্যুদয়ের বিষয় বলিতে আপনাকে অনুপযুক্ত মনে করি। কিন্তু তথাপি, যে ধর্ম্ম এক্ষণে ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে ও যাহা ব্রাহ্মসমাজ নামে সাধারণে পরিচিত, তাহার জীবন্ত, স্বাভাবিক, জাতীয় ধর্ম্মজীবন ও অদ্ভুত ক্ষমতা বিষয়ে আমি বিশেষ সম্বদ্ধ ও পরিচিত আছি, এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে তত সঙ্কুচিত হইতেছি না। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি অতি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক অঙ্কুর সকল প্রদর্শন করিতেছি, যাহা হইতে এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম ফলস্বরূপে প্রসূত হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিস্মিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্দুরা কি এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেন? যেরূপ সাধারণ ভাব, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী যে আমরা, আমাদেরই সেই সত্যস্বরূপ একমাত্র ঈশ্বর, তিনি আমাদের ভিন্ন অপরের নহেন, পৃথিবীর অপরাংশের লোকে তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ফলতঃ ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন কোন বিষয়ে এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ মৌলিক সত্যরত্ন অনেক নিহিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ক এমন উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যাহা আধুনিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং যাহা অন্য কোন ধর্ম্মে লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম সমাজ বিভিন্ন ধর্ম্মগত ও সামাজিক বলের ফলস্বরূপ, যে উপায়ে পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম্ম পরস্পর রূপান্তরিত ও সংশোধিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ সেই অসদৃশ ঘটনার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ। হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের পরস্পর কার্য্যগত প্রতিযোগিতাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। অতএব মনুষ্যের ভাবী ধর্ম্ম যে অন্যান্য একটি ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্থিত হইবে, তাহা নহে, কিন্তু সকল ধর্ম্ম, সমস্ত জাতি ও সর্ব্বপ্রকার সভ্যতায় পারস্পরিক বহিঃস্থিত ও অন্তর্নিবিষ্ট ক্রিয়া সকল একটি উচ্চতর বিশ্বাস ও উৎকৃষ্টতর সামাজিক অবস্থা আনয়ন করিবে, যাহা তাহাদের মধ্যে কোন একটি একা এত দিন উৎপাদন করিতে পারে নাই। যদি সময় থাকিত, তাহা হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমি পাঠ করিতাম। সেই পুস্তকে কেমন উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইয়াছে,

যাহার প্রভাবে ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটি জীবিত রহিয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পৌত্তলিকতার আকর কলিকাতা হইতে খ্রীষ্টীয়ান নিউ ইংলণ্ডে ঈদৃশ পুস্তক সকল সমাগত হইল। আমার বোধ হয় যে, এ পর্য্যন্ত আমেরিকান ট্র্যাক্ট সোসাইটি হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা এই ভারতবর্ষের ঐ কতিপয় পুস্তকে জীবনের প্রকৃত অন্ন অনন্তগুণে অবস্থিতি করিতেছে। ভারতবর্ষের এই পবিত্র ধর্ম্মের বর্ত্তমান সুবিখ্যাত প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন, যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার একজন সহকারী বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন। এই সভায় ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিশ্বাস বলিবার জন্য আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্তু ইংলণ্ডের কার্য্যানুরোধে তিনি শীঘ্র এখানে আসিতে অসমর্থ হইবেন। যাহা হউক, আমরা আশা করি যে, বর্ত্তমান বর্ষের কোন সময়ের মধ্যে তিনি এখানে সমাগত হইবেন, এবং যখন তিনি আসিবেন, স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রমুক্তহৃদয়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইবেন। নিশ্চয় অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরাও উদার-ভাবে ও পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। যিনি সমভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ান উভয়কেই পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের অতীত উচ্চপথ প্রদর্শন করিতেছেন ও যাঁহার উপদেশ আধ্যাত্মিক সহযোগিতা, সম্মিলন ও ভ্রাতৃভাবে মনুষ্যকে আবদ্ধ করিতেছে, আমরা এখানে অপকট ও সম্পূর্ণ সরলচিত্তে তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ইচ্ছা করি।"

সাধু ও ধর্ম্মগ্রন্থ

কেশবচন্দ্রে কতকগুলি ভাব পূর্ব্ব হইতে প্রচ্ছন্ন ছিল। সে গুলি সময়ে সময়ে অপ্রধানভাবে উল্লিখিত হইত। সুতরাং ঐ সকলের কত দূর বিকাশ হইবে, কেহ বুঝিতে পারেন নাই। "আমার ভিতরে আরও কত কি প্রচ্ছন্ন আছে, সময়ে প্রকাশ হইবে" এই ভাবের কথা তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন, কিন্তু সে কথা তত কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিত না। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন, কর্ম্মযোগের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হইল, লোকে মনে করিল, এইবার কর্ম্মের সাগরে ডুবিয়া আধ্যাত্মিকতার ক্ষতি হইবে। কেশবচন্দ্র কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা এই দুইয়ের কি প্রকারে একত্র সমাবেশ করিতে হয়

জানিতেন, সুতরাং তাঁহার জীবনের গূঢ় আধ্যাত্মিকতা এখন উপদেশ ও আচরণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঈশ্বরদর্শনাদি আধ্যাত্মিক বিষয় সমুদায় এ সময়ে উপদেশের বিষয় ছিল। ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সাধু ও ধর্ম্মগ্রন্থ * কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা এই সময়ে বিশেষরূপে বিবৃত হয়। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সাধকের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী নাই, পরবর্ত্তী কথাগুলিতে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোন্ কথায় প্রকাশ পাইতে পারে? "মুক্তিদাতা পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, বৎস, তুমি কি চাও, তিনি অকুণ্ঠিতহৃদয়ে এই বলিবেন, আমি তোমার দর্শন চাই। তিনি পূর্ব্বকালের সাধুগণের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন, 'স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।' পরমেশ্বর যদি ভক্তকে বলেন, ধন লও, যশ লও, পুত্র লও, মান লও, তিনি তৎক্ষণাৎ অকুণ্ঠিতহৃদয়ে এই বলিবেন, আমি ইহার কিছুই চাহি না। পুনশ্চ যদি বলেন, ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু-সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীর সুন্দর পবিত্র স্থান সকল ভ্রমণ কর, ভক্ত বলিবেন, আমি ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না, আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে পাইলেই আমার পরিত্রাণ, আমার পরম লাভ।" তবে কি ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধুগণ অনাদরের বিষয়? অনাদরের বিষয়, যদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধু অস্বচ্ছ হন, আদরের বিষয়, যদি স্বচ্ছ হইয়া দর্শনে সাহায্যদান করেন। "যে গ্রন্থ ধর্ম্মমূলক সত্যে পরিপূর্ণ, তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত, কিন্তু তাহাই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, যে শাস্ত্র স্বচ্ছ নহে, যাহাতে সেই লক্ষণ নাই, যাহা থাকিলে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি না, সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। * * * যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশঃই পিতার মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করে, তাহাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র।" সাধুসম্বন্ধেও এই একই কথা। "তাঁহাকেই ব্রাহ্মেরা সাধু বলেন, ঈশ্বরপ্রেরিত বলেন, যিনি স্বচ্ছ, যাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রকাশিত হন, যিনি ঈশ্বরের দ্বারে

* ১৭৯২ শকের ২৭শে চৈত্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত, ১৭৯৩ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত আচার্য্যের উপদেশ দ্রষ্টব্য।

দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন। যিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি হৃদয়কে হরণ করেন না, তিনিই সাধু। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে দেন না, তাঁহার প্রেমমুখ আবরণ করেন, এবং ধর্ম্মের নামে লোকের চিত্ত অপহরণ করেন, সে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহাদের আদর নাই। এখানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের পূজা হয়। এখানে সেই এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিতে পারে না।" সাধুগণ স্বচ্ছ হইলেন হউন, এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, তাঁহারা কি আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেন, তাঁহারা কি আমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন না? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন, "সাধুদিগের বাহ্যিক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, সাধুদিগকে আমাদের অন্তরস্থ করিয়া লইতে হইবে।" "ঈশ্বরের পবিত্র নামে ব্রাহ্মের শরীর যেমন পরিপূর্ণ থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধুব্যক্তির রক্তমাংস তাঁহার রক্তমাংসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নবজীবন দান করিবে।" "তাঁহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাঁহাদের সাধুতা পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাঁহাদের রক্তমাংস আমাদের রক্তমাংসরূপে পরিণত হইবে।" শাস্ত্রসম্বন্ধেও এই এক কথা, "পুস্তক সকলের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল জীবন্ত সত্য রহিয়াছে, তাহাও প্রত্যেক ব্রাহ্ম অবনতমস্তকে স্বীকার করিবেন।" "যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, যে পুস্তকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি, তাহা আমার করিয়া লইব; পরের সত্যে, পরের সাধু দৃষ্টান্তে আমার কি হইবে? এ সমস্ত যখন আমার নিজস্ব হইবে, তখনই আমার জীবন।"

ঈশ্বরদর্শন

সাধু মহাজন ও শাস্ত্র এ দুইয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্র বিশেষ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু জীবনে কি এমন সময় উপস্থিত হয় না, যে সময়ে ইঁহারা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারেন না? হাঁ, হয়। কেশবচন্দ্র এজন্যই বলিয়াছেন, "মনুষ্য যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন, উপদেষ্টারা সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, এবং সাধুরা জগতের হিতের জন্য, আপন আপন জীবনে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমার অন্ধকারপূর্ণ পাপদগ্ধ চিত্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিল, তাহার উত্তর কে প্রদান করিল ? আমি অন্যের মুখবিনিঃসৃত যে সকল কথা, তাহার অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি।" এই সঙ্কটাবস্থায় কি করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের পরীক্ষিত কথায় এইরূপে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "ধন্যবাদ তোমাকে, হে ব্রাহ্মভ্রাতা, হে সচ্চরিত্র ভদ্র, হে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য যত দূর করিতে পারে, তাহা তুমি করিলে। এখন ক্ষণকালের জন্য তোমার স্নেহ হইতে গোপনে গমন করি। আসিলাম ভ্রাতা বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া; নিজের হৃদয়কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম, অহঙ্কৃত মস্তককে বহু আয়াসে অবনত করিলাম, প্রবল রিপুরূপ ভয়ানক তুফানকে একটি বাক্যবাণে শান্ত করিলাম। একটি নাম করিলাম, অসংযত মন স্তম্ভিত হইল। চতুর্দ্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জ্জন স্থানে, সেই রূপরহিত বাক্যাতীত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন, হৃদয় অবাক হইয়া তাঁহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেখিতেছি, ইহা কি ? এই যে জ্যোতি, ইহা কি সূর্য্যের জ্যোতি, না অন্য কোন বস্তুর জ্যোতি ? এই যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য, ইহা কাহার ? পাপীর হৃদয়ে এই যে শান্তির স্রোত, ইহা কোথা হইতে আসিল ? এই রূপরহিত জীবন্ত সত্তা, এই মূর্ত্তি কাহার ? হৃদয়ের মধ্যে এই যে সুখ উথলিত হইতেছে, এই সুখ কোথা হইতে ? যাঁহার স্নেহ দেখিতে পাই না, ইনিই কি সেই স্নেহময় ঈশ্বর ? স্থির হও, যাহা দেখিতেছ, ইহা কি স্বপ্ন ? ইহা কি কল্পনা ? এই যে কিছুকাল পূর্ব্বে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, এইক্ষণে এই পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল ? কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। চক্ষু যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষনয়নে তাহা দেখুক, চক্ষু যত ক্ষণ আছে, ততক্ষণ দেখুক। কর্ণ যাহা শুনিয়াছে, তাহা অবিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ শুনুক। কারণ অনুসন্ধানে এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃতজ্ঞ হও যে, অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই এবং এখনও বধির হও নাই। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনিই সেই কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তাঁহাকে সম্ভোগ কর। 'বল, হে করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, কি বলিলে, পুনর্ব্বার বল, শ্রবণ করি। হে রূপরহিত, নামরহিত, আমার সাধ্য কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে কৃপা করিয়া একবার যাহা দেখাইলে, পুনর্ব্বার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি, একবার যাহা বলিলে, পুনর্ব্বার বল, শুনিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছি। পিতা,

যাহা দেখাইলে, কৃপা করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, এমন শুনি নাই। মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবান্ধবের নিকটও পাই নাই। কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম।' এইরূপে যাঁহার প্রকাশে হৃদয়ের গভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন? অন্তরের গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা হইল? স্থির হও, ইহা অতি সহজ, অতি সামান্য কথা। পরমেশ্বরের করুণার পর করুণা, স্নেহের পর স্নেহ, এবং আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত গতজীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহভঞ্জন হইবে। সেই যে করুণা, সেই যে স্নেহ, গতজীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, যে করুণার প্রতিমা সমুদায় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চন্দ্রসূর্য্যনক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত আকাশ যে করুণার সাক্ষ্যদান করিতেছে, সেই স্নেহ, সেই করুণা যাঁহার, তাঁহার আশ্রয় লাভ কর, হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে। সকলের আশ্রয়দাতা, সেই পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিবেন, তোমার অন্তরের গভীরতম অভাব মোচন করিবেন। তাঁহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয়ই উত্তর পাইবে। সাবধান, সেই জিজ্ঞাসাতে কেহ যেন নিরস্ত না হয়েন। সেই জিজ্ঞাসার জন্য কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করিও না, এবং সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসা জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন এবং নিজের উপর নির্ভর করিলেও কেহ সেই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন না। প্রকৃতরূপে হৃদয়ের দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় স্বয়ং পরমেশ্বর।" (উপদেশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯৩ শক) (১৭৯৩ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত)

ঈশ্বরের আদেশ

ঈশ্বরের আদেশসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এ সময়ে কিরূপ সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার উপদেশের (১) কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।—"যিনি ব্রহ্মের অনুগত দাস, তিনি কি বিদ্যালয়ে, কি কার্য্যালয়ে, তাঁহার আদেশ ভিন্ন কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সকল সময় এবং সমুদায় কার্য্যে ব্রহ্মই

(১) ১৭৯৩ শকের ১৮ই বৈশাখ ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত, ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অগ্নি" উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

তাঁহার একমাত্র প্রভু। যে কোন কার্য্য করিব, ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া করিব, তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যদি সহস্র লোক তাঁহাকে বিরক্ত করে, তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তিনি একটি ক্ষুদ্রকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কিন্তু যখন ঈশ্বর স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে বলিবেন, তখন বজ্রদেহীর ন্যায় ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত অত্যন্ত প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধও পালন করিব না। যদি পৌত্তলিক হইতাম, যদি কোন মৃত বাক্‌শক্তিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, তাহা হইলে সেই দেবতা নির্জীব, কথা কহিতে পারেন না, ইহা জানিয়া তখন গুরু অন্বেষণ করিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের উপদেশ লইতাম; কিন্তু যখন জানি, ঈশ্বর মৃত নহেন, এবং তিনি কথা বলিতে পারেন, এবং তাঁহার অগ্নি আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া পরের আদেশ শুনিয়া তাঁহার অপমান করিব। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশস্রোত যদি অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, যদি পূর্ব্বকালের সাধকদিগের নিকট ঈশ্বর তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া অন্তর্হিত হইতেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত। কিন্তু প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই। এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতেছেন, এখনও আমাদের নিকট তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে, অনন্তকাল বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাঁহার আদেশ প্রচার করিবার জন্য অবিশ্রান্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি। যখন তিনি কথা বলিবার জন্য আমাদের এত নিকটে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন কিছুই করিতে পারিব না।"

ইংলণ্ড হইতে আসিয়া যে কার্য্যস্রোত প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার সঙ্গে এই আদেশবাদের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ যোগ, উদ্ধৃত কথাগুলি পাঠ করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। "উপাসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাঁহার কার্য্যও পুরাতন হয় না; উপাসনাতে ব্রাহ্ম যেমন প্রতিদিন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব প্রিয়তর কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তিনি তাঁহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট নূতন ভাবে দিন দিন তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের

নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের ভয় নাই। সমস্ত দিন রাত্রি যদি তাঁহার আদেশ সাধন করি, তথাপি কার্য্যস্রোত পুরাতন হইবে না। যদি তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তবে সংসার নূতন হইবে, সমস্ত জগৎ প্রিয় হইবে। যেখানে তিনি বর্ত্তমান, সেখানে ভয় কি, সেখানে বিপদের আশঙ্কা কোথায়? যে সংসারের তিনি প্রভু, যাহাতে তাঁহার আদেশ সম্পন্ন হয়, যে সংসার তাঁহার পূজায় নিযুক্ত, সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে? যেখানে এ সকল লক্ষণ নাই, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। যদি আমাদের মধ্যে এ সকল লক্ষণ না থাকে, তবে আমরা কিরূপে ব্রাহ্মনামের যোগ্য হইতে পারি? ব্রাহ্মগণ, এস, আমরা সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেমন অবিশ্বাস হইতে দূরে থাকিবে, তেমনি আলস্য নিরুৎসাহ তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন দেখিবে, কার্য্যস্রোত শুষ্ক হইতেছে, তখন যদি হৃৎকম্প না হয়, নিশ্চয় জানিও, ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদের হৃদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক বিপদ নিকটবর্ত্তী। যখন দেখিবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় না, তাঁহার সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয় না, তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে যে, এখনও আত্মা সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয় নাই।" (উপদেশ, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক)

শুষ্কতানিরসন

শুষ্কতা-নিরসন কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা কেশবচন্দ্র সঙ্গতে (৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক) এই প্রকার করেন, (১) "শুষ্কতা-নিবারণের ঔষধ এক মাত্র ঈশ্বর, কেন না তিনি রসস্বরূপ। আমাদের সাধন কি? কেবল তাঁহার নিকটে রসা। নদীতীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে চিরকাল সরস রাখিয়া বর্দ্ধিত করে। জীবনের সেইরূপ একটি মূল দেশ আছে, অক্ষয় শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে আত্মা নিত্যকাল সরস থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। সকলে জীবনে এই সার সত্যটি পরীক্ষা করুন। লোকে কাজ কর্ম্মে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগের নিকটে যায় এবং শান্তি লাভ করে; জীবনে শান্তি হারা হইয়া আমরা

(১) ১৭৯৩ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে এই সঙ্গতের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শান্তিলাভার্থ ঈশ্বরের নিকট যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাঁহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে তাঁহার সহিত যত অবিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন করিতে পারিব, ততই শুষ্কতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রেমরস, শান্তিরস ও আনন্দ-রসে জীবন প্লাবিত হইতে থাকিবে।”

পাপ প্রলোভনের ক্ষয়

এই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল উপদেশ হয়, উপাসকমণ্ডলীর সভায় (১) যে সকল আলোচনা হয়, সে সমুদায় কেবল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নহে, যাহাতে প্রতি জনের জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার উপায় সকল উহাতে বিশদরূপে বিবৃত হয়। আমরা উদাহরণস্বরূপ তিনটি উপদেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি, (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ। পবিত্র প্রেমদ্বারা কাম, ক্ষমার দ্বারা ক্রোধ এবং ব্রহ্মলোভ দ্বারা লোভকে পরাজয় করিতে হইবে, উপদেশত্রয়ের এই মূল বিষয়। উপাসকমণ্ডলীর সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্য হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, ইহাতে সে সময়ে সকলের মনের গতি কোন্ দিকে ছিল, সকলে বুঝিতে পারিবেন। পাপ প্রলোভন মনে এক কালেই আসিবে না, এরূপ সম্ভব কি না? এই প্রশ্নের উত্তর (২) এই প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে,—

“ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় লোকের মনে পাপের আকর্ষণশক্তির ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে, প্রলোভন অসম্ভব হইবে, বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে—প্রলোভন হইতে পারিবে না—এইরূপ আদর্শ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নিকট সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয়। প্রলোভনের কাছে আপনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। * * * ভক্তগণ জানেন, ঈশ্বরের কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়, অতএব তাঁহার সেই

(১) সঙ্গত ও উপাসকমণ্ডলীর সভা উভয়ের কার্য্য একই প্রকার লক্ষ্য হওয়াতে, পৌষ মাস হইতে সঙ্গতসভা উপাসকমণ্ডলীর সভার অন্তর্ভূত হইয়া যায়।

(২) ১৭৯৩ শকের ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

কৃপাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পাপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্ম্মসাধন বৃথা। 'তাঁর কৃপায় একটি পাপও ক্ষয় হইয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি', জীবনে চিরকাল এ কথাটি ধরিয়া থাকিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে একটী গুপ্ত কথা অনেকে অনুধাবন করেন না। চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্রের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে তাহাতেই পরিত্রাণ হয়। বাহ্যানুষ্ঠান-রূপ মোটা বাঁধন ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসের সূক্ষ্মবন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া রাখে। * * * সকল ধর্ম্মের মূল অতিসূক্ষ্ম, প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনের মূলও সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শব্দাডম্বর বা কার্য্যাড়ম্বর নাই। এক জনের মনে কেবল একটা ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাতেই দেশ বিদেশ ও সমুদায় পৃথিবীকে অগ্নিময় করিয়া তুলে, চৈতন্য ও খ্রীষ্টের প্রেমরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অল্প কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুত্বও অধিক ছিল। ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুরুত্বের লাঘব হইল। প্রত্যেকে আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিদ্যুতের ন্যায় সত্যের আলোক দেখিতে পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু তাহাই বিশ্বাসবন্ধনের মূল সূত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিয়া রাখা উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকটে চিরজীবনের পথ প্রদর্শন করে এবং তাহারই বলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।"

প্রণয়সাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার সমন্বয়

প্রণয়সাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিবেচনা কিরূপে সমন্বয় হইতে পারে? লোকের স্বভাব ও আচার বিচার করিয়া বন্ধুত্ব করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়, এই আলোচ্যবিষয়টি অতি সুদীর্ঘ ভাবে আলোচিত হয়; আমরা উহার প্রথমাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। (১) "সত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম সাধন করিতে হইবে। আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে ভালবাসি, উপাসনার অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি? অন্যের দোষ থাকিলেও

(১) ১৭৯৩ শকের ১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে সঙ্গতের এই আলোচনাটী দ্রষ্টব্য।

তাহার প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার কেন না করা যাইবে? প্রত্যেক মনুষ্যের দোষ গুণ দুই আছে, আপনার দোষ যেমন এক দিকে ফেলিয়া দিয়া গুণটির পক্ষপাতী হই, অন্যের বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে। বালক যেমন দাস দাসীকে প্রথমে না জানিয়া শুনিয়া ভালবাসে, কিন্তু পরে তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভালবাসা যায় না; ধর্ম্মশিশু সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞাতসারে ভালবাসেন, পরে বন্ধুর কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। * * * মাকে ভালবাসিলে তাঁহার সম্পর্কে সহোদর মাতুল প্রভৃতিও আদরের সামগ্রী হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটি মধ্যবর্ত্তী কারণ আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদের প্রীতির মধ্যবিন্দু হইলে, তাঁহার সম্পর্কীয় সমুদায় সামগ্রী আমাদের প্রীতির আস্পদ হইবে। * * * ভালবাসা দুই প্রকার, সদ্‌গুণের ও মতের। ব্রাহ্মদের মধ্যে শেষোক্তটীই প্রায় দেখা যায়, কিন্তু যদি প্রকৃত ভালবাসা লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই দুইটি মিলাইতে হইবে। এক ঈশ্বরের, এক মন্দিরের উপাসক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, আবার যাহাতে যে পরিমাণে সাধুগুণ লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে ভালবাসা যাওয়া স্বাভাবিক, নতুবা প্রীতি ভ্রমসঙ্কুল। ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মসম্পর্কে পরস্পরে সহোদর। সহোদরের ভাব যে কিরূপ, তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে এক একটি সাংসারিক ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা আমাদিগের পরস্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্ষা দিয়া জগৎকে এক পরিবারে বদ্ধ করিবে। আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার চরণে প্রণত হই, তাঁহারই হস্ত হইতে মস্তক পাতিয়া আশীর্ব্বাদ লই এবং সকলে সেই এক পিতার চরণসেবায় জীবনকে নিয়োজিত করি। ইহা অপেক্ষা সম্মিলনের প্রবল উপায় আর কি হইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঈশ্বরের যে জ্যোৎস্না পতিত হয়, তাহা ভালবাসিব না, এরূপ নহে। ব্রাহ্মদের সদ্‌গুণ গ্রহণ করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া হয়, অন্যের হইলে বাহির হইতে লওয়া হয়, এই প্রভেদ।" একধর্ম্মাবলম্বী এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এ দুইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত, এই কথাগুলি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে।

প্রেমরাজ্যস্থাপন

এবার যে ভাদ্রোৎসব হয়, তাহার উপদেশ পাঠ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমরাজ্যস্থাপনের জন্য, নির্ব্বিবাদ ঈশ্বরের পরিবার-স্থাপনের জন্য কেশবচন্দ্রের প্রাণ কি প্রকার আকুল হইয়াছিল। উপদেশটি(১) অতি সুদীর্ঘ, আমরা ইহার অন্তিম কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিবেন। "কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় মাঙ্গালোর, কত দেশ হইতে পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক ঘরে আনিয়া দিলেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাহ্মগণ, আর এই প্রকার প্রেমশূন্য শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া বল, আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না। মতে অনৈক্যই হউক, আর সাংসারিক কষ্টই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পারি না। মুখের ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ কর; প্রেমের সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ, ইহার মধ্যে পিতার মুখশ্রী দেখিতেছি, এই বলিয়া যখন ভাই ভগ্নীদিগকে গৃহে আনিবে, তখন তোমাদের ব্যাপার দেখিয়া জগৎ লজ্জিত হইবে এবং শত্রুরা পরাজিত হইবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই কথা লইয়া গিয়া সাধন কর, 'পিতা যেমন সুন্দর, ভাই ভগ্নীগণও তেমন সুন্দর।' প্রাণস্বরূপ পিতা আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবসেন। সেইরূপ আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দিন পর, বার মাসের পর, পরস্পরের মধ্যে গভীরতর মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম, তবে জানিতাম, যথার্থই পিতার প্রেমপরিবার গঠিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ, লোভী হইয়া, রাগী হইয়া আর ভাই ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া দিও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার—প্রেম সাধন কর। পিতা যেন দেখিতে পান, যাঁহারা তোমাদের নিকট আছেন, তাঁহারা আর তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। এই উৎসবে যেন প্রেমরাজ্যের সূত্রপাত হয়। যদি এই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও, ভারতবর্ষ বাঁচিবে, জগৎ পরিত্রাণ পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দমনে পিতার প্রেমরাজ্য দেখিতে দেখিতে চিরকালের আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।"

---

(১) ১৭৯০ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

"তিনি আছেন" এবং "তিনি কথা কন"

উপরি উদিত উপদেশাদির অংশে যে নবভাবের প্রবর্ত্তনা আমরা দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে আসিবার পরেই সঙ্গতে (১) (১২ কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক) (২৮শে অক্টোবর, ১৮৭০ খৃঃ) যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে উহার মূল প্রকাশ পায়। আমরা ঐ দিনের সঙ্গতের কথাগুলির সারাংশ দিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছিঃ—বিশ্বাস স্থায়ী, ভাব অস্থায়ী। বিশ্বাসমূলক কার্য্য প্রকৃত ও পবিত্র, ভাবসম্ভূত কর্ম্ম চঞ্চল ও পরিবর্ত্তসহ। বিশ্বাস ভাবের উপরে নির্ভর করে না, যুক্তিরও অনুবর্ত্তী নয়। অনেক সময় উহা যুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করে। "বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন ও বিশ্বাসকর্ণে শ্রবণ করিলেই ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারা যায়; নতুবা কেবল যুক্তি ও কল্পনা করিতে হয়। বিশ্বাসে হৃদয় জাগ্রৎ ও প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সচেতন অনুরাগী হৃদয় প্রবলবেগে সমস্ত উৎসাহ ও বলের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যে ধাবিত হয়। যাহাতে কষ্ট বোধ হয়, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিতে অনেকে কুণ্ঠিত, ইহা ভ্রম। হৃদয় প্রকৃতিস্থ না হইলে কখন আদেশ-পালনে আনন্দ হয় না। কর্ত্তব্য ও ইচ্ছা এ দুইয়ের সম্মিলন আবশ্যক। অনুষ্ঠিত কার্য্যকে অসার বা অপবিত্র মনে করিয়া, ক্রমান্বয়ে সেই কার্য্য করিলে মন কলুষিত হয়। ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া চলিলে, অতি নিকৃষ্ট কর্ম্মও উপাসনার ন্যায় পবিত্র বেশ ধারণ করে, এবং কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা যে কর্ম্ম অবলম্বন করি, তাহা পবিত্র হইয়া যায়।" বিশ্বাসানুসারে নিষ্ঠাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আদেশ সহজে শুনা যায়। ইহার বিপরীত ব্যবহারে ঈশ্বরের আদেশ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। মনের মধ্যে যখন ঝড় তুফান চলিতেছে, তখন ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ পায় না। মনের ঠিক অবস্থা হইলেই আদেশ প্রকাশ পায়। "আদেশ পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়া বরং এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ভাল, তথাপি হঠাৎ আপনার মনের কল্পনাকে তাঁহার আদেশ বলিয়া লওয়া ভাল নয়।" অনেকে প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া আপনার ইচ্ছা বা অপরের কথাকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। "আদেশ নিঃসংশয়, স্পষ্ট এবং বারংবার পরীক্ষাসহ; তাহাতে 'যদি হয়' কি 'বোধহয়' এরূপ ভাব নাই।"

---

(১) ১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে এই সঙ্গতের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

"অবিশ্বাসীর নিকটে কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আদেশ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসীর নিকটে এ দুইই এক।" "জগতের সংক্রামক রোগ এই যে, 'কর্ত্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে;' ব্রাহ্মেরাও ইহার হাত ছাড়াইতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক কর্ত্তব্যপরায়ণ বা সেবক ভক্ত একই। তাঁহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। ইংলণ্ডেরও এই অভাব। তথাকার লোক কর্ত্তব্য বলিয়া কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের ভক্তি নাই।" "ধর্ম্ম যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই উহা পরিত্রাণের উপায়।" বিলাতে ধর্ম্মের পক্ষ ও মত অনেক, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম নাই। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, বাহিরের উপায় যত কেন হউক না, মূল কথা একটী, কি দুইটী। "বিলাতে এত প্রকার অবস্থার মধ্যে 'এক মাত্র ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকা' এই পবিক্কত কথাটী অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাতেই নিরাপদ ও নির্ভর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" বিশ্বাস সর্ব্বদা সুদৃঢ় থাকা চাই। হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও পৌত্তলিকেরা তাহা ছাড়ে না, ব্রাহ্মেরা সত্য পাইয়াও কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। এতৎসম্বন্ধে শাসন হওয়া চাই। আদেশের প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া, কেহ যেন বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইতে না চান। যে বিষয়ের দুই দিকের কোন দিকই জানি না, সে বিষয়ে এক দিকে যাইতে আদেশ পাইলে, তাহাকে কল্পনা বলা যাইতে পারে না। নিজের ইচ্ছা বা কল্পনা জ্ঞাত বিষয়ে সম্ভবপর। প্রথমে ঈশ্বর এক ডাকে উত্তর দেন, ক্রমে আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় লোকে স্বপ্ন দেখে এবং যেটা অন্যের কথা, সেটা তাঁহার কথা মনে করে। "অদ্যকার সংক্ষেপ সার কথা এই, একটি 'তিনি আছেন', দ্বিতীয় 'তিনি কথা কন' ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। উপাসনার সময় স্থিরচিত্তে তাঁহার আদেশ বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া ভাল করিয়া জানিয়া লইব, মন তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, অন্যেও পারিবে না। এক্ষণে এইরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।"

৩১

বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন

বিবাহবিধি সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলের নিকট কলিকাতা সমাজের আবেদন

ব্রাহ্মগণের বিবাহ রাজবিধির চক্ষে কিছু নহে, এই অসিদ্ধতা বিদূরিত করিবার জন্য যত্ন কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ড হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ব্রাহ্মবিবাহবিধি শীঘ্র শীঘ্র বিধিবদ্ধ হয়, এজন্য বিশেষ যত্ন হয়, এবং এ যত্নের অচিরে ফলপ্রসব হইবে, ইত্যবসরে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উহার প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়ান। কলিকাতা সমাজ একখানি অর্থশূন্য আবেদন গবর্ণর জেনারেলের নিকটে উপস্থিত করেন। এই আবেদনে দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহারা একপদ সংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিমুখ। ইঁহারা আবেদনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার সংক্ষেপ এই :—(১) ব্যবস্থা সমুদায় ব্রাহ্মসম্বন্ধে নিবদ্ধ হইবে, অথচ অধিকসংখ্যক ব্রাহ্ম ব্যবস্থা চান না; (২) ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত নহেন, ব্যবস্থা হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত হইতে হইবে, এবং এইরূপে বহির্ভূত হইলে তাঁহাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী; (৩) কেশবচন্দ্র সেন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নহেন, ব্রাহ্মসমাজে বিজাতীয় মতাদি প্রচলিত করিবার জন্য যত্নবশতঃ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এবং তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ করিয়াছেন, (৪) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগের বিবাহ-প্রণালী স্বতন্ত্র, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতামাত্র পরিত্যাগ করিয়া যে প্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? (৫) নূতন ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান বা মুসলমানগণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন, ইহাতে উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে; (৬) নূতন ব্যবস্থাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধে কোন বান্ধাবান্ধি নিয়ম না থাকাতে, উহা ব্রাহ্মগণের

হৃদয়ব্যথা উৎপাদন করিয়াছে; (৭) একাধিকবিবাহ বা বহুবিবাহ নিবারণ জন্য ব্যবস্থাব নিষ্প্রয়োজন, কেন না হিন্দুসমাজের এখন সেই দিকে গতি হইয়াছে, ব্রাহ্মগণেব দৃষ্টান্তে উহা আপনি নিবারিত হইবে। বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহার পত্নী চিররোগ বা বন্ধ্যাত্বাদি দোষযুক্ত হইলে, অপর নারীর পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না, (৮) নারীগণেব বিবাহের উপযুক্ত বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে, দ্বাদশ বর্ষ।

বিবাহবিধিপ্রতিরোধে কলিকাতা সমাজের আবেদনের প্রতিবাদ

এই আবেদনসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র মিরারে যে প্রতিবাদ করেন, তাহা অতি তীব্র। এরূপ তীব্র হইবাব প্রথম কারণ এই যে, পত্নীগণকে পশুবৎ হেয় জ্ঞানে রোগাদিনিমিত্ত অসমর্থা হইলে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বলিয়া এই আবেদন যুক্তি উপস্থিত করিয়াছে। দ্বিতীয় কাবণ—চিকিৎসকগণের ব্যবস্থার বিরোধে দ্বাদশ বর্ষ বিবাহের কাল নির্ণয়। তৃতীয় কারণ---উপবীতত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহাদি সত্ত্বে ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজেব অন্তর্গত প্রতিপন্ন করিতে যত্ন। চতুর্থ কাবণ---ব্যবস্থা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অধোগতি হইবে, এই মিথ্যা আপত্তি, কেন না যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে কপটতা,ভীরুতা ও অসরলতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপনীত হইবে। কলিকাতাব্রাহ্মসমাজ আপনাদের পরিপুষ্ট দল দেখাইবার জন্য, অসত্য পথ আশ্রয় করিয়া, বিদ্যালযেব পৌত্তলিক ছাত্রগণের পর্য্যন্ত নাম স্বাক্ষর গ্রহণ করেন, এ সম্বন্ধে এ সময়ে মিরারে অনেকগুলি বিশ্বস্ত লোকের পত্র বাহির হয়। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বলেন, অধিকসংখ্যক ব্রাহ্ম ব্যবস্থা চান না; ইহাব প্রতিবাদ কার্য্যতঃ হয়, কেন না তেতাল্লিশটি ব্রাহ্মসমাজ ব্যবস্থা হইবার জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মবিবাহবিধি লইয়া কেবল ভারতবর্ষে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা নহে, বিলাতে "টাইমস্" পত্রিকা ব্রাহ্মবিবাহবিধির আবশ্যকতা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন।

বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স সম্বন্ধে ডাক্তারগণের অভিমত

এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে পত্র লিখেন। ঐ পত্রের উত্তরে, মেডিকেল

কলেজের বঙ্গীয় বিভাগের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার টামিজ খাঁ এই মত প্রকাশ করেন যে, এই উষ্ণপ্রধান দেশে দশ হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে বয়োলক্ষণ প্রকাশ পায়; অথচ এই সময়ের মধ্যে বিবাহ দিলে পত্নীসমুচিত কর্ত্তব্যগুলিপালনে বিবাহিতা নারী অসমর্থা হন, এবং অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। অতএব কোন বালিকাকে, অন্ততঃ ষোড়শবর্ষীয়া যত দিন না হইতেছেন, তত দিন বিবাহ দেওয়া কখন উচিত নয়। আর যদি এতদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা নারী এবং তাঁহার সন্তান সন্ততির বিশেষ কল্যাণ হইবে। ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ এম, ডি, ষোড়শবর্ষ বিবাহযোগ্য সময় নির্ণয় করেন। তাঁহার মতে ষোড়শবর্ষের পরও দুই তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিলে বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা। ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বে নারীগণের দৈহিক ও মানসিক গঠনের পূর্ণতা লাভ হয় না; সে সময়ে সেই সকল অস্থিভাগ তখনও অপূর্ণাবস্থ থাকে, যে অস্থিভাগের পূর্ণতা মাতৃত্বপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু অষ্টাদশ বর্ষ নারীগণের বিবাহের যোগ্যকাল মনে করেন, কিন্তু যখন এদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত বিপরীত ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহাব মতে অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ বিবাহকাল এ সময়ের জন্য নির্ণয় করা সমুচিত। বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বিংশতি বর্ষ ও তৎসন্নিকট বয়সকে বিবাহের যোগ্যকাল বলেন। বোম্বে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যাব উপদেষ্টা ডাক্তার এ, ভি, হোয়াইট সাহেব বলেন, পঞ্চদশ বা ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বে বয়োলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, বিনা বিপদে মাতৃত্বকর্ত্তব্যপালনোপযোগী হইবার জন্য নারীগণের বিবাহযোগ্যকাল তাঁহার মতে, অষ্টাদশ। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আমাদিগের দেশীয় সুশ্রুত হইতে ষোড়শবর্ষ বিবাহযোগ্যকাল নির্ণয় করিয়া, ঐ সময়কেই বিবাহের যোগ্যকাল নির্ণয় করেন *। বর্ত্তমান

* শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মনুর মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে যেন প্রতীত হয়, তিনি মনে করিয়াছেন, মনু দ্বাদশবর্ষ নারীগণের বিবাহকাল নির্ণয় করিয়া, সেই সময়েই পতি ও পত্নীর ন্যায় উভয়ের একত্র বাস অনুমোদন করিয়াছেন। "যে ব্যক্তি নিতান্ত সত্বর হয়, তাহার ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়" মনু ঐ সঙ্গে এ কথার যোজনা করাতে, ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, নারীর দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলেও, ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পতি পত্নীর ন্যায় একত্র

ভারতের সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার চারলস্ সম্প্রতি চতুর্দ্দশবর্ষ বিবাহযোগ্যকাল ব্যবস্থা দেন।

বিবাহবিধি সম্বন্ধে পত্রিকাসকলের ও সভাসমূহের মতামত

বিবাহবিধি লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। ব্যবস্থাপকসভা সিমলায় অবস্থানকালে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবে, এরূপ প্রস্তাব ছিল; এই আন্দোলনে তাহা স্থগিত হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি ভাল করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক বিধিসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইবে, ব্যবস্থাপক ষ্টিফেন সাহেব এইরূপ স্থির করেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানস্থ যতগুলি সংবাদপত্র বিবাহবিধির পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখেন, এবং কেহ কেহ বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবার সম্বন্ধে বৃথা কালক্ষেপ দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইংলিসম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস, লক্ষ্ণৌ টাইম্স্, মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া, উইটনেস্, ডেলি একজ্যামিনার, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সমুদায় প্রধান প্রধান পত্রিকা বিবাহবিধির সপক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। বিলাতের আলেন্স ইণ্ডিযান মেলে এ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রথমতঃ বিবাহবিধির সপক্ষে লিখেন, পরিশেষে কলিকাতাসমাজের পক্ষাবলম্বন করেন। পলমলগেজেটে যে একটি প্যারা বাহির হয়, উহা বিপক্ষপক্ষাবলম্বী নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। বিদেশস্থ অনেক সভা বিবাহবিধির সমর্থন করেন। ফয়েজাবাদ ইনষ্টিটিউট, উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে গোল আছে মনে করিয়া, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হন। দক্ষিণ ভারত ব্রাহ্মসমাজবিধি শীঘ্র বিধিবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন করা স্থির করেন।

আদিসমাজের পক্ষ হইয়া, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আদিসমাজের সপক্ষ ব্যক্তিগণ হইতে তাঁহাদিগের মত লিখাইয়া লইয়া, পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ সকলের

বাস হইতে বিরত থাকিতে হইবে। যে সুশ্রুতের তিনি প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সুশ্রুত দ্বাদশবর্ষে বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াও, ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বাদশবর্ষের পর কন্যা তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, তখন যদি পিতা বা অন্য অভিভাবক বিবাহ না দেন, তাহা হইলে স্বয়ং মনোমত পাত্র গ্রহণ করিবে, মনু এব্যবস্থা দান করাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মনু ষোড়শবর্ষকে মাতৃত্বের যোগ্যকাল বিশ্বাস করিতেন।

উত্তর উক্তি প্রত্যুক্তিক্রমে মিরারে * প্রকাশিত হয়। আমরা সেই উক্তি প্রত্যুক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

১। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুগণও ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুসমাজভুক্তভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া থাকেন।

উত্তর। ইহা অসত্য। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হওয়া অবধি হিন্দুগণ উহার বিরোধী। মৃত রাজা রাধাকান্ত ব্রাহ্মসভার (তৎকালে উহার নাম এইরূপ ছিল) প্রতিবোধ করিবার জন্য ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন।

২। ব্রাহ্মগণ বিবাহানুষ্ঠানে হিন্দুশাস্ত্রে যে প্রণালী আছে, তাহারই অনুসরণ করেন, কেবল যে সকলের ভিতরে পৌত্তলিকতা আছে বা কুসংস্কার আছে, সেইগুলি বাদ দেন।

উত্তর। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, এবং তাঁহারা বিবাহানুষ্ঠানে শাস্ত্রের অনুসরণ করেন না। তাঁহারা নূতন বিবাহপ্রণালী প্রস্তুত করিয়াছেন, কতক পরিমাণে প্রাচীন প্রণালীর উপরে উহা স্থাপিত। কেবল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ত্যাগ করা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, জাতিভেদভঙ্গ, বহুবিবাহপরিহার, বিধবাবিবাহদান, অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রতিবোধের প্রতি উপেক্ষা, এ সকলই উহার সঙ্গে আছে।

৩। বিধিনির্দ্দিষ্ট বিবাহপ্রণালী অনুসরণ দ্বারা ব্রাহ্মবিবাহের হিন্দুভাব এই বিবাহবিধিকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে।

উত্তর। ইহা হইতে পারে না, কেন না ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান বিবাহবিধি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মেরা যে প্রকার বিবাহ দিয়া আসিতেছেন, সেই প্রকারই বিবাহ দিবেন। এই বিধি কেবল উহার সঙ্গে বিধিনির্দ্দিষ্ট সামাজিক প্রণালী সংযুক্ত করিতেছে।

৪। হিন্দুসমাজ আদিব্রাহ্মসমাজের বিবাহপ্রণালীকে হিন্দুভাব ও ব্যবহারের বিরোধী মনে করেন না।

উত্তর। হিন্দুগণ বিরোধী মনে করেন এবং যাঁহারাই এ প্রণালীতে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকেন। হিন্দু পণ্ডিতগণের মত জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা বলা হইতেছে, তাহা সত্য।

* ১লা জানুয়ারী (১৮৭১ খৃঃ) হইতে মিরার পত্রিকা দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে।

৫। বিবাহবিধিতে যে প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে, উহার অনুবর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

উত্তর। বিবাহবিধিতে কোন ধর্ম্মসম্পর্কীণ প্রণালী নাই, সুতরাং উহাতে সমাজবিচ্যুতি হইতে পারে না। কোন কাগজে রেজিষ্টারী প্রণালী অনুবর্ত্তন করিলে হিন্দু জাতিবিচ্যুত হইতে পারেন না।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই, আইনের বিরোধিগণ মতে জাতি মানেন না বটে, কিন্তু ফলে জাতিরক্ষার জন্য এই বিবাহবিধির বিরোধী হইয়াছেন, ইহাই কি গূঢ় কথা নয়?

এই সকল লেখার পর, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মধ্যবর্ত্তীর পথ আশ্রয় করেন। ইনি বলিতে আরম্ভ করেন, যখন উভয় পক্ষই ব্রাহ্ম, তখন "ব্রাহ্মবিবাহবিধি" এরূপ নাম পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন; কেন না এক পক্ষ যখন বিধি চান না, তখন "ব্রাহ্মবিবাহবিধি" এরূপ নামে বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তাঁহারাও উহার অন্তর্ভূত হইতেছেন। এসম্বন্ধে মিরার বলেন, বিবাহবিধি কোন পক্ষের বিবাহপ্রণালীসম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না, বিধিনির্দ্দিষ্ট সামাজিক-প্রণালীমাত্র ব্যবস্থাপিত করিতেছেন। ইহাতে বহুবিবাহ ও পতি বা পত্নী সত্ত্বে পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ, রেজিষ্টারী করা, এই সকল এই সামাজিক প্রণালীর উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে কাহারই বা আপত্তির সম্ভাবনা? যদিই বা নাম লইয়া গোল হয়, যে কোন নাম হউক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইলেই হইল। যাহাতে গোল মিটিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক মেস্তর ষ্টিফেনকে কোন সাহায্য করা হইতেছে না, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এরূপ বলাতে, তদুত্তরে মিরার বলেন, আজ তিন বৎসর যাবৎ বিধি-সংশোধনবিষয়ে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মেস্তর ষ্টিফেন এ সম্বন্ধে সাহায্য চাহিলে তাঁহারা এখনও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে বিধিবদ্ধ কিনা, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতামত

ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে বিধিবদ্ধ, আদিব্রাহ্মসমাজ এরূপ মিথ্যা যুক্তিতে সকলের মনে মহাভ্রান্তি উৎপাদন করাতে, কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-গণের মতসংগ্রহে উদ্যুক্ত হন এবং এতদুদ্দেশে পণ্ডিতগণের মত জানিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্রিকা প্রেরিত হয়:—

"বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন,
,, হরিদাস শিরোমণি,
,, পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন,
,, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি
প্রভৃতি মহাশয়গণ পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

"বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

"কয়েক বৎসর হইতে এ দেশের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী উদ্বাহপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ প্রণালীর অনুসারে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই নূতনবিধ বিবাহ হিন্দুসমাজের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না, এই কথা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ে যথার্থ মীমাংসা করিবার উপযুক্ত, এবং আপনাদের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান অবশ্যই সর্ব্বসাধারণের নিকট স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে। অতএব আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির * যথোচিত উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

১। ব্রাহ্মবিবাহ দুই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। সেই উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। এ দুইয়ের কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না?

২। নান্দীশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী, এগুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটি না থাকিলে, হিন্দু ব্যবস্থানুসারে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না?

৩। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার কোন্ অংশ পরিহার করিলে বিবাহ অসিদ্ধ নয়?

৪। কলিযুগে ভদ্র গৃহস্থদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুধর্ম্মানুসারে সিদ্ধ ও বৈধ কি না?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা;
২৬শে শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক।
(১০ই আগষ্ট, ১৮৭১ খৃঃ)

নিতান্ত বশংবদ
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।"

* এই সকল প্রশ্ন ও পণ্ডিতগণের উত্তর ১৭৯৩ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

এই পত্রের উত্তরে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ শর্ম্মা, শ্রীনাথ শর্ম্মা, কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা, হরিনাথ শর্ম্মা, পুরুষোত্তম শর্ম্মা, মাধবচন্দ্র শর্ম্মা, শিবনাথশর্ম্মা, মধুসূদন শর্ম্মা, রঘুমণি শর্ম্মা, হরিমোহন শর্ম্মা, ভুবনমোহন শর্ম্মা সকলে এক-বাক্যে উভয় বিবাহপদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করেন। তাহাদিগের সকলেরই এই মত যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন একটি বৈধ অঙ্গ পরিত্যাগ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না এবং কলিযুগে অসবর্ণবিবাহ অবৈধ*। ইঁহারা এ বিষয়ে ব্যবস্থাপত্রে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ঐ প্রকার মত প্রকাশ করেন। এখানেই পণ্ডিতগণের মতগ্রহণ শেষ হয় নাই, কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মত† এ বিষয়ে লওয়া হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাপুদেবশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বেচারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঊনচল্লিশজন পণ্ডিত ব্রাহ্মদিগের বিবাহ অবৈদিক, বিবাহের প্রধান অঙ্গের অননুষ্ঠানে অসিদ্ধ, প্রতিলোমে‡ কন্যাবিবাহ চারিযুগে নিষিদ্ধ, কলিযুগে অনুলোমে§ কন্যাবিবাহও অসিদ্ধ, এরূপ ব্যবস্থা দেন।

কলিকাতা সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পণ্ডিত-গণের মতসংগ্রহের জন্য স্বয়ং (কাশী) গমন করেন। তিনি ব্রাহ্মবিবাহের কোন উল্লেখ না করিয়া এই প্রকার প্রশ্ন† পণ্ডিতগণকে দেন:—

১। যদি যথাবিধি কন্যাসম্প্রদান, যথাবিধি পাণিগ্রহণ, যথাবিধি সপ্তপদী-গমনক্রিয়া|| সম্পন্ন হয় এবং অগ্নিসংস্কার না হয়, তাহা হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না?

---

* "এতৎপদ্ধত্যনুসারেণ কৃতো বিবাহঃ স্বেচ্ছয়া শক্যাঙ্গপরিত্যাগান্ন সিদ্ধতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ। কলাবসবর্ণাবিবাহো ন সিদ্ধতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ"। শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-প্রদত্ত এই ব্যবস্থাপত্রের অনুরূপ সমুদায় ব্যবস্থাপত্র, তবে ইহাতে বচন প্রমাণাদি নাই, অন্যান্য ব্যবস্থাপত্র প্রমাণসংবলিত নিবন্ধ।

† ১৭৯৩ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

‡ প্রতিলোম বিবাহ নীচজাতীয় পাত্রের সহিত উচ্চজাতীয় কন্যার পরিণয়।

§ অনুলোম বিবাহ উচ্চজাতীয় পাত্রের সহিত নীচজাতীয় কন্যার পরিণয়।

|| সপ্তপদীগমনের পূর্ব্বে কোন দোষ প্রকাশ পাইলে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে,

২। ঈদৃশ কন্যা অন্যত্র দান করিতে পারা যায় কি না?

৩। এরূপ কন্যা স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না?

৪। ঐ পত্নীর গর্ভজাত পুত্র তাদৃশ পিতার স্থাবরাদি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় কি না?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত ঈদৃশ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের এই প্রকার ব্রাহ্মনাম গোপন করিয়া প্রশ্ন দেওয়াতে ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা কার্ত্তিক, ১৭৯৩ শক) এইরূপ লেখেন, "কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মবিবাহ নামও গোপন করা হইয়াছে। প্রশ্নের ভাব দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন কারণবশতঃ হোম যজ্ঞাদি করা হয় নাই, আর সমস্তই হিন্দুধর্ম্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা সমস্ত ভারতবাসী পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেছি যে, যাহারা বেদ বেদান্ত কোন হিন্দুশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে না, যাহারা জাতি মানে না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে যাহাদের কিছুই বাধা নাই, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত স্বর্গ, নরক, মুক্তি, পরলোক, প্রায়শ্চিত্ত, কিছুই মানে না, কাহার সাধ্য তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ ও বৈধ বলিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নটী এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, যেন দুই এক জন এই প্রকারে বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা দুই এক জন নয়, একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় ও যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নান্দী-শ্রাদ্ধাদি কুসংস্কার ও অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাদের বিবাহপ্রণালী কি সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে?"

কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মতবিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্বে ও মিরারের প্রেরিত পত্রে যাহা লিখিত হয়, উহা মিথ্যা বলিয়া শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সোমপ্রকাশে পত্র লেখেন। ঐ পত্রিকার প্রতিবাদস্বরূপ নিম্নলিখিত পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা কার্ত্তিক, ১৭৯৩ শক) প্রকাশিত হয়:—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সমীপেষু।

"সবিনয় নিবেদন,

"অদ্য সোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্রখানি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং ব্যথিত হইলাম। আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইয়া ক্রোধান্ধতা-

---

সপ্তপদীগমনান্তে আর বিবাহ ভঙ্গ হয় না, মনুর এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া বিবাহসিদ্ধির জন্য কলিকাতা সমাজ পরসময়ে সপ্তপদীগমন প্রণালীভুক্ত করেন; পূর্ব্বে সপ্তপদীগমন ছিল না।

বশতঃ এত দূর অস্থির হইতে পারেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক, অদ্য আপনি অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে অবাক্ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে এরূপ ভাব হইতে রক্ষা করুন।

আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক উহার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন :—

১। বারাণসীর চান্দ্রমাস-গণনায় ২রা ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস-গণনায় ১১ই আশ্বিন (১৭৯৩ শক), ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৮৭১ খৃঃ) দিবসে বারাণসী নগরে হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে পণ্ডিতদিগের যে একটী সভা হইয়াছিল, তাহা আপনি অস্বীকার করেন কি না এবং সে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না?

২। বারাণসী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মৃত রাজা দেবনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত বস্তীরাম দ্বিবেদী, কাশীর রাজার সভা-পণ্ডিত তারাচরণ বর্ত্তমান সময়ে কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না? কাশীতে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? ঐ সকল পণ্ডিত কুশণ্ডিকাদিশূন্য ব্রাহ্মবিবাহকে এবং অসবর্ণাবিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না?

৩। উক্ত সভাতে আপনি মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না?

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কি না? তাঁহা-দিগকে গুরুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন * ?

৫। উক্ত সভাতে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন?

৬। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই শিশু, ইহা কি আপনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন?

* বারাণসী হইতে "দর্শক" নাম স্বাক্ষরিত ইণ্ডিয়ান মিরারে যে এক পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতে লেখা ছিল, "The moment he saw that his preceptor pundits were the first to put their signatures."—এই অংশের যে প্রতিবাদ বেদান্তবাগীশ করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন লিখিত।

৭। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ মিথ্যাবাদী এবং তাঁহারা কেবলই অসত্য প্রচার করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন?

৮। "কৈশব" এই শব্দের অর্থ কি? এই শব্দের দ্বারা কাহাদিগকে গণ্য করিতেছেন? ঐ শব্দটি কি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই?

৯। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্ব্বসাক্ষী জানিয়া, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া, এই দশটি প্রশ্নের প্রকৃত সত্য সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদান করিবেন। আপনি ইহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে, জগতের লোক বুঝিতে পারিবে যে, আপনি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগকে যেরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, আপনি স্বয়ং সেই দোষে দোষী কি না?

১০। ১৬ই আশ্বিনের (১৭৯৩ শক) (১লা অক্টোবর, ১৮৭১ খৃঃ) ধর্ম্মতত্ত্বে মিথ্যা লেখা হইয়াছে,* তাহার প্রমাণ কি?

আপনাকে সাধারণ সমক্ষে সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করিতেছি; যদি কিছু মাত্র সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি আপনার আস্থা থাকে, তবে উক্ত দশটি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ত্বরায় প্রদান করুন।

যদি আপনি মোহবশতঃ প্রকৃত উত্তর প্রদান না করেন, তবে বারাণসীবাসী সমস্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনি অপদস্থ হইবেন এবং সমস্ত হিন্দুসমাজে অনাদৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

---

* ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে লিখিত হয়:—'ব্রাহ্মগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, আদিসমাজ ব্রাহ্মবিবাহের ব্যবস্থা আনয়ন করিবার জন্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে বেণারসে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বাবু হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে এক প্রকাণ্ড সভা হয়। সভাস্থলে ভরতপুরের রাজা, বাবু লোকনাথ মৈত্র, গোকুলচাঁদ ও প্রায় পঞ্চাশ জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রচলিত ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দু ব্যবস্থানুসারে অবৈধ ও অসিদ্ধ মত দিয়াছেন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ এখন বিলক্ষণ অবগত হইলেন, ব্রাহ্মবিবাহের বিবাদ বিসংবাদের কারণ মীমাংসিত হইল।"

ধর্ম্মতত্ত্বের লিখিত কথা মিথ্যা, বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকাশ্য পত্রিকায় যে পত্র লেখেন, এক জন দর্শক "মিরারে" পণ্ডিতগণের সভাবিষয়ে যে এক পত্র লিখেন, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতিবাদ হয়। "দর্শকের" পত্রের প্রতি দোষারোপ হওয়াতে, বম্বের "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকাতে বাবু হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং একখানি প্রতিবাদপত্র বাহির করেন, এই পত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৩ শক) বলিতেছেন :—

"কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের মত লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছিল ও তজ্জন্য বাবু হরিশ্চন্দ্রের উপর প্রতিপক্ষগণ অনেক দোষারোপ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্য বম্বের ইন্দুপ্রকাশ সংবাদ-পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল :—

"ইন্দুপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"ইণ্ডিয়ান মিরারের বেণারসস্থ পত্রপ্রেরক 'দর্শকের' বিরুদ্ধে আরোপিত দোষের প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি যে, পত্রপ্রেরক বেদান্তবাগীশের মৃত গুরুদিগকে মনস্থ করিয়া লেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতেরা যখন একমত হইয়া ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা ও অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন, বেদান্তবাগীশ নিশ্চয়ই তখন প্রস্থান করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ যাহারা কাশীর প্রধান পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ ভিন্ন অসম্পূর্ণ বলেন নাই। যে দুই জন পণ্ডিত বেদান্তবাগীশের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল ব্রাহ্মবিবাহ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, কে আমার এই কথা অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারে? ঐ সভা আমার বাটীতে হইয়াছিল, কোন ব্রাহ্মের দ্বারা ইহা হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুদিগের সভা; নামধারী ব্রাহ্মদিগের অসাধু চেষ্টা নিবারণ করিবার জন্যই ইহা আহূত হইয়াছিল। আপনার

হরিশ্চন্দ্র।"

"পাঠকগণ শুনিয়া অবাক্ হইবেন, ব্যবস্থাপত্রের স্বাক্ষরের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য প্রতারণা হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যবস্থাপত্রে প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া স্বাক্ষর করেন। পরে দুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত 'ঈদৃশবিবাহঃ পূর্ণো ন ভবতি' এই মতটি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া

তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পরে ১৬ জন পণ্ডিত, বাঙ্গালায় কি লেখা হইল, তাহা অবগত না হইয়া, তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখানে বেদান্তবাগীশ ও কলিকাতা সমাজের সভ্যগণ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন ঐ কয়েকজন পণ্ডিত, ঈদৃশ বিবাহ সম্পূর্ণ নহে, এই মতের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদেরও ঐ মত, ইহা সাধারণকেও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এমন কি, তাহা আবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পুনর্ব্বার মীমাংসা করিবার জন্য কাশীর রাজ-ভবনে ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে যে এক সভা হইয়াছিল, তাহার সমস্ত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্রে (১৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৩ শক) প্রকাশিত হইল; উহাতে প্রকৃত সত্য বিবৃত হইয়াছে।"

এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার যে মীমাংসা হয়, তাহার ভাষান্তরিত পত্রিকাখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"শ্রীমান্ বাবু গোকুলচন্দ্র মহোদয়েষু।

"পরমাশীঃপুরঃসর নিবেদনমিদম্।

"ব্রাহ্মবিবাহ অর্থাৎ কুশণ্ডিকাদিবিধিহীন বিবাহের জন্য আপনার পরমপূজ্য বাবু হরিশ্চন্দ্রের গৃহে যে সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রাহ্মদিগের বিবাহ সর্ব্বপ্রকারে বেদবহির্ভূত ও অবৈধ। কিন্তু শ্রুত হওয়া গেল যে, যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতাবিষয়ে সম্মতিদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। একথা নিশ্চয় মিথ্যা; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, এ প্রকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং পণ্ডিত বস্তীরামের এক পত্র, যাহা বাবু হরিশ্চন্দ্রকে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানা যাইতেছে যে, এরূপ ব্যবস্থাতে তিনিও সম্মতি দেন নাই। বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে, 'যে সময়ে আমার নিকটে ব্যবস্থা আসিয়াছিল, আমি তখন রাজার নিকটে ছিলাম, আমি ঐ ব্যবস্থাপত্র দেখি নাই। জানা গেল যে, ঐ ব্যবস্থা শূদ্রবিবাহবিষয়ক, উহাতে আমি শিষ্যদ্বারা সম্মতি দিয়াছিলাম।' এই কথা দ্বারা আপনি সমুদায় বৃত্তান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ দুই পক্ষে সম্মতি প্রদান করিতে পারে, তাহার সম্মতি কি প্রকার, তাহাও আপনি বিবেচনা করিবেন।

এক্ষণে আমরা এই পত্রদ্বারা সকলকে বিদিত করিতেছি যে, যাহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করে, তাহারা নূতন ব্রাহ্মই হউক, আর পুরাতন ব্রাহ্মই হউক, বেদধর্ম্মাবলম্বীদিগের দৃষ্টিতে উভয়েই পতিত।

ভট্টোপনামক সখারাম শর্ম্মা।
ভট্টোপনামকানন্তরাম শর্ম্মা।
বাপুদেব শাস্ত্রী।
রাজারাম শাস্ত্রী।
বাল শাস্ত্রী।"

শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র প্রথম সভায় যে সকল বিতর্ক হইয়াছিল, তদ্বিবরণ সহ এক সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করেন। বাবু হরিশ্চন্দ্র যখন ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উহা শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করেন। ব্রাহ্মেরা যখন হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, তন্মূলক দেবাদিপূজাও পৌত্তলিকতা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি প্রকারে হিন্দুবিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং জ্ঞাতসারে কোন অঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই বা কি প্রকারে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইলে ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন বলেন, "কোন বৃক্ষের দুই তিন শাখা কর্ত্তন করিলে উহার বৃক্ষত্ব কদাপি বিনষ্ট হয় না।" ইহার উত্তরে বালশাস্ত্রী ও তাঁহার অধ্যাপক রাজারাম শাস্ত্রী বলেন, "ইহা সেরূপ নহে। যেমন এক পশুরি হইতে দুই এক সের প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংজ্ঞা কখন থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিবাহে সপ্তপদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে সে বিবাহকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না।" ব্যবস্থাপত্র মধ্যে যে দুইজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বাবু গোকুলচন্দ্র লিখিয়াছেন, "এইরূপ অনেক প্রকার তর্ক বিতর্কের পর শেষে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রাহ্মবিবাহ কদাপি শাস্ত্রসম্মত নহে। এই সময়ে বেদান্তবাগীশ প্রস্থান করিলেন এবং ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর হইতে আরম্ভ হইল। বেদান্তবাগীশের সঙ্গে যে দুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপত্রে এই লিখিলেন যে, 'ঈদৃগ্‌বিবাহঃ পূর্ণো ন ভবতি।' তাঁহাদের মত বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন নাই।"

কাশী ধর্ম্মসভা হইতে যে পত্র বাহির হয়, তাহার ভাষান্তর এই ঃ—

"কাশী ধর্ম্মসভা,
আশ্বিন কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, টেড়ি নিম্বতলা,
শ্রীকাশীরাজরাজভবন।

"অদ্য ধর্ম্মসভাতে শ্রীকাশীরাজের মুন্সি ঠাকুরপ্রসাদ নিবেদন করিলেন যে, কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের উভয় পক্ষের ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, একথা শুনিয়া শ্রীকাশীরাজ মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। নিশ্চয় এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত। ইহাতে পণ্ডিত বস্তীরাম বলিলেন যে, 'এরূপ কখন হয় নাই, আমার ত এই প্রকার রীতি, যাহা বলিয়াছি, তাহা বলিয়াছি। আপনি জানেন যে, আমি বঙ্গভাষা জানি না। আমার নিকট ব্যবস্থাপত্র আসিলে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি? লোকেরা বলিল যে, ইহা শূদ্রবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থা, তখন আমি শিষ্যকে সম্মতি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলাম। নিশ্চয় এ বিষয়ে আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি আপন পক্ষ হইতে এ বিষয়ের এক খানি সূচনাপত্র প্রকাশ করিব।' পণ্ডিত কালীপ্রসাদও এই বলিলেন যে, 'এই কারণেই আমি ঐ অনর্থ ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করি নাই, যদিও আমার নিকট বারংবার সম্মতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল।' তৎপরে শ্রীঠাকুরদাস ও শ্রীরাধামোহন বলিলেন, 'আমাদের ব্যবস্থা কেবল তাহাদিগেরই জন্য, যাহারা বেদকে অভ্রান্ত ও প্রমাণস্বরূপ স্বীকার করে।' পরে শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন এ বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন এবং বলিলেন যে, 'যাঁহারা এই ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন।' পরিশেষে ধার্য্য হইল যে, 'পণ্ডিত বস্তীরামের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় যে, তিনি এই প্রকার ব্যবস্থাতে কদাপি সম্মতি দেন নাই।' মুন্সি ঠাকুরপ্রসাদ মহারাজসমীপে নিবেদন করিলেন যে, 'এরূপ সম্মতি অবশ্যই ভুলক্রমে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এরূপ হইবে না।' ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, 'ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতাবিষয়ে কাশীস্থ কোন পণ্ডিতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একখণ্ড ব্যবস্থাপত্র বঙ্গভাষাতে সোমপ্রকাশ-সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়।' পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন, এই সভাতে সেই সকল পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ধনী বাবু মাধবদাস, বাবু মধুসূদন দাস ইঁহারাও সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন।"

ফলতঃ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিবার জন্য এ সময়ে কি প্রকার যত্ন হইতেছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্তই প্রচুর। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গৃহে পূজোপলক্ষে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে, ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, এরূপ একখানি ব্যবস্থাপত্র কৌশলে স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হয়। সভাস্থলে সংস্কৃত কলেজের দুইজন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত হয় না।

বিবাহ আন্দোলনে কেশবচন্দ্রের উপদেশ

এই আন্দোলনে যে সকল অসত্য ব্যবহারাদি প্রকাশ পায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন (২৩শে আশ্বিন, ১৭৯৩ শক , ৮ই অক্টোবর, ১৮৭১ খৃঃ), তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেলঃ—

"জ্বলন্ত অগ্নি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই অগ্নি দ্বারা শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবিত্রতা, ভ্রম, কুসংস্কার এবং কপটতা আছে, সকলই ভস্মীভূত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। জড়জগতে যেমন কোন দেশের বায়ু বিকৃত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ করে, ধর্ম্মজগতেও তেমনি কোন সম্প্রদায় পাপে নিতান্ত কলুষিত হইলে, অগ্নিময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যের দিকে, পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করে। বর্ত্তমান সময়ে যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে। সত্য এবং অসত্য, পবিত্রতা এবং কপটতার সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি, অন্ধ ব্রাহ্মগণ, তোমরা কিছুই দেখিতেছ না? এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ, সত্যের পরাজয় হইবে এবং অসত্য জয়লাভ করিবে, না, তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিসন্ধি দেখিতেছ? আন্দোলন দেখিয়া কি তোমরা নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে, না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায় তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে? সাবধান ব্রাহ্মগণ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না, কেহই এই সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, এখানে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে। দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার আদেশ নাই, যেখানে সেনাপতি রাখিবেন, সেখানে থাকিতে হইবে; তিনি যাহা

করিতে বলিবেন, তাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে।······যখন বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়া উঠে, সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনাপতির আদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন এক চুলও পথের এ দিক্ ও দিক্ গমন কর, সর্ব্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের রণক্ষেত্র, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি। এখানে অনেক শত্রু, সেনাপতিকে ছাড়িয়া যাঁহারা এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, শত্রুগণ নিশ্চয় তাঁহাদিগকে বধ করিবে।······ভ্রাতৃগণ, এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও। এই সময়ে যেন একটী সামান্য মিথ্যা কথা, একটী সামান্য পাপচিন্তা, একটি সামান্য অভদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলঙ্কিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, অকাতরে তাহা ঈশ্বরের জন্য, তাঁহার সত্যের জন্য, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য দান কর; ভয় কি? তিনি অনন্ত জীবন দান করিবেন।······এই আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি আন্দোলিত হইতেছে। এত কাল পর আবার ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি ছদ্মবেশী ভীরু কপট ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, সরলতা, পবিত্রতা এবং উদারতা দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ! এ সময়ে তোমরা জাগ্রৎ হও, শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর। সংগ্রাম করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার এবং অপবিত্রতা বিনাশ করিবে, এই জন্য স্বর্গ হইতে এই বাত্যা আসিয়াছে। ধ্যান কর, চিন্তা কর, সত্যের অগ্নি, ব্রহ্মের অগ্নি হৃদয়ে লইয়া দেশে দেশে গমন কর; পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া, সেই বিশ্ববিজয়ী সেনাপতির শরণাগত হইয়া, অসত্য কপটতা হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাও।······ব্রাহ্মগণ! পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার সত্যে বিশ্বাস কর; দেখিবে, অচিরে সমুদায় অন্ধকার তিরোহিত হইবে, এবং সত্য নিশ্চয় উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার শরণাগত হও, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ এবং বল বিধান করিবেন।······একহৃদয় হইয়া, গগন ফাটাইয়া, মেদিনী বিস্ফারিত করিয়া সত্যের পরাক্রম প্রকাশ কর। যখন একটি অসত্য দেখিবে, তৎক্ষণাৎ খড়্গ হস্তে লইয়া তাহা ছেদন করিবে; যখন কাহারও কপট ব্যবহার দেখিবে, কি একটি পাপানুষ্ঠান দেখিবে, তখনই তাহা প্রাণপণে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে।······ভ্রাতা ভগ্নীর ভ্রম কিংবা দোষ দেখিয়া, সাবধান, ভ্রাতা ভগ্নীকে ঘৃণা করিও না। কিন্তু অকুতোভয়ে

সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ কর। কোন ভ্রাতা যদি তোমাকে নির্য্যাতন করেন, দৈত্যের ন্যায় প্রতিহিংসা এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও না। তাঁহাকে ক্ষমা কর, তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। অপরাধী ভ্রাতার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ভ্রম তোমারও আছে, তাঁহারও আছে, পাপ তাঁহারও আছে, আমাদেরও আছে; অতএব ভ্রমান্ধ বলিয়া, পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে কখনই ঘৃণা কিংবা হিংসাগরল পোষণ করিও না। ভাই যদি এক বার কোন প্রকার ক্রোধের কার্য্য করেন, সাবধান! অন্তরে অক্ষমার উদয় হইতে দিও না। ভাই ভগ্নীদের শরীর মন আত্মা মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যদি একটি ভাই কিম্বা ভগ্নীর শরীরে কিম্বা মনে একটি পাপ দেখ, তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া তাহা ছেদন করিবে। ভাই হউন, আর ভগিনীই হউন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে পার না। ভগ্নীদিগকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু তাঁহার পাপ কপটতা বিনাশ কর। যদি অসত্য অপবিত্রতা বিনাশ করিতে গিয়া কেহ ভাইকে ঘৃণা কর, কিংবা কোন ভ্রাতা কি ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়া পাপের প্রশ্রয় প্রদান কর, তবে তোমরা ঈশ্বরের নাম ডুবাইলে। সত্য এবং পবিত্রতামূলক ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবার জন্য, ঈশ্বর এবং জগতের নিকট তোমরা প্রত্যেকেই দায়ী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, নিন্দা, কঠোর ব্যবহার যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। আমার মধ্যে যখন পাপ দেখিবে, আমাকে মারিবে, আমাকে নয়, কিন্তু আমার পাপ বিনাশ করিবার জন্য; সেই প্রকার তোমাদের মধ্যে যেমন পাপ দেখিব, তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করিব। যদি অসত্য পাপ দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, তবে তোমরা কোন মতেই ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহ। যদি নির্ভয়চিত্তে পরস্পরের দোষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ করিতে পার, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবে।······সত্য যিনি রক্ষা করেন, ঈশ্বর তাঁহার, পরিত্রাণ তাঁহার; আর সত্যকে যিনি অবমাননা করেন, তিনি কখনই আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট আনিতে পারেন না। সত্যই ব্রহ্ম। এই অস্থায়ী সংসারে সত্যই একমাত্র সার নিত্যধন, অতএব সত্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর, সত্যপ্রিয় হও। বিপদের সময় ঈশ্বর আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, এই বলিয়া যেন তোমাদিগকে
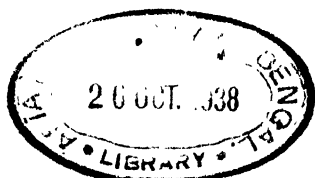
নিরাশ্রয় হইতে না হয়। দয়াময় ঈশ্বর আসিয়া এ সময় অসত্য হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। সকল প্রকার দুর্গতি নাশ করিয়া দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

"ভারতবর্ষের বিবাহসম্পর্কীণ বিধি" বিষয়ে বক্তৃতা

৩০শে সেপ্টেম্বর (১৮৭১ খৃঃ) শনিবার "ভারতবর্ষের বিবাহ সম্পর্কীণ বিধি" বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন টাউন হলে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় আট শত ব্যক্তি বক্তৃতা শ্রবণজন্য উপস্থিত হন। এই সভায় জমীদারগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বাবু দিগম্বর মিত্র, হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পুত্র বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক, বিবিজ্ঞগণের প্রতিনিধি মেস্তর ডবলিউ সি বানার্জি, মেস্তর জনহার্ট, মেস্তর সি টি ডেবিস্, বাবু উমেশচন্দ্র বাড়ুয্যা, বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র, বাবু জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলি, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু বামাচরণ বাড়ুয্যা, সংবাদপত্র ও খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণের প্রতিনিধি মেস্তর জে এ পার্কার, রেবারেণ্ড ডাক্তার মরিমিচেল, রেবারেণ্ড মেস্তর ডল এবং নবাগত দেশীয় সিবিলিয়ান বাবু বিহারীলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি, ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় এফ্, আর, সি, এস্, মিস্ চেম্বার্লিন, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু জয়গোপাল সেন, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন উপস্থিত ছিলেন। মেস্তর ডবলিউ সি বানার্জ্জির প্রস্তাবে, এবং বাবু রামতনু লাহিড়ীর অনুমোদনে কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আহ্বানানুসারে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা পাঠ করেন। ইঁহার বক্তৃতাতে ঈদৃশ বহুবিষয়ের বিস্তৃত সংগ্রহ ছিল যে, তাহার সমুদায়ের উল্লেখ অসম্ভব। আমরা কেবল তাহার প্রধান অঙ্গগুলি এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি :—

প্রথমতঃ তিনি প্রদর্শন করেন, সভ্যতম রাজ্যশাসনকর্ত্তৃগণের বিবাহবিধি কেমন নিঃসন্দিগ্ধ মূলোপরি স্থাপন করা সমুচিত। বিবাহ রাজ্যসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর ব্যাপার, এতৎসম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা অতি সত্বর অপনয়ন করা আবশ্যক। কোন একটি দেশ কত দূর সভ্য, তাহা তাহার বিবাহব্যবস্থাতেই প্রতিভাত হয়, এবং এই বিবাহব্যবস্থাই দেশের শাসনকর্ত্তৃগণের জ্ঞানসম্পৎ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ করে। বিবাহবিধিসংশোধন হইবার পক্ষে অন্তরায় চির দিন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, ধর্ম্ম ও নীতি-

সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচরণ হইতে উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানালোকবিস্তৃতি এবং প্রভূত শক্তিসম্পন্ন শাসনকর্ত্তৃগণের উদয়ের সঙ্গে উহার সংশোধন হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের অতি আদিমাবস্থায় গোপনে বিবাহ নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, বিবাহসম্পর্কে বিধি তখন অতি শিথিল ছিল। সময়ে উহার সংশোধন হইল এবং লর্ড হার্ডউয়েকের বিধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন কি ভয়ানকই না প্রতিরোধ উপস্থিত হয়। শাসনকর্ত্তৃগণ এ সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, তাই বিধি বিধিবদ্ধ হইতে পারিল। ভারতেও হিন্দুরাজগণের সময়ে বিবাহ-বিধির দোষ অপনীত হইয়াছে। বক্তা বলিলেন, দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ যদি আর কিছু করিতে না পারেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের উচিত যে, যাঁহারা বিবাহ-বিধি সংশোধন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে বিধিপ্রণয়নদ্বারা সাহায্য করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে যত্ন করেন, তাঁহারা অল্পসংখ্যক হইলেও, কর্ত্তৃপক্ষ যদি বুঝিতে পারেন, তাঁহাদিগের এ যত্নে দেশের প্রকৃত সংস্কার হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে যাহাতে দেশের মত বিশুদ্ধ হয়, সংস্কারের কার্য্য অবাধে চলিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা তৎপক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর, তিনি এদেশের বিবাহবিধি কত প্রকারের আছে, তাহা প্রদর্শন করেন, এবং উহার বহুবিধত্ব জন্য সময়ে সময়ে যে কি প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তাহা দেখাইয়া দিলেন। জাট, কুর্গ, উড়িয়া ও মালাবারস্থ নেয়ারগণ মধ্যে কি প্রকার কুৎসিত বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত, তাহার তিনি উল্লেখ করিলেন। অনেক বিবাহপদ্ধতি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যখন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন উহার সিদ্ধতা অসিদ্ধতা বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হয়। হিন্দুগণের ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে বিবাহসম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে সকল নিষ্পত্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমতস্থলে কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ উপায়াবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন, যাহাতে হিন্দুজাতির বিবাহবিধি নিঃসংশয় ভূমিতে স্থাপিত হইতে পারে। "ব্রাহ্মবিবাহপাণ্ডুলেখ্য" সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "অবনতির অনুমোদক পন্থা অবলম্বন না করিলে, ভূতকালকে মিথ্যা না করিয়া ফেলিলে, গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে এই বিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি বুঝিতে পারেন না। এ কথা সত্য, লেক্‌স লোসাই বিধি, হিন্দু বিবাহবিধি, দেশীয় খ্রীষ্টানগণের বিবাহবন্ধনোন্মোচনবিধি, এ

সকলের দ্বারা বিধি প্রচলন করিবার সম্বন্ধে যে কাঠিন্য ছিল, তাহার ভূমি সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে এবং এইরূপে ব্রাহ্মগণের জন্য বিধি-প্রণয়ন সহজ হইয়াছে। ইঁহারা যে বিধির জন্য আবেদন করিয়াছেন, ইহা নূতন নহে বা বিস্ময়কর নহে। কেন না, পোনের বৎসর পূর্ব্বে যখন বিধবা-বিবাহ-বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ছিল, সেই সময়ে ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর অনেকগুলি দেশীয় লোক ঈদৃশ বিধি হইবে, দূরদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিকে কর্ত্তৃপক্ষ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, ব্রাহ্মগণের প্রয়োজনানুরূপ বিধি নিবদ্ধ করিয়া, সে অনুগ্রহ-প্রদর্শনে কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতে পরা-নিবৃত্ত ব্রাহ্মগণকে বঞ্চিত করিবেন? গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিলক্ষণ মানানুভব করা উচিত যে, এত দিনে ভারতবাসিগণের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে যাহাতে প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিধি রক্ষা পায়, তাহার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে তাঁহাদিগের নিকটে প্রাপ্য বিষয় চাহিতেছেন। এ ব্যাপারের গৌরব গবর্ণমেণ্টেরই এবং গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন, এবং দেশের উচ্চতম মঙ্গলের কারণ হন।"

বক্তৃতা শেষ হইলে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস, অতি সুন্দর পরিষ্কৃত ভাষায় গুটিকতক কথায় বক্তাকে ধন্যবাদ দান করিবার প্রস্তাব করেন। ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ইউরোপীয় সমাজের প্রতিনিধি ডাক্তার মরিমিচেল এই প্রস্তাবের পোষকতা করিবার সময়ে বলিলেন, যে বিধি ব্রাহ্মগণ চাহিতেছেন, এ বিধি তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থাপিত করা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত; কেন না, এই ব্যবস্থা না থাকাতে সমাজের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, এদেশে এমন এক জনও ইউরোপীয় নাই, যিনি হৃদয়ের সহিত এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন। তিনি উপস্থিত সমুদায় ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত বিধি নিবদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত যেন বিধিমত আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হওয়া না হয়। এ পর্য্যন্ত সভার কার্য্য অতি শান্তভাবে চলিতেছিল, কিন্তু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের এক জন সভ্য সভার কার্য্য যাহাতে বিশৃঙ্খল হইয়া

যায়, তজ্জন্য বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি এ বিষয়ে কৃতার্থ হইলেন না, কেন না তিনি বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র চারি দিক হইতে তাঁহার কথার প্রতিবাদ ও উদ্দীপ্তভাব এমনই প্রকাশ পাইল যে, তাঁহাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। তাঁহার কথা আরম্ভের সময়ে চারিদিক হইতে যে ভীষণ প্রতিবাদ হইল, তাহাতে ইহাই নিঃসংশয় প্রতীত হইল যে, বিবাহবিধির বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা রটিত করা নিতান্ত অসম্ভব। ইনি প্রতিরোধ করিতে আসিয়া প্রত্যুত বিবাহবিধিসম্বন্ধে মহোপকার সাধন করিলেন। সভাপতি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় সভার কার্য্য শেষ হইল। কেশবচন্দ্র এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার যথাক্রমে এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—

"ব্রাহ্মবিবাহবিধি" সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা

প্রথমতঃ বিবাহ-বিধি কোন সম্প্রদায় বা কোন একটি বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নহে, উহার উদ্দেশ্য এতদপেক্ষা মহৎ। উহার লক্ষ্য পৌত্তলিকতানিবারণ, জাতিভেদ-উচ্ছেদ; শিখ, বাঙ্গালী, বম্বেবাসী, মান্দ্রাজবাসী, তামিল এবং তেলিগু, দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম ভারতবাসী, এ সকলের মধ্যে সঙ্কর বিবাহ প্রচলিত করিয়া সুসংস্কৃত ভারতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলী-স্থাপন, বহুবিবাহ, যুগপৎ দুই বিবাহ ও বাল্যবিবাহ-নিরসন। সংক্ষেপতঃ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এক এই বিবাহবিধি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবে। এই বিবাহবিধিমধ্যে এমন কিছু নাই, যদ্দ্বারা ভারতের নীতির উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া অপকর্ষ হইবে। ইহার প্রতিপক্ষগণও ইহার প্রতি ঈদৃশ দোষ আরোপ করিতে সমর্থ নহেন। এই বিধি প্রচলিত হইলে নরনারী নিজ নিজ বিবেকের অনুমোদনানুসারে বিবাহ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের গৃহ পবিত্র ও সুখকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিধি রাজকীয়ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব-সঙ্গত। যখন হিন্দুবিধবাবিবাহের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া বিচার হয়, তখন সার বার্ণেস্‌পিকক বলিয়াছিলেন—"কোন রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের উচিত নয় যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দণ্ডের অধীন করিয়া বা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে অক্ষম রাখিয়া তাঁহাদের প্রজাবর্গের পক্ষে এরূপ বাধা উপস্থিত করেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের বিবেকের আদেশ পালন করিতে অসমর্থ হয়।" এই মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিয়া

সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সার হেন্‌রি সমার মেন বলিয়াছিলেন, গোন্দ এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের ধর্ম্মানুসারে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে গবর্ণমেণ্ট দেন, আর উন্নত ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের বিবেকের অনুমোদনানুসারে বিবাহ করিতে পাইবেন না? ফলতঃ ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এমন কোন বিধি চাহিতেছেন না, যাহাতে দেশের কোন প্রকার অবনতি হইবে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিবেকানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার চাহিতেছেন। যে গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী শিক্ষা দান করিয়া বিবেকানুসারে কার্য্য করিবার জন্য সাহসিকতা দান করিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট কি সেই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততিকে রাজবিধির চক্ষে বিজাত বলিয়া পরিগণিত হইতে দিতে পারেন? কখনই নহে। তৃতীয়তঃ এই বিবাহবিধি যেমন নীতি ও রাজকীয় মূলতত্ত্বসঙ্গত, তেমনি ইতিহাসও ইহার পক্ষে অনুকূল। ইং ১৮৩৬ সনে লর্ড জন রসেলের বিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় নাই, তখন ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান ডিসেণ্টারগণের অবস্থা ব্রাহ্মদিগের অবস্থার ন্যায় ছিল; কিন্তু তাঁহাদিগের জন্য বিধান ব্যবস্থাপিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ান্‌গণ রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া তৎসহকারে ধর্ম্মের পদ্ধতি সংযোগ করিয়া থাকেন। যে বিবাহবিধি হইতেছে, তাহাতে তাহাই হইবে। ইউনিটেরিয়ান্‌গণ রেজিষ্টারের আফিসে গমন করেন না, রেজিষ্টার বিবাহস্থলে আসিয়া থাকেন। রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্ম্মপদ্ধতি এ দুই এমন বিমিশ্রভাবে সম্পাদিত হয় যে, দুইয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড অনুষ্ঠান হয়, কোনটি হইতে কোনটিকে প্রভেদ করা যায় না। কেশবচন্দ্র ইচ্ছা করেন না যে, বিবাহ একটি রাজকীয় সামাজিক নিবন্ধন হয়, এবং বিবাহবন্ধন রাজভয়ে অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন যে, ঈশ্বর ও বিবেকের আনুগত্যে দাম্পত্যশয্যা চির বিশুদ্ধ রক্ষিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান্‌গণের (এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টারগণের) বিবাহের ন্যায় বিবাহে রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্ম্মপদ্ধতি একীভূত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বিবাহবিধি সংশোধন করিয়াছেন। হিন্দুবিধবাবিবাহবিধি, পার্সি বিবাহবিধি, দেশীয় খ্রীষ্টানগণের বিবাহনিবন্ধন-

নিবসনবিধি, সর্ব্বোপরি লেক্স লোসাই বিধি উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। এ সকল বিধিনিবন্ধনের সময়ে প্রতিরোধ হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট কি বলপূর্ব্বক দেশের অতি অবৈধ ব্যবহারের উচ্ছেদ করেন নাই? সতীদাহনিবারণ বলপূর্ব্বক অবৈধ ব্যবহারের উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি? অনন্তর তিনি বিবাহবিধির বিপক্ষে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ অনেকে বলেন যে, বিবাহবিধি বলপ্রকাশক, অনুমতিদানমাত্র নহে। ইহা বলপ্রকাশক নহে, অনুমতিদানমাত্র! স্বয়ং সার হেন্‌রি মেনই বলিয়াছেন, 'যে পদ্ধতির অনুসরণ করিলে বিবেকে বাধে, অনেকগুলি ব্যক্তি সেই পদ্ধতি হইতে বিমুক্তিলাভ-নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের এ ভাব অন্যের উপরে চাপাইতে চাহিতেছেন না; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এ বিমুক্তি না দিয়া থাকিতে পারেন না।' ফলতঃ অপর লোকে তাঁহাদের আপনার মতে বিবাহ দিতে চান দিন, তাহাতে ব্রাহ্মেরা কোন প্রকার বাধা দিতে চান না। যদি কেহ বলেন, যাঁহারা সংস্কারের কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী কেন? তাহার উত্তর এই, তাঁহারা অত্র পর্য্যন্ত মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রায় চল্লিশটি বিবাহ করিয়াছেন; তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাংসারিকতা বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যের অপবাদ কে দিতে পারেন? সাহস, বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তাও অতি ঘৃণার্হ। তাঁহাদের যাহা করিবার, তাঁহারা তাহা করিযাছেন, এখন গবর্ণমেণ্টের যাহা করিবার, গবর্ণমেণ্ট করুন, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে সিদ্ধ। ইহার খণ্ডন নিষ্প্রয়োজন, কেন না কলিকাতা, নবদ্বীপ ও বারাণসীর সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণ উহা অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ আপত্তি তুলিযাছেন, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বিবাহবিধি চান, অধিকসংখ্যক চান না। এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। বিধবাবিবাহবিধি যখন হয়, তখন পাঁচ হাজার লোকে বিধি চান, পঞ্চাশ হাজার লোক উহার বিরোধী হন, তথাপি সে বিধি বিধিনিবদ্ধ হইয়াছে। পাঁচ হাজার কেন, পাঁচ জন লোকের বিরোধে পঞ্চাশ হাজার হইলেও, গবর্ণমেণ্ট পাঁচজনের পক্ষ হইবেন। কেন না এস্থলে সংখ্যা লইয়া কোন কথা নাই, কথা মূলতত্ত্ব লইয়া। যখন দেশীয় খ্রীষ্টানগণের পুনর্দারপরিগ্রহ

বিষয়ে বিধান হয়, তখন আডবোকেট জেনেরেল সার জেমস্ কলবিন্ বলিয়া ছিলেন, এক জন লোকেরও যদি নিপীড়ন হয়, তাহা হইলে তাহারই জন্য বিধি হওয়া সমুচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতাস্থ দুই হাজার ব্রাহ্ম বিবাহ বিধির বিরোধী। কলিকাতাস্থ দুই হাজার ব্রাহ্ম, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সকল ব্যক্তির নাম মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্যানুরোধে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন, হিন্দু। অধিকসংখ্যক কোন্ দিকে, অল্পসংখ্যক কোন্ দিকে, এক কথাতেই সপ্রমাণ হয়। পঞ্চাশংটি ব্রাহ্মসমাজ, বিবাহবিধি নিবদ্ধ হয়, এজন্য আবেদন করিয়াছেন, প্রতিপক্ষে কেবল পাঁচটি সমাজমাত্র। কেহ কেহ বলেন, এই বিধিতে সামাজিক অবনতি হইবে। এই বিধি যখন পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নিবারণ করিতেছে, তখন অবনতি হইবে কি প্রকারে? কাহার কাহার আপত্তি এই, ইহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছন্ন হইতে হইবে, এবং সেই বিচ্ছেদে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অসত্য মিথ্যা পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সত্য ও পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মগণকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি? অপর সমুদায় দেশ ও জাতি মধ্যে যে সকল সৎপুরুষ আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তো সত্যেতে, সামঞ্জস্যে, পবিত্রতাতে মিলন হইবে। অন্ধকার অজ্ঞানতা ছাড়িয়া যদি ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, তাহা কি আবার ক্ষতির মধ্যে গণ্য? হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য অকল্যাণ আছে, তাহা হইতে বিদায়! সত্য, সভ্যতা, সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব আগমন করুক। বস্তুতঃ ইহাতো হিন্দুসমাজের সহিত বিরোধ নহে, বিরোধ তন্মধ্যস্থ অসত্য অকল্যাণের বিরোধে। ব্রাহ্মসমাজ কোন প্রকারে স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই এখন জাতিমধ্যে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগামী। যে ব্রাহ্মগণ বিবাহবিধি চাহিতেছেন, তাঁহারা সমুদায় জাতির প্রতিনিধি। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত, ইহাও নহে। ইহা ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণের মধ্যে বিরোধ। কেন না যাঁহারা প্রতিরোধ করিতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিতেছেন। যদি হিন্দু ব্রাহ্ম হয়েন, তাহা হইলে হিন্দুপদ্ধতিমত তাঁহাদের বিবাহ হইবে, এ বিধির বিপক্ষ হইবার তাঁহাদের প্রয়োজন কি? যদিও ব্রাহ্মগণ জাতিতে

হিন্দু, তাঁহারা ধর্ম্মেতে হিন্দু নহেন। যদি তাঁহাদিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম, মুসলমান ব্রাহ্মও বলা সমুচিত। কেহ কেহ মনে করেন, "ব্রাহ্মবিবাহবিধি" এ নাম পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মগণের আপত্তি আছে, ইহা সত্য নহে। নামে কি আসে যায়, মূল ঠিক থাকিলেই হইল, ইহাই তাঁহাদিগের মত। তিনি এই কথাগুলিতে বক্তৃতা শেষ করিলেন, "অদ্য রজনীতে এত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। ইহাতে আমি এই বুঝিলাম যে, শিক্ষিতসম্প্রদায়, বিবাহবিধির সংস্কার হয়, এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক, এবং এই বিধি বিধবদ্ধ হয়, এজন্য উদ্বিগ্নচিত্ত। অবশ্য বলিতে হইবে, এ ঔৎসুক্য পূর্ব্বেও সভাদির আকার বিনা প্রকাশ পাইয়াছে। এদেশে সত্যের পক্ষ হইয়া, সতৃতা সহকারে ক্রমান্বয়ে যত্ন করিলে যে জয় হইবেই হইবে, সেই অপরিহার্য্য জয়ের পূর্ব্বনিদর্শন আমি এই জনসমাগমের মধ্যে দেখিতেছি। যদি ঈশ্বর আমাদের পক্ষে থাকেন, সত্য আমাদের পক্ষে থাকেন, আমাদের ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের সংখ্যা অল্প হইতে পারে, আমাদের উপায় সামান্য হইতে পারে, তাহাতে কি? আমরা কি আইনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? না। আমরা যেমন করিয়া যাইতেছি, তেমনই করিয়া যাইব। পূর্ব্বের মত আমরা ব্রাহ্মবিবাহ দিতে থাকিব, দেশের চারিদিকে বিবাহ দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। আমরা এই মাত্র শুনিতে পাইয়াছি, মান্দ্রাজে সম্প্রতি একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ এক বৎসর পূর্ব্বে বম্বেতে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যখন দেশের সকল অংশে এইরূপ বিবাহ হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে যে, অতিসত্বর এই বিবাহগুলিকে বিধিসিদ্ধ করিয়া লন, এবং বিবেকের অনুসরণ যাহারা করিতে চান, তাঁহাদের প্রতি অবিচার হয়, এই অভিযোগ অপনয়ন করেন। হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্র সামান্য অংশ কেবল নিষ্কৃতি চাহিতেছেন না, সমুদায় ভারত নিষ্কৃতি চাহিতেছেন। ভারতবর্ষের বিধিপ্রণয়নব্যাপারে এ একটি স্থিরতর মূলতত্ত্ব হইয়া যাইবে, যে কোন ব্যক্তি বিবেকসঙ্গত বিষয়ের অনুসরণ করিতে চান, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের তিনি অনুমোদন ও সংরক্ষণ লাভ করিবেন। যদি এ মূলতত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা হয় বা উহাকে ভঙ্গ করা হয়, এবং বর্ত্তমান সময়ের জন্য বিধানটি (বিধিবদ্ধ না করিয়া) তুলিয়া রাখা হয়,

আমরা রাজভক্তির ভাবে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়া যাই। প্রতাপান্বিতা মহারাজ্ঞী ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগণের ন্যায় অন্যত্র কোথাও এরূপ রাজানুগতহৃদয় পাইবেন না। আমাদের অন্তঃস্পন্দিত হৃদয় তাঁহার নামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, এবং সে নামের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভাবযোগে সংযুক্ত। অতএব আমরা ঔৎসুক্য সহকারে অথচ সম্ভ্রমের সহিত আমাদের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিতে থাকিব, এবং যত দিন নিষ্কৃতি লাভ না হয়, যথাবিধি এবিষয়ের আন্দোলন চালাইব। যদি আমরা কৃতকৃত্য না হই, এখানে বা অন্যত্র আমরা পুনরায় সকলে মিলিত হইব এবং গবর্ণমেণ্টের—প্রয়োজন হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সন্নিধানে সসম্ভ্রমে আমাদের বিষয় উপস্থিত করিব। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট অবশেষে আমাদের পক্ষের সত্যত্ব স্বীকার করিবেন এবং রাজকীয় অসিদ্ধতা হইতে আমাদের বিবাহের পবিত্রতাকে বিমুক্ত করিবেন। যে দেশসংস্কারের কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত রহিয়াছি, যে সংস্কারের কার্য্যে রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সংস্কারের কার্য্যে তিনিই আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জয় দিবেন, এবং তাঁহার আজ্ঞার নিকটে পৃথিবীর রাজগণ অবশেষে প্রণত হইবেন।”

সার বার্টল ফ্রিয়ারের ইংলণ্ডস্থ বন্ধুকে পত্র

এই সময়ে সার বার্টল ফ্রিয়ার তাঁহার ইংলণ্ডস্থ একজন বন্ধুকে এইরূপ পত্র লেখেনঃ—“আমি বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মদিগের নিষ্কৃতি লাভ করিবার অধিকার আছে, যে নিষ্কৃতি পাইবার পক্ষে গৌণ হইবার এই ফল হইবে যে, অতি সত্বর এমন একটি বিধি বিধিবদ্ধ হইবে, যাহার নিয়োগ সাধারণের পক্ষে হইতে পারে। আমাদের সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের জন্য যে প্রকার হইয়াছে, সেই প্রকার ভারতবর্ষের জন্য সাধারণ ভাবে রাজবিধিসঙ্গত সামাজিক বিবাহপদ্ধতি কেন বিধিবদ্ধ হইবে না, ইহার কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে যে কাঠিন্য আছে, তাহা অনায়াসে অতিক্রম করা যাইতে পারে; কেন না বিধানের মধ্যে এইরূপ একটী ধারা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে যে, কোন প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা যে স্থলে হয় নাই, সে স্থলে এই বিধানানুসারে যাঁহারা পূর্ণ বয়সে বিবাহিত হন, তাঁহারা তাঁহাদের উভয়ের বা

এক এক জনের সম্পত্তির (যত দূর তাঁহাদের ক্ষমতা আছে) দায়াধিকারী তাঁহাদের সন্তানগণ সেই ব্যবস্থানুসারে হইবেন, (এখানে তাঁহারা কোন্ সম্প্রদায়ের বা কোন্ জাতির লোক, উল্লিখিত থাকিবে) যে ব্যবস্থার তাঁহারা উভয়ে বা এক এক জন অধীন, এবং যে ব্যবস্থানুসারে উচ্চতম আদালত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।" সার বার্টল ফ্রিয়ারের এই প্রস্তাবনা যে সে সময়ে সকলেরই অনুমোদনযোগ্য হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না, এবং ফলতঃ বিবাহবিধি পরিশেষে এই প্রকার আকারই ধারণ করে।

কাউন্সিলে সিলেক্ট কমিটীর মন্তব্য

২১শে ডিসেম্বর (১৮৭১ খৃঃ) সিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তাঁহাদের মন্তব্য অর্পণ করেন। এই মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—প্রথমতঃ যে সকল এদেশীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তাঁহাদের জন্য বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলেখ্য হয়, কিন্তু এ বিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণের অনভিমত হওয়াতে "ব্রাহ্মবিবাহবিধি" বলিয়া পাণ্ডুলেখ্য হয়। ইহাতে এক দিকে আদিসমাজ নামে অভিহিত ব্রাহ্মসমাজের শাখা আপত্তি উত্থাপন করেন, অপর দিকে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দু, মুসলমান বা পার্সি এই বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নন বলেন; সুতরাং সিলেক্ট কমিটি এ বিধি সেই সকল ব্যক্তিতে আবদ্ধ রাখিতে বলিতেছেন, যাঁহারা খ্রীষ্টান নহেন, যিহুদী নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন, পার্সি নহেন, বৌদ্ধ নহেন, শিখ নহেন বা জৈন নহেন। বিবাহকালে বিবাহার্থিগণ অবিবাহিত থাকিবেন। বরের বয়স অষ্টাদশ এবং কন্যার বয়স চতুর্দ্দশ * হইবে। কন্যা অষ্টাদশবর্ষীয়া না হইলে তাহার পিতা

* আমরা যে সকল ডাক্তারের মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহতে সকলেরই মত ন্যূনতঃ ষোড়শ বর্ষ বিবাহযোগ্য কাল। ডাক্তার চারলস্ অপরাপর ডাক্তারগণ সহ এ বিষয়ে একমত, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান সময়ের জন্য পাণ্ডুলেখ্যনির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সকেই স্থির রাখিতে সম্মত হন। তিনি লিখিয়াছেন, "ন্যূনকল্পে বিবাহযোগ্য কাল নির্ণয় করা এত স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার যে, পাণ্ডুলেখ্যে যে চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই আমি সম্প্রতি ভাল মনে করি।" ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে চতুর্দ্দশ বর্ষ বিবাহযোগ্য কাল নির্দ্দেশ করেন। কেশবচন্দ্র ডাক্তারগণের মত জানিবার জন্য যে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবার্স এম্ ডি.

মাতা বা রক্ষকের অনুমতি চাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না, যে নিকট সম্বন্ধ, তাঁহারা যে বিধানের অধীন, তাহার বিরুদ্ধ জন্য অবৈধ। পতি বা পত্নী জীবিত থাকিতে কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। এ বিধানে ভারতবর্ষীয় ত্যাগবিধির বিধান থাকিবে। ইংরাজী বিধানে নিকটসম্বন্ধত্বের যে নিয়ম আছে, এ বিবাহজাত সন্তানগণসম্বন্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্বের যে বিধান আছে, তাহা ইহাতে খাটিবে। কোন বিবাহ যাহা অন্য প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা

ডাক্তার জে ফেরার এম্ ডি, সি এস্ আই,
,, জে ইয়ার্ট এম্ ডি,
,, এস্ জি চক্রবর্ত্তী এম্ ডি,
,, ডি বি স্মিথ এম্ ডি,
,, টি ই চারলস্ এম্ ডি,
,, চন্দ্রকুমার দে এম্ ডি,
,, মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি,
,, টামিজ খাঁ বাহাদুর
সমীপেষু।

"ভদ্র মহোদয়গণ,

"ভারতের জনসমাজসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর বিষয়ে আমি আপনাদের মত বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এ দেশে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহা লোকদিগের নীতি, সমাজ ও শরীরসম্বন্ধে নিতান্ত অনুপকারী, এবং উন্নতির পক্ষে প্রধান ব্যাঘাত। বিদ্যা ও আলোকসম্পন্ন ভাবের বিস্তারবশতঃ এই ব্যবহার হইতে যে অকল্যাণ উপস্থিত, তাহা সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ইহার প্রতীকার হয়, তৎসম্বন্ধে অভিলাষ বাড়িয়াছে। এই সংস্কার-কার্য্যের গুরুত্ব যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশীয় বালিকাগণের বিবাহযোগ্যকাল স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্গণের মত গ্রহণ করা হয় যে, তদ্দারা দেশীয় সমাজ পরিচালিত হইতে পারে। অতএব আমি বিনীত-ভাবে আপনাদিগের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা প্রকৃত ঘটনা দ্বারা যাহা অবগত হইয়াছেন, সে গুলি এবং দেশের জলবায়ু ও অন্যান্য প্রভাব, যদ্দারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নারী-গণের শারীরিক পরিণাম নিয়মিত হয়, সযত্নে বিচারপূর্ব্বক দেশীয় বালিকাগণের যৌবনারম্ভের বয়স কি এবং ন্যূনপক্ষে তাহাদের বিবাহযোগ্য কাল কি, আপনারা বিবেচনা করিয়া লিখিবেন।

এ বিধান দ্বারা অসিদ্ধ হইবে না। যে সকল বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, সে সকল এই বিধানানুসারে এক বৎসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইলে, এই বিধানমতে সিদ্ধ হইবে। এই মন্তব্যানুসারে পাণ্ডুলেখ্য সংশোধিত ও বিধিনিবদ্ধ হয়, সিলেক্ট কমিটীর এই মত। সিলেক্ট কমিটী যে প্রকার সংশোধন অনুমোদন করেন, সেই প্রকারে সংশোধিত হইয়া গেজেটে পাণ্ডুলেখ্য এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ ইংলিসের প্রতিরোধ এবং মিঃ ষ্টিফেন ও লর্ড মেওর সপক্ষে অভিমত

১৬ই জানুয়ারী (১৮৭২ খৃঃ) এই পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইবে, এই প্রকার স্থির হয়, কিন্তু সে দিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মেস্তর ইংলিসের প্রতিরোধে উহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। তবে মেস্তর ষ্টিফেন আড়াই ঘণ্টাকাল বিবাহবিধি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন, তাহা ব্রাহ্মগণের পক্ষে অতীব হিতকর। গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মেও যাহা বলেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দবর্দ্ধক। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মসমাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে নিষ্কৃতি-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে বাধ্য এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ চারি বৎসর পর্য্যন্ত এই বিষয়ে গৌণ হইয়াছে। রাজকীয় ঘোষণাপত্রে যে পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়-বিচারের মূলতত্ত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই মূলতত্ত্বের ক্রিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিস্তার করিতেই হইবে। আমি রাজ্যশাসনের শীর্ষস্থানীয়, বিধিনিবন্ধনে আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমি সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিবই। যে অল্প সময়ের জন্য স্থগিত থাকিল, ইহার পর কোন প্রকারের বাধা বা আপত্তি এই পাণ্ডুলেখ্য-বিধিবদ্ধ করা হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

"আপনাদিগকে এইরূপে লিখিবার যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিলাম, তজ্জন্য কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, আশা করিয়া,

হে মহোদয়গণ,

বিনীতভাবে আপনাদের চির বাধ্য ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতেছি

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবার্স প্রভৃতি সকলেই সাদরে এই পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইঁহারা সকলেই ন্যূন পক্ষে ষোড়শবর্ষ বিবাহের যোগ্যকাল নির্ণয় করেন, কেবল ডাক্তার চন্দ্রকুমারের মতে চতুর্দ্দশ বর্ষ ন্যূনপক্ষে বিবাহযোগ্য কাল।

৩২

ভারতাশ্রম-সংস্থাপন

"মিরার" পত্রিকার দৈনিকে পরিণতি ও ভারতসংস্কার সভার বিবিধ শাখার কার্য্য

বিবাহের বিধি লইয়া আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া আমরা, এ সময়ে কি প্রকার কার্য্যব্যস্ততা উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আর অধিক কিছু উল্লেখ করিতে পারি নাই। এ সময়ে সকল কার্য্যমধ্যে ভারতাশ্রমস্থাপন প্রধান কার্য্য। উহার উল্লেখের পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল কার্য্য এ সময়ে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল, অগ্রে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংরাজী ১৮৭০ সালের যাই অবসান হইল, অমনি (১লা জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ) মিরার পত্রিকা একেবারে দৈনিকে পরিণত হইল। ইতঃপূর্ব্বে আর ইংরাজী দৈনিক পত্র দেশীয় কোন লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই। মিরার পত্রিকার সম্পাদন, শোধন ও মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গ একান্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। রজনীতে তাঁহাদিগের নিদ্রা নাই, দিবসে তাঁহাদিগের বিশ্রাম নাই। এই কার্য্যের মূলে যদি নিঃস্বার্থ উৎসাহ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের শরীর ও মন কদাপি ঈদৃশ নিয়মভঙ্গ বহন করিতে পারিত না, শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িত। কিছু দিনের মধ্যে কার্য্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা নিদ্রা ও বিশ্রামের সময় পাইলেন। একবিধ কার্য্য কেশবচন্দ্র কোন দিন ভালবাসিতেন না। যখন কার্য্য সুশৃঙ্খল হইল, তখন বিবিধ প্রকারের কার্য্য বাড়িয়া উঠিল। ভারতসংস্কারসভার বিবিধ শাখার কার্য্য এখন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শাখার কার্য্যের কি প্রকার বাহুল্য হইয়াছিল, তাহা তৎকালের কার্য্যবিবরণ দেখিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সময়ে সাতষট্টি জন ঘড়ী সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন *। সুলভ

* শিল্পকার্য্যশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষাতে উৎসাহদান জন্য ভাস্তাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ দুইশত টাকা দান করেন। ইনি আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ ও সৎকর্ম্মে উৎসাহ ইঁহার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে। ইনি মিরার পত্রিকাগুলি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই আমাদের বিবরণসংগ্রহ সহজ হইয়াছে।

সমাচার সর্ব্বশুদ্ধ ১৭,০৪৬ খণ্ড বিক্রীত হয়। শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে আঠার জন, বয়স্কা নারীর বিদ্যালয়ে চারি জন শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। দাতব্যবিভাগে নিয়মিতরূপে দরিদ্র বালক, দরিদ্র বিধবা, দরিদ্র পরিবার ও দরিদ্র অন্ধগণকে মাসে মাসে নির্দ্ধারিত দান অর্পিত হয়।

বেহালায় জ্বরাক্রান্ত রোগীদের সেবা

এই সময়ে বেহালা এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট জ্বররোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভারতসংস্কারসভা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র বসু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভুকড়ী ঘোষ সপ্তাহে ৬ দিন বেহালায় গমন করিতেন। তিন দিনের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যাইতেন। এই দুই দিন তাঁহাদিগকে প্রায় সমুদায় দিন উপবাসী থাকিয়া রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিতে হইত। তাঁহারা প্রাতে সাতটার সময়ে গিয়া অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ইঁহারা দেড়মাসের মধ্যে একহাজার পাঁচ শত আটাত্তর জন রোগীকে ঔষধাদি বিতরণ করেন। ইহাতে ৩৭১৲ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। এই ব্যয় সঙ্কুলন জন্য দাতব্যসভা হইতে চাঁদাসংগ্রহনিমিত্ত পত্র হয়। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেহালায় গমন করিয়া রোগীদিগের জন্য অপরিমিত পরিশ্রম করেন। এই অপরিমিত পরিশ্রম তাঁহার হৃদ্রোগ-উৎপত্তির অন্যতর কারণ বলিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক কার্য্য ও প্রথম "ব্রাহ্মডায়ারী" প্রকাশ

এ সকল তো গেল বাহিরের কার্য্য, আধ্যাত্মিক কার্য্যও এ সময়ে সমধিক উৎসাহের সহিত নিষ্পন্ন হইতেছিল। ব্রাহ্মবন্ধুসভার কার্য্য অনেক দিন স্থগিত ছিল, আবার উহার কার্য্য নূতন উৎসাহের সহিত আরব্ধ হইল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিতে ও ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকা-সমাজের কার্য্য এ সময়ে অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছিল। নারীগণ আপনাদের উন্নতি-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, তাঁহারা মহিলাসভাতে কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান

করা সমুচিত, প্রকাশ্য স্থানে তাঁহারা কত দূর স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে পারেন, ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সম্পত্তিরক্ষকগণ স্বর্গস্থ মহাত্মার সমাধি-স্তম্ভের সংস্কার জন্য কেশবচন্দ্রের হস্তে পাঁচশত টাকা ন্যস্ত করেন। কেশবচন্দ্র এক্ষণে যেন শত হস্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু এত কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল। এ কথা পরে বক্তব্য, এখানে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, কেশবচন্দ্র আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য কখন যত্ন করেন নাই, অথচ তাহা স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন, কেশবচন্দ্রের একটি অর্দ্ধপ্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল এক্‌জিবিশনে প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা এখন রয়াল আলবার্টহলের চিত্রাগারে রক্ষিত হইতেছে। এই বর্ষের (১৮৭১ খৃঃ) অন্তিমে, ১৮৭২ সনের জন্য প্রথম "ব্রাহ্মডায়ারী" কেশবচন্দ্র বাহির করেন। ডায়ারীতে বিবিধ শাস্ত্র হইতে এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ হইতে তিন শত পঁয়ষট্টিটি প্রবচন, পোষ্টাফিস প্রভৃতি ঘটিত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যাদি, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ঘটনা, ব্রহ্মমন্দিরের ফটো ইত্যাদি ছিল। "ব্রাহ্ম পকেট আল্‌ম্যানাক্ ও ডায়ারী" ইহার নাম হয়।

স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান

এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আহ্লাদ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। আজ তিন বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের কার্য্য স্বয়ং চালাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। এখন গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ কোন বিদ্যালয়ে সাহায্যদানে কৃতসঙ্কল্প হন। কেশবচন্দ্র যে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় মেস্তর আটকিন্সন উহাতে সাহায্য দান করিতে এই জন্য অসম্মত হন যে, উহা কোন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মেস্তর ক্যাম্পবেল এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে, "এই সকল বিষয়ে যে সকল মহিলার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বলেন যে, কোন একটি ধর্ম্মের অনুসরণ বিনা নারীদিগকে শিক্ষা দান করা, অথবা তাঁহাদিগকে কার্য্যসম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত আপজ্জনক, লেপ্টেনেণ্ট

গবর্ণর আপনিও ইহাই মনে করেন।" লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই অভিপ্রায় অনুসারে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আবেদন করিবার জন্য কেশবচন্দ্রকে সংবাদ প্রদত্ত হয়। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষ উদ্দীপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের যত্ন বিফল করিবার জন্য কেশবচন্দ্র স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের এ কথায় কর্ণপাত করেন না।

"ব্রাহ্ম-আবাস" ও "ব্রাহ্মিকাবাস"

কেশবচন্দ্র এত কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে আপনার জীবনের মহত্তম কার্য্যানুষ্ঠানের বিষয় ভুলিয়া যান নাই। পৃথিবীতে একটি সুখী পরিবার সংস্থাপিত হয়, প্রথম হইতে তাঁহার এই হৃদ্গত যত্ন। ইংলণ্ডে তিনি যে গৃহসুখের নিদর্শন দেখিয়া আসিলেন, উহাতে তাঁহার হৃদয় আরও এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত হইল। কেশবচন্দ্র জানিতেন, নরনারীকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া অশন বসনাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে, তাঁহার হৃদিস্থিত আদর্শ কোন কালে পূর্ণতা লাভ করিবে না। বাহিরের সুখ স্বচ্ছন্দতা একান্ত অস্থায়ী, তাহাতে পারিবারিক সুখ কিছুতেই দৃঢ়মূল হয় না। শোক দুঃখ বিষাদ পরিবার মধ্যে আসিবেই আসিবে। অতএব ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া যাহাতে নবীন গৃহের সূত্রপাত হয়, তাহারই জন্য তিনি যত্নবান্ হইলেন। ব্রাহ্ম-আবাস (বোর্ডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কয়েক পংক্তিতে তিনি মিরারে লিখিয়া দেন। এই প্রস্তাবের কয়েক সপ্তাহমধ্যে কলিকাতা ও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণমধ্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনা সমুপস্থিত হয়। নবেম্বর মাসের শেষে "ব্রাহ্মিকাবাস" (বোর্ডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার আকার ধারণ করে। বিদ্যালয়সংলগ্ন মহিলাবাসে অবস্থান করিবার জন্য নয় জন মহিলা অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে এত দূর উৎসাহ প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা অনুরোধ জানান যে, এ সম্বন্ধে যেন আর কালবিলম্ব না হয়। মফঃস্বল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের পরিবার মহিলাবাসে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ঈদৃশ আবাস স্থাপন করিতে গিয়া পরিশেষে বা ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয়, অর্থাভাবে কার্য্য স্থগিত হয়, এজন্য যাঁহারা আবাসের অধিবাসী হইবেন,

তাঁহাদিগকে নিরাশ না করিয়া উপযুক্তসংখ্যক অধিবাসী সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাবকগণ বিশেষ যত্ন করিতে থাকেন।

দ্বাচত্বারিংশ উৎসবে "প্রেমধাম" বিষয়ে উপদেশ

কেশবচন্দ্র কোন প্রস্তাব অপূর্ণ রাখিবার লোক ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেরণায় যখন তাঁহার মনে যে অনুষ্ঠান করিবার ভাব উপস্থিত হইত, উহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য তিনি মণ্ডলীকে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। উৎসব উপস্থিত, তাঁহার মনে যে ভাবের সমাগম হইয়াছে, তদনুসারে তিনি ১১ই মাঘের (১৭৯৩ শক) প্রাতঃকালে যে উপদেশ(১) দেন, তন্মধ্যে এই কথাগুলি তিনি উপস্থিত উপাসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন:—"ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, এই মাত্র তোমরা এই সুমধুর সঙ্গীত শুনিলে, 'বড় আশা করে, তোমার দ্বারে, এসেছি ওহে দয়াময়। প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' ঈশ্বরের কাছে সকলে মিলিয়া আজ এই মিনতি করিলাম, 'যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা কি এবং আমার মনোবাঞ্ছা কি, পিতা তাহা জানেন। এক এক জনের অবশ্য এক একটী মনোবাঞ্ছা আছে, এবং তাহা পিতা জানিয়া নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। বন্ধুগণ! আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকট বিশেষরূপে একটী মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। আমিও গোপনে তাঁহাকে এই কথাটী বলিয়াছি, 'যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' সে বাঞ্ছাটী কি, বন্ধুগণ, তোমরা কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ? বহুকাল হইতে পিতা এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, যখন যাহা বাসনা করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিয়াছেন; আমার বিনা প্রার্থনায় কত স্বর্গের সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাহাতো গণনাই করিতে পারি না। কিন্তু আজ যে ধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, সে ধন না পাইলে কিছুতেই এ দীনের দীনতা যাইবে না। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা অতি নিষ্ঠুর, তাঁহারা বলিতে পারেন, আমার এই মনোবাঞ্ছা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে, ইহা আমার ভ্রম এবং দুরাশা। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট বিনয় করিয়া বলিতেছি, এমন নির্দ্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও না। আমার যে মনোবাঞ্ছা, তাহা কল্পনা

(১) দ্বাচত্বারিংশ উৎসবের বিবরণ মধ্যে উপদেশটী ১৭৯৩ শকের ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

নয়, তাহা কবিত্ব নয়; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই এই জগতে পরম সত্য এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আমার জীবনের প্রধান আশা। কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাঞ্ছা নহে, কিন্তু ইহাই প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার গূঢ় অভিপ্রায়। সেই বাঞ্ছাটী কি? ভক্তিবিহীন হইয়া তাহা শুনিও না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনোবাঞ্ছাটী শ্রবণ কর। সেই বাঞ্ছাটী এই:—আমাদের দয়াময় পিতা যেমন অনেক স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদিগকে লইয়া তিনি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন করেন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, স্বর্গের কত আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা স্মরণ করিলেও কৃতজ্ঞতাবসে হৃদয় আর্দ্র হয়! কিন্তু এ সকলই মিথ্যা এবং অস্থায়ী, যদি এই মন্দিরের দ্বারা এই মন্দিরের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী মন্দিরের সূত্রপাত না হয়। বাহিরের মন্দিরে বসিয়া আর কত কাল পুণ্য শান্তি লাভ করিব? ইহার সঙ্গে ত কেবল শরীরের যোগ। তাই এমন একটি মন্দিরের প্রয়োজন, যাহার মধ্যে বসিয়া অনন্তকাল পিতার সৌন্দর্য্য দর্শন করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধাম! কোথায় সেই প্রেমধাম? তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে! ইহাদের মধ্যেই তাঁহার প্রেমবিস্তার। ইহারা ভিন্ন ভালবাসিবার আর তাঁহার কে আছে? এবং ইহারা ভিন্ন তাঁহাকে ভালবাসে, জগতে আর কেহই নাই।"

ঈশ্বরের এই প্রেমধামনির্ম্মাণে কেবল কয়েকটি বঙ্গবাসী উদ্যুক্ত হইয়াছেন, অপর কেহ সহায় ও সহযোগী নাই, তাহা নহে। ইংলণ্ড জার্ম্মাণি আমেরিকা প্রভৃতি সমুদায় দেশের লোকের কত ভালবাসা, কত শ্রদ্ধা, কত সহানুভূতি! ইহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "তোমাদিগকে অনেকে ভালবাসেন এবং তোমরা যে মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছ, অনেকে তাহার প্রশংসা করেন, এবং যাহাতে তোমরা আরও উন্নত ও পবিত্র হইতে পার, এই জন্য তাঁহারা ব্যাকুল। তাহার চিহ্নস্বরূপ দেখ, ঐ বাদ্যযন্ত্র (বিলাত হইতে প্রেরিত বহুমূল্য 'অর্গাণ' যন্ত্র *)। বল দেখি, তোমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের ভাই ভগ্নীদের

* ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারার্থ বিলাতের কতিপয় বন্ধু এই অর্গাণটি প্রেরণ করেন। ইহা পৌষ মাসের শেষে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিল। এই অর্গাণ উচ্চে ৯ ফীট; সুতরাং উপরের

কি সম্পর্ক? কেন তাঁহারা বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিগকে এই সুন্দর যন্ত্রটি দান করিলেন?" কেশবচন্দ্র যে 'প্রেমধাম'-স্থাপনের জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহা কি ভাবমাত্র, না, তাহার প্রকাশ পৃথিবীতেও আছে? এ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, আমরা তাঁহারই নিকটে শ্রবণ করি। "আজ পিতা সকলকে এখানে আনিয়া বলিতেছেন, 'সন্তানগণ! পরস্পর প্রেমডোরে বদ্ধ হও।'... ...ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি এ সকল কথা শুনিতেছ না? পিতা স্বর্গ মর্ত্ত্য বিকম্পিত করিয়া প্রেমধাম নির্ম্মাণ করিবার জন্য তোমাদিগকে ডাকিতেছেন; কিন্তু তোমরা এতই বধির যে, কোন মতেই সেই আহ্বান শুনিবে না। যদি বল, কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার? আমি বলি, এই দেখ, তোমাদের অতি নিকটে। পিতা তোমাদের কাছে থাকিয়া, আরও আনন্দের সহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের দ্বারা এই স্বর্গীয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, তাঁহার প্রেমহস্তের কার্য্য সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাঁহার কথায় সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিলে না।" এই প্রেমধাম কি এই কয় জন ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকিবে? না, কখনই নহে। "তোমরা আগে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন কর। তাহা হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া জগতের লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতার নিকটে দৌড়িয়া আসিবে; স্বর্গরাজ্যে আনিবার জন্য আর তাঁহাদিগকে ডাকিতে হইবে না। তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ এক হইবে। কালের ব্যবধান, স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। পুরাকালের ঋষি সকল আসিয়া তোমাদের সঙ্গে দয়াময়নাম কীর্ত্তন করিবেন, এবং বর্ত্তমান সময়ের মূর্খ জ্ঞানী, দীন ধনী, নর নারী, যুবা বৃদ্ধ সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে একপ্রাণ একাত্মা হইয়া দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়া উঠিবে, আমরা স্বর্গে যাইব। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নিদর্শনপত্র কি? তাহারা বলিবে, চক্ষের জল; সাধন কি? প্রেম; গৃহ কি? ব্রহ্মধাম। প্রচারকগণ, অহঙ্কার করিও না। তোমাদের যত্নে নয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে তাঁহার সন্তানদিগের

গ্যালারীতে উহার সন্নিবেশ অসম্ভব জন্য, মন্দিরের মধ্যে উত্তর দিকে উহা স্থাপিত হইয়াছে। উৎসবের সময়ে (১৮৭২ খৃঃ) উহা প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র, এখনও বাজাইবার যোগ্যভাবে সাজান হয় নাই।

দুঃখ দূর করিবেন।" এই প্রেমধাম কি তবে কেবল পৃথিবী লইয়া সংসৃষ্ট? না। "আজ পিতাকে বলিয়াছি, প্রাণের ভাই ভগিনীদের যেন তাঁহার কাছে দেখিতে পাই। আজ পিতার দয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম। মুখে আর হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। আধ্যাত্মিক প্রেমশৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্ত্তমান কালের সাধুগণ পরস্পর সম্বন্ধ হইয়াছেন। যাই বলিলাম, নাথ, দেখাও তোমার প্রেমধাম, তখনই পুরাকালের ঋষিগণ, মহর্ষি ঈশা, বৌদ্ধ, নানক, মোহম্মদ, এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্ম পরিবার সকলেই তাঁহাদের প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়া হৃদয়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।"

পরিবার-সাধন

প্রাতে প্রেমাধাম-স্থাপনের জন্য যখন অনুরোধ হইল, তখন সকলের মনে পরিবার-সাধনের উপায় জানিবার জন্য যে প্রবল স্পৃহা উপস্থিত হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। অতএব অপরাহ্নে আলোচনামধ্যে পরিবারসাধন কি প্রকারে হয়, তৎসম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এ সময়ের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ, অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তর(১) আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ব্রহ্মসাধনের যেমন দুই অঙ্গ—ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মাদেশ, পরিবার-সাধনও সেইরূপ। ভক্তিনয়নে ঈশ্বরকে দর্শন করা এবং বিবেককর্ণে তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে তাহা পালন করা, এই দুই যোগ যেমন ব্রহ্মসাধন, এইরূপ পবিত্রভাবে সমুদায় নরনারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হস্তে তাঁহাদের সেবা করা, এই দুই সাধনই যথার্থ পরিবারসাধন। অপবিত্রনয়নে যদি একটী ভগ্নীকেও দেখ, এবং রুক্ষভাবে যদি একটি ভাইয়ের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবারসাধন হইল না। যদি ভাই ভগ্নীকে একটি বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পাও, তবে সকলই মিথ্যা। অনেকে বলেন, পরোপকার করা, ভিক্ষাদান, বিদ্যাদান, উপদেশ-দান ইত্যাদি করিলেই ধর্ম্ম হয়; আমি বলি, কখনই না। যদি ভাই ভগ্নীকে যে ভাবে দেখিতে হয়, যেমন প্রেমের সহিত প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, যেরূপ সেবা করিলে তাঁহাদের শরীর মনের কষ্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তৃতা দান করিলেই পরিবারসাধন

(১) ১৭৯৩ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

হইতে পারে? পরিবারসাধন আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক পবিত্রনয়নে প্রেমভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহাদের সেবা করিলেই পরিবারসাধন হয়। যে চক্ষুতে মাকে দেখি, সেই ভাবে কি আর এক জন স্ত্রীলোককে দেখিতে পারি? মা বস্ত্রাভাবে শীতে কাঁপিতেছেন, তাহা দেখিলে যেমন হৃদয় ব্যথিত হয়, অন্যের তেমন অবস্থা দেখিলে প্রাণ কি সেইরূপ কাঁদিয়া উঠে? মার প্রতি অন্তরে ভক্তি নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শীতের বস্ত্র দিলাম, মার কষ্ট দেখিয়া অন্তরের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত, তাহা হইতে পারিল না, হৃদয় কোন মতেই ভক্তিদ্বারা অনুরঞ্জিত হইল না, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া শরীরের কষ্ট দূর করিলাম, জগতের কে ইহাকে মাতৃভক্তি বলিবে? সেইরূপ ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পৃথিবীর শত সহস্র নরনারীর দুঃখ দূর করিলাম, কিন্তু কাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিলাম না, এই অবস্থায় কিরূপে পরিবার হইবে? সেই চক্ষু কেমন সুন্দর, সেই হৃদয় কেমন মধুর, যাহা সর্ব্বদাই নিঃস্বার্থ প্রেমে অনুরঞ্জিত এবং যাহার নিকট প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরের পুত্র কন্যা!! কবে আমরা ভাই ভগ্নীদের মধ্যে সেই পবিত্রধাম দর্শন করিব? কবে তাঁহাদের শরীর, মন এবং আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য, আমরা প্রফুল্ল-হৃদয়ে সমস্ত জীবন অর্পণ করিব?"

দ্বাচত্বারিংশ উৎসবে মুক্তাকাশের নিম্নে গোলদীঘিতে বক্তৃতা

ভারতাশ্রমসংস্থাপনের কথা বলিবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এবার দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিকে একটি বিশেষ দৃশ্য সকলের নয়নগোচর হয়। ইটি মুক্তাকাশের নিম্নে বক্তৃতা। ৮ই মাঘ (১৭৯৩ শক), ২১শে জানুয়ারী (১৮৭২ খৃঃ) রবিবার অপরাহ্নে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন * বাহির হইল। গৃহ হইতে গোলদীঘিতে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন উপস্থিত। "রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ। গোলদীঘির চারিদিকেই দর্শকগণ দণ্ডায়মান। উভয় দিকের বহির্দ্বার পুষ্পমালা ও নবপল্লবে সুশোভিত। চতুর্দ্দিকে রেলে সুন্দর নিশান সকল আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতেছে।

* "আজ গাও গভীরস্বরে, প্রেমভরে নগরে, মধুর ব্রহ্মনাম" ইত্যাদি "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের" ১২শ সংস্করণের ৯৬৬।৭ পৃষ্ঠায় এবং এই সঙ্কীর্ত্তন ও এই দিনের বিবরণ ১৭৯৩ শকের ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দেখ।

প্রচারকার্য্যালয়ের বারান্দায় * নহবতের সুমধুর রব আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'বহিঃপ্রাঙ্গণ মহাসভার' অধিবেশন হইল। কালেজ অট্টালিকার সোপানশ্রেণী হইতে পুষ্করিণীর তটদেশ পর্য্যন্ত প্রায় তিন চারি সহস্র লোকে আকীর্ণ। ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মধ্যস্থলে এক উচ্চ আসনে দণ্ডায়মান হইয়া অতি গম্ভীর ও উচ্চরবে বজ্রধ্বনিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটি উদার জলন্ত সত্য বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম ও দর্শক সকলেই নিস্তব্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। প্রথমতঃ আচার্য্য মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বল 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্,' বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' বল 'সত্যমেব জয়তে,' অমনি ব্রাহ্মগণ সমস্বরে ঐ তিনটি সত্য উচ্চারণ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন সত্যের প্রভূত বল, প্রজ্বলিত ধর্ম্মোৎসাহ হুতাশনের ন্যায় দুর্ব্বল ভারতের পাপ ভস্মীভূত করিতে আসিল।... আচার্য্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে ধর্ম্মবীরের ন্যায় শৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-সমন্বিত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল।.....সেই অদৃশ্য গভীর আধ্যাত্মিক রাজ্য তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় সত্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতে লাগিল, এই অনন্ত আকাশে অনন্ত বিশ্বপতির অনন্ত সিংহাসন বিরাজিত। তিনি যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আকাশব্যাপিনী উদারতা ও বাস্তবিকতা ও জীবন্ত ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।" এই শেষ কথাগুলি যে বাস্তবিক সত্য, নিম্নে উদ্ধৃত উপদেশাংশ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত করিবে। বক্তৃতাস্থলে ইউরোপীয়গণের মধ্যে মেস্তর আর্থার এফ্ কিন্নেয়ার্ড, রেবারেণ্ড জে লং, ডাক্তার ডি ওয়াল্ডি, রেবারেণ্ড জে পি আষ্টন, জে ই পাইন্, মেস্তর টেলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

"অনেকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে দ্বেষ অমূলক। তোমরা যদি ব্রাহ্মনাম না চাও, তাহা হইলে এ নামটি পরিত্যাগ কর। ইহাকে সত্য ধর্ম্ম বল, প্রীতির ধর্ম্ম বল, ঈশ্বরের ধর্ম্ম বল। মুষা ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ পুরাকালে যে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই; আজ ঘরের ভিতর আমরা বদ্ধ হই নাই। সকল প্রাচীর ভঙ্গ

* গোলদীঘির দক্ষিণস্থ ১৩ সংখ্যক বাটী। এখানেই মিরার কার্য্যালয় প্রভৃতি সকলই অবস্থিত ছিল। এখন ইহাতে সিটি স্কুল (City School) আছে।

করিয়াছি, অসীম আকাশ আমাদের চন্দ্রাতপ, বায়ু আমাদের প্রচারক, ঐ সূর্য্য আমাদের আলোকদাতা, আমাদের ধর্ম্মের উদারতা সমুদায় সঙ্কীর্ণতাকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। উদারতার অস্ত্র ধারণ করিয়া, যাহা কিছু সাম্প্রদায়িক ভাব, তাহা বিনাশ করিতে হইবে। আমরা কোন সঙ্কীর্ণতা মানি না, এই সূর্য্য, এই বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ আমাদের সাক্ষী। চারি দিকে যে সকল লোক দেখিতেছি, সকলেই জাতিনির্ব্বিশেষে একত্র হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম এক, পরিবার এক, যেমন তিনি এক। আমরা সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিতা, এ ধর্ম্মের উদারতার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ পরাস্ত হয়। মহাসাগরপারে আজ ব্রহ্মনাম শুনিতেছি। সকল দেশীয় নরনারী, ইহলোক পরলোকবাসী সকল সাধু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগরপারে, পর্ব্বত-উপরে, বিজন কাননে, সজন নগরে যাঁহারা পিতার নাম করিতেছেন, তাঁহারা আমাদেরই। যখন এত বড় উদার আমাদের ধর্ম্ম, যাহা বায়ুর সঙ্গে পৃথিবীময় প্রচলিত হইতেছে, সে ধর্ম্মকে কে বাধা দিতে পারে? কাহার প্রতি শত্রুতা করিতে আমরা আসি নাই, কিন্তু বক্ষঃ প্রসারণ করিয়া সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যে বিদ্বেষী, সে ব্রাহ্ম নহে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়, দেশ বিদেশস্থ সকল লোকের চরণতলে যে অবলুণ্ঠিত হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রেমদান করিতে পারে, সেই ব্রাহ্ম। যাহার মনে সঙ্কীর্ণতা নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি।"

টাউনহলে "পূর্ব্বতন বিশ্বাস ও বর্ত্তমান চিন্তা" বিষয়ে বক্তৃতা

এবার টাউনহলে (১৩ই মাঘ, ১৭৯৩ শক) "পূর্ব্বতন বিশ্বাস ও বর্ত্তমান চিন্তা" (Primitive Faith and Modern Speculations) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতাটী গ্রন্থাকারে আজও নিবদ্ধ হয় নাই। মিরারে ইহা যত দূর প্রকাশিত আছে, তাহাতে বক্তব্য বিষয় নিঃশেষ-রূপে বলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন, তাহার সকলই আছে। এই বক্তৃতার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—আদিম সময়ে ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, ভক্তিপ্রধান, এবং আত্মার অন্নপান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে। সে কালে উহা একটী জীবন্ত শক্তি ছিল, লোকেরা উহার সংস্পর্শে জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ হইত, এখন উহা বুদ্ধি ও বিচারের

বিষয় হইয়াছে। ঈশ্বর কি, পরলোক কি, এ সকল বিষয়ের মত ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এখন সকলের যত্ন। পূর্ব্বকালের লোকেরা ঈশ্বরের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মহত্ত্ব এবং গৌরব প্রত্যক্ষ করিতেন; এখনকার লোকেরা গ্রন্থ, মহাজন, উপদেষ্টা, রাজ্যপ্রণালী প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে যাইতে যত্নশীল। প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই সময়ের বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করা একান্ত প্রয়োজন। একটি আর একটি বিনা কখন পূর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, ভাব ও কার্য্যতঃ নিয়োগ, এ দুইই পূর্ণ ধর্ম্মে চাই। বর্ত্তমানের জ্ঞান ও সভ্যতা, প্রাচীনকালের দেবনিশ্বসিতলাভ, এ দুইয়ের সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ প্রাচীন ধর্ম্মের ইহাই সার। ঈশ্বরকে না দেখিয়া, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ না করিয়া কখন আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতঃ তাঁহার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত। ঊনবিংশ শতাব্দী হয়তো বলিবে, ঈশ্বরকে কখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের বিশ্বাস যত কেন উচ্চ হউক না, অনন্ত সর্ব্বথা তাহার অতীত। এ কথা শুনিতে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বর কি সর্ব্বব্যাপী নহেন? সর্ব্বব্যাপী হইলে কি হয়, ঈশ্বরের তো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না! বিজ্ঞান ধর্ম্মের সহকারী, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান অন্ধশক্তি ও অন্ধনিয়ম বিনা আর কিছু দেখায় না। বিজ্ঞান প্রকৃতি ভিন্ন কোথাও আর কিছু দেখিতে পায় না। যথার্থ বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করে না, শক্তি ও নিয়মের ভিতরে উহা ঈশ্বরের মুখ প্রকাশিত করে। সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ভিতরে সেই আদিকারণ, সেই সর্ব্বপ্রবর্ত্তক জ্ঞান, এবং সেই সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছাশক্তি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের নিকটে সমভাবে অভিব্যক্ত হন। এই বিশ্ব কেবল একটি যন্ত্রমাত্র নহে; কেবল শুষ্ক নিয়মাদি-যোগে স্বর্গরাজ্য সংসৃষ্ট নহে, অথবা সেই আদিকারণ সূক্ষ্ম ভূতমাত্র নহেন। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের শাস্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। এ সমুদায় এক পরমপুরুষকে অভিব্যক্ত করে! তিনি পুরুষ, একথা বলিতে বিজ্ঞান সঙ্কুচিত। পুরুষ বলিলে বা তিনি মানুষের মতন হন, এই উহার ভয়। শক্তি, জ্ঞান ও কারণ ঘোর সংশয়ীও স্বীকার করিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি পুরুষ, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে পারা যায়, ইহা বিজ্ঞান বলিতে চায় না। মানুষ ব্যক্তি

কেন? সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যদি তাহার স্বাধীনতা অস্বীকার করা
তাহা হইলে বিচারালয়াদি সমুদায় মিথ্যা হইয়া যায়। মানুষ যদি স্বা
হইল, তবে ঈশ্বর কি স্বাধীনেচ্ছাবান্ পুরুষ নহেন? তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি
সমুদায় নিয়মিত করিতেছে না? তিনি কেবল জ্ঞান ও শক্তিতে নহেন, ি
পরমপুরুষত্বে আমাদিগের নিকটে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত। পরমপুরুষব
দেখিতে গিয়া বহু দেববাদ উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য তাঁহাকে পুরুষ বলিতে ব
মান কালের লোকেরা ভীত, আবার অন্য দিকে ব্যক্তিত্ব অস্বীকার ও ঈশ্বব
সকলের মূলোপাদান কবিয়া জগৎ ও ঈশ্বর এক হইয়া পড়িয়াছেন, অদ্বৈতব
উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং বিজ্ঞানবিদ্গণ, ঈশ্বরকে দেখা যায়. ঈশ্বরের বাণী শু
যায, এ দুইই নিরসন করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, শক্তিব শ
বলি, তিনি সমুদায় জগতেব অন্তবে বাহিবে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তি
জড়ও নহেন, চিন্তাপ্রসূতও নহেন। তিনি অনন্ত পরমপুরুষ, তিনি সমুদায বি
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারই মঙ্গলাভিপ্রায় সর্ব্বত্র পূর্ণ হইতেছে
সর্ব্বত্র তিনিই জীবন্তভাবে বিরাজমান। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ মহাজনগণ ঈশ্বর
দেখিযাছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, হিন্দু ও যিহুদী ধর্ম্ম উভয়েতেই ইহা
প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁহার কথা শুনা যা
ইহা বলিলে, ঈশ্বরের জড রূপ আছে, জড শব্দ আছে, ইহাই কি বুঝি
হইবে? তিনি জ্যোতির্ম্ময়, ইহা বলিলে, তিনি অন্ধকারময, ইহা কেন ব
হইবে না? তিনি অন্ততঃ জড আলোকও নহেন, অন্ধকারও নহেন। তি
চিদাত্মা। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাব
তাঁহাকে পরমাত্মরূপে পবিত্রাত্মরূপে দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে অন্তরেব
অন্তরে নূতন সত্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব লাভ করিয়াছেন। আত্মা যদি
তাঁহাকে না দেখে, তাঁহার কথা না শুনে, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল
হইয়া পড়ে। সংসারের দুঃখ ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সকল সময়ে
ঈশ্বরের সঙ্গে বাস কবা প্রয়োজন। "অতএব নিয়ম ও শক্তির ছায়া আমরা দূরে
পরিহার করি, আমবা যেন বৈদ্যুতিক শক্তি বা চৌম্বক শক্তির নিকটে মস্তক
অবনত না করি। আমাদের মনঃকল্পনা যেন রাসায়নিক বা যান্ত্রিক কারণে
বিশ্রান্তি লাভ না করে। অসৎ বিজ্ঞান কেবল একটি মনঃকল্পনাকে যেন আমাদের

ও আমাদের স্রষ্টার মধ্যে ব্যবধান করিয়া দাঁড না করায়। আমরা যেন সমাদরে দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনন্ত পুরুষকে উপলব্ধি করি এবং বিজ্ঞান-গঠিত মন্দিরে আমাদের পিতা মাতা ও চিরন্তন স্রষ্টাকে আমরা অর্চ্চনা করি। ইহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বর কেবল সত্য ও মঙ্গলময় নন, কিন্তু অতি সুন্দর, এবং তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া ভালবাসিতে পারি। এইরূপ আমরা বর্ত্তমান বিজ্ঞানঘটিত চিন্তার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন বিশ্বাস সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাঁহাদের মত ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ হইব।"

"ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র" বিষয়ে উপদেশ

এই সময় আদেশশ্রবণপ্রধান। কেশবচন্দ্র আপনি এই কথা ১১ই মাঘের (১৭৯৩ শক) সায়ংকালের উপদেশে বলিয়াছেন। তিনি উপ-দেশ(১) এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন, "উৎসব-রজনীতে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য কি? বৎসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাহ্মেরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিবেন? ১১ই মাঘের (১৭৯৩ শক, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭২ খৃঃ) সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ হইতেছে। গত বৎসর এখানে এই মন্দিরে উপাসকমণ্ডলী কি শুনিয়াছেন? প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত কথা হইয়াছে, তাহার সার কি? না, ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র! শাস্ত্র ধর্ম্মজীবনের মূল। শাস্ত্র বিনা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে বিশ্বাস করা পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যিনি শাস্ত্র অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার ধর্ম্ম বালির উপরে স্থাপিত, ঝড় বৃষ্টি আসিলেই তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব যিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ধর্ম্মজীবন নির্ম্মাণ করিতে চান, তাঁহাকে একটি শাস্ত্র অবলম্বন করিতেই হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য কোন পুত্তল নির্ম্মাণ করিতে হয় না, বহুকাল অতীত হইল, ব্রাহ্মেরা এ সকল সত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে কথা কন এবং সাধকেরা স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে পান, গত বৎসরেই কেবল বিশেষরূপে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এমন সময়ে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ

(১) উপদেশটী ১৭৯৩ শকের ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

করিয়াছি। আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবন্তসত্য লাভ করিয়াছি, পৃথিবীর আর কোন অংশেই কেহ এই ভাবে সত্যলাভ করিতে পারেন নাই।......যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, পৃথিবীর কোন্ অংশে জীবন্তভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইতেছে? আমি বলিব, পৃথিবীনিবাসিগণ, বঙ্গদেশে যাও, দেখিবে, সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া উপদেশ দান করিতেছেন।......ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, তাঁহার লেখনী যাহা লিখিতেছে, তাহার কি ধ্বংস হইতে পারে? কে বলিবে, ঈশ্বরের বাক্য লুপ্ত হইবে এবং তাঁহার লেখা বিনষ্ট হইবে? তাঁহার কথাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র; অতএব ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অবিনশ্বর।......প্রতিদিন ভক্তকে কাছে ডাকিয়া পরম পিতা যাহা বলেন, পুত্রের প্রার্থনায় যে উত্তর দেন, তাহাই ব্রাহ্মদিগের অখণ্ড শাস্ত্র। তিনি যদি আত্মাতে কথা না বলিতেন, কে শুনিত সাধুদিগের বচন, কে বিশ্বাস করিত ধর্ম্মগ্রন্থ এবং কে বা গ্রাহ্য করিত পুস্তকের রচনা? জগতে ভক্তদের উপদেশ কেন এত মধুর? এই জন্য যে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঈশ্বর যাহা বলেন, তাহাই তাঁহারা জগতে প্রচার করেন, এই জন্যই জগৎ তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য এত ব্যস্ত। ব্রহ্মের কথাই আমাদের প্রমাণ, যখন ব্রহ্ম বলিলেন, এই সত্য লও, তখন কি পুস্তকে, কি সাধুর নিকটে, যেখানে তাহা পাইলাম, তৎক্ষণাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করিলাম! যাই বলিলেন, এই ভ্রম ছাড়, তৎক্ষণাৎ পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, বেদ, বাইবেল, কোরাণ সমুদায়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সেই ভ্রম ছাড়িলাম।...পরের কথা এবং অন্যের দৃষ্টান্ত যে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিভূমি, তাহা কখনও অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কিন্তু সেই গৃহ, যাহা ঈশ্বরের আদেশে নির্ম্মিত এবং তাঁহার আজ্ঞার উপরে সংস্থাপিত, তাহার কি আর ধ্বংস আছে?"

ব্রহ্মমন্দিরে পুরুষগণের সঙ্গে নারীগণের সমভাবে একত্র বসার আন্দোলন

কার্য্য ও আধ্যাত্মিকতা এ দুইয়ের স্রোত সমভাবে চলিতে লাগিল, এ দিকে আর এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত। আমাদিগের পূর্ব্ববঙ্গের কয়েক জন বন্ধুর উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিরে পুরুষগণের সঙ্গে নারীগণ সমভাবে একত্র বসিতে অগ্রসর হইলেন। অপরিচিত স্ত্রী ও পুরুষগণের একত্র বিমিশ্রভাবে উপবেশন, কখন কল্যাণের কারণ হইতে পারে না, এ জন্য এ বিষয়ে প্রতিরোধ হইল। এই প্রতিরোধের ফল এই হইল যে, রবিবার রজনীতে অন্যত্র উপাসনা প্রবর্ত্তিত

হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে প্রধানাচার্য্য মহাশয় উৎসাহ দান করিলেন। আমরা সে সময়ের (১৭৯৩ শকের ১লা চৈত্রের) ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে এই কয়েকটী কথা লিখিত, দেখিতে পাই:—"৩০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। আমাদের প্রধানাচার্য্য মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোকেরাও উপাসনাতে প্রকাশ্যরূপে যোগ দিয়া সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশ স্থল নাকি অপ্রত্যক্ষভাবে কেশব বাবুর বিরুদ্ধেই ছিল। আমরাত কিছুই জানি না, শ্রোতৃবর্গই ইহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় যে, এইরূপভাব সম্পূর্ণ অমূলক হয়। কি আশ্চর্য্য যে, মানব-প্রকৃতির দুর্ব্বলতা স্বর্গের মধ্যে গিয়াও নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।" যাহা হউক, এই আন্দোলনের যাহাতে মীমাংসা হয়, তাহার জন্য কেশবচন্দ্র বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। যদি কোন মহিলা যবনিকার অন্তরালে বসিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাধীনভাবের প্রতিরোধ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়, এই বিবেচনায়, তিনি স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ না হয়, অথচ নারীগণ প্রমুক্তভাবে বসিতে পারেন, এ জন্য ব্রহ্মমন্দিরের উপরের গ্যালারীতে তাঁহাদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিবার তিনি প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে সম্মতি না পাওয়াতে, পরিশেষে উত্তরদিকস্থ সঙ্গীতজন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের পূর্ব্বদিকে মহিলাগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরুষ ও নারীগণের ব্যবধান জন্য মধ্যে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রেল থাকে।

বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে "ভারতাশ্রমের" প্রতিষ্ঠা

৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ খৃঃ) সোমবার কলিকাতা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে 'ভারতাশ্রম' সংস্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন তাঁহার উদ্যান 'ভারতাশ্রম' সংস্থাপন জন্য দেন। এইরূপ স্থির হয় যে, আশ্রমের অধিবাসী সংখ্যা এবং আয় বাড়িলে, উহা কলিকাতায় আনীত হইবে। স্বয়ং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গের পরিবার আশ্রমের অধিবাসী হন। স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য কলিকাতায় না হইয়া আশ্রমেই হইতে থাকে। প্রতি দিন প্রাতে একজন বন্ধু আশ্রমবাসিগণের দ্বারে ঈশ্বরের নাম

কীর্ত্তন করিতেন, সেই নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। উদ্যানে বাহির ও অন্দর মহল, দুইই ছিল। প্রাতে অন্তঃপুর-সংলগ্ন পুষ্করিণীতে মহিলাগণ, বহিঃস্থিত পুষ্করিণীতে পুরুষগণ, একত্র মিলিত হইয়া স্নান করিতেন। স্নানান্তে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনাগৃহে সকলে সমবেত হইতেন। এক দিকে নারীগণের জন্য, অপর দিকে পুরুষগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করিলে, কেশবচন্দ্র আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন করিতেন, তখন সমুদায় গৃহ স্বর্গের শোভায় পূর্ণ হইত। আশ্রমে এক বার যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সে স্বর্গের ভাব কোন দিন জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। উপাসনান্তে নারীগণের নির্দ্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে যাঁহার যাহা দিবসের কর্ত্তব্য, তাহাতে নিযুক্ত হইতেন। অপরাহ্ণে সকলে সমবেত হইয়া সৎপ্রসঙ্গে সুখে সময়ক্ষেপ করিতেন। সে সময়ে নরনারীর মুখে যে কি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ স্বর্গীয় নবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেওর গুপ্তহন্তার হস্তে অপমৃত্যুতে শোকসহানুভূতি

কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রমে অবস্থিতি-কালে সমগ্র ভারতব্যাপী একটী ভয়ানক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও পোর্টব্লেয়ারে সায়ং-সৌন্দর্য্যদর্শনপূর্ব্বক শিলোচ্চয় হইতে অবতরণ করিয়া পোতারোহণ করিবার সেতুতে যাই কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি দুরাত্মা শের আলি পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া বামস্কন্ধে একবার এবং দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্নদেশে দ্বিতীয়বার ছুরিকাঘাত করে; * তাহাতেই হয় তিনি জলে পড়িয়া যান, অথবা ঝম্পদান করিয়া তাহাতে নিপতিত হন। তিনি পড়িয়া আপনি উত্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তুলিয়া 'ট্রকে' রাখা হয়, অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি গতাসু হন। এই শোকাবহ ব্যাপারে সমুদায় দেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সকলের মন

* এই ঘটনা সকলের চিত্তে অতিমাত্রায় ভয়সম্ভ্রম উপস্থিত করে, কেন না এটী প্রথম ঘটনা হয়; পাঁচ মাস পূর্ব্বে বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৮৭১ খৃঃ) হাইকোর্টের অনারেবল জে পি নরমান দুরাত্মা আবদুল্লার হস্তে নিহত হন।

শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই ঘটনায় কেশবচন্দ্র আশ্রম হইতে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে যে পত্র লিখেন, তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল :—

"ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সমীপে।

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ,—অত্যন্ত গভীর দুঃখের সহিত আমি এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে এই শোক-সংবাদ দান করিতেছি যে, পোর্টব্লেয়ারে ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ খৃঃ) ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারেল গুপ্ত হন্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের ভক্তিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর জেনারেলের অকাল-মৃত্যুতে আমার সহিত আপনারা শোকে যোগ দান করিবেন এবং কাউণ্টেস্ অব মেওর শোকব্যথার সহিত গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

"আমার এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভারতের প্রেসিডেন্সিস্থ নগরীসমূহের ব্রাহ্মসমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করেন। এ সম্বন্ধে অগ্রে তারযোগে সংবাদ দান করা গিয়াছে। আমি আশা ও বিশ্বাস করি, মফঃস্বলস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজ এই পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্র, যত শীঘ্র পাবেন, ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী এ সময়ে মহারাজ্ঞীর অপরাপর প্রজামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া রাজপ্রতিনিধির মৃত্যুতে আন্তরিক শোক-প্রকাশের জন্য মিলিত হইবেন।

ভারত আশ্রম,
বেলঘরিয়া,
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২

কেশবচন্দ্র সেন
ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।"

"রাজভক্তি" বিষয়ে উপদেশ

৭ই ফাল্গুন (১৭৯৩ শক; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খৃঃ) রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশে, (১) রাজভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য, বিবৃত হইয়াছিল। যে অংশে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর সামান্য চক্ষে তোমরা রাজাকে

(১) উপদেশটী ১৭৯৩ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

দেখিও না ; কিন্তু ব্রাহ্মের দিব্যনয়নে রাজার সঙ্গে সেই বিশ্বাধিপতির যে জীবন্ত যোগ, তাহা প্রত্যক্ষ কর। ভারতেশ্বরী মহারাণীর শাসনে থাকিয়া আমরা কত বিপদ, কত অত্যাচার, এবং কত ভয়ানক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং জ্ঞানধর্ম্মবিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াছি। যখন তাঁহার কুশলময় শাসন দেখি, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই আজ শত শত ব্রাহ্ম কলিকাতা, পঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজপ্রতিনিধির অপমৃত্যুনিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিতে সমবেত হইয়াছেন। যদি আমরা রাজাধিরাজকে মানি, পৃথিবীর রাজাকে অবশ্যই মানিতে হইবে; কেন না পৃথিবীর রাজা রাণী তাঁহারই প্রতিনিধি, তাঁহাদের নিয়োগপত্রে ঈশ্বর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। এজন্যই তাঁহারা আমাদের ভক্তিভাজন। পৃথিবীর রাজা রাণীর সঙ্গে ঈশ্বরের গূঢ় ধর্ম্মযোগ। এই কথা স্বীকার করিলে কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া শোকবিহীন হইয়া থাকিতে পারেন? রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বিনীতহৃদয়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি।······যে দিকে দেখি, সেই দিকেই আজ শোকচিহ্ন। যে দিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই আজ শোকের ধ্বনি। যে শান্তচিত্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি, বীরপুরুষ ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি হইয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তিনি আর নাই। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া প্রজাবর্গের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল।···কর্ত্তব্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাদের শাসনকর্ত্তা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিগের মধ্যে সংস্থাপন করিবার জন্য, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রজাদিগের কুশলবিস্তারের জন্য তিনি দ্বীপ দ্বীপান্তর ভ্রমণ করিতেছিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাই ২৬শে মাঘ (১৭৯৩ শক; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খৃঃ) দিবসে তিনি সমুদ্রের সায়ঙ্কালীন গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া আন্দামান দ্বীপের একটি উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িতভাবে এক জন দুরন্ত লোক হঠাৎ লম্ফ দিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত করিল। সায়ঙ্কালের অন্ধকার যেমন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, মৃত্যুর ঘোরান্ধকার

আসিয়া ভারতের শাসনকর্ত্তার জীবন হরণ করিল। এমন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল; এমন কি, নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অথবা অনাথিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না।······কোথায় গেলেন সেই মহাত্মা, যিনি অল্পকাল পূর্ব্বে রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বিপুল ধনসম্পত্তি, মানসম্ভ্রমে পরিবেষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন?······আমরা তাঁহার অকালমৃত্যুতে কি শোকসন্তপ্ত হইয়া অশ্রুপাত করিব না, সমুদায় প্রজাবর্গের সহিত একত্র হইয়া কি আমরা রাজপ্রতিনিধির আত্মার প্রতি সময়োচিত কর্ত্তব্য সাধন করিব না?······প্রজা বলিয়া ত আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা দিবই; কিন্তু তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মেরা বিশেষরূপে ঋণী।······তিনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহবিধি সিদ্ধ করিবার জন্য মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহপূর্ব্বে উদার ও গম্ভীরভাবে যে কথাগুলি মন্ত্রিসভাতে বলিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়।······যিনি সংসারের সহস্রপ্রকার অসুবিধা এবং অনধিকার হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যিনি উদারভাবে সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিবার জন্য মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতাসত্ত্বেও গম্ভীরভাবে আপনার উচ্চভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা দিবে। আবার আমি নিজে তাঁহার সহৃদয়তাতে ঋণী ও বশীভূত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং এদেশের শাসনপ্রণালী-সম্পর্কে তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার মন কখনই ভুলিতে পারিবে না। হায়! আমিও জানিতাম না এবং তিনিও জানি-তেন না যে, সেই আলাপ তাঁহার শেষ আলাপ। সহাস্যমুখে এমনি মধুরভাবে তিনি সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন যে, একবার যিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহার মধুরতা ভুলিতে পারিবেন না। এমনই আশ্চর্য্যভাবে তিনি বিনয়, স্নেহ এবং প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে শত্রুও মিত্র হইত। তাঁহার মুখে এমনই একপ্রকার সৌম্যভাব এবং শান্তিজ্যোৎস্না ছিল যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের মনও আর্দ্র হইত। যিনি শান্তিগুণে সকলকে পরাজয় করিতে পারেন, তিনি কি সামান্য রাজা? অতএব আইস, তিনি আমাদের এবং দেশের যে উপকার করিয়াছেন এবং উদারতা, দয়া, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন,

তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার পরিবারের প্রতি এই সময় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সাধন করি।" অতঃপর ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতসংস্কারসভার অধিবেশন হইয়া, লর্ড মেওর জন্য শোক সন্তাপ প্রকাশ করিয়া নির্দ্ধারণ নিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে লর্ড মেও সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র অনেক কথা বলেন। একটী কথা এই সভাসম্বন্ধে নিতান্ত দুঃখের যে, তিনি ইহার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য পৃথিবীতে তিনি জীবিত থাকিলেন না। ভারতসংস্কারসভার নির্দ্ধারণ কাউণ্টেস্ মেওর নিকটে প্রেরিত হয়। মেজর ও টি বরণ কাউণ্টেস্ মেওর ধন্যবাদ পত্র দ্বারা কেশবচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আরোগ্যলাভে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ

শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, তাহা হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। ভারতাশ্রমে তাঁহার আরোগ্যোপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন:—"হে প্রভো, আমাদের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরোগ্যলাভে আমরা তোমার নিকটে অদ্য সায়ংকালে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছি। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তুমি তাঁহাকে সাংঘাতিক রোগ হইতে বিমুক্ত করিলে এবং তাঁহাকে বল ও স্বাস্থ্য প্রত্যর্পণ করিলে। তোমার এই কৃপাতে আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং তোমার এ কৃপা আমরা চিরদিন স্মরণ করিব। আমরা রাজভক্ত প্রজা, শ্রীমতী মহারাণীর প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি, সুতরাং এই ঘটনায় আমাদের বিশেষ আহ্লাদ। মহারাণীর রাজ্যকালে বিবিধ অত্যাচারের হাত হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি, অজ্ঞানতা কুসংস্কার চলিয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র শান্তি ও কুশল বিস্তৃত হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্য নিপীড়ন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হে করুণাময় পিতা, এই সকলের জন্য তুমি মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা তোমার নিকটে প্রার্থনা করি যে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স জ্ঞান পুণ্য প্রেমে দিন দিন বর্দ্ধিত হউন এবং সমগ্র জীবন তোমার চরণে অর্পণ করুন যে, ইহার পর তাঁহার উপরে ভবিষ্যতে যে ভার নিপতিত হইবে, তাহার তিনি উপযুক্ত হইতে পারেন। হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে এবং ভারতের অপর প্রজাবর্গকে তোমার বিধাতৃত্বের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, সেই

বিশ্বাসে এ দেশের সম্পৎ ও কুশল-বর্দ্ধনের জন্য আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণের সহায়তা করিতে পারি।"

কেশবচন্দ্র একদিকে রাজভক্ত, অপর দিকে ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী তৎপ্রতি যে প্রকার আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কখন জীবনে বিস্মৃত হইতে পারেন না। সুতরাং প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আরোগ্যলাভে কেশবচন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে মহারাজ্ঞীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল এইচ এফ পন্সমবাই কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ওসবরণ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২।

"বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে—

"প্রিয় মহাশয়,—আমায় আপনি যে অনুগ্রহ-পত্রী লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সন্নিধানে উপস্থিত করিতে আমি অণুমাত্র গৌণ করি নাই। আপনি আপনার পত্রে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সুখকর আরোগ্যে অভিনন্দন-প্রকাশার্থ যে সহানুভূতি ও রাজভক্তিসমন্বিত ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ্ঞী নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমি নিশ্চয়াত্মকরূপে আপনাকে বলিতে পারি।

"আমি আহ্লাদের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রতাপান্বিত রাজকুমার শীঘ্র শীঘ্র বল লাভ করিতেছেন, এবং যদি ভাল থাকেন, ২৭শে তারিখে (ফেব্রুয়ারী) যে কৃতজ্ঞতাদানার্থ উপাসনা হইবে, তাহাতে যোগ দান করিবেন।

বিশ্বাস করুন
আপনার সারল্য সহকারে
হেন্‌রি এফ পন্‌সমবাই।"

পারিবারিক উপাসনা

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে, এ সময়ে পারিবারিক ধর্ম্ম-সাধনের জন্য কি প্রকার যত্ন সকলের মনে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। এবারকার মাঘোৎসব পরিবারে ধর্ম্ম-সাধনের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, "যাঁহাদের সঙ্গে আছি, তাঁহাদিগের পরিত্রাণ

না হইলে আমারও হইবে না।" এ সাধন করিতে হইলে, "পুরাতন গৃহের দূষিত বায়ু সকল বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে; সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া সকলই উচ্চতর সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইবে।" এরূপ উচ্চাবস্থা-লাভের উপায় কি? "প্রথম উপায়, পারিবারিক উপাসনা। যেথানে ব্রাহ্ম পরিবার, সেথানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা একটি নিত্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধর্ম্মভাবে পরিণত হইবে। যেখানে একটি ব্রাহ্ম বাস করেন, তিনিও, যদি সাধ্য হয়, আর পাঁচটি লইয়া, নতুবা আর পাঁচটিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিবেন।" "দ্বিতীয় উপায়, প্রতি রবিবার পারিবারিক উপাসনা যেন সম্পন্ন হয়।" ফলতঃ 'ভারতাশ্রম'-স্থাপন ব্রাহ্মগণের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য হইয়াছে। এ সময়ে সর্ব্বত্র পারিবারিক ভাব যে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

কেশবচন্দ্রের জীবন অগ্রে, মত পরে, এ বিষয়ে ইংরেজ ব্রহ্মবাদীর পত্র

আমরা বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রের যখন যে ভাব স্বর্গ হইতে অবতরণ করিত, তিনি সেই ভাবে আপনি পরিচালিত হইতেন, এবং সেই ভাব মণ্ডলীমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম গুটি কয়েক মতে বদ্ধ ছিল না, উহা ক্রমিক উন্নতির পর উন্নতি প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাতে আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিতেছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি মতের দাস নহেন, বিজ্ঞানের অধীন। তাঁহার ধর্ম্মমত—ধর্ম্মবিজ্ঞান, যাহা ক্রমেই ভগবানের সাক্ষাৎক্রিয়ায় জনহৃদয়ে, জনসমাজে বিকাশ লাভ করিতেছে। জীবন অগ্রে, মত পরে, ইহাই তাঁহার জীবনের সারতত্ত্ব। এস্থানে এ সকল কথা আমরা কেন বলিতেছি, এ প্রশ্ন অনেকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। এক জন ইংরেজ ব্রহ্মবাদী এ সময়ে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহাই পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। ঐ পত্রের প্রথমাংশ এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "——আপনায় যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি সেই পত্র পাঠ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে মত সংসৃষ্ট করিবার বিষয়ে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার কথাগুলি আমার এত ভাল

লাগিয়াছিল যে, আমি উহাদের অনেকগুলি প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, 'আমাদের ধর্ম্মে যে সকল মত ও মূলতত্ত্ব আছে, যদি সে সকল যথাযথ চিন্তাপথে আনয়ন করিতেও পারা যায়, আমার এ বিষয়ে নিতান্ত সংশয় যে, সে গুলি তথাপি প্রমাণস্বরূপ লোকের নিকটে প্রচার করিতে পারা যায় কি না? আমার বিবেচনায় এই সকল মত অগ্রে জীবনে পরিণত হওয়া চাই, তৎপরে উহা জগতে প্রচার করিতে হইবে। পূর্ব্বটি (জীবন) আংশিক ভাবে অবিদ্যমান থাকিলেও, পরবর্ত্তীটি (প্রচার) সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে ক্ষতি সাধন করিবে।' যথার্থই এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত এক মত; এবং ইহার চেয়েও বেশী, কেন না আমার মত এই, আমাদের ধর্ম্মকে উপযুক্ত ভাবে চিন্তাপথের বিষয় করা যাইতে পারে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্ম উহার সেই প্রতাপৌজ্জ্বল্য এবং প্রাশস্ত্য হারাইত, যাহা ঈশ্বরের প্রকৃতিসদৃশ, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।"

৩৩

বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের স্থান-পরিবর্ত্তন

"দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন" বিষয়ে বক্তৃতা

কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়া উদ্যানস্থ ভারতাশ্রমে বাসকালে প্রকাশ্য কার্য্যসম্বন্ধে অণুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। তিনি এই সময়ে (১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃঃ) 'বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞানসভার' (Bengal Social Science Asso iationর) বার্ষিক অধিবেশনে, গবর্ণর জেনেরলের উপস্থিতিতে, টাউনহলে 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার এইঃ—(১) শিক্ষাযোগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাববিস্তার, (২) খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার, (৩) ব্রাহ্মসমাজ, (৪) ব্যবস্থাপক সভার দেশসংস্কারক ব্যবস্থাপ্রণয়ন, এই সকল ভারতসমাজমধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। প্রাচীন অসত্য ভ্রম কুসংস্কারাদি ইহাদিগের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই সকল স্থলে নূতন জীবন আসিয়া আজও অধিকার করে নাই। সুতরাং দেশের পুনর্গঠন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। সর্ব্বপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নতি না হইল, তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্য বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই ধর্ম্মের সহিত তাহার যোগ থাকা চাই। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এ জন্য বিদ্যালয়ে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত। ইহা অবশ্য ভাল, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান' (Natural Theclogy) অনায়াসে বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা আপনারা সচ্চরিত্র হইয়া দেশের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, এবং অপরাপরের প্রতি কর্ত্তব্যশিক্ষা দিতে পারেন। কতকগুলি চরিত্রবান্ শিক্ষিত লোক হইলে, তাঁহারা আপনাদের

প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন। নৈতিক বিশুদ্ধতা বিনা সমাজ কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র সংগঠন করিতে গেলে, গৃহের সংশোধন সর্ব্বথা প্রয়োজন। সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া নারীগণের বিশেষ অলাভ হইতেছে। এক দিকে তাঁহারা প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, গৃহকার্য্যে অনিপুণা হইয়া পড়িতেছেন, অপর দিকে নূতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না, নূতনভাবে গঠিতচরিত্র হইতেছেন না। এ জন্য সংস্বভাবা শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারীগণের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাব দেশীয় নারীগণের উপরে নিপতিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। নারীগণের শৃঙ্খলোন্মোচন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত। নারীগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন, ইহার প্রতিরোধ কে করিবে? তবে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সমাজসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শৃঙ্খলোন্মোচন হয়, ইহাই আকাঙ্ক্ষণীয়। গৃহসংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচারব্যবহারাদির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহার উঠিয়া গিয়া, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়া সমুচিত। এই বক্তৃতায় আশু উপকার এই হয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিকধর্ম্ম-বিজ্ঞান প্রচলিত করিবার জন্য সিণ্ডিকেটের সভ্যগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে।

বিবাহবিধি বিধিনিবদ্ধ

কেশবচন্দ্রের আশ্রমবাসকালে বিবাহবিধি বিধিনিবদ্ধ হইবার আনন্দ সম্ভোগ হয়। লর্ড মেওর শোকাবহ মৃত্যুর অব্যবহিত পর, মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করেন। ইঁহার সময়ে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবার জন্য মন্ত্রিসভায় (১৯শে মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃঃ) বিচার উত্থিত হয়। মেস্তর ইংলিস প্রস্তাব করেন যে, কোন কোন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের জন্য বিবাহবিধি হউক। মেস্তর কক্‌রেল, বুলেন স্মিথ, চ্যাপম্যান এবং রবিন্সন্ সাহেব তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। মেস্তর ষ্টুয়ার্ট, মেজর জেনারেল নরম্যান, মেস্তর এলিস্, সার রিচার্ড টেম্পল, মেস্তর ষ্টিফেন্, মেস্তর ষ্ট্যাচি, মহামান্য কমাণ্ডার-ইন্-চীফ, এবং স্বয়ং সভাপতি রাজপ্রতিনিধি সংশোধনের প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন, এবং মেস্তর

ষ্টিফেন্ কর্ত্তৃক যে প্রকারে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে, সেই প্রকারে উহা বিধিতে পরিণত হয়, প্রস্তাব করেন। নূতন সংশোধনের পক্ষাবলম্বিগণ আপনাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মেজর জেনারেল নর্ম্মাণ সারতর অল্প কথায় পাণ্ডুলেখ্যের পক্ষ সমর্থন করেন। মেস্তর ইংলিস্ যে যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন, সার রিচার্ড টেম্পল তাহার একটি একটি করিয়া খণ্ডন করিলেন। মেস্তর ষ্টিফেন পাণ্ডুলেখ্যের পক্ষসমর্থনার্থ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পায়। কমাণ্ডার-ইন্-চীফ পাণ্ডুলেখ্যের অনুকূলে যাহা বলেন, তাহা অতি প্রশংসাযোগ্য। সর্ব্বশেষে রাজপ্রতিনিধি যাহা বলেন, তাহা অদ্যকার দিনের কার্য্যপ্রণালীর উপযুক্ত অন্তিম সিদ্ধান্ত। তর্ক বিতর্ক বিচারে চারিঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া, পরিশেষে পাণ্ডুলেখ্য তদবস্থায় বিধিতে পরিণত হয়।* এই বিধির মূল বিষয়গুলি এই প্রকারে নিবদ্ধ হইতে পারে :—(১) দেশীয় হউন, বিদেশীয় হউন, যাঁহারা খ্রীষ্টানাদি প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তাঁহারা এই বিধানমতে বিবাহ করিতে পারিবেন। (২) বরের বয়স অষ্টাদশ, কন্যার বয়স চতুর্দ্দশ হওয়া চাই। বর কন্যা একুশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন। বিধবাসম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। (৩) বর ও কন্যা অবিবাহ্য নিকটসম্বন্ধগুলি মান্য করিবেন। সগোত্রে বিবাহের কোন নিষেধ নাই। মাতৃ ও পিতৃ পক্ষে বিবাহ হইতে পারে; কিন্তু সে স্থলে চারিপুরুষের অধস্তন হওয়া প্রয়োজন। (৪) ভিন্ন জাতি ভিন্ন বংশে বিবাহ হইলে, পিতৃপক্ষ যে বিধানের অধীন, সন্তানগণেতে সেই বিধান সংলগ্ন হইবে। (৫) গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত রেজিষ্টারের নিকট বিজ্ঞাপন দেওয়ার চতুর্দ্দশদিনের পর প্রতিরোধের কারণ উপস্থিত না হইলে বিবাহ হইতে পারে। (৬) রেজিষ্টার এবং তিন জন সাক্ষীর সমক্ষে বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে। বর ও কন্যা আপনার ইচ্ছানুরূপ যে কোন পদ্ধতিতে বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তবে পদ্ধতিতে "আমি অমুক তোমায় বৈধ পত্নীত্বে (বা বৈধ স্বামিত্বে) গ্রহণ করিলাম" এই কথার উল্লেখ থাকা চাই। (৭) রেজিষ্টারের আফিসে বা অন্যত্র বিবাহ হইতে পারিবে। অন্যত্র হইলে ফি অধিক লাগিবে। (৮) এ বিধিমতে যাঁহারা বিবাহ করিবেন, তাঁহারা

* Act III of 1872, I. C.

স্বামী বা পত্নীর জীবিতকালে অপর বিবাহ করিলে, অথবা এই বিধানমতে বিবাহের পূর্ব্বে এক বা তদধিক স্বামী বা পত্নী থাকিলে, দণ্ডবিধির ব্যবস্থামত দণ্ডিত হইবেন। কোন একজন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও এ নিয়মের বহির্ভূত গণ্য হইবেন না। (৯) এ আইনমতে বিবাহে ভারতবর্ষীয় ত্যাগবিধির বিধানের নিয়োগ হইবে। (১০) যে সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ১৮৭৩ ইং ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে সে সকল এই বিধিমতে রেজিষ্টার হইতে পারে *।

কাঁকুড়গাছীতে ভারতাশ্রম আনয়ন এবং তথায় স্ত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ

এত দিনে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের পরিসীমা নাই। এ দিকে ভারতাশ্রমের অধিবাসিসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান করিলে কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, এজন্য স্থান-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। উদ্যানভূমি আশ্রমের জন্য নিতান্ত উপযোগী, সুতরাং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তাদৃশ অপর একটি প্রশস্ত স্থানে আশ্রম লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছীর উদ্যান অতি প্রশস্ত ও মনোহর দেখিয়া, সেখানে আশ্রম তুলিয়া আনা হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশ্রমের সঙ্গে স্ত্রীবিদ্যালয় সংযুক্ত ছিল। স্ত্রীবিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণের সময় উপস্থিত। লেডি নেপিয়ার পারিতোষিকবিতরণসভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। ৬ই এপ্রেল (১৮৭২ খৃঃ) শনিবার পারিতোষিক-বিতরণের দিন। প্রায় ষাট্‌টী মহিলা উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণাদিতে সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত। ইঁহাদিগের মধ্যে সকলেই ব্রাহ্মিকা ছিলেন, তাহা নহে, কতিপয় হিন্দুমহিলাও তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। বিবাহিতা, অবিবাহিতা, নববিবাহিতা সকল প্রকার মহিলা সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন! সভাস্থলে লেডি নেপিয়ার, লেডি টেম্পল, মিস্ মিল্‌ম্যান, মিসেস উড্রো, মিসেস মিচেল, মিস্ পিগট এবং আরও

* এই বিধান প্রচলিত হওয়ার পর, অনেকগুলি বিবাহ রেজিষ্টার হয়। এই সকল বিবাহের অধিকাংশ অতি সম্ভ্রান্তবংশে হইয়াছিল। এক এক বিবাহে দেশশুদ্ধ আন্দোলন হয়। লক্ষ্ণৌনগরে উচ্চপদে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার যখন পরিণয় হয়, তখন কেশবচন্দ্র সপরিবার সবন্ধুবর্গ তথায় উপনীত হন। লক্ষ্ণৌর সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহস্থলে সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন

অনেকে উপস্থিত হন। লেডি নেপিয়ার স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভাস্থলে উপস্থিত নারীগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থির, শান্ত, গম্ভীর ও ভদ্রভাবে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের উপরে সুশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অদ্যকার সমুদায় ব্যাপারে কি প্রকার আহ্লাদিত হইয়াছেন, লেডি নেপিয়ার সে বিষয় উপস্থিত মহিলাগণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করাতে, কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষায় রাজপ্রতিনিধি-পত্নীর আহ্লাদের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। সভাভঙ্গকালে উপস্থিত মহিলাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজপ্রতিনিধিপত্নীর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। জুন মাসে ১৮৭২।৭৩ সনের জন্য বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রা—আর দুই সহস্র মুদ্রা দান হইতে সংগৃহীত হইবে, এই নিবন্ধনে—গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্কা নারীর বিদ্যালয়ে সাহায্য দেন।

মির্জাপুরে ভারতাশ্রমের উঠিয়া আসা ও একপরিবার-সাধন

কাঁকুড়গাছীর উদ্যানে আশ্রম এক মাস কাল মাত্র ছিল, পরিশেষে মেরজাপুর ষ্ট্রীটে, গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে ১৩ সংখ্যক ও ১২ সংখ্যক গৃহে, আশ্রম উঠিয়া আসিল। নরনারীতে সর্ব্বশুদ্ধ এখন ৪২ জন উহার অধিবাসী। প্রাতে ও রজনী ৮টার সময়ে প্রতিদিন দুইবেলা উপাসনা হইত। গৃহ মধ্যে যে গৃহাংশ প্রশস্ত ছিল, সেইটি উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গৃহবেদীতে স্বয়ং কেশবচন্দ্র উপবেশন করিয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বেদীর দক্ষিণে পুরুষগণ, বামে নারীগণ উপবিষ্ট হইতেন। নরনারীর এইরূপ প্রতিদিন একত্র উপাসনাতে আকৃষ্ট হইয়া, তৎকালে "এই কি হে সেই স্বর্গনিকেতন" ইত্যাদি সঙ্গীত বিরচিত হইয়াছিল। "কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়" * এই সঙ্গীতটি প্রতিদিন নরনারীতে মিলিত হইয়া সমস্বরে গাইতেন। এই পারিবারিক প্রার্থনাটি সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিতেন:—"হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমরা সপরিবারে মিলিত হইয়া বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখা দাও, আমরা তোমার পূজা করিয়া জীবনকে পবিত্র করি। আমরা তোমারই পুত্রকন্যা, তোমারই দাসদাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া আমাদের সংসারকে ধর্ম্মের সংসার কর। আমরা যেন তোমাকে পিতা

---

* ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, ১২শ সংস্করণ, ২৬৪ পৃঃ

বলিয়া ভক্তি করি এবং সদ্ভাবের সহিত পরস্পবের সেবা করি। পিতা, তুমি আমাদিগকে ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কব এবং আমাদেব সমুদায় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োগ কর, যেন তোমার উপযুক্ত সন্তান হইয়া, আমবা পবিবারমধ্যে থাকিযা পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করি।"

এ প্রার্থনা কেন? অবতীর্ণ সত্যকে মণ্ডলীর জীবনে সত্য করিবার জন্য। অবতীর্ণ সত্য কি? "সকলেই আমরা এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাণ। অতএব সাবধান, কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না।" (আ, উ, ২বা মাঘ, ১৭৯৩ শক) যাহাবা একত্রিত হইযা প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাবা কে? সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই দেহের কোন অঙ্গের বৈকল্যে কি ক্ষতি? "শরীব যেমন কোন অঙ্গবিহীন হইলে অপূর্ণ থাকে, এবং ভালরূপে তাহাব কার্য্য সম্পন্ন হয় না, এই পবিবারও সেইরূপ কোন অঙ্গশূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে আপনাব উদ্দেশ্য সাধন কবিতে পাবে না।" এই দেহসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রেব অভিপ্রায কি? শ্রবণ কব। "পাঁচটি ব্রাহ্ম স্বতন্ত্র থাকিলে হইবে না। যদি ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, তবে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ মস্তক চরণ ইত্যাদি শরীরেব অঙ্গসকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া একত্র হইলে যেমন একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরীব হয়, সেইরূপ যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাব সমুদায় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাবা প্রেমযোগে সম্মিলিত হইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর হইবে, ব্রহ্ম তখন তাহার প্রাণ হইয়া ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন করিবেন।" আচ্ছা বুঝিলাম, কেশবচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্রাহ্মপরিবার গঠন। কিন্তু ইহা কি কল্পনাপ্রসূত অসম্ভব ব্যাপার নয়? যাহা কখন কোন প্রকারে আভাসেও প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য প্রযাস কি বৃথা বলক্ষয় নহে? না, ইহা বৃথা বলক্ষয় নহে, একান্ত অপ্রত্যক্ষ ব্যাপারও নহে। কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, কি হইতে পারে, উৎসব তাহা আমাদিগকে প্রতিবৎসর দেখাইতেছেন। "ইহারই জন্য (পবিবার-গঠনেব জন্য) দয়াময় দীনবন্ধু আমাদিগকে লইয়া বৎসর বৎসর উৎসব কবিতেছেন। উৎসবের সময় কত বার দেখিলাম, শত শত ভাই একমুখ, একপ্রাণ এবং একহৃদয় হইযা ব্রহ্মনাম করিতে লাগিলেন এবং সেই ধ্বনিতে সহর কম্পিত হইল। যত দিন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তত দিন কিছুই হইতে পারে নাই, কিন্তু যাই সকলে একত্রিত হইলেন, জগতে তখন

অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল। এক দেশ হইতে মস্তক, অ দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং অন্য দেশ হইতে কর্ণ ইত্যা লইয়া একটি দেহ সংগঠন করিয়া যদি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করি, জগৎ দেখি বলিবে, কি আশ্চর্য্য!! কিন্তু নানা দেশ হইতে বৎসর বৎসর ব্রহ্মসন্তান সক আসিয়া যখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম-যোগে সম্মিলিত হইয়া একটি শরী হন, এবং যখন ঈশ্বর সেই আধ্যাত্মিক শরীরে প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিয়া শত শ ব্যক্তিকে নবজীবন দান করেন, তখন যে ব্রাহ্মজগতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপাব হয় ব্রাহ্মেরা এখন পর্য্যন্ত তাহার গভীরতা বুঝিতে পারিলেন না, কেমন আশ্চর্য সেই প্রেমযোগ !! কেমন মধুময় সেই শরীবের ভাব !! কত শত মৃত ব্যক্তি এই শরীবে যোগ দিযা সজীব হইল, কত শুষ্ক হৃদয় ইহাব মধ্যে পড়িযা প্রেমে উন্মত্ত হইল। যাহাবা একটী কথা বলিতে জানে না. উৎসবেব সময় তাহাবা কোথা হইতে ব্রহ্মাগ্নি উদ্গীরণ করে? কোথা হইতে এই মধুবতা, কোথা হইতে এই উদ্যম, কোথা হইতে এই তেজ? ব্রহ্মোৎসব কি সামান্য! ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাব সম্মিলনে জগতে ব্রহ্মের প্রেমপুণ্য প্রকাশিত হয, ইহা কি মিথ্যা অপ্রেমিক প্রেমিক হয, কে না ইহা প্রত্যক্ষ কবিযাছে?" এক শবীব, এক আত্মা, এক পবিবাব যদি কেবল বঙ্গদেশে বা ভাবতে সাধিত হয়, তাহা হইলে কি এই মহাব্যাপাব দেশবিশেষে বদ্ধ বহিল না? যে উপায়ে উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা তো ভারত ভিন্ন অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না? "সকল জাতি এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন সম্প্রদায থাকিবে না।" (আ, উ, ৩১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক) কেশবচন্দ্রের এ কথা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে, তাহা তিনি সেই উপদেশেই স্পষ্ট কবিযা বলিয়াছেন, "সমস্ত সংসারের নবনারী একহৃদয় হইবে, কোটি কোটি লোক একলোক হইবে, কোটি কোটি আত্মা একাত্মা হইবে। এক জনের আত্মা উত্তেজিত হইলে সহস্র লোকে জানিবে, ঢেউ গিয়া লাগিবে, ঈশ্বরপ্রেম শতধা হইয়া চারিদিকে সকলের হৃদয় প্রমত্ত করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর দয়া প্রকাশ করিলেন, এক আত্মা উন্মত্ত হইতে না হইতে সহস্র লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিল, শত সহস্র লোক মাতিয়া উঠিল, এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণত হইল। ভিন্নহৃদয় হইলে পরিবার হয় না, যত দিন আমরা অভিন্নহৃদয় না হই, তত দিন

স্বর্গরাজ্য হইতে পারে না। পাঁচটি লোক ঈশ্বরকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁর নাম করুন, সেই পাঁচটি লোক স্বর্গের পরিবার হউন; পাঁচটি হইতে পঞ্চাশটি, পঞ্চাশটি হইতে পাঁচহাজার, পাঁচহাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার হইবে।" এই বিস্তীর্ণ পরিবার বাহিরে এক দিন সত্য হইবে, কিন্তু সাধক সেই বৃহৎ পরিবারকে বর্ত্তমানে কি আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না? পারেন বৈ কি? কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমার হৃদয়গৃহদ্বার খুলিলে দেখিব, কোটি কোটি আত্মা আমার হৃদয়ে শান্তিনিকেতনে বসিয়া আছেন, স্বদেশের বিদেশের শত শত বন্ধু হৃদয়ঘরে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আকৃতি লইয়া আসিলেন না, অবয়ব লইয়া আসিলেন না, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আসিলেন না, সমস্ত পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া আসিলেন, ঈশ্বরের পরিবারে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।" এই মহা ব্যাপার-সাধনের উপায় কি? এক উপায় উপাসনা। তাই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমি আর ভাই ভগিনী, এই তিন জন উপাসক এক উপাস্য ঈশ্বরকে লইয়া বসিলাম; উদ্দেশ্য এক, তিন জন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, তিন হৃদয় এক হইল, পিতার মুখদর্শনে এক হৃদয় এক আত্মা হইল, অন্তরে পরিবারসাধন হইল।" বিশ্বাসনয়নে ভিতরে কেশবচন্দ্র যে পরিবার দর্শন করিলেন, তাহা বাহিরে সিদ্ধ করিবার জন্য ভারতাশ্রমে একত্র উপাসনা সাধন ভজন। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন, "অন্তরে বিশ্বাসনয়নে দেখ। যে পরিবার ভিতরে দেখিলে, তাহা বাহিরে সাধন কর। স্বহস্তে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মানসপটে অঙ্কিত সুন্দর-গঠন সেই মন্দির আদর্শ করিয়া, বাহিরে মন্দির গঠন কর।" এই সুন্দর মন্দির গঠন করিতে হইলে সকলের উদ্দেশ্য এক হওয়া চাই, অন্যথা ইহা কখন গঠিত হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করিয়াছেন, "ব্রাহ্মগণ! আর ভিন্ন উদ্দেশ্য রাখিও না, কালবিশেষে ভিন্ন হইও না। পাঁচ শত সেনাকে সেনাপতি অগ্রসর হইতে বলিলে, একজনের ন্যায় চলিতে হইবে। এক আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বর এই জগতে সুন্দর স্বর্গের ঘর প্রস্তুত করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, সকলে তাঁহার অধীন হইয়া ঐ কার্য্যে যোগ দিব।"

৩৫

বিবিধ কার্য্য

ভারতসংস্কার সভার বার্ষিক অধিবেশন ও তাহার কার্য্যবিবরণ

ভারতসংস্কারসভা হইতে যে সমুদায় কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা তাহার উল্লেখ এক প্রকার করিয়াছি। আজ এক বর্ষ হইল, সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ইহার কার্য্য কি প্রকার চলিয়াছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন। ১৩ই এপ্রেল (১৮৭২ খৃঃ) টাউনহলে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রায় চারি শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে কলিকাতার বিশপ, রাজপ্রতিনিধির সৈন্যসম্পর্কীয় সম্পাদক কর্ণেল নেপিয়ার ক্যাম্পবেল, ডাক্তার মরি মিচেল, অনারেবল জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, মৌলবী আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু ক্ষেত্রমোহন চাটুর্য্যা, রেবারেণ্ড কে এম্ বানার্জ্জি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রেবারেণ্ড সি এইচ্ এ ডল এবং অন্যান্য অনেকে ছিলেন। কলিকাতার বিশপ, ডাক্তার মরি মিচেল, রেবারেণ্ড কে এম্ বানার্জ্জি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, অনারেবল জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, ইঁহারা সকলেই সপক্ষে উৎসাহজনক অনেক কথা বলেন। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ ধর যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে সভার সকল শাখাতে কি প্রকার সন্তোষকর কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই সভার ক্রমিক উন্নতি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মদ্যপাননিবারণী শাখা সভা হইতে "মদ না গরল" নামক যে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে হয় নাই। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার করে। এই সভা নূতন দুইটি বিষয়ে এবার মনোযোগ দিতে সঙ্কল্প করেন। একটি অল্প বয়সে নারীগণের বিবাহ-নিবারণ, অপরটি পতিতা নারীগণের উদ্ধারের জন্য যত্ন। প্রথমটিতে সাধারণ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, এজন্য এ সম্বন্ধে ডাক্তারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণে প্রচার করিবার উদ্যোগ হয়; দ্বিতীয়টিতে রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয়

পতিতা নারীগণের উদ্ধারের জন্য যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার কার্য্য দেশীয় পতিতা নারীগণের সম্বন্ধে প্রসারিত করা হয়, এজন্য আর্চ বিশপ ষ্টেন সাহেবের সঙ্গে পত্রাপত্র হয়। এ কথা এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য যে, স্বয়ং মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্সেস্ লুইস্ কেশবচন্দ্রের এই সকল অনুষ্ঠিত কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র সভার কার্য্য শেষ করিবার সময়ে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন :—(১) মুখে নহে, কার্য্যতঃ সংস্কারসাধন, (২) আত্মনির্ভর, (৩) উদারভাব। ভারতসংস্কারসভার শাখা সভা এই সময়ে পঞ্জাবে স্থাপিত হয়। এই সময়ে সভার অধীনে কলিকাতা স্কুল বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা চারি শত হয়। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ স্কুলের কার্য্যপ্রণালীতে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মমন্দিরে অর্গাণ ব্যবহার, দাতাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সাহায্যদানে দাতাগণের প্রোৎসাহ

ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারের জন্য যে বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র ইংলণ্ডের বন্ধুগণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। মেসর্স বকিন ইয়ং এবং কোম্পানি কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া, উহা (২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃঃ) মন্দিরে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই বাদ্যযন্ত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্র যে পত্র লেখেন, তাহাতে তত্রত্য বন্ধুগণ ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিবার জন্য প্রোৎসাহিত হন। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক) লিখিয়াছেন, "লণ্ডন ইন্‌কোয়ারার পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ইংলণ্ডস্থিত বন্ধুগণ তাঁহার মহৎ কার্য্যের সহায়তার জন্য সম্প্রতি লণ্ডন নগরে একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত এস্ এস্ টেলার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, আমাদিগের ব্রহ্মমন্দিরে অর্গাণ বাদ্যটি প্রাপ্ত হইয়া দাতাদিগকে আচার্য্য মহাশয় কৃতজ্ঞতাসূচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইল। লণ্ডন ইন্‌কোয়ারার এ সম্বন্ধে কহেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সেই সুন্দর বাদ্যদাতাদিগকে ধন্যবাদ করিবার জন্য যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক অন্তর্ভেদী এবং

উৎসাহপূর্ণ, এবং ইহা সভ্যদিগের দ্বারা যে প্রকার সরল উৎসাহের সহিত গৃহীত হয়, তাহা দেখিবার জন্য যদি আমাদের ইংলণ্ডস্থিত বন্ধুগণ ব্রহ্মমন্দিরে সে সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তবে তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের স্নেহের দান ব্রাহ্মদিগের দ্বারা কেমন ভাবে গৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচারকার্য্যে সহায়তা জন্য টেলার সাহেব ও সম্পাদক স্পিয়ার্স সাহেবকে ধনসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সভা অনুরোধ করিলেন। অর্থসংগ্রহ হইলেই তাহা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।"

রেবারেণ্ড ডল সাহেবের ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্বীকার এবং ব্রাহ্মবন্ধুসভায় "ব্রাহ্ম" নাম লইয়া আন্দোলন

এই সময়ে ব্রাহ্মবন্ধু সভায় একটি বিশেষ বিষয়ের আন্দোলন হয়। রেবারেণ্ড সি এইচ ডল সাহেব কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করেন, ইহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত ডল সাহেব সভাস্থলে (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ) বলেন, ব্রাহ্ম একটি সাধারণ নাম, ইহা হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সকল নামের অগ্রে সংযুক্ত হইতে পারে, তবে অন্যান্য ধর্ম্ম অপূর্ণ ভ্রমবিমিশ্র, খ্রীষ্টধর্ম্মই পূর্ণ, অভ্রান্ত, অতএব খ্রীষ্টধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম; মহাত্মা রাজা রামমোহন এজন্যই ঈশাকে একমাত্র সুখ ও শান্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডল সাহেবের এইরূপ মত-প্রকাশে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ বাগ্বিতণ্ডার পর সভাপতি কেশবচন্দ্র এইরূপ মীমাংসা করিলেন :— "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাস, এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিবার জন্যই এত গোলযোগ হইতেছে *। ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা স্বীকার করিবামাত্র পরিত্রাণ হয়, অস্বীকার করিলেই নরকে গমন করিতে হয়। আমাদিগের মূল বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার্য্য কতকগুলিন শুষ্ক মতমাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্য নিহিত থাকে। ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সকল প্রকার অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ করেন, সকল প্রকার সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে, সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং সকল দুষ্কার্য্য ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, আমাদিগকে সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের সকল, আমরা

* কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব বঙ্গভাষায় সেই কথাগুলি তৎকালে এইরূপে নিবদ্ধ করেন। ১৭৯৪ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

তাঁহারই নিকট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই আমাদিগকে সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া যান। সত্য বটে, ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস কি, অন্য লোক ইহা ঠিক করিয়া জানিতে পারেন না। এই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এক ইংলণ্ডেই প্রায় দুই শত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল বিশ্বাস কি, তাহা কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশা আমাদিগের নেতা কি না, একজন খ্রীষ্টান আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া ব্রাহ্ম হইতে পারেন কি না, 'ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান' কাহাকেও বলা যাইতে পারে কি না, এ সকল বিষয় লইয়া অনেক কথা হইল। ব্রাহ্ম বলিলে, ঈশ্বরের উদার-ধর্ম্মাবলম্বীকেই বুঝায়, খ্রীষ্টানকে নহে। যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এক অর্থবোধক খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম এ দুইটি বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত না, ব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম বলা যেরূপ অর্থহীন, খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম শব্দও সেইরূপ অর্থশূন্য কথা হইত, কিন্তু তাহা নহে। এ দুই কথার যে বিভিন্ন অর্থ হয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি; সেই জন্য এরূপ বৃথা বাক্যাড়ম্বর দ্বারা দুইটি বিভিন্ন পদার্থকে অন্যায়রূপে এক করিতে চাই না। ব্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝায়, খ্রীষ্টান বলিলে তাহা বুঝায় না; অতএব 'খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম' এবং ত্রিকোণ বৃত্ত অথবা চতুষ্কোণ ত্রিকোণ এ সমুদাই অর্থশূন্য কথা। ঈশ্বরই আমাদিগের নেতা ও পরিত্রাতা, কোন মনুষ্যবিশেষ নহে। রামমোহন রায় অথবা অন্য কোন মনুষ্য আমাদিগের নেতা হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের সকল কথা আমাদিগের মানিতে হইবে, এরূপ নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যাইলেই আমরা যাইতে পারি, সত্য বুঝিতে পারি; তাহা না হইলে ঈশা ও চৈতন্য, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগের পক্ষে অকর্ম্মণ্য। সত্যের জন্য কে আমাদিগকে ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া যান? কে আমাদিগকে তাঁহাদিগের নিকট যাইবার শুভবুদ্ধি এবং তাঁহাদিগের কথা বুঝিবার ও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দেন? কে আমাদের হৃদয়কে তাঁহাদিগের দ্বারা আলোকিত করেন? ঈশ্বর স্বয়ং না দিলে আমরা কিছুই পাইতে পারি না, না বুঝাইলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বৃক্ষ লতা চন্দ্র সূর্য্য নদী পর্ব্বত— সকলেরই মধ্যে পরিত্রাণের কথা পাঠ করি, হৃদয় আলোকিত করিয়া লই। চৈতন্য, মহম্মদ

প্রভৃতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়া যান, তাই আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে আলোক গ্রহণ করি। আমরা তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশ্বর নিকট গমন করি ও তাঁহাকে বুঝিতে পারি! ব্রাহ্মধর্ম্মের এইটি বিশেষ লক্ষণ যে, ঈশ্বর অগ্রে অগ্রে গমন করেন এবং পরিত্রাণের সহায় ও উপায় সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যায়। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা ও পরিত্রাতা বলিয়া আমরা অহঙ্কারীর ন্যায় কোন সাধু ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট। সকলেরই পদতলে বসিয়া বিনীতভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব, সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের ধর্ম্মপথের সহায়মাত্র। গৃহনির্ম্মাতারা যেমন কিছু দিনের সহায়তার জন্য ভারা নির্ম্মাণ করে, কর্ম্ম সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য সেইরূপ কিছুকালের জন্য সাধুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব, কিন্তু গম্যস্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নিকট সকল প্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া যায়, সেখানে ইউরোপীয় ও এসিয়াস্থ খ্রীষ্টান ও হিন্দু এ সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাব স্থান পায় না। ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতিকে স্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তাঁহাদিগের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে চলিয়া যাইব। তিনি আমাদের কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, তোমরা কাহার দলের লোক? তোমাদের সেনাপতি কে? তিনি, আমাদের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, কেবল তাহাই দেখেন। ঈশা, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি ব্যক্তির সেনাদল ও শিষ্যদিগকে অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে তিনি তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান দিবেন না; সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনিই কেবল স্থান পান। সেখানে সকলেই এক, পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিন্নতা নাই। ঈশ্বর পিতা, পরিত্রাতা ও নেতা, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। সকল মনুষ্যই ভ্রাতা, সকলই এক পরিবার। কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটি বৃথা নাম লইয়া বিবাদ করিয়া মরি? আইস, আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের শিষ্য, ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দি।"

রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুককে নয়খানি পত্র

লর্ড নর্থব্রুক রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলে, কেশবচন্দ্র "ভারতবন্ধু" (Indo Philus) এই আখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, মিরার পত্রিকায় ৮ই মে (১৮৭২ খৃঃ) হইতে কিছুদিন অন্তর অন্তর নয়খানি পত্র লেখেন। (১) প্রথম পত্রে প্রথমে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বে নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করা হয়, তদনন্তর এই শান্তির সময়ে নিরপেক্ষপাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে লোকানুরঞ্জননিরপেক্ষ হইয়া ন্যায়াবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিতে কুশলে একীভূত করিবার জন্য এবং সারবদ্বিদ্যা-শিক্ষাদান ও দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। (২) "সকলের সহিত সমান ন্যায়ে ব্যবহার করিবেন" "সকল শ্রেণীর সকল মতের লোকের চিত্তবৃত্তি ও মনোভিনিবেশের বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিবেন" লর্ড নর্থব্রুক প্রকাশ্যে এই কথা বলাতে, তৎপ্রতি আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক, দ্বিতীয় পত্রে (১৭ই মে) ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রজা ও জমীদার ইঁহাদিগের পরস্পরের বিরোধী ভাব ও অত্যাচার নিবারণ করিয়া, ইউরোপীয়গণের বাণিজ্যাদি কার্য্যে এবং দেশীয়গণের গুণে প্রোৎসাহদান, জমীদারগণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা এবং কৃষকগণের অবস্থা উন্নত করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে বলা হয়। (৩) অত্যল্প দিনের মধ্যে দশটি বিদ্যালয় লর্ড নর্থব্রুক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া, আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক, তৃতীয় পত্রে (২১শে মে) বিদ্যাশিক্ষা-দান যে কত প্রয়োজন, সামান্যভাবে এতদিন যে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতেই দেশের কত বিষয়ে কল্যাণ হইয়াছে উল্লেখপূর্ব্বক, শিক্ষার বিষয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়, (ক) সাধারণ লোকের শিক্ষা, (খ) উচ্চশ্রেণীর উৎকৃষ্ট শিক্ষা, (গ) নীতিশিক্ষা, (ঘ) শিল্প ও পারিভাষিক শিক্ষা, (ঙ) নারীশিক্ষা। (৪) চতুর্থ পত্রে (১২ই জুলাই) প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষার্থ যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চাশৎটি কলেজ, ছয় সহস্র স্কুল স্থাপিত রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আনন্দপ্রকাশ-পূর্ব্বক, স্বয়ং লর্ড নর্থব্রুক সার চারল্‌স উডের অভিমতানুসারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাসম্পর্কীয় লিপি প্রস্তুত করেন, তাহাতে সাধারণ লোকের শিক্ষাদান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া যে নির্দ্দেশ হয় এবং সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের বক্তৃতায় তিনি যে, এ সম্বন্ধে মনোযোগ-বিধান নিতান্ত প্রয়োজন বলেন,

তৎপ্রতি ভর দিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া, অজ্ঞানতা অকালমৃত্যু প্রভৃতি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। (৫) পঞ্চম পত্রে (১৮ই জুলাই) উচ্চ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা নিম্নশ্রেণীতে গিয়া স্বতঃ পঁহুছিবে, এই মতের অসারত্বপ্রতিপাদনপূর্ব্বক, সাধারণ শিক্ষার পক্ষে কত অল্প যত্ন হইয়াছে দেখাইয়া, উহার বিস্তৃতির প্রয়োজন প্রদর্শন। (৬) ষষ্ঠপত্রে (২৩শে জুলাই) উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষাদান অননুমোদনপূর্ব্বক, দেশীয় ধনাঢ্য লোকে উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করা অনুমোদন করা হয়, আর এই উপায়ে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা দ্বারা ও সাধারণের উপরে শিক্ষাসম্পর্কীয় কর বসাইয়া সেই কর দ্বারা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গপুষ্ট করার প্রস্তাব হয়। (৭) সপ্তম পত্রে (১লা আগষ্ট) প্রথমতঃ সাধারণ লোকদিগের শিক্ষাদানে কি কি বিশেষ কল্যাণ উপস্থিত হইবে, প্রদর্শিত হয়; দ্বিতীয়তঃ এই সকল কল্যাণ-লাভের জন্য শিক্ষাকর যে ভারবহ হইবে না, উল্লিখিত হয়, তৃতীয়তঃ শিক্ষালাভ করিয়া সাধারণ লোকগণ তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, এই মিথ্যা আশঙ্কা ইংলণ্ড জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরস্ত হয়, চতুর্থতঃ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা দেখান হয়ঃ—(ক) দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান এবং দেশীয় ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল নিয়োগ, (খ) সাধারণ লোকের জন্য যে বিদ্যালয় হয়, তাহা প্রায় মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের দ্বারা পূর্ণ হয়, এরূপ স্থলে সাধারণ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষার্থ পাওয়া যাইতে পারে, এজন্য সায়ং-বিদ্যালয় খোলা হয়, গুরুপাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়, এবং যে সকল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর এই কার্য্যে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহাদের নাম রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, তাঁহাদিগকে পদোন্নতি ইত্যাদি দ্বারা উৎসাহ দান হয়; (গ) লেখা পড়া ও অঙ্কশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় প্রারম্ভিক শিক্ষাদান হয়, শিল্পী হইলে সেই সেই শিল্পসম্বন্ধে বিজ্ঞান-সিদ্ধ শিক্ষা প্রদত্ত হয়; (ঘ) সাহায্য করিবার যে নিয়ম আছে, তাহা কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া, যে স্থানের লোকদিগের অবস্থা ভাল নয়, অথচ শিক্ষা করিবার উৎসাহ আছে, সেখানে চতুর্থাংশের তিন অংশ সাহায্য দেওয়া হয়,

(ঙ) বিজ্ঞানসম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বক্তা নিয়োগ করা হয়, যাঁহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন এবং ছাত্র ছাড়া অন্যান্য লোকদিগকেও বক্তৃতাস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন; (চ) সুলভ সংবাদপত্র পাঠার্থ বিতরিত হয়, এই সকল পত্রিকাতে মতাদি ঠিক প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, এ সম্বন্ধে অবশ্য দৃষ্টি থাকিবে, (ছ) যে সকল জমিদার সাধারণ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রম অর্পণ করা হয়। (৮) অষ্টমপত্রে (৮ই আগষ্ট) উচ্চশিক্ষার কুরীতির প্রতিবাদ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি বিষয় জানা নহে, কিন্তু সমুদায় জীবন জ্ঞানালোকলাভের জন্য তৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া দেওয়া। এককালীন অধিক বিষয় শিক্ষা করিতে গিয়া বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই সকল উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ—(ক) বর্ষের অধ্যয়নের বিষয় অধিক না হয়, অধ্যেতব্য গ্রন্থাতিরিক্ত গ্রন্থ গৃহে পাঠ করিবার জন্য শিক্ষকেরা বলিয়া দেন, (খ) পাঠ্যগ্রন্থ বুঝাইয়া দেওয়ার রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চশ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়, এবং শিক্ষকেরা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গৃহ হইতে এমন প্রস্তুত হইয়া আইসেন যে, সেই বিষয়গুলি ছাত্রেরা বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারে; (গ) যে যে বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে উপাধিপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই বিষয়ের গ্রন্থসমূহের জ্ঞানাপেক্ষা, তত্তদ্বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে কি না, দেখা হয়; (ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরীক্ষাদিযোগে শিক্ষা দেওয়া হয়; (ঙ) চিন্তাশক্তির উদ্রেক জন্য ন্যায় এবং মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞানপ্রবর্ত্তন; (চ) প্রবন্ধরচনা এবং উহার উৎকর্ষ-সাধন জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে বার্ষিক পুরস্কার-দান; (৯) নবমপত্রে (১৬ই আগষ্ট) ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়াও, ধর্ম্মমূলক নীতিশিক্ষাদানের প্রয়োজন দেখাইয়া, কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইবে, প্রদর্শিত হয়:— (ক) প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান অন্যান্য শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের সহিত সংযোজন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানশিক্ষাদানকালে ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের নিদর্শন সমুদায় প্রদর্শন; (খ) নীতিবিজ্ঞানশিক্ষা, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রগণের জীবন ও চরিত্র হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন; (গ) পাঠ্যবিষয়সমূহমধ্যে এরূপ প্রবন্ধসমূহের সন্নিবেশ, যাহাতে সত্তা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত হয়, (ঘ) সচ্চরিত্র শিক্ষকনিয়োগ, অসচ্চরিত্র শিক্ষকগণের অপসারণ; (ঙ) শিক্ষক ও ছাত্রগণের চরিত্রশোধনজন্য

সর্ব্বোপরি এক জন চরিত্রশোধক শিক্ষক (Discipline Master) নিয়োগ, (চ) সদাচরণের জন্য পুরস্কার, যাহাকে সদাচরণের জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, তাহার গৃহে কি প্রকার আচরণ, তাহার সংবাদ লইতে হইবে, (ছ) যে স্থানে প্রলোভনময় বিষয় আছে, তৎসন্নিহিত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত না হয়।

ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ডের পত্র

ডাক্তার নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড কেশবচন্দ্রকে কি বলিয়াছিলেন, এবং যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা অল্প দিনের মধ্যেই যে সত্য হইয়াছিল, ইহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড এই সময়ে পরলোক গমন করেন। এখানে তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ নিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, যখন কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন, সে সময়ে নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড তাঁহাকে ইডেন্বরাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কেশবচন্দ্র গুরুতর পীড়ানিবন্ধন যখন তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, তখন তিনি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কথা ছিল যে, হয়তো ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎকার না হইতে পারে; ফলতঃ সেই কথাই সত্য হইল। এস্থলে তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রখানির কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

"আমি মনে করি, ইডেন্বরাতে ১৮ই মের (১৮৭০ খৃঃ) প্রারম্ভে প্রেস্বেটিরিয়ান্গণের যে দুইটী সভা হইবে, তাহা দেখিতে আপনার মন উৎসুক হইবে। যদি আপনি আসেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আপনি এখানকার সকলই দেখিবেন এবং দেখিয়া সুখী হইবেন। আপনাকে একটি কোলাহলশূন্য গৃহ আমি থাকিবার জন্য দিব। আমাদের (ইডেনবরা হইতে) আরও পশ্চিম যদি আপনি দেখিতে চান, আমি আহ্লাদের সহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং আপনার 'সিসেরোণ' (Cicerone) হইব। আমি আপনার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন তর্ক বিতর্ক করিব না, কিন্তু কেবল (এখানকার বাহ্য) প্রকৃতির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়া দিব।

"আমি গতকল্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আপনি পীড়িত হইয়াছেন বলিয়া, ইডেন্বরাতে যে সকল কার্য্য করিবার কথা ছিল, তাহা করিতে অসমর্থ হইলেন। সত্যই আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমি এখানে আপনার

সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলাম না। হাইল্যাণ্ডের পার্ব্বত্যদৃশ্য এবং আচার ব্যবহারের সহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে আমার নিতান্ত সুখ হইত। ডণ্ডীনিবাসী ডাক্তার ওয়াট্সকে আমি জানি, আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতে তিনি আহ্লাদিত হইবেন।

"অতএব আর আমাদের দুজনের এ পৃথিবীতে সাক্ষাৎ হইবে না! তবে আমি আশা করি, যিনি সকল ভাইয়ের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া 'গিয়াছেন', তাহার সম্মুখে গিয়া মিলিত হইব এবং তাঁহাকে আপনি আপনার পরিত্রাতা প্রভুরূপে ভালবাসিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন।

"আলোকনিচয়ের যিনি পিতা, তিনি আপনার পথ প্রদর্শন করুন, সমগ্র করুণার আধার ঈশ্বর আপনাকে বিশুদ্ধ করুন এবং এইরূপে তিনি আপনাকে আপনার ভ্রাতৃবর্গের যথার্থ মহৎ শিক্ষক করিয়া লউন।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম, ইহা প্রতিপাদনে কলিকাতা সমাজের চেষ্টা ও তাহার প্রতিবাদ

ব্রাহ্মবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে, কলিকাতাসমাজ এখন অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম, ইহা প্রতিপাদন করিবার যত্ন উপস্থিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৪ শক ও তৎপরবর্ত্তী কয়েক সংখ্যায়) ইহার ঘোর প্রতিবাদ হইল, ব্রাহ্মবন্ধুসভায় বিস্তৃত শাস্ত্র-প্রমাণসম্বলিত বক্তৃতায় উহা অপ্রতিপাদিত হইল। কেশবচন্দ্র সভাস্থলে কলিকাতা সমাজের পশ্চাদ্গমন সবিশেষ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। এক জন আদি ব্রাহ্ম এই সময়ে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম যেমন ক্রমিক সোপান হইতে সোপানান্তরে উত্থান করিয়া পরিশেষে ইউনিটেরিয়ান্ হইয়া গিয়াছে, তেমনই হিন্দুধর্ম্ম ঋক্ হইতে উপনিষদে, উপনিষৎ হইতে ভগবদ্গী-তাতে, ভগবদ্গীতা হইতে ভাগবতে, ভাগবত হইতে মহানির্ব্বাণে, মহানির্ব্বাণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে উত্থান করিয়াছে। এ সমুদায় কথার প্রতিবাদ হইল, কিন্তু এতদ্দ্বারা কলিকাতাসমাজের হিন্দুধর্ম্মসাগরে নিমগ্ন হওয়া দূর হইল না। ক্রমে ইহার যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে লগিল, তাহা পর পর সকলে দেখিতে পাইবেন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভায় লাহোরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় "ব্রাহ্ম এবং সমাজসংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে ইঁনি ধর্ম্মকে উপাসনা ও প্রচারে আবদ্ধ

করিয়া, সামাজিক সমুদায় বিষয় উহা হইতে স্বতন্ত্র করেন। তাঁহার মতে একটি মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্যবিষয়ে সকলের একতা চাই, গৌণ বিষয়ে যে ব্যক্তি যে প্রকার ইচ্ছা করেন, সেই প্রকার আচরণ করিতে পারেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়া লন, কিন্তু উপাসনা ও প্রচার মুখ্য, সামাজিক বিষয় সমুদায় গৌণ, এ প্রকার বিভাগ অস্বীকার করেন। কেন না ধর্ম্মের কতকগুলি বিষয় মুখ্য আছে, যাহাতে সকলের একতা থাকা চাই, আবার উহার কতকগুলি বিষয় এমন আছে, যাহা ব্যক্তিগত অবস্থাদির অনুরূপ; সুতরাং সে সকলেতে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন, কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়মাত্রই গৌণ নহে, কেন না সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন সকল মুখ্য বিষয় আছে, যাহা ভঙ্গ করিলে মনুষ্য শাসনার্হ। কেহ যদি সত্য ন্যায়াদির নিয়ম অতিক্রম করে, তাহা হইলে সে কি আর দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে? সুতরাং বক্তার গৌণমুখ্যবিভাগ ঠিক হইলেও, তাহার প্রয়োগে যে তাঁহার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের সহিত সামাজিক বিষয়গুলিকে একত্রিত করিয়া লওয়াতে ব্রাহ্মসমাজে লোকসমাগম হইতেছে না, ইহাও সত্য নহে। কেন না প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে কেবল উপাসনা ও প্রচারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, অথচ সে সময়ে যথার্থ ব্রাহ্মসংখ্যা কিছুই হয় নাই; যত দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ বিশ্বাসানুসারে অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই হইতে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজে লোক না আইসার কারণ উপাসনা ও প্রচারের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের যোজনা নহে, তাহাদিগের সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হইবার ভয়।

প্রচার ও স্বাস্থ্য উদ্দেশে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন

আজ অনেক দিন হইল, কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ হইয়াছে। প্রচার ও শরীরের স্বাস্থ্য উভয় উদ্দেশ্যে তিনি সপরিবারে ১:ই অক্টোবর (১৮৭২ খৃঃ) কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গের, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, জয়পুর, আগ্রা, কাণপুর, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি বিবিধ প্রকারের কার্য্য করেন ও প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। 'দেশীয় সমাজের উপরে ইংরেজী

সভ্যতার প্রভাব', 'ইংলণ্ড আমাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, আমাদের কি করা উচিত', 'ইংরেজ রাজ্যাধীনে দেশীয় সমাজের উন্নতি' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা, উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ২০শে ডিসেম্বর (১৮৭২ খৃঃ) তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎসবের প্রস্তুতির নিমিত্ত প্রতিদিন স্বীয় ভবনে ৮টার সময়ে (প্রাতে) ব্রাহ্মগণকে লইয়া উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন।

৩৫

প্রচারকসভা-সংস্থাপন

সমুদায় বিভাগের শৃঙ্খলা হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত প্রচারকার্য্যসম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অনিয়মিত ভাবে প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কখন সমুচিত নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মে মাসে (১৮৭২ খৃঃ) আশ্রমগৃহে একটী সভা আহূত হয়। এই সভায় প্রচারকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, প্রচারকগণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভার গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং সেই সেই প্রদেশের ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য দায়িত্বগ্রহণ আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, স্থূলতঃ তাহার রেখাপাত হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় না। কেশবচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইবার লোক নহেন, তিনি তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেন। পরিশেষে যথাসময়ে ১৭৯৪ শকের ২২শে শ্রাবণ (১৮৭২ খৃঃ, ৫ই আগষ্ট) কেশবচন্দ্রের গৃহে প্রচারকসভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সভায় সভাপতির আসন কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ নির্দ্ধারিত হয় :—

১। প্রচারপ্রণালী-নির্দ্ধারণ।

২। প্রচারবিষয়ে অভাবমোচন, অভিযোগনিষ্পত্তি।

৩। প্রচারের উপায় কি? তদ্বিভাগ :—

(১) প্রচারক-প্রেরণ।

(২) পুস্তকপত্রিকাদি-প্রচার।

অনন্তর এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া যাঁহারা প্রচার করিবেন, তাঁহাদিগের (কেশবচন্দ্র প্রভৃতি একাদশ জনের) নাম লিপিবদ্ধ হয়। প্রচারের উপায়মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়া, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই দুই বিভাগে বিভক্ত কলিকাতার কার্য্যসকল কে কি করিবেন, তাহা নির্ণীত হয়। বিদেশে কোন্ কোন্ প্রচারক কোন্ কোন্ স্থানে কার্য্য করিবেন, তাহার বিভাগও স্থির হইয়া যায়।

প্রচারকসভার সহব্যবস্থান

প্রচারকসভা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সহব্যবস্থান কি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কেশবচন্দ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, কলিকাতাস্থ প্রচারকবর্গ নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইঁহারা এমনই উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, এক এক দিন কোন কোন বিষয়ের প্রসঙ্গে সমুদায় রজনী নিঃশেষ হইয়া যাইত। সভার সহব্যবস্থান কি হইবে, ইহা লইয়া আন্দোলন চলিল। এ সভার সহব্যবস্থান অন্যসভার সহব্যবস্থানের অনুরূপ হইবে না, এখন পর্য্যন্তও ইহা কাহারও হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং ২৭শে কার্ত্তিক (১৭৯৪ শক; ১১ই নভেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ) সোমবারের সভায় এইরূপ নির্দ্ধারণ হইল যে, "একজনের নির্দ্ধারণাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের নির্দ্ধারণ প্রবল। সর্ব্বাপেক্ষা সভাপতির নির্দ্ধারণ প্রবল। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন।" প্রাচীন সভাসমূহের নিয়মানুসারে এই নির্দ্ধারণ হইল বটে, কিন্তু ইহা কখন দাঁড়াইতে পারে না। কেশবচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে সভার কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, অথচ আজ পর্য্যন্ত সহব্যবস্থানের সম্বন্ধে কোন প্রকার কথা উঠিল না। প্রাচীন সহব্যবস্থানে এ সভা কখন চলিতে পারে না, সুতরাং কয়েক দিন মধ্যে স্বভাবের নিয়মে সভায় তৎসম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইল। ৩০শে পৌষ, রবিবার, এ সভার সহব্যবস্থান কি, নির্ণয় হইয়া গেল। আমরা ঐ দিনের সমগ্র লিপিটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"৩০শে পৌষ (১৭৯৪ শক), রবিবার, (১২ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ)

"সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত।

"শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে মতের ঐক্য থাকিবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মতের ভিন্নতা থাকিবে, নির্দ্ধারণ হউক।

"শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বলেন, পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, ক্ষুদ্র হউক, অক্ষুদ্র হউক, সকল বিষয়ই এই সভায় নির্দ্ধারিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু বলেন, সভায় পাঁচ জন একমত, পাঁচ জন অন্য মত হইলে, বিভিন্ন মত এক করিয়া লইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বলেন, এখানে যাহা স্থির হইবে, তাহা সকলকে মানিতে হইবে, এ নির্দ্ধারণে অন্যমত করিবার কোন কারণ নাই। তবে কোন্ বিষয় সভার নির্দ্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্ বিষয় হইবে না, তাহাও সভার দ্বারা নির্ণীত হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, যে স্থলে স্বাধীন প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবস্থাদি অনুসারে ভিন্নতা হইবেই। কিন্তু এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একতা থাকিবে, প্রণালীতেও (plan) সকলে এক হইবেন। সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে, পরস্পরকে না বুঝার জন্য যে ভিন্নতা স্থলে ঐক্য করা অসম্ভব হয়, তাহাও বিদূরিত হইতে পারে।

"শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিবস * শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে তিনি অপেক্ষা (wait) করিবেন, একথার অর্থ কি? ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতেই সে কথার মীমাংসা হইয়া গেল। যাহা সভার আলোচনীয় হইবে না, তাহাতো সভাতে গৃহীত হইবেই না। যাহা সভার আলোচ্য বলিয়া স্থির হইল, তৎসম্বন্ধে সভা যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন তদনুসারে সকলকে কার্য্য করিতেই হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে নির্দ্ধারিত হইযাছে, সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরণীয়, তৎসম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, যে কোন বিষয় সভাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সম্মিলনের জন্য পুনরালোচিত হইবে।

* ২৮শে পৌষ (১৭৯৪ শক; ১০ই জানুয়ারী ১৮৭৩ খৃঃ) শুক্রবার যে কথা হয়, তদনুসারে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সে দিনের লিপি এই:—"অধিকসংখ্যক একত্রিত হইয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, যাঁহার তৎকালে তাহাতে অমত থাকিবে, তাঁহাকেও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, অনেক স্থলে এ নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য করা অন্যায় হইতে পারে, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করাতে, আগামী রবিবার (৩০শে পৌষ), দুইটার সময় এতৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া নির্দ্ধারণ হইবে, নির্দ্ধারিত হয়।"

"শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বশেষে নির্দ্ধারণ করিলেন যে, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে, অধিকাংশের মত, কি সভাপতির মত, এ সকলের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতিজনকে মানিতে হইবে। ইহাতেই এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে না, অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে একমত না হন, সে পর্য্যন্ত প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপে একবার যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।

"নির্দ্ধারণ—এই সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মূলে একতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন।"

প্রচারকসভার সহব্যবস্থানাদিঘটিত গুটিকয়েক কথা সময়ের ব্যবধানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন; কেন না সেগুলিকে কোন বৃত্তান্তের সহিত পুনর্যোজনা করিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ সেগুলির উল্লেখ না হইলে একটি গুরুতর অন্তর্ব্যবস্থানের বিবৃতি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রচারকগণের পরস্পরের ব্যবহারাদিসম্বন্ধে এই প্রকার (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক, ১লা জুন, ১৮৭৪ খৃঃ) নির্দ্ধারণ হয়ঃ—

"আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সভ্যেরা পরস্পরের অধীন হইবেন। অধীনতা ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য হইবে। যদি কোন প্রচারক প্রচারকসভার বিধানবিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সভার হস্তে থাকিবে।"

"(২৫শে শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক; ৯ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ) কোন প্রচারকের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে, তাহা পত্রদ্বারা জানাইলে, এ সভায় বিচারিত হইবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইলে, যেখানে সেখানে দোষোল্লেখ না করিয়া, প্রচারকেরা তদ্বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সভাতে উহার বিচার করিবেন।"

ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য (২৩শে আষাঢ়, ১৭৯৬ শক; ৬ই জুলাই ১৮৭৪ খৃঃ) শান্তিসভা সংস্থাপিত হয়। ঐ সভা কেবল সাধারণ ব্রাহ্মগণের বিবাদ মীমাংসা করিবার অধিকার পান, প্রচারকগণের বিবাদের মীমাংসার

নহে। কেন না সে দিনে ইহাও নির্দ্ধারিত হয়, "প্রচারকগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, প্রচারকসভায় যথাসময়ে তাহার বিচার ও মীমাংসা হয়।" প্রচারকগণ প্রচারকসভার অধীন। তাঁহারা কখন যদি বিপথগামী হন, ইহার কোন বিধানের প্রতি তাঁহাদিগের আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই *, এ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ, কেন না প্রচারকসভার (২৫শে শ্রাবণের, ১৭৯৬ শক) লিপিতে তাঁহাদিগের স্বাক্ষরিত এই প্রকার অঙ্গীকার নিবদ্ধ আছেঃ—"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরিত কযেক জন প্রচারক এই নিয়মে আবদ্ধ হইযা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা যদি বিশ্বাস বা চরিত্রের বিকারপ্রযুক্ত কখন বর্ত্তমান বিধানভ্রষ্ট হই, আমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিযা প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইব না। এই সভার অনুসরণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত মঙ্গল।"

প্রচারক ভিন্ন অন্য উৎসাহী প্রচারকার্য্যের সহায়গণসম্বন্ধে এইরূপ নিযম (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক, ১লা জুন, ১৮৭৪ খৃঃ) লিপিবদ্ধ আছেঃ—"যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন নাই, অথচ বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে উক্ত কার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন, এই সভা তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিবেন এবং সকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাদিগের সহাযতা গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ রাখিবেন।· · ·(২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক) তাঁহারা এ সভায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিলে, অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন এবং সভ্যদিগের মত হইলে উপস্থিত প্রস্তাবসম্বন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই সভা সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিযা বিশেষ বিশেষ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবেন।"

সহব্যবস্থানসম্বন্ধে ৩০শে পৌষের (১৭৯৪ শক) যে নির্দ্ধারণলিপি আমরা সর্ব্ব প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসহ ১৭৯৭ শকের ৪ঠা শ্রাবণের (১৯শে জুলাই, ১৮৭৫ খৃঃ) নির্দ্ধারণটি সমঞ্জস করিয়া লইলে, তবে প্রচারকসভার সহব্যবস্থান পূর্ণাকার লাভ করে। কেন না সহব্যবস্থান সভ্যগণের আনুগত্যের স্থল না দেখাইয়া

* যে নির্দ্ধারণানুসারে এই অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত ও লিপিবদ্ধ হয়, তাহা এইঃ—"প্রচারকেরা এই সভার অধীন। যদি কেহ কখন এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।" (২৫শে শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক)

দিতে পারে, তাহাকে কখন পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। এই আনুগত্যের স্থল আবার এমন সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপিত হওয়া চাই, যাহা অপরিবর্ত্ত্য-বিধি-সঙ্গত। আমরা যে নির্দ্ধারণটির কথা বলিতেছি, সে নির্দ্ধারণটি এই :—"নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য চলিতে পারে, এজন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার প্রস্তাব হওয়াতে, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল যে, প্রচারকার্য্য নিয়মাধীন করিতে গেলে, কখন কাহার কোন নিয়মের আনুগত্য-স্বীকার উচিত বোধ না হইলে, অথবা তৎসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, নিয়মের অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মরাজ্যেও রাজনীতির (Politics র) নিয়ম। সাধনের নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য যাঁহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি সে কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধনসম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে। বিবেক দুই প্রকার. সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাঁহারা সমাজবদ্ধ হয়েন, তাঁহাদিগের, সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে, উহা অগ্রাহ্য। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকটে এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।"

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবেক সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে, বিনা প্রশ্নে সামাজিক বিবেকের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, এ বিধি যদি কেহ অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, প্রচারকসভায় ইহার স্পষ্ট কোন বিধান নাই; তবে কেশবচন্দ্র আপনার ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সভায় যে কথা বলিয়াছেন, প্রচারকসভা ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইয়া তাহাই বলিতে পারেন, "ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ অধীন না হইলে বলপূর্ব্বক তাহাকে অধীন করা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) মত নহে। যদি ইটি দুর্ব্বলতা হয়, তবে ইহা ঈশ্বরের,

কেন না তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও অধীন করেন না।" সকলের একতাসত্ত্বে এক জনের বিরোধ যখন ভ্রান্তিমূলক, এবং সে ব্যক্তির অধীন হওয়া বিধিসিদ্ধ, তখন এরূপস্থলে তিনি যদি বিমত থাকেন, তাঁহাকে গণনায় না আনিয়া কোন নির্দ্ধারণ প্রচারকসভা করিতে পারেন কি না, এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট মীমাংসা কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থানকালে হয় নাই। তিনি প্রচারকসভায় স্বয়ং কোন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া যদি এক জনের কিছুমাত্র অমত দেখিতেন, তখনই সে প্রস্তাব অপসারিত করিয়া লইতেন, সে ব্যক্তি ভিন্ন অপর সকলের মত আছে কি না, কোন সময়ে এ প্রশ্নও তুলিতেন না। ফলতঃ সে ব্যক্তির ভ্রান্তি বুঝিয়াও তিনি কখন তাঁহাকে অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার এই আচরণ ইহাই সপ্রমাণিত করিতেছে যে, সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তিকেও কোন কারণে অতিক্রম করিয়া কোন নির্দ্ধারণ হইতে পারে না *। বস্তুতঃ কাহারও কোন বিষয়ে অমত হইলে প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা তাঁহাকে এক করিয়া লইতে হইবে, এ বিধি সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। তিনি যখন উপস্থিত সকলের সহিত মিলিতে পারিলেন না, বহু প্রয়াস প্রযত্নেও সায় দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল, তখন বাধ্যতার বিধি অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যদি তিনি এ কর্ত্তব্য আপনা হইতে প্রতিপালন না করেন, কে আর তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে বাধ্য করিতে পারে? সুতরাং বাধ্য হইলেন না দেখিয়া, পীড়াপীড়ি করিয়া এক দিকে তাঁহার অপরাধ বৃদ্ধি করা, অপর দিকে স্বাধীনতা অনতিক্রমণীয়, এ বিধি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ হইতে অপর সভ্যগণের স্খলিত হওয়া কখন উচিত নহে। অধিকন্তু বর্ত্তমানে কোন বিষয়ে ক্ষতি হইবে, ইহা ভাবিয়া অসহিষ্ণু বা অধীর হওয়া চিরসহিষ্ণু ঈশ্বরের অনুযায়িগণের উপযুক্ত কার্য্য নহে। স্বয়ং ঈশ্বর যখন তাঁহার কার্য্যের ক্ষতি কোনরূপে হইতে দিবেন না, তখন তৎসম্বন্ধে অধীরতাপ্রকাশ অবিশ্বাস।

* সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমাদের উপরি উক্ত সিদ্ধান্তে কোন সংশয় নাই।

৩৬

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব ও তৎসন্নিহিত সময়ের বৃত্তান্ত

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব

উৎসবের সমগ্র বৃত্তান্ত (১) এখানে নিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। ১০ই মাঘ (১৭৯৪ শক, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ) প্রাতে কেশবচন্দ্র "আমি আছি" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের গুটি দুই কথা উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টি কি প্রকার অন্তর্ভেদিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। "ধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করি; বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ। উভয় জগতেই 'আমি আছি' নিরন্তর এই কথা হইতেছে।" কেশবচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি যখন অন্তর্জগতে বহির্জগতে 'আমি আছির' স্থিতি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন যে "সকলের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল, কেহ ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না, বিশ্বাসের আলোকে যেন সকলের চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিল" এ কথায় আর কে অবিশ্বাস করিবেন? এবারকার নগরসঙ্কীর্ত্তন (১০ই মাঘ অপরাহ্লে) "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা ওরে রসনা"(২) ইত্যাদি। ডল সাহেব, এক জন মুসলমান, এবং এক জন হিন্দুস্থানী সঙ্কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে পতাকা ধারণ করিয়া গমন করেন। লোকসমাগমের কিছুমাত্র অল্পতা হয় নাই। ১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার "ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য" বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "তিনি উপাসনান্তে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ দিলেন। তাহাতে কি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার ভাব অত্যন্ত গভীর, অতিশয় প্রেমপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক! ইহা শুনিয়া উপাসকগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল, সকলে অশ্রুজলে

---

(১) ১৭৯৪ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে উৎসববৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

(২) "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন" (নববিধান সমাজের) ৯৭৮ পৃষ্ঠা (১২শ সং)।

ভাসিতে লাগিলেন, আচার্য্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। ঈশ্বরসম্বন্ধে এমন মধুর কথা আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে ঈশ্বরের উপলব্ধি এত দূর গাঢ় সুন্দর ও সূক্ষ্ম হয়, তাহা আর কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় নাই।" ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সাধকগণের পবিত্র জীবনের মধ্য দিয়া জগতের নিকটে প্রকাশ পায়; ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা যদি জীবন দ্বারা তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে না পারেন, তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চতম ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবেন, উপদেশে এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। "যে ধর্ম্মে তোমরা আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? কেন না জগৎ জানে, উপাস্য দেবতা যেমন, উপাসক তেমনি, গুরু যেমন, শিষ্যও তেমনি। সুতরাং তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের উপাস্য দেবতা এবং পরমগুরুকে কেন তাহারা গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ! তোমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর। জগৎ বলিতেছে, তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্দর হন, তবে তোমাদের জীবন কেন সুন্দর হইল না? ঈশ্বর সুন্দর, এখনও কি তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক বারও কি মোহিত হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদের পাপ তাপ, দুঃখভয় এবং শোকভার দূর করেন নাই? কে তাঁর গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে? তিনিতো সামান্য গুণনিধি নহেন। তাঁহার সমুদায় গুণের নাম সৌন্দর্য্য।:পূর্ণ সৌন্দর্য্যে তিনি বাস করেন।"

এবার টাউন হলে (২৫শে জানুয়ারী ১৮৭৩ খৃঃ) "দেবনিঃশ্বসিত" (Inspiration) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং উহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব গুটি কয়েক কথার সার এইরূপে সঙ্কলন করিয়াছেন, "তিনি (কেশবচন্দ্র) এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি কোন ধর্ম্মের মত লইয়া তর্ক করিতে আসি নাই; কেবল ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত সত্য আপনাদিগের নিকটে বলিতে আসিয়াছি। প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থাতেই ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য বলে, ঈশ্বর শুনেন এবং ঈশ্বর বলেন, মনুষ্য শুনে, এই অবস্থাই প্রত্যাদেশের অবস্থা। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে লাভ করা যায়? আমিত্ব বিনাশ করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা ঘটে না, এবং তাঁহার প্রত্যাদেশও শুনিতে পাওয়া যায় না।" সাতু বাবুর মাঠের

প্রান্তরে বক্তৃতা এবার একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিযাছেন, "সাতু বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে বেলা ৩টা হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ সহস্র লোকে ঐ স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। এক দিকে নহবতের মধুর ধ্বনিতে চারি দিক্ প্রফুল্লিত করিল, শেষে দুই স্থানে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এ দিকে 'সত্যমেব জয়তে' 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই নামাঙ্কিত তিন পতাকা উড্ডীন হইতেছে, সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, দর্শকগণের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার চারি দিকে কত দোকানদার বসিয়া বিক্রয় করিতেছিল। মাঠের চারিদিকের অট্টালিকার ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরেও কত লোক বসিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই হইয়াছিল। যখন তিনি (কেশবচন্দ্র) এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য সত্যের আকর্ষণ। এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান ছিল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। ঈশ্বরের বল যখন মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা কি না সংসাধিত হয়। তিনি এক বার দয়াময় বলিয়া নামকীর্ত্তন করিতে বলিলেই, এমনি উৎসাহিত ও উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, যাহারা পরিহাস করিতে ও ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছিল, তাহারা পরাস্ত হইয়া গেল! আবার তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, সামান্য লোকদিগকে কেহই দেখে না, তাহাদের দুঃখে কেহই দুঃখী হয় না। যাহারা সামান্য বলিয়া অনাদৃত হয়, তাহারাই মানবসমাজের প্রধান অঙ্গ, এই ভাবে কিছু বলিয়া শেষে সকলকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। পরে গম্ভীরস্বরে, বল 'সত্যমেব জয়তে', বল 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্', বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', ক্রমে ক্রমে যখন তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সহিত সমস্বরে শত শত লোক ঐ কথা বলিতে লাগিল। শেষে কীর্ত্তন হইয়া মহাসভা ভঙ্গ হইল।" কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাটি সুদীর্ঘ, আমরা উহার প্রথমাংশ এই জন্য দিতেছি যে, এতদ্দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, সামান্য লোকদিগের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি প্রকার ছিল।

"উর্দ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহারই কৃপাতে আজ এতগুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটি কথা শুনিবার জন্য ইঁহারা এখানে আসিলেন, আমি তাঁহাদের সকলের নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্য এখানে এই সমারোহ। কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার কয়েকটি কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে, ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন, ব্রাহ্মেরা কেবল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য আড়ম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে, কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তাহা নহে। এ ধর্ম্ম নূতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাক্য আছে, 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্', সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, এখনও এই কথা শুনিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পৃথিবীর সমুদায় দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদায় দেশ এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্রভু। ইঁহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে। ভ্রাতৃগণ! তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর। গরিব দরিদ্র বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না. বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এ দেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে, এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইঁহাদের ঘৃণা করে। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের যে এত টাকা, তাহা কে দিতেছে—প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোক? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানীর এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা করি, হিমালয়, তুমি যে এত বড় উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ? উচ্চ শিখরগুলি কি তোমার আশ্রয়? না, নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে, তাহাই তোমার অবলম্বন? (করতালি) সেইরূপ এদেশে দুই পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকেদের উপর। দোকানদার না

থাকিলে কি সহর এক দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ এক দিন বাঁচিতে পারে? (গভীর আনন্দধ্বনি ও করতালি) এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যত দিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, তত দিন এদেশের মঙ্গল নাই।"

শ্রীমদ্দয়ানন্দ সংস্বতীর কলিকাতায় আগমন ও তাঁহার সহিত কেশবচন্দ্রের প্রণয়

এই সময়ে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি আসিয়া কলিকাতা নগরীমধ্যে বাস করেন না, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যানবাটীতে বাস করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গসহ স্বামিজির সহিত সেই উদ্যানবাটিতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। স্বামিজি এ সময় সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষায় কথা কহিতেন না, কিন্তু এমন সরলভাষায় কথা কহিতেন যে, তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মধুর আলাপে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের পর তিনি তাঁহার বাটীতে আগমন করেন এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া গৃহে সভা হয়। এই সভায় স্বামিজি সহজ সংস্কৃত ভাষায় আপনার মত অভিব্যক্ত করেন। পৌত্তলিকতা, অদ্বৈতবাদ, বর্ত্তমান প্রণালীর জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। তাঁহার মতে, বিধবাবিবাহ সমুচিত, এবং নারীর উপযুক্ত বিবাহযোগ্যকাল অষ্টাদশ বর্ষ। যদিও তিনি গৃহী নন, কিন্তু তিনি গার্হস্থধর্ম্মের সপক্ষ। ১৩ই ফাল্গুন (১৭৯৪ শক; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ) রবিবার, শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দত্তের বাটীতে, কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সংস্কৃতে 'ঈশ্বর ও ধর্ম্ম' বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটি প্রমাণের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, এবং ধর্ম্মের একত্ব ও একাদশলক্ষণত্ব বিবৃত করেন। সমাগত পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বিতর্ক হয়, কিন্তু স্বামিজির তীক্ষ্ণমনীষার নিকটে তাঁহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এই প্রথম বক্তৃতা ব্যতীত আর দুইটী বক্তৃতা হয়, বিষয়—'এক ঈশ্বরের উপাসনা' 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য'। এই সময়ে স্বামিজির সহিত কেশবচন্দ্রের যে প্রণয় হয়, তাহা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

"ঈশ্বরের পরিবার" (৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ)

কেশবচন্দ্রের সমগ্রহৃদয় এখন 'ঈশ্বরের পরিবারে' নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণে সংসৃষ্ট ঈশ্বরের পরিবারের সেবা তিনি

উপেক্ষার বিষয় করেন নাই, কিন্তু অন্তরস্থ 'ঈশ্বরের পরিবারকেই' তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। "বাহিরের যে পরিবার,......তাহা ধূলিনির্ম্মিত অস্থায়ী দেহ এবং বাহিরের যে ঘর, তাহাও দুদিনের জন্য। তবে আমাদের পরিবার কোথায়?......এই ঘর, এই পরিবার উভয়ই আমাদের অন্তরে। অতএব অন্তরে প্রবেশ কর, দেখিবে এক নূতন রাজ্য; সেখানে নিয়ম আছে, শাসনপ্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়ন্তা, অথবা ইহপরলোকবাসী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি।......রাজা, প্রজা ও শাসনপ্রণালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, সুতরাং সকলকেই অন্তরে খুঁজিতে হইবে।......তাঁহার প্রজাগুলিকে, সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীকে যদি অন্তরে ধারণ করিতে না পার, তবে হৃদয়ে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ সমুদায় কি মনঃকল্পনা, না ইহার বাস্তবিকতা অবধারণ করিবার ভূমি আছে? কি ভূমি আছে, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন, "প্রতিদিন বাহিরের জগতের ছবি যেমন (ঈশ্বর) আমাদের চক্ষুতে আনিয়া দিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বর স্বয়ং চিত্রকর হইয়া ভক্তের বিশ্বাসচক্ষুতে অন্তর্জগতের ছবিসকলও আঁকিয়া দিতেছেন। তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেমন ভাবভঙ্গী, যাহার যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিংবা কঠোর, যাহার যে প্রকার চরিত্র নির্ম্মল কিংবা দূষিত, ভক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। যাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, সে সেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। যাই এক জন মন্দ প্রজা ভাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন; যাই কেহ মন্দ হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। এইরূপে প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতেছেন। আত্মার শোভা ভক্তের মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদর্য্যভাব ভক্তের মনে দুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট গভীর প্রার্থনার উদ্রেক করিতেছে! বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহ্যিক বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার সৌন্দর্য্য, আত্মার প্রেমপুণ্য এবং আত্মার জ্ঞানজ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ করিয়া আত্মাকে দর্শন করে এবং আত্মার যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব, তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ

প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রহ্মরাজ্য ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়।"

মহর্ষির পুত্রদ্বয়ের উপনয়নসংস্কার

এই সময়ে একটি অতি হৃদয়ভেদকরী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় কেশবচন্দ্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। কলিকাতাসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এ উপায় উপনয়ন-সংস্কার। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যজ্ঞোপবীতত্যাগের ব্যবস্থা যখন বাহির হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা আপনি অনুমোদন করেন এবং এই অনুমোদনের প্রমাণস্বরূপ তৎকর্ত্তৃক যজ্ঞসূত্র পরিত্যক্ত হয়। যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে যজ্ঞসূত্রদান সন্নিবিষ্ট করেন না। এই অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার পঞ্চমপুত্রকে যজ্ঞসূত্র অর্পণ করা হয় না। এখন এ সময়ে মহর্ষি স্বয়ং আপনার পুত্রদ্বয়কে উপনয়নসংস্কারে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে সূত্র, মেখলা, দণ্ড প্রভৃতি সমুদায়ই তত্তন্মন্ত্রযোগে অর্পণ করেন। মন্ত্রগুলির অভিধেয় অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা। উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রার্থনার লক্ষ্য ইন্দ্র, সেই ইন্দ্রশব্দ * পরিহার করিয়া সোমেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। শুদ্ধ শব্দ পরিত্যক্ত হয়, তাহা নহে, মন্ত্রস্থ 'বরুণ' শব্দকে 'করুণ' শব্দে পরিবর্ত্তিত করা হয় †। এতদ্ব্যতীত মেখলা, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, উপানৎকে দেবতা-জ্ঞানে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠ হয়। এই সকল মন্ত্রের অর্থ অবিরোধী ভাবে করিয়া লইবারও চেষ্টা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এই ঘটনায় যে গভীর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা তিনি অন্তরের অন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই।

কেশবচন্দ্রের গৃহে লর্ড নর্থব্রুকের আগমন এবং স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিকদান

৪ঠা এপ্রেল (১৮৭৩ খৃঃ) কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ংসমিতি হয়। ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়, এই সায়ংসমিতির উদ্দেশ্য ছিল। সায়ংসমিতি রাত্রি ৯টার সময় এবং তৎপূর্ব্বে অপরাহ্ণ পাঁচটার

* "ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে" এই মন্ত্রটিকে "ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে" এই প্রকার গ্রহণ করা হইয়াছে।

† "ওঁ তদুত্তমং বরুণ পাশম্" এস্থলে করা হইয়াছে, "তদুত্তমং করুণ পাশম্" ইত্যাদি।

সময়ে ভারতসংস্কারসভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার দান হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মিস্ বেয়ারিং এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। ইঁহাদিগের দুইজন ব্যতীত মেস্তর এবং মিস্ট্রেস্ হবহাউস্, মেস্তর ডবলিউ এস্ আট্‌কিন্‌সন্, অনরেবল জে, বি, ফীয়ার, রেবারেণ্ড কে এম্ বানার্জ্জি, মিস্ বানার্জ্জি, মিস্ মিলম্যান্, মিস্ ফোয়েস্, মেস্তর আরল, মিস্ট্রেস্ নাইট, মিস্ট্রেস্ উড্রো, মিস্ চেম্বারলেন, মিস্ আক্‌রয়ড, মেস্তর ও মিস্ট্রেস্ ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহ অতি উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হয়। সমুদায় পরিবারস্থ লোক প্রায় তিন দিন যাবৎ এই সজ্জাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সমুদায় গৃহ, অঙ্গন, পথ বৃক্ষলতাপল্লবাদিতে অতি বিচিত্র সুরুচিতে সজ্জিত হইয়াছিল। বৃক্ষ ও পুষ্পগুচ্ছাদিতে বেষ্টিত করিয়া চত্বরের মধ্যস্থলে 'লর্ড মেওর বেস্'—ইটি তাঁহার পত্নীর নিকট প্রেরণার্থ প্রস্তুত—স্থাপিত হইয়াছিল। হালিডে ষ্ট্রীট হইতে কেশবচন্দ্রের গৃহে আসিবার যে পথ, তাহার সন্ধিস্থলে সুসজ্জিত তোরণ নির্ম্মিত হয়। অপরাহ্ণ ঠিক পাঁচটার সময় রাজপ্রতিনিধি তাঁহার কন্যাসহকারে উপনীত হন, দ্বারদেশ হইতে কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করেন। নগরের অনেক মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে গৃহ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। গৃহের সোপানের দুই পার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত সোটাধারী পদাতিক দণ্ডায়মান ছিল। রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার কন্যা যখন সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী সম্মুখে আনীত হন এবং সভাস্থ সকলের সন্নিধানে রাসেলস্‌এর ভূগোলে পরীক্ষিত হন। তৎপর কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত অবগত করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষাদান যে কি কঠিন ব্যাপার, এ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া বলেন। স্ত্রীগণের স্বাধীনতা কি প্রকারে সাধিত হইবে, সেই দিনে মহিলাগণের সভায় উপস্থিতি দ্বারা তিনি তাহা সপ্রমাণ করেন। ইউরোপীয় নারীগণ দেশীয় মহিলাগণের শিক্ষাবিষয়ে সহায় হন, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। লর্ড নর্থব্রুক স্বীয় কন্যা মিস্ বেয়ারিঙের পক্ষ হইয়া বলিলেন, তাঁহার কন্যা অদ্যকার

কার্য্যে যোগ দিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যদি আপনার মনের ভাব আপনি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই কার্য্যের সহিত কি প্রকার সহানুভূতি, এবং এই বিদ্যালয়ের উন্নতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি কি প্রকার উৎসুক হইয়াছেন, তাহা বলিতেন। তিনি মনে করেন যে, বুদ্ধিমত্তাবিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অল্পই প্রভেদ আছে, সুতরাং অনতিদূরবর্ত্তী সময়মধ্যে ভারতের নারীগণ তাঁহাদের উপযুক্ত পদ লাভ করিবেন। মিস্ বেয়ারিং যদি আপনি বলিতেন, তাহা হইলে এদেশীয় নারীগণের নারীজাতির উন্নতিবিষয়ে আপনাদের যত দূর আশা, তদপেক্ষা অধিকতর আশা তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি এদেশে অধিক দিন আইসেন নাই, সুতরাং যে সকল বিঘ্নের কথা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে তিনি বিচার করিতে পারেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় নাই যে, সময়ে এ সকল বিঘ্ন অপনীত হইবে, হিন্দু ভদ্র পুরুষগণের ন্যায় ভদ্র মহিলাগণও জ্ঞান ও সমাজসম্পর্কীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবেন। মিস্ বেয়ারিং এবং আমি উভয়েই সাধারণভাবে সমুদায় হিন্দুনারীগণের, বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে তিনি পারিতোষিক স্বহস্তে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের ভবিষ্যতে সৌভাগ্য ও উন্নতি যাহাতে হয়, তৎপ্রতি নিরন্তর দৃষ্টি রাখিব। এই সকল কথা বলার পর মিস্ বেয়ারিং পারিতোষিক স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। অনন্তর 'জাতীয় স্তোত্র' গীত হইল এবং মহিলাগণ পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পালঙ্কার মিস্ বেয়ারিংকে উপহার দিলেন, এবং উহার মধ্য হইতে শ্বেতপুষ্পরচিত হার তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তিনি এই উপহার ঈদৃশ প্রীতিপ্রফুল্ল-বদনে গ্রহণ করিলেন যে, তাহাতে উপস্থিত সকলের চিত্ত একান্ত হৃষ্ট হইল। দেশীয় ভদ্র গৃহস্থ-গৃহে সপরিবারে রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ এই প্রথম। সুতরাং এই ব্যাপারে যে সকলের হৃদয় বিশেষ আহ্লাদ অনুভব করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এ দিনের সায়ংসমিতিতে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের' সকল বড় লোকই উপস্থিত ছিলেন। লর্ড বিশপ সকলের আগে আসেন, সকলের পরে চলিয়া যান। এই সায়ংসমিতিতে এই প্রকাশ পায় যে, দেশীয় ও বিদেশীয়গণ কেমন সদ্ভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন।

ভারতসংস্কারসভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক

১০ই এপ্রেল (১৮৭৩ খৃঃ) ভারতসংস্কারসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক

টাউনহলে হয়। এই সভায় লর্ড বিশপ সভাপতির কার্য্য করেন। মেস্তর সিবলে, ডাক্তার ওয়াল্‌ডি, মেস্তর জেম্‌স্‌ উইল্‌সন্‌, ডাক্তার এস্‌ জি চক্রবর্ত্তী, প্রোফেসর লেথব্রিজ, রেবারেণ্ড কে এম্‌ বানার্জ্জি, রেবারেণ্ড ডাক্তার জাডিন, এডগার জাকব, ডাক্তার বনলিন্‌টিজি, ডবলিউ স্কইন্‌হো, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, প্রেমচাঁদ বড়াল, সর্দ্দার দয়াল সিংহ, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আসিবার কথা ছিল, অসুস্থতানিবন্ধন সভাস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি এজন্য পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠান। প্রথমতঃ কলিকাতাস্কুল এবং সাধারণ লোকের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হয়। তৎপর লর্ড বিশপ, মেস্তর উইল্‌সন্‌, প্রোফেসর লেথব্রিজ, রেবারেণ্ড কে এম্‌ বানার্জ্জি, রেবারেণ্ড ডাক্তার জাডিন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইঁহারা ভারতসংস্কারসভার পক্ষে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে কেশবচন্দ্র চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সে দিনের কার্য্য শেষ করেন। প্রথমে শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শিক্ষা ও সামান্য লোকের শিক্ষাবিষয়ে যে বিতণ্ডা চলিতেছিল, তাহার নিষ্পত্তি হওয়াতে শিক্ষাসম্বন্ধে কি প্রকার কল্যাণ উপস্থিত এবং স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে রাজপ্রতিনিধি সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার সপক্ষতা ইত্যাদি উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি ও শৃঙ্খলোন্মোচনবিষয়ে তিনি বলিলেন, রেবারেণ্ড বানার্জ্জি আর এক দিবস শুক্রবারে (৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃঃ, পারিতোষিকবিতরণের দিনে) দেশীয় মহিলাগণের যবনিকার বাহিরে সকলের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া যে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি এই বলিতে চান যে, যাঁহারা এ প্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন, আপনা হইতে সেরূপ করিয়াছিলেন, কোন প্রকার পীড়াপীড়িতে তাঁহারা এ প্রকার করেন নাই *। শিক্ষাপ্রভাবে নারীগণ এই প্রকারে আপনাদিগকে প্রমুক্ত করিবেন, তিনি ইহাই বলেন। তাঁহাদিগের প্রমুক্তভাব

* পীড়াপীড়ি করা দূরে থাকুক, ছাত্রীগণের প্রতি কিরূপ প্রমুক্ত ব্যবহার করা হইত, স্বয়ং দুই জন ছাত্রীকে কেশবচন্দ্র, এতদুপলক্ষে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে।—

প্রিয় রাজু ও রাধে,

সুসংবাদ! লর্ড নর্থব্রুকের কন্যা মিস্‌ বেয়ারিং তোমাদের বিদ্যালয়ের পারিতোষিকদানকার্য্যে

পুরুষগণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারাই উহা অবলম্বন করিবেন, পুরুষেরা দিবেন না, তাঁহারা আপনারা লইবেন। সময়ে শিক্ষাপ্রভাবে ইহা হইবেই হইবে, কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহাদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ইহা হইলেই উহা আপনা হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য উভয়ের সভাদিতে সম্মিলনের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাকে ও বন্ধুগণকে সম্প্রতি যাঁহারা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। চতুর্থতঃ দেশীয়গণের মধ্যে যে দলাদলির ভাব আছে, তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়া সদ্ভাবস্থাপন হয়, এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যতম দেশে অসংখ্য দল, তাঁহাদের মত লইয়া কত বিবাদ, কিন্তু তাঁহারা এ সকলের জন্য পরস্পরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কখন বিলুপ্ত হইতে দেন না। সুতরাং মতভেদ থাকিলেও, নিজ নিজ মত না ছাড়িয়া, সকলে সদ্ভাবে মিলিত হউন, দেশের হিতকর কার্য্য একত্রিত হইয়া করুন, এ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন।

বালিকাবিদ্যালয় ও ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয় এবং ছেলেদের জন্য ব্রাহ্মনিকেতন স্থাপন

এই সময়ে স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয়* এবং ব্রাহ্মিকাগণের জন্য ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দিনে বিংশতি জন নারী ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার অপরাহ্ণ ৮টার সময় উপদেশ হইবে, স্থির হয়। এত দিন পর্য্যন্ত নারীগণের কল্যাণের জন্য বিশেষ

উপস্থিত হইবেন, সম্মত হইয়াছেন আগামী সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তোমরা উপযুক্ত হও, ভাল হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

রবিবার (৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃঃ) শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

* ইংলণ্ড হইতে সমাগত মিস্ আক্রয়ড মহিলাগণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগ করেন। এতদুদ্দেশে একটি সভা হয়, কেশবচন্দ্র তাহার অন্যতর সভ্য ছিলেন। সুলভ ও মিররে ইংরাজী সভ্যতার কোন কোন বিষয়ের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করাতে মিস্ আক্রয়ড অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন, এবং তদুপলক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার করেন যে, কেশবচন্দ্র সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সভ্যপদ পরিত্যাগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া মিস্ আক্রয়ড যে পত্র লেখেন, উহার মধ্যে এমন সকল কথা ছিল, যাহা লক্ষ্য করিয়া ইংলিসম্যান, পাওয়ানিয়ার প্রভৃতি দেশীয় বিদেশীয় সকল পত্রিকা মিস্ আক্রয়ডকে ভর্ৎসনা করেন।

যত্ন হইয়াছে, এখন যুবকগণের যাহাতে আশ্রমানুরূপ ধর্ম্মোন্নতি ও চরিত্রোন্নতি হয়, তাহার দিকে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ১লা ভাদ্রের (১৭৯৫ শক) ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে এই সংবাদটি আমরা দেখিতে পাই:—"কলিকাতায় একটি 'ব্রাহ্মবোর্ডিং' স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। ভারতাশ্রমের আদর্শানুসারে তথাকার অধিবাসীদিগের নিত্যকর্ম্মের প্রণালী স্থির হইবে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। অভিভাবকবিহীন হইয়া যে সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নাগরিক পাপ, কুসংসর্গ ও প্রলোভনে পতিত হইয়া, অল্প বয়সে উদ্ধত ও বিকৃত ভাব ধারণ করত, পিতামাতার দুঃখের কারণ হন। যদি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল হয়, তবে ঐ সকল বালকদিগের চরিত্রসংশোধনপক্ষে একটি বিশেষ সুযোগ হইবে। যাঁহারা সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে আমাদের কার্য্যালয়ে তাঁহাদের নাম পাঠাইয়া দিবেন। কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে এবং অন্যান্য বিবরণ পরে সকলে জানিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" ১লা আশ্বিন (১৭৯৫ শক; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) "ব্রাহ্মনিকেতন" নাম দিয়া কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে বোর্ডিং খোলা হইল। এখানে ব্রাহ্মনিকেতন অতি অল্প দিনই ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ইহা মেরজাপুর ষ্ট্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণে ৩ সংখ্যক গৃহে উঠিয়া আসিল। এখানে উপাসনাদি প্রতিদিন নিয়মিত হইতে লাগিল। একজন প্রচারক তত্ত্বাবধানের জন্য নিকেতনের অধিবাসী হইলেন।

রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করা ও অশ্লীল চিত্রাদি বিক্রয় করার প্রথা-নিবারণে যত্ন

প্রকাশ্যে রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করিয়া, চিত্রাদি বিক্রয় করিয়া লোকের চিত্ত কলুষিত করা হয়, ইহা দেখিয়া তন্নিবারণ জন্য কেশবচন্দ্রের আন্তরিক যত্ন উপস্থিত হইল। যে বিষয়ের প্রতীকার জন্য তাঁহার চিত্ত আকুল হইত, তাহা যাহাতে সত্বর নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার উদ্যোগের ত্রুটি হইত না। ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতায় সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, যাহাতে এই ঘোর অকল্যাণ নিবৃত্ত হয়, তাহার জন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগ ও যত্নের ফলস্বরূপ টাউনহলে একটী প্রকাণ্ড (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) সভা হইল।

এই সভাতে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ হইয়া গেল। সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং সহকারী সভাপতি রেবারেণ্ড জে ওয়েঙ্গার ও কেশবচন্দ্র হইলেন। অশ্লীলতানিবারণের জন্য এই উদ্যোগেও দেশীয় কোন কোন লোক নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে সকল কথায় এ সম্বন্ধে যত্ন শিথিল হইবার কোন কারণ ছিল না। এই উদ্যোগের ফল এই হইল যে, কলিকাতা পুলিসকে এতন্নিবারণের জন্য সহায় হইতে হইল। ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু কেশবচন্দ্রের প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। কাঁশারীপাড়ায় সং বাহির হইলে, যাহাতে কোন প্রকার অশ্লীল সং, গীত বা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কালীনাথ বাবু আপনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

৩৭

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা

অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন ও তত্রত্য ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব

আশ্বিন মাসে (৭ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্য-নাথ সান্যাল, দীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা কার্ত্তিক, ১৭৯৪ শক) এসম্বন্ধে এইরূপ লিপি নিবদ্ধ করিয়াছেন :—"গত ১৭ই আশ্বিন, (১৭৯৫ শক, ২রা অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃঃ) বৃহস্পতিবার অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতের উপাসনান্তে যে বক্তৃতা (১) হয়, তাহা অতীব সুমধুর এবং জীবন্ত। ঈশ্বরেতে প্রকৃত বিশ্বাস যাহা, তাহাই ঈশ্বর-দর্শন, ইহাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাহ্ণে উৎসবমন্দির হইতে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া ভিত্তি স্থাপন করিতে গমন করেন। তথায় অনেক হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী এবং কতিপয় ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদি হইলে, আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন যথারীতি ভিত্তি স্থাপন করেন। সায়ংকালে পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাত ঘটিকার সময় উৎসব ভঙ্গ হয়। পরে কাইসার বাগের মধ্যস্থিত বারদুয়ারী নামক প্রশস্ত শ্বেতপ্রস্তরের ভবনে ইংরাজী উপাসনা হয়। দশহরার বন্ধ উপলক্ষে ঐ স্থানে তত্রত্য মেথডিষ্ট খ্রীষ্টীয়ানগণ কয়েক দিবসাবধি দুই বেলা উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এবং উদারতা অতিশয় প্রশংসনীয়। তাঁহাদের ঐ সুসজ্জিত স্থান ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনামতে, তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে

---

(১) ১৭৯৫ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

উপাসনা করিতে ছাড়িয়া দেন। ঐ দিবস তাঁহাদের উপাসনা সমাপ্ত হইলে, সেই সকল উপাসক এবং অন্যান্য বহুতর লোক এবং তাঁহাদেরই বেদী, হারমোনিয়ম সকলই ব্রহ্মোপাসনাতে ব্যবহৃত হইল। বক্তৃতার বিষয় অতি উচ্চ ছিল। 'ঈশ্বরের বাস্তবিকতা এবং মধুরতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল', ইহা গম্ভীর ও জীবন্ত ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলেই নিস্তব্ধ-ভাবে উপাসনা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালকার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল।"

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রচারবিবরণ

এক জন বন্ধু এ সময়ে প্রচারবিবরণ (১) লিখিয়া পাঠান, তাঁহার লেখা হইতে সংক্ষেপে এইরূপ বৃত্তান্তসংগ্রহ হইতে পারে :—কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রথমতঃ বাঁকিপুরে আগমন করেন। তথায় এক জন ব্রাহ্মের বাটীতে দুই দিন উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা (২) ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। ব্রাহ্মেরা এখনও নিয়মিত উপাসনা করেন না, পরস্পরের ধর্ম্ম রক্ষণ ও বর্দ্ধন জন্য পরস্পরকে শাসন করা, ইহারও মর্ম্ম তাঁহারা অবগত নহেন। যাহা হউক, এখানে কলেজের কয়েকটি যুবা যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদে (৩) কয়েক দিন অবস্থান ও উপাসনাদি করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ গমন করেন। লক্ষ্ণৌর বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্ণৌ হইতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ বেরিলীতে (৪) গমন করেন। তথায় নিত্য উপাসনা ব্যতীত, সিটিহলে ইংরাজীতে দুইটি বক্তৃতা হয়, তাহাতে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী ও ইংরাজেতে তিন চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে ব্রাহ্মগণকে দলবদ্ধ করিয়া দেরাদুনে যাত্রা

(১) ১৭৯৫ শকের ১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের এবং ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রচারবিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) বাঁকিপুরে ৮ই আশ্বিনের আলোচনা (ব্রাহ্মদিগের প্রতি প্রচারকদিগের নিবেদন) ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(৩) এলাহাবাদে ১২ই ও ১৩ই আশ্বিনের উপদেশ ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(৪) বেরিলীতে ২৭শে আশ্বিনের উপদেশ ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

করা হয়। পথে কেশবচন্দ্রকে সকলে হারান, কিন্তু গম্যস্থানে আসিয়া দেখেন, তিনি তাঁহাদিগের অগ্রে আসিয়া ষ্টেশনে আহারাদির যোগাড় করিতেছেন। দেরাদুনে পঁহুছিয়া, একটি পর্ব্বতের উপরিভাগে বাসা স্থির করিয়া, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কয়েক দিন তথায় স্থিতি করেন। পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতেন। রবিবারদিবস সকলে মিলিত হইয়া একটি সুন্দর গহ্বরে জল-স্রোতের সন্নিহিত স্থানে উপাসনা (১) হইত; দেরাদুন হইতে কয়েকটি বন্ধু, কলিকাতা হইতে আরও দুইজন বন্ধু এখানে আসিয়া যোগ দেন। প্রতিদিন সায়ঙ্কালে আলোচনা, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইত। স্বর্গস্থ পিতা ও পৃথিবীস্থ ভাই ভগিনীগণের সঙ্গে কি প্রকারে সম্মিলন হইতে পারে, ইহাই বিশেষ কথাবার্ত্তার বিষয় ছিল। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, দেরাদুনে (২) সকলে ফিরিয়া আসেন। সেখানে মিশন স্কুলে ইংরাজীতে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হয়। রবিবারদিবস তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে 'গুহাপানি' নামক প্রসিদ্ধ অতি মনোহর স্থানে গিয়া সকলে মিলিয়া উপাসনা হয়। এই স্থানের মনোহর শোভাদর্শনে উদ্বোধনান্তে "কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার" (৩) এই নূতন সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। এখান হইতে কেশবচন্দ্র লাহোরে গমন করেন। রবিবারে, (১৮ই কার্ত্তিক; ২রা নভেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনা বাঙ্গালায় এবং উপদেশ ইংরাজীতে হইয়াছিল। উপদেশের বিষয়, "ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি"। তৎপর সেই মন্দিরে কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্মগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতিভান' (Theistic Idea of God) বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ইংরাজ, বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী বহুসংখ্যক উপস্থিত হন। বিবরণলেখক লিখিয়াছেন, 'বক্তৃতা যদিও নিরাকার বস্তু, কিন্তু তাহা এমনি সুস্বাদু ও সারবান্ হইয়াছিল যে, বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন সুমিষ্ট উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি। অনেকেই তাহাতে মোহিত হইয়াছিলেন।

(১) মশুরী পর্ব্বতে ২৭শে আশ্বিন, রবিবারের উপদেশ ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(২) দেরাদুনে ১১ই ও ১৩ই কার্ত্তিকের উপদেশ ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(৩) "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন" (নববিধান সমাজের) ১২শ সংস্করণ, ৩৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

আমার মতে সেই বক্তৃতা দ্বারা পঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষরূপে ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছিল! উৎসাহী পঞ্জাবী ব্রাহ্মযুবকদিগের স্বভাব বাঙ্গালীর সঙ্গে অনেকটা মিলে। আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহারা বিশেষরূপে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কোন না কোন বিষয়ে একটী সভা হইত।' ইহার পর লরেন্স হলে আর একটী (৭ই নভেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) ইংরেজীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় 'ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান' (Theistic movement in India)। দ্বিতীয় রবিবারে, (৯ই নভেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) প্রাতে নগরের তিন ক্রোশ দূরে "শালেমার বাগে" সকলে গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ নিবিড়শাখাপল্লবাবৃত এক রমণীয় স্থানে একত্র উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়, তৎপর সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া উদ্যানের বিবিধ স্থানে বসিয়া ঈশ্বরসহবাসসুখ একা একা সম্ভোগ করেন। বিবরয়িতা লিখিয়াছেন, 'সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উৎসবের মত হইয়াছিল।' সায়ংকালে নগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মন্দিরে কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন। বাঙ্গালায় উপাসনা করিয়া হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। কেশবচন্দ্রের এই প্রথম হিন্দী বক্তৃতা। পর দিবস সোমবার (১০ই নভেম্বর) সঙ্গত হয়, এবং এই সঙ্গতে কয়েক জন কুকাসম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের গুরু রাম-সিংহকে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত করাতে, ইঁহাদের কি দুঃখ, ইঁহারা বর্ণন করেন। তাহাতে সকলেই নিতান্ত আর্দ্রচিত্ত হন। বুধবার, (১২ই নভেম্বর) প্রার্থনাতত্ত্বের উপর আর একটী ইংরেজী বক্তৃতা হয়। ইহাতে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। বৃত্তান্তলেখক লিখিয়াছেন, 'ঘনচিকুর কৃষ্ণ ও শুক্লকেশ শ্মশ্রুধারী বীরাকৃতি সুদীর্ঘকলেবর পঞ্জাবী রহিস্ ও ভদ্রলোকেরা বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ বন্ধনপূর্ব্বক যখন সভামণ্ডপে উপবেশন করেন, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। প্রার্থনাবিষয়ে বক্তৃতাশ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।' বৃহস্পতিবার, (১৩ই নভেম্বর) কতিপয় সম্ভ্রান্ত পঞ্জাবী এবং কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ একত্রিত হইয়া, শিক্ষাসভাগৃহে কেশবচন্দ্রকে প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, কেশবচন্দ্রও ইংরাজীতে উহার উপযুক্ত উত্তর দেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে 'আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা হয়, ইহাতেও শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। রবিবারে

(১৬ই নভেম্বর) সাধারণ লোকদিগের জন্য পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনের বাউলীতে অনাবৃত স্থানে সভা হয়। সহস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়া কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করেন। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। অগ্রে অগ্রে পঞ্জাবী সাধকেরা গুরু নানকের রচিত ভজন, এবং তৎপশ্চাতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' এই গান গাইতে গাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেশবচন্দ্র সহজ হিন্দী কথায় মুক্তির পথ বুঝাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতাসম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, 'সেই বক্তৃতা সুস্পষ্ট জ্বলন্তভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী বক্তৃতা আরও সরল ও উৎসাহকর বোধ হইল।' বক্তৃতার পর এক জন বৃদ্ধ পঞ্জাবী, আর একটী পঞ্জাবী শিক্ষিত যুবা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক, নানা প্রকারে বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সায়ঙ্কালে মন্দিরে উপাসনা হয়, উপদেশের বিষয় ছিল—'শ্রবণ, দর্শন ও প্রাণযোগ।' (১) রজনীতে বাসায় আসিয়া ধর্ম্মালোচনা হয়। আলোচনাস্থলে একজন অদ্বৈতবাদী উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ করিয়াছিলেন। লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্র অমৃতসরে আগমন করেন। তথায় রজনীতে (সোমবার, ১৭ই নভেম্বর) টাউনহলে 'ধর্ম্মের পুনরুত্থান' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাস্থলে তত্রত্য প্রধান প্রধান পঞ্জাবী ও ইংরাজগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবারে (১৮ই নভেম্বর) প্রাতে উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অমৃতসর ষ্টেশনে তত্রত্য বন্ধুগণ যখন তাঁহাদিগকে বিদায় দেন, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। বিদায়কালে সকলে এমনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেরই প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পঞ্জাব হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কেশবচন্দ্র প্রতিগমন করিলেন। পথে বিশ্রাম জন্য সকলে আগ্রায় অবতরণ করেন। সে সময়ে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক তথায় পটমণ্ডপে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পটমণ্ডপ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, সুতরাং কেশবচন্দ্রকে তাঁহার সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইল। পরদিবস তদ্দেশী রাজপ্রতিনিধির পটমণ্ডপে তাঁহাকে যাইতে হয়। যে দিন কেশবচন্দ্র আগ্রা পরিত্যাগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই দিন অপরাহ্ণে প্রধান রাজপ্রতিনিধি

(১) এই হিন্দী উপদেশটী ১৭৯৫ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল; কিন্তু সঙ্কল্পের ব্যাঘাত করিয়া তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তথা হইতে কাণপুরে দুই দিন অবস্থান করিয়া, যাত্রিদল জব্বলপুরে গমন করেন। জব্বলপুরের মর্ম্মরপ্রস্তরময় পর্ব্বত ও নর্ম্মদার শোভা দর্শন জন্য বন্ধুবর্গ তথায় যান এবং সেখানেই নর্ম্মদায় স্নানান্তে উপাসনাদি হয়। সায়ংকালে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তথা হইতে যাত্রিদল এলাহাবাদ আগমন করেন। সাম্বৎসরিক উৎসব নিকটপ্রায়, সুতরাং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ অধিক দিন আর বিদেশে অবস্থান করিতে পারিলেন না, শীঘ্র কলিকাতায় (২৮শে নভেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) প্রত্যাবৃত্ত হইলেন (১)।

---

(১) ১৭৯৫ শকের ১লা অগ্রহায়ণের (১৫ই নভেম্বর) ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দেখা যায়, "আচার্য্য মহাশয় আগামী ২৮শে নভেম্বর (১৮৭৩ খৃঃ), কলিকাতায় উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়াছেন।"

৩৮

অগ্নিপরীক্ষা

চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব

এবার চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব *। উৎসবের কার্য্যারম্ভ (৫ই মাঘ, ১৭৯৫ শক) ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন (৬ই মাঘ) ব্রাহ্মসম্মিলন সভায় কেশবচন্দ্র সামাজিক শাসনের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এই:—"আমাদের শাসন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে থাকিবে না। কারণ যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক অথবা গুরুবাক্যের অভ্রান্ততা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের জন্য সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার শাসনবিধি অবলম্বিত হইতে পারে না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা সংশোধন করিব। সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটী শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্য আমরা তাহার অধীন হইয়া থাকিব। এ প্রকার শাসনে কেহ ছোট বড় থাকিবেন না, সকলে সকলকেই শাসন করিবেন, এবং সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন, অর্থাৎ আমরা শাসিত হইব, কিন্তু কেহ আমাদিগেকে প্রভুত্বের সহিত শাসন করিবেন না। এ প্রকার শাসনবিধি অবলম্বন করিলে কাহারও স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না, অথচ লোকভয় থাকিবে।" এই সভায় তিনটি প্রস্তাব হয়, (১) স্থানে স্থানে উপাসনাসভা স্থাপনপূর্ব্বক উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে একতা বৃদ্ধির যত্ন; (২) অসদ্ভাব-নিবারণ ও ভ্রাতৃভাববর্দ্ধনজন্য সময়ে সময়ে একজন ব্রাহ্মের গৃহে সভা আহ্বান, (৩) উক্ত উপায় অবলম্বন জন্য সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা অনুরোধ। পরিশেষে কথা উঠিল, কেশবচন্দ্রের উচিত, তিনি উপাসকগণের বাড়ী বাড়ী যান, ইহাতে একতা বৃদ্ধি হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বাড়িবে, কেশবচন্দ্রের অহঙ্কার আছে, এইরূপ যে অনেকে মনে করেন, তাহা অপনীত

* ১৭৯৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের এবং ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে উৎসববিবরণ দ্রষ্টব্য।

হইবে। কেশবচন্দ্র এ সকল কথার উত্তরে যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:— "আমার প্রতি অধিক আনুগত্য যেখানে অনিষ্টের মূল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেখানে এরূপ যাতায়াত না করাই শ্রেয়ঃ।……যে ধর্ম্ম কেবল যাওয়া আসার উপর নির্ভর করে, তাহা এক দিন নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, কারণ এ প্রকার লৌকিক ব্যবহারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। অতএব যাঁহার মন আমার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে, তাঁহার মনকে অন্যের দ্বারা প্রথমে ফিরাইতে হইবে।…আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে কাহার অসদ্ভাব থাকিলেও, একত্র উপাসনা করার পক্ষে কোন আপত্তি করা উচিত হয় না।" এই দিন রজনীতে (৬ই মাঘ, ১৭৯৫ শক; রবিবার; ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ) কেশবচন্দ্র মন্দিরে যে উপদেশ দেন, তাহাতে পরিবারের একত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। আমরা বিষয়টী বিশদ করিবার জন্য উহার স্থান স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পর্য্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে ভ্রাতাকেও লাভ করা যায় না।… ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার…নিগূঢ় এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাইভগ্নীর সঙ্গে ও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই যোগ ভুলিয়া যাহারা বাহিরে ভাই ভগ্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভগ্নীরাও বাহিরে নহেন, কিন্তু অন্তরে। বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান, কিন্তু অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই. সেখানে দুই নাই, দুই সহস্র নাই; কিন্তু সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। সেইরূপ যদিও মনুষ্যপরিবার ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সভ্য অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে, কিন্তু মূলে মনুষ্য-পরিবার এক।…বাহিরে পরিবার অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে শাখাপ্রশাখা দেখিও না, কেন না কোটি কোটি হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব? পাঁচ জনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় না, পাঁচ সহস্রের মধ্যে কি প্রকারে হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হ্রাস হইবে, ইহা অল্পবিশ্বাসীর কথা। পরিবার এক, এক জনের সঙ্গে যদি প্রকৃত

স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয়, তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে।······বাস্তবিক দুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, দুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ? এক ঈশ্বরের জ্যোতি সকলের অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে। পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা চিরকালই ভিন্ন থাকিবে, কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই গভীরতা এবং নিগূঢ়তা যে তখন মনুষ্যের আত্মা এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। সেইরূপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মিক স্বর্গীয় যোগের অভ্যুদয় হয়, তখন তাহারা এক হইয়া যায়। মূলে সকলেই অভিন্নহৃদয়। প্রেমচক্ষু খুলিয়া দেখ, মূলে একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছে। এই অভেদে পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ। এখানে দুই নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে? ··· ·ভিতরে একই মূল হইতে সকলে প্রাণ লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর, মূলে মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, আর যদি ইহা বিশ্বাস না কর, কোটি বৎসর পরেও তোমার নিকটে স্বর্গরাজ্য আসিবে না।····· ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদজ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশান্তি থাকিবে। · ভ্রাতৃভাব কিংবা ভগ্নীভাব বলিলেও ঠিক স্বর্গরাজ্যের ঐক্য প্রকাশ করা হয় না। 'আমি' 'তুমি' 'তিনি' এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা।······যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটি দেখাইতে হইবে যে, পাঁচ জন পাঁচ জন থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক, কিন্তু প্রাণে এক। সেই পাঁচ জন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে। পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইলে, বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে। অভেদজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক-ভগ্নী, অবস্থা-ভেদে আমরা অনেক, কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক। এই উৎসবের

সময় যদি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি যাঁহাকে দেখিতেছ, আমিও তাঁহাকেই দেখিতেছি, তুমি যাঁহার কথা শুনিতেছ, আমিও তাঁহারই কথা শুনিতেছি, এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল নরনারী এক।"

উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল এ সময়ের বিশেষ ভাব যাহাতে অভিব্যক্ত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। এবার (১২ই মাঘ, ১৭৯৫ শক, শনিবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ) টাউনহলে যে বক্তৃতা হয়, তাহা এই সময়ের প্রসূত ফল। বিষয়টি 'স্বর্গরাজ্য'। ব্রাহ্মগণমধ্যে পাপস্বীকারের বিধি এ বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল। যখন সঙ্গতের সভ্যগণ (৮ই মাঘ, সাম্বৎসরিকে) বলেন, তাঁহারা কোন উপায়ে পাপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন কেশবচন্দ্র বলেন, তোমরা এই মুহূর্ত্তে পাপবিমুক্ত হইতে পার, যদি সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার আপনার গুপ্ত ও গুরুতর পাপ বল। এ কথা শুনিয়া সকলের ভয় হয়। দুই সপ্তাহ কাল সতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া, পরিশেষে পাপ স্বীকার করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র বলিয়া দেন। দুই সপ্তাহ পর, সকলে আপনার আপনার পাপ লিখিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করেন। তিনি সেই সকল লেখা আপনি দেখেন না, চিরকালের জন্য উহা অপ্রকাশিত থাকিবে বলিয়া সে সকল বন্ধ করিয়া রাখেন। ফলতঃ এই সময়ে প্রচারক ও সাধকগণের মধ্য হইতে পাপের প্রাবল্য যাহাতে তিরোহিত হয়, তজ্জন্য কেশবচন্দ্র সবিশেষ যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিতরে ভিতরে যে সকল পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ কিছু সহজ ব্যাপার নহে। এ সকল পাপের মূল পাপ কি? সকলে মিলিয়া একাত্মা হইবেন, কেশবচন্দ্রের এই যে সুমহান্ যত্ন এবৎসরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই বিরোধী ভাব অন্তরে পোষণ।

বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা পরিহার জন্য প্রচারকগণকে কেশবচন্দ্রের পত্র

অপরের কথা দূরে, প্রচারকবর্গ পরস্পর হইতে এ সময়ে এমনই বিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়িয়াছেন যে, সংবৎসর কাল প্রচারকসভায় একটি নির্দ্ধারণ নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। প্রচারকসভার অবধারিত দিনে যখন সকলে একত্রিত হইতেন, কোন একটি প্রস্তাব হইবামাত্র এমন কলহ উপস্থিত হইত যে, সেখানে শান্তচিত্ত লোকের স্থিরভাবে অবস্থান মহাক্লেশকর হইত; এরূপস্থলে কেশবচন্দ্রের যে কি ক্লেশ হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সে সময়ে প্রচারকগণকে কেশবচন্দ্র যে এক খানি পত্র লেখেন, নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহাতেই তাঁহার মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ সকলে বুঝিতে পারিবেন।—

"প্রচারকভ্রাতৃগণ সমীপেষু।

"প্রচারক মহাশয়গণ,

"শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার,

"আমাকে এবং বর্ত্তমান বিধান ছাড়িবার জন্য তোমরা যে সকল আয়োজন করিতেছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত ও ব্যথিত হইযাছি। আমার দিন তোমাদের মধ্যে শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি! আচ্ছা! আমি প্রভুর আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীতভাবে জানাইতেছি। তাঁহার আদেশ--তোমাদের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। অবশ্যকর্ত্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই আদেশটী পালন করিবে। বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।

অনুগত

শ্রীকে—"

মনের ক্লেশ জানাইয়া আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে কেশবচন্দ্রের পত্র

এই ক্লেশের কারণ দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে না, ইহা দেখিয়া তিনি ব্যথিতহৃদয় হন। আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে গত ইং ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে কাণপুর ও এলাহাবাদ হইতে যে দুইখানি পত্র লেখেন, তাহা

আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইহাতেই সকলে তাঁহার মানসিক ক্লেশের আরম্ভ বুঝিতে পারিবেন।

"কাণপুর
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

"স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক।

"তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানি অনুরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। অনেক দিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। বোধ করি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল আছ। আমরা জয়পুর হইতে সম্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অদ্যই এলাহাবাদে যাত্রা করিবার কথা। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইয়াছে, আর কিছু দিন এ প্রদেশে থাকিলে খুব উপকার হইত, কিন্তু কি করি? কলিকাতায় সাগরসমান কার্য্য, শীঘ্র ফিরিতেই হইবে। আমাকে তোমরা অনেক কষ্ট দিয়াছ, এই কথা বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ। তোমাদের সেবা করিতে গিয়া আমার যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্য তোমরা দুঃখিত হইও না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, তোমরা আমার সেবা গ্রহণ কর। কবে সেইদিন হইবে, যে দিন তোমাদিগকে ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হইতে দেখিয়া আমি সুখী হইব! আমার মনের কথা এ জীবনে ভাল করিয়া তোমাদের কাছে এক দিনও খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। যদি তোমরা আমার কথা পালন কর এবং আমার প্রতি একটু সদয় হও, তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হয়, বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বর জানেন, তোমাদের সুখে আমার কত সুখ হয়। পিতা তোমাদের দুঃখভার দূর করুন, এই আমার প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"আশ্রমের ভগিনী ও কন্যাগণ কেমন আছেন? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। তাঁহারা কি এক এক বার আমাকে স্মরণ করেন? প্রিয় মোহিনীকে আমার স্নেহ জানাইবে। তাঁহার ছবি পাইয়াছি, তজ্জন্য Thanks."

"এলাহাবাদ—
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

"প্রিয় * * *,

"তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানির উত্তর দিতে নানাকারণে বিলম্ব হইল, দোষ ক্ষমা করিবে। আমার মন যে তোমাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, আর কতবার বলিব? ঈশ্বর জানেন, ব্রাহ্মিকাদের প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ এবং তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলে আমি কত আনন্দিত হই। আশ্রম মনে হইলে, ইচ্ছা হয় দৌড়িয়া গিয়া সেই শান্তি ঘরটীতে তোমাদের সকলের সঙ্গে বসিয়া পিতাকে ডাকিয়া খুব প্রাণ শীতল করি। আশ্রমের উপাসনার বাহ্যিক শোভা মনে হইলে, আমার শরীর মন জুড়ায়, ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। বাস্তবিক আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে, আমার বড় সুখ হয়। আমার ভগিনীরা চারি দিকে বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতার কাছে বসিব, আমার কত আহ্লাদ, সেই আনন্দের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার প্রতি একটু তোমরা অনুগ্রহ করিও, আর আমাকে কষ্ট দিও না, এবার ফিরিয়া গিয়া যেন সকলকে প্রসন্ন দেখি এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্তুত দেখি। তোমরা আমার মেয়ের মত, আমার ভালবাসা সকলে গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়া মঙ্গলবার কলিকাতায় পঁহুছিবার কথা। প্রিয় প্রসন্নকে সংবাদ দিবে।"

ভারতাশ্রমের নামে দুর্নাম ও তাহার প্রতিবাদ

আশ্রমের নরনারী পুত্রকন্যাতে সংখ্যা একশত দুই। নারকেলডাঙ্গায় ব্রজনাথ ধরের অতি প্রশস্ত অট্টালিকায় এখন আশ্রম অবস্থিত। কেশবচন্দ্র সপরিবারে এখন আশ্রমে বাস করিতেছেন; স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে চলিতেছে; উপাসনাদি কোন বিষয়ে কিছু ত্রুটি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কোন কোন অধিবাসীর মন সাংসারিক কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই অসন্তুষ্টি হইতে অতি ক্লেশকর ঘটনা উপস্থিত

হইল। আশ্রমবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু সপরিবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি সপরিবারে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আশ্রমের নিয়মবিরোধে দ্বারদেশে গমন করিলে, দ্বারবান্ ফটক বন্ধ করিয়া গমনে প্রতিরোধ করে এবং আশ্রমাধ্যক্ষের সহিত তাঁহার কথান্তর হয়। হরনাথ বাবু আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া গিয়া, সংবাদপত্রে কুৎসা করিয়া আপনার পত্নীদ্বারা পত্র লেখান। প্রকৃত ঘটনার তত্ত্বানুসন্ধান জন্য আশ্রমবাসিগণের যে সভা হয়, তাহার বিবরণ (১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ; ইহাতে সকলে ইহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

"বিগত ১লা শ্রাবণ (১৭৯৬ শক), (১৬ই জুলাই, ১৮৭৪ খৃঃ) বৃহস্পতিবার সায়ঙ্কালে ভরতাশ্রমবাসীদিগের এক সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসু ভারতাশ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্ব্বসম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল ধার্য্য হইল :—

"১। যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বসু দুই বৎসর কাল সপরিবারে বাস করিয়া উপদেশ, শাসন ও দৃষ্টান্তবলে উন্নতি লাভ করিলেন, তাহার প্রতি আক্রমণ করা, তদ্বিরুদ্ধে সাধারণের মনে ঘৃণা উদ্দীপন করা তাঁহার পক্ষে অতি দূষণীয় অকৃতজ্ঞতার কার্য্য।

"২। ব্রাহ্মধর্ম্মবিদ্বেষী সংবাদপত্রে আপনার স্ত্রী দ্বারা পত্র লিখাইয়া তাঁহার নামে প্রকাশ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ কার্য্য।

"৩। বৎসরাধিক হইতে ঘরভাড়া ও আহারের টাকা মাস মাস নিয়মিতরূপে পরিশোধ করিতে তাঁহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল সঙ্গতির অতিরিক্ত ব্যয়দোষ। পরিবারের মাসিক ব্যয়নির্ব্বাহের উপায় স্থির না করিয়া, আশ্রমে আসা তাঁহার উচিত হয় নাই।

"৪। আশ্রমের ঋণ পরিশোধ না করিয়া, বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করা, অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম হইলে, অধ্যক্ষের নিকট দয়া প্রার্থনা করা উচিত ছিল ; কিন্তু সে অবস্থায় না বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করা অতীব দূষণীয়। আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহার উচিত ছিল না।

"৫। তাঁহার টাকা পরিশোধের জন্য বন্ধুভাবে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, 'উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।' এ কথা অগ্রাহ্য করাতে আরও অধিক দোষ হইয়াছে।

"৬। নিজে ঋণ-পরিশোধের উপায় না করিয়া, সহধর্ম্মিণীর অলঙ্কার আপন দেয় টাকার পরিবর্ত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাতে উচ্চ প্রকৃতির লোকেব মত কার্য্য করা হয় নাই।

"৭। টাকার জন্য যে জামিন চাওয়া হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে সপ্রমাণ হইল যে, (১) পূর্ব্ব শনিবারের সংবাদপত্রে একখানি জঘন্য ও অলীক কথাপূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাঁহার ধর্ম্মভাবের প্রতি আশ্রমবাসীদেব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল। (২) তাঁহার কাছে টাকা চাওয়াতে তিনি রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, 'ত বর্গের পঞ্চম বর্ণে আকার দিয়া দিব বৈ কি?' এবং আর একটী অশ্লীল ও অতি জঘন্য কথা দ্বারা ঐ ভাবের দ্বিরুক্তি করিয়াছিলেন। (৩) তিনি যে গ্রামস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুকে জামিনস্বরূপ মনোনীত করিলেন, তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে, 'টাকা দিলে তাহা পাইবার প্রত্যাশা নাই, দিতে হইলেই একেবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে।' এই সকল কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে আটক করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

"৮। হরগোপাল বাবু তাঁহাকে মারিতে গিয়াছিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে দুই জনেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদিও হরনাথ বাবু কথা ও ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইয়াছিলেন, তথাপি হরগোপাল বাবু ক্ষমা না করিয়া যে শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে উচ্চ ধর্ম্মনীতি অনুসারে অন্যায় হইয়াছিল।

"৯। দ্বারবান্ যে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল, ইহাতে তাঁহার বা তাঁহার পরিবারের প্রতি অপমানচেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা কেবল তাঁহাদের না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জানিতেন যে, এক জন নূতন সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্য উপরের ঘর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায়

সকলেই তথায় গিয়াছিলেন; ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে, দ্বারবান্ গাড়ি অনুমান দুই মিনিট কাল আটক রাখিয়াছিল।

"১০। যাইবার সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই, 'তোমার স্বামীর মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, তুমি এ অবস্থায় তাঁহার সকল কথা শুনিও না।' ঐ অবস্থাতে এরূপ উপদেশ দেওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে।

"আমরা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তন ও চিত্তসংশোধনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি. ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন, এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন, ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি যেন আবার সকলের সঙ্গে সাধুভাবে মিলিত হন। সাধারণের মধ্যে তাঁহার পাপ ও দোষের জন্য এই পবিত্র আশ্রম-বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাহ্মসমাজের কোন হানি হইতে পারে না। সত্যের পথে থাকিতে হইলে, গ্লানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না হইয়া বরং জয় হয়।"

আশ্রমবাসিনীগণ সকলে মিলিত হইয়া এইরূপে প্রতিবাদ করেন:—
"আমাদের একজন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সংবাদপত্রে ভারত-আশ্রমসম্বন্ধে গ্লানিসূচক কথা প্রচার করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এবং সকলে সভাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সংবাদপত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত স্ত্রীস্বভাব ও রীতিবিরুদ্ধ এবং ইহাতে আমাদের সকলেরই অমত। ছয়মাস কাল আমরা কেহ তাঁহার সহিত কথা কহি নাই, ইহা সত্য নহে; তাঁহার প্রতি আমাদের কিছু মাত্র অসদ্ভাব বা অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমরা অন্যান্য ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার প্রতি তাহার অণুমাত্র কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি আচার্য্য মহাশয়ের

বাটীতে গিয়া যেরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন, তাহাও কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহাকে কেহ অলঙ্কার দিতে অনুরোধ করেন নাই এবং তাঁহাকে কেহ একটী কটু কথাও বলেন নাই। তিনি আপন স্বামীকে ঋণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি আপনি অলঙ্কার দিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি কেবল পতিভক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার অপমানের জন্য যে দ্বারবান্ তাঁহার গাড়ি আটক করিয়াছিল, ইহাও সম্পূর্ণ অসত্য। অধ্যক্ষের অনুমতি না লইয়া যাওয়াতেই তাঁহার গাড়ি বাহির হইতে দেয় নাই। তিনিত জানিতেন, যাঁহার যে প্রয়োজন হউক না কেন, অধ্যক্ষের অনুমতি না হইলে কোন স্ত্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। সুতরাং দ্বারবান্ আশ্রমের নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, আমাদের ভগিনী আমাদের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব রক্ষা করিবেন এবং পবিত্র আশ্রমকে সাধারণের নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন।"

বিবাদমীমাংসা জন্য শান্তিসভা-সংস্থাপন

ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষগণ এই সময়ে সময় পাইয়া নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুৎসারটনা অনিবার্য্য, তবে সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহার প্রতিবিধান নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া, শান্তিসভা-সংস্থাপনের উদ্যোগ হয়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক) এই প্রকার লিপি আছে, "ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রায়ই এক একটি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মসাধারণকে উদ্বেগ ও অশান্তিতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই বিবাদভঞ্জনার্থ আমাদের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় না থাকায়, আন্দোলনকারী ব্রাহ্মগণ সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ, ব্রাহ্মসমাজের চিরবিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শরণাপন্ন হন, তাহারা এই সুযোগে জগতে অনেক মিথ্যা কথা, কুৎসিত অপবাদ প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট-নিবারণ জন্য একটী শান্তিসভার প্রস্তাব হইয়াছে। উভয় বিবাদী যদি এই সভাকে মান্য করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সহজে সকল বিবাদ মীমাংসা হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণের নাম এই সভার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব, জয়গোপাল সেন, ঠাকুরদাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, দুর্গামোহন দাস, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায়।”

অসুস্থতানিবন্ধন কেশবচন্দ্রের হাজারিবাগে গমন এবং তথায় ভাদ্রোৎসব

কেশবচন্দ্র শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, এই সময়ে ২৮শে শ্রাবণ (১৭৯৬ শক) (১২ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ) হাজারিবাগে গমন করেন। সুতরাং এবার ভাদ্রোৎসবে কেশবচন্দ্র উপস্থিত থাকিতে পারেন না, হাজারিবাগেই কলিকাতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যুক্ত হইয়া উৎসব করেন। উৎসববিবরণ হইতে আমরা গুটিকয়েক কথা (১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার সঙ্গে কি অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধে ইনি আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। “উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান সমাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে অনেকবার সহৃদয় ভাবে কলিকাতার ভ্রাতা ভগিনীদের নাম উচ্চারিত হইল। কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ভ হইল, সে সময়ের কথা আর কি বলিব? ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত একত্র উৎসব করিতে পারিলেন না বলিয়া, শোকে অভিভূত হইলেন। চক্ষের জলে বক্ষোদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্য নিঃসারিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। ‘কোথায় প্রাণসম কলিকাতার ভাই ভগিনীগণ’, বলিয়া আকুলিত হইতে লাগিলেন। উপাসকগণও অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কলিকাতার উপাসকমণ্ডলী, এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাঁহার পবিত্র স্বর্গরাজ্য, যেন এক যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, প্রার্থনার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ের যোগ আমরা কখন দেখি নাই। দুঃখ পাইবার সময় একাকী তাহা সহ্য করিব, কিন্তু পিতার নিকট বসিয়া তাঁহার প্রেমমুখ অবলোকন করত যখন সুখের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে না দেখিলে হৃদয় কাঁদিয়া অস্থির হইবে, এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের উদাহরণ এই স্বার্থপর পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। অনন্তর ‘ব্রাহ্মসমাজে বহু দিবস থাকিয়াও অনেকানেক লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা

যায়; যাহাতে এরূপ হৃদয়বিদীর্ণকর ব্যাপার না ঘটিয়া, আজীবন ইহার মধ্যে তাঁহারা মিশিয়া থাকিতে পারেন, ইহার উপায় করা কর্ত্তব্য', এই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ হয়।"

কলিকাতার বিরোধ স্মরণ করিয়া ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে কেশবচন্দ্রের পত্র

কেশবচন্দ্র কলিকাতার বিরোধ বিবাদ বিস্মৃত হন নাই, নিম্নলিখিত পত্রে তাহা বিলক্ষণ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, কিন্তু তিনি বাহিরের সকল উড়াইয়া দিয়া কি প্রকার মধুর সম্বন্ধ অন্তরে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন, উপরি উদিত কথাগুলিতে সকলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

"হাজারিবাগ
২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ।

"প্রিয় প্রসন্ন,

"তোমার পত্রগুলি পাইযাছি। শীঘ্র পুস্তকগুলি ছাপাইয়াছ, তজ্জন্য ইতিপূর্ব্বে ধন্যবাদ করিয়াছি, ঈশ্বরের কার্য্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের আনন্দে তাঁহার সেবা কর। তুমি সর্ব্বদা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক, এই আমার ইচ্ছা। অনেকে তোমার বিরোধী, তাহা তুমি জান, তোমার ব্যবহারে অনেকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটী শিক্ষার ব্যাপার; তোমার দোষ, কি অন্যের দোষ, তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটি মনে রাখিও যে, দয়াময় তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন, যেখানে অনেকে তোমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রস্তুত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না, তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা কেমন আছ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি জ্বালাতন হইবে ও জ্বালাতন করিবে? এবার তোমাদের সকলের কাছে চিরপ্রেম ভিক্ষা চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই সময়ে কি শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলিতে পার না? ত্রৈলোক্য আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে, যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে পারেন ও আর সকলে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চান, তাহা

হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল। তাঁহার কিছুতে অমঙ্গল হয়, উহা আমি ইচ্ছা করিতে পারি না।

"পুস্তকখানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই, দেখি, যদি কাল পাঠাইতে পারি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করা ধার্য্য হইয়াছে। সোমবার পর্য্যন্ত পত্রাদি এবং Tuesday র Indian Mirror খানিও Giridi Station Master এর care এ পাঠাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"মোহিনী, বরদা ও সুদক্ষিণা আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে।"

পশ্চিমাঞ্চলে ও ইন্দোরে প্রচার

কেশবচন্দ্র প্রায় সংবৎসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কার্য্য করেন। ইংরেজী বর্ষের (১৮৭৪ খৃঃ) শেষভাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যান। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের পরিদর্শন পর বাঁকিপুর, বাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ হইতে ইন্দোররাজ্যে গমন করেন। ইন্দোরে গিয়া পাঁচ ছয় দিন তাঁহার অবস্থিতি হয়। সেখানে তাঁহার বক্তৃতাদিতে তত্রত্য মহারাজা হোল্‌কার তৎপ্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজনীতিসম্বন্ধে দুইটী উচ্চভাবের বক্তৃতা হয়। ইন্দোরের মহারাজা হোল্‌কার কেশবচন্দ্রের প্রতি এমন অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিকটে আপনার হৃদয়ের গূঢ় ক্লেশ জ্ঞাপন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে যে সকল সৎপরামর্শ দেন, তাহাতে তিনি নিরাশা পরিহার করিয়া আশান্বিত হন। ধর্ম্মসম্বন্ধে হোল্‌কার কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আপনারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি একেবারে উঠাইয়া দিবেন না, কারণ আপনি যেরূপ সার বুঝিয়াছেন, সাধারণে তাহা না বুঝিয়া যদি সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুই দিক্ যাইবে।"

ইংলণ্ডপ্রত্যাগত ভাই প্রতাপচন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ জন্য ভাই প্রসন্নকুমারকে ইন্দোর হইতে পত্র

কেশবচন্দ্র ইন্দোরে অবস্থান-কালে ভাই প্রতাপচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে

কলিকাতায় (১১ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক; ২৬শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করা হয়, এজন্য কি কি প্রণালীতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তাহার সমুদায় বিবরণ ভাই প্রসন্নকুমারকে লিখিয়া পাঠান। পত্রখানি ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন, উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

"প্রিয় প্রসন্ন,

"আমি আশা করি, শুক্রবার রাত্রে প্রতাপকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক গ্রহণ জন্য ব্যবস্থা করিবে। আমাদের যতগুলি বন্ধু হাওড়ায় যাইতে ইচ্ছা করেন, যাওয়া উচিত। ভাল গাড়ী না পাইলে, জয়গোপাল বাবুর গাড়ী চাহিয়া লইবে এবং আমার গাড়ীও হাওড়াতে লইয়া যাইবে। নিকেতনের ছেলেরা যেন সকলে অভ্যর্থনার্থ যান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়ীতে যাইবেন, সেখানে সকলেই যেন তাঁহার সঙ্গে থাকেন। আমার বড় ঘরে যেন একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা—সংক্ষিপ্ত উপাসনা—একটি দুইটি খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন হয়। সৌদামিনী এবং আশ্রমের জন কয়েক মহিলা যেন ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকেন। উভয় ঘরেই যেন প্রচুর প্রমাণ আলো থাকে। আমার পত্নী যদি প্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন, আনিয়া দিবে। সৌদামিনী সাহায্য করিবেন। প্রতাপ তাহার পর আশ্রমে যাইবেন। প্রতাপের উপরের ঘর ফুল পাতা দিয়া রুচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশি জমকাল না হয়। একটি উপযুক্ত স্থানে 'স্বাগত' (Welcome) শব্দটি যেন স্থাপিত হয়।

তোমার স্নেহের
কেশবচন্দ্র সেন।"

ভারতাশ্রম লইয়া অগ্নিপরীক্ষা

আমরা অধ্যায়ের শিরোদেশে অগ্নিপরীক্ষা এই আখ্যা দান করিয়াছি। বন্ধুগণের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব, এ পরীক্ষা তো অনেক দিন হইল আছে, কিন্তু ভারতাশ্রম লইয়া যে পরীক্ষা উপস্থিত, তাহাই বলিতে হইবে, বাস্তবিক অগ্নিপরীক্ষা। আশ্রমের এক জন অধিবাসীর অন্যায়াচরণ আশ্রয় করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধিগণ প্রকাশ্য পত্রিকায় ঈদৃশ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাতে আশ্রমের অধিবাসিগণের চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্কারোপ হইল।

যাহারা কোন নূতন তত্ত্ব পৃথিবীকে দিতে আইসেন, তাঁহাদিগের এরূপে নির্যাতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং যাঁহারা এরূপ করিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি অভিযোগ উপস্থিত করিতে তাঁহারা পারেন না। কিন্তু যে সমস্ত নির্দ্দোষ পরিবার আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভীষণ গ্লানিকর অপবাদ প্রকাশ্য পত্রিকায় রটনা করাতে কর্ত্তব্যানুরোধে গ্লানিকারী সম্পাদকদ্বয়ের নামে প্রথমতঃ উকীলের পত্র দেওয়া হয়। উকীলের পত্রের প্রতি উপেক্ষা করাতে, পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগপত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছিল, "বাদীর ইহাতে কিছুমাত্র বৈরনির্যাতনের ইচ্ছা নাই, মানহানি হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্ত্তে অর্থের আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, কেবল এই চান যে, আদালত প্রতিবাদীকে অযথাগ্লানিপ্রচারকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।" বিচারপতি (৩০শে এপ্রেল, ১৮৭৫ খৃঃ) ঘৃণিত জঘন্য অপবাদগুলি শ্রবণ করিয়া এবং বাদী ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন, অবগত হইয়া, প্রতিবাদিদ্বয়কে অনুতাপপূর্ব্বক সমস্ত অপবাদ প্রত্যাহার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। প্রতিবাদিদ্বয় যে অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতাপ-প্রকাশ-পূর্ব্বক সমুদায় অপবাদ উঠাইয়া লইলেন। (১) এইরূপে এই অগ্নিপরীক্ষা অগ্নিনিক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধিজ্ঞাপক হইল। ঈদৃশ ভীষণ কলঙ্কারোপ দেখাইয়া দিল, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বাহিরে কত শত্রু এবং এদেশের নারীগণের অবস্থা উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি প্রকার বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা, এই সকল সম্বল না করিয়া এরূপ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহার পক্ষে উচিত নয়, এই ঘটনা স্পষ্ট সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র "সুখী পরিবার" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানিতে স্বর্গীয় পরিবারের আদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি এক দিন প্রচারক-সভায় সুস্পষ্ট বলেন, বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, এই "সুখী পরিবার" সেই পরিবারের আদর্শ হইল, যে পরিবার-স্থাপনের জন্য বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থাপন।

---

(১) ১৭৯৭ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

৩৯

শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ

আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মপরায়ণ দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। চির দিন বসু মহাশয়ের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লাহোরে অবস্থান-কালে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এই পত্র লিখেন *:—

লাহোর।

১লা নবেম্বর, ১৮৭৩।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

কলিকাতা হইতে আসিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনার একখানি সদ্ভাবপূর্ণ পত্র পাইলাম।······সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপনসম্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র সমাধা হয়, ততই ভাল। কি কি উপায়ে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আমরা এই পত্রে দেখিতে পাইতেছি, এত দিন পরেও যাহাতে পুনরায় কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলন হয়, তৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের যত্ন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপনসম্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন' এই অংশ পাঠ করিয়া সহজে প্রতীতি হয়, কেশবচন্দ্র এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বসু মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন বা সাক্ষাৎ

* আমাদের শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় পত্রের যে যে অংশ অপ্রকাশ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই সেই অংশ······এই চিহ্ন দিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৃদ্ধ বসু মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে কেশবচন্দ্রের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রদর্শন জন্য কলিকাতা সমাজে স্থিতি, বন্ধনচ্ছেদনোপক্রম, বন্ধনচ্ছেদন ও তৎপর সময়ের কয়েকখানি পত্র পর পর প্রকাশ করা যাইতেছে।

২১শে বৈশাখ, ১৭৮৫ শক।
(৩রা মে, ১৮৬৩ খৃঃ)

ব্রহ্মপরায়ণ দাদা,

আপনার ১৬ই ফাল্গুন (১৭৮৪ শক) দিবসীয় পত্রের উত্তর এত দিন দিতে পারি নাই, বিলম্ব-দোষ ক্ষমা করিবেন। প্রার্থিত পুস্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি, অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নানা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া এক কঠিন ব্রতে ব্রতী হইতে হইল। কি করি, ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। লোকেরাও আমার স্কন্ধে বোঝা চাপাইতে ভালবাসে এবং চারি দিক্ না দেখে থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই আমার কার্য্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য কারণে ঘটিয়াছে। নব বর্ষের প্রথম দিনের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম, ইহাতে বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং নানা প্রকার উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" ইহা স্মরণ করিয়া সকল বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়াছিলাম। সে দিবসের উৎসব শেষ হইলে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটি হইতে একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখা ছিল—তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া অন্যত্র বাসা করিবে। সেই দিন অবধি আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃহে স্থান পাইলাম, ইহাতে কেবল জগদীশ্বরের অপার কৃপা স্মরণ হয়! ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় দেখিতেছি না, হয় তো আর সেখানে যাওয়া হইবে না। যত দিন না স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারি, তত দিন হয় তো এ স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখি, কি হয়; সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতেছে। শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত, ত্যাগ-স্বীকারের কাল উপস্থিত। বিষয় ত্যাগ, গৃহ ত্যাগ, কত ত্যাগ ব্রাহ্মদিগের করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির নাই। সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার দিন অবসান হইয়াছে। এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য, মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হইবে, অদ্য এই পর্য্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ইহার পূর্ব্বের নিম্নস্থ পত্রখানি ইংরাজিতে লিখা হয়। উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাদা,

আপনার স্নেহের পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ, সত্যই এ সময় অতি উৎসাহোদ্দীপক। ক্রমে বিষয়গুলি কার্য্যতঃ করিবার আকার ধারণ করিতেছে,—কথা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কার্য্যকারিতা হারাইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমাদের একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচার্য্য, আমি, কানাইলাল পাইন এবং অন্যান্যকে লইয়া জাতিভেদ......নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটী সভা হইয়াছে......। আমরা ব্রাহ্মগণ কেন আর এখন পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আইস, আমরা দেখাই, পৃথিবীর সমুদায় বিষয় হইতে ঈশ্বর আমাদের প্রিয়তর। যদি আমরা সমধিক উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিতাম, জীবনের অতি সুখকর বিষয় হইতেও সুখকর হইত।......

৯টা বাজিয়া গিয়াছে, আমায় সত্বর কারাগারে (আপনি জানেন, আমার আফিস মনে করিয়া বলিতেছি) যাইতে হইতেছে।......ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।

আমায় বিশ্বাস করুন
অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আপনার
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলুটোলা,
১০ই এপ্রেল, ১৮৬১খৃঃ।

জয় জগদীশ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার।

আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্নেহপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি একখানিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কার্য্যস্রোতে পড়িয়াছি, তাহাতে হস্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এক ঘণ্টাকালও মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এত ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার গোলযোগের কথা, বোধ করি, কিছু কিছু শুনিয়াছেন·········না মিটিয়া যাইবে, তত দিন আমার মনের শান্তি থাকিবে না। দূর হইতে আপনারা সকলে অভয় প্রদান করুন। আমাকে যেরূপে সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্ম্মচারিগণ আমার সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সমাজ আমার অতি স্নেহের ধন; সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার ধন মান প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে। সেই সমাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। যে সমাজের কার্য্য অনুগত ভৃত্যের ন্যায় এত দিন সম্পাদন করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। সত্যের জয় হইলেই আমার আনন্দ। মনে করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করিব। দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইবে। ··

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা, কলুটোলা
২৫শে মাঘ, ১৭৮৬ শক।
(৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫ খৃঃ)

কলুটোলা, কলিকাতা,
২৮শে জুলাই, ১৮৭১ খৃঃ।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ ·· ···

এবং আপনার প্রদত্ত উপহারের জন্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। আপনি জানেন, আপনার প্রথমভাগ বক্তৃতা আমার অতি আদরের ধন ও যত্নের বস্তু; দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জন্য বিশেষ অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম।· ····

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কেশবচন্দ্র যাঁহার সহিত এক বার যে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিবে।

কলিকাতা।

২১শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

এত দিনের পর অল্প একটু বল পাইয়াছি, আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে·········। আপনার স্নেহ মমতার জন্য, আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। "ব্রহ্ম-পরায়ণ দাদা" এ সম্বোধনটী যদি আপনার মিষ্ট লাগে, আমি তৎপ্রয়োগে কেন বিমুখ হইব?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

৪০

উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান

সাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব

সময়ের শৃঙ্খলাক্রমে সমুদায় ঘটনা নিবদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য থাকিলেও, কোন কোন স্থলে আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে একটু একটু ব্যতিক্রম করিতে হইতেছে, কেন না তাহা না করিলে একটি বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন এবং অবুদ্ধ হইয়া পড়ে। আশ্রমঘটিত গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এই কারণেই আমাদিগকে সে ঘটনা পরে নিবদ্ধ করিতে হইল। এখন যে ঘটনা নিবদ্ধ করা যাইতেছে, তাহার মূলে কাহারও কাহারও সাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব * ছিল, লিপিবদ্ধ ঘটনাতেই সকলে বুঝিতে

* সমাজমধ্যে যখন বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়, তখন এক প্রকার না এক প্রকারে তদ্দ্বারা সকলেরই মন সংস্পৃষ্ট হয়, নিম্নে লিপিবদ্ধ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ পাইবে।

হাজারিবাগ।

১৯শে আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রিয়ভ্রাতা উমানাথ,

এইরূপ লেখা ভাল, সুতরাং এইরূপে সম্বোধন করিলাম। বড় গোল দেখিতেছি। এখানে কি আমি নিশ্চিন্ত? সেখানকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভ্রাতা ও বন্ধুদের মন এমন হইয়া গেল। তাঁহারা কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? যেন কোন কালে চেনা শুনা ছিল না, এখন এইরূপ ব্যবহার দেখিতেছি। অসুস্থ শরীরে এখানে আসিয়াছি, তার উপরেও বজ্রাঘাত। যাহা হউক, সত্যের সিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই সত্যের বিনাশ হইবে না, হইতে পারে না। তবে প্রচারকেরা যে আমার সঙ্গে চিরদিন লাগিবেন, ইহাতো মনে করিতে পারি না। এখন একটু শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—তোমরা কে কে আমার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সংগ্রাম করিবে? ঠিক করিয়া বলিতেই হইবে। দুই জন হয়, পাঁচ জন হয়, ক্ষতি নাই। আমি জানিতে চাই যে, কোন প্রচারক ভ্রাতার হস্তে এমন ছুরি নাই, যাহা এক দিন সুযোগ পাইলে, কি ইচ্ছা হইলে, আমার গলায় দিতে পারেন। আশ্রমেও এই নিয়ম চালাইতে চাই। আসিবার সময় আমাকে কি অযথারূপেই বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

পারিবেন; বিশেষ করিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। অধ্যায়ের প্রস্তাবিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে "সুখী পরিবারের" .সংক্ষিপ্ত বিবরণ অগ্রে দেওয়া যাইতেছে। এই পুস্তিকাখানি হাজারিবাগে অবস্থিতিকালে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

আদর্শ "সুখী পরিবার"

সুখী পরিবারের ঈশ্বরের সহিত নিবন্ধনপত্র এই:—"তুমি উপাস্য আমরা উপাসক, তুমি গুরু আমরা শিষ্য, তুমি রাজা আমরা প্রজা, তুমি প্রভু আমরা ভৃত্য, তুমি পিতা আমরা সন্তান; এই সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া চিরকালের জন্য তোমার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করিতেছি। অবস্থাভেদে আমাদের মতান্তর বা ভাবান্তর হইবে না। আমরা অনন্তকালের জন্য তোমারই হইয়া রহিলাম। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গতি, আমাদের মুক্তি সকলই তুমি। আমরা তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না।" প্রাণান্ত করিয়াও

তোমরা কি মনে করিয়াছ, আমি আগেকার মত আশ্রমে উপাসনা করিব ভোজন করিব, আমোদ করিব, সেবা করিব? আমি গণ্ডগোল চাই না। সাধারণ আশ্রমের ভার তোমরা লইতে পার। যেখানে সামগ্রীর মর্য্যাদা হয়, সেখানে আমি প্রস্তুত। দুইটী লোক সেরূপ হয়, ক্ষতি নাই, আমি তাদের চাই। পরে আরও জানিবে।

শরীর এক্ষণে খুব ভাল নহে। নিদ্রা ভাল হইতেছে না। কিরূপেই বা হইবে? উৎসব যত কাছে আসিতেছে, আমার যেন কান্না পাইতেছে। দূরে ক্ষুদ্র সন্তান ডাকিয়া উঠিলে মার স্তন হইতে সহজে দুগ্ধ ঝরে। আমার তেমনি হইতেছে। আমি কি এমন সময়ে দুগ্ধ না দিয়া থাকিতে পারি? আমার যে মন হইতে ভাব উথলিয়া উঠিতেছে; বলি. বলি, বলিতে পারি না। তোমরা কোথায়, আমি কোথায়। যাহা হউক, ফিরিয়া গেলে একটী ক্ষুদ্র উৎসব আমাকে দিও। তোমাদের নিকট উৎসবের যোগটী যেন চিরদিন থাকে।

চিরদিন তোমাদেরই
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সাংসারিক কারণমধ্যে "কলিকাতা স্কুল" সম্বন্ধে গণ্ডগোল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "আমরা নিম্নলিখিত অধিকারিগণ কলিকাতাস্কুলের অধিকার ও লাভ ক্ষতি এতদ্দারা ভারতসংস্কারক সভাকে বিনাপত্তিতে অর্পণ করিতেছি।" (স্বাক্ষর) হরনাথ বসু প্রভৃতি। (ইণ্ডিয়ান মিরর, ২৫শে জুলাই, ১৮৭৪ খৃঃ দেখ)। এইরূপে ভারতসংস্কারক সভার হস্তে বিদ্যালয় অর্পণ করিয়াও তাহার অপলাপের জন্য যত্ন হইয়াছিল।

এই অঙ্গীকার পালন এই পরিবারের একমাত্র ব্রত। প্রতিদিন সকলে একত্র হইয়া জীবন্ত ও মধুর ভাবে একমাত্র উপাস্যদেবতার পূজা। একত্র উপাসনা ব্যতীত কখন কখন একাকী নির্জ্জনে ব্রহ্মধ্যান ও প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সহকারে ব্রহ্ম-সাধন। এই পরিবারের গুরু স্বয়ং ঈশ্বর; তিনিই সকলকে কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই বীজমন্ত্রগুলি সকলেব নিত্য সাধনের বিষয়। তাঁহার মুখের কথাই এই পরিবারের শাস্ত্র। কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাঁহারই কথায় ইঁহারা বিশ্বাস করেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথই মুক্তির পথ বলিয়া ইঁহারা অবলম্বন করেন। সন্দেহ হইলে ইঁহারা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহারই দ্বারা ইঁহারা করিয়া লন। তিনি একবার মন্ত্র দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে; নিকটে থাকিয়া নূতন নূতন মন্ত্র শিক্ষা দেন, নূতন নূতন উপায় বিধান করেন। তিনিই ইঁহাদের রাজা ও প্রভু, ইঁহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ইঁহাদের মধ্যে কে কি জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্যসাধনজন্য তিনিই তদুপযোগী আদেশ সর্ব্বদা করিতেছেন। কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিরূপে দিন কাটাইতে হইবে, প্রলোভন বিপদের সময়ে কি করা উচিত, এ সকলই তিনি বলিয়া দেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহার সেবাতেই ইঁহাদের আনন্দ, তাঁহার আজ্ঞা-পালনেই ইঁহাদের সুখ। ঈশ্বরের সহিত পিতৃসম্বন্ধ বশতঃ ইঁহাদের পরস্পর ভাই ভগিনী সম্বন্ধ। অনুরাগ, দয়া ও ভালবাসার সহিত পরস্পরের সেবা করা, পরস্পরের কল্যাণবর্দ্ধন করা, পরিবারের কাহাকেও ছাড়িতে না পারা, পরস্পরের পদানত হইয়া অবস্থান করা, অন্যকে সুখী করিয়া আপনি সুখী হওয়া, শত অপরাধেও শান্তচিত্ত ও সহিষ্ণু হইয়া ক্ষমা, প্রেমদ্বারা শাসন, ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইয়া পরস্পরকে সংশোধন, নরনারীর প্রতি পবিত্রভাবে দৃষ্টি, পরস্পরের দর্শনে হৃদয়ে উচ্চভাব ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেমের উদয়; হিংসা, দ্বেষ, পরসুখে কাতরতা বা পরের শ্রেষ্ঠতায় কষ্টবোধ সর্ব্বথা দূরে পরিহার, ছোট বড় সকলের নিকটে বিনীত ভাবে দাস হইয়া অবস্থান, যাঁহার নিকট হইতে যাহা শিক্ষণীয় আছে, আনন্দের সহিত তাহা শিক্ষা করা, কোন বিষয়ে কাহারও শ্রেষ্ঠতা থাকিলে তাহাতে সকলের আনন্দ অনুভব করা; এক শরীরের

অজ্ঞানে কাহাকেও ঘৃণা বা পরিহার, অহঙ্কার বা অন্ধভাবে অনুসরণ, আত্মাবমাননা বা আপনাকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ না করা, এই পরিবারের বিশেষ লক্ষণ। উপদেষ্টা ও আচার্য্যগণকে ঈশ্বর-নিয়োজিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা, এ পরিবারের বিশেষ নিয়ম, কিন্তু তৎসহকারে ইঁহারা ইহাই বলেন যে, "তাঁহাদিগকে আমরা অভ্রান্ত বা নিষ্পাপ মনে করি না, তাঁহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাহাও বিশ্বাস করি না, তাঁহারা নিজগুণে আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, ইহাও আমরা মানি না। তবে তাঁহারা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু এবং ঈশ্বরাধীন সহায় ও নেতা।" এ পরিবারের লোকেরা দাস দাসীকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন না, বা তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন না, সর্ব্বথা তাহাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পশু পক্ষী কীট সকলের প্রতি ইঁহারা সদয় ব্যবহার করেন। ঈশ্বরহস্তরচিত বৃক্ষ লতা ফল ফুল প্রভৃতির প্রতি ইঁহাদের বিশেষ প্রীতি।

বিধিপূর্ব্বক প্রশস্তভাবে উপাসকমণ্ডলীসভার সংগঠন

১৭৯৬ শকের ২৪শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ) শনিবার, সভাপতি কেশবচন্দ্রের ভবনে উপাসকমণ্ডলীর সভা হয়। এই সভায়, কে কে এই সভার সভ্য, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। এই সভার নির্দ্ধারণে অসন্তুষ্ট হইয়া যে পত্রাপত্র হয়, (১) আমরা তাহা যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন

পূর্ব্বে যখন উপাসকমণ্ডলীর সভা ও সঙ্গতসভা সম্মিলিত হয়, তৎকালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উক্ত সভা দ্বারা কাহার সত্ত্বা এককালে বিলুপ্ত হইবে না। তদবধি আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্ব্বে যাঁহারা উপাসক-মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন, এখনও তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু বিগত ২৪শে শ্রাবণ (১৭৯৬শক) (৮ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ) সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার

(১) এই সকল পত্রাপত্র ১৭৯৬ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

পর আপনার ভবনে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহার পর আপনি সঙ্গতসভায় সভাপতিস্বরূপ এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সঙ্গতসভার সভ্য ভিন্ন আর কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত নহেন। কি কারণে এবং কি প্রণালীতে তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বিবেচনায়, উপাসকমণ্ডলীকে অবগত না করিয়া, তাঁহাদের নাম সভ্যশ্রেণী হইতে বিচ্যুত করিবার সঙ্গতসভার কোন অধিকার নাই।

২। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং উপাসকমণ্ডলীর পূর্ব্বের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা কখন বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক পুনর্গঠিত করিবার জন্য আপনি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সত্বর উপাসকদিগের একটী সভা আহূত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক
কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত
শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, কানাইলাল পাইন
প্রভৃতি ২২ জন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রভৃতি ২১ জন।

শকাব্দা ১৭৯৬ শক, ২৫শে শ্রাবণ।
(৯ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ)
কলিকাতা।

কেশবচন্দ্র হাজারীবাগ হইতে এই পত্রের যে উত্তর দেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রিয় নগেন্দ্র ও কালীনাথ!

সে দিবস তোমরা যে আবেদনপত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে, তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ সংস্কার যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা" নামে একটী সভা ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গতসভার সহিত সম্মিলিত হয়, প্রথমোক্ত সভার সভ্য ও উহার সভ্যদিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২ জন

এ কথায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া, কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হস্তে ন্যস্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভা সত্বর আহ্বান করিয়া ঐ উপাসক-মণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেশে আমাকে সভা আহ্বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রথম শ্রেণী স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণ "পুনর্গঠন" চান ও অপর কয়েকজন নূতন সঙ্গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিরূপে সভা আহূত হইবে, তাহা অবধারণ করা কঠিন। সঙ্গতসভা নামে যে উপাসক-মণ্ডলী সভা আছে, তাহার যদি কেবল পুনর্গঠন করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ কেবল ঐ সভার সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ডাকিতে হইবে, আর যদি একটী সম্পূর্ণ নূতন সভা সংস্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণ-রূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। এ অবস্থায় যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতের ঐক্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা আমার পক্ষে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। যদি বর্ত্তমান সঙ্গতসভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ, ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদায় জানা যাইবে। আবেদনস্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমার সসম্মান নিবেদন যে, তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া একমত হইয়া আমার নিকটে প্রস্তাব করিলে, আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটী সভা ডাকিতে সচেষ্ট হইব।

হাজারীবাগ।
১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।
(১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ) — শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এ পত্রের উত্তর দেন :—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন,
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ব্রহ্মমন্দিরের
আচার্য্যমহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ৪৩ জন উপাসকের স্বাক্ষরিত, ২৫শে শ্রাবণ

(১৭৯৬ শক) দিবসের আবেদনপত্রের উত্তরে আপনি ৩১শে শ্রাবণ (১লা ভাদ্র) হাজারীবাগ হইতে লিখিয়াছেন যে, 'স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি।'

আমাদের মধ্যে বস্তুতঃ মতভেদ নাই। যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর সভার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন, তাঁহারা আবেদনপত্রের ঐতিহাসিক অংশসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, 'কেবল শেষ প্রস্তাবে' অর্থাৎ উপাসকমণ্ডলীর সভা পুনর্গঠিত হউক, এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গতসভানামে যে উপাসকমণ্ডলীর সভা আছে, আপনি বলিয়াছেন, তাহার পুনর্গঠন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের প্রার্থনা এই যে, ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত উপাসকের একটী সভা হয়। অতএব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক সংগঠন করিবার জন্য, আপনি সত্বর প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করিয়া, আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

কলিকাতা।
৮ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।
(২৩শে আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
প্রভৃতি ৩৬ জন।

২১শে ভাদ্র (১২৮১ সাল) (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) উপাসকমণ্ডলীর সভায় এই প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়ঃ—'উপাসকমণ্ডলী সভা' বলিলে কেবল ভূতপূর্ব্ব সঙ্গতসভানামক সভা বুঝায়, এবং যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন এবং সভার কার্য্যবিবরণ সময়ে সময়ে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'ধর্ম্মসাধনে' প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের যে সকল নিয়মিত উপাসক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত মন্দিরের নিয়মিত উপাসকরূপে গণ্য হইবেন এবং পূর্ব্বে তাঁহারা সমবেত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা উপাসকমণ্ডলীর কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান উপাসকমণ্ডলীসভার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা উহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক (শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত) সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে, যথানিয়মানুসারে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।"

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পত্রের উত্তর কেশবচন্দ্র এইরূপ দেন:—
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী সভার পুনর্গঠন জন্য প্রথম পত্রে যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, ঐ নামে একটী নূতন সভা সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীরা দ্বিতীয় পত্রে আমাকে একটী সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষর করিযাছিলেন, তাঁহারা সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই, বুঝিতে পরিতেছি না। দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীরা উপাসক বলিয়া স্বাক্ষর করেন নাই এবং অন্য কোন প্রকারে আত্মপরিচয় দেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্দিরে উপাসনা করেন না, সুতরাং মন্দিরের উপাসক বলিযা একদা পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহা হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে অবগত করিতেছি যে:-

আগামী ৪ঠা আশ্বিন (১৭৯৬ শক) (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) শনিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্য, উক্ত মন্দিরে অপরাহ্ণ ৫টার সময় একটী সভা হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম নিযমিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাদি করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।
৩১শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।
(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এই বিজ্ঞাপনানুসারে, ৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। (১) ব্রাহ্ম ও দর্শক সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চারি শত ব্যক্তি তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। কেশবচন্দ্র নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন।

"অদ্য যে জন্য আমরা ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় মহৎ এবং লক্ষ্য অতি উচ্চ। যেমন ব্রহ্মমন্দির প্রশস্ত এবং উচ্চ, তেমনই ইহার একটী

(১) এই সভার বিবরণ ১৭৯৬ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দব উপাসকসভা গঠিত হইবে। যেমন উপাসনা করিবার জন্য এই গৃহে অধিকসংখ্যক লোক একত্রিত হন, তেমনই সাধন করিবাব জন্যও কতক-গুলি সাধক একটী সভাবদ্ধ হইবেন। উপস্থিত ভ্রাতাদিগেব জানা কর্ত্তব্য, ১৭৯১ শকেব ৩০শে কার্ত্তিক, রবিবার, এই উপাসকমণ্ডলী সভার সূত্রপাত হয়। (১৭৯১ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উক্ত সভার বৃত্তান্ত পঠিত হইল।) যাহা পঠিত হইল, ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, ঐ সভা বিধিপূর্ব্বক গঠিত হইয়াছিল এবং সভার সভ্যেরা তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাসকদিগের মধ্যে সামান্য সামান্য মতসম্পর্কে অনৈক্যসত্ত্বেও তাঁহারা সভাবদ্ধ থাকিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সকলে এক পরিবার হইয়া পরস্পরকে ধর্ম্মনৈতিক শাসনে শাসন করিবেন, সকলেব যাহাতে উপাসনা ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয়, এই দুই বিষয়ে পবস্পবকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে যত্নবান্ থাকিবেন, এই উদ্দেশে এই সভা সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই দুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ এবং ভিত্তিভূমি। অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মেরা এই সভাবদ্ধ হন নাই। এই সভাব প্রার্থিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু ইহাব কিয়দংশ যে লাভ করিয়াছি, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। উপাসক-সভা দ্বাবা যে কার্য্য হইতেছে, ইহা আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নূতন সভা গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নূতন বিধানের বিরোধ নাই। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসকসভা গঠন করিবার জন্য আমবা আহূত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসনা প্রগাঢ় জীবন্ত সুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই দুই উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিন্ন উপাসকসভার অন্য কোন কার্য্য নাই। পুরাতন উপাসকমণ্ডলী সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয়কার্য্য করিবার জন্য অন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং অন্য অন্য সভা হয়, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত ও জীবনে বদ্ধমূল হইল, উপাসকসভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি বাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত

উপাসক অল্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্য এবং চারত্রের পবিত্রতা না থাকিলে, সামান্য মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁহারা উপাসক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের একতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা না থাকে, তাহা হইলে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ব্রহ্মমন্দির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিচ্ছেদ ইহার কারণ। সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া উদারতাবিস্তার, ভ্রাতৃবিচ্ছেদনিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্দ্ধন এই ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য। এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এরূপ যে, ভ্রাতাদিগের সঙ্গে যত মতভেদ থাকুক না কেন, এখনই তাঁহারা আসিলে আদরের সহিত এই মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুভাবগ্রাহী। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। যে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য নিম্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মন্দিরে যে ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, যাঁহারা এ সমুদায়ে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সাক্ষী। জাতি-নির্ব্বিশেষে সামান্য মতভেদ সত্ত্বেও, উপাসকেরা কেবল প্রেমশান্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মূল সত্য লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে অসম্ভব। যদি হয়, ইহা ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্তু তথাপি এই ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে। এই যোগ স্বর্গীয় এবং পবিত্র। অবিশুদ্ধ যোগ কোন কার্য্যেরই নহে। যে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয়, তাহা অতি জঘন্য। তুমি আমাকে শাসন করিলে, আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার এক জন সভ্য থাকিব, ইহা হইতে পারে না। পাপীকে শাসন করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, কেন না আমরা

সকলেই দুর্ব্বল মনুষ্য। কিন্তু পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই হইবে। পবিত্র হইব, যাঁহার ইচ্ছা নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। যদি তিনি অঙ্গীকার না করেন, যত পুণ্য করিয়াছি, আরও পুণ্য অর্জ্জন করিব, দিন দিন উপাসনা সাধন দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে কেহই ইহার প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনাশীল এবং চরিত্র নির্ম্মল হয়, তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের পক্ষেই পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। যাঁহাদের চরিত্রসম্বন্ধে জঘন্য দোষ আছে, তাঁহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দিন ইহলোকে থাকিবেন, তত দিন তাঁহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অদ্য এই প্রশস্ত উপাসকসভা গঠিত হইতেছে। মূল সত্যে বাদানুবাদ অসম্ভব। যদি ইহার একটি পরিত্যাগ কর, উপাসকসভা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"কিসে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে, ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আচার্য্য, উপাচার্য্য, উপদেষ্টা, বক্তা প্রভৃতি উপাসকসভার সেবক-দিগকেও পবিত্রচরিত্র হইতে হইবে। যদি কোন উপদেষ্টা মনে করিয়া থাকেন যে, উপদেশ দেওয়াই কেবল তাঁহার কার্য্য, কিন্তু উপদেশ পালন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগপত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। যাঁহারা বেদীর কার্য্য করিবেন, তাঁহারাও উপদেশানুসারে জীবনে উন্নত হইবেন। যাঁহারা ধনে এবং বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে এই মন্দিরের অর্থের ভার দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তিগণ এই গৃহের অর্থের ভার লইবেন, তাঁহাদিগকে ইহার পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বিশেষরূপে দায়ী হইতে হইবে। ইহার প্রায় ৫০০৲ টাকা ঋণ আছে, কিন্তু যখন আমি প্রথম হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমিই ইহার জন্য বিশেষরূপে দায়ী। যদি উপাসকমণ্ডলী ভার গ্রহণ করেন, তবে এই ঋণ-পরিশোধের ভার তাঁহাদেরই হস্তে থাকিবে। তাঁহারাই দায়ী হউন, আর আমিই দায়ী হই, ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্য যে ঋণ হইয়াছে, তাহা থাকিবে না। এই

মন্দিরের ট্রষ্টডিড হয় নাই, এবং যত দিন ঋণ আছে, তত দিন হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা এই ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত যে, অন্যান্য প্রকার ধর্ম্মের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেক না।

"আধ্যাত্মিক বিভাগ, বিষয়বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে। ধর্ম্মসাধন, প্রেম, পুণ্য ও শান্তি উদ্দেশে এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে। যাঁহাদের প্রতি সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে, বেদীর উপাসনাসম্পর্কে সে সকল সাধকদিগের উপরে ভার থাকিবে। যাঁহাদের মধ্যে অল্প বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ দেখা যায়, আমরা এই নিয়ম করিতে পারি না যে, তাঁহারা উপাসনাসম্পর্কে কোন কথা কহিবেন না। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিতে প্রস্তুত,—৫০ জনই হউন, আর তুই জনই হউন, যত দিন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম না হয়, তত দিন তাঁহারা কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন না। যাহাতে অনন্ত জীবনের সম্বল হয়, প্রত্যেককে এরূপে সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। কীর্ত্তন দ্বারা, উপাসনা ধ্যান দ্বারা, প্রচার দ্বারা জীবনকে পবিত্র করিতে হইবে। সাবধান, যিনি অনন্তকালের জন্য পবিত্র হইতে ইচ্ছুক নহেন, তিনি যেন ইহার সভ্য না হন। যাহাতে উপাসনা সুমিষ্ট হয়, চরিত্র পবিত্র হয় এবং কি প্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা নির্ম্মল হইয়া চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদায় বিষয় উপাসকসভা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। উপাসকদিগকে একটী পরিবার হইতে হইবে। মতভেদ আছে বলিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ৫ জন হও, ১০ জন হও, কিংবা সহস্র জন হও, সকলে একপ্রাণ হইয়া থাকিতে হইবে। উদারতা এবং পবিত্রতা এই উভয়ের সামঞ্জস্যের অভাবেই ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ৪০ বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিতেছে। উপাসকসভার মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা কিংবা দলাদলি হইতে পারে, মনে থাকে, তবে উপাসকসভার প্রয়োজন নাই। যদি যথার্থ নির্ব্বিবাদ পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবারে বিবাদ অসম্ভব), প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধীদিগকে দণ্ড দাও; কিন্তু সাবধান, কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে দিন ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্রদায়িকতা নির্ম্মূলিত হইয়াছে।

এই মন্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হইতে পারে না। আমি জানি, আমাদের হস্তে এমন অস্ত্র আছে, যাহা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়। আমরা প্রেম দ্বারা পরস্পরকে বশীভূত করিব। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার ভিতরে সম্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত এই কথা বলিতেছি কেন? আমি জানি, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র উদারতার ধর্ম্ম। বাহিরে সহস্র প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্তু প্রেমই উপাসক-সভার প্রাণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, আজ যে প্রেম হইল, অনন্তকাল এই প্রেম থাকিবে। অনন্ত জীবনের জন্য এই পবিত্র প্রেমব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হইবে, আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব।"

বক্তৃতা শেষ হইলে, আচার্য্য মহাশয় ৫৮ জন উপাসকের নামস্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্রসম্বলিত নিম্নলিখিত ছয়টি প্রস্তাব পাঠ করিলেন :—

"১। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ধর্ম্ম ও অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদন এবং উহার উপাসকদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন উদ্দেশে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভা' নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

২। ইহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যভার আচার্য্যের হস্তে থাকিবে।

৩। ইহার অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য নিম্নলিখিতব্যক্তিদিগের উপর অর্পিত হইবে :—

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন অথবা তৎকালীন আচার্য্য,
শ্রীজয়গোপাল সেন, শ্রীকানাইলাল পাইন,
শ্রীঅমৃতলাল বসু অথবা তৎকালীন অধ্যক্ষ।

৪। অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষবিমুক্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, এবং নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনাতে যোগ দেন, তাঁহারা উক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অন্যূন ।০ চারি আনা প্রতিমাসে অথবা তিন টাকা প্রতিবর্ষে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে, এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও, সভ্য হইতে পারিবেন।

৬। ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনের জন্য অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার উপাসক সভার অধিবেশন হইবে।

৭। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সভার সম্পাদক হইবেন।"

এই সকল প্রস্তাবসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য আপত্তি উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবসম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি এই যে, একা আচার্য্যের হস্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভার না থাকিয়া, কয়েকজন সাধক ব্রাহ্মের উপর থাকে। তৃতীয় প্রস্তাবসম্বন্ধে আপত্তি এই, অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্যভারনির্ব্বাহজন্য আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়। সপ্তম প্রস্তাবসম্বন্ধে তিনি এই কথা বলেন, পূর্ব্ব সম্পাদক উমেশ বাবুই সম্পাদক থাকেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবের আপত্তিসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলেন, আচার্য্য মনোনীত করিবার ভার সভ্যমণ্ডলীর হাতে। সুতরাং উপাসকমণ্ডলী হইতে কয়েকটি ধাম্মিক লোক মনোনীত করিয়া লইয়া, তাঁহাদের দ্বারা আচার্য্যনিয়োগে সমধিক গোলের সম্ভাবনা। কেন না উপাসকগণমধ্যে কাহারা সমধিক ধাম্মিক, এ সম্বন্ধে মতভেদের বিশেষ সম্ভাবনা। আচার্য্য উপাসকদিগের বিরাগভাজন হইলে, তাঁহারা অপর কাহাকেও আচার্য্য মনোনীত করিতে পারিবেন। বাদানুবাদের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব পূর্ব্ববৎ থাকিল। তৃতীয় প্রস্তাবে এই কথা সংযুক্ত হইল যে, "পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ, ইচ্ছা হইলে, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।" চতুর্থ প্রস্তাবে "উপাসনাতে যোগ দেন" ইহার পরিবর্ত্তে "উপাসনাতে যোগ দেন, অথবা দিতে ইচ্ছা করেন" এইরূপ লেখা স্থির হইল। পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া এই আকার ধারণ করিল, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলে অথবা প্রচারকার্য্যের অনুরোধে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন।" সম্পাদকনিয়োগসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিলেন, অদ্যকার সভা নূতন সভা। অতএব নূতন সম্পাদকনিয়োগে কিছু পূর্ব্ব সম্পাদকের অবমাননা হইতেছে না। স্বয়ং উমেশ বাবু এই কথা বলেন, তিনি যখন কলিকাতায় এখন থাকেন না, তখন তাঁহার দ্বারা সম্পাদকের কার্য্যনির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাবু নীলমণি ধর, বর্ষে বর্ষে আচার্য্য নিযুক্ত করা হয়, প্রস্তাব করেন, শিবনাথ বাবু উহার পোষকতা করেন; বর্ত্তমান আচার্য্যসম্বন্ধে এ নিয়ম হইতে পারে না, বাবু নবীনচন্দ্র

রায় বলেন, সাধারণের মত লওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। সভার স্থিতি প্রায় পাচ ঘণ্টাকাল ছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গাম্ভীর্য্য ও ভদ্রতা সহকারে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা বলিবার ছিল, স্বাধীনভাবে তাহা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাব ভাল করিয়া আলোচনার পর যখন প্রস্তাবকারী নির্ব্বাক্ হইয়াছেন, তখন সকলকে হস্তোত্তোলন করিতে বলা হইয়াছে। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে ১৭ জন নূতন সভ্য আপনাদের নাম স্বাক্ষর করেন।

"কলিকাতা স্কুল" ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে স্থানান্তরিত

এই সময়ে (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে, পূর্ব্বে যে গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল, সেই গৃহে কলিকাতা স্কুল আনীত হয়। বারটার সময়ে ছাত্রগণ উপরিতন হলে মিলিত হইলে, কয়েকটি সঙ্গীত এবং কানিউট, সভাসদ্‌গণ এবং ব্রুটস্ ইত্যাদির বাচনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। এইরূপ গৃহ অধ্যয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহাতে সকল ছাত্রের মুখ আজ অতি প্রফুল্ল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ রচনা পাঠ করিল। সভাপতি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার পর কার্য্য শেষ হয়। বালক ও শিক্ষকগণ সহসা প্রশস্ত গৃহ লাভ করিলেন, ইহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, উৎকৃষ্ট গৃহ সদ্বিদ্বান্ জন্মাইতে না পারুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রমুক্তবায়ুনিষেবিত গৃহ উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। বালকেরা আজ প্রশস্ত গৃহ লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত, তাহাদের অনেক বিষয়ে ক্লেশ ছিল, আজ তাহা অপনীত হইল। তিনি আশা করেন, তাহারা যেমন প্রশস্ত ঘর পাইল, তেমনি তাহাদের হৃদয় ও মন প্রশস্ত হইবে। অতি সম্মানিত স্থলে এখন তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। হিন্দুস্কুল, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ারস্কুল, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ—গবর্ণমেণ্টের সমস্ত অধ্যাপনাস্থান ইহার নিকটস্থ। কলিকাতা স্কুলের ছাত্রগণ এইরূপ স্থান লাভ করিয়া অবশ্য আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিবে; কিন্তু যাহাতে এই সকল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের সঙ্গে সদ্ভাবে স্থিতি হয়, কখন বিরোধ বিদ্বেষ না হয়, এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইবে। ছাত্রগণের মনে রাখা উচিত যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের সহিত এজন্যও তাহাদের সৌহৃদ্যের সম্বন্ধ রাখা উচিত যে, তাহাদিগের

শিক্ষকগণ হিন্দুকলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও এই দুই বিদ্যালয়ের উপরে গভীর সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতা আছে। আজ যে গৃহে কলিকাতা স্কুল স্থাপিত হইল, এই গৃহে তিনি কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাহা নহে; এই গৃহেই তিনি গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় প্রথমতঃ বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন। তিনি আশা করেন যে, এই গৃহে বিদ্যালয় দিন দিন উন্নতাবস্থা লাভ করিবে। বক্তৃতান্তে বালকগণ গভীর আনন্দধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করে। অপরাহ্ণ দুইটার সময় কার্য্য শেষ হয়।

৪১

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব, নববিধান ও মাতৃভাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা

কতকগুলি মূল মত লইয়া সন্দেহ

মণ্ডলীর মধ্যে একবার কোন রোগ প্রবিষ্ট হইলে, শীঘ্র তাহা অপনীত হয় না, অনেক সময়ে এই রোগ এত দূর মারাত্মক হইয়া পড়ে যে, অনেকের সম্বন্ধে উহা জীবনব্যাপী রোগ হইয়া দাঁড়ায়। উপাসকমণ্ডলীর সভা নিয়মপূর্ব্বক গঠিত হইল, স্বাধীন মতামত প্রকাশ দ্বারা সকল বিষয় নির্দ্ধারণ হইয়া গেল, অথচ অনেকের মনের কালিমা ঘুচিল না। কতকগুলি মূল মত লইয়া *

* এই সময়ে মূল মতগুলির বিরোধে বিচার উত্থাপন করিবার জন্য 'সমদর্শী' পত্রিকা বাহির হয়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই পত্রিকায় কি কি মতসম্বন্ধে ইঁহাদিগের বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্বের (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক) এই লেখাটী সংক্ষেপে প্রদর্শন করিবে:—"প্রথমতঃ 'হিন্দু' শব্দের প্রতি শিবনাথ বাবু যে এক্ষণে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, প্রায় তিন বৎসর হইল, ইহার বিরুদ্ধে মৃত গোরাচাঁদ দত্তের ভবনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের সহিত তিনি এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন; তদ্ব্যতীত নূতন বিবাহবিধি পাশ হইবার সময় তাহাতে মত দান করিয়াছেন। এখন বলিতেছেন, 'ব্রহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নয় বলিয়া চিৎকার করা অনাবশ্যক। আমার মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্ম, তেমনি খ্রীষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম, কোন সম্প্রদায়ের সহিত ইহা একীভূত হইতে পারে না।' রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াই, শিবনাথ বাবুকে দিয়া উক্ত বক্তৃতা দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, 'আমাদের মন্দির দেখিতে খৃষ্টিয়ান চার্চ্চের মত; অতএব আমার বিবেচনায় উহা সাধারণ লোকদিগকে আমাদের সমাজ হইতে বহু দূরে রক্ষা করিয়াছে।' এই মন্দির যখন নূতন হয়, তখন আমাদের বন্ধু একটী অতি সুন্দর সুমিষ্ট কবিতা লেখেন; বোধ করি, অনেকে তাহা বিস্মৃত হন নাই। তৃতীয়তঃ শিবনাথ বাবু বলেন, 'আমরা ভাবি, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণে আবার মহত্ত্ব কি? ধর্ম্ম কি? সামান্য লোকেও তাহা করে। পিতা মাতার সুখ দুঃখে নিরপেক্ষ হইয়া কল্পিত-প্রচারে ব্যস্ত থাকাই প্রকৃত মহত্ত্ব, এই ভ্রান্ত ও দূষিত মত শীঘ্রই দূর হইয়া উচিত; এ মত

অনেকের মন সন্দেহযুক্ত (১)। সন্দেহযুক্ত চিত্ত কখনও কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ইঁহারা মনে মনে কেশবচন্দ্র ও তাঁহাব বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। যখন কোন রোগ মণ্ডলীব মধ্যে প্রবেশ কবে, সে রোগ রূপান্তরে অল্প বিস্তর সকলকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রচাবকগণও বিচ্ছিন্ন হইবার ভাব হইতে যে মুক্ত ছিলেন না, ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব

পঞ্চচত্বারিংশসাংবৎসরিক উৎসব (১৮৭৫ খৃঃ) (২) উপস্থিত। ব্রহ্ম-মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী স্বতন্ত্র স্থাপিত হওয়াতে, সঙ্গতসভা পুনরায় স্থাপিত হয়। প্রথম দিনে (৬ই মাঘ, ১৭৯৬ শক, সোমবার; ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ) সঙ্গতসভার উৎসব। এ সময়ে ভিতরে ভিতরে যে বিরোধ চলিতে-

ধর্ম্মনীতির চক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়। হে ব্রাহ্ম! আগে মনুষ্য হও, মনুষ্যের কার্য্য কর, পরে দেবতা হইও।' চারি বৎসরের, বোধ হয়, অধিক হইবে না, শিবনাথ বাবু এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিবেন কি না, এইরূপ আন্দোলন যখন তাঁহার মনে উপস্থিত হয়, তখন বলিয়াছিলেন, Direct inspiration হইয়াছে, চাকরী না করার দিকে। সেই প্রত্যক্ষ আদেশানুসারে যিনি প্রচারক হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন তিনি বলিতেছেন, অগ্রে অন্নের সংস্থান, পরে প্রচারব্রত গ্রহণ, কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে এ কথা বলেন নাই, সেরূপ কাজও করেন নাই।" আদেশের মতসম্বন্ধে তিনি প্রত্যুত্তরপত্রে (১৭৯৭ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত) এইরূপ লেখেন, 'প্রীতি মনুষ্যকে ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত করে এবং যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু পবিত্র, তাহার দিকে হৃদয় স্বতই প্রধাবিত হয়। 'আদেশ' 'আদেশ' করিয়া চিৎকারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই. তাহাতে আমার ন্যায় অনুন্নত ব্রাহ্মদিগকে ভ্রম ও কল্পনার হস্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ······আদেশের মত মাথায় থাকুক, আপনারাও মাথায় থাকুন। এই অল্প বুদ্ধি শুদ্ধি, অল্প বিবেকে যাহা উচিত বুঝিব, তাহাই করিব এবং তাহাই বলিব।"

(১) অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত "Behold the Man" পুস্তকে প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত আছে।

(২) পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসববিবরণ ১৭৯৬ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের এবং ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

ছিল, ৭ই মাঘের সদালাপের সভাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে উহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। "প্রথমে পরস্পরের সহিত পরিচয় হইয়া, পরে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল; যাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ছিল, তাঁহারাও একত্রিত হইয়া আলাপাদি করিয়াছিলেন।" ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মাসিক অধিবেশনে, ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে পুনঃসম্মিলনের প্রস্তাব করা স্থির হইয়া, এ কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর প্রতি সমর্পিত হয়। ৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার উভয় ব্রাহ্মদলের সদ্ভাববিস্তারের জন্য অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় মহর্ষির গৃহে সভা হয়। এই সভায় অনুমান চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "সে দিন পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব-সঞ্চারের জন্য যে কোন বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, কিংবা যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহাতে যে সভার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেবল এই মাত্র প্রত্যাশা করা যায় যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ সভা করিয়া তদনুসারে কিছু কার্য্য করিলে, অন্ততঃ বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ ভাব সকল হ্রাস হইতে পারে।"

মণ্ডলীর অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে অসদ্ভাব থাকিলেও, কার্য্যের স্রোত একেবারে অবরুদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা কার্য্য করিবেন, তাঁহারা যদি পরস্পর অসংমিলিত থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যস্রোত অনবরুদ্ধ থাকিবে কি প্রকারে? সায়ংকালে (৯ই মাঘ) কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ত্রিতল গৃহে তাঁহাকে লইয়া প্রচারকবর্গ উপবিষ্ট। কেশবচন্দ্রের চিত্ত ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে বলিলেন, যে কারণে ভাদ্রোৎসবে তিনি কার্য্য করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই বর্ত্তমান উৎসবেও তিনি কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা, পরস্পরের মধ্যে যে অসদ্ভাব আছে, তাহা মিটাইয়া লন, তাহা হইলে তিনি উৎসবে কার্য্য করিতে পারেন। এই কথা শল্যের ন্যায় সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, কিন্তু কি যে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সদ্ভাবের দিকে একপদ অগ্রসর হওয়া প্রচারকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যখন তাঁহারা কিছুতেই মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশবচন্দ্র সভাস্থল হইতে আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন, গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাণ্ডায়

গেলেন। তিনি কেন দ্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে একজন উঠিয়া দ্বারের একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্গের পাদুকা লইয়া আপনাকে প্রহার করিতেছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে প্রচারকবর্গকে লিখিয়াছিলেন যে, "যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।"(১) আজ সেইটি তিনি কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের চিত্ত আকুল হইল, তখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, সকলে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এই ঘটনা সকলেরই মনে বিশেষরূপে কার্য্য করিতেছিল। উহার কি ফল হইয়াছিল, নিম্নলিখিত ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃতাংশ সকলকে বিদিত করিবে।

"বিগত (৯ই মাঘ) রজনীর শেষভাগে কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া, ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে নাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিতে কবিতে ভাবের গাঢ়তা হইল, জড়তা এবং শীতলতা চলিয়া গেল, ব্রহ্মোৎসবের প্রেমতরঙ্গ সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করিল। 'আজ মাতিব, আর মাতাইব' এই জীবন্ত শব্দ যতই মনে উদয় হইল, ততই সমস্ত উৎসাহশিখা এক হইয়া গেল, ভাবের বিরোধ আর রহিল না; তখন জীবনরথ সহজে সবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর স্নানান্তে আচায্য মহাশয়ের ভবনে (১০ই মাঘ) প্রাতঃকালীন উপাসনায় সকলে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উপাসনা এবং সঙ্কীর্ত্তনেই প্রকৃত পক্ষে উৎসবের জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াছিল। সে দিন যে প্রার্থনাটী হইয়াছিল, তাহা অতীব মধুর। দুঃখের বিষয় যে, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পরিষ্কাররূপে আমরা পাঠকগণকে জানাইতে পারিতেছি না। সেই প্রার্থনায় যে হৃদয় কেবল প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার ভাবের মাধুর্য্যে চিত্ত প্রফুল্ল হইল, মন আহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিল। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী দ্বারা উক্ত প্রার্থনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশিত হইবে। প্রার্থনা অর্দ্ধেক হইতে না হইতে কোন এক দীন সাধকের (সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ

(১) ৯৮৬ পৃষ্ঠায় পত্রখানি দ্রষ্টব্য।

সান্ন্যালের) হৃদয়ে অত্যল্প আয়াসে ইহা সঙ্গীতাকারে (১) গ্রথিত হইয়াছিল।"

বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপাসনা হইল; আবার অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে নগর-সংকীর্ত্তনার্থ কলুটোলার গৃহে সকলে সমবেত। এবার চারিদলে বিভক্ত হইয়া সংকীর্ত্তন হয়। এক এক দলে মূলগায়ক পঁচিশ জন ছিলেন। তেরখানি মৃদঙ্গ, চৌদ্দ জোড়া করতাল, চারিটী রামশিঙ্গা ও আটটি নিশান ছিল। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এ বৎসর লোক-সমাগম অধিক হয়। "জয় ব্রহ্ম জয়, বল সবে ভাই আনন্দমনে" (২) ইত্যাদি নগরসংকীর্ত্তনের গান ছিল, ঐটি এবার সংস্কৃতেও অনুবাদিত হয়। এবার ১১ই মাঘেই (২৩শে জানুয়ারী) টাউনহলে অপরাহ্ণে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয়, "ভারতে স্বর্গের জ্যোতি অবলোকন কর" (Behold the light of heaven in India)। ধর্ম্মতত্ত্ব এই বক্তৃতার সার এইরূপে দিয়াছেন:—"বক্তৃতার মধ্যে ক্ষমা, পরোপকার, দয়া এবং প্রত্যাদেশসম্বন্ধে কয়েকটী নূতন কথা ছিল। বক্তা প্রচুর সাহস এবং বলের সহিত আপনার জীবনের পরীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে কোন কোন সার অংশ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। 'আমি আছি' এই জীবন্ত মহাবাক্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যাত্মার অভ্যন্তরে বলিয়া দিতেছেন, ইহার প্রমাণ আছে, আমি আমার আত্মার মধ্যে সে কথা শুনিয়াছি, এই ভাবে উৎসাহের সহিত তিনি যে কয়েকটী কথা বলিলেন, তাহা বিশ্বাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ক্ষমা শব্দের প্রচলিত অর্থ, ক্রোধ সংবরণ করিয়া অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া, ইহা পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ দয়ার আধার ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না; মূলেই যাঁহার ক্রোধ নাই, তাঁহার কাছে কি বিনয়বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভব? যে দয়ার কার্য্য সর্ব্বাগ্রে নিজ গৃহে আরম্ভ হয়, তাহা উচ্চ দয়া নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক, সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি পরহিতসাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে, কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। 'অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, যেরূপ তাহার নিকট তুমি প্রত্যাশা কর', এই পুরাতন নীতিবাক্যও উন্নত নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। ইহা ফলাফলবাদী

(১) "পবিত্র শুভ্র বসনে, সাজায়ে সন্তানগণে, হাতে ধ'রে লয়ে চল নগরের রাজপথে (স্বর্গরাজ্যের পথে)" ইত্যাদি। "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন", ১২শ সংস্করণ, ২৬৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন", ১২শ সংস্করণ, ৯৭০।৯৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

জনষ্টুয়ার্ট মিলের শাস্ত্র; জগদ্ধিতৈষী নিঃস্বার্থ প্রেমিক ঈশার উপদেশ নহে। নিজের সুখ স্বার্থ প্রশস্ত নৈতিক কর্ত্তব্যের পরিমাপক যন্ত্র কখন হইতে পারে না।......শেষ ভাগে বক্তা ব্রাহ্মসমাজের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সময়ে সময়ে আমার মস্তকে অনেক জঘন্য অপবাদ আসিয়া নিপতিত হইয়াছে, অনেকে আমার চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ করাকে আমি নীচতা মনে করি। ঈশ্বরের সত্যের প্রতিকূলে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে, তাহাদের দ্বারা স্বর্গের অগ্নি আরও জলিয়া উঠিবে। আমাকে যে যাহা বলিতে চায়, বলুক, কিন্তু ঈশ্বর যে আলোক প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বাণ করিতে কাহার সাধ্য? আমি যে সাধুসঙ্কল্প-সাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, তাহা হইতে কেহই আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি অগ্রসর হইব! বীরত্বের সহিত আমি অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহায়, তাঁহার পুত্র কন্যাগণ আমার প্রিয়, কাহাকেও আমি ভয় করিব না।"

প্রকাশ্যে নববিধানের উল্লেখ

কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যে নূতন বিধানের উল্লেখ করেন, এবং এই বিধানই যে সকল বিধানকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়, বিধানে বিধানে কদাপি অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, এ মূলতত্ত্বও প্রচার করেন। বলিতে হইবে, কেশবচন্দ্রে এই মূলতত্ত্ব অতি প্রথম হইতে (১) নিবিষ্ট ছিল। যাঁহারা তাঁহার প্রথম বয়সের লেখা সকল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে উহা দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়স্থ মূলতত্ত্বগুলি ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়া, এখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, কেশবচন্দ্রের এ সময়ের উপদেশে (২) তাহা

(১) কেশবচন্দ্রে নববিধানের ভাব অতি প্রথম হইতে ছিল, তাঁহার প্রথম জীবন পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারেন। ইংরেজী ১৮৬০ সনে "প্রেমের ধর্ম্ম" (Religion of love) নামক প্রবন্ধে, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলকে এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে এক হইবার জন্য অনুরোধ আছে। ১৮৬১ ইংরেজী সনে (১৭৮৩ শকে) যখন তিনি কৃষ্ণনগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান, তখন সেখান হইতে, হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান সকলে গলা ধরাধরি করিয়া শান্তিনিকেতনে সেতু পার হইয়া যাইতেছেন, এইরূপ এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

(২) ১৭৯৫ শকের ৩রা চৈত্রের উপদেশটী ১৭৯৬ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

স্পষ্ট প্রকাশ পায়। "যত বার ঈশ্বর (৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ব্রহ্মমন্দির) (১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) জগদ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমুদায় আমারই জন্য, এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে ঋষিরা ব্রহ্মনাম গান করিয়া হিমালয় কাঁপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, অমুক শুষ্ক দেশ যে তিনি ভক্তিস্রোতে ভাসাইলেন, এ সমুদায় আমারই জন্য। সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমারই জন্য। এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটি বিধান, ইহা আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্মই আপনার লোক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটি লোক, যাহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদায় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত, যাঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদায় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহাদের সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে তাঁহারা আছেন।.........তাঁহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন। কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদায় আপনার হয়। সমুদায় আপনার হইলে যে কি হয়, জগৎ তাহা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে জানে নাই। সমুদায় একত্র হইবামাত্র প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় একটী অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্নি দ্বারা এখন যাঁহারা যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছেন, সে পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্ম।......জগতের

পরিত্রাণের জন্য যত বিধান হইয়াছে, সমুদায় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে। কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং কোটি বৎসর পরে যাহা হইবে, তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের।" এ সময়ে নূতন বিধান লইয়া বিশেষ সমালোচনা চলিতেছিল। ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের (১লা অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃঃ) ধর্ম্মতত্ত্বে "ঈশ্বরের নূতন বিধান" শিরোনামে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। উপাসকমণ্ডলীর সভাসংগঠনে (৪ঠা আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে পুরাতন ও নূতন বিধানের পার্থক্য তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন। তৎপূর্ব্বে ২২শে ভাদ্রের (৬ই সেপ্টেম্বরের) উপদেশের (১) অন্তিম প্রার্থনায় স্পষ্ট প্রার্থনা আছে, "তোমার নূতন বিধান, তোমার নূতন অঙ্গীকারপত্র দেখাইয়া দাও।"

মাতৃভাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা

আশ্চর্য্য এই যে, এবার যেমন "নূতন বিধান" প্রকাশ্যে উল্লিখিত হয়, তেমনি প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব চিরপরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় হইতে সময়ে সময়ে উপদেশে, সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম সাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে (২) মাতৃভক্তি বিশেষ ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। ১৭৯৪ শকের ১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ) ব্রাহ্মিকাগণের প্রতি যে উপদেশ (৩) হয়, তাহাতে কন্যাগণের জন্য পরমমাতার আকুলতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। "মেয়েদিগকে ঘরে না

---

(১) ১৭৯৬ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

(২) "জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন, করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশুপ্রায়।"
"কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"
"জগত জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।"
"স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে।"
"চরণ দেহি মাগো কাতর জনে।"
"ওগো জননী! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।" ইত্যাদি।

(৩) ১৭৯৪ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন, অবশ্যই তাহাদিগকে কোন শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছেন, কিংবা কোন রাক্ষসী মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, অথবা অন্ধ হইয়া কোন পাপকূপে পড়িয়াছে।" এ সময়েও কেশবচন্দ্রের মনে পিতৃভাবের প্রাধান্য, এবং মাতৃভাবের তদন্তর্ভূতত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সাংবৎসরিকে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে (১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক; ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ)মাতৃভাব অন্যান্য ভাব অপেক্ষা প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। (১) "মাকে যদি না দেখিলে, তবে যে তোমরা মাতৃহীন। যাহার মা নাই, সে বরং একপ্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে; যে জানে, মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার যত যন্ত্রণা, সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, তোমোদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিংবা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ-হস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইঁহাকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না, তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নি, ব্রহ্মকন্যা, যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার প্রতি যথার্থ ই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়।" "আমাদের জননী কেমন, তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া, অনন্ত কাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া, সুখী হইতে পারিবে। কত কাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে, মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি অকালে মৃত্যু হয়, তবেত আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা হইল না; কিন্তু যদি আর দেখা না হয়, তবে এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য?" "মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। ভগ্নীগণ, বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর।" "মানুষের রূপ গুণ

(১) উপদেশটী ১৭৯৬ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখ নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য্য. আজ উৎসবের দিনে তাহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না? তোমাদেরও সুখ হইবে, আমরাও তোমাদের সুখে সুখী হইব। এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে, সে পাগলের মত হইয়াছে।"

৪২

সাধন ও তপোবন

কেশবচন্দ্রের নির্জ্জনবাস ও যোগসঞ্চার এবং তপোবনে সহধর্ম্মিণী সহ বৈরাগ্যব্রত-গ্রহণ

কেশবচন্দ্রকে ও বর্ত্তমান বিধানকে ছাড়িবার জন্য প্রচারকগণ আয়োজন করিয়াছেন, এই অভিযোগ করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা "অগ্নিপরীক্ষা" অধ্যায়ে (৯৮৬ পৃঃ) নিবিষ্ট করিয়াছি। কেশবচন্দ্র যে আশ্রমবাসিগণের উচ্ছিষ্ট, কাহাকেও জানিতে না দিয়া, প্রসাদ বলিয়া এক দিন ভোজন করিয়াছেন, সেই আশ্রমবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে শৈথিল্য দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় যে গভীর যাতনা অনুভব করিবে, ইহা আব বিচিত্র কি? তিনি দুঃখের আবেগে একাকী বেলঘরিয়া উদ্যানে চলিয়া গেলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। সেখানে গিয়া নির্জ্জনবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নির্জ্জনবাস তাঁহার পক্ষে সুমহৎ ফল বহন করিল। জীবনবেদের যোগ-সঞ্চারাধ্যায়ে (৭৮ পৃষ্ঠায়) কেশবচন্দ্র যে বলিয়াছেন—"ঝোপের দিকে যাই তাকাইলাম, গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম; আবার বলিলেন, 'আয়, কাছে আয়।' খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম, ব্রহ্ম পাইয়াছি, যোগ হইল।"—ইহা আমরা তাঁহার মুখে বেলঘরিয়া উদ্যানে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে কথা শুনিয়াছি, ঠিক তাহারই অনুরূপ। এই দর্শনব্যাপার হইতে কেশবচন্দ্র এই উদ্যানের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ইহার নাম 'তপোবনে' পরিবর্ত্তিত হইল। কেশবচন্দ্র উদ্যানে নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোরতর রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জীবনাশঙ্কা উপস্থিত হইল। এই সময়ে বন্ধুবর্গ আসিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ-সহকারে অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে অগত্যা কর্ত্তব্যানুরোধে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কয়েক দিন পর তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী সহ তপোবনে

প্রতিগমনপূর্ব্বক বৈরাগ্য-ব্রত-গ্রহণকালে, ইংলণ্ডের বন্ধুগণের প্রদত্ত স্বর্ণঘড়ী ও চেন পরিত্যাগ করিলেন, ও উহা বিক্রয় করিয়া * আশ্রমের পাথা প্রস্তুত করিতে বন্ধুগণকে বলিলেন। সেই হইতে আর কখনও তিনি স্বর্ণঘড়ী বা চেন ব্যবহার করেন নাই।

প্রচারকগণের জীবনের গতি ফিরাইয়া পরম্পরের বাধা করিবার চেষ্টা

ভারতাশ্রমের গ্লানির মোকদ্দমা চলিতেছে †। এই গ্লানির মোকদ্দমা অমূলক হইলেও, ইহার ভিতরে যে বিধাতার বিশেষ শিক্ষা আছে, তাহা কেশবচন্দ্রের নিকটে কেন অপ্রকাশিত থাকিবে। এ সময়ে কোন্ দিকে স্রোত ফিরাইতে হইবে, তিনি বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ১৭৯৬ শকের ২২শে ভাদ্রের (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) প্রচারকসভায় যে কথা হয়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের কোন্ দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল।

"আরও কথা হইল, আশ্রমকে আর আমরা আদর্শ মনে করি না। 'সুখী পরিবার' বইখানি এখনকার আদর্শ। আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্য্যালয় এ গুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ গুলিকে আর আমি আমার বলিতে পারি না। আমি চিরপ্রচারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাই। প্রতিদিনের যে উপাসনা হইবে, তাহাতে কেবল যাঁহারা বরাবর নিয়মিতরূপে আসিবেন, তাঁহারাই আসিবেন। উপাসনা অন্ততঃ প্রতিদিন সমানভাব ধারণ করিবে, গানও প্রতিদিন সমানভাবে করিতে হইবে। নীতিসম্বন্ধে এই কথা হইল, কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না। যদি কেহ কহেন, তাঁহার সহিত খাওয়া দাওয়া রহিত হইবে। জগতের লোকে অন্ততঃ বলিবে, ইহারা সত্যবাদী। যিনি রাগ করিবেন, তাঁহার উপর কোন প্রকার শাসন হওয়া চাই। উপদেশের সময় নিদ্রা, আলস্য ও ঔদাস্য পরিহার করিতে হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থার সময়ে যেন উপদেশ শোনা না হয়। এ সময়ে শোনা সত্যকে অপমান করা। ব্যভিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ

---

* এই ঘড়ী একজন বন্ধু ক্রয় করিয়া লন। এখনও সে ঘড়ী তাঁহার নিকট আমরা দেখিয়াছি। (প্রথম সংস্করণের মন্তব্য)

† ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।

করিতে হইবে। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীব ভাব কোন মতে আসিতে পারিবে না। যাহাতে ৭০০ বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে, এইরূপ দেখিতে হইবে। অপবিত্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে,। অন্যের মনে, কি উত্তরকালীন বংশের মধ্যে, কোন কালে এ ভাব না আসিতে পারে, এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। চক্ষুতে, ইচ্ছাতে, ভাবেতে, ভঙ্গীতে কোন রূপে ব্যভিচারের ভাব যেন সম্ভব না হয়। এমনি ভাবে চলিতে হইবে যে, এ সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক হওয়া সম্ভব, তবু যেন ব্যভিচার পাপ সম্ভব হয় না। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, বৈরাগ্য গ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ, প্রেম প্রকাশ করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পাপবিহীন এবং সত্যগ্রাহী হইতে হইবে। এ সময়ে আমাকে কেহ বাধা দিবেন না, তাহা হইলে আমার ভাবস্রোত (Inspiration) বন্ধ হইবে। যাঁহারা বাধা দিবেন, তাঁহারা দূরে থাকিবেন। মূলমন্ত্র দুই—সকল সময়ে অবিচলিত থাকা, এক্ষণ যাহা করিব, তাহা চিরকাল করিব।”

কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্য্যালয়, কিছুই তাঁহাব ঠিক মনের অনুরূপ ছিল না। তিনি এ সকলের সংশোধনের জন্য বহু সময়ে বহু প্রকারেব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল উপায় অল্পকালের জন্য কার্য্যকব হইয়া নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে; আশ্রমাদির যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশাতেই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত তাহার অনুসরণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে। কিছুদিন প্রযত্ন প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া, আবার পূর্ব্ববৎ আলস্য জড়তায় নিপতিত হওয়া এক প্রকার ইঁহাদিগের স্বভাব। আশ্রমবাসী আশ্রমবাসিনীগণ মধ্যে যে ইহা ঘটিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এক প্রচারকবর্গের উপবে সমুদায় আশা ভরসা, তাঁহারাও এ সময়ে আপনাদের জীবনের উচ্চতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; বরং তাঁহাদের সংসারের দিকে যে ঝোঁক হইয়াছে, এ সময়ে তাঁহারা ইহারই পরিচয় দিতেছিলেন। একদিন কেশবচন্দ্র আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “আমি কয়েকটি পাখী পুষিয়াছিলাম, তাহারা আমার বশে ছিল, কিন্তু পত্নীগণ বিবাদী হইয়া সে পাখীগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।” প্রচার-

কার্য্যালয় যখন বর্ত্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচারকগণের আহারাদি সম্বন্ধে কোনই স্থিরতর ব্যবস্থা ছিল না। আহারব্যবহারাদিসম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বথা বিহঙ্গের ন্যায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়া সুখপ্রিয়তার দিকে ইঁহাদিগের চিত্তের গতি হইয়াছে। কঠোর বৈরাগ্যের নিয়ম বিনা এ স্রোত অবরোধ করা নিতান্ত সুকঠিন; এজন্য কেশবচন্দ্র সমুদায় বন্ধুবর্গকে লইয়া বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে, প্রচারক-বর্গের মধ্যে কোন কালে শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সাধনার্থও তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরাহ্লে আপনার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাঁহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। সমাগত প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া, পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কাহার?' উপস্থিত প্রচারক (তাঁহার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) 'আমি আচার্য্যের ও পরস্পরের'। তিনবার প্রশ্ন ও তিনবার উত্তরদানকালে তিনবার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর, সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া দিলেন। একটি একটী করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমুদায় করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধত ভাব পরিহার করেন, পরস্পর পরস্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই, ১৮৭৫) (১৭৯৭ শকের ১১ই শ্রাবণ, প্রচারকসভায়) সাধন প্রবর্ত্তিত হইল। বৈরাগ্য-সাধনের এই প্রারম্ভ।

অধীনতা-ব্রত

পরস্পরের অধীনতার কি মহৎ ফল, তৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এই সময়ে (১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক) (২৭শে জুন, ১৮৭৫ খৃঃ) যে উপদেশ দান করেন, তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; ইহাতেই এ ব্রতের মহান্ অভিপ্রায় সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা-প্রবিষ্ট

হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে চাহিলে, ঈশ্বরের সহায়তায়, ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন, জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন, যাহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল, আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, প্রভুত্ব-চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ সেই পরিমাণে। যত দিন এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া যাইবে না, বিষয়কর্ম্ম যত বাড়িবে, সকল বিষয়ে উহা আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্বব্রত গ্রহণ করিয়া, অন্যকে প্রভু জানিয়া, তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে কিছুই হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে। দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। ... স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। ... একজন আর একজনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া, সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদায় বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।

"অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পাবে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ্ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন-বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া, জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন

এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়; স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ সময়ে বিপদ্ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনায়াসলভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর।...

"ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্য ভাবে জগতের সঙ্গে মিল হইবে না। যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাঁহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধিসহকারে যত্ন করিলে দশ বৎসরে, দশ সহস্র বৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্ম্মমত স্থির করিয়া শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর। পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া, পরের অধীন না হইলে, নিজে সুখী হইতে পারিবে না, প্রেম-পরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে, সদ্ভাবের স্থলে নূতন অসদ্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে একযোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী, তাহাদিগের সুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল, এই ভাবে সকলের চরণতলে পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত হইবেই। প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসন্তোষ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে।........."

বেলঘরিয়ার তপোবনে প্রচারকগণ সঙ্গে বৈরাগ্য-সাধন

বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তির বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক, সকল প্রকার বিরোধ বিসংবাদের মূলোৎপাটন করিবার জন্য, প্রচারকসভার অধিবেশনে (১৫ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক; সোমবার; ৩০শে আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃঃ) সাধনের নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত হইল। প্রচারকগণ স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; কে কি করিবেন, সমুদায় বিষয়ের নিয়ম হইল। এ সম্বন্ধে

কেশবচন্দ্রের হস্তের লিখিত একখানি কাগজ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে এইরূপ কার্য্যবিভাগ লিখিত আছে :—

কান্তিচন্দ্র মিত্র	রন্ধন
অঘোর	আহারের পাত্রাদি পরিষ্কার
মহেন্দ্র	ঘর ধোয়া
উমানাথ	বাজার
প্রসন্ন	রন্ধন
দীন	পরিবেশন
অমৃত	আহারের স্থান প্রস্তুত করা
(গৌর*) রাম, গিরিশ,	রন্ধনের স্থান পরিষ্কার

এই কার্য্যের নিয়ম শেষ সময়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, মূলতঃ স্থির ছিল। কেশবচন্দ্র আপনি স্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাই প্রতাপ-চন্দ্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া লইবেন, ব্যঞ্জনাদি অন্যের রন্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন, স্থির হইল। এই সাধন হইতে বৈরাগ্যের পুনঃ প্রবেশ হইল, এবং সময়ে ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বক্তব্য।

বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্য বেলঘরিয়াস্থ তপোবন কেশবচন্দ্র মনোনীত করিলেন। উদ্যানের দক্ষিণ ভাগ নীচু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত ছিল। এই বৃক্ষের নিম্নে তপস্যাভূমি এবং তৎপার্শ্বে সাধকগণের রন্ধনভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতিদিন কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ ঐ ভূমিতে মিলিত উপাসনা করিতেন। সে উপাসনার মধ্যে যোগ ও ভক্তির, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি যে অদ্ভুত মিলন হইয়াছিল, যাঁহারা সে সময়ে যোগ দেন নাই, বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করা অসম্ভব। উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র স্বয়ং স্বহস্তে আপনার জন্য রন্ধন করিতেন। বন্ধুবর্গ মিলিত ভাবে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আহারান্তে সকলে উদ্যানস্থ গৃহে গিয়া, যাঁহার যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল, সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্ণে নির্জ্জনসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নির্জ্জনসাধনা-নন্তর প্রসঙ্গে রজনীর প্রথমভাগ অতিবাহিত হইত। ঈদৃশ মিলিত উপাসনা,

* এই নাম কাটিয়া দ্বিতীয় নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নির্জ্জনসাধন ও প্রসঙ্গে নিরত থাকিয়া, তাঁহাদের দিন শান্তি, সদ্ভাব ও সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল; কোন প্রকার অসদ্ভাবের লক্ষণ এক দিনও প্রকাশ পায় নাই। প্রথম প্রথম প্রতি সোমবার তপোবনে গমন করা হইত। এই সময়ে যে সকল প্রসঙ্গ হয়, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তাহা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার লিপি যতগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি *।

বেলঘরিয়ার তপোবনে প্রসঙ্গ

সোমবার ৩০শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)†

(১) ঈশ্বরের সম্পদ পেয়ে আমরা হারাই, এ দুঃখ আর সহ্য হয় না। অনেকের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চাই ইহার কারণ।

(২) প্রচারকদিগের মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ভয়ানকরূপে প্রবল হইত, যদি ইঁহারা একটি বিশেষ বিধানের অনুগত না হইতেন।

(৩) যাঁহারা স্বয়ং সিদ্ধ, তাঁহারা Original languageএ (মূল ভাষাতে‡) শাস্ত্র পাঠ করেন। আশ্রম ঈশ্বরের বিধান, ইহাতে তাঁহারা

---

* বেলঘরিয়া গতায়াতকালে যে একটি ঘটনা হয়, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি, কেশবচন্দ্র রেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। এক দিন বেলঘরিয়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিয়াছেন, গায়ে একখানি লক্ষৌ ছিটের বালাপোষ, পরিধেয়াদির পারিপাট্য নাই। একজন প্রধান সৈনিক পুরুষ রেলওয়ে প্লাটফরমে তাঁহাকে দেখিয়াই, তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া, অতি ভদ্রতা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? আপনি কি চন্দ্র সেন?" যখন কেশবচন্দ্র ঈষদ্ধাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, হাঁ, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আপনি চন্দ্র সেন! সেই চন্দ্র সেন, যিনি মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন!" সৈনিক পুরুষের সম্ভ্রম ও বিস্ময়বিমিশ্র ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র ঈষল্লজ্জিত হইলেন, সঙ্গের বন্ধুগণ বিস্ময়রসে পূর্ণ হইলেন।

† ১৭৯৫ শকের ১লা পৌষ (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) সোমবারে তপোবনে যে ধর্ম্মচর্চ্চা হয়, উহা ১৭৯৬ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত আছে। এ চর্চ্চা পরিবার-সম্পর্কীণ। এটি আর আমরা উদ্ধৃত করিলাম না।

‡ ( ) চিহ্ন মধ্যে অবস্থিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ লিপিতে নাই, আমরা নূতন সংযোগ করিয়া দিয়াছি।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তলিপি দেখিতে পান। আমাদের মধ্যে যদি ১৯।২৫ জন Gospel writers (সুসংবাদ-লেখক) হন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও যদি একই বিধানের সাক্ষ্য দেন, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রমাণিত হইবে। সমুদায় ভক্তেরাই এক কথা বলিয়াছেন, Independent testimonies coroborate the same dispensation (নিরপেক্ষ প্রমাণ একই বিধান প্রমাণিত করে); কিন্তু লেখকদিগের বিকারের অবস্থাতে ইহার প্রমাণ হয় না।

(৪) Want of childlike simplicity and sincerity among us is a great drawback to love one another as we are destined by heaven. (আমরা পরস্পরকে ভালবাসিব, ইহাই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট, আমাদের মধ্যে বালকের সহজ ভাব ও সারল্যের অভাব ইহার প্রধান অন্তরায়।)

(৫) যদি ভালবেসে দশজনের ভার নিতে, তাহা হইলে ভালবাসা কেমন মিষ্ট এবং পবিত্র, বুঝিতে পারিতে। যদি তোমরা চারি জন স্বর্গীয় ভাবে পরস্পরকে ভালবাসিতে, তোমাদের মুখশ্রী দেখিয়া তাহা জগৎ চিনিতে পারিত। ভালবাসাতে Equality (সমতার) আবশ্যক নাই। ৮০ বৎসরের পিতা ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে। আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তিনি কি আমাদের Equal (সমান)? ঈশ্বরকে ভালবাসি, এইজন্য যে, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন; কিন্তু যতক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন, ততক্ষণ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। যথার্থ ভালবাসা Unconditional (গুণসম্ভূত নহে); যথার্থ ভালবাসা সম্পর্কজাত। মা কি সন্তানের গুণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন? সম্পর্কের ভালবাসাতে তোমরা বাঁচিবে। *Brotherman* (মানবভাই), *Brother Brahma* (ব্রাহ্মভাই), *Brother Believer* (সমবিশ্বাসী ভাই), *Brother Worshipper* (সমউপাসক ভাই), *Brother Missionary* (প্রচারক ভাই), এই পাঁচটি সম্পর্কের সমষ্টি কত মিষ্ট।

সোমবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

(১) যথার্থ ব্রাহ্মের Faith (বিশ্বাস), love (প্রেম) and purity (এবং পবিত্রতা) and peace (এবং শান্তি) progressive (নিত্য

উন্নতিশীল), ঈশ্বরে ভক্তি এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম গাঢ়তর মিষ্টতর এবং প্রবলতর হয়।

(২) ঈশ্বর অশব্দ হইয়া Eloquent (বাগ্মী)। Eloquence of silence (নিঃশব্দতার বাগ্মিতা)।

সোমবার, ২০শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক (৫ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃঃ)

(১) Kingdom of Heaven is not a Kingdom but a *Republic* (স্বর্গরাজ্য রাজতন্ত্র নহে, সাধারণতন্ত্র)। Emperor (সম্রাট) কিংবা গুরু হওয়া আমার নহে—তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক establish (স্থাপন) করা আমার জীবনের object (লক্ষ্য)। এই উচ্চ সম্পর্কে disciple (শিষ্য), subject (প্রজা), servant (সেবক), son (পুত্র) &c. (প্রভৃতি) relations (সম্বন্ধ), merged হইয়া (মিলিয়া) যাইবে। অন্ততঃ তোমাদের দুজনের মধ্যেও যদি unity (একত্ব) দেখিয়া যাইতে পারি, মনে করিব যে, আমার জীবনের triumph (জয়) হইল। এক জনকে রাজা হইতে দিব না, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককেই রাজা হইতে power (শক্তি) দিব।

সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক (২৩শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

"ঈশ্বর দীনবন্ধু", দীন না হইলে, তাঁহার এই নামের মিষ্টতা আস্বাদ করা যায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে, যাহা এখন পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। তাঁহার অনেক স্বরূপ, অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে, যাহা আমরা পরকালে অনন্ত কাল জানিব। পাপী দুঃখীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা দেখিয়া পৃথিবীর সমুদায় দুঃখীরা আর্দ্র হইয়া বলিল, "তুমি দীনবন্ধু"।

Blessed are the poor in spirit "দুঃখী দীনাত্মা" হইয়াও যে সহাস্য, তাহার আনন্দ যথার্থই স্বর্গীয়। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী না হইলে, কেহই দীন হইতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগ্যোদয়ে যে আত্মার মধুরাবস্থা হয়, তাহাই দীনতা। এই দীনতা চিরস্থায়ী না হইলে, "দীনবন্ধু নাম" চির সম্বল হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে দীনতা প্রার্থনার বস্তু, সে ধর্ম্মে সন্ন্যাসী আছে। যে দীন, সে সুখরাশির মধ্যেও জানে যে, আমি দীন দুঃখী; কেন না, সে জানে, আমার নিজের কিছুই নাই। অপার ঘোর দুঃখ বিপদের মধ্যেও সে সুখী,

সেই অবস্থাতেও সে বলে, "বল আনন্দবদনে ব্রহ্মনাম—।" তৃণের ন্যায় দীনাত্মা না হইলে, ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

বাহ্যিক অবস্থা হইতে মনের পরিবর্ত্তন অথবা মনেব পরিবর্ত্তনে বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, এ দুইই সম্ভব। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, অনেকবার বাহিরের পরিবর্ত্তনে উপকৃত হইয়াছি। বাহ্যিক দীনতা এবং বাহ্যিক বৈরাগ্য দ্বারা মানসিক দীনতা এবং মানসিক বৈরাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি। কখন মন বৈবাগী হইয়াছিল বলিয়া বাহ্যিক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছি; কখনও বাহ্যিক দীনতা ও বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া, ভিতরে দীন এবং বৈরাগী হইয়াছিলাম। অতএব আমাদের মধ্যে যেন কেহই বাহ্যিক দীনতা এবং বাহ্যিক বৈবাগ্য নিস্ফল বলিয়া পরিহার না করেন।

সোমবাব, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

(1) Unity among ourselves is inevitable if we worship the Identical God. (আমাদের মধ্যে একতা অপবিহার্য্য, যদি আমরা একই ঈশ্বরের পূজা করি।)

(2) Shall we live to see the building of God (which was so successfully being erected) remain unfinished? (ঈশ্বরের যে গৃহেব নির্ম্মাণকার্য্য এত কৃতকার্য্যতার সহিত চলিতেছিল, সেই গৃহ অসম্পন্ন রহিল, ইহাই দেখিবার জন্য কি আমরা থাকিব?)

(3) Shall we allow our missionary body (which was about to bloom gloriously) to be spoiled in the bud? (যে প্রচারকদল গৌরবান্বিত ভাবে প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে দলকে কি আমরা কোরকাবস্থাতেই বিনষ্ট হইতে দিব?)

এই শেষোক্ত কথাগুলি কেশবচন্দ্রের মনে, অনেকদিন হইল, লাগিয়া রহিয়াছে। প্রচারকদল যাহাতে কোরকাবস্থায় বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য তিনি উপায়েব উপর উপায় গ্রহণ করিতেছিলেন। তপোবনে নিম্নলিখিত যে বিধিগুলি তিনি ঈশ্বরের নামে ঘোষণা করেন, তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে তিনি কত যত্নই করিয়াছেন। আমরা উপরে তপোবনে সাধনার্থ একত্র অবস্থিতি যে বর্ণন করিয়াছি, সেই সময়ে এই বিধিগুলি লিপিবদ্ধ হয়।

তপোবনে ঈশ্বরের নামে বিধি-ঘোষণা

৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৬ শক (১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃঃ)

ঈশ্বর বলিলেন, আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে, তাহারা বিশ্বাসিশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত নহে।

সত্যের নিয়ম।—জিহ্বা দ্বারা সত্য-কথন সর্ব্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম।—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও কথা সুমিষ্ট, ব্যবহার মঙ্গলকর; সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু জানিলেও ভালবাসা, অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ।—অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না, ধনস্পর্শ যত দূর সম্ভব পরিহার; সংসারসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, দারিদ্র্যমধ্যে প্রফুল্ল থাকা, অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেবদত্ত ধনমানে ভোগবিবর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা, সম্পদ্ বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া লইবে। এই সকল পাপ পরিহার করিবে:—

চিন্তিত সংসারীর ন্যায় সংসার নির্ব্বাহ করা, অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্য্যাতন, বিচ্ছিন্নভাবে দিনযাপন; বিধানের অবমাননা ও তৎপ্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্যের সমান হইবার চেষ্টা, দোষ-স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া, অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্ফল আলোচনা, ব্রতসম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ্জ করিয়া সম্পত্তির অতিরিক্ত ধনব্যয়-চেষ্টা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, পরিত্রাণসম্বন্ধে সন্দেহ, স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ।

নূতনবিধি অবলম্বনীয়:—

পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিষ্ফল তর্ক শীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে, পরস্পরকে নমস্কারাদি করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যালয়ে অর্পণ করা,

এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারকসভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া, আহারাদিসম্বন্ধে কোন বিশেষ বৈরাগ্য-লক্ষণ গ্রহণ করা; দূরদেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা; সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা; দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন; একত্র ভোজন ও শয়ন।

এই আদেশ ও উপদেশ। ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে।

(অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন কবিবে।)

(দাস শ্রীকেশবচন্দ্র সেন)।

বেলঘরিয়ার তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার

এই সময়ে* (১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃঃ) তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং পর দিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি ছেক্‌ড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয় সহ হস্ত পদাদি ধৌত করিবার জন্য

* ". . . We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Sarasvati, the former being as gentle, tender, and contemplative as the latter is sturdy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth, and goodness to inspire such men as these.—*Indian Mirror*, *March 28, 1875*.

অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় একখানি রাঙা পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয় সহ কেশবচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন; সেখানে শুনিলেন, আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ, আমি তাহা জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং সকলকে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। "যখন লুচি ভাজা যায়, তখন টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জাল হইলে আর শব্দ বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।" "বানরের ছানা মার বুক জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব।" "ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ্ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তি লাভ করে।" এইরূপ অনেক কথা কহিয়া পরিশেষে, প্রথমে তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল, পরে যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গরুর পালে কোন জন্তু আসিয়া ঢুকিলে, সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুতাইয়া তাড়াইয়া

দেয়, কিন্তু কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শোঁকাশুকি করে। পরে আপনার জাতি জানিয়া গা চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।” কেশবচন্দ্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতাসমাজে গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন, যেন তাহারা ঢাল খাঁড়া লইয়া লড়াই করিতেছে। কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, “এই লোকটার ফাতনা ডুবেছে।”

পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ সংযোগ দুই দিন পরে বা দুই দিন পূর্ব্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আযোজন স্বযং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্য যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আসিযা জুটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বিধাতার আনীত উপায়সকলের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান্, সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, শিখাইয়া দিতেন। ভক্তিসঞ্চারের সময় হইতে পথের এক জন সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক অনাদৃত হয় নাই। যে গৃহের তৃতীয়তল বা দ্বিতীয়তলে কোন দিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্ণবের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয়তল দ্বিতীয়তল এই সকল দ্বারা প্রায সর্ব্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্য তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি! একটি সামান্য পথের ভিখারীও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত, সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক দিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর কোন দিন বিনষ্ট হইবে, তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের প্রাবল্য, কিন্তু এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত। সাধক আপনি ভৈরব,

সাধনার্থ স্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, সুতরাং এখানে যথার্থ মাতৃভাবের অবকাশ কোথায়? পরমহংস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মাতৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তিমাত্রেই তাঁহার মাতা, এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছাচারসম্ভূত পান-ভোজনাদিতে রত, পরমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি সর্ব্বথা ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ দুইকে সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাসক, এক জন হিন্দু যোগী, তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরই সম্মাননা এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহ সকল মহাত্মার আলেখ্যে শোভিত ছিল। ঈদৃশ ব্যক্তিকে পাইয়া কেশবচন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং সময়ে সময়ে পরমহংসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দ্রের গমন এবং পরমহংসের তাঁহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কার্য্য হইল। *

কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্যসাধনে মিরারে মিস্ কলেটের ভীতিপূর্ণ পত্র এবং মিরারের উত্তর

কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ বৈরাগ্যসাধন করিতেছেন, এ সংবাদ ইণ্ডিয়ানমিরার-যোগে ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিল। শ্রীমতী মিস্ এস্ ডি কলেট্ বৈরাগ্যের নামে ভীত হইয়া এক সুদীর্ঘ পত্র ইণ্ডিয়ানমিরারে প্রেরণ করেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি বৈরাগ্যের নামে যে স্বার্থপ্রণোদিত অস্বাভাবিক পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ বা সেই পথ আশ্রয় করেন, অপ্রয়োজনীয় কঠোর

* পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর মাত্র দুই বৎসর নয় মাস কাল জীবিত ছিলেন। সে সময়ে তাঁর শিষ্যসংখ্যা অতি অল্পই ছিল। (Vide Life of Ramkrishna by Roman Rolland) তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে তিনি তিন চার বৎসর মাত্র ছিলেন। – কেশব ও তাঁহার সঙ্গীরা, পরমহংসদেবের সহিত মিলনবৃত্তান্ত ও উক্তিগুলি যেমন যেমন হইত, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পত্রিকা "ধর্ম্মতত্ত্ব" "মিরার" "সুলভসমাচার" প্রভৃতিতে প্রকাশ করিতেন। পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নববিধানপ্রচারক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রকাশিত করেন। ইহাই পরমহংসদেবের প্রথম প্রকাশিত জীবনী। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট (১লা ভাদ্র, ১৮০৮ শক) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিষ্যেরা বহু বৎসর পরে (১৯০২ খৃঃ) প্রথম তাঁহার বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

সাধনাদিতে অধ্যাত্ম বল ক্ষয় করেন, দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার জন্য আলিঙ্গন করেন, অপর সমুদায় লোক হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত হয়েন, এই ভয় তাঁহার মনে প্রবলতর হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মপ্রণোদিত কৃচ্ছ্র সাধন ছিল না, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যেক সাধকের উপযোগী বৈরাগ্যসাধন অবলম্বিত হইত. এই সাধন দ্বারা ভবিষ্যতে জীবনে যে সকল পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, সে সকলকে নির্জ্জিত করিবার সামর্থ্য সঞ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল। ধনী বা নির্ধন অবস্থামধ্যে বৈরাগ্য সমপরিমাণ ছিল, বৈরাগ্য কখন কর্ত্তব্যের ভূমিকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না, বৈরাগ্যাচরণের অভিমান-বশতঃ অপর লোকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিয়া যে প্রকার জীবন নির্ব্বাহ করিতেছেন, তৎপ্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবার ভাব ছিল না, এই সকল বিষয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মিরার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মিস্ কলেটের পত্রের উত্তর দান করেন।

বৈরাগ্যাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকারিত্বের বৃদ্ধি

ফলতঃ কার্য্যতও আমরা দেখিতে পাইয়াছি, কঠোর বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিলে জীবনে যে সকল অস্বাভাবিক ব্যাপার উপস্থিত হয়, এ সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। এ বৈরাগ্যসাধন স্বার্থপ্রণোদিত, কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আত্মশাসন দ্বারা কেবল আপনার সুখপ্রিয়তা প্রভৃতি বিনষ্ট করা বৈরাগ্যসাধনের উদ্দেশ্য ছিল না, আত্মদৃষ্টান্তে সমাজের সেই সকল দোষ অপনয়ন করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া সংসারের বিবিধ কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা উপস্থিত হয়, তাহার যে কিছুই হয় নাই, তাহার প্রমাণ এ সময়ের কার্য্যপ্রণালী। এত দিন বালক বালিকাগণের উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা-দানের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, এবার ভারতাশ্রমে ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দান করিবার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মিকা-গণের বিদ্যালয়ের কার্য্য এত দিন বন্ধ ছিল, আবার পুনরায় তাহার কার্য্য চলিতেছে। ব্রত নিয়মের প্রথমারম্ভ এই সময়ে, কিন্তু এই ব্রত মধ্যে সাধকসেবা, দম্পতীসেবা, পিতৃমাতৃসেবা, ভাই-ভগিনী-সেবা, সন্তানসেবা, দাস-দাসীসেবা, দরিদ্রসেবা এ সকল প্রধান ছিল। শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের অবস্থা

এখন বিলক্ষণ প্রশংসনীয় *। নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা এখন চলিতেছে। এই সময়ে কেশবচন্দ্র মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিসম্বন্ধে কি প্রকার সংস্কার হইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা সংস্থাপনের জন্য এ সময়ে বিশেষ যত্ন হয়। ব্রাহ্মনিকেতনের অবস্থা এখন ভাল। সাধন ভজন বৈরাগ্যাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকারিত্বের কোন প্রকার ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না।

মিস্ কলেটের নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র

১০ই ডিসেম্বর (১৮৭৫ খৃঃ) কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে মিস্ কলেটকে যে পত্র লিখেন, তাহা তিনি 'ব্রাহ্ম ডায়রী বুকে' মুদ্রিত করেন। আমরা ঐ পত্রের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি:—"আপনি মিরারে যে পত্র লিখিয়াছেন, মনে করিবেন না, আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি। এখানি শান্ত, সম্ভ্রান্ত, অনুত্তেজিত, বন্ধুসমুচিত সৎপরামর্শে পূর্ণ, প্রশংসনীয় প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় এই, যে বৃত্তান্তোপরি প্রতিবাদ স্থাপিত হইয়াছে, উহা ঠিক নয়, পূর্ণও নয়। মিরারে যে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছিল, সে গুলি আপনাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। আমি স্বীকার করি, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যে কোন ব্যক্তি আছেন, তিনিই ভ্রান্তিতে পড়িবেন। বস্তুতঃ পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবার কথা এবং যদি তাঁহারা ইহাতে এত দূর ভয় পান, আমাদের কার্য্যের তাঁহারা

---

* শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এ সময়ে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেবের পত্নী এই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করেন। উড্রো সাহেব লিখিতেছেন:—"Mrs. Woodrow desires me to say that she was not only satisfied by their (the young ladies') general progress but highly pleased with their general intelligence, and lady-like department. The alacrity and eagerness with which they did their papers showed an interest in their studies which is the best guarantee of continued improvements."

প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বশ্যভাব স্বীকারই সমুচিত। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা ঠিক আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করে না। আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত। আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্র সাধন বাস্তবিক যাহা আছে, তদপেক্ষা অধিক বাড়াইয়া লেখা। আপনি যদি এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে প্রকারের বৈরাগ্যের কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধুগণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে, তাহার অল্পই আমাদিগের মধ্যে আছে। যদি আমরা রোমাণ কাথলিক অথবা ভারতের সন্ন্যাসিগণের মত হইতাম, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে যে দোষারোপ হইয়াছে, সে দোষারোপের আমরা উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু এখানে যাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার জানেন, তাঁহারা এরূপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপনা হইতে গোপন রাখিতে চাই না যে, আমি বৈরাগ্য ভালবাসি এবং তাহাতে উৎসাহদানে অভিলাষী। কিন্তু লোকেরা যাহা বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমার বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্য নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন, যাহাতে বুঝিতে পারেন; বিশ্বাস ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে, আমার জীবনে তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে আমি নিয়ত যত্নশীল। আমি অনেক বার করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু আমায় জাগ্রৎ রাখিবার কথা "সামঞ্জস্য"। আমার সমুদায় জীবন ও শিক্ষা ঐ মূলতত্ত্বের দিকে সংগ্রাম। উৎসাহ, দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কর্ম্ম, আত্মত্যাগ, জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তর্ভূত। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সময়ে বৈরাগ্যের জন্য এত উৎসাহ কেন? বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার উত্তর। এ সময়ে সমাজে যে সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা ইহাকেই তাহার ঔষধ দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রতিকারক ঔষধরূপ কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের প্রয়োজন। আমাদের লোকদিগের কত দিন ইহা প্রয়োজন হইবে, কি আকারের বৈরাগ্যই বা প্রয়োজন হইবে, যিনি আমাদের নেতা, কেবল তিনিই জানেন। ইহা এ সময়ের জন্য, ছয় মাসের জন্য, দুই বৎসরের জন্য, অথবা কোন মৃদু আকারে সমুদায় জীবনের জন্য থাকিতে পারে। অতএব এই সময়ের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ বলিয়া ইহাকে মনে করুন।"

বিরুদ্ধ কথার প্রতি প্রশান্ত ভাব এবং তাহা ও মণ্ডলীর দোষাদি পত্রিকাদিতে প্রকাশ

কেশবচন্দ্রের একটী আশ্চর্য্য প্রকৃতি ছিল। লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিতেন, তাহা তিনি প্রকাশ্য পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেন। এবার তিনি (ইণ্ডিয়ান মিরার, ৩০শে মে, ১৮৭৫ খৃঃ) যথাক্রমে উহা এইরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ঃ—(১) কেশবচন্দ্র বিদ্বান্ নহেন, তাঁহার গ্রন্থাধ্যয়নের অভ্যাস নাই, (২) তাঁহার আপনার অনুযায়িগণ তাঁহার বাধ্য নহেন, (৩) তিনি নিজে বড় মানুষের মত থাকেন, তাঁহার লোকেরা গরিবের মত জীবন যাপন করেন, (৪) তিনি যে সকল বড় বড় বিষয়ে শিক্ষা দেন, সে সকল আপনি বা আপনার অনুবর্ত্তিগণ করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, (৫) যাহা তিনি করিবেন বলিযা আরম্ভ করিযাছিলেন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য কার্য্যোদ্যমও এই প্রকার বিফল হইতে পারে; (৬) অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী মুখে বলেন, কিন্তু তাঁহার যথার্থ অনুবর্ত্তী অতি অল্পই, (৭) তাঁহার উপদেশের ভাষা বিশুদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত নয়; (৮) যাঁহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন বলেন, তাঁহাদের মধ্যে একতা বা মিল নাই, (৯) তিনি অনেক কাজ বলপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে করেন, যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকেন, তাঁহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন না।

এই তো গেল লোকের কথা, তিনি আপনিও মণ্ডলীর দোষ কোন কালে গোপন রাখেন নাই। সময়ে সময়ে বিবিধ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ণতা তিনি যেমন দেখাইয়াছেন, এমন আর কে দেখাইয়াছে? তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত তাঁহার পদের বিরুদ্ধে অযথোচিত আক্রমণ করিয়াছে, অথচ তিনি প্রশান্তভাবে তাঁহাদের আক্রমণের পক্ষ ভাবান্তরে আপনিই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রচুর হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভাসংস্থাপনদিনে তাঁহার আচার্য্যপদ লইয়া যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন, আচার্য্য উপাসকগণের বিরাগভাজন হইলে, তাঁহারা অপর আচার্য্য নিয়োগ করিতে পারেন। এ কথায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মনস্তুষ্টি হয় নাই, তাই তাঁহারা আচার্য্যনিয়োগ ও দোষ পাইলে তাঁহাকে বিচারিত ও দণ্ডিত করিবার জন্য উপাসকমণ্ডলীর সভায় পুনরায় আন্দোলন করেন (ই, মি, ১৮ই

এপ্রেল, ১৮৭৫ খৃঃ) বাবু কালীনাথ দত্ত নিয়োগ ও বিচার বিষয়ে প্রস্তাব করেন। এ সম্বন্ধে নিয়ম স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপাসকমণ্ডলী তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে এক জন লোকও যদি আচার্য্যের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তাঁহার আচার্য্যপদ পরিত্যাগ করা সমুচিত। কেন না এখানে অধিকসংখ্যক বা অল্পসংখ্যক ইহা বিচার করা উচিত নহে, এ যে পরিত্রাণ লইয়া কথা। আচার্য্যের সামর্থ্য ও চরিত্রসম্বন্ধে এখানে এক জন ব্যক্তির মতেরও সুবিচার করিতে হইবে।

ভাদ্রোৎসবে "কতকগুলি প্রশ্নোত্তর" উপহার ও ব্রহ্মের নামমালা সঙ্গীতে পরিণত

কেশবচন্দ্র এই সময়ে "কতকগুলি প্রশ্নোত্তর" লিপিবদ্ধ করেন, এবং ভাদ্রোৎসবে (৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক; ২২শে আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃঃ) উহা মুদ্রিত হইয়া পঠিত হয়। ব্রহ্মের এক শত অষ্টোত্তর নাম কেশবচন্দ্র স্থির করিয়া কীর্ত্তনীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবকে অর্পণ করেন। তিনি উহা সঙ্গীতে পরিণত করেন (১)। এই নামমালা এই সময়েই সংস্কৃত ব্রহ্মস্তোত্ররূপে নিবদ্ধ হয়।

"রিপুপরাজয়ের উপায়" সম্বন্ধে সঙ্গতে আলোচনা

আমরা এই সাধনের অধ্যায় "সঙ্গতে" আলোচিত (২৪শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৭৯৭ শক) (৬ই জুন, ১৮৭৫ খৃঃ) রিপুপরাজয়ের উপায় (২) লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যায় শেষ করি।

প্র। রিপুগুলিন ও দূরীকরণের উপায় সকল সহজে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবার উপায় কি?

উ। দুইখানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণ্যের যোগ স্থাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী, যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ,

(১) "একবার বল বল, বল আনন্দে (সবে), জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত, অক্ষয়" ইত্যাদি। "কতকগুলি প্রশ্নোত্তর" ও এই "নামমালা" ১৭৯৭ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক এই "নামমালা" সংস্কৃতে নিবদ্ধ হয়।

(২) এই সঙ্গতের আলোচনা ১৭৯৭ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

অহঙ্কার, স্বার্থপরতা; দক্ষিণ হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী— পবিত্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম। বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী বিষয়ের যোগ সংস্থাপন করিয়া রাখিলে, যখনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, তখনই রিপুগণের কথাও মনে পড়িবে এবং তাহার ঔষধও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত করা যায় কি না যে, মনের সমস্ত একাগ্রতা তৎপ্রতি নিয়োগ করিলে, তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে?

উ। না। ষড়রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রিপুকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে ও মনুষ্যকে অপবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থপরতা আপন টান টানে, সেইরূপ কামরিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধের বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। পঞ্চে পঞ্চ জয় করিতে হইবে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটি রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাবপক্ষে কিছু না হইলে অভাবপক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কামরিপু নিরস্ত হইবে না, অথবা ক্ষমাসাধনে স্বার্থপরতা যাইবে না।

প্র। মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে?

উ। ইহারাও পাপ, কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র একটী শ্রেণীর পাপ নহে। যে সমুদায় শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল, উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিংবা লোভ ইত্যাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ, লোভ, কি অন্যান্য পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটী বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর, উহা চতুরতার অহঙ্কারজনিত। যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটী ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহা শত্রু জয় করিবার ইচ্ছাসম্ভূত। এইরূপে (analyse) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা

নিশ্চয় দেখা যায়, যাহাকে পাপ বলা যায়, তাহাই এই পাঁচটির এক কি একাধিক শ্রেণীর মধ্যগত। দুষ্টপ্রকৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া অনেকানেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের প্রকৃতিই পাপ-সংসৃষ্ট, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (analyse) বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরতর রাখা দুষ্কর।

প্র। হস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম?

উ। ১মতঃ—পাপ এবং তদ্বিপরীত পুণ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায়।

২য়তঃ—এক চড়ে পাপ তাড়ান।

৩য়তঃ—অঙ্গুলীর উপরে অঙ্গুলী বিনিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনার ভাব, যথা—"বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের জয় স্থাপন কর।"

৪র্থতঃ—বামহস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা।

এই বৈরাগ্যসাধনের প্রাধান্যসময়ে কেশবচন্দ্র প্রচারকসভায় (৫ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক, সোমবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ) একটী হৃদয়বিদারক ঘটনা বন্ধুবর্গের নিকটে ব্যক্ত করিয়া, তৎসম্বন্ধে আপনি উপায়াবলম্বনের ভার লন। বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যরূপে উহা হইতে তিনি সৎ ফল উৎপাদন করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মহতী কীর্ত্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। সমগ্র বিবরণের বিবৃতি আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপরে রাখিয়া দিলাম।

৫৩

প্রচারকার্য্য

কেশবচন্দ্রের পৈত্রিক বাসস্থান গৌরীভা দর্শন ও তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা

গৌরীভাগ্রাম কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি না হইলেও, পিতৃপৈতামহিক বসতি-স্থান। কেশবচন্দ্রের পিতা এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য যখন জীবিত ছিলেন, তখন উহার পূর্ণ প্রতিভা ছিল। এ সময়ে প্রকাণ্ড বারদুয়ারী ভগ্নাবশেষ হইয়া পড়িয়াছে; ইষ্টকনির্ম্মিত যে বসতি-গৃহ আছে, তাহা শ্রীভ্রষ্ট. বৈঠকখানা এবং তৎপরিবেষ্টিত উদ্যান সর্ব্বপ্রকার শোভাসৌন্দর্য্যবিহীন। গ্রামে যথাসম্ভব ভদ্রলোকের বসতি আছে, কিন্তু যে পরিবারের প্রতিভায় সকলে প্রতিভান্বিত ছিলেন, সেই পরিবার গৌরীভা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া সকলেই নিস্তেজ।* কেশবচন্দ্রের পিতৃভূমি-দর্শনের অভিলাষ হইল, বন্ধুগণ সহ তিনি তথায় (জুন, ১৮৭৫ খৃঃ) গমন করিলেন। গমনেব ফল এই হইল যে, কয়েক দিন পর গৌরীভায় একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ) লিখিয়াছেন, "আমাদেব আচার্য্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে একটি উপাসনাসভা স্থাপিত হইয়াছে, অনেকগুলি ভদ্রযুবা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। মন্দিরেব জন্য স্থান মনোনীত করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন সময়ে সময়ে তথায় গিয়া উপদেশ ও উপাসনাদি দ্বারা যুবকদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকেন। এখানে কয়েকটী সচ্চরিত্র শিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও আছে। আমরা ভরসা করি, তাঁহারা এ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।"

প্রচারার্থ পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ (১৪ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক) ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ বাহির হন। লক্ষ্ণৌর সাংবৎসরিক উৎসবকার্য্য সমাধা করিয়া, সেখান হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্ব্বক একমাসের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার

কথা। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় গমন করেন এবং কি কি কার্য্য করেন, নিম্নস্থ সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহা প্রদর্শন করিবে।

কলিকাতা ত্যাগ	...	.	২৯ সেপ্টেম্বর (১৮৭৫ খৃঃ)
বারাণসীতে উপাসনা	...	...	১লা অক্টোবর।
লক্ষ্ণৌ সাংবৎসরিক উপাসনা	...	...	২রা ,,
রবিবার লক্ষ্ণৌ মন্দিরে উপাসনা	...	...	৩রা ,,
কপূর্রতলা রাজার উদ্যানে প্রসঙ্গ	...	.	৩রা ,,
নামকরণ অনুষ্ঠান	...	...	৪ঠা ,,
দিল্লীতে উপাসনা	...	...	৫ই ,,
রবিবার সিমলায় উপাসনা	...		১০ই ,,
সিমলা ত্যাগ	...	...	১৫ই ,,
লাহোরে সায়ঙ্কালীন উপাসনা	...	...	১৬ই ,,
লাহোরে সাংবৎসরিক উপাসনা	...	...	১৭ই ,,
নামকরণানুষ্ঠান	...	...	১৯শে ,,
প্রকৃত যোগ বিষয়ে বক্তৃতা	...	...	১৯শে ,,
ফ্রিমেসন হলে বক্তৃতা	...	...	২০শে ,,
নামকরণানুষ্ঠান	..	...	২১শে ,,
মন্দিরে বিদায়সূচক বিশেষ উপাসনা	...	...	২১শে ,,
রবিবার আগ্রায় উপাসনা	...	...	২৪শে ,,
জয়পুরে "ভারতে প্রাচীন এবং বর্ত্তমান সভ্যতা" বিষয়ে বক্তৃতা			২৭শে ,,
মহারাজের কলেজ, রইসগণের স্কুল এবং ইণ্ডষ্ট্রীয়াল স্কুল পরিদর্শন			২৭শে ,,
জয়পুরে উপাসনা	...	...	২৮শে ,,
টুণ্ডলায় বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণকে উপদেশ		...	৩১শে ,,
এলাহাবাদে নামকরণানুষ্ঠান	...	...	১লা নভেম্বর।
,, ,,	...	...	২রা ,,
কলিকাতায় প্রত্যাগমন	...	...	৪ঠা ,,

জনৈক বন্ধুর পত্রে লাহোরের প্রচারবিবরণ

লাহোরস্থ এক জন বন্ধু লাহোরের প্রচারসম্বন্ধে সে সময়ে যে পত্র (১) লিখেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

(১) পত্রখানি ১৭৯৭ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া, চারিদিকে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবল উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে পতিত হইয়াও, ভারতবর্ষবাসীর হৃদয় যে ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইতে পারে, উহা যিনি দেখিতে চাহেন, তিনি একবার ব্রাহ্মদিগের উৎসব দেখুন। দেখিবেন, কত কত উচ্চ শিক্ষিত উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ভারতসন্তান ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন গান ও ব্রহ্মরস-পানে উন্মত্ত হইয়া প্রেমপ্রবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে। যদি ভূমণ্ডলে কেহ স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে চাহেন, উৎসবোন্মত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী দেখুন। যে কেশববাবু এই শুষ্কতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় উৎসবনদী আনয়ন করিয়া অনেককে একরূপ বাঁচাইলেন, ভারতসংস্কারকমাত্রেই তাঁহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক করিবে, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবীদিগের পরস্পর ভ্রাতৃ-সৌহৃদ্যের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। যখন সংবাদ আসিল, কেশববাবু পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন এখানকার সকলে আশা করিলেন, অবশ্যই তিনি লাহোরে আসিবেন। সিমলাগিরিশিখরোপরি তাঁহার আগমন হইলে, এখানকার ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিলেন। ৩১শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) শনিবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় তিনি লাহোরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে, দলে দলে পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া হিন্দি ভাষায় নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তার পর আচার্য্য মহাশয় একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনার দ্বারা পর দিনের উৎসবের জন্য ব্রাহ্মদিগের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনেক গূঢ় বিষয়ে কথোপকথন হইল। ১লা কার্ত্তিক রবিবার, (১৭ই অক্টোবর) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবগৃহ উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সহিত পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত গায়কগণ ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলের মনকে আর্দ্র করিয়া দিলেন। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে হৃদয়ার্দ্রকারী

মনোহর উপাসনা করিলেন; 'ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকফলের ন্যায় যে স্পষ্টরূপে প্রতীতি করা যায়,' যে ব্যক্তি কেশববাবুর আরাধনা, প্রার্থনা ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। চর্ম্মচক্ষুর দর্শনাপেক্ষা বিশ্বাসচক্ষুর দর্শন যে অভ্রান্ত, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উপাসনান্তে প্রকৃত যোগ ও বৈরাগ্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদত্ত হয়। মনুষ্য যে ঈশ্বরের সত্তাসাগরে মগ্ন হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তাঁহার উপদেশে আমরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল, পুনরায় বেলা দুইটার সময় উপাসক ও দর্শকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইলে, দুইটা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পাঠ হইল, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা হইল। আলোচনার মধ্যে সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা এবং পরকালের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হয়। সুশিক্ষিত এক জন পাঞ্জাবী শেষোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইংরাজী ভাষায় আচার্য্য মহাশয় নিজ জীবনের পরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রশ্নকারী ও উপস্থিত মহোদয়গণ অবাক্ হইয়া গেলেন। তদনন্তর একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হইয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। এক সম্প্রদায় বাঙ্গালাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে, আর এক সম্প্রদায় হিন্দীতে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারি শত লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। এক দোকানদার উৎসাহের সহিত তাঁহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিয়া দিল। সন্ধ্যার পর আবার ব্রহ্মমন্দির উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইলে, আচার্য্য মহাশয় ইংরাজীতে একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিয়া, "ব্রাহ্মজীবনের ক্রমোন্নতি ও চরিত্রসংশোধনের আবশ্যকতা" বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় উৎসব শেষ হইল। আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পাঞ্জাবী চরিত্র-শোধন ও ব্রাহ্মজীবন-গঠন বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে বাসা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। সে দিনও প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে বিদায় হন।

"সোমবার (২রা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর) প্রাতে সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়, আমাদের জীবনে এরূপ জীবন্ত উপাসনা কখন শ্রবণ করি নাই। এই উপাসনায় আমাদের অন্তরতম

গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। অনেকের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া চীৎকার রবে কেহ কেহ রোদন করিতে লাগিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আমি কখন দেখি নাই। একটি ভ্রাতা, যিনি সম্প্রতি ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইয়াই দারুণ শোক-যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তিনি আর হৃদয়ের বেগ কিছুতেই সংযম করিতে না পারিয়া, কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা যেন উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে পূজনীয় কান্তি বাবুর মুখ হইতে যে কয়েকটী মনোহর সঙ্গীত বাহির হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা যেন সে দিন প্রেমসাগরে স্নান করিয়া উঠিলাম। অদ্য রাত্রিতে ব্রহ্মমন্দিরে অমৃতসরনিবাসী সরদার দয়াল সিংহ নামক একজন ধনবান্ মানী শিখ (যিনি সম্প্রতি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং একজন বড় উৎসাহী ব্রাহ্ম) "প্রকৃত সুখ" বিষয়ে উর্দ্দু ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবীদিগের মন যে ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য বিশেষ ব্যাকুল ও আগ্রহান্বিত, তাহা এই বক্তৃতা-শ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। সরদারজীরও বিশুদ্ধ উর্দ্দু, সুমিষ্ট স্বর ও ব্রহ্মানন্দের উপদেশ সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৩রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর) মঙ্গলবার প্রাতে বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। বৈকালে আমরা সালেমার উদ্যানে যাই। তথায় প্রকৃত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে অনেক গূঢ় কথা শ্রবণ করিলাম। কথোপকথনের পর গোধূলির প্রাক্কালে আচার্য্য মহাশয় একটী বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরদর্শনের সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তার পর আমরা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি আট ঘটিকার সময় 'প্রকৃত যোগ' বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতা ব্রহ্মমন্দিরে হয়। গৃহটী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেশব বাবুর অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আর যেন শুনি নাই, এমনই বোধ হইল। দর্শনযোগ, শ্রবণযোগ ও কর্ম্মযোগ, অবশেষে প্রাণযোগ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা সুন্দররূপে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে, একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম কাঁদিয়া উঠিলেন, একটী সাহেবও উঠিয়া গদগদভাবে

কহিলেন, আমি যেমন সুমধুর সুমিষ্ট রস পান করিয়া অদ্য সুখী হইলাম, ইচ্ছা করি, অন্যান্য ইংরাজ ও বিবিরা এইরূপ সুখী হন; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর এক দিন থাকুন। সাহেবের প্রার্থনা শুনিয়া কেশব বাবু আর এক দিন থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। বুধবারের প্রাতে সম্পাদকের বাসায় উপাসনা হয়। এ উপাসনাও হৃদয়গ্রাহী ও সুখদ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য. অনেকগুলি পাঞ্জাবী ব্রাহ্মও উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর অনেক ব্রাহ্ম ও দর্শক উপস্থিত হইয়া বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময়ে ফ্রিমেসনদিগের গৃহে বক্তৃতা হয়, তাহাতে অনেক সাহেব ও বিবি উপস্থিত হইযাছিলেন, কমিশনব প্রভৃতি বড় বড সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইবে, আর কোন উপায়ে হইবে না, ইহা বিশেষরূপে তিনি বুঝাইয়া ছিলেন। অবশেষে জেতা ও জিত উভয় জাতিতে কিরূপে সদ্ভাব হইতে পারে, রাজপুত্রের আগমনে আমাদের কিরূপ করা উচিত, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পূর্ব্বদিনের নিমন্ত্রণকারী সাহেবটী গদগদস্বরে সকৃতজ্ঞহৃদয়ে অনেক কথা বলিলেন। ইউরোপীয়গণ ও বিবিরা যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইযাছেন, তাহা বুঝা গেল।

"বৃহস্পতিবারে (৫ই কার্ত্তিক, ১৭৯৭ শক; ২১শে অক্টোবর, ১৮৭৫খৃঃ) লালা বলারাম নামক একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মের নবকুমারের নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন আচার্য্য মহাশয় কলিকাতাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মূলতান হইতে উপর্য্যুপরি তারযোগে নিমন্ত্রণ আসিল, সুতরাং তথায় যাইবার উদ্যোগ হইল। কিন্তু মূলতানস্থ ভ্রাতাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ, ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বে রেলগাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ায়, কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে খোল করতাল সহ ব্রহ্মসংকীর্ত্তন হইল, তার পর বাঙ্গালাতে ও ইংরাজীতে দুইটী প্রার্থনা হইল। এমন করুণরসপূর্ণ সুমধুর প্রার্থনা, বুঝি, কোন দেশে কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। দুইজন পাঞ্জাবী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল। আচার্য্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কাঁদাইয়া ও প্রেমে ভাসাইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা দুঃখিতমনে, অথচ যেন

কিছু ধন পাইয়াছি, এইরূপ ভাবে গৃহে ফিরিলাম। ঈশ্বর যে বিশেষ সময়ে বিশেষ লোকের দ্বারা আধ্যাত্মিক অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করেন, তাহা বাস্তবিক অনেকের প্রতীতি হইল। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে অদ্ভুত ব্যাপার হইল, তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা বুঝান যায় না। যাহার বিশ্বাসচক্ষু প্রেমজলে আর্দ্র হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে। প্রেমনদীতে পঞ্জাব গুরু-নানকের সময়ে ভাসিয়াছিল, এখন আবার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইযাছিল, এ সময়ে কেশব বাবু ব্যতীত আর কাহার সাধ্য ছিল না যে, পূর্ব্ব প্রেমনদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্বর্গীয় সুধারসে উহাকে পূর্ণ করে। যত দিন যাইতেছে, যত বৎসর যাইতেছে, অনেকে মনে করেন, ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম, উপাসনা, প্রার্থনা, সাধন-প্রণালী পুরাতন হইতেছে; কিন্তু তাহাত কখনই হইতে পারে না, ঈশ্বরের প্রেমভাণ্ডার, সুধাভাণ্ডার যে অক্ষয, তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি। যাই একটী প্রণালী আর কার্য্যকারী হইল না, যাই আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইতে লাগিল, অমনি দয়াময় নূতন প্রকার বিধি প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে জাগরিত করেন, ইহা উপস্থিত উৎসবব্যাপারে আমরা বেশ বুঝিতেছি। ঈশ্বর দয়া করিয়া এই ভাব স্থায়ী করুন।"

অসুস্থ শরীরে পশ্চিম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও উপদেশদানে বিরতি

কেশবচন্দ্র অসুস্থ শরীরে (৪ঠা নবেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ ; ১৯শে কার্ত্তিক ১৭৯৭ শক) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন; জ্বর ও শিরঃপীড়ায় নিতান্ত কাতর, শীঘ্র যে কর্ম্মক্ষম হইবেন, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। টুণ্ডালা হইতে জয়পুর যাইবার পথে কেশবচন্দ্রের ওলাউঠার মত অসুখ হয়। কেশবচন্দ্র চিরকাল রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন; তৃতীয় শ্রেণী প্রায়শঃ বিবিধ প্রকারের লোকে পূর্ণ থাকে। সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে কোন লোক ছিল না; ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সঙ্গে ছিলেন। যাহা হউক, কোন প্রকারে কষ্টে স্বষ্টে পথ উত্তীর্ণ হইয়া, আগ্রা রেলওয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পরমার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে দুই তিন দিন অবস্থান করেন। এই বিসূচিকার আক্রমণে যে দৌর্ব্বল্য হইয়াছিল, জ্বর ও শিরঃপীড়া তাহারই ফল বলিতে হইবে। প্রথম রবিবার তো তিনি রোগের জন্য ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য করিতে অসমর্থ হইলেন, দ্বিতীয় রবিবার, (১৪ই নবেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ) তিনি

উপাসনার কার্য্যমাত্র করিলেন, উপদেশদানে বিরত হইলেন। মাসাবধি এই প্রকার চলিল। হঠাৎ উপাসনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, তিনি যে সকল উপদেশ দেন, সে সকল কেহ জীবনে পরিণত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, তিনি আশা করেন যে, প্রচারকগণ জীবনের পবিত্রতা ও উপাসনা-শীলতায় দিন দিন উন্নত হইবেন, তাহারও তিনি কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরের দুই জন উপাসক বিনয় ও অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন উপায় কেহ অবলম্বন করিলেন না। ক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইরূপে চলিয়া যাইতে লাগিল; উপাসকমণ্ডলী নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয় হইয়া পড়িলেন। প্রচারকগণের আত্মা একান্ত অবনত হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের উপদেশের সহজ ও সরল ভাষায় কয়েক জন ব্রাহ্ম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, ইহাতে ভাগবতাদি অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যান কয়েক দিনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময়ে সাধু অঘোরনাথ মন্দিরে যে উপদেশ (১) পাঠ করেন, তাহাতে আপনাদের দুরবস্থার কথা তিনি এই প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, "আমরা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিয়া ও কৃতকার্য্য হইয়া অহঙ্কারী হইয়াছি, তাই তাহার শাস্তি ভোগ করিতেছি। এখন ইচ্ছা আর বলবতী হয় না যে, প্রেমের কথা লইয়া থাকে, প্রেমের কথা শুনিবার আর আমরা উপযুক্ত নই। এই বেদী হইতে যে গূঢ় দর্শনের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা ধারণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। এখন আমাদের সমক্ষে যে উচ্চতম আদর্শ আছে, তাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা, গভীর বিশ্বাস, প্রবল আশা চাই, বিশ্বাস ও আশার সহিত পিতার চরণে শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদি, কিন্তু অতিশয় দীন দরিদ্র না হইলে ক্রন্দন করিবারও শক্তি নাই।·
এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুল না হইলে, আর উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারিব না। সেই অনন্ত প্রেমপূর্ণ পুণ্যময় পরমেশ্বর আমাদের জীবনের রক্ষক। তিনি স্বহস্তে আমাদের ইচ্ছাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।" সাধু অঘোরনাথ এইরূপ প্রার্থনায় উপদেশের উপসংহার করেন, "হে দর্পহারী পরমেশ্বর, আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ কর, আমাদিগকে দীন ও ব্যাকুল কর, উচ্চ

(১) ১৭৯৭ শকের ১২ই পৌষ পঠিত, ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত।

আদর্শ দেখিয়া তোমার চরণে কাঁদিতে দাও। আমাদের জীবনে যেন সংগ্রাম চলিয়া না যায়। ভিখারীদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে দেও।" ১৯শে ডিসেম্বর (১৮৭৫ খৃঃ) হইতে কেশবচন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম দিনের উপদেশে সাধুসঙ্গের উপকারের বিষয় ছিল।

কেশবচন্দ্রের উপদেশদানে বিরতিতে ইংলণ্ডে নূতন গণ্ডগোল

কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশদানে বিরত হইয়াছেন, এ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া, একটী গণ্ডগোল উত্থাপন করিল। বেবারেণ্ড ডবলিউ জে আকুম্ব "ফ্রি প্রেস" নামক পত্রিকায় "কূপ ভাল, মন্দ; ভালও নয়, মন্দও নয়" এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে এইরূপ বলেন, "ভারতবর্ষের এই নূতন মণ্ডলী খ্রীষ্ট ছাড়া সুসংবাদ প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের এমন একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে সে ভালবসিতে পারে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। মাংসপিণ্ডে ব্যক্ত ঈশ্বরই এ অভাব মোচন করিতে পারেন। আমাদের যে প্রকার মনের গঠন, তাহাতে কোন এক স্থানস্থ ঈশ্বরের প্রয়োজন। ইহা না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে সেই ঈশ্বরের বিষয় প্রচার করে, যিনি শুদ্ধ মহান্ আত্মা, অজ্ঞেয়, প্রকাণ্ড জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা, সম্যক্ নির্গুণ, পাপী দুঃখী মানবগণের সহিত সহানুভূতি-বর্জ্জিত। এরূপ মতে কেবল নিরাশা উৎপাদন করে এবং যে কূপে জল নাই, তৃষিত ব্যক্তিগণ সে কূপ হইতে দুঃখের সহিত চলিয়া যায়। ভারতের এই ব্রহ্মবাদিগণের শেষ কথা আমি শুনিয়াছি যে, কলিকাতার আচার্য্য মণ্ডলীর লোকদিগের নীতিবিগর্হিত আচরণের (Immoralityর) জন্য প্রচারের গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।" মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট, প্রকৃত ঘটনাটী কি, প্রকাশ করিয়া এ কথার প্রতিবাদ করেন। উপাসকগণ আশানুরূপ উন্নত হইতেছেন না দেখিয়া, সোৎসুকচিত্তে তজ্জন্য উপদেশদান-ত্যাগ এক কথা, আর সেই ব্যাপারকে উপাসকগণের নীতিবিগর্হিত আচরণ স্থির করা অন্য কথা, ইহা তিনি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। মেস্তর জন হ্যারিসন আর এক পত্রে, ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর যে, আকুম্ব সাহেব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সেরূপ নহেন, মণিয়ার উইলিয়মের লেখা হইতে সপ্রমাণ করেন; কেন না ইনি লিখিয়াছেন, "তাঁহারা পরব্রহ্মে নিয়োগযোগ্য ব্রহ্ম নাম

রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে প্রার্থনা ও স্তুতির বিষয় পরমপুরুষরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।" ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর যে বরফের মত ঠাণ্ডা, সর্ব্ববিধ সহানুভূতি-বৰ্জ্জিত নহেন, "দ্বিজত্বসাধক বিশ্বাস" (Regenerating Faith) এই বক্তৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি সপ্রমাণ করেন। তৃষিত ব্যক্তিরা যে ব্রাহ্মসমাজেই আসিয়া থাকেন, তাহা তিনি মণিয়ার উইলিয়মের লেখার দ্বারাই সপ্রমাণ করেন; কেন না ইনি লিখিয়াছেন "উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী হন। খ্রীষ্টধর্ম্ম নীচজাতি এবং বর্ব্বর জাতির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ বড় হয় না। আমার মতে, যত দিন না, জেরুসালমে যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপিত হয়, তখন যেমন উহা পূর্ব্বদেশোচিত সহজ আকারে ছিল, সেই আকারে হিন্দুগণের নিকটে উপস্থিত না করা হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ অতি সাধারণ হইবে না।" ব্রাহ্মধর্ম্ম যে খ্রীষ্টবিরহিত নহে, তাহা ইনি "যিশুখ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং আসিয়া" বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। ঈশা যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগে সঞ্জীবিত হইয়া উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন, হ্যারিসন সাহেব অকুণ্ঠিতচিত্তে এইমত ব্যক্ত করেন। আকুন্ব সাহেব যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহার সার কথা এই, জীবনের পবিত্রতা ও উপাসনাশীলতার অভাবকেই তিনি নীতিবিবর্জ্জিত আচরণ (Immorality) মনে করেন।

ভারতাশ্রমে মিস্ ম্যারী কার্পেণ্টারের সম্বর্দ্ধনা

নয় বৎসর পূর্ব্বে মিস্ ম্যারী কার্পেণ্টার প্রথম ভারতে আগমন করেন। এবার তাঁহার চতুর্থবার ভারতে পদার্পণ। ১৬ই ডিসেম্বর (১৮৭৫ খৃঃ), বৃহস্পতিবার, ভারতাশ্রমে বামাহিতৈষিণী সভা কুমারীকে স্বাগত করিবার জন্য মিলিত হয়। সভাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মিকা এবং মিসেস্ উড্রো, মিসেস্ গ্রাণ্ট, মিসেস্ গিবন্‌স্, মিসেস্ এম্ ঘোষ, মিসেস্ উইল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার প্রথম পদার্পণের পর হইতে এসময়ে এদেশে নারী-শিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলেন। সভার পক্ষ হইতে কুমারী রাধারাণী এই নির্দ্ধারণ পাঠ করেন—"কুমারী ম্যারী কার্পেণ্টার স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে যে অতীব যত্নশীলা, এবং তিনি যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ

দেশহিতৈষণার মধ্যে ভারত এবং ভারতের কন্যাগণকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন, তাহা তাঁহার পুনঃ পুনঃ এদেশে আগমনেই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আমরা বামাহিতৈষিণী সভার সভ্যগণ সম্ভ্রম, কৃতজ্ঞতা এবং তাঁহার মহত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিরতিশয় শুভ অভিলাষ সহকারে, তাঁহাকে এই রাজধানীতে সুস্বাগত করিতেছি!" নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হয়। ভারতে আসিবার সময়ে পথে তিনি যে সকল চিত্রলিপির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সেইগুলি উপস্থিত মহিলাগণকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন। চা-পানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়। সভা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে আরম্ভ হইয়া আটটার সময়ে সমাপ্ত হয়।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌কে স্বাগতসম্ভাষণ

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ (পরবর্ত্তী কালে Edward VII) এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে যে অভিবাদনপত্র দান করেন (ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃঃ), আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার ইহা প্রীতির জন্য হউক!

"অতীব গুণোজ্জ্বল অভিজাত রাজকুমার, হৃদয়ের সহিত আপনার প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে রক্ষা করুক, এবং সত্য, পবিত্রতা ও শান্তি আপনাতে নিত্যকাল বহুল হউক। যে কোটি কোটি দেশীয় লোকের নিকটে জ্ঞানময় কল্যাণময় বিধাতা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার এ দেশে ক্ষণকাল স্থিতি আপনার এবং তাহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্য হউক!

"সিংহাসনের প্রতি সোৎসুক রাজভক্তি, গুণোৎকৃষ্ট মহারাণীর প্রতি সাক্ষাৎ আনুরক্তি এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে যে অগণ্য কল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে, তজ্জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা দ্বারা উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আপনার রাজমাতা ভারতের মাতা। প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার প্রকৃত মাতৃস্নেহ এবং তিনি মহারাজ্ঞী-সমুচিত সমুদায় গুণে ভূষিত। তাঁহার চরিত্রের জন্য আমরা তাঁহাকে ভালবাসি এবং সম্ভ্রম করি। আমরা তাঁহার শাসনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কেন না ইহারই জন্য জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, পার্থিব সৌভাগ্য, বিদ্যাশিক্ষা ও

বিবেকের প্রমুক্ত ভাব, এবং বিবিধ প্রকারের সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার। ব্রিটিষ শাসন না থাকিলে এগুলি কিছুই ভোগ করা যাইত না। অভিজাত রাজকুমার, আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত রাজভক্তি ও আনুরক্তি তবে গ্রহণ করুন।

"ভারতের বিস্তীর্ণ লোকসংখ্যা মধ্যে আমরা অতি ক্ষুদ্রাংশ, উচ্চ পদবীর উপযুক্ত করিবার পক্ষে আমাদের পদ নাই, ধন নাই বা ক্ষমতা নাই। এরূপ হইলেও ব্রাহ্মসমাজ নগণ্য বা প্রভাবশূন্য সমাজ নহে। পূর্ব্বদেশে ইংরেজ সভ্যতার প্রথম ফল, হিন্দুগণের উপরে ইংলণ্ডের রাজকীয় ও সামাজিক প্রভাবের অপরিহার্য্য নিদর্শন, অন্ততঃ সেই দিকে গতি, এই ব্রাহ্মসমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এজন্যই ইহার গুরুত্ব, এজন্যই ইহা বিশেষ মনোভি-নিবেশের বিষয়। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট দেশের সংস্কার জন্য অসাক্ষাৎসম্বন্ধে যে কতকগুলি লোককে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই আমরা রাজোচিত উচ্চতা-সম্পন্ন আপনার নিকটে উপস্থিত হইতেছি। ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষায় পৌত্ত-লিকতা ও কুসংস্কার হইতে আমাদের মন বিযুক্ত হইয়াছে; এইরূপে প্রমুক্ত ও আলোকসম্পন্ন হইয়া বিধাতার পরিত্রাণপ্রদ বিধানাধীনে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দেশীয় অন্তর্ব্যবস্থান হইতে একটি বিশুদ্ধ জাতীয় ধর্ম্মমত এবং সামাজিক ব্যবস্থান আমরা উদ্ভূত করিতেছি। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অর্পণ করি যে, প্রধানতঃ দেশীয় ভাবে হিন্দুসমাজ গঠন করিবার জন্য আমাদের প্রযত্নে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট—ইহার ব্যবস্থাপক এবং রাজ্যশসনের উপায়, ইহার বাইবেল এবং ধর্ম্মযাজক, ইহার সভ্যতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, ইহার সাহিত্য এবং বিজ্ঞান, অপিচ খ্রীষ্টান নরনারীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা—বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। আমরা এরূপ প্রণালীতে আমাদের পুত্র কন্যাগণকে শিক্ষা দিতেছি, আমাদের গার্হস্থ এবং সামাজিক ব্যবহার সকলের সংস্কার করিতেছি যে, ভারতবর্ষীয়গণের জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবর্ত্তিতাকার ধারণ করিয়া তৎসহ সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে। ব্রিটিষ শাসনের এই অমূল্য উপকারের জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দান করি। আমরা এই জন্য আহ্লাদিত যে, ইংলণ্ড আমাদের জাতীয় ভাব বিনষ্ট না করিয়া, ইহাকে উন্নত করিয়াছেন। আমরা একান্তভাবে আশা করি যে, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি এই

ব্যাপারটির সকল দিক্ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এবং যাঁহারা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত এবং ইহার কল্যাণকল্পে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের সকলের মনে এইটি মুদ্রিত করিয়া দিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবাসিগণের মন ইংলণ্ড কোন্ দিকে শিক্ষিত করিতেছেন ও লইয়া যাইতেছেন, তাহা আপনার এ দেশপরিদর্শনে ইংলণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবেন। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আরও অধিক যোগাযোগ, ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞগণের ভারতের কার্য্যে সমধিক মনোভিনিবেশ, প্রতাপান্বিতা মহারাণীর বিবিধশ্রেণীর প্রজাবর্গের মধ্যে মিলন এবং রাজভক্তি-সমুচিত একতা— আপনার এ দেশপরিদর্শন হইতে এই সকল উপকার হইবে, আমরা সোৎসুকচিত্তে আশা করি।

"রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি যেখানে যাউন, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা আপনার সঙ্গে যাইতেছে। আমরা বিনীতভাবে যাচ্ঞা করি এবং সরলচিত্তে আশা করি যে, যখন আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, আপনি রাজমাতাকে ভারতের অনুরাগ ও রাজভক্তি অবগত করিবেন। রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি এবং মহত্তমা রাজপুত্রী স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করুন, এই অভিলাষ ও প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের।"

৪৪

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় দলের ঐক্য সম্বন্ধে আচার্য্যের উপদেশ

৮ই মাঘ (১৭৯৭ শক, ২১শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খৃঃ) (৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী হইতে উৎসব আরম্ভ) ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় কেশবচন্দ্র যে কয়েকটী কথা বলেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিন্যস্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কার্য্যবিবরণ পাঠাদি সমাপনান্তে সভাভঙ্গকালে তিনি এই কথা বলিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতাপ্রভাবে যদি আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়, তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রভেদ হইলেই যে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবে না, ইহা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সকলেই আপন আপন উন্নতি সাধন করুন। যখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাহ্ম, তখন নানাপ্রকার মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা এক।" এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রধান ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, যখন যাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি আহ্লাদের সহিত সকলের কথা শুনিবেন। কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলিতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও, প্রেমে সকলের একতা থাকিবে, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইবে না। এক পরব্রহ্মের উপাসক জানিয়া সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইবেন, মতভেদ কখন তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে যদি তাঁহারা বিভক্ত হইয়াও পড়েন, তথাপি তাঁহারা এমন একটি স্থল রাখিবেন, যেখানে সকলে মিলিত হইতে পারেন। উপাস্যের একতায় উপাসকগণের একতা, ব্রাহ্মসমাজের মূলসূত্র কেশবচন্দ্র সকলের মনে সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

"আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী), শনিবার অপরাহ্ণে, টাউনহলে "আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা" (Our Faith and Experience) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার সার মর্ম্ম তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক) এই প্রকারে সংগৃহীত করিয়াছেন ঃ—

"সত্য সত্যই আমি বিশ্বাস করি, যখন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার কার্য্যভার পবিত্রাত্মার (বিধাতার) হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপারের মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা এবং দয়া দেখিতে পাইবেন। নেজারথ্‌বাসী সেই মহাপুরুষের নিকট তখন ইহা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার ধর্ম্মসমাজের জন্য এইরূপ বিধান করিয়া যান, তাহা না হইলে তাঁহার শিষ্যবর্গকে ঘোর বিষাদ, অন্ধকার, সন্দেহ, অনিশ্চয়ের মধ্যে পড়িতে হইত। তৎকালকার সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা মনে করিলে, এখন পর্য্যন্ত হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্য দেখা যাইতেছে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্য, তাঁহার এই সত্য ঘোষণা করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল যে, তাহাদের বল, শান্তি, পবিত্রাণ এবং সৎপথের নেতা একমাত্র পবিত্রাত্মা। যখন ঈশা বলিলেন, "সমাপ্ত", তখন কি মানবজাতির পবিত্রাণের মহৎ কর্ম্মের সমাপন হইল? না, তাঁহার শিষ্যদিগের জীবন-রক্ষার জন্য পবিত্রাত্মার স্বর্গীয় শক্তির আবশ্যকতা ছিল। যাহাতে তাহারা সত্য ও পবিত্রতার বল লাভ করিয়া পৃথিবী জয় করিতে পারে, তজ্জন্য পবিত্রাত্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্য কোন খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মযাজকের লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। মুশা প্রভৃতি য়িহুদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কি ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছেন না? ভক্ত যোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরবাণী প্রকাশিত হয় না? সেণ্টপলের সময়ে এই দৈবশক্তির বিষয়ে অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার পরে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা এই সত্যে বিশ্বাস করেন। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহারা এই মতটী লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীয় জীবন্ত নিরাকার ঈশ্বরের কথা যেমন উজ্জ্বল ও সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে, তেমন

আর কোন দেশে কখন হয় নাই। বেদ উপনিষৎ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের পত্র হইতে পত্রান্তরে চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা সকল বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই অমূল্য সম্পত্তি ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে পাইয়াছি। প্রস্তর বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঈশ্বর নহেন, যিনি সারাৎসার চৈতন্যময় প্রাণরূপী ঈশ্বর, বিশ্বের সকল স্থানে বসিয়া যিনি সমস্ত কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহারই কথা আমরা এই সকল শাস্ত্রে পাইতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি কোন কল্পনাসম্ভূত নির্গুণ ঈশ্বরের পূজা করিতেন? না; তাঁহারা প্রকৃত যোগে পরমবস্তু নিত্য পদার্থ জীবন্ত দেবতাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের ঈশ্বর কোন গুণহীন অপদার্থ নহেন, কিন্তু যথার্থ জ্বলন্ত সত্য, সারবস্তু। যোগী তপস্বীরা সুখসম্ভোগে বিরত হইয়া, ধন মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মযোগানন্দ উপভোগের জন্য যেরূপ কঠোর সাধন করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন কর। ইহা কি কেবল অলঙ্কারের কথা, না, তাঁহারা বাস্তবিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই সকল সাধকদিগের সমস্ত জীবনের যোগানুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি মনুষ্যের বন্ধু, তাঁহাকেই আমরা দেখিতেছি। তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ছিলেন না, মানবকুলের যিনি পিতা মাতা, তাঁহাকে তাঁহারা পূজা করিতেন।

"বর্ত্তমানকালের আধুনিক একেশ্বরবাদিগণ এক নিরাকার ব্রহ্মকে মান্য করেন, কিন্তু তাঁহাদের অর্থ এই যে, ঈশ্বর অননুভবনীয় অপরিজ্ঞেয়। এই মতের বিরুদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। তাঁহাকে মূলশক্তি এবং চিরসুহৃদ্রূপে প্রত্যেকে জীবনে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু 'ঈশ্বর জীবন্ত শক্তি', এই মতটী কেবল প্রচার করিলে কোন আরাম শান্তি পাওয়া যায় না। কারণ মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র এ কথা স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত করে, এবং তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতি অস্বীকার করে। যাহারা অস্বীকার করিতে চায়, এ সম্বন্ধে তাহারা পুরাকালের ঘটনা পাঠ করুক। ভারতবর্ষ দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে অবতরণ করিয়া, বহুদিনের ঘোর সংগ্রামের পর শেষ বর্ত্তমান অবস্থায় নীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভগ্নাবস্থা, জাতিভেদ-প্রথা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি

অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্য ও পবিত্রতা উদ্ভাবন করিলেন। পূর্ব্বে দেব দেবীর নিকটে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব উৎসর্গ করিবার জন্য শাস্ত্রকারের শিক্ষা দিতেন, সেই সকল প্রীতি ও ভক্তির ভাব এখন আমরা নিরাকার ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি। হৃদয়তৃপ্তির জন্য কোন জড় দেবতার পূজা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহ ও ভক্তির সরস ভাব আছে। কেহ কেহ অন্ধোৎসাহ ও কাল্পনিক ভাবুকতার দোষ আমাদের উপর আরোপ করেন; কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে, এখানে মত্ততা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অভাব আছে, বরং তাহার আতিশয্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও অন্ধকার দিনেও আমরা এখানে এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে, নিরাকার ঈশ্বর আমাদের প্রিয় দেবতা, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে বিশ্বাসী সাধকদিগের হৃদয় বিমুগ্ধ হয়, এবং অপৌত্তলিক হইয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় প্রেমেতে পূজা করা যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটী মত সমুৎপন্ন হইয়াছে,—ঈশ্বর জীবন্ত, আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমরা দায়ী। এই তিনটী মত একের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে পরকালে ও জীবনের দায়িত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। একটী ক্ষুদ্র গুটিকার মধ্যে আমাদের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র নিহিত রহিয়াছে।

"বিশ্বাস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া অভিজ্ঞতাবিষয়ে বক্তা বলিলেন, ব্রাহ্মদের যেরূপ উচ্চ ও সবল হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ তাঁহারা নহেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের চিত্তকেও ইহা আকর্ষণ করিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান, অবিশ্বাসী জড়বাদী ব্যতীত যে সকল শিক্ষিত লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাও ঈশ্বরের শক্তিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের শৈশবাবস্থা, ইহার আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে এখনও বহু শতাব্দী গত হইবে। কিন্তু আমরা একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে আসি নাই, ঈশ্বর আমাদের নেতা, দশ বৎসর পরে আবার তিনি কত কি দেখাইবেন, তাহা কে বলিতে পারে? রক্ষণশীল হওয়া কখন উচিত নহে, চিরদিন অগ্রসর হইতে হইবে; যদি আমরা ভয় ও বাধা পাই, হিন্দু ও খ্রীষ্টান বন্ধুগণ

আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি নির্যাতিত হইতে হয় হইব, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন আমরা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইব। এ অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার গর্ব্ব অহঙ্কার থাকা উচিত নহে, কারণ আমাদেব সমাজ এখনও শিশু, অপরের নিকটে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবাব আছে। আমাদের যাহারা বিপক্ষ, তাঁহারা গ্যামেলাইলের মত বলুন যে, 'ব্রাহ্মদিগকে পৃথক্ থাকিতে দাও, ইহাদেব কার্য্য যদি মনুষ্যেব কার্য্য হয়, তবে ইহা আপনি বিনষ্ট হইবে; ,কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরের হয়, তবে কেহই ইহার প্রতিরোধ করিতে পাবিবে না।' খ্রীষ্টের শিষ্যদিগের নিকট পবিত্রাত্মার আবির্ভাবের দিন স্মরণ কর। ইহা কি সম্ভব নয় যে, ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল্প আলোক ভারতের হৃদয়ে প্রকাশ করিযাছেন? আমরা কোন মনুষ্যেব দ্বাবা চালিত হইতেছি না। যেখানে উৎসাহ আন্দোলন মত্ততা, সেইখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্ত্তমান। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ যে দিকেই গমন করুক, যে আকারই ধারণ করুক, আমরা সত্যের অনুগামী হইয়া থাকিব। সত্যই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ইহার পূর্ণ আদর্শের বিকৃত অনুকরণ মাত্র, ইহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। কোথায় আমাদের স্বর্গরাজ্য, কোথায় বা সেই প্রেমের পরিবার? যাহা আমরা অঙ্গীকাব করিযাছিলাম, পৃথিবীকে দিব বলিযা, তাহা কোথায়? বিবাদ বিরোধে আমাদেব সমাজ দুর্ব্বল হইয়া বহিযাছে। অনেক দোষ অপরাধ পাপ ক্রটি দেখিতে পাইতেছি। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, এখন সকলে অগ্রগামী হও। হিন্দু খ্রীষ্টীযান্ সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষা কর। অহঙ্কাব করিবার আমাদেব কিছুই নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইযা যান, সেই দিকে চল। চল, সকলে সাহস ও আশার সহিত উন্মত্ত বীরের ন্যায় আমবা অগ্রসর হই, শরীবেব প্রত্যেক রক্তবিন্দু দান কবিযা জীবনকে সার্থক করি; সকল বিঘ্ন অতিক্রম কবিযা অগ্রসর হইব, একস্থানে স্থির থাকিব না। সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন যোদ্ধাব ন্যায় সকলে বণসজ্জা কর, উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হও, সাহসী বীর পুরুষেব ন্যায় প্রধাবিত হও, পশ্চাদ্গামী হইও না। অপ্রতিহত বীবত্বের সহিত অগ্রসব হও, প্রভূত উৎসাহশিখা উত্থাপিত কর, জীবন্ত অগ্নির তেজে তেজস্বান্ হও এবং সেই অগ্নিকে স্থায়ী কর। স্ত্রী এবং পুরুষ, যুবা এবং বৃদ্ধ! সকলে

ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্ হও। এমন আমি বলিতেছি না যে, যাহা কিছু অভি-ব্যক্ত হইল, তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই সহানুভূতি থাকিবে। আমাদের সমাজের লোকসংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্য অনেকে বলিতে পারেন, উহা দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

"হে ঈশ্বর! হে পিতা! তুমি জীবিত আছ, তোমার কার্য্য তুমি দেখ। এই সকল তোমার সন্তানগণ এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার নাম যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতে মহিমান্বিত হউক। যাহাতে আমরা মতভেদ-সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি, এমন প্রেম তুমি আমাদিগকে দাও। হে ঈশ্বর! তুমি আমার নিকটে এস। আমরা সকলে আপনাপন স্থানে যাইতেছি, এ সময়ে এ গৃহের মধ্যে তুমি আমাদের সকলেব সঙ্গে থাক। এস পিতা! আমাদের হৃদয়মধ্যে তুমি এস, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। স্বদেশবাসী, ইউরোপবাসী, ধনী, দরিদ্র সকলকে তোমার আশ্রয়ে, তোমাব পরিবার মধ্যে একত্রিত কব। যে কোন স্থানে সেই নিকেতন হউক, তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। পূর্ণ বিশ্বাস ও মনের সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে, হে নরনারীগণ! আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিন্দুগণের ঈশ্বর, এবং জগতের ঈশ্বরের হস্তে আমি তোমাদিগকে সমর্পণ করি। তিনি চিবদিন তোমাদিগকে সুখে রক্ষা করুন।"

বক্তৃতাকালে সকলের মনে উহার ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে যখন বক্তা আত্মমত ব্যক্ত করিতেছিলেন এবং এক একবার উর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখনকাব গাম্ভীর্য্য ও জীবন্ত ভাব স্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হইতেছি। বাস্তবিক সেই নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা তখন বিশ্বাসিমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই সুগম্ভীর দৃশ্য ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত করিবার যেমন অনুকূল অবস্থা, এমন আর অতি অল্পই আছে। অনুমান দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল, একমুহূর্ত্তের জন্যও কেহ শ্রান্তি বোধ করেন নাই। অন্যান্য বারের বক্তৃতা সাধক কিম্বা ব্রাহ্মসাধারণের রুচিপ্রদ হয়, এবার সর্ব্বসাধারণের সন্তোষকর হইয়াছে। দুই এক জন

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক ব্যতীত প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথমভাগটী ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাসবিষয়ে সুন্দর উপদেশপূর্ণ। শেষভাগে উদারতা, বিনয়, সরলতা এবং উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।" ফলতঃ এবার সর্ব্বসাধারণের সন্তুষ্টিলাভের কারণ যথেষ্ট ছিল। ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে সকল দেশের সকল জাতি হইতে বিশেষ। এই বিশেষ ভাবটি এবারকার বক্তৃতায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছিল। বৈদিক, বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব এমন করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলেরই তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হইবার বিষয়। বেদান্ত যদিও সাধারণের নিকট নীরস, তথাপি উহা পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশ দ্বারা পরব্রহ্মকে কিরূপ সকলের অন্তরস্থ নিকটস্থ করিয়া দিয়াছে, কেশবচন্দ্র তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার নীরসত্ব সর্ব্বথা অপনীত করিয়াছেন। বৈদিক সূক্তের মধ্যে প্রাকৃতিকশক্তির পূজা, এই বলিয়া ইহার প্রতি সকলের অনুরাগ নাই, কিন্তু বেদ ঈশ্বরকে পিতা ও সখা বলিয়া, এবং তাঁহার সহিত "সখিত্বের মধুরত্ব" বর্ণন করিয়া, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের মাতৃভাব অভিব্যক্ত করিয়া—"ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা"—সাক্ষাৎ মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, ইহা দেখাইয়া তৎপ্রতি বিরাগ কেশবচন্দ্র অপনয়ন করিয়াছেন। পৌরাণিক ধর্ম্ম এদেশে পৌত্তলিকতার কারণ হইয়াছে, এজন্য ইহা ব্রহ্মজ্ঞমাত্রেরই বিদ্বেষের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কেশবচন্দ্র পৌরাণিকগণের ভক্তি প্রেম অনুরাগ বেদান্তের পরব্রহ্মে স্থাপন করিতে হইবে দেখাইয়া, পুরাণের দোষ লঘু করিয়াছেন।

"ভক্ত পদ্মপ্রিয়" এই বিষয়ে উপদেশ

কেশবচন্দ্রের চিত্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মের জন্য প্রলুব্ধ। সুতরাং এবারকার (১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, প্রাতে) উৎসবের উপদেশ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। "ভক্ত যিনি, তিনি পদ্মপ্রিয়, তিনি পদ্মপ্রয়াসী, ফুলের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্প লাভ করেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কোন্ পুষ্পের কথা বলিতেছি? পৃথিবীর ফুল নহে। ফুলের ফুল কি? ঈশ্বরের পাদপদ্ম। সেই পাদপদ্মের লোভে লোভী হইয়া, দিন দিন তাঁহার হৃদয়ের উন্নতি হইল কি না, ভক্ত ইহাই দেখেন। সেই উন্নতি কিসে? সেই লোভ বাড়িতেছে

কি না, তাহা জানিলেই সেই উন্নতি জানা যায়। ধর্ম্ম একটি পুষ্পোদ্যান, ইহার মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ করিবেন, ইহাই ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র ইচ্ছা। এই উদ্যানের পুষ্পই তাঁহার বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ভ্রমরের ন্যায় উড়িয়া গিয়া সেই স্থানেই তিনি বসেন। কবিত্বের কথা বলিতেছি, ক্ষমা করিবে। সেই ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া ঐ চরণপদ্মের উপর বসে, আবার উড়ে, আবার বসে। চরণপদ্ম কেন বলা হইল? বাস্তবিক আমাদের ঈশ্বরের কি চরণ আছে? যিনি নিরাকার, তাঁহার আবার চরণ কোথায়? চরণপদ্মের উপমা দেওয়া হইল, তবে মনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি, তাহা কি বলিব না? মন যদি মধুপ্রিয় না হয়, পদ্ম ফুটিলই বা, তাহার মধ্যে মধু রহিলই বা, আমার কি, আমার ভ্রাতা ভগিনীর কি? সম্পর্ক আছে বলিয়াই, যেখানে পুষ্প, সেখানে ভ্রমর আসিবেই। হয় বল, সৌরভযুক্ত কিছু নাই, তাহা হইলেই আমরা চলিয়া যাইব; কিন্তু যদি ব্রহ্মের উদ্যান থাকে, আর যদি সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর একটি পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকসিত পদ্ম দর্শন করিবার জন্য কার প্রাণে লোভ না হইয়া থাকিতে পারে? মনোলোভা সে পরমেশ্বরের পাদপদ্মের শোভা যদি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে, আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার বাগান খুলিয়া দিয়াছেন। সেই উদ্যানের পুষ্পের এমনি লাবণ্য যে, তাহা দেখিলে আর অন্যদিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু যদি থাকে, সেই সৌন্দর্য্য দেখুক। ব্রাহ্ম, তুমি সেই সুন্দর পুষ্প দেখিয়াছ কি না? যদি দেখিয়া থাক, তবে তুমি সেই ফুল দেখিয়া মত্ত হও নাই, এই অসার কথা মানিব না। হয় বল, তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উৎসবের দিন আরো বিস্তৃত হইয়া অতুল সৌন্দর্য্য এবং সুমধুর সৌরভ বিতরণ করিতেছে; নতুবা বল, তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই। তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিয়াছি, কিন্তু ভাই, তোমাকে বিশ্বাস করি না; তাহা হইলে তোমার চক্ষু এমন হইত না, তোমার চক্ষে শুষ্কতা থাকিত না। প্রসন্নতা তোমার চক্ষে নাই। আর একটি ভাই, তুমি আমোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাত রাখিয়া আমার আরাম হইল; তুমি ঐ ফুল দেখিয়াছ কি না, তোমাকে এজন্য জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। যোগী ভাই, ঋষি ভাই,

তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। পদ্মফুল না দেখিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয় না। উদ্যানবাসী তুমি, আমি বুঝিলাম·······।" আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, এই অংশ হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্র প্রমত্ততার পথে কতদূর আরোহণ করিয়াছেন।

৪৫

সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন

ভক্তি ও যোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

উৎসবের পর সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন এবারকার একটি বিশেষ ব্যাপার। কেশবচন্দ্র যখন যে ভাবে ভাবুক হন, অপরকেও সে ভাবে ভাবুক করিয়া থাকেন, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি। তাঁহাতে যখন ভক্তি-সঞ্চার হইল, তখন তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় সেই ভক্তির বাহ্যবিকাশ সমুদায় মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এত দূর হইল যে, যে সকল ভক্তির লক্ষণ তিনি আপনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেন নাই, ভক্তিকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য অন্তরের গভীরতম স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সকল লক্ষণ অচতুর সাধকগণের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। কিন্তু উহাদের মূল গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হয় নাই বলিয়া, উহারা শীঘ্রই অনেকের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। এই ব্যাপার কি প্রদর্শন করিতেছে? ভক্তি-সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অন্যথা উহা ভক্ত্যাভাস হইয়াও ভক্তিরূপে পরিচিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রে যোগের সঞ্চার হইয়াছে, বন্ধুগণও ধ্যান চিন্তায় রত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ভিতরে যোগ ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেশবচন্দ্র আপনি এ সম্বন্ধে জীবনবেদে (৭৫।৭৬ পৃঃ) বলিয়াছেন, "ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস জন্মিল। মনে হইল, ভক্তিযোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন কোন কার্য্যেরই নয়। ভক্তির রঙ্ দেখাইবামাত্র শত সহস্র লোকে সেই রঙে অনুরঞ্জিত হইল, ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির রঙ্ বিস্তৃত হইল। ভক্তির লাল রঙ্ যখন আমার হইল, তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাবে গদগদ হইলেন। ভক্তি তাঁহাদের খুব হইল। যোগ তত শীঘ্র হইল না। যোগ কিছু শক্ত; সাধন শক্ত,

মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত। আজ পর্য্যন্ত ইহাকে দুর্ল্লভ বলা যায়। যাঁহারা এই দুর্ল্লভ যোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অপরকে ইহা দিতে পারেন না। ভক্তি একজনের হইলে, আর দশজনের হইবে। যোগ এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে না। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় দুই পাঁচটি যোগীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।" দুর্ল্লভ যোগ যাহাতে সকল লোক সাধন করিতে পারে, তাহার জন্য শিক্ষাদান প্রয়োজন, কেশবচন্দ্রের মনে এই ভাবের উদয় হইযাছে।

"শ্রেণীবন্ধন" বিষয়ে বক্তৃতা

শ্রেণীবন্ধন ব্যাপার অতি গুরুতর। ইহাতে অনেক ব্যক্তির মনে অনেক প্রকারেব বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, পরে তাহা হইয়াও ছিল। এজন্য কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়া স্থির করিলেন। তিনি এ বিষযে প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, এবং এই বিজ্ঞাপনানুসারে ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শকে (১৬ই ফেব্রুয়াবী, ১৮৭৬ খৃঃ) বুধবারে কলিকাতা স্কুলগৃহে "ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিযাছেন" (The Lord called them and classified them) এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিন শতের অধিক লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই ফাল্গুনের) এই প্রকার বক্তৃতার সার দিয়াছেন:—

"তিনি ব্রাহ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার উন্নতি-সাধনই পরিত্রাণ। যাহারা মনুষ্যকে জন্মপাপী বিকৃতস্বভাব বলে, তাহাদেব মতে, যাহা কিছু সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সমস্তই বিকৃত। কিন্তু আমি তাহা বলি না, স্বভাবের উৎকর্ষসাধনই ধর্ম্ম, অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া যাহা কিছু, তাহা উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতার্থে ধর্ম্মকে শিক্ষা বলা যায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারিলেই ধর্ম্মপালন করা হইল। কিন্তু তিনি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণ গুণ দিয়াছেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য সকলকে অগ্রে সাধারণ বিভাগেব জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে যাঁহার যাহাতে অভিরুচি, তিনি সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার

হন। সাধারণ গুণ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটী বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে। এইটী স্বাভাবিক। যিনি সেই সেই বিষয়ের পরিচালনা করেন, তিনি তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই বিশেষ গুণকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেমন, ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। এইটী বুঝিয়া লইয়া যিনি ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি অবশ্যই পূর্ণমনোরথ হইবেন, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে নানাপ্রকার অজ্ঞানতা কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু এ আসা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র। যথার্থ শিক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যাঁহার মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল, তিনি যদি সেই দিকে যাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত হইবে। যাঁহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি, তিনি ভক্ত হইয়া সদা সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দরসসাগরে মগ্ন থাকিতে যত্ন করুন। যিনি ধ্যান ধারণা যোগ বৈরাগ্য দর্শন শান্তি ভালবাসেন, তিনি কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হউন। যিনি কেবল সৎকার্য্যের দ্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভিলাষী, তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, যিনি যে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি তাহা দ্বারাই মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু অগ্রে নিজ স্বভাব পাঠ করিয়া, সেটী উত্তমরূপে বুঝা চাই। এখানে প্রচারক এবং সাধারণের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঈশ্বর যাঁহাকে যে বিষয়ে পারগতা এবং উপযুক্ততা দিয়াছেন, তাহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পাদন করেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। স্বভাবের গতি দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। এক জনের ধ্যান করিবার শক্তি নাই, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই সে অন্ধকার দেখে, কিন্তু সেবার কার্য্যে তাহার উপযুক্ততা আছে; এমন স্থলে সে ব্যক্তি যোগী হইতে চেষ্টা না করিয়া, সেবক হউক। যাহার ভিতরে ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক মত্ততা নাই, সে কখন ভক্ত হইতে পারে না। যদি চিত্ত সংযত হইয়া থাকে, তবে সে যোগী হউক। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইলে, প্রত্যেকে আপনাপন স্বভাবে

স্থির থাকিতে পারেন; তাহাতে উন্নতিও হয়। কিন্তু এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইলেই প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধন হইবে, তাহা বলা যায় না। ইহার অপব্যবহার হইতে পারে। এ দেশে ছদ্মবেশী যোগী বৈরাগী ভক্তদিগের কুৎসিত ব্যবহার, কপটাচরণ অনেক আছে। এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পবিত্রতাকে মূলভূমি করিয়া, তিনি যে পথে যে আশ্রম অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা করিবেন। সম্ভবমত জীবনকে বিশুদ্ধ না করিয়া, কেহ যেন এ পথের পথিক হইতে চেষ্টা না করেন। পবিত্রতার অভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে অনেকানেক যোগী বৈরাগী ভক্ত সেবক ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মাচরণ করিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যিনি যে শ্রেণীর উপযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে সেই শ্রেণীতে বদ্ধ করা হউক। অভাবপক্ষে দিনান্তে একবার উপাসনা করা এবং সচ্চরিত্র হওয়া চাই। যিনি যে শ্রেণীতে থাকিতে চাহেন, জীবনের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দিবেন। ইহাতে ছোট বড়, অহঙ্কার অভিমান কিছু থাকিবে না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে তজ্জন্য মান্য করিতে হইবে।"

পরিচারিকাব্রতার্থিনী এবং যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তিশিক্ষার্থীকে সংযমবিধিদান

সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন বক্তৃতার পর, ৭ই ফাল্গুন (১৭৯৭ শক; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃঃ) শুক্রবার, আশ্রমে উপাসনান্তে শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী পরিচারিকাব্রতের সংযম-বিধি গ্রহণ করেন। তদনন্তর সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগশিক্ষার্থ এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তিশিক্ষার্থ আবেদন করেন। গোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্ততা কেশবচন্দ্র বিশেষ অবগত ছিলেন; অধিকন্তু তিনি হৃদ্‌রোগের জন্য মরফিয়া সেবন করিতেন। কেশবচন্দ্র বলেন, ভক্তিপথের পথিক হইলে, বিশ্বাসের নিতান্ত দৃঢ়তা চাই, তাঁহাকে বিশ্বাস-সম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যথা ভক্তি বিকারগ্রস্ত হইবে *।

* ভক্ত্যার্থীর প্রতি প্রথম উপদেশে (১৪ই ফাল্গুন, কলুটোলায়) এই উদ্দেশেই বলিয়াছেন:— "ভক্তি বিশ্বাসমূলক। ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির প্রধান অবলম্বন দয়া ও মঙ্গলভাব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণা বিশ্বাস ভিন্ন হয় না।" "ভক্তির মূল স্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক করা উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত নহে, তাহা দুই পাঁচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।" গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের

ইহা ছাড়া তিনি যে মাদক সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে মাদক-সেবন হইতে বিরত হইতে হইবে, অন্যথা তিনি ভক্তিপথে গৃহীত হইতে পারেন না। ভক্তিশিক্ষার জন্য আবেদনকারী দুই নিবন্ধনেই * সম্মতি দান করিলেন। ১৩ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন হইলে, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহাদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। একদিকে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি কাষ্ঠাধারের উপরে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় প্রচারকবর্গকে আচার্য্য কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন। উপাধ্যায় নিম্নলিখিত ভক্ত্যার্থীর জন্য সপ্তদশ এবং যোগার্থীর জন্য ষোড়শ সংযমবিধি সংস্কৃতে পাঠ করিলেন।

প্রাতঃসংস্মরণং স্নানং নামশ্রবণকীর্ত্তনে।
উপাসনা চ গ্রন্থেভ্যো বিবিধেভ্যো ধৃতস্য চ॥
ভক্তিসম্বন্ধিনঃ শ্লোকাখ্যানাদেঃ পাঠ এব চ।
রন্ধনঞ্চান্নদানঞ্চ দরিদ্রভরণার্থকম্॥
ভক্তানাং প্রাণিনাং সেবা তরুগুল্মাদিকস্য চ।
আহারোঽন্যহিতার্থঞ্চ শ্লোকাদেঃ পঠিতস্য চ॥
আবৃত্তিঃ সৎপ্রসঙ্গশ্চ রহসি স্তবকীর্ত্তনম্।
প্রার্থনা কীর্ত্তনং দেশে সজনে ভক্তসন্নিধৌ।
আশীর্যাচনমেতানি সংযমে ভক্তিসিদ্ধয়ে॥
ইতি সপ্তদশ ভক্তিসংযমাঙ্গানি।

প্রাতঃসংস্মরণং স্নানং নামশ্রবণমেব চ।
উপাসনা চ শ্লোকাদের্যোগসম্বন্ধিনস্তথা॥
পাঠশ্চ বিবিধগ্রন্থাৎ রন্ধনং দানমেব চ।
অন্নানাং সুদরিদ্রায় সেবা চ পশুপক্ষিণাম্॥

ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হইতে পাঁচ বৎসরের প্রয়োজন হয় নাই, দুই বৎসরের মধ্যেই পূর্ণ হইয়াছে।

* শেষ নিবন্ধন (মাদক-সেবন-ত্যাগ) শেষ সময়ে তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া অন্যায়রূপে গৃহীত অর্থের দ্বারা মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার প্রকাশ পাওয়াতে, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া, বাগআঁচড়া গিয়া বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। (পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া "জটিয়া বাবা" নামে আখ্যাত হন)।

তরুগুল্মাদিকানাঞ্চ ভোজনং পঠিতস্য চ।
শ্লোকাদের্হিতমুদ্দিশ্য পরেষাং পঠনং পুনঃ॥
সৎপ্রসঙ্গস্তপস্যা চ ধ্যানং দেশে চ নির্জ্জনে।
সঙ্গীতঞ্চ স্তবশ্চৈব ভক্তাশীর্ব্বাদযাচনম্।
যোগাভ্যাসো নিশীথেঽত্র সংযমে যোগসিদ্ধয়ে॥
ইতি ষোড়শ যোগাভ্যাসসংযমাঙ্গানি।*

ভক্তি ও যোগের এই সংযমব্রতের নিয়ম পঠিত হইলে, ইঁহারা সংযম-ব্রত স্বীকার করিয়া তৎপালনে পরম দেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। তৎপর ভক্তি-শিক্ষার্থী আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভক্তিধর্ম্মশিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করুন।" উপস্থিত প্রচারকমণ্ডলী সকলে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আমরা সকলে ভক্তিশিক্ষার্থী ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" এইরূপ যোগশিক্ষার্থী বলিলেন, "আমি যোগধর্ম্মশিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করুন।" প্রচারকমণ্ডলী বলিলেন, "আমরা সকলে যোগশিক্ষার্থী প্রচারককে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

পরিশেষে আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে ব্রতার্থিদ্বয়কে ব্রত দান করিলেনঃ—

"তোমরা দুইজন এক সময় সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। থাক্, পড়িয়া থাক্ সংসার, একথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার, অন্তরের পাপ-বিকার পড়িয়া থাক্, এই কথা

* (১) প্রাতঃস্মরণ, (২) প্রাতঃস্নান, (৩) নামশ্রবণ, (৪) নামগান, (৫) উপাসনা, (৬) বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ, (৭) রন্ধন, (৮) দরিদ্রকে অন্নদান, (৯) ভক্তসেবা, (১০) পশুপক্ষিসেবা, (১১) বৃক্ষলতাদিসেবা, (১২) আহার, (১৩) প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি পরিহিতার্থে পুনরাবৃত্তি, (১৪) সৎপ্রসঙ্গ, (১৫) নির্জ্জনে স্তব ও কীর্ত্তন, (১৬) সজন প্রার্থনা ও কীর্ত্তন, (১৭) ভক্তদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

যোগের সংযমবিধিতে 'নামগান' নাই, 'ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি' স্থলে যোগবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ; 'নির্জ্জন স্তব ও কীর্ত্তন' স্থলে নির্জ্জনে ধ্যান ও তপস্যা, 'সজন প্রার্থনা ও কীর্ত্তন' স্থলে সঙ্গীত ও স্তব, 'ভক্তসেবা' স্থলে দুপ্রহর রাত্রিতে যোগাভ্যাস বিশেষ।

বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাঁহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী, পরম ভক্ত ভাসেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধানের পরমদেবতা স্বহস্তে কার্য্য করিতেছেন, বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের আদিবর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ। বহু দূরে। এই পথ অতিক্রম করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে, তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে।

"বিজয় এবং অঘোর, তোমরা সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা হইবে, আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থভ্রমণ। কতক দূরে গিয়া দেখিবে, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এরূপে কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কত বার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড় লোক বলিয়া সম্মান করিব না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনী-দের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজবেশ দিব না, ধার্ম্মিকদের মধ্যেও গণ্য করিব না। ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকের উপরে নহে, কিন্তু সকলের পদতলে। যত বার তাঁহাদিগকে দেখিবে, ততবার তাঁহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমরা ভৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয়সংযম অতি কঠিন কার্য্য, কিন্তু যে ইন্দ্রিয়-সংযম না করে, সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও কামরিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অসূয়া দ্বেষ, দূর হও সংসারচক্র, দূর হও মনঃকষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা, ব্রহ্মবলে বলী হইয়া এই কয়টীকে প্রতিদিন 'দূর হও' বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তপস্যাভূমির নিকটে

আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম শিখাইবেন, কিসে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। এই রূপে ইহাদিগকে যদি দমন করিতে না পার, তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয়। প্রবল রিপু জয় করা উপহাসের কথা নহে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর, ইহাদের যোগে অধিকার নাই। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই দুইজন সমুদায় রিপু বিনাশ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তোমরা জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন, কিসে মন দমন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার কর্ম্ম মন দমন করা। স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিয়া হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। একান্তমনে নির্ভর করিয়া থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে। হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একজন যোগ, একজন ভক্তি অনুসরণ করিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জান না, আমিও জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন। আমি জানাইব তোমাদিগকে, যখন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মন্ত্র, আমার কথার দ্বারা তোমাদের কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। যেখানে কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা; স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্ম ভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাহ্মিকা ভগ্নী হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য্য করিলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে ভক্তিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেই কার্য্য ও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি দশদিন, কি একমাসকালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। অন্যে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রতপালন করিতেই হইবে। মন যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ। দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ-পোষণের ইচ্ছা। সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরস্পরের কাছে এমন ভাবে থাকিবে যে, অন্যে বাধা দিলে 'আমরা ব্রতপালন করিব না!' এরূপ নির্ব্বন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগূঢ় বিধি সর্ব্বদা অপরাজিতচিত্তে

পালন করিবে। যদি আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে। অন্য প্রকার যদি অসদাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া, বিধি—যাহা বাঁচিবার উপায় এবং ঔষধ—তাহার প্রতি কখন যেন কোন প্রকার অযত্ন এবং অবহেলা না হয়।

"ভক্তির অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইয়াছেন, ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদায় ভক্তের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিত হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে। চিরপ্রসন্নতা ভক্তের লক্ষণ।

"যোগধর্ম্মশিক্ষার্থী অঘোর, তুমি চক্ষু নিমীলন করিয়া এমনি ভাবে যোগাভ্যাস করিবে যে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে। ঘোর অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনীতে যোগের নিগূঢ়তা অনুভব করিবে যে, তোমার সমস্ত প্রাণের স্রোত ভিতরে যাইবে। তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কর নাই, যাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে। যোগের এমন অবস্থা আসিবে, যখন ধ্যান না করিলেও যোগ থাকিবে। যোগেশ্বরের শান্ত প্রশান্ত সুগম্ভীর মুখ তুমি দেখিবে। নিমীলিতনয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তখন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরমহংসের ন্যায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়াও সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে। এই সংসারমধ্যে হংসের ন্যায় কেবল সার গ্রহণ করিবে।

"তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতির বার্ত্তা আসিবে, তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

"আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব।

শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব *। এই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান-বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহারা তোমাদের নিকটে আছেন, তাঁহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। কে বলিতে পারে, কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন?" প্রার্থনান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়, বিস্তারভয়ে আমরা প্রার্থনা † এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

পরিচারিকাব্রতার্থিনীকে ব্রতদান

পরিচারিকাব্রতার্থিনী এক পক্ষ কাল সংযমবিধি পালন করিলে, ২১শে ফাল্গুন (১৭৯৭ শক, ৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ) শুক্রবার ভারতাশ্রমে কেশবচন্দ্র ব্রত দান করেন। উপাসনান্তে তৎপ্রতি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হয়:—

"সময় গম্ভীর, সময় প্রশস্ত। ব্রতগ্রহণার্থী, তোমার সমক্ষে ঈশ্বর, তোমার এক দিকে ভ্রাতৃগণ, এক দিকে ভগ্নীগণ; পরিশুদ্ধ স্থানে পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে এই গম্ভীর ব্রত গ্রহণ করিলে। তোমার শরীর কম্পিত হউক ভয়ে, তোমার মন অনুশাসিত হউক শাসনে। ঈশ্বরের আদেশে তুমি অত্যন্ত উচ্চ ব্রত

---

* এই অংশে কেশবচন্দ্র আপনার ভিতরকার কথা বলিয়াছেন। স্বর্গগত ভ্রাতা যদুনাথ রায় ধর্ম্মতত্ত্বে যোগভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন। তিনি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যোগ ভক্তি সম্বন্ধে কুটীরে যে প্রকার উপদেশ দিতেছেন, এরূপ তো কখন আপনার মুখে শুনি নাই, এ নূতন ব্যাপার কি প্রকারে উপস্থিত হইল? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন, "ইহা সম্পূর্ণ নূতনই বটে। ভক্তিযোগশিক্ষাদানবিষয়ে যখন আদেশ পাইলাম, তখন আমার হৃদয় কম্পিত হইল। কি শিখাইব, কিছুই জানি না, এই ভয়ই আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। কি করিব, যিনি আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারই নিকটে ঘোর রজনীতে নিশীথ সময়ে ছাদের উপরে গিয়া প্রার্থনা-যোগে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভো, দাস কিছুই জানে না, কি প্রকারে শিক্ষার্থীদিগকে যোগ ভক্তি শিক্ষা দিবে। ঈশ্বর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, 'কি বলিতে হইবে, তাহাতে তোর ভয় কি, আমিই সকল বলিয়া দিব।' ঈশ্বরের এই আশ্বাস বচনে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইল, এবং উৎসাহপূর্ব্বক শিক্ষাদানে প্রস্তুত হইলাম। উপদেশে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছে।"

† যাঁহাদের প্রার্থনাপাঠে অভিলাষ হইবে, তাঁহারা ১৮১০ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব দেখিবেন।

গ্রহণ করিলে। সমক্ষে যে পথ দেখিতেছ, সহজ নহে, অত্যন্ত কঠিন। অবলা হইয়া এই ব্রত অবলম্বন করিয়া, চিরকাল ইহা পালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। সম্মুখে অনেক ভয়, অনেক প্রলোভন। যেমন করিয়া এত দিন কাটাইলে, ভবিষ্যতে এরূপ কাটাইতে পারিবে না। বন্ধ হইল সেই পুরাতন পথ। খুলিল এই নূতন পথ। ঈশ্বর তোমাকে বলিতেছেন, 'ভয় নাই কন্যা, আমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে রক্ষা করিবে।' ঈশ্বরের হস্তস্পর্শ অনুভব কর, ঈশ্বরের গম্ভীর ধ্বনি অনুভব কর। এই হস্ত তোমাকে রক্ষা করিবে। এই ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাইবেন। প্রাণান্তে এই সদ্গুরুকে পরিত্যাগ করিবে না, অবহেলা করিবে না। মনুষ্য তোমার গুরু নহে, স্বয়ং স্বর্গের দেবতা তোমার গুরু হইয়া তোমাকে তাঁহার দিকে যাইতে আদেশ করিতেছেন। তোমার চারিদিকে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যদি বাধা দেন, মানিবে না; যদি সদ্গুরুর সহিত মিলিত হইয়া সাহায্য দেন, তাহা গ্রহণ করিবে। সকলের প্রতি বিনম্র ব্যবহার করিবে। তোমার কল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তুমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে। রাগ করা, পরদ্রব্যে লোভ করা, অন্যের সুখে কাতর হওয়া, অন্যের দুঃখে আহ্লাদ করা, এগুলি ঈশ্বর তোমার পক্ষে নিষেধ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অতি অল্প পাইবে; কিন্তু যদিও বাহিরে দৃষ্টান্ত না পাও, অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাইবে। বিধবা হইয়াছ, নিজের সংসার নাই, তথাপি তোমার সংসার আছে, সেই সংসারের ভিতরে কিন্তু জড়িত হইতে পারিবে না। তোমার কন্যা, তাঁহার স্বামী, তাঁহার সন্তান, এ সমস্ত গুলিকে যত্নের সহিত সেবা করিবে, যাহাতে ইঁহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহা তুমি দেখিবে, কিন্তু সংসারী হইতে পারিবে না। যদি হও, বিধি, আজ যাহা গ্রহণ করিলে, তোমাকে দূর করিয়া দিবে *। যদি কোন মতে, কোন ভাবে, কোন রূপে সংসারী হও, তবে এই ভাবে সংসারী হইবে যে, যাঁহারা তোমার চারিদিকে আছেন, ইঁহারা সকলে তোমার ভ্রাতা ভগ্নী। ইঁহাদের সকলের চরণতলে ক্রীত দাসীর ভাব লইয়া বসিয়া থাকিবে। ধর্ম্মের সংসার তোমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইল। তুমি কিছু পাইলে না, কিন্তু তুমি তোমার জীবন

* এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিচারিকার জীবন সম্বন্ধে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

লেখা পড়া করিয়া ঈশ্বরের কাছে এবং ইঁহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলে। তুমি যদি বাঁচ, বাঁচিবে পরসেবা করিয়া। আপনার স্বার্থপরতা বিনাশ করিবে। অহঙ্কার, হিংসা, লোভ, আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া, প্রেম শ্রদ্ধা সকলকে বিতরণ করিবে। তুমি কি আজ অহঙ্কারের পদ পাইলে? তুমি কি আজ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে? নারীদের মধ্যে আজ তুমি বড় হইলে? ব্রতগ্রহণার্থী, বল, 'না, আমি দাসী হইবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, অহঙ্কারী গর্ব্বিত হইবার জন্য নহে।' (আচার্য্যমুখনিঃসৃত এই গম্ভীর শব্দগুলি ব্রতগ্রহণার্থী গম্ভীর ভাবে অবিকল উচ্চারণ করিলেন।) পরসেবা করিতে করিতে তোমার প্রাণ অত্যন্ত নম্র হইবে, তুমিও জানিবে, ব্রত লওয়া সার্থক হইল। এই পরিবারের মধ্যে অনেকে আছে, যাহাদের বয়স অল্প, অধর্ম্ম-পথ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি সদ্-গুরুকে সহায় জানিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিলে। ভক্তির জন্য নয়, জ্ঞানের জন্য নয়, সেবার জন্য তোমাকে ঈশ্বর ডাকিলেন। এই পরিবার মধ্যে রোগী যদি ঔষধ না পায়, তোমারই দোষ। এই পরিবার মধ্যে যদি কাহারও আহার সম্পর্কে কোন ক্রটি হয়, তুমি আপনাকে নিরপরাধী মনে করিবে না। এই পরিবারের মধ্যে কাহারও বিষয়ের আসক্তি প্রবল হইলে, তোমার কি দোষ হইবে না? তুমি কেন তাঁহার হৃদয়কে বিগলিত করিলে না? অন্যের উন্নতি হইল না দেখিয়াও, তুমি কেন আপনি আহার করিয়া আপনার উন্নতি-সাধন করিলে? পরের ঘরে আগুন লাগিল, তুমি কেন জল ঢালিলে না? পরের হৃদয় সংসারী হইল, তুমি কেন তাহাকে ধর্ম্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিলে না? তোমার যত ভগ্নী, তাঁহাদের কাছে দাসী হইয়া থাকার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। তাঁহাদের দুঃখ যাহাতে না হয়, সাধ্যায়ত্ত যতদূর, তোমাকে সে সমুদায়ের উপায় গ্রহণ করিতেই হইবে। তুমি এখন হইতে নূতন চক্ষে তোমার ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিবে। তোমার বাম দিকে যত গুলি ভগ্নী আছেন, যাহাতে তাঁহাদের দুঃখ না থাকে, তাঁহাদের আহারের নিয়ম ভাল হয়, ধর্ম্মসম্পর্কে তাঁহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। এই গুরুতর ব্রত পালন করিবার জন্য সাহায্য ও বলের অনেক প্রয়োজন। ঈশ্বর বলবিধাতা, তাঁহাকে সদ্গুরু জানিয়া যদি তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাক,

বল সাহায্য সকলই পাইবে। তুমি যদি নিজে রাগী হও, আর অন্যকে রাগ দমন করিতে উপদেশ দাও, সে তোমাকে উপহাস করিবে। তোমার মনে যদি হিংসা থাকে, তুমি যদি অন্যকে হিংসা ছাড়িতে উপদেশ দাও, সে তোমার কথা শুনিবে না। তোমার দক্ষিণদিকে ভ্রাতাগণ বসিয়াছেন, তাঁহাদের সদ্‌গুণ গ্রহণ করিবে। এই পরিবার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নীচ যে অবস্থা—দাসীর অবস্থা—তাহাই তুমি আদরের সহিত গ্রহণ কর। ইহকালে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। পরলোকে ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

"উপস্থিত নরনারী সকলে অন্তরের সহিত বলুন, আমরা পরিচারিকাব্রত-গ্রহণার্থীকে আশীর্ব্বাদ করি। [সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন।]"

ভক্তিশিক্ষার্থী ও যোগশিক্ষার্থীর ব্রতগ্রহণ এবং তাঁহাদের নিত্য ও মাসিক কৃত্য ও বিশেষ ব্রত

ভক্তিশিক্ষার্থী ও যোগশিক্ষার্থী পঞ্চদশ দিবস সংযম-ব্রত পালন করিলে, ২৭শে ফাল্গুন, (১৭৯৭ শক; ৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ) বৃহস্পতিবার, তাঁহারা ভক্তি ও যোগসম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সঙ্গে উপাধ্যায় জ্ঞানব্রতের জন্য মনোনীত হন এবং তিন জনের প্রতি নিম্নলিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিক-কৃত্য নির্দ্দিষ্ট হয়:—

নিত্যকৃত্য

প্রাতঃ সংস্মরণং নামসাধনোপাসনে তথা।
পাঠঃ কাব্যং সৎপ্রসঙ্গো ভক্তবৃন্দৈশ্চ কীর্ত্তনম্‌॥
নিদিধ্যাসনসংযুক্তশ্চিত্তস্য সংযমস্তথা।
এতানি নিত্যকৃত্যানি সাধনে ভক্তিযোগয়োঃ॥

মাসিককৃত্য

পিতরৌ ভক্তঃ পত্নী চ বিরোধিভ্রাতরৌ তথা।
সন্ততির্দাসদীনাশ্চ তথা চ পশুপক্ষিণঃ॥
এতে সংসেবনীয়াঃ স্যুর্মাসাদৌ তু যথাক্রমম্‌॥ *

---

* নিত্যকৃত্য—(১) প্রাতঃস্মরণ, (২) নামসাধন, (৩) উপাসনা, (৪) পাঠ, (৫) কাব্য, (৬) সৎপ্রসঙ্গ, (৭) নিদিধ্যাসন ও চিত্তসংযম।

মাসিককৃত্য—(১) পিতৃ-মাতৃ সেবা, (২) ভক্ত সেবা, (৩) পত্নী-সেবা, (৪) বিরোধী ও ভ্রাতৃসেবা, (৫) সন্তানসেবা, (৬) দাসদাসী ও দীনসেবা, (৭) পশুপক্ষিসেবা।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ২৮শে ফাল্গুন হইতে ২৭শে চৈত্র (১০ই মার্চ্চ হইতে ৮ই এপ্রিল) পর্য্যন্ত এই বিশেষ ব্রত প্রদত্ত হয়ঃ—

ঋতে কুটুম্বিনীবৃদ্ধা বালিকাশ্চান্যযোষিতাম্।
পশ্যেতং পাদয়োর্নিত্যং বিনীতৌ শ্রদ্ধয়ান্বিতৌ॥
এবং ব্রতধরৌ স্যাতং মাসমেকং যথাবিধি।
জনক্ষেমবিধানার্থং পবিত্রপ্রেমসিদ্ধয়ে॥ *

ভক্তিশিক্ষার্থীর অনুগমনপ্রার্থীকে সংযমবিধিদান

১৮ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ) বৃহস্পতিবার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ভক্তিশিক্ষার্থীর অনুগমনপ্রার্থী হইয়া উপাসনান্তে তিনি এইরূপ বলেনঃ—"আমি ভক্তিশিক্ষার্থীর অনুগমনপ্রার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধি করুন।" উপস্থিত প্রচারকবর্গ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, "আমরা সকলে ভক্তিশিক্ষার্থীর অনুগমনপ্রার্থী ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" ইঁহাকে যে সংযমবিধি অর্পিত হয়, তাহা ভক্তি-শিক্ষার্থীর অনুরূপ; কেবল বিশেষ এই যে, ইঁহার সংযমবিধি মধ্যে "বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ" ও "প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি পরহিতার্থ পুনরাবৃত্তি" এই দুই নিয়ম নাই।

১লা বৈশাখ পরিচারিকাব্রতার্থিনীর ব্রতের পুনরুদ্দীপন ও অন্যান্যের ব্রতগ্রহণ

ক্রোধপ্রকাশজন্য পরিচারিকাব্রতার্থিনীর ব্রতস্খলন হয়। এই স্খলনে তাঁহার পরিবেদনা উপস্থিত হওয়ায়, ১লা বৈশাখ (১৭৯৮ শক, ১২ই এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃঃ) সেই ব্রতের পুনরুদ্দীপন এবং অর্দ্ধ বর্ষের জন্য নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে ব্রতবিধি সমুদায় বিশেষ-রূপে প্রবৃত্ত হইল। কেশবচন্দ্রের পত্নী ১লা বৈশাখ হইতে এক মাসের জন্য, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুনীতি এক পক্ষের জন্য ব্রত গ্রহণ করিলেন †।

---

* বৃদ্ধা, বালিকা ও নিকট সম্পর্কীয় নারী ব্যতীত অন্যনারীর চরণ শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে দর্শন করিবে।

† এই সকল এবং অন্যান্য সমুদায় ব্রতের বিধি সংস্কৃত নবসংহিতাতে পরিশিষ্টাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

১লা বৈশাখ যোগার্থী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তকে মাসব্যাপী নিম্নলিখিত বৈরাগ্যব্রত প্রদত্ত হয়।

ভিক্ষাশনং সংবরণং হাসস্যানবরক্ষণম্।
অশিতস্যাবশেষস্য হ্যপত্যাস্থাপনং তথা॥
উৎসঙ্গে চেদনাক্রান্তমসাধ্যব্যাধিনা ততঃ।
ব্রহ্মনামজপঃ কার্য্যো দারাননেঽবলোকিতে॥
চতুর্হস্তমিতং স্থানং হাতব্যং পরযোষিতঃ।
আসনং প্রতি যত্নশ্চ তথান্নব্যঞ্জনস্য চ।
ঐকবিধ্যং রক্ষণীয়ং মাসব্যাপি ব্রতস্থিদম্।
বৈরাগ্যস্য বর্দ্ধনায় রক্ষিতব্যং সুযত্নতঃ॥ *

ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি ভক্তিযোগোক্ত নিত্য ও মাসিক কৃত্য এবং দুটী বিশেষ নিয়ম

২রা বৈশাখ (১৩ই এপ্রেল), বৃহস্পতিবার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের প্রতি দুই মাসের জন্য ভক্তি ও যোগোক্ত নিত্যকৃত্য এবং মাসিককৃত্য ব্যবস্থাপিত হয়। এই সময়ে এই দুইটি বিশেষ নিয়ম হয়ঃ—

১। উপাসনাদি সময়ে ব্রতগ্রহীতৃগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসন লইয়া উপাসনা করিবেন। অপর সকলে আসনবিহীনস্থানে অথবা নিজ নিজ আসন লইয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন।

২। যাঁহারা অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিবেন, অপরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেনঃ—

১। আসন না পাতা।
২। দ্রব্যাদি নিকটে আনিয়া না দেওয়া।
৩। পরিবারাদির বিষয় না দেখা।
৪। রোগাদির তত্ত্ব না লওয়া।

ভক্ত্যার্থী বিজয়কে ও সেবার্থী প্রাণকৃষ্ণকে কেশবচন্দ্রের প্রণামপূর্ব্বক বরণ

কেশবচন্দ্র উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া, আপনাকে কি ভাবে দেখিতেন,

---

* (১) ভিক্ষালব্ধ আহার, (২) হাস্য-সংবরণ-চেষ্টা, (৩) আহারের অবশিষ্ট কিছু না রাখা, (৪) কঠোর রোগ না হইলে সন্তানাদি ক্রোড়ে না লওয়া, (৫) যতবার স্ত্রীর মুখদর্শন, ততবার ব্রহ্মনামজপ, (৬) পরস্ত্রী হইতে চারি হস্ত দূরে অবস্থান, (৭) আসনের প্রতি যত্ন, (৮) অন্ন ব্যঞ্জন এক প্রকার।

কেশবচন্দ্রের এই ব্যবহারটি দেখিলে, সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১০ই বৈশাখ (১৭৯৮ শক, ২১শে এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃঃ) কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহারস্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি।

আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।

অনন্তর উপস্থিত উপাসকগণমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বিনীতমস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বস্ত্র পাদুকা উপহার দিলেন।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের চারিবেদ

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও সেবা এই চারিটির মূল মন, হৃদয়, আত্মা ও ইচ্ছা। মন, হৃদয়, আত্মা ও ইচ্ছা এই চারিটিকে চারিখানি বেদ বলিয়া তৎকালে কেশবচন্দ্র বর্ণন করেন; কেন না, ধর্ম্মবিজ্ঞান এই চারিটি লইয়া সিদ্ধ। আজ পর্য্যন্ত মানবজাতির যে উন্নতি হইয়াছে, এই চারিটী অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহারাই উন্নতির অবলম্বন থাকিবে; সুতরাং এ চারি বেদের কোন দিন অন্ত হইবে না। এতৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের অনুবাদে অধিক স্থান অধিকার না করিয়া, আমরা একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সময়ের ইতিহাসে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ বিদ্যার আবাসস্থল বারাণসীতে চারি বেদ পাঠ করিবার জন্য চারি জন পণ্ডিতকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এখন আর বেদকে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী বলিয়া স্বীকার করা হয় না, এজন্য চারি ব্যক্তিকে—মন, হৃদয়, আত্মা ও ইচ্ছা—এই ব্রাহ্মধর্ম্মের চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। দুইয়ের তুলনা

অদ্ভুত; এই জন্য সমধিক অদ্ভুত যে, হঠাৎ তুলনা ঘটিয়াছে। আমাদিগকে এ কথা অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, গ্রন্থপাঠাপেক্ষা আন্তরিক প্রকৃতি অধ্যয়ন ও কর্ষণ করা অত্যধিক কঠিন। ধর্ম্মবিজ্ঞানপাঠে নিযুক্ত এই কয়েক-জন অধ্যেতা হইতে ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী বহুল উপকার পাইবেনই। আমরা ইঁহাদিগের উন্নতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিব।"

কুটীরে কেশবচন্দ্রের রন্ধন ও ভোজন এবং যোগ ভক্তি বিষয়ে উপদেশ

কেশবচন্দ্র কিছুদিন পূর্ব্বে "কাননগমনব্রত" গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সেই হইতে তৃতীয়তলস্থ শয়নোপবেশন ও উপাসনাগৃহের সন্নিহিত, ত্রিতল গৃহের সন্নিহিত দ্বিতল গৃহের উপরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই স্বহস্তে রন্ধন ও ভোজন করিতেন। এই কুটীরে ভক্তি ও যোগশিক্ষার্থীর উপদেশগ্রহণের স্থান হইল। প্রতিদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় উপদেশ আরম্ভ হইয়া, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনে উহা পরিসমাপ্ত হইত। আমরা উপদেশের সংক্ষেপ বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব।

ব্রাহ্মসমাজের দেশসংস্কারের কার্য্যে লর্ড নর্থব্রুকের সহানুভূতি ও কেশবচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তিগ্রহণ

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে, এ সময়ের গুটিকতক বিশেষ কথা এখানে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক কেশবচন্দ্রের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। তিনি ইংলণ্ডে গমনোদ্যত হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট, ব্রাহ্মগণ দেশসংস্কারের যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; মদ্যপান-নিবারণ, অনীতি-শোধন, যুবকদিগকে সৎপথ-প্রদর্শন এ সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ উৎসাহ দিলেন; মদ্য ও নাট্যশালা দ্বারা এ দেশের যুবকদিগের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তৎসম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। লর্ড নর্থব্রুক মুখে এ সকল কথা কেশব-চন্দ্রকে বলিয়া তৎপ্রতি আপনার অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন, তাহা নহে; তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত লক সাহেবকে তাঁহার নিজের জন্য কেশবচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে অনুমতি দেন। লর্ড নর্থব্রুক একদিন প্রকাশ্য সভায়, কাহার কাহার চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেন; কিন্তু কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আমি আর একজনের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে বলিয়াছি, কিন্তু

প্রকাশ্য স্থানে আমি তাঁহার নাম এই জন্য উল্লেখ করিলাম না, কি জানি, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের উপরে আঘাত করা হয়।" যখন কেশব-চন্দ্রের সঙ্গে সোপানশ্রেণী দিয়া নীচে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন বলিলেন, 'আমি আপনাকে মনে করিয়াই ও কথা বলিয়াছি।' এই সময়ে জয়পুরের শিল্পবিদ্যালয় হইতে কেশবচন্দ্রের পঙ্কনির্ম্মিত অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আইসে এবং অত্রত্য শিল্পবিদ্যালয়ের একটি ছাত্র উপাসনাভাবে বসা কেশবচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি লিথোগ্রাফ করেন।

পাপসকলের শ্রেণীনিবন্ধন

এই সময়ে (২রা এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃঃ) কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রণালীতে পাপসকলের শ্রেণীনিবন্ধন করেন :—

১ম শ্রেণী—নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, চুরি, আক্রমণ, বঞ্চনা, অবিশ্বাস।

২য় শ্রেণী—অসত্যপরায়ণতা, অত্যাচার, পরদ্রব্য আত্মসাৎকরণ, কুদৃষ্টি, পরনিন্দা, অপকারের প্রতিশোধ, অন্যায়াচরণ, নিষ্ঠুর বাক্য, দেবাবমাননা, সংশয়।

৩য় শ্রেণী—ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা, অহঙ্কার, লোভ, রিপুর উত্তেজনা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা বলিবার বা ভুলাইবার জন্য অভিলাষ, সময় রক্ষা না করা, কপটতা, স্বজাতিবিদ্বেষ, অন্যায়াচরণে অভিলাষ, বিশ্বাসের চাঞ্চল্য।

৪র্থ শ্রেণী—উপাসনায় অনিয়ম, উপাসনামন্দিরে না যাওয়া, উপাসনাকালে মানসচাঞ্চল্য, হৃদয়ের শুষ্কতা, ঔদাসীন্য, নিরাশা, স্বার্থপরতা, সাংসারিকতা, লঘুচিত্ততা, সময়, শক্তি ও ধনের বৃথা ব্যয়, অভ্রাতৃভাব।

৫ম শ্রেণী—আধ্যাত্মিক বিষয়াপেক্ষা সংসারের বিষয়সমূহকে অধিক মনে করা, শত্রুকে ভাল না বাসা, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রবলানুরাগের অভাব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ভাল করিয়া অনুভব না করা, নিরবচ্ছিন্ন যোগের প্রতি বিতৃষ্ণা।

এই শ্রেণীনিবন্ধনসহকারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে, কার্য্যে ও চিন্তায় যে পাপ প্রকাশ

পায়, তদপেক্ষা আমাদের অন্তরে নিয়ত যে পাপের মূল নিহিত থাকে তাহাকেই মারাত্মক বলিয়া কেশবচন্দ্র প্রতিবিধান করিয়াছেন। কেন না, এই মূল নিহিত আছে বলিয়া, প্রলোভন আসিলে কার্য্যে ও চিন্তায় সেই সকল পাপ প্রকাশ পায়। মানুষ কার্য্যে ও চিন্তায় প্রকাশিত পাপ সকলকেই পাপ মনে করে, এবং তজ্জন্য বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরদর্শী ঈশ্বর আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত পাপ দর্শন করেন, এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হই।

৪৬

সাধনকানন

মোড়পুকুর উদ্যানে সাধনকানন-প্রতিষ্ঠা

সাধনের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান যাহাতে হয়, তজ্জন্য কেশবচন্দ্রের মনে, বহুদিন হইল, যত্ন উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিলের মিরারে আমরা এইরূপ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দেখিতে পাই, "ব্রাহ্ম সাধকদিগের জন্য যোগসাধনের নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন। ঈদৃশ স্থানের অভাব বিলক্ষণ অনুভব করা যাইতেছে। এমন ধনী ও দাতা ব্যক্তি কি নাই, যাঁহারা ঈদৃশ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধন জন্য একখণ্ড ভূমি দিতে পারেন?" সাধকগণের সাহায্য করিবেন, এরূপ দাতা ও ধনী কোথায়? সুতরাং কেশবচন্দ্র, আপনার যাহা কিছু সামান্য আয় আছে, তাহা হইতেই এই অভাব পূরণ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। মোড়পুকুর আমাদের প্রাচীন বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের নিবসতিস্থান, সেইখানে একটি উদ্যান ক্রয় করিবার যত্ন হইল। মোড়পুকুরে উদ্যান ক্রয় করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য আমাদের বন্ধুর হিতসাধনও ছিল। যাহা হউক, এই বন্ধুর যত্নে শ্রীরামপুরের গোস্বামিগণের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রায় একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান ক্রীত হইল। কেশবচন্দ্র এই উদ্যানের "সাধন কানন" নামকরণ করিবেন, স্থির করিলেন। উদ্যানক্রয়ান্তে মে মাসের (১৮৭৬ খৃঃ) প্রথম ভাগে, কেশবচন্দ্র উদ্যানের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় গমন করেন, তিনি এই কার্য্যে কি প্রকার ব্যস্ত ছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত পত্রে তাহা প্রকাশ পাইবে।

মোড়পুকুর
১০ই মে, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,—

এখানকার জন্য একখানা ১০ ফুট টানাপাখা অদ্যই চাই। Second Hand হইলে ভাল হয়। খবরদার, যেন অধিক দামের না হয়, অথচ দেখিতে

মন্দ না হয়। দড়ি হুক সমুদায় সরঞ্জাম সহিত ৩টার গাড়ীতে কোন্নগর পর্য্যন্ত রওয়ানা করিয়া দিবে। ওঝা দ্বারবান্ সঙ্গে আসিবে। ভুবন যদি সঙ্গে আসিয়া Station এ book করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। আর আমার বড় ঘরে আলমারির মাথায় ও এখানে ওখানে যে ছোট ছোট spare ছবি আছে, তাহাও ঐ লোক মারফতে পাঠাইয়া দিবে। আর যদি কিছু পাঠাইবার সুবিধা হয়, পাঠাইবে। ৪টা ৪॥টার মধ্যে এখানে দ্রব্যগুলি আসা চাই। অবশ্য অবশ্য। ওঝাকে ঠিকানা বলিয়া দিবে। বোধ করি, ওঝা আজ এখানে থাকিয়া কাল আম কাঁঠাল লইয়া যাইবে। আমার অদ্য ফিরিবার কথা। দেখি, কিরূপ হয়। সেখানে যে ঝোড়াগুলি আছে, এখানকার জন্য তাহা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

৪টার মধ্যে যদি নৌকায় আসিতে পারে, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? পত্রপাঠ পাখা কিনিতে হইবে।

১৯শে মে (১৮৭৬ খৃঃ), মোড়পুকুর হইতে কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্রকে সাধনকানন-প্রতিষ্ঠার এই নিমন্ত্রণপত্র লিখেন :—

শুভাশীর্ব্বাদ;—

আগামী কল্য (৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক; ২০শে মে, ১৮৭৬ খৃঃ) সাধনকানন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক মোড়পুকুরে আসিয়া উপাসনাদি করিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এই নিমন্ত্রণানুসারে বন্ধুগণ কলিকাতা হইতে মোড়পুকুরে গমন করেন। কেশবচন্দ্র অগ্রেই সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানের পূর্ব্বদিকে নিভৃত স্থলে কণ্টকীবৃক্ষাবৃত স্থানে উপাসনাভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্থান ও সাধনকাননপ্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক) লিখিয়াছেন, "কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যস্থলে লৌহবর্ত্মের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটি অতি নিভৃত, বিবিধ ফলপুষ্পের বৃক্ষ লতা দ্বারা পরিশোভিত। কতিপয় ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনাস্থান, তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দিক তরুরাজিতে বেষ্টিত, মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র সরোবর, নানাজাতীয় পক্ষিগণ এখানে মধুরস্বরে গান করে; বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের নির্ঘোষশব্দ ব্যতীত অন্য কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না। শনিবার (৮ই জ্যৈষ্ঠ) (২০শে মে) প্রাতে কলিকাতা হইতে ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া, উপরি উক্ত বৃক্ষচ্ছায়াতলে কুশাসনোপরি শান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন; অতি গম্ভীর মধুরভাবে উপাসনাকার্য্য সমাধা হইল। তদনন্তর 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' এই গানটী কীর্ত্তন করিতে করিতে, উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন সাধনস্থানে এবং পুরদ্বারে পরিভ্রমণ করা হয়।" উপাসনান্তে সাধনকাননসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

"স্বর্গ কেমন? উদ্যানের ন্যায়। সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্নের এই উত্তর দেখা যায়। শাস্ত্রকারেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথার্থ স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়। যেখানে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়, পাখী সকল গান করে, বৃক্ষ সকল নবীন পল্লবে পরিশোভিত হয়, যেখানে সুপক্ক ফল সকল প্রস্তুত হইয়া রসনায় সুখ বিধান করে, যেখানে সরোবরের শীতল জল শুষ্ক কণ্ঠকে সরস করে, যেখানে বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বৃক্ষতলে বসিলে অতি অদ্ভুত সুখের উদয় হয়, যেখানে বিষয়কার্য্য ভুলিয়া মন আরাম ভোগ করে, এমন যে উদ্যান, ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু, হে ভক্তগণ, স্বর্গে পুষ্পও নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষলতাও নাই, কোন জড়বস্তুও নাই। তবে উপমা দিতে হইলে, উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে। স্বর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়, পাপমনকে প্রকৃতিস্থ করে, উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? কিন্তু স্বর্গে এ সকল জড়বস্তু তিলার্দ্ধও নাই। তবে যেমন উদ্যানের শোভা-সন্দর্শনে শরীর মন পুলকিত হয়, পাখী ডাকিলে মন আনন্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ শীতল হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য্য-দর্শনে, স্বর্গের বাণী-শ্রবণে, স্বর্গের সমীরণ-স্পর্শে সেইরূপ সুখ হয়, এই সাদৃশ্য। অতএব, হে ভক্তগণ, তোমরা পুষ্পলতাপ্রিয় হও, পক্ষিসরোবরপ্রিয় হও। উদ্যান যেমন শরীরসম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ-সুখের আকর, স্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেইরূপ, আত্মার সমুদায় ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির কারণ। এইজন্য চিরকাল ভক্তেরা

বলিয়াছেন, স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়, উদ্যান শিক্ষার স্থান। উদ্যানে পাখীরা বৃথা গান করে না, তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত; বিচিত্রবর্ণ পক্ষীরা ভক্তকে ভক্তবৎসলের দিকে আকর্ষণ করে। ভক্তের প্রাণ স্বভাবতঃ বলে, পাখী আবার গাও, সুন্দর বিহঙ্গম থেম না, আবার গান গেয়ে আমার প্রাণকে তাঁহার নিকট টানিয়া লও। এইরূপে উদ্যানে শ্রবণ-মধুরতা আস্বাদন করা যায়। চক্ষে আবার দেখ কি! একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ, চারি দিকে বেলফুল। তাহারা কেমন কোমল, দেখিতে কি সুন্দর, যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া কয়টী ফুল লইয়া বসিয়া বলিতেছেন, 'ভক্ত, দেখ, আমি তোমার জন্য এই ফুলগুলি লইয়া বসিয়া আছি।' বাস্তবিক সে ফুল মাটীর ফুল নহে। ব্রহ্মের হস্তরচিত হইয়া তাহারা ব্রহ্মের হস্তেই রহিয়াছে। সেই ফুল রচনা করিতে এবং দেখাইতে পারেন কেবল তিনি। ঈশ্বর আরো বলেন, 'সন্তান, এই ফুলগুলি তোমারই হাতে স্নেহের উপহার দিলাম।' ভক্ত সৌরভ এবং সৌন্দর্য্য তুষ্ট পাইয়া কৃতার্থ হইল। এই ভাবে একটী ফুল হাতে করা লক্ষ টাকা হাতে করা অপেক্ষা অধিক। ধন্য তিনি, যিনি ঈশ্বরের হাত হইতে ফুল লাভ করিয়া আপনার বক্ষে স্থাপন করেন। ফুল যে তোমার গুরু, তাহা কি, ভক্ত, তুমি জান না? ফুল এই শিখাইবে, 'হে ব্রাহ্ম, পাথরের মত বুক রাখিও না, আমার স্রষ্টা যিনি, তিনি কেমন কোমল! তুমি আর পাথর হৃদয় লইয়া, পাথর দেবতার পূজা করিও না।' পুষ্পগুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, কোমল ঈশ্বরের পূজা কর। অতএব এই উদ্যানকে সামান্য মনে করিও না। ভক্তবৎসল পিতার এই স্থান। মূর্খেরা বলিবে, অন্য স্থান কি ঈশ্বরের নহে? ভাই, অন্য স্থানও ঈশ্বরের বটে, কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করি, তাহাকে তাঁহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে। একটী তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে। নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার অনেক শিখিবার আছে। একবার স্বর্গীয় ভাবে দেখ, দেখিবে, উদ্যানের পাখী, ফুল, বৃক্ষ, লতা, সরোবর, তৃণ সমুদায় এক পরিবার হইয়া, তোমাকে কত স্বর্গের কথা বলিবে। সুখী হইবে, হে ভক্ত, যদি উদ্যানপ্রিয় হও। এই জন্য এই উদ্যানরত্ন ঈশ্বর আমাদের হস্তে দিতেছেন। অধম অযোগ্যদিগের হস্তে এই উদ্যান দিলেন। যাহাতে উদ্যান দ্বারা আমাদের মনকে শুদ্ধ করিতে

পারি, এমন সাধন করিব। আমরা এখন এই উদ্যান সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত নহি। আমরা ইহার পাখী, তৃণ, ফুল, বৃক্ষ, লতার নিকট শিক্ষা করিব। আমরা সহরের লোক বড় বিকৃত হইয়াছি, সহরের কার্য্যের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মভক্তি থাকে না; অতএব যেমন সাধুসঙ্গে মন সাধু হয়, তেমনি এ সকল ঈশ্বরের হস্তের সাধু পবিত্র রচনার মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃতিস্থ হইব, এবং আরাম লাভ করিব। এই উদ্যান ব্রাহ্মদিগের প্রাণকে পরিতোষ করুক, দয়াময় ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন। পরমেশ্বরের আদেশে ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মযোগী, ব্রহ্মসাধক এবং সাধারণ ব্রাহ্মদিগের কল্যাণের জন্য এই উদ্যানের 'সাধনকানন' নামকরণ হইল।"

সাধকগণের সাধনকাননে প্রতিদিনের দিনযাপন সম্বন্ধে মিরারের মন্তব্য

সাধনকাননে কেশবচন্দ্র পরিবার ও বন্ধুবর্গসহ নির্জ্জনবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। উদ্যানের পূর্ব্বদিকে বৃক্ষতলে উপাসনাস্থান ও কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কুটীরে রন্ধনকালে শাস্ত্রপাঠ ও যোগ ভক্তির উপদেশ হইত। ইঁহারা সকলে এখানে কি প্রকারে দিনযাপন করিতেন, তাহা আমাদিগের স্মরণে থাকিলেও, তৎসময়ের মিরার (৪ঠা জুন, ১৮৭৬খৃঃ) হইতে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "অল্পদিন হইল, যে উদ্যান (সাধনকানন) ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুযায়িগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন প্রকারের ধরণে বাস করেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে বসিয়া প্রাতঃকালে একত্র উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উপাসনা আড়াই ঘণ্টার কমে হয় না। উপাসনার পর তাঁহারা রন্ধন করেন, এবং দুপ্রহরের মধ্যে তাঁহাদের ভোজনকার্য্য শেষ হয়। আহারের পর অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, এক ঘণ্টাকাল তাঁহারা সৎপ্রসঙ্গ করেন। তদনন্তর কেহ কেহ লেখা পড়া ও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্ণে জল তোলা, বাঁশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পোঁতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জল সেঁচা, তাঁহাদের কুটীর প্রস্তুত করা, নানা স্থান পরিষ্কার করা, এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, কেউ মাথা খুলিয়া, কেউ মাথায় ভিজা গমছা বাঁধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়টা পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তর, সকলে নির্জ্জন সাধনে গমন

করেন। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিলে—মনে কর, সাড়ে সাতটা হইলে—তাঁহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তৎপর কীর্ত্তনের দল বান্ধিয়া বনে আচ্ছন্ন পাড়ার রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটীরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের কল্যাণার্থ কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকল কার্য্যের ভিতরেও, বাবু কেশবচন্দ্র সেন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বড় লোকের সঙ্গে পত্রাপত্র, আলবার্ট হলের উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্য উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রহণ, সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদিরও সময় পান।" কেবল প্রচারকবর্গই এই প্রকার গ্রাম্যোচিত জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কেশবচন্দ্রের পত্নী ও কন্যাগণ পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া আনা প্রভৃতি গ্রাম্য নারী ও বালিকাগণের কার্য্য আহ্লাদের সহিত করিতেন।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতে পদার্পণের স্মৃতিরক্ষার্থ "আলবার্টহল" স্থাপন

এস্থলে আলবার্টহলসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতে পদার্পণের স্মৃতিরক্ষার জন্য, আলবার্ট হল কেশবচন্দ্র স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করেন। যাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন, তাহারই জন্য এই হল স্থাপিত হয়। এই কার্য্যের সর্ব্ব প্রথমে মহারাজ হোলকার আট সহস্র, জয়পুরের মহারাজ পাঁচ সহস্র, মহারাণী স্বর্ণময়ী এক সহস্র (অতিরিক্ত দুই শত পুস্তকালয়ের জন্য) এবং অন্যান্য ব্যক্তির দানে একুশ হাজার পাঁচশত মুদ্রা সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল এ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। "ল্যাণ্ড একুজিশন" আইন অনুসারে কলেজস্কোয়ারের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সি কলেজ গৃহ ও তৎসন্নিহিত ভূমি ক্রীত হয়। গবর্ণমেণ্ট টাকা দান করেন। এ সময়ে হল প্রস্তুত হইয়াছে, পুস্তকালয়-স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডাদি হইতে পুস্তকাদি-সংগ্রহের নিমিত্ত যত্ন হইতেছে, দুই একটী ছোট ছোট সভা 'ও'হলে' হইয়াছে, তবে কলেক্টর এখনও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের ব্যবস্থানুসারে সমুদায় কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আলবার্ট হলের কার্য্য যতদূর অগ্রসর হওয়া চাই, তাহা হয় নাই।

সাধকগণের কাননব্রতগ্রহণ

এই সময়ে সাধনকাননস্থ সাধকগণ ৩রা আষাঢ় (১৭৯৮ শক; ১৬ই জুন,

১৮৭৬ খৃঃ) শুক্রবার হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাসের জন্য নিম্নলিখিত 'কাননব্রত' গ্রহণ করেন ঃ—

নিষেধ

(১) বিশেষ প্রয়োজন ও অনুমতি বিনা কানন ত্যাগ ; (২) আলস্য ; (৩) উপবাস ; (৪) পরনিন্দা , (৫) দিবানিদ্রা ; (৬) রাত্রিজাগরণ ; (৭) অনুমতি বিনা ফুল পাড়া।

বিধি

১। অতিথি-সমাগমে দণ্ডায়মান ও তাঁহার যথোচিত সেবা।

২। বিশেষ ভার, যথা :—

(১) ফল বৃক্ষ সেবা—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(২) ফুলের গাছ সেবা— অঘোরনাথ গুপ্ত।

(৩) ঘাট ও উপাসনাস্থান পরিষ্কার—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

৩। ফল ও ফুলের উপহার প্রেরণ।

৪। বিবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনাদি অন্যূন ত্রিশটি কণ্ঠস্থ করা।

৫। এই কয়েকটী প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা :—

(ক) আমি কোন বিষয়ে অহঙ্কার মনে আসিতে দিব না।

(খ) আমি নারী সম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না।

(গ) আমি পরসুখে কাতর হইব না।

(ঘ) আমার জিহ্বা আমোদে, ভ্রমেতে বা অসাবধানতায়ও মিথ্যা বলিবে না।

(ঙ) আমি কাহারও হৃদয়ে শক্ত কথার দ্বারা পীড়া দিব না।

(চ) চিন্তায়, বাক্যেতে ও কার্যোতে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব।

(ছ) আমি ভ্রাতাদিগের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইব।

(জ) আমি নিজের মঙ্গল, সাধুসেবা ও জগতের হিতসাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে, ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব না।*

৬। দেশস্থ ও বিদেশস্থ বন্ধুদিগের হিতার্থ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্যূন ত্রিশখানি পত্র লেখা।

সাধনকানন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে পুরস্কারদান ও ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ

বর্ষার বিশেষ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত। সাধনকানন সাধকগণেব অবস্থানের

---

* এই আটটী প্রতিজ্ঞার অনুবাদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকে হইয়াছিল।

আর উপযুক্ত রহিল না। উপাসনা, নির্জ্জন সাধন প্রভৃতি সমুদায় বৃক্ষতলে নিষ্পন্ন হইত। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন এ সকল স্থান আর ব্যবহারযোগ্য থাকিল না। পূর্ব্বকালে সাধকগণ এই চতুর্মাস ব্রত আশ্রয় করিয়া গৃহস্থ-গৃহে বাস করিতেন, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগের যথোচিত সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। সাধনকাননস্থ সাধকগণকে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কেশবচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিবার লোক নহেন। ইতঃপূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা মিসেস্ উড্রো এবং মিস্ চেম্বারলিন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া যে মত প্রকাশ করেন, তাহা অতীব উৎসাহকর। এখন বিদ্যালয়ে পুরস্কারদানের উদ্যোগ হইল। ২২শে জুলাই (১৮৭৬ খৃঃ) শনিবার পুরস্কারদানের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য ব্যক্তি মধ্যে মেস্তর উড্রো এবং তাঁহার পত্নী, মিসেস্ রেনোল্ডস্, মিসেস্ গ্র্যাণ্ট, মিস্ উইলিয়মস্, মিসেস্ হুইলার, মিসেস্ উইল্‌সন্, মিসেস্ সিমন্স, মিসেস্ এম্ ঘোষ, মিস্ চেম্বারলিন্, ব্রিঙ্ক, এম্, ডি, ফাদার লাফোঁ, রেবারেণ্ড কে, এম্, বানার্জ্জি, রেবারেণ্ড, সি এইচ্ এ ডল্ উপস্থিত ছিলেন। মান্যবর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল নিজ হস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক বিবরণ পঠিত হয়। সার রিচার্ড টেম্পল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সংক্ষেপ এই :—"ভদ্র মহিলা ও ভদ্রগণ,—আমি যে এখানে আসিতে পারিলাম, তজ্জন্য আহ্লাদিত হইয়াছি। স্থানটির দৃশ্য আনন্দকর, যাঁহারা একত্র হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃশ্যও মনোহর। বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্কা মহিলাগণের উন্নতি অতি সন্তোষকর, কেন না এখন তাঁহারা যাহা পাঠ ও বাচনা করিলেন, এবং যে সকল প্রবন্ধ আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। হাতের লেখা উৎকৃষ্ট, প্রবন্ধের বিষয়গুলি ভাল; আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, এ বিদ্যালয় এই প্রথম নয়, এরূপ বিদ্যালয়ে হিন্দু মহিলাগণ জ্ঞান ও উন্নতি উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যদিও শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর, আমার সম্মুখস্থ বন্ধু, মনে করেন না যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচুর প্রমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে; এ দেশে এ সম্বন্ধে কিছু যে উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমরা মনে না করিয়া থাকিতে পারি

না। এই বিদ্যালয় দেখাইতেছে, যদিও অধিক কাজ হয় নাই, যাহা হইয়াছে, তাহা খাঁটি হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্র নরনারী ঈদৃশ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নশীল, ইহাতে এ কাজ ভাল না হইয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বাগ্মিতা ও ধর্ম্মোৎসাহের জন্য প্রসিদ্ধ বাবু কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন এ কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন, আমরা ইহা হইতে খুব ভাল ফলই আশা করিতে পারি। বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহকগণ যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে, আরও তাঁহাদের অধিক করা উচিত। যদিও বিদ্যালয় ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, আমি মনে করি, অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রীগণকেও আহ্লাদের সহিত ইহাতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (হাঁ হাঁ ধ্বনি) আমি বিশ্বাস করি, দেশীয়া অন্যান্য মহিলাগণ অপেক্ষা ব্রাহ্ম মহিলাগণ সহজে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমার সন্দেহ নাই, সময়ে এ বৈষম্য অন্তর্হিত হইবে। আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, এ বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের কর্ম্মণ্যতা বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। আমি যাইবার পূর্ব্বে বলিতেছি, এই বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং পুষ্টিপোষকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট যেরূপ সরল সহৃদয় সহানুভূতি তাঁহারা লাভ করিবেন, এমন আর কোথাও নহে (আনন্দধ্বনি)।" সাধনকানন হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্র নিয়মপূর্ব্বক ব্রাহ্মিকা-সমাজে উপদেশ দেন। এই সকল উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর সুন্দর, পরলোক, পরলোক মনোহর, বিবেক ব্রহ্মবাণী, বিবেক সুন্দর, এই কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বর সত্য, এইটি সর্ব্ব প্রথম উপদেশ। দুঃখের বিষয়, এই উপদেশটি তৎকালে লিপিত হয় নাই।

মুসলমান প্রেমিক সাধকগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের অনুরাগ

কেশবচন্দ্রের চিত্তে এ সময়ে নব নব ভাবের উদ্রেক হইতেছে। ভক্তির বিবিধ প্রকার ভাবের বিকাশ এবং তৎসহকারে প্রেমিকগণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিয়াছে। এক দিকে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট, আর একদিকে

হাফেজের প্রেমোন্মত্ততা তাঁহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কোন কালে পারস্য ভাষা পাঠ বা উহার একটি অক্ষরও স্বহস্তে লিপি করেন নাই। ভাই গিরিশচন্দ্রের নিকট হাফেজের গজল শ্রবণ করিয়া, তাঁহার চিত্ত তৎপাঠে ব্যাকুল হইল। তিনি প্রতিদিন অপরাহ্ণে তাঁহার নিকটে হাফেজের গজল পড়িতে লাগিলেন, এবং গজলগুলি স্বহস্তে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লিপি এমনই সুন্দর হইয়াছিল যে, যন্ত্রে মুদ্রিতের ন্যায় দেখাইত, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর্য্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের পত্র বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্র কয়েকটী গজলের ইংরাজী অনুবাদ মিরারে (৯ই জুলাই, ১৮৭৬ খৃঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকটে হাফেজ, মওলানা রুম প্রভৃতি নিবতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল। এত দূর প্রিয় হইল যে, ভাই গিরিশচন্দ্র যখন হাফেজের ১ম খণ্ড মুদ্রিত করিলেন, তখন তাঁহার মুদ্রাঙ্কণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজে হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে মুসলমান ধর্ম্মে কোন সাধক আছেন, বা উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন লোক আছেন, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না, সেই মুসলমান ধর্ম্মের সাধকগণের প্রতি ব্রাহ্মগণের চিত্ত নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

মুসলমান ধর্ম্মের দিকে যেমন, হিন্দুধর্ম্মের দিকেও তেমনি আকর্ষণ

মুসলমান ধর্ম্মের দিকে যেমন সকলের অনুরাগ বাড়িতে লাগিল, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের দিকেও চিত্তের আকর্ষণ এত দূর হইল যে, ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি শব্দ ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিল দেখিয়া, খ্রীষ্টানগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন এত দিনে ইহারা হিন্দু হইতে চলিল। এমন কি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভয় এই যে, এরূপ শ্রেণীনিবন্ধনে সাধকগণ একদিকে ঝুকিয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের হৃদয় নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। তাঁহার মত এই যে, প্রত্যেক সাধকের সকল ভাবের প্রতি সমান মনোভিনিবেশ প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই সাধারণ ভাবে সকল ভাব থাকিবে এবং তৎসহকারে কোন কোন বিশেষ ভাবও থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক; কেন না, তাহা না হইলে এক বিষয়ের জন্য শীঘ্রই জনসমাজে মৃতভাব উপস্থিত হইবে। আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে যোগ ভক্তি কর্ম্ম সকলই আছে, কিন্তু তাঁহাতে যোগভাব প্রবল, ইহা আর কে না জানে?

প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি

সাধনকাননে অবস্থিতিকালে ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতা পরলোক গমন করেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র শ্রাদ্ধপদ্ধতি নিবদ্ধ করেন। এই শ্রাদ্ধের বিষয় ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই শ্রাবণের) এইরূপ বলিয়াছেন, "২রা শ্রাবণ (১৭৯৮ শক ; ১৬ই জুলাই, ১৮৭৬ খৃঃ) রবিবার, মোড়পুকুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে নূতন প্রণালী প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা স্থানান্তরে (১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে) প্রকাশ করিলাম। আমাদের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা ইহা দ্বারা অনেকটা বুঝা যাইবে। ইহাতে জাতীয় এবং দেশীয় ভাব যতদূর থাকিতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদারতাও রক্ষিত হইয়াছিল। বিবিধ দানসামগ্রী দ্বারা সভামণ্ডপ সজ্জিত হইলে, আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কর্ম্মকর্ত্তা আসীন হইলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপ উপাসনা করেন, পরে অধ্যেতা শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দিগের দ্বারা কতিপয় শ্লোক পঠিত হয়, শেষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উদার মধুরভাবে একটী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা তখন পরকাল যেন আমাদের নিকটবর্ত্তী বোধ হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া পরলোকগত মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতে শ্রাদ্ধ করিলেও, প্রতিবাসী জ্ঞাতি কুটুম্বগণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে এবং আহারাদি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ রীতিতে সামাজিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে, হিন্দুদিগের বিরক্তির কোন কারণ থাকে না।"

৪৭

যোগ ভক্তির উপদেশ *

(১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক— ১৪ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক, ২৪শে ফেব্রুয়ারী— ২৮শে জুলাই, ১৮৭৬ খৃঃ)

কুটীরে যোগ ভক্তি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিলে, কেশবচন্দ্রের জীবনের একটী মহত্তর কার্য্য তাঁহার জীবনীতে অনুল্লেখিত থাকিয়া যাইবে, যাঁহারা তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রস্ফুটিত ভাবনিচয়ের পরিচয় লাভ করিতে অভিলাষ করিবেন, তাহা অসম্পন্ন থাকিবে. এজন্য আমরা যত সংক্ষেপে পারি, সেই সকল উপদেশের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন ভক্তির, আর একদিন যোগের বিষয়ে উপদেশ হইত। এ প্রকার বিবরণ দিলে, বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার সুবিধা হইবে না; এজন্য প্রথমে ভক্তির, তৎপরে যোগের পরে সংক্ষেপে আমরা দিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে আমরা যোগ ও ভক্তির সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি।

যোগ ভক্তির সাধারণ বিষয়

ভক্তি ও যোগের সাধারণ ভূমি সত্যস্বরূপ। এই ইনি আছেন, এইরূপে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি না করিলে, ভক্তি মূলশূন্য ও যোগ অসম্ভব হয়। স্মরণ এখানে পরম সহায়। "আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন" এইটি স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমে ভাবগুণবিবর্জ্জিত সত্য ধারণ করিতে যত্ন করিবে, ইহাতে বস্তু-ধারণ দৃঢ়মূল হয়। এই সত্য-ধারণার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানে অনন্তত্ব সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। মন স্থির করিতে না পারিলে, না যোগ, না ভক্তি সিদ্ধ হয়। মনের চাঞ্চল্যের হেতু, অন্য চিন্তা ও ইন্দ্রিয় প্রাবল্য বা পাপ চিন্তা। যাঁহারা সাধনার্থ মন স্থির করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্য চিন্তা বা পাপচিন্তা আসিতে দেওয়া

* যোগ ভক্তির উপদেশগুলি "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সত্যলঙ্ঘন ও সংকল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত। অন্য চিন্তা, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য বা পাপচিন্তা উপস্থিত হইবামাত্র "দূর হও" এই শব্দ গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে উচ্চারণ করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। স্থিরতা-সাধন চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—(১) স্থান, (২) আসন, (৩) শরীর, (৪) মন। মনের স্থৈর্য্য সাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা চাই, অন্যথা ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে, তৎসহ মনের অস্থৈর্য্য বাড়িবে। আসনসম্বন্ধেও ঐ কথা। তবে বিশেষ এই, আসন এমন হওয়া চাই, যাহাতে উপবেশনে ক্লেশ না হয়, অথচ তাহার মূল্যবত্তাদি জন্য তৎপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া উহা বিক্ষেপের কারণ না হয়। হস্তপদাদি ক্রমিক চালনা দ্বারা অস্থৈর্য্য উপস্থিত হয়, সুতরাং শরীরকে স্থিরভাবে রাখিয়া, ক্লেশকর না হয়, এরূপভাবে আসনে বসিতে হইবে। অঙ্গপরিচালনে স্থৈর্য্য-সম্বন্ধে প্রথম নিয়ম "দূর হ" বলিয়া বিরুদ্ধ চিন্তা দূর করা। তদ্ভিন্ন পাঠ চিন্তা সঙ্গীত প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রয়োজন। কেন না, ভাল লাগে না বলিয়া যদি তাহা না করা যায়, তাহা হইলে মন স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, অস্থৈর্য্য বাড়ে। এই স্থৈর্য্যসাধন আত্মসংযম; আত্মসংযম ব্যায়ামের ন্যায় বলবৃদ্ধিকর। চিত্তের সমতা না হইলে, মনে অস্থৈর্য্য কখন নিবৃত্ত হয় না, এজন্য সুখে দুঃখে, স্তুতি নিন্দা প্রভৃতিতে চিত্তের সমতা রক্ষা করিবে। দৃঢ়প্রণালী অবলম্বনীয়, সাধনাবস্থাতে মনঃসংযম, সঙ্গীত ও পাঠাদিতে আতিশয্য ত্যাগ (কেন না আতিশয্য হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়), মনের উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা রক্ষা জন্য "সদ্গুরু ভরসা" বা "দয়াময় সহায়" "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ, সজন নির্জ্জন ধ্যান আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ বিপদ্, একা বা সকলের সঙ্গে, সর্ব্বত্র একভাব রক্ষা, পরিবারের জীবন ও লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন, এই সকল উপায়ে সমতা সাধন করিতে হইবে। কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ রিপু প্রবল, সে ব্যক্তি সত্যের আলোকে ঠিক করিয়া, সমুদায় জীবন তৎসম্বন্ধে সাবধান থাকিবে, এবং নির্জ্জিত রাখিবার সাধন অবলম্বন করিবে। প্রবল রিপুকে কখনও বিশ্বাস করিবে না, কেন না বৃদ্ধ বয়সেও উহা দ্বারা পতন হইতে পারে। পরিবারসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করা যাইতে পারে; কিন্তু জনসমাজে বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, ইহাতে বিবিধ অবস্থার

উপযোগী পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার স্থির না করিলে মন বিচলিত হইবে। কখঃ জনসংসর্গে যাইব না, এ প্রতিজ্ঞা বৃথা। একতো এ যুগে উহা ঈশ্বরের আদেশ নয়, দ্বিতীয়তঃ চেষ্টা করিয়া সঙ্গত্যাগ কঠিন। সুতরাং কোথায় কিরূপ ব্যবহার দ্বারা মন স্থির রাখিব, ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ভক্তি

হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। যে কোন পদার্থ সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি উদিত হয়। এই তিন গুণের কোন একটীর অভাব থাকিলে, ভক্তির পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং উহার বিকার উপস্থিত হয়। সত্য মঙ্গল সুন্দর পুরুষে ভক্তি অর্পিত হইলে, উহা অবিকৃত থাকে। এই পুরুষের সৌন্দর্য্য মঙ্গল ও দয়াতে। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরম্ভ, দয়া ও প্রেমেতে উহার স্ফূর্ত্তি। সৌন্দর্য্যে যখন মগ্নভাব উপস্থিত হয়, তাহা উহার প্রগল্‌ভাবস্থা। শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য, প্রীতি দ্বারা শিব এবং প্রগল্‌ভা উন্নত ভক্তি দ্বারা সুন্দর ধৃত হয়। ভক্তির প্রতিষ্ঠা পুণ্যভূমির উপর। যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশাস্ত্রের আরম্ভ। এ কথায় এই আসিতেছে যে, মানুষ সচ্চরিত্র হইলে তবে ভক্তির উদয় হয়; কিন্তু সচ্চরিত্রতার সঙ্গে কোমলতা ও কঠোরতা দুই থাকে, যেখানে কঠোরতা, সেখানে ভক্তি নাই, যেখানে পুণ্যের সঙ্গে মধুরতা থাকে, সেখানেই ভক্তির প্রকাশ। পুণ্য চিত্তভূমিকে নির্ম্মল করিলে, ভক্তি আসিয়া তাহাকে বিচিত্র বর্ণে ভূষিত করিবে, এইরূপ হওয়া চাই। ভক্ত হইয়া মানুষ পাপ করিতে পারে, ইহা নিতান্ত ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। পাপ ছাড়িয়া পুণ্যবান্ হইলেই পরিত্রাণের শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইল, আবার ভক্তিশাস্ত্রের প্রয়োজন কি, ইহা বলিতে পার না। খুব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সাধু হইয়া মন বলিল, 'আমার এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না', এই বলিয়া উহা নিতান্ত ব্যাকুল হইল। এই ব্যাকুলতায় ভক্তির সূত্রপাত হয়। ঈশ্বরকে পাইলেই এ ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে; কেন না যত দূর ভক্ত ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার পর্য্যাপ্ত তৃপ্তি হয় না, আরও দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হন। ভক্তি অহেতুকী এই জন্য যে, উহাতে কেবল ভাল লাগা আর না লাগাই মূল। কেন ভাল

লাগে, কেন ভাল লাগে না, তাহার কোন হেতু নাই। ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বরকে ভাল লাগে কেন? তিনি তাহার উত্তর দিবেন, ভাল লাগ্ছে, তাই ভাল লাগ্ছে। ভক্ত এই জন্য কখন হাসেন, কখন কাঁদেন। কখন তিনি হাসিবেন, কখন তিনি কাঁদিবেন, কিছুই বলিতে পারা যায় না।

ভক্তি পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে নিম্নভূমির কোন পাপ বা পুণ্যের কথা না আসিলেও, ভক্তিশাস্ত্রের নূতনবিধ পাপ ও পুণ্য আছে। শুষ্কতা ভক্তিরাজ্যের পাপ, প্রেমের উচ্ছ্বাস পুণ্য। সত্যকথন, উপাসনা, সেবা এ সকলেতে যদি ভক্তের সুখ না হয়, হৃদয় শুষ্ক থাকে, প্রেমোচ্ছ্বাস না হয়, তখনই ভয়ানক পাপ ঘটিল বলিয়া তিনি কাঁদিয়া অস্থির হন, অনুতাপানলে পাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হয়। এই ক্রন্দনে কঠোর হৃদয় কোমল হয়, দুঃখের জল সুখে পরিণত হয়; অনুতাপের পর সহজেই ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের বারি বর্ষিত হয়। আশ্চর্য্য এই, 'এখানে আমার বাড়ীতে প্রেমময় নাই, ইহা ভাবাই প্রেমময়কে ডাকা, না পাওয়াই পাওয়ার মূল।' ফলতঃ ভক্তির আরম্ভ ব্যাকুলতায় যন্ত্রণায়, শেষ প্রেম শান্তি আনন্দে। ইহার স্বর্গ প্রেমসরোবরে বাস, নরক শুষ্কতারূপ মরুভূমি।

ভক্তি অহেতুকী, বলা হইয়াছে, কিন্তু হেতু নাই, তাহা কি কখন হইতে পারে? আমরা হেতু জানি না বলিয়াই অহেতুক বলা। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহার হেতু নাই। হেতু নাই বলিয়া মানুষের দিকে সাধন থাকিবে না, ইহা কখন হইতে পারে না। ভক্তি দুই প্রকার, (১) সাধনপ্রবলা ভক্তি, (২) দেবপ্রসাদপ্রবলা ভক্তি। যেখানে দেবপ্রসাদ, সেখান হইতে ভক্তির উদয় হয়, সেখানেও সেই ব্যক্তিকে ভক্তিরক্ষা করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন। যাঁহারা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের আবার ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস আবশ্যক। বস্তুতঃ এখানে সাধন ও করুণা এ দুইয়ের ঐক্য আছে। ভক্তিপথে ঈশ্বরকে ষোল আনা দিতে হইবে, কিছুই রাখিলে চলিবে না; কিন্তু ঈশ্বর বলিতেছেন, সব দিলেই যে তিনি দিবেন, তাহা নহে। সমুদায় দিন সাধন করিয়াও কিছু পাইলাম না, ভক্তির উদয় হইল না, এরূপ হয় কেন? ঈশ্বর চান যে, ভক্ত বিনয়ী হন, দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার না করেন। বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। সাধনের মূল্য

দিয়া তাঁহার দয়াকে ক্রয় করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবে কি আর সাধন করিব না? সাধন করিব বৈ কি? সাধনের ফলদান তাঁহার হাতে। দাঁড় ফেলিলাম বলিয়া বায়ু আসিল, তাহা নহে; কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিল বলিয়া বৃষ্টি হইতেছে, তাহা নহে। দাঁড়ও ফেলিতে হইবে, কর্ষণও করিতে হইবে, যখন বায়ু আসিবার আসিবে, যখন বৃষ্টি হইবার হইবে। কোন দিন অল্প সাধনে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে, কোন দিন সমুদায় দিনের সাধনেও কিছু হইবে না। তোমার আমার কাজ অকিঞ্চন হইয়া থাকা; ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইতে আশা না করা। যে সাধন না করে, তাহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কিছু করিয়া অহঙ্কার করিল, তাহার পক্ষেও তেমনি দরজা বন্ধ। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইতে নাই, আরও ব্যাকুল হওয়া চাই। কাঁদিয়া অস্থির হইলে প্রেম আসে, যত ব্যাকুল হওয়া যায়, তত ভক্তির মাত্রা বাড়ে। সার কথা এই, ভক্তিলাভের জন্য দেবপ্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন।

ভক্তের সাধন স্মৃতি। ঈশ্বর যে কতবিধ দয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা এ পথে সাধন। ঈশ্বরের শিব বা মঙ্গল স্বরূপই ভক্তির আলম্বন। জীবনে যতগুলি দয়া দেখা হইয়াছে, তাহার একটিও বিস্মৃত হওয়া দুর্গতির কারণ। ঈশ্বরের একটী সামান্য দয়া লঘু মনে করিলেও ভক্তি হইবে না, এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ আদর এবং প্রত্যেক দয়ার প্রকাশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সমুচিত। যখন দয়া স্মরণ করিতে করিতে মনের ভালবাসা গিয়া ঈশ্বরেতে পড়ে, তখনই দর্শনের আরম্ভ। এখন আর অমুক দয়া করিয়াছে, অমুক দয়া করিয়াছে, এরূপে স্মরণ করিতে হয় না; তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিলেই প্রাণ বলিয়া উঠে, 'নাথ, তুমি অত্যন্ত প্রেমময়, তুমিই শিব।' এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোদয় হয়, আর দয়া স্মরণ করিতে হয় না। অগ্রে তাঁহার এত দয়া দেখিয়াছি যে, আর কখন দয়ার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন নাই, এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোচ্ছ্বাস। কে চন্দ্র সৃজন করিলেন? কে পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিলেন? কে পিতা মাতা বন্ধু দিলেন? অগ্রে এইরূপ করিয়া সকলকে ঈশ্বরের দয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, পরে তাঁহার ভালবাসা দেখিয়া সাধকের ভালবাসা তাঁহার প্রতি উপস্থিত হয়। ভালবাসা হইলেই

দর্শনের আরম্ভ হয়। 'এই ইনি' বলিবামাত্র হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়। এ সময়ে একটি অপূর্ব্ব শান্তিরস তাঁহার প্রাণকে স্নিগ্ধ করে, ক্রমাগত ভক্তের চক্ষুর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়া তাঁহাকে শীতল করে। এই স্নিগ্ধভাবে কঠোর চক্ষু আর্দ্র হয়, আর একটু পড়িলেই অশ্রুর উৎপত্তি হয়। ভক্তিরাজ্যে এই অশ্রুর বড়ই আদর। এ অশ্রু শোকের নহে, প্রেমাশ্রু। এই অশ্রু সামান্য নহে, কেন না অশ্রুপাত ভিন্ন প্রেম হয় না, প্রেম বাড়ে না, প্রেম থাকে না। যখন প্রেমনদী উচ্ছ্বসিত হয়, তখন লজ্জা, ভয়, বা কোন বিঘ্ন বাধা, বা পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। এই প্রেমনদীর উচ্ছ্বাস প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে উপস্থিত হয়। প্রেমচন্দ্র দেখিতে দেখিতে আনন্দ এত অধিক হয় যে, আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে না।

যখন প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে ভক্তির উচ্ছ্বাস বাড়িল, তখন হৃদয় সুকোমল হইয়া বিনয় দীনতা দয়া ফুল তাঁহার হৃদয়োদ্যানে প্রস্ফুটিত হইল, ভক্তির শত্রু অহংকার পলায়ন করিল। তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার নিজের বল নাই, জ্ঞান নাই, ভাব নাই, কিছুই নাই, ঈশ্বরই তাঁহার সর্ব্বস্ব, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই নাই, ভক্তির প্লাবনে তাঁহার আমিত্ব পর্য্যন্ত ধৌত হইয়া গিয়াছে। 'আমিত্ব' নির্ব্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্তুত হইল, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন, ইহার অর্থ এই যে, ভক্ত বিনয়ী, দীন এবং দয়াবান্ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা ছিল, তত দিন আপনার উপর দয়া ছিল; যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন সেই দয়া অন্যের প্রতি ধাবিত হইল। ঈশ্বরের দয়া-স্মরণে ভক্তি হয়, ঈশ্বর-দর্শনে হৃদয়ের কোমল ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তিকাচের গুণে ভক্ত আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখেন। এই কাচের শক্তি যত বাড়ে, তত ভক্ত আপনার নিকটে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হন। অগ্রে তিনি ঈশ্বরের চরণধূলি হন, শেষে সকলের চরণধূলি হইয়া যান। এখন ভক্তের হৃদয় জগৎ ও জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেমধারণে উপযুক্ত হইল; তিনি ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইলেন, তাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রেম জগতের উপকার করিতে লাগিল।

ঈশ্বরের শিবস্বরূপ দর্শন করিতে করিতে, উহা ঘন হইতে ঘনীভূত হইল, ঘনীভূত হইয়া সৌন্দর্য্যে ভক্তের হৃদয়কে মুগ্ধ করিল। এই মুগ্ধাবস্থাতে ভক্ত

জ্ঞানহীন বা চৈতন্যহীন হন না। আনন্দের বেগে, মুগ্ধতার প্রভাবে তিনি নৃত্য করিতে থাকেন। বাহিরে শরীর তাঁহার নৃত্য করে, কিন্তু অন্তরে নয়ন ঈশ্বরের ঘন সৌন্দর্য্যে বদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহার সৌন্দর্য্যে নয়ন স্থির রহিল, চক্ষু হস্ত পদ আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহাতে ক্ষতি কি ? মত্ততা শরীরে নহে, মত্ততা মনে। শরীর মনের অনুগামী, মন সৌন্দর্য্যদর্শনে বিমোহিত হয়। তাহার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে বিমোহিত হইবে কি প্রকারে ? সুতরাং শরীরের মূর্চ্ছা বা অজ্ঞান হওয়া মত্ততা নহে। 'প্রকৃত মত্ততা সজ্ঞানতা, চৈতন্য ভক্তের নাম।' 'চৈতন্য ভিন্ন ভক্ত কোথায় ?' 'ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্য্যরস পান করেন ; যাই দর্শন কেটে যায়, অমনি মত্ততাও কেটে যায়। নিদ্রা, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না।' এই মত্ততা একটি সাময়িক ভাব নহে, দু চারি ঘণ্টা ভাবেতে মত্ত থাকা মত্ততা নহে, ইহা সমুদায় জীবনব্যাপী ; ইহা সমুদায় জীবনের অবস্থা। ইহা সম্পূর্ণ নিরবলম্ব। বাহিরের কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা করিয়া ইহা উদিত হয় না। একা নির্জ্জনে রূপদর্শনে ভক্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহার মত্ততা আর কিছুরই উপর নির্ভর করে না। এই মত্ততার অন্যতর নাম মিষ্টতা, মত্ততার মিষ্টতাতেই ঈশ্বর ও তাঁহার নাম ভক্তের নিকটে অতিশয় মিষ্ট লাগে। এই মিষ্টতার রসাস্বাদ এক মিনিট হইলে, সমুদায় দিন সেই মিষ্টতায় মন আরামে থাকে। ভক্তের পক্ষে কখন মত্ততা বা মিষ্টতা তাঁহাকে ছাড়িল, এ জ্ঞান থাকা চাই ; কেন না, যখনই তিনি সে আস্বাদে বঞ্চিত হইবেন, তখনই তিনি আপনাকে নিতান্ত নরাধম বলিয়া মনে করিবেন, এবং সেই মিষ্টাস্বাদ স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার যত্ন হইবে। মত্ততা হইলে, মত্ততা চলিয়া যাইতে পারে না, তাহা নহে। অল্প কারণেই ভক্তি চটিয়া যায়। ভক্তি ভাঙ্গিলে, আবার গড়া কঠিন। ভক্ত, ভক্তির উপকরণ, এ সকলের প্রতি অনাদর হইলে, ভক্তি চলিয়া যায়। 'অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম্মপুস্তক, কি সঙ্গীত, কি কোন ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অনাদর' আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

বস্তুতে প্রেম হইলে বস্তুর নামেও প্রেম হয়। 'বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্তু নহে।' তবে বস্তু আগে, নাম পরে। এ জন্য বস্তুর মহিমা না

বুঝিতে পারিলে, তাহার নামের মহিমা কখন বুঝিতে পারা যায় না। অতএব যাহারা বলেন, অগ্রে নাম সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের মত ঠিক নহে। দর্শন হউক, না হউক, নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি হয়, এ কথায় সায় দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ 'ভক্তের পক্ষে নামসাধন ঈশ্বর-দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নহে, বরং উৎকৃষ্ট ব্যাপার। ····· বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে, তাঁহার নামে যথার্থ মত্ততা হয় না।' ভক্তের পক্ষে প্রথমে ঈশ্বরদর্শনে মত্ততা, শেষে নামশ্রবণ-কীর্ত্তনে মত্ততা উপস্থিত হয়। বিশ্বাসের সহিত নামসাধনব্যবস্থা নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে, ভক্তের পক্ষে নহে। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের প্রতি মুগ্ধতা হইলে, কেবল নামের প্রতি কেন, জীবের প্রতিও মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। ভক্ত পরের উপকার করা অধর্ম্ম মনে করেন। কারণ উপকার করিতেছি, ইহা মনে হইলেই অহঙ্কার হয়। তাঁহার জীবে দয়ার অর্থ পরসেবা। তাঁহার স্থান সকলের পদতলে, মস্তকে বা স্কন্ধে নহে *। এই সেবাতে দুইটি বল ভক্তের সহায়—এক আন্তরিক প্রেমের বেগ, দ্বিতীয় পরসেবাতে পরিত্রাণ, এই বিশ্বাস। যে ব্যক্তি ভক্তিপথে অবস্থান করেন, তিনি সেবাতে এই দুই বলের সাহায্য লাভ করেন। পরসেবা হইতে স্বভাবতঃ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎকে ভালবাসিয়া, ভক্ত কি কখন বিলাসপরায়ণ হইতে পারেন? পরের কুশলের জন্য তাঁহাকে সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়। 'ভক্তিশাস্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর, ভালবাসা যত দূর।' ইহার বৈরাগ্য কঠোর নহে, ইহা অতি সুন্দর মনোহর। ফলতঃ অনুরাগই ইহার বৈরাগ্য।

ভক্ত কখন চক্ষুর প্রতি অবহেলা করিতে পারেন না। এই চক্ষুতেই যোগ ও ভক্তির মিলন। তবে এ দুয়ের ভিন্নতা এই, যোগের দেখা শাদা চক্ষে, ভক্তের ভক্তিতে অনুরঞ্জিত চক্ষে দেখা। যোগীর চক্ষে জল নাই, ভক্তের চক্ষে

---

* এই সময়ে কেশবচন্দ্র মিররে (২০শে এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃঃ) 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' এই শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে এই কথার বিস্তৃত প্রয়োগ সমুদায় নরনারীসম্বন্ধে তিনি করিয়াছেন। প্রত্যেকে আপনাকে শূদ্র জানিয়া, অপর সকলকে ব্রহ্মসন্তান ব্রাহ্মণজ্ঞানে, তাঁহাদের চরিত্রাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সেবা করিবেন, ইহা অতি সুন্দর ভাষায় সুযুক্তিতে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জল না থাকিলে প্রেমময়ের রঙ্গই প্রতিভাত হয় না। যতক্ষণ মধুরভাবে দর্শন না হয়, ততক্ষণ ভক্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ভক্তের দর্শন ভাবপ্রধান, বস্তু তাঁহার উপলক্ষ্য, অনুরাগ মুগ্ধতাই তাঁহার লক্ষ্য। বস্তু ও ভাব এই দুইয়েতে যোগ ও ভক্তির পার্থক্য। এই পার্থক্য এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইযাছে, 'বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি। ভাব ভাব ভাব ভক্তি, বস্তু বস্তু বস্তু যোগ। ভাবপ্রধান সাধক ভক্ত; বস্তুপ্রধান সাধক যোগী। ভক্ত যখন ব্রহ্মবস্তুকে দেখেন, তখন অন্তরে হু হু করিয়া প্রেমস্রোত আসে, অত্যন্ত ভক্ত হইলে ইহাতে বিলম্ব হয় না।'

যোগ

দুই স্বতন্ত্র বস্তুর মিলন যোগ। স্রষ্টা ও সৃষ্ট, অনন্তশক্তি ও অল্পশক্তি, এ ভেদ যোগের অন্তরায় নয়, অন্তরায় পাপ ও অপবিত্রতা। এই পাপ ও অপবিত্রতা জন্য ঈশ্বরের সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইবার জন্য যোগানুষ্ঠান। উপাসনাসময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয়, তদ্দ্বারা কালের দূরতা এবং সাধু প্রভৃতিতে যে সামীপ্য অনুভূত হয়, তদ্দ্বারা দেশের দূরতা অপনয়ন করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্ববিধ দূরতা দূর করিয়া দিয়া, ব্রহ্মের সহিত একত্বসাধন করিতে হইবে। এই একত্ব-সাধনের পথ কি? অন্তরের দিকে গতি। অন্তরে যখন যোগ হইল, তখন বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্তু তাহা এখন নয়। এখন বাহিরের বিষয় প্রতিরোধ করে বলিয়া, চক্ষু নিমীলন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। কোথায় বসিয়া যোগ করিতে হইবে? হৃদয়ে। কিন্তু হৃদয় হইতে মন চঞ্চল হইয়া বাহিরে আইসে, সাধন ও অভ্যাস দ্বারা এই মনের বহির্ম্মুখ গতি অবরুদ্ধ করা আবশ্যক। ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় এই বিশ্বাস লইয়া যাওয়া চাই যে, ভিতরে সৎপদার্থ আছে, যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে যাইতে হইবে। তিনি যাই ভিতরে প্রবেশ করিবেন, গভীর হইতে গভীরতম স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবেন, কিন্তু এখানেই গতি স্থগিত হইল না। তিনি যোগচক্রের গতিতে ব্রহ্ম হইতে মুখ না ফিরাইয়া, ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন; কিন্তু এখন আর তিনি সাকারে সাকার দেখিতেছেন না, সাকারে নিরাকার দর্শন করিতেছেন। তিনি এখন কি দেখিতেছেন, 'জড়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাব, স্ত্রীর ভিতর স্ত্রীর ভাব, মাতার ভিতরে

মাতার ভাব, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সেই জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না, বজ্রাঘাতে শক্তির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, চক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মধ্যে তিনি প্রাণ।' 'তাঁহার চক্ষে সকলই ব্রহ্মময়, আকাশময় ব্রহ্ম, জ্যোতির ভিতরে ব্রহ্ম।' কিন্তু এরূপে ব্রহ্মদর্শন কি সহজ? সংসার যে আবরণ হইয়া রহিয়াছে। এ আবরণ কিসে ঘোচে? যোগী যখন ভিতরে গেলেন, তখন বাহিরের সমুদায় ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সকলই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া গেল। এখন সংসার স্বচ্ছ কাচ হইয়া গিয়াছে, আর উহা ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। সংসার ত্যাগ করিয়া যোগসাধন নিকৃষ্ট পন্থা, সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিয়া লওয়া সর্ব্বোচ্চ যোগ। সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিতে হইলে, উহাকে একবার অসৎ করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। সাকার জগতে যাহা কিছু, সকলই নিরাকারের নিকটে ধার করিয়া লওয়া, ইহা না বুঝিলে, সাকার জগৎকে অসার করিয়া ভিতরে যাওয়া যায় না। সকল ঐশ্বর্য্য শক্তি বল যখন জানা হইল, তখন অন্তরে নিরাকার জাগ্রৎ হইল, তাহার সকল সম্পদ্ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিরাকারের গুরুত্ব সারবত্তা বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন সেই মৃত সংসার, যাহাকে ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা হইয়াছে, তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। যোগী সার বস্তু সকল পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া ভিতরে গিয়াছিলেন, এখন সেই জীবন্ত ব্রহ্মবস্তুতে সমুদায় সংসারকে পূর্ণ করিলেন, এখন তৃণাদি সকলেতেই ব্রহ্ম। এ যোগ-পথ অদ্বৈতবাদও নহে, পৌত্তলিকতাও নহে; কেন না, আত্মা, জড় ও জগৎ এ তিনই ইহাতে সত্য। তবে যাহা অস্বচ্ছ ছিল, যোগবলে স্বচ্ছ করিয়া লওয়া হইয়াছে, এই মাত্র। এ সকল কথার সংক্ষেপ এই :—যোগের পথ দুইটি, (১) বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, (২) ভিতর হইতে বাহির আসা। ইহার সাধন তিন প্রকার :—(১) জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ, (২) অন্তরে নিরাকার পরম পদার্থকে অনুভব করা, (৩) সেই অসার জগতের মধ্যে পুনর্ব্বার সার পরম বস্তুকে বর্ত্তমান দেখা।

যোগের প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, ইহাই বৈরাগ্য।

সমুদায় অসার বলিয়া ভিতরে যাওয়া, বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বৈরাগ্য দুই প্রকার, জ্ঞানগত ও ভাবগত। জ্ঞানী যিনি, তিনি মৃত্যুর নিকষে পরীক্ষা না করিয়া কিছুই দেখিবেন না। মৃত্যুর পর এরাতো আর কেহ সঙ্গে যাইবে না, ইহাদের সঙ্গে অনিত্য সম্বন্ধ রাখিয়া কি প্রয়োজন? চক্ষু মুদিলাম, কিছুই রহিল না। সুতরাং ইহাদের বাহিরে চাকচিক্য মাত্র, ভিতরে সকলই ভূয়ো। এই সকল অসার, অনিত্য, ছায়ার মধ্যে যিনি সার, সত্য, নিত্য, যোগী তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেন। এইটি জ্ঞানগত বৈরাগ্য। ভাবগত বৈরাগ্যের নিকট কিছুই ভাল লাগে না। সকলই তিক্ত, সকলই তাঁহাকে দংশন করে। যখন ভাবগত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন কিছুতেই আব মন প্রলুব্ধ হয় না। এই বৈরাগ্য সকলের পক্ষে সমান, অবস্থাভেদে কাল-দেশ-পাত্রভেদে বৈরাগ্যের নিয়মের ভিন্নতা হইতে পারে, কিন্তু যে নিয়ম অবলম্বন করিলে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সেই নিয়ম অবলম্বন কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থায় দুঃখ যোগীর গুরু, সুখ তাঁহার শত্রু; দুঃখ তাঁহার স্বর্গ, সুখ তাঁহার নবক। কিন্তু পরিশেষে বৈরাগ্যের কড়াতে সুখকে জ্বালাইলে খাদ বাহির হইয়া যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে শান্তি। তখন তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা উভয় গিয়া শান্তি আসিবে। বৈরাগ্যে কষ্টগ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু যেরূপ কষ্টগ্রহণে রোগ হয়, তাহা বৈরাগ্যের বিরোধী। বৈরাগ্য তিন প্রকার:—(১) অসার বলিয়া সংসারকে ভাল না বাসা, (২) ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক ও পাপের কারণ, এজন্য সংসারকে ঘৃণা করা, (৩) ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত না হইয়া জগতের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা। প্রথম দুটি যোগের, তৃতীয়টি ভক্তির। জ্ঞানগত বৈরাগ্যের দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইতে হইবে। হৃদ্‌গত বৈরাগ্য দ্বারা সুখের আসক্তি পরাজয় করিতে হইবে। সুখের দিকে মন একটু গড়াইলেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, তখন নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়সুখভোগও পাপের সমান। যখন ইন্দ্রিয়সুখ পাপের কারণ নহে, তখন তাহা সেবনীয়। ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ঔদাসীন্যের অবস্থায় 'কিছুরই প্রতি মমতা নাই, অনাসক্ত নিরপেক্ষ ভাব, এ সংসার ভালও নহে—মন্দও নহে'; বৈরাগ্য ইহারই পরিপক্কাবস্থা। উদাসীন ভাব পরিপক্ক হইয়া, অসার বস্তুর প্রতি বিরক্তি হয়, ইহাই বৈরাগ্য। অসার

বস্তুকে অসার বলিয়া জানা, এ বৈরাগ্য চিরস্থায়ী। চিত্তশুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ এবং মৃত্যুভয় অতিক্রম করিবার জন্য জীবন ও স্বাস্থ্যের ভূমি অতিক্রম না করিয়া, ঈশ্বরের আদেশে মনকে নির্ম্মল করিবার উদ্দেশে যে কষ্ট গ্রহণ করা হয়, উহা ততদিন গ্রহণ করিতে হইবে, যতদিন গ্রহণ ঈশ্বরের আদেশ। তপস্যারূপ হোমের অগ্নিতে আত্মা নির্ম্মল হইয়া উঠিলে, আর উহাতে প্রয়োজন নাই। নিদ্রা পরিত্যাগ নহে, নিদ্রাধিক্য নহে, আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার পরিত্যাগ নহে, সংসারাসক্তি নহে; লোকসঙ্গ পরিত্যাগ নহে, জনসমাজে আবদ্ধ নহে; শরীরকে খুব সুখ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া নহে, মৃত্যুকে অভিলাষ করা নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে; ইহা জীবনে স্থায়ী বৈরাগ্য। বৈরাগীর মুখে গাম্ভীর্য্য ও শান্তি এই দুয়ের মিশ্রিত ভাব। দীনতা বৈরাগীর প্রধান লক্ষণ। গরিব ভাব, বড় হইবার অনিচ্ছা, নম্রভাব, অল্পেতে সন্তোষ, ইহাই দীনতা।

যোগী সংসার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যোগী সংসারী হইবেন কি না, ইহাই প্রশ্ন। সংসারী হইলে কি ভাবে হইবেন, ইহাও জ্ঞাতব্য। বর্ত্তমান সংসারের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে সংসার যোগের পক্ষে অনুকূল নহে; এ জন্য যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি যদি যোগে জীবন যাপন করিতে চান, বিবাহ না করা ভাল। কিন্তু যিনি বিবাহ করিয়াছেন, সন্তানাদি আছে, যোগী তাঁহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইঁহারা থাকিয়াও নাই, এই প্রকারে যোগীকে সংসারে অবস্থান করিতে হইবে। থাকিয়াও নাই, ইহা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সংসারের জন্য ইঁহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, কেবল ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য। তাঁহাতে সংসারের গন্ধ নাই, বুঝা যাইবে কি প্রকারে। সমচিত্ততাতে। যোগীর মন সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ, অবিচলিত, অবস্থার পরিবর্ত্তনে অচঞ্চল। সংসার-ধর্ম্মপালনে অণুমাত্র ত্রুটি হইবে না, অথচ বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। ইহাকে বলে অন্ধ হইয়া, শ্মশানবাসী হইয়া সংসার করা। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ভিন্ন সংসারের কিছু দেখে না, সে অন্ধ? যাহাকে এই চিতাতে প্রবেশ করিতে হইবে, সুতরাং সংসারের প্রতি দৃক্‌পাতশূন্য, সে শ্মশানবাসী। যাহার যাহা

প্রাপ্য, যোগী তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অথচ তাঁহার মন অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত থাকিবে। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে তাঁহার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিবেন, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিবেন। স্ত্রীর নিকটে যোগের কথা বলিবেন, ঈশ্বর দিন দিলে সহধর্ম্মিণী হইবেন। আশু ফল দেখিতে না পাইলেও, ছেলেদের ধর্ম্মের কথা বলিবেন। যিনি বৈরাগী, তাঁহার এ প্রকারে সংসারে বাস করিবার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্য পরিপক্ক হইলে, এরূপে বাস ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট। যোগের যে প্রকার বাহির হইতে অন্তরে, অন্তর হইতে বাহিরে গতি, বৈরাগ্যেরও সেই প্রকার। বৈরাগ্য প্রথমতঃ অপদার্থ হইতে পদার্থে, তৎপর পদার্থ হইতে অপদার্থে আইসে। বিষয়রসপানে বিরত হইয়া বৈরাগী অন্তরে গেলেন, সেখানে ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি পূর্ণকাম হইলেন, আর বিষয়রসপানে বাঞ্ছা রহিল না। এক্ষণে যোগী হইয়া বাহিরে অপদার্থে আসিলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটী ফোটা সংসারের সুখও রাখা যাইতে পারে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে সর্ব্বস্বত্যাগ, কল্যকার জন্য চিন্তাবিহীনতা প্রভৃতি ছিল, এখন আর আহারচিন্তা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রহিল না, ব্রহ্ম যাহা বলেন, তিনি তাহাই করেন। 'প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যার্গ লাভের প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যের অভিধানে ত্যাগ বলিয়া কোন শব্দ নাই। এখানে কেবল লাভ, ত্যাগ কোথায়?' অহঙ্কার না ঘটে, অথবা অনধিকারচর্চ্চায় অপরের অনিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য বৈরাগ্য নিগূঢ় রাখিতে হইবে, বাহিরে প্রকাশ করা সমুচিত নয়। পরিচ্ছদাদিতে উহা আবরণ করিয়া রাখা উচিত।

বৈরাগ্য না হইলে, সংসারের আকর্ষণ পরিহার করিয়া, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। অন্তরে প্রবেশ করিয়া কি যোগ হইল? ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভিতর 'সত্যম্' আছেন, সাধন করিতে হইবে। এই অন্ধকার ব্রহ্মের মুখের আবরণ; এই অন্ধকারের ভিতরে পরমব্রহ্ম, এই অন্ধকারই সেই বস্তু। অন্ধকাররূপে সেই সারসত্তা অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকার যোগপ্রলয়। এই প্রলয়ে সমুদায় জগৎ নির্ব্বাণ

হইয়া গেল। যোগী অন্ধকারে পরিবৃত হইয়া, 'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর' বলিয়া ডাকিতেছেন। তাঁহার সে ধ্বনি অন্ধকার গ্রাস করিতেছে। ডাকিতে ডাকিতে 'আমি আছি' এই গম্ভীর শব্দ শ্রবণগোচর হইল। তখন অন্ধকার ব্যক্তিত্বে পরিণত হইল। তখন যোগী 'তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য' 'সত্যং সত্যং সত্যং' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে 'আমি আছি' এই শব্দ শুনিতেছেন। 'তুমি আছ' 'তুমি আছ' বলিতে বলিতে অন্ধকারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং উহা একটি প্রকাণ্ড পুরুষ হইল। অন্ধকারবসন পরিধান করিয়া যিনি 'আছি' বলিয়াছিলেন, এখন তিনি আত্মপরিচয় দিলেন। কিন্তু এখনও নির্গুণসাধন, কেন না ব্রহ্মের সত্তামাত্র যোগীর নিকটে প্রকাশিত হইল। এই সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই, তৎপর সগুণ ভাব প্রকাশিত হইবে। যত দূর মন যায়, তত দূর সত্তার ব্যাপ্তি-দর্শন স্থূল দর্শন, অত্যন্ত বিন্দুমাত্র স্থানে দর্শন সূক্ষ্ম দর্শন। সাধারণ সত্তা-দর্শন অবলোকন, একটি স্থানে ভাল করিয়া বিশেষ সত্তা-দর্শন নিরীক্ষণ। প্রকাণ্ড সত্তাসাগরে ভাসা সন্তরণ, সত্তার ভিতরে ডুবিয়া যাওয়া নিমজ্জন। এ কয়েক প্রকারের ভাবে ব্রহ্মদর্শন ও সম্ভোগ যোগীর পক্ষে উচিত। অন্যথা অসীম ব্যাপ্তি, অনন্তত্ব দর্শন সম্ভোগ করিতে গিয়া গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আবার অনন্তত্ব ভুলিয়া গেলে ব্রহ্ম পরিমিত হইবেন। ব্রহ্মের গুণ আয়ত্ত করিবার জন্য একটি স্থানে তাঁহার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ দেখিতে হইবে; সকল স্থানে তাঁহার গুণ নাই, তাহা নহে, উপলব্ধির গাঢ়তার জন্য কেবল এরূপে দর্শনের ব্যবস্থা। দর্শন শিক্ষার ব্যাপার। আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সাধন দ্বারা উহার অন্ধতা দূর করিলেই ব্রহ্মদর্শন হইবে। এই দর্শন ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইবে। উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতার স্থায়িত্বানুসারে সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন হয়। এক বার উজ্জ্বল দর্শন হইয়া, আর বহু দিন দেখিতে না পাওয়া, ইহা অপেক্ষা সর্ব্বদাই এক প্রকার তাঁহাকে দেখা ভাল। 'দর্শনের সময়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে এবং যখন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলতা থাকিবে, এই রূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর এবং ক্রমে দর্শন উজ্জ্বলতম হওয়া চাই। আগে পাঁচ বার বিচ্ছেদ হইত, এখন দুই বার বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না।'

নামগ্রহণ

২৭শে বৈশাখ (১৭৯৮ শক), সোমবার, (৮ই মে, ১৮৭৬ খৃঃ) যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তিশিক্ষার্থীর যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, তাহা আমরা 'ব্রতপুস্তক' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "অদ্য হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের আশা, সাধনে সিদ্ধ হইয়া আমরা গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলে, পুনরায় একত্র মিলিত হইব।" এই কথা বলিয়া উভয়ে উভয়কে প্রণামপূর্ব্বক, কয়েক পদ একত্র গমন করিয়া, পুনবায় একত্র কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামগ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন; শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গমন কবিলেন। পরিশেষে আচার্য্য 'হরি সুন্দর' এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিন বার, পরে দশ বার অনুচ্চস্বরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট উচ্চারণ করিলেন, এবং ঐ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য ঐ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে কিয়ৎকাল জপ করিতে বলিলেন। জপসাধনান্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন :—

"এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়. হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনায় রসাস্বাদ গ্রহণ করিবে, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখিবে। এই নামে আপনি বাঁচিবে, এই নামে পাপীকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব। ইহকাল পরকালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর।

"হে গতিনাথ, তোমার নাম কি, জানিলাম না; তোমার নাম আস্বাদন করিতে দাও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস, হে দয়াল পরমেশ্বর, নাম হার করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণতলে আমরা প্রণাম করি।"

জীবনব্যাপী ব্রত

১৩ই ফাল্গুন (১৭৯৭ শক) (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃঃ) ব্রতগ্রহণ হইয়া, তৎপর দিন (১৪ই ফাল্গুন) হইতে উপদেশ আরম্ভ হয়; ১৪ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শকে (২৮শে জুলাই, ১৮৭৬ খৃঃ) উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়। উপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়া, ১৭৯৮ শকের ১৬ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ খৃঃ)

বসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণ্যসঞ্চয়, ১৮ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) ঈশ্বরানুরক্ত হইয়া অল্পে সন্তুষ্টি, ভোগবাসনা-ত্যাগ, ১৯শে ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ) ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন, এই তিনটী ব্রত প্রদত্ত হয়। ২৬শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ) ব্রতের উদ্যাপনোপলক্ষে, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তির অনুগামীকে কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। এখনও যে তাঁহাদিগের কেবল সাধনারম্ভ, ইহাই তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন, "যোগপরায়ণ, তুমি গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে, তাহা যোগশাস্ত্রের বর্ণমালার 'ক'।" "ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখন অনেক বাকি আছে, অপার জলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের মুখদর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে, অন্য দিকে আর মুখ ফিরিবে না।" "জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে সমুদায় অপরা বিদ্যা; শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে, যেখানে অমিল নাই।" "ভক্তির অনুবর্ত্তী, ভক্তির পথে যাওয়া, আর ভক্তের অনুবর্ত্তী হওয়া একই। অনুবর্ত্তীর ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তিপথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল নাম গ্রহণ করিতে করিতে, না জানি, কোন্ দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ করিয়া কত সুখ ভোগ করিবে। চলিয়া যাও, এই রাজ্যে অনুবর্ত্তী হওয়াতে ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে, তখন আর কিছু ভেদাভেদজ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে। ভক্তির আর দুই পথ নাই। অনুবর্ত্তীর পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া আবশ্যক। যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন, তখন অনুবর্ত্তী আমি, ইহা মনে থাকিবে না; তখন বুঝিবে, কেবল সুধাতে ডুবিয়াছি। আসল জিনিষ এখনও উদরস্থ হয় নাই। এত হইল, অথচ আত্মার কিছু হইল না, এই দুঃখ, কিছু করিলাম না, এত হইল, এই সুখ। এই দুই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি না, সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এখন যাঁহারা তোমাদের চারিদিকে আছেন, তাঁহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া নমস্কার কর।"

৪৮

উত্তর পশ্চিমে গমন

ভাদ্রোৎসব

কেশবচন্দ্র বৈরাগ্য সাধনই করুন, যোগ ভক্তির মধ্যে মগ্নই হউন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের উদ্যমের কোন দিন বিরতি নাই। কুটিরে উপদেশ, সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির, আলবার্ট হল, স্ত্রীবিদ্যালয় ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত। ভাদ্রোৎসব নিকটবর্ত্তী; এবার উৎসবের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার নিম্নদেশে এবং এক সপ্তাহ কাল অভ্যন্তরে পাঠের ব্যবস্থা হইল। প্রতিদিন জমাট সংকীর্ত্তনের উৎসাহ উদ্যমের অবধি নাই। মনের উৎসাহতো কোন কালে খর্ব্ব হইবার নহে, কিন্তু শরীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল সর্ব্বপ্রকার অভূতপূর্ব্ব পরিশ্রম বহন করিবে, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? উৎসবের পূর্ব্ব দিন কেশব চন্দ্রের মস্তকঘূর্ণন রোগ উপস্থিত। ভাদ্রোৎসবে (৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক) (২০শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ) তিনি প্রাতঃকালের উপাসনা-কার্য্য করিতে পারিলেন না, সকলেই নিরাশ এবং ভগ্নচিত্ত। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রাতঃকালের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহার উপদেশ শেষ হইয়াছে, এমন সময় সকলের কর্ণে কেশবের কণ্ঠধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬ই ভাদ্র) যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "· ···হঠাৎ আচার্য্যের কণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনার শব্দ উত্থিত হইল। আমরা আশ্চর্য্য ও আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনা শুনিতে লাগিলাম। যিনি কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে অনিদ্রা এবং ঘোরতর শিরঃপীড়ায় অস্থির ছিলেন, সহসা তাঁহাকে এইরূপে মহাজনতাপূর্ণ উৎসবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া, অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার মনে আশঙ্কাও হইল। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের কি দুরবগাহ্য নিয়ম, শারীরিক ক্রিয়ার উপর আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! তাহার পর হইতে তিনি স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতার সহিত রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উৎসবের অবশিষ্ট কার্য্য সমুদায়

নির্ব্বাহ করিলেন, এই সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশম হইয়া গেল। আচার্য্য মহাশয়ের সেই প্রার্থনায় প্রকৃতরূপে উৎসবের আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল, তচ্ছ্রবণে কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" আমরা তাঁহার সে প্রার্থনাটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা, রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেকবার ধন-প্রলোভন, ইন্দ্রিয়প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই, তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না! শুভক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদায় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে, সেই পাপী আমরা। আশা আছে, সেই রথে চড়িব। এতদিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব, কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটীবার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভদিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর, আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তিঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব, তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা, এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাঘ মাস, ওখানে না দিন, না রাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, ওখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্ব্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কেমন সুখী! তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহর দৃষ্টি দেখাও,

যদি ঐ দৃষ্টি যথার্থ না হয়। এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ, উহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট, মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্ত-পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব-সোপানে উঠি, তখন তাহা দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটিবার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক একবার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে, আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্যঃ প্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদায় তোমার চরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব, আয়, ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতে আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারিজুরি থাকিবে না, টাকা আর কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে, আর কি সে সংসারে সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম, দয়াল, ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটি লোককে উদ্ধার কর, তখন ঐ দৃষ্টিতে একশত লোক মরিবে; গলা কাটিব, যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ, তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়াইত ইহার প্রতি এরূপ কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ; তাহা যখন করিতেছ, তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে,

ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে, দয়াল, মত্ত হয় নাত। সেথানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া শুষ্কনয়নে তোমাব পূজা করে, কাঁদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহাবা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিযা তোমাব ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহাবা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত, তাঁহারা ঐ ঘবেব বাহিবে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমেব ঠাকুব, যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও, যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর, শুভবুদ্ধি এই কযটী লোককে দাও, যাঁহারা আশা করিয়া এই ঘবে আসিলেন। পিতা, বড় দুঃখ হয, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইযা আসে, আর সেই ভাবেই ঘবে ফিরিযা যায়, কেহ ধরা দিতে চায না। তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোব নযনে দেখ? তোমাবত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কব। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল, প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কব। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, হে দযাল প্রভু, কৃপা কবিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।"

অপরাহ্ণে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিতগণেব প্রতি উপদেশ, সাযঙ্কালের উপাসনা উপদেশ, এ সমুদায়ই কেশবচন্দ্র স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন। ধ্যানের উদ্বোধনের মধ্যের এই কথাগুলি কিছু সামান্য নয়! "সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ দেখিয়াও মানুষ তাঁহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু চতুর্থবার যখন দেখে, সেই পুরুষ ঘন প্রেম এবং ঘন আনন্দে অত্যন্ত সুন্দব হইয়া হাসিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই যে তাহাব চক্ষু আনন্দসাগরে ডুবিল, আর তাহা ফিরিল না, তাহাব ভিতরেই রহিল।" উপদেশে অনন্ত আকাশকে হাস্যময় দর্শন মূল কথা। এক নিরাকার

কিছুই নয়, দ্বিতীয় নিরাকার পদার্থ বটে, কিন্তু শুষ্ক আকাশের ন্যায়। তৃতীয় নিরাকার শুষ্ক নহে, চিরসরস, চিরপ্রসন্ন পুরুষের মত। ইনি নিত্যানন্দ, সদানন্দ, "চিরপ্রফুল্ল" ইঁহার নাম। এই বিষয়টি উপদেশে কেশবচন্দ্র অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্রভাব ও সত্য গ্রহণ এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অভিমত

এবার প্রচারকবর্গ বৈষ্ণবভাব বিশেষরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য যত্ন করেন। এ সম্বন্ধে মিরার (২৭শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ) লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মপ্রচারকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্র ভাব ও সত্য আপনাদের ধর্ম্মবিধির অন্তর্ভূত করিয়া লইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণের সঙ্গীত গান করা, শুনা ও শেখাতে এখন সকলের সমধিক স্থিরযত্ন। চৈতন্য হইতে যে ধর্ম্মবিধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অন্তস্তল প্রদেশে তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ধর্ম্ম যদি প্রিয় সুমিষ্ট এবং সকলের গ্রহণযোগ্য করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে চৈতন্যের অনুগামিগণের মধ্যে যে ধর্ম্মোৎসাহ, বিনম্র ও কোমল ভাব ছিল, তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যে গভীর ভাব আছে, তাহা ছাড়া অধ্যাত্মসম্পদের বৃহৎ মূল্যবান্ খনি আছে?" এই সময়ে এক দিন কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা যায়, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মগ্রহণ একান্ত অসম্ভব। এরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন না করিলে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্র ভাব কি প্রকারে পূর্ণতা লাভ করিবে? এতচ্ছ্রবণে কেশবচন্দ্র বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সাধারণের যে প্রকার সংস্কার, তাহা সত্য নহে; কিন্তু লোকের মনে যখন ঈদৃশ সংস্কার আছে, তখন তাঁহাকে অসময়ে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করা কল্যাণকর হইবে না। নারীজাতিসম্বন্ধে এ দেশে পাশ্চাত্য ভাবের প্রাবল্য হইতেছে, এখন যদি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করা যায়, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। কেশবচন্দ্র বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সে সময়ে ভাগবতের পদ্যে অনুবাদিত একাদশ স্কন্ধ পাঠ করিতেন; দশম স্কন্ধের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, অথচ তিনি অন্তরে চিনিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। এইরূপ আলাপের পর কেশবচন্দ্র যখন গাজীপুরাভিমুখে গমন করেন, তখন ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল পথ হইতে

শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে আমরা ভাগবত পাঠ করিয়া দেখি যে, কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য; তাঁহার বলার পূর্ব্বে আমাদেরই বুদ্ধিতে ভাগবতের যথার্থ অর্থ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। যাহা হউক, প্রেরিত প্রবন্ধ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক) মুদ্রিত করা যায় *।

ব্রাহ্মবিবাহে Registration কখন বিধেয়

এই সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে বিবাহে একটি অসন্তুষ্টির কারণ উপস্থিত হয়। বিজ্ঞপ্তিপত্রে স্বাক্ষরের পর স্ত্রী আচারের জন্য পাত্রকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে অন্য একটি গৃহে রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরিশেষে পাত্র কন্যা সভাস্থ হন; ইহাতে সভাস্থ সকলের নিতান্ত ক্লেশ ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ ও ক্লান্তি-নিবারণের জন্য, কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে, বিবাহের অগ্রে রেজিষ্ট্রেশন হয়; কেহ কেহ বলেন, বিবাহের পর রেজিষ্ট্রেশন হয়। এ দুইই বিধিবিরুদ্ধ। কেন না বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রেশন হইলে, ধর্ম্মসম্পর্কীণ অঙ্গের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাতে রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপার ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া দূষিত হয়; আবার যদি বিবাহের ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমুদায় অঙ্গ সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে রেজিষ্ট্রেশন হয়, আইনে যাহার পর যাহা হইবে, তাহার প্রক্রম ভঙ্গ হওয়াতে দোষ সমুপস্থিত হয়। সুতরাং বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়া, বিষয়টি কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত

* কৃষ্ণ ও চৈতন্যের ভিন্নতা এইরূপ কেশবচন্দ্র পরসময়ে মিররে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—
Chaitanya upreared his system of reformed Vaishnavism upon the already existing basis laid by Krishna many centuries back. Yet there is some difference between the two system which is note-worthy. Krishna figured as a lover in the sphere of religion and was often in the midst of female devotees who were fond of him. Chaitanya, on the contrary, kept himself and his disciples clear of female company and influence. Krishna preached the religion of the world of the politician and warrior; while Chaitanya inculcated and practised asceticism and went about as a missionary Vairagi.—*The Indian Mirror, January 28, 1877.*

করিলে, তিনি এই মীমাংসা করেন যে, পাত্র পাত্রী অগ্রে বিজ্ঞপ্তিপত্রে মাত্র স্বাক্ষর করিবেন, পরে বিবাহকালে রেজিষ্টার উপস্থিত থাকিবেন। উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা মধ্যে "আমি অমুক অমুকীকে বৈধ পত্নীরূপে, আমি অমুকী অমুককে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম" এই কথা নিবিষ্ট থাকিবে, কেননা রেজিষ্টারের সম্মুখে এই কথা উচ্চারণ ও তাঁহার শুনা আইনসঙ্গত। রেজিষ্টারকে এই কথাগুলি শুনিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করা হইবে। এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে রেজিষ্টার সার্টিফিকেট দিবেন।

স্বাস্থ্য ও প্রচার জন্য উত্তরপশ্চিমে যাত্রা এবং কান্তিচন্দ্রকে নানা বিষয়ে পত্র

কেশবচন্দ্র অসুস্থতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের স্বাস্থ্য পুনরাবর্ত্তন জন্য পশ্চিমে যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। বৎসরে একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন, তাহারও সময় উপস্থিত। সুতরাং স্বাস্থ্য ও প্রচার উভয় উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সপরিবার সবন্ধু ২২শে সেপ্টেম্বর (১৮৭৬ খৃঃ) কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে এই পত্র লিখেন :—

জমনিয়া,

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

গত কল্য রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় জমনিয়ায় আসিয়া পঁহুছিলাম। পথে অনেক ক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকায় কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং নিদ্রা হয় নাই। কিন্তু এখানকার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত দেখিয়া সকল কষ্ট দূর হইল। বিশেষতঃ পত্রাদি পঁহুছিল কিনা, সে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হইয়াছিল। তাহার পর আবার অত রাত্রিতে এরূপ চমৎকার বন্দোবস্ত! কিরূপ আরাম হইল, বুঝিতেই পার। লোকগুলিও অত্যন্ত আদর করিলেন। এখান হইতে উটের গাড়িতে এক দল সকালে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা ঘোড়ার ডাকে এখনি ছাড়িব।

সেখানে বৈদ্য ঠাকুরাণী এক জন কয়েকদিন রাঁধিয়াছিল। বিরাজের মার দ্বারা তাহাকে ৷৹ দিতে হইবে। আর মেথরাণীকে ৷৹ দিবে।

মিরর যেন প্রতিদিন পাই। শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজীপুরে পঁহুছিয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন :—

গাজীপুর,

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

জ্মনিয়া হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা, বোধ করি, পাইয়াছ। এখানে খুব জমকালো বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সহর অনেক দূর, সংসারের বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতেছে না।.... .... ভাল রকম হয় নাই। যাহা হউক, দেখা যাউক, যত দূর করিয়া উঠা যায়। সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি সকলে খুব খাটিতেছেন, কিন্তু ধোপা নাপিত জলখাবার সব গোলমাল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু এ দিকে একবারও আসিতেছেন না কেন, বুঝিতে পারিলাম না। কাল সমাজেও তৃপ্তি পাইলাম না। হিন্দি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ভাষা সব একত্র, উপাসনা-স্থানটী মজলিসের ন্যায়। এখন খুব গভীর উপাসনা না হইলে কি চলে? কাল একটী লোক মাড়াইয়া আমার চস্‌মার একখানি কাঁচ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ভাঙ্গা কাঁচ পাঠাইতেছি, Solomon কোম্পানীর দোকানে এই রকমের Steel frameএর এক খানি চস্‌মা ক্রয় করিয়া, যত শীঘ্র পার, এখানে পাঠাইবে। তাহাদিগকে বলিলে, বোধ করি, তাহারা ডাকে পাঠাইবার ভার লইতে পারে, কিম্বা ভাল করিয়া মুড়িয়া দিতে পারে। বোধ করি, ৬৲ টাকা দাম লাগিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর যাহা লিখেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের সকল দিকে যে দৃষ্টি আছে, বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।

গাজীপুর,

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

এখানে এখনো সংসারের ব্যবস্থা হয় নাই এবং আহারাদিসম্বন্ধে অসুবিধা শেষ হয় নাই। বাড়ীটী সহর হইতে অত্যন্ত দূর হওয়াতে নানা বিষয়ে গোলযোগ হইয়া থাকে। আর মহারাজের বিদ্যা জানতো? কেবল অড়র ডাল, মোটা রুটী, আর ভিণ্ডি! স্থানটী কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার, একটু

সহরের কাছে হইলে ভাল হইত। দাদা কি জয়পুরে গিয়াছেন? কৃষ্ণবিহারীর কি অত্যন্ত শক্ত রোগ হইয়াছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছেন? তুমি সে বিষয় কিছু লেখ নাই। শীঘ্র লিখিবে। আর সেখানকার খবর কি? যদি বাটীর ভিতরের স্নানের ঘরে চাবি দিয়া রাখিতে পার, ভাল হয়। সমস্ত দিন যে সে জল ঢালিলে, ছাদটা দমিয়া যাইতে পারে। খোলা রাখা কোন মতেই ভাল নহে। বিরাজের মাকে বলিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। আমি আসিবার সময় পুস্তকের আলমারির চাবি দিয়া আসিতে পারি নাই। যদি অন্য কোন চাবি দিয়া খুলিয়া, গৌরগোবিন্দ একবার বইগুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আমার নামে পত্রাদি আসিলে শীঘ্র যেন ডাকযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়। ওঝা দরওয়ানকে বলিয়া রাখিবে, আমার নামে পত্রাদি বাটীতে আসিলে ভাল করিয়া রাখিয়া দেয় এবং সেই দিনই তোমাকে দেয়, বিলম্ব না করে।

মোকামা হইতে, বোধ করি, একটি বড় ঘটি ভুল ক্রমে এখানে আসিয়াছে। প্রসন্নকে বলিবে, শীঘ্র তথায় খবরটী পাঠাইতে।

মিরার পাইয়াছি। সকলকে আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

চস্‌মা না পাইয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন:—

গাজীপুর,
৩রা অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

কৈ এখনওতো চস্‌মা পাইলাম না। তুমি এত তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। কারণতো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। Solomon Co. কিছু গোল করিল না কি? একবার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, ঠিকানা লিখিবারতো ভুল হয় নাই? ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঠিক কোন্ দিবসে তাহারা পাঠাইয়াছে, জানিতে পারিলে, এখানেও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এখানকার খাওয়া দাওয়া এক প্রকার চলিতেছে। কিন্তু খুব সুশৃঙ্খলা হয় নাই।......এক প্রকার প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। টাকাও, বোধ করি, বিলক্ষণ খরচ হইতেছে। আর

কিছুদিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা আছে। বাড়ীটী খুব ভাল। গোপাল বাবু, যদু বাবু এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। অদ্য যাইবার কথা। আকনা হইতে এক দল আসিবার কথা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বালী হইতে সংবাদ আনাইয়া লিখিবে। পাইক পাড়ার টাকা আদায়ের চেষ্টা দেখিবে।

প্রেরিত চস্‌মা পাইয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন:—

গাজীপুর,
৯ই অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

গত কল্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া চস্‌মাটী পাইলাম। পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল এবং ভাবনা দূরে গেল। কিন্তু ৭৷৷০ টাকা লাগিল কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, পাঠাইবার জন্য ডাক মাস্থল হিসাবে, বুঝি, ১৷৷০ টাকা লইয়াছে। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। পার্শেলটী ব্যারিং আসিয়াছে। তজ্জন্য, বিশেষতঃ আবার re-direct হইয়া আসিয়াছে বলিয়া, এখানে আট আনা মাস্থল দিতে হইল। যাহা হউক, পাওয়া গিয়াছে, এই ভাগ্য। আমার শ্বশুর গিরীশ বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছেন। যদি আমাদের আরও পশ্চিমে যাওয়া হয়, হয়তো স্থকোকে, আমার শ্বশুর ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইব। কিন্তু এখনো কিছুই স্থির হয় নাই। ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছেন নাই। আলমারির চাবি পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিবে এবং কাপড়গুলি ভাল করিয়া দেখিবে। চাবির প্রাপ্তি-সংবাদ লিখিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

২২শে অক্টোবর কেশবচন্দ্র লিখেন:—

গাজীপুর,
২২শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

যদু বাবু এলাহাবাদ হইতে অযাচিত ৪০৲ টাকা হঠাৎ পাঠাইয়াছেন।

সুতরাং তথায়, বোধ করি, শীঘ্র যাইতে হইবে। সুকো হয়তো কল্য মেলট্রেণে আমার শ্বশুর সঙ্গে এখান হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবে। তাহার থাকিবার জন্য যেন সেখানে ভাল বন্দোবস্ত হয়। মাষ্টারকে বলিয়া দিবে, যেন তাহার পড়াটা ভাল হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

২৪শে অক্টোবরের পত্র মিরারের ভ্রম-শোধন জন্য লিখিত হয়ঃ—

গাজীপুর, (মঙ্গলবার)

প্রিয় কান্তি, ২৪শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

তোমার প্রেরিত ১২০৲ টাকা গত কল্য পাইয়াছি। যাদবের পত্রে অর্দ্ধ নোট ছিল, তাহাও হস্তগত হইয়াছে। আগামী বৃহস্পতিবার (২৬শে) দুই প্রহরের গাড়ীতে জুমনিয়া ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদে পঁহুছিবার কথা আছে। মিরারে কলিকাতায় শীঘ্র ফিরিবার কথা কেন লেখা হইয়াছে? বোধ করি, আমরা কল্য (২৫শে) গাজীপুর ছাড়িয়া রাত্রিতে জুমনিয়া অবস্থান করিব। এইটী Daily Mirrorএ ছাপাইয়া দিবেঃ—

SUMMARY OF NEWS.

N. W. P

Babu Keshub Chunder Sen has left Ghazipur for Allahabad.

সুকো, বোধ করি, নিরাপদে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কেশকচন্দ্র জুমনিয়া হইতে লিখিয়াছেনঃ—

Zumaneah.

প্রিয় কান্তি, 27th October, 1876.

গাজীপুরে এক দিন বিলম্ব হইয়া গেল। কল্য রাত্রি (২৬শে) এখানে অবস্থান করিয়া, অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিতেছি। প্রসন্ন ও রাজলক্ষ্মী গাজীপুরে রহিয়া গেলেন!! সন্তানের পীড়ার জন্য তাঁহারা সেখানে থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। সুতরাং আমরা ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতেছি। এ খবরটী কি পাইয়াছ যে, সে দিন গাজীপুরে আমাদের জন্য

সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে ধ্রুবচরিত্র যাত্রা হইয়া গিয়াছে। সকের যাত্রা! সুকোর পঁহুছিবার সংবাদ না পাইয়া আমরা ভাবিত রহিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ হইতে কেশবচন্দ্র লিখিলেন :—

এলাহাবাদ,
৯ই নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

দুই দিন কোন পত্র না পাওয়াতে, এখানে সকলে ভাবিত হইয়াছেন। সুকোর সম্বন্ধে কোন সংবাদ আইসে নাই, ইহার কারণ কি? জব্বলপুরে যাইবার কথা মিরারে কেন লেখা হইল? আগামী সপ্তাহে এখান হইতে প্রত্যাগমনের কথা হইতেছে। ত্রৈলোক্য আবার একটু জ্বরে পড়িয়াছেন। যদি পথ খরচের কিছু টাকা শীঘ্র পাঠাইতে পার, ভাল হয়। সেখানকার ঘরটর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। গাড়ীখানা কি মেরামত হইয়া আসিয়াছে? দুর্গামোহনের স্ত্রীর * খবর কি? সেখানে আর আর সংবাদ কি? উমানাথ বাবু কোথায় আছেন? বিজয় কেমন? আমার হাতে আন্দাজ ৩৫৲ টাকা আছে। সকলকে আশীর্ব্বাদ দিবে। আশ্রমের মেয়েগুলি, বোধ করি, ভাল আছেন। প্রসন্ন কি ফিরিয়াছেন? না, এখনো গাজীপুরে?

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ হইতে কেশবচন্দ্র জব্বলপুর গমন করেন, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কেশবচন্দ্র এই দুই পংক্তি লেখেন :—

এলাহাবাদ,
১৬ই নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি, এইমাত্র নির্ব্বিঘ্নে জব্বলপুর হইতে এলাহাবাদ প্রত্যাগমন করিলাম। এখান হইতে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

* ইনি রোগে শয্যাগত। ইনি ২১শে কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক (৬ই নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ) রজনীর শেষভাগে পরলোকগতা হন।

এই সকল পত্রে সামান্য কাজ কর্ম্মের কথা ভিন্ন অন্য কথা অল্পই আছে। কেশবচন্দ্রের সহজভাবপ্রদর্শনার্থ এগুলি মুদ্রিত করা গেল।

গাজীপুরে পবনাহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ

২১শে নবেম্বর, (১৮৭৬ খৃঃ) কেশবচন্দ্র সপরিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবার গাজীপুরে পবনাহারী বাবার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। তদ্বিবরণ ১৫ই অক্টোবরের (১৮৭৬ খৃঃ) মিরারে বাহির হয়। ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক) তৎসম্বন্ধে যে একটি সংবাদ বাহির হয়, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"গাজীপুর নগরের প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর গঙ্গাতীরে, ১২।১৩ বৎসর যাবৎ এক যোগী বাস করিতে-ছেন। তিনি অন্ধকার গভীর গর্ত্তে দিবা রজনী প্রাণায়াম-যোগে নিমগ্ন থাকেন। পনর বিশ দিন কি একমাসান্তর গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া দর্শন দেন, কিছুই আহার করেন না। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা শ্রবণ করিয়া, আমাদের আচার্য্য মহাশয় দর্শন-কৌতূহলী হন। গত ১৮ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) বাবাজি গর্ত্তের বাহিরে আসিয়াছেন জানিয়া, তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। যোগীর বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক হইবে না। তিনি সুপুরুষ, গৌরকান্তি, অতিপ্রশান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি; কিন্তু একটী চক্ষু হীন। তাঁহার শ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল বিনয় ও হাস্যশ্রীতে উজ্জ্বল। তিনি যাহাকে তাহাকে দেখিলেই, অগ্রে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করেন। ধর্ম্মের কথা তাঁহার নিকটে অধিক শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতিশয় নির্জ্জনতাপ্রিয়। লোকটি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ভক্তিমার্গা-নুযায়ী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন, আচার্য্য মহাশয় তাহার প্রসঙ্গ করিলে, বাবাজী স্বীয় ভাষা হিন্দিতে বলিলেন, ধ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে কোথায় পারি, কৃপা করিয়া তাহা শিক্ষা দিন। আচার্য্য মহাশয় বালকত্বের প্রসঙ্গ করিলে বলিলেন, আমাকে করুণা করিয়া সেই দশা প্রদান করুন। ভক্তির কথা হইলে বলিলেন, ভক্তি জ্ঞান কি জানি; আচার্য্য লোকেরা জানেন। তীর্থপর্য্যটনের ইচ্ছা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, ইচ্ছার নিবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি হয়, এই চাই। যোগী নির্ভরের বিষয় বলিলেন যে, যত নির্ভর হয়, তত নিমগ্ন হওয়া যায়। আচার্য্য মহাশয়, আপনি

কিছু আহার করেন না বলাতে, যোগী বলিলেন, তিনি দিলে খাই, না দিলে না খাই, আমি দেড় সের খাইতে পারি। যোগী আচার্য্য মহাশয়কে স্বামীজী বলিয়া বার বার সম্বোধন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর চরণ-দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, বলিয়াছিলেন। যোগীর প্রায় সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত, পরিধানে কৌপীন। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তাঁহার এই বেশ। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের (এবং রামসীতার) কয়েকটী ধাতুময় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মন্দিরের ভিতরেই গর্ত্তের দ্বার। শুনিলাম, সুড়ঙ্গ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু গর্ত্ত কিরূপ, কেহ দেখে নাই। গর্ত্তের মুখে কাষ্ঠফলক স্থাপিত আছে। তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া, মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, দ্বারের পার্শ্বে উপবেশন করেন। অন্য সময়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। মন্দিরে বড় বড় ইন্দুর ও সাপ বেড়াইতেছে, অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতিদিন দুই প্রহর রাত্রির সময় বাহির হইয়া নাকি গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। কখন কখন আরতি ও বিগ্রহকে বীজন করেন। লোকটী একেবারে পৌত্তলিকতা-সংস্রবশূন্য নহেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণই সার, বাহির কিছু নয। যোগীব সংস্কৃত জানা আছে।”

৪৯

সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব

দিল্লীর দরবারে গমন, তথায় উপাসনা, উপাধিগ্রহণে অসম্মতি ও দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ

মহারাজ হোলকার দিল্লীর দরবারে আগমন করেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্রের দিল্লীতে গমন করিতে হয়। দিল্লীর দরবার এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ এ উভয়ের সাদৃশ্য কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে জাগ্রৎ ছিল। তিনি এ দুয়ের সাদৃশ্য মিরার পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রতিপাদন করেন। রাজসূয়যজ্ঞে দুইটী দুঃখকর ঘটনা হয়, একটি দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষা ও তজ্জনিত কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ, আর অকটি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে সম্ভ্রমদানে ঈর্ষান্বিত শিশুপালের বধ। দিল্লীর দরবারে বিদেশীয় রাজগণের বা সমবেত দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণ উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে আশা তিনি প্রকাশ করেন। ৩১শে ডিসেম্বর (১৮৭৬ খৃঃ) কেশবচন্দ্র আমাদের মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যোচিতপদবীগ্রহণোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন, রাজভক্তিসম্বন্ধে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পট-মণ্ডপে উপদেশ দেন এবং মহাভারত ও মনু হইতে তৎসম্পর্কীয় প্রবচন পাঠ করেন। দরবারে যাইবার জন্য কেশবচন্দ্র নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন, কিন্তু যাইবার জন্য তিনি যান কোথায় পাইবেন? আশা করিয়াছিলেন যে, হোলকারের নিকট হইতে যান তাঁহার জন্য আসিবে, কিন্তু যথাসময়ে কোন যান উপস্থিত হইল না। অগত্যা দেশীয় এক্কায় আরোহণ করিয়া দরবারের পটমণ্ডপের অনতিদূরে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। দুইদিকে সিপাহী সন্তরির পাহারা, পথ সঙ্কুল, তাহার ভিতর দিয়া তিনি পদব্রজে গমন করিতেছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, সুন্দর শ্রী, সৌম্যমূর্ত্তি, এ সকলেতে চকিত হইয়াই, মনে হয়, কেহ তাঁহাকে গমনে পথে বাধা দেয় নাই। রাজভক্তির আতিশয্যই তাঁহাকে ঈদৃশ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তিনি সভাস্থ হইলেন, লর্ড লিটনের অতি সুন্দর ভাষায় রচিত বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। এই বক্তৃতায়

ত্রুটি অসন্তুষ্টির কারণ ছিল। এক দেশীবগণের ভাবী উন্নতিসম্বন্ধে কোন আশাদান ছিল না; দ্বিতীয় বাহির হইতে শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলে, কি প্রকারে অধিকার রক্ষা করিতে হয়, ভারতসম্রাট্ তাহা বিলক্ষণ জানেন, এই বলিয়া রুসিয়ার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন। দরবারসংস্রবে কেশবচন্দ্রকে উপাধিদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু উপাধি-গ্রহণে তিনি সম্মত হন না। দিল্লীতে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কেশবচন্দ্রকে বলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁহার মতে মিল আছে, এক বিষয়ে তিনি মিলিতে পারেন না। বেদবেদান্ত অবলম্বন না করিয়া সকলকে কি প্রকারে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি বুঝেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব

এবার (১৭৯৮ শক) (১৮৭৭ খৃঃ) সপ্তচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব। ৭ই মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত (১৯শে জানুয়ারী হইতে ২৫শে জানুয়ারী) উৎসবের কার্য্য হয়। ৮ই মাঘ সাধারণ সভায় প্রচার-বিবরণ, এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠের পর, সমুদায় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক, দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর কয়েক জন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র কেশবচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়। তাহার মধ্যে তিনটি প্রস্তাব ছিল। (১) মন্দিরের ঋণ পরিশোধ, ট্রষ্টী নিয়োগ, (২) ব্রাহ্মসংখ্যার তালিকা সংগ্রহ করা, (৩) প্রতিনিধিসভা। ঋণ-পরিশোধের জন্য আর চারি মাস কাল অপেক্ষা করিবার কথা হইয়া, ট্রষ্টী নিয়োগের প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত থাকিল। শেষ প্রস্তাবসম্বন্ধে ক্ষণকাল বৃথা বিতণ্ডা হইয়া, পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, এ সম্বন্ধে প্রস্তাবকর্ত্তাদিগের উপরেই ভার রহিল। এবারকার নগরসংকীর্ত্তনের গান "ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী, প্রেমসিন্ধু পতিত-পাবন" ইত্যাদি। (ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, ৯৭৩ পৃঃ) ১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) সোমবার কেশবচন্দ্র সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ টাউনহলে "রোগ এবং তাহার ঔষধ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আমরা বক্তৃতার সার ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"রোগ ও তাহার ঔষধ" বিষয়ে বক্তৃতা

"সহযাত্রিগণ, অনন্ত জীবনের বিষম দুর্গম পথে চলিতে, সেই অসাধারণ

গুণবান্ মহোন্নত আত্মাকে কি তোমরা দেখিয়াছিলে, যিনি পর্ব্বতোপরি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বৈরাগ্যের উচ্চ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন? সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং সেই সকল জীবন্ত উৎসাহের ব্যাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তোমরা কি বিমুগ্ধ হইয়াছিলে? এবং তাহাতে কি চিরকালের জন্য তোমাদের স্বার্থ এবং মনোযোগ সম্বদ্ধ হইয়াছিল? 'কি আহার করিবে এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্য ভাবিত হইও না এবং কি পরিধান করিবে বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিও না,' বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্যের সহিত কি এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্য শুনিয়াছ? আর এক স্থানে সেই আচার্য্য বলিয়াছেন, 'যদি পূর্ণ হইতে চাহ, তবে তোমাব যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় কর, তাহার পর আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও।" আঠার শত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে এই সকল অগ্নিময় কথা ভাবিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহা পূর্ব্বের ন্যায় নূতন রহিয়াছে। পরিত্রাণার্থী বিশ্বাসীদিগের হৃদয়ে ইহা স্থানও পাইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মহীন পৃথিবী ইহাতে এখনও সন্দেহ করে। সুতরাং এ বিষয়ে অদ্যাপি মীমাংসা হইল না। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, কেন এই অসঙ্গত সভ্যতাবিরুদ্ধ অমঙ্গলকর মত প্রচার কর! অদৃশ্য চৈতন্যময় পদার্থের জন্য কেন মনুষ্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবে? এই দুইয়েব সামঞ্জস্য করিতে কেন চেষ্টা কর না? সত্যসত্যই এই পৃথিবীর ধর্ম্ম মিশ্রধর্ম্ম। ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রে হৃদয় এবং আত্মা নাই, কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত কেবল সুবিধাবিধানের কৌশলে পূর্ণ। কার্য্যতঃ আমরা বৈরাগ্যের নাম সহিতে পারি না। যাহাতে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মকে সাংসারিক ভাবে একত্রিত করিতে পারি, তাহাই আমরা অন্বেষণ করি। যদি কেহ নীতিপরায়ণ হইলেন, তিনি মনে করিলেন, আমি আমাকে, সমাজকে এবং ঈশ্বরকে সম্ভবমত হস্তগত করিলাম। অতি দুর্ব্বল এবং জীবনহীন ভাবে আমাদিগকে আমরা পাপী বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু তাহা উপন্যাসের কথা। আমাদিগের পাপ তত জঘন্য নয়, এইরূপ মনে মনে বিশ্বাস থাকে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তবিধিও তেমনি সহজ। উভয়ই উপরে উপরে ভাসে। সকল দেশের সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে পাপ ও প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে এইরূপ অগভীর ভাব গৃহীত হয়। পাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে অন্য স্বতন্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বস্তুতঃ

কি পাপ অতি জঘন্য চিরশত্রু নয়? ইহা এক ভয়ানক অভিসম্পাত এবং অতিশয় ঘৃণিত পূতিগন্ধময় পীড়া! ইহার মূল মানবাত্মার গভীরতম স্থানে সম্বদ্ধ। আমরা কেবল জীবনের উপরি ভাগটী পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করি, কিন্তু অভ্যন্তব ভাগ যেমন তেমনি থাকে। কেহ বলেন, পাপ একটী কালির দাগ মাত্র, সহজে ধৌত কবা যায়। কেহ বা রাজনৈতিক ভাবে উহাকে দেখেন এবং অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে বলেন। ইহা এক প্রকার উৎকোচদানের ব্যবস্থা। অপর কেহ বলেন, প্রত্যেক পাপকার্য্যে ঈশ্বর অর্থী এবং অপরাধী প্রত্যর্থী হন। পৃথিবীর রাজা ও শাসনকারিগণ যেমন প্রত্যেক অপবাধ গণনা করিয়া দোষীকে দণ্ডবিধান করেন, তেমনি প্রত্যেক পাপের জন্য ঈশ্বব উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন। রাজবিধিসঙ্গত দণ্ড গ্রহণ করিলেই পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তাঁহারা মনে করেন। উপরি উক্ত প্রত্যেক মতেব মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সকল মতে পাপকে যেন একটী আকস্মিক ঘটনার ন্যায় গণনা করা হইয়া থাকে। যেন ইহার সঙ্গে মানবস্বভাবের কোন সম্বন্ধ নাই, মোহ-বশতঃ লোকে পাপ করে, এবং কোন প্রকাব প্রাযশ্চিত্ত কবিলে তাহা যায়, আব কিছু থাকে না।

"এইটী প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক সেরূপ নয়, ইহার মূল আছে। সেই মূল মানবপ্রকৃতির ভিতরে দেখিতে পাইবে। মনুষ্যকৃত বিধিব সঙ্গে ঈশ্বরের বিধির তুলনা কবিও না। পাপ এবং বিচারালয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ, এ দুইয়ের মধ্যে মূলগত গভীর প্রভেদ আছে। কোন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে রাজদ্বারে সে বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হয়, ইহাতে অবশ্য পাপ-কার্য্যের জন্য তাহার শাস্তি হওয়াতে মনুষ্যের ন্যায়পরতা চরিতার্থ হইল। কিন্তু ঈশ্বর কার্য্য দেখেন না, তিনি হৃদিস্থিত পাপমূল ধরিয়া বিচার করেন। নরহত্যা চুরি ইত্যাদি পাপের কথা ঈশ্বরের বিধিপুস্তকে লিখিত নাই; পাপপ্রবৃত্তি, অসৎকার্য্যের উৎপাদক মূলকে তিনি দণ্ডনীয় মনে করেন। আমরা এখানে যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করি, ঈশ্বরের বিধানে তাহা অন্য প্রকাব। মনুষ্যের পশুপ্রকৃতির মধ্যে পাপের উৎপত্তি-স্থান; সেই স্থান হইতে সকল দুষ্কর্ম্ম কৃত হয়। প্রবৃত্তির মধ্যে পাপস্পৃহা আছে কি না, ঈশ্বর তাহাই

দেখেন। যত দিন পাপবাসনা, মন্দ কামনা আছে, তত দিন পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিলেও, ঈশ্বরের বিচারে আমরা নিরপরাধী নহি। ফলতঃ পাপ একটী রোগবিশেষ, ইহা সামান্য অপরাধ মাত্র নহে, সুতরাং এই ভাবেই ইহাকে দেখিতে হইবে। এই রোগের মূল আমাদিগের স্বভাবের অভ্যন্তরে থাকে। সকল সময় যদিও কার্য্যে প্রকাশ পায় না, কিন্তু গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু ইহা বলিয়া কি আমরা মনুষ্যকে জন্মপাপী বলিব? চারিদিকে পাপের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া কি মনুষ্যত্বকে বিকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিব? কখন না, আমরা ইহার প্রতিবাদ করি। মনুষ্য যদি জন্মপাপী হইবে, তবে ঈশা কেন ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগকে প্রশংসা করিলেন? বালকদিগকে দেখিয়া কেন তবে তিনি বলিলেন, 'ঐ ক্ষুদ্র বালকদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, কেন না স্বর্গরাজ্য এই প্রকার।' শিশু সন্তানেরা পবিত্র, তাহাদের ভিতরে স্বর্গ বিরাজ করে। পরিণতবয়স্কেরা সেরূপ নহে, কারণ তাহারা প্রবঞ্চক এবং প্রতারক হয়। অতএব বলিও না যে, মনুষ্য পাপময় প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে। পাপ অস্বাভাবিক। তবে ইহা কোথা হইতে আসিল? মনুষ্যের পশুপ্রকৃতির মধ্যে ইহার বীজ। মনুষ্য চোর বা নরহন্তা হইয়া জন্মে নাই, কিন্তু সে পশু হইয়া জন্মিয়াছে। একটী বস্তুর ন্যায় সে উৎপন্ন হয়, ব্যক্তির ন্যায় নহে। পদার্থ হইতে পশু, পশু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। প্রথম জন্ম সম্পূর্ণ জড়ীয় অর্থাৎ ভ্রূণ। জড় ভিন্ন প্রথমে সে আর কিছুই নহে। তবে পাপের স্থান কোথায় রহিল? তখন ইচ্ছা নাই, ব্যক্তিত্ব নাই, কেবল সংস্কার আর বুদ্ধি আছে। যেখানে ইচ্ছা নাই, সেখানে পাপ অসম্ভব। স্বাধীন ইচ্ছা পাপের মূল। প্রথম হইতে যখন বালক পরিবর্ত্তিত হইল, তখন তাহাতে কেবল পশুভাবেরই প্রাধান্য; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা, ভালমন্দবিচারশক্তি না জন্মে, তত দিন ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট তাহার দায়িত্ব বোধ হয় না, সুতরাং তখন পাপ হইতে পারে না। পশুপ্রকৃতির মধ্যে কোন পাপ নাই, কিন্তু ইহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বালকেতে কোন পাপ নাই, কেবল পাপ করিবার শক্তি সকলের মধ্যে আছে। ইহার পর পাপ জন্মিবে, এখনও জন্মে নাই। অতএব মনুষ্যকে জন্মপাপী বলিও না, এই বল যে, তাহাদের ভিতর এমন কিছু আছে, যাহা পাপের দিকে তাহাকে পরিচালিত করে।

রক্তমাংসময় দেহেতে পাপের মূল রহিয়াছে। মানুষ জন্মপাপী যে কেহ কেহ বলেন, তাহার গূঢ় অর্থ এই স্থানে পাওয়া গেল। কিন্তু পাপ করিবার যে শক্তি আছে, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক হয়। পরীক্ষা প্রলোভন আসিলে মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করে। কিন্তু এই পাপের মূল-বিনাশের জন্য কেহ যত্নশীল নহে, সকলেই পাপক্রিয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেড়াইতেছে। হে ভ্রান্ত জীব সকল, কেন তবে কেবল কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হও, যথার্থ পাপ যাহা, তাহার জন্য কেন অনুতাপ কর না? অনেকে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ পাপের জন্য ভাবিত না হইয়া, গত পাপের জন্য চিন্তিত হন· কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। গত পাপের অর্থ, যাহা নাই, আর ফিরিয়াও আসিবে না। বস্তুতঃ গত পাপ, এ কথা হইতেই পারে না। ইহা কেবল বর্ত্তমান পাপকেই প্রকাশ করে। পাপ যদি গতই হয়, তবে আর ভাবনা কি? এক জন নরঘাতকের নিকট তাহার নরহত্যা কার্য্যটী গত হইযাছে, বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার কারণ কি সেই সঙ্গে গত হইয়াছে? হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, কাম, লোভ যত দিন আছে, তত দিন নরহত্যা পুনরায় হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন বিশেষ পাপকার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না, সমস্ত পাপের মূল উৎপাটন করিতে হইবে। যত দিন তাহা না যায়, তত দিন ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইয়া থাক। পরিত্রাণের জলন্ত অগ্নি হৃদয়ে প্রবেশ না করিলে পাপ-শত্রু ধ্বংস হইবে না। পাপ যেমন দৈহিক দোষের মধ্যে অবস্থিত, পুণ্যকে তেমনি প্রলোভন পরাভব করিবার শক্তি বলা যাইতে পারে। পরিত্রাণের অর্থ পাপকার্য্য-পরিত্যাগ নহে, পাপ ইচ্ছা এককালে অসম্ভব হইয়া যাওয়া যথার্থ পরিত্রাণ। মূল এবং শাখা উভয়কেই কর্ত্তন করিতে হইবে। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। প্রথমতঃ শরীরকে অধীন করিয়া, তাহার পশুজীবনের স্থানে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন রোপিত কর। ইন্দ্রিয়-দিগকে জয় কর। হৃদয়কে পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে লইয়া যাও। চৈতন্যময় জগৎ স্বর্গধাম, সেখানেই আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিতে দাও। যেমন জড়-ব্রহ্মাণ্ড আছে, তেমনি একটী আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাণ্ড আছে। হৃদয়ের মধ্যে সেই জগৎ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যোগী ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিয়াও সেইখানে বাস করেন। তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে স্বর্গ অন্বেষণ করেন। সেখানে

তিনি গভীর যোগে মগ্ন হইয়া থাকেন। সেইখানে তিনি তাঁহার প্রার্থনীয় সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে তাঁহার ধনাগার, পুস্তকালয়, আহার পানীয় সমুদায় আছে এবং সেখানে তিনি পরলোকেতে প্রমুক্তাত্মা ঋষিদিগেব সহবাসে যথেষ্ট সুখও পাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াব কথা আমি বলিতেছি না, একবারে সেখানে অধিবাস করা, ইহাই স্বর্গবাস এবং ইহাই পরিত্রাণ।

"রোগেব কথা বলা হইল, এখন তাহার ঔষধ বলা যাইতেছে। কোথায় সেই ঔষধ পাওয়া যাইবে, যাহাতে পাপরোগ বিনষ্ট হয়? ঔষধ এই উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে অবস্থিতি করিতেছে। প্রত্যেককে সেই জীবনেব উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। এ জন্য চিন্তাশীল ধ্যানশীল হওয়া আবশ্যক। ধ্যান-যোগ ভিন্ন সাধক বাঁচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরেতে পাবিবৃত হইয়া, তাঁহাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন; এই জন্য তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যোগে বসিয়া থাকেন। ক্রমে এইস্থানে থাকাই তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহার পর বৈরাগ্য। ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমি শরীরকে কষ্ট দিয়া বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি না। ইহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে না। ভস্ম এবং কন্থাতেও নবজীবন হয় না, যাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য। আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তোমরা শুনিয়াছ, বস্তুতঃ তাহা সত্য। মনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যানযোগেব মিষ্টতা পান করে, এবং স্বর্গের সুগন্ধ সম্ভোগ করে, ইহাই বৈরাগ্য। উপবাস শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক রুটিকাভক্ষণে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগী যদি আহার পান, আমোদ বিলাস, ধন মান সুখে উদাসীন থাকেন তাহার অর্থ এই যে, তিনি ঈশ্বরেতে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। অসার ভোগসুখে বিষয়ী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক পরিহার করেন। কিন্তু ধ্যান ও বৈরাগ্য এই দুইটী মুক্তির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, আধুনিক সভ্যসমাজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। সাধক এই দুইটী উচ্চতর ব্রত সাধন করিয়া, বালকের ন্যায় সরল স্বভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার শরীর বৃদ্ধ হয়, আত্মা বালকত্ব লাভ করে। বালক যেমন পিতা মাতাকে সর্ব্বস্ব জানে, তিনি তাঁহার ঈশ্বরকে তেমনি সর্ব্বস্ব জানিয়া

নিশ্চিন্ত থাকেন। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই তিনি জানেন না। ব্রহ্মাণ্ড যদি ধ্বংস হয়, তথাপি পিতার কোলে তিনি নির্ভয়ে বাস করেন। এই জন্য কথিত হইয়াছে, যাহা জ্ঞানী বুদ্ধিমান্‌দিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল, তাহা বালকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাত্মজগদ্বাসী দ্বিজাত্মা মনুষ্য যেমন শিশু, তেমন তিনি পাগল এবং মাতাল। ঈশ্বরের প্রেমমদিরাপানে তিনি সর্ব্বদা প্রমত্তের ন্যায় ব্যাকুল। ঠিক সময়ে তাহা পান করিতে না পাইলে, তিনি অস্থির হন, কিছুতেই সে ব্যাকুলতা নিবারণ করিতে পারেন না। মাদকসেবী যেমন মৌতাতের সময় চঞ্চল এবং অস্থির হয়, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ। উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান সঙ্কীর্ত্তনে যে পর্য্যন্ত না তাঁহার মত্ততা জন্মে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন না। গাঢ়তা এবং দীর্ঘতা উভয়ই পূর্ণমাত্রায় তাঁহার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি প্রেমমত্ত পাগল হইলেও, প্রভুর কার্য্যে কখন উদাসীন নহেন, কর্ত্তব্য কর্ম্মও সম্পাদন করেন। পরোপকাবে তাঁহার জীবন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। কার্য্যের সময়েও তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ কর্ম্ম করেন। কিন্তু প্রেমমদ পান না করিলে, তিনি কাজ করিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রার্থনা তাঁহার নিকট সুরার পূর্ণপাত্র। পান করেন, আর কাজ কবেন। এই জন্য ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা যুগে যুগে মাতাল নামে অভিহিত হইযা আসিয়াছেন; পিটার বলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নহে, কেন না এত সকালে কেহ মদ্যপান করে না। পল বলিয়াছিলেন, হে মহৎ ফেষ্টাস্, আমি পাগল নহি, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথা আমি বলিতেছি।

"এইরূপে বলিয়া বক্তা উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, উন্মত্ততা এবং পাগলামি অন্তরে না জন্মিলে, দেশসংস্কারের কার্য্য হইতে পারে না। অতি সাবধানী ব্যক্তি দ্বারা কি কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে? মত্ততা চাই। শুষ্ক ধর্ম্মজ্ঞান, নীরস কঠোর কর্ত্তব্য আমার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান প্রেম ভক্তি কার্য্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়ের সমস্ত অঙ্গ সরস ভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গীন রসপূর্ণ ধর্ম্ম আমরা চাই। প্রেমে মত্ত না হইলে, কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ড কি বলিবে, রোম্ কি বলিবে, সভ্য জগৎ কি বলিবে, ইহা ভাবিয়া কি কেহ ঈশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিবে? কোন

দিকে দৃষ্টি না করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।" বক্তৃতার অধিকাংশের সহিত সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক ফাদারলাফোঁ কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আজ আপনি 'ক্রুশের পাগলামি' যুক্তিযুক্ত করিয়াছেন।"

১১ই মাঘের উৎসব

এবার উৎসবের প্রাতঃকালে (১১ই মাঘ) গাজীপুরের একটি পাখীকে অবলম্বন কবিয়া উপদেশের আরম্ভ হয়। একটি উদ্যানের সৌন্দর্য্যে কেশবচন্দ্রের মন মুগ্ধ, এমন সময়ে একটি পাখী আসিয়া বৃক্ষের ডালে বসিল, বসিয়াই উড়িয়া গেল। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, মুদ্রিত উপদেশে সকলে দেখিতে পাইবেন। আমরা গুটিকতক কথা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ কেশবচন্দ্রের চিত্ত কি ভাবে উন্মত্ত, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। "ভাই ভগ্নীগণ, নিশ্চয়ই জেনো, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার চন্দ্র বল, সব ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রেমের ডাকাতি হবে এ সংসারে। ঈশ্বব এই জন্য স্থানে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে ভক্ত, কেন পালাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে, ভয় কি? ওহে ভাই, তুমি যে নদীর পানে তাকাইয়া শুষ্কপ্রাণে ফিরিয়া যাইতেছ, না ভাই, যেও না, ঐ নদীর তটে বৃক্ষোপরি সুন্দর বুলবুলি বসিয়া আছে, প্রেমের বাণে, অনুরাগের বাণে ঐ পাখী তোমাকে মারিবে। এই প্রকৃতিজাল, এই প্রেমতত্ত্ব, কেবল প্রেমিককে ধরিবার ফাঁদ। জ্ঞানত প্রচাবিত হইতই। এমন বস্তু সকল রাখিবার কি উদ্দেশ্য ছিল? প্রেমদণ্ড দ্বারা মারিতে মারিতে, আপনার বিপথগামী সন্তানদিগকে কেশে ধরিয়া, আপনাব ঘবে লইয়া যাইবেন, এই জন্যই এ সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে সিদ্ধ হউক। প্রকৃতি প্রাণসখার প্রচারক হউক। আর কিছু দিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে, ফুলের জোর অধিক, না বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে, অবশেষে প্রকৃতি তোমার প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যায়। একটী পাখী, একটী ফুলের হাতে যদি না মর, তবে ঈশ্বর মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। এমন সুন্দর সৃষ্টি দেখাইয়া, ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন, এই তাঁহার মনের ইচ্ছা। প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের শাস্ত্র পড়, প্রেমে মত্ত হও, তারপর ঈশ্বরের রাজ্যে লোকারণ্য হইবে, সকলের মুখে প্রেমতত্ত্ব শুনিবে, আর কৃতার্থ হইবে।"

সায়ংকালের উপদেশের এই কয়েক পংক্তি পড়িলেই, কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের ভিতরে এই সময়ে যে সকল সাধু মহাজনগণের সমাবেশ হইয়াছে, সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। "কোন সাধু বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতার ঘরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। বাস্তবিক যেমন স্বর্গীয় পিতার ঘরে অনেক-গুলি স্বর্গীয় কুটীর আছে, সেইরূপ সাধুর হৃদয়ের মধ্যেও এক এক জন ভক্তের জন্য এক একটী বাসস্থান নির্ম্মিত রহিয়াছে। সাধু সেখানে এক ঘরে যোগীকে স্থান দেন, এক ঘরে ভক্তচূড়ামণিকে অভ্যর্থনা করেন, এক ঘরে মহাজনকে সমাদর করেন, এক ঘরে অত্যন্ত জ্ঞানী সুপণ্ডিতকে স্থান দেন, এক ঘরে যিনি নরনারীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থান দেন।" "সাধু আপনার হৃদয়ের মধ্যে অতিথি-সেবা আরম্ভ করেন। কেবল ইহকালের জন্য নয়, অনন্তকালের জন্য প্রেমরাজ্যে সকলেই স্থান পাইবেন। এক এক জন সাধক এই রাজ্যের এক একটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মস্বরূপের অনেক অংশ; ইহার এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে, এক অংশ আর এক ভূখণ্ডে, আর এক অংশ আর এক ভূখণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহা সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারি দিক্ হইতে সহস্র খণ্ড একত্র করিয়া একটি সুন্দর প্রকৃত আদরের বস্তু নির্ম্মাণ করেন।" "তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গুরু আছেন, তাহার অনুগত হইলে, সকল দেশের এবং সকল যুগের যোগ, ভক্তি এবং সাধুদৃষ্টান্ত তোমার হইবে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত যোগ, ভক্তি এবং সেবাসম্পর্কে যত দৃষ্টান্ত হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তিব ন্যায় তোমরা সমুদায়ের অধিকারী হইবে।"

১৩ই মাঘ সাধনকাননে উৎসব

এবার বেলঘরিয়া তপোবনে না গিয়া, সাধনকাননে (১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী) যাওয়া হয়। প্রায় একশত ব্রাহ্ম তথায় সমবেত হইয়া, সমস্ত দিন আনন্দসম্ভোগ করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন) লিখিয়াছেন, "পুষ্প লতা পল্লবে উদ্যানটি অতীব সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল। চারি দিক্ হরিদ্বর্ণ তরুশাখায় আচ্ছন্ন, কিন্তু নিম্নস্থ ভূমি সর্ব্বত্রই পরিষ্কৃত, যথা ইচ্ছা তথায় সকলে ভ্রমণ করিতে এবং উপবেশন করিতে পারিলেন। নানা বর্ণের বৃহৎ গোলাপ পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া, অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার

করিয়াছিল। মন্দ মন্দ শীতলবায়ুসেবিত কণ্টকীবৃক্ষকুঞ্জ মধ্যে উপাসনা হয়। স্থানের প্রাকৃতিক মনোহর শোভা সন্দর্শনে এবং সুন্দর বিহঙ্গকুলের মধুরকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, সকলে সেই বনদেবতা হৃদয়সখা ঈশ্বরের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় সংক্ষেপে একটী কবিত্ব-রসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। (বক্তৃতাটী ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) তদনন্তর বৃক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়। পরে পুষ্করিণীতটে সকলে একত্রিত হইলে, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যোগ ও ভক্তি সাধন বিষয়ে তুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।"

কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণের প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন ও তাঁহার প্রথম ব্রহ্মমন্দিরদর্শন

পরমহংস রামকৃষ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত রাম-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সহ তাঁহার বসতিস্থলে গমন করা, এক প্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশব-চন্দ্রকে দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সাস্থেতে থাকিতে পারিতেন না, অনন্ত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন. কথা সমুদায় এলো মেলো, এবং মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেক ক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহারও প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশব-চন্দ্রের কুটীরের সম্মুখে রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, কখন বলিতেছেন, উদরপূর্ত্তি হইয়াছে, তবে কি না খুব লোকের ভিড় হইলে কেহ তাহার ভিতরে ঢুকিতে পায় না, তথাপি যদি রাজার গাড়ী আইসে, অমনি সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির পথ হইতে পারে, এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ সকল দৃশ্য আমাদের চক্ষে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না,

দ্বারবান্ দ্বারা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন কেন? তিনি তাহার উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বে আর কখন ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই।

"ধর্ম্মমধ্যে তত্ত্ববিদ্যা ও মত্ততা" বিষয়ে বক্তৃতা

এবার একটি অভিনব ব্যাপার হয়। কেশবচন্দ্র বৎসরে একবার উৎসবকালে টাউনহলে ইংরাজী বক্তৃতা দেন, ইহাই রীতি হইয়া পড়িয়াছে; সে রীতির এবার ব্যতিক্রম ঘটে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন উৎসবের বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ যে, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। রাজপ্রতিনিধির এ অভিলাষ পূর্ণ করা কেশবচন্দ্র কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সুতরাং ৩রা মার্চ্চ (১৮৭৭ খৃঃ), শনিবার, বক্তৃতার দিন নির্দ্ধারিত হইল। বক্তৃতার বিষয় "ধর্ম্মমধ্যে তত্ত্ববিদ্যা ও মত্ততা" (Philosophy and madness in religion)। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন, লেডি লিটন, বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর, অনরেবল সার জন ষ্ট্রাচি, মিসেস্ বেলি, কর্ণেল বরণ, কাপ্তেন বয়লিয়, ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ, অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র, ফাদার কফিনেট, বিজনীর রাজা, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, রেবারেণ্ড মেস্তর টম্‌সন, ডাক্তার রবসন প্রভৃতি বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা চৈত্র, ১৭৯৮ শক) প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ উহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

"চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের আর্য্য ঋষিগণের মধ্যে গভীর ব্রহ্মচিন্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মোন্মত্ততার প্রাদুর্ভাব ছিল, এক্ষণে সুশিক্ষিতদের মুখে কেবল বিজ্ঞান ও সভ্যতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় এইরূপ মত্ততার ধর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সভ্যতার মহিমা সকলে মহীয়ান্ করিতেছেন। বিজ্ঞান ও মত্ততা উভয়ই ঈশ্বরপ্রদত্ত;

এক্ষণে এ দুইটীর সমন্বয় কি প্রকারে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাদ উভয়ের কোন একটীর বিচারালয়ে মীমাংসিত হইতে পারে না। সহজ জ্ঞান একমাত্র ইহার বিচারালয়। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং একজন বিশ্বাসী সাধককে একস্থানে বসাইতে হইবে এবং কাহার কি দিবার আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

"বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে * বিজ্ঞানশাস্ত্রের নানা প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন, আত্মা এবং জগৎ ব্যতীত আর কিছু নাই, কেহ বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন সত্তা স্বীকার করেন নাই। কেহ কেবল জগৎ এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও আত্মা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ এই তিনটী সত্য সর্ব্ববাদিসম্মত। বিজ্ঞানশাস্ত্র এ কথা প্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন এবং প্রথম দুইটী শেষোক্ত সত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে। এই (তিনের) অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের অধিকারত সংস্থাপিত হইল, মত্ততার অধিকার কোথায়? সংসার এবং নিজের সম্বন্ধে লোকের মত্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইতেছে। দিবানিশি সকলে ব্যস্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। রৌপ্য মুদ্রার সৌন্দর্য্যে মানবদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসারসম্বন্ধে লোক যে পাগলপ্রায়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানপ্রতিপাদ্য দুইটী বিষয়ে যদি আমাদের এত উন্মত্ততা হইল, তবে ঈশ্বরের জন্য কেন আমরা পাগল হইব না? তিনি কি অবাস্তবিক অসৎ পদার্থ? অন্ততঃ প্রথম দুইটীর সমতুল্য সত্য বলিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। আমরা জগৎ এবং আত্মাকে যেরূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে সেরূপ করি না; কিন্তু তাহা করিতে হইবে। এই জন্য গভীর একাগ্রতা, প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক। বাহ্য পদার্থকে যেমন আমরা সত্য সুন্দর মনোহর বলিয়া প্রতীতি করিতেছি,

---

* বিজ্ঞান না বলিয়া তত্ত্ববিজ্ঞান বা দর্শন বলা ভাল। প্রথমতঃ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন, তৎপর বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের মত ও পুনর্জন্ম ও সশরীরে স্বর্গে গমন, তদনন্তর রাজভক্তি, এই কয়েক বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

একাগ্রচিত্ততা দ্বারা তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অভ্যন্তরস্থ গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশ্বাসী সাধক ধ্যানবলে এই অনাদি অনন্ত সত্যের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সমাধিযোগে তাঁহাকে সারসত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। জ্ঞানী যেখানে বলেন, তিনি আছেন, কিন্তু অপরিজ্ঞেয়, বিশ্বাসী সেখানে বলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, ধ্যানযোগে তাঁহার নিগূঢ় সত্তা অনুভব করিয়াছি। বিশ্বাসী প্রথমে তাঁহাকে সত্য বলিয়া ধরিলেন, তদনন্তর তাঁহার শিবং এবং সুন্দরং মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। যখন ঈশ্বরের সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবে তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন হইল, তখন হৃদয়ে কবিত্বরস, শান্তির উৎস উৎসারিত হইল এবং তখন তিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন নদী, পর্ব্বত, কানন, উপবন, কুসুমিত বৃক্ষলতা, আকাশবিহারী বিহঙ্গ এবং বনচারী পশুগণ ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিল। তখন স্বর্গীয় কবিত্বরসে অন্তর বাহির একাকার হইয়া হৃদয় মন পুলকিত হইল। এই অবস্থায় সেই মহাকবি ঈশা বলিয়াছিলেন, 'ক্ষেত্রের ঐ স্থলপদ্মগুলিকে দেখ, কেমন সুন্দর।' তোমরা কি প্রস্ফুটিত গোলাপ বৃক্ষের নিকট কখন বসিয়াছিলে? বাস্তবিক গোলাপ ফুল কথা কয়, উৎকৃষ্ট পদ্যেতে কথা কয়। এই অবস্থায় ঈশ্বর আপনার দেশীয় ভাষায় বিশ্বাসী ভক্তের মুখ দিয়া পদ্যেতে কথা কহেন। জ্ঞানীদিগের ভাষা গদ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক ভাষা, নিতান্ত কঠোর নীরস এবং উত্তাপবিহীন শীতল। বিশ্বাসীর ভাষা পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং সরস।

"এই স্থানে ভাষার বিষয়ে দুই একটী কথা বলা উচিত। জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর মধ্যে ব্যাকরণসম্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে। জ্ঞানীরা অতি নিস্তেজ ভাবে বলেন, ইহা করা উচিত, ইহা কর্ত্তব্য, উহা অকর্ত্তব্য, ইহা উচিত এবং উহা অনুচিত। এইরূপ রাশি রাশি ঔচিত্যানুচিত্য লইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু বিশ্বাসীকে ঈশ্বর স্বয়ং অনুজ্ঞা করিতেছেন, অমুক কর্ম্ম কর, অমুক স্থানে যাও। প্রগল্‌ভা ঈশ্বরভক্তি তাঁহাকে তৃণের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া যায়।

"উপরি উল্লিখিত তিনটী মূল সত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের জন্ম ও উন্নতির বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

মানবের উৎপত্তি বিষয়ে এখন অনেক শাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হইয়া থাকে হনূমান্ এবং বনমানুষ আমাদের আদি পুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞানবিদের এই মত। উহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা আমাদিগকে বড় গৌরবের পাত্র মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, সে মত আমি ডারুইন এবং হক্‌সেলির জন্য রাখিয়া দিলাম। এক্ষণে সাধারণ জাতিসম্বন্ধে উৎপত্তি ও উন্নতির কোন বিচার না করিয়া, ব্যক্তিগত জীবন কিরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা দেখা যাউক। মনুষ্য প্রথমে একটী ভ্রূণ, তার পর পশু, তার পর মনুষ্য, সর্ব্বশেষে দেবতা। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মতামত লইয়া যে যত বিবাদ বিতণ্ডা করুন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্বলাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা হওয়াই প্রকৃত কার্য্য। মনুষ্যের চতুর্ব্বিধ অবস্থা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল, এক্ষণে দেবত্বের দ্বারা জড়ত্ব এবং মনুষ্যত্বকে বধ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন পাপ কখন অসম্ভব হইবে না। হিন্দুগণ যে পুনর্জ্জন্মের কথা বলেন, তাহার অর্থ আছে। বস্তুতঃ মনুষ্য গাছ পাথর পশু হইয়া থাকে। কুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া সে পর্য্যায়ক্রমে জড় পশু উদ্ভিদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা সে দেবত্ব লাভ করে। এক জন্মের মধ্যে এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। আর একটী কথা আছে, সশরীরে স্বর্গে গমন। ইহাও অতি গভীর কথা। যখন ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি হয়, তখন শরীর কোথায়? শরীর আছে কি না, যোগী তাহা ঠিক রাখিতে পারেন না। তিনি অধ্যাত্মযোগবলে অদৃশ্য ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মের পদতলে উপবেশন করেন, সেখানে অমরাত্মা সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে তিনি দর্শন করেন। ঈশ্বর কখন একা থাকেন না, যেখানে তিনি, সেইখানেই তাঁহার পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে স্বর্গে গিয়া এই শোভা অবলোকন করত কৃতার্থ হয়েন। স্বর্গবাসী ভক্তেরা কি তাঁহাকে কোন শুষ্ক ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মবিজ্ঞান ব্রতাদি নিয়ম গ্রহণ করিতে বলেন? না, তাঁহার সঙ্গে একীভূত অভেদাত্মা হইয়া তাঁহারা থাকিতে চান। ইহাকেই বলে, সশরীরে স্বর্গে গমন। উন্মত্ততা ব্যতীত এইরূপ নবজীবন কখন লাভ করা যায় না। মনুষ্যের উন্নতির প্রণালীমধ্যে বিজ্ঞান এবং উন্মত্ততা উভয়েরই এইরূপে সম্মিলন হইতে পারে।

"আমার শেষ কথা রাজভক্তিসম্বন্ধে, ইহার মধ্যেও বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার দুইটী বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সাধারণ রাজকীয় বিধিকে মান্য কর, রাজা বা শাসনকর্ত্তা কেহ নহে। শাসনবিধির অধীনতা স্বীকার করাই রাজভক্তি। কিন্তু প্রমত্ততা বলে, আমি সেই ব্যক্তিকে চাই, যাঁহাকে দেখিয়া এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। রাজভক্তি হিন্দু জাতির একটী শুষ্ক মত নহে, ইহা হৃদয়ের ধর্ম্মভাব। এ দেশের লোকেরা বহুকাল হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে। এই ভক্তি আমাদের একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের হৃদয় হইতে ভক্তি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হয়। ভারতবর্ষ ইংরাজজাতির হস্তে পতিত হওয়াকে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কার্য্য মনে করি। অনেকে বলেন, দিল্লী দরবারে কোন ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্তু কোন ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত যদি তথায় সেই বহুজনসমাকীর্ণ, ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্যবর্গে পরিপূরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্পষ্ট দেখিতেন যে, স্বয়ং বিধাতা মহারাণীর মস্তকোপরি 'ভারতেশ্বরী' উপাধিরূপ মুকুট স্থাপন করিতেছেন। ব্রিটিশরাজের হস্তে পালিত এবং সুরক্ষিত হইয়া যাহারা রাজভক্তিবিরোধী হয়, তাহারা বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করুক। দেশীয় যুবকগণ বিদ্যালয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, ইংরাজী শিক্ষক ও অধ্যাপক-দিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া, শুভ্রকেশ প্রাচীন আর্য্যগণেব নিকট ধ্যান বা বৈরাগ্য, গভীর ব্রহ্মানন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রমত্ততা শিক্ষা করুন। এইরূপ পঞ্চাশ জন সুশিক্ষিত জ্ঞানী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, যেমন দিল্লীতে দরবার হইয়াছিল, তেমনি রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের রাজদরবারে রাজভক্তির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাশ জন প্রেমোন্মত্ত প্রচারক এইরূপে বাহির হউন, তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশ একহৃদয় হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করিবে।"

৫০

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার উদ্দেশ্য বিষয়ে বিজ্ঞাপন

৮ই মাঘ (১৭৯৮ শক, ২০শে জানুয়ারী, ১৮৭৭ খৃঃ) ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভায় "ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা" সংগঠনের প্রস্তাব হয়, এবং এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির প্রতি অর্পিত হয়। তাঁহারা সভাস্থাপন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাদি কয়েকটী প্রধান বিষয় সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মগণের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করেন। (১৭৯৯ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্ব দেখ) এই ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার জন্য নূতন যত্ন উপস্থিত, এ কথা বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিগণ দ্বারা সমাজসমূহ মূল ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ হন, উহার কার্য্যপ্রণালীর সহিত সমুদায় সমাজের যোগবন্ধন হয়, এ জন্য দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে (৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ, ২৩০ পৃঃ দেখ) কেশবচন্দ্র যে প্রতিনিধিসভা-স্থাপনের যত্ন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহারই প্রতিচ্ছায়া ইহার ভিতরে আছে।

"সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার উদ্দেশ্য।

"উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনজন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে, যদ্দ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

"প্রতিনিধিসভা নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত্ন করিবেন। তন্মধ্যে আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

১। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিবরণ সংগ্রহ করা।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রচার করা।

৩। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

৪। অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থির করা।

৫। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগকে রক্ষা ও প্রতিপালনার্থ অর্থ সংস্থান করা।

"যে ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং যে সমাজসম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

"ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

"প্রতিনিধির বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অল্প হইবে না। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস থাকিবে।

"কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

"মাঘ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা ৩ ঘটিকার সময় প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হইবে। বিশেষ কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায়ানুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

"মাঘ মাসে সাংবৎসরিক সভা হইবে। সাংবৎসরিক সভায় এক জন সভাপতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভারূপে নিযুক্ত হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

"দশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে, প্রতিনিধিসভার বিশেষ সভা আহূত হইতে পারিবে।

"কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইতে পারিবে।

"পরিশেষে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণকে জ্ঞাপন করা

যাইতেছে যে, আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৯ শক), ১৯শে মে (১৮৭৭ খৃঃ), অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আমাদের বিজ্ঞাপনীয় বিষয় বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় সাধারণ ব্রাহ্মগণের অভিমত হইলে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিসভা বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিয়মাদি অবধারিত হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীশিবনাথ দেব।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

"উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে, যদ্দ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না," এই নিয়মটি বিশেষ বিবেচনার পর স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ বিতর্ক উপস্থিত হয়, এই প্রতিনিধি-সভা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যসকলের উপরে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন কিনা? এই বিতর্কে মতভেদ হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। এই সভার যাঁহারা সভ্য, তাঁহারাই কেবল এই সভার কার্য্য নিয়মিত করিতে পারেন; যাঁহারা সভ্য নহেন, তাঁহারা কি প্রকারে ইহার কার্য্য নিয়মিত করিবেন? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিজকার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ হইলেও, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্বের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন না; সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজসত্ত্বেও প্রতিনিধিসভা স্থাপন প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই নিয়মে উল্লিখিত হইয়াছে, "কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।"

প্রতিনিধিত্ববিষয়ে মূলতত্ত্ব

এই সময়ে প্রতিনিধিত্ববিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূলতত্ত্ব কেশবচন্দ্র প্রকাশ

করেন। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, যে কোন সমাজ হউক, তন্মধ্যে প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত লোক না থাকিলে, সে সমাজের কার্য্য কখন চলিতে পারে না। অন্য সকল সমাজে প্রতিনিধিগণের যে প্রকার প্রয়োজন, ব্রাহ্মসমাজেও সেই প্রকার। ব্রাহ্মগণের যাঁহারা প্রতিনিধি হইবেন, তাঁহারা কি বিষয়ের প্রতিনিধি হইবেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ও শিক্ষা, চরিত্রের মূলতত্ত্ব, উচ্চ উচ্ছ্বাস ও আদর্শ, বিশ্বাস-সমুৎপন্ন অভাব ও উন্নতির অভিলাষ এই সকলের প্রতিনিধি হইবেন, এতদ্ব্যতীত সামান্য বৈষয়িক কার্য্য যাহা আছে, তাহা নির্ব্বাহ করিবেন। এক জনেরই হউক, বা পাঁচ জনেরই হউক, অযথা কর্ত্তৃত্বের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, ইহা কখন বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না। আর এক দিকে প্রচারক আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন, উহাও দূষণীয়। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য হইবে কি প্রকারে? প্রথমতঃ যাঁহারা সমাজের নেতা হইবেন, তাঁহারা সকলের মনোনীত লোক হইবেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং তাঁহারা সেই মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এবং ইঁহারা ভাবেতে এক হইবেন। তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে গিয়া অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হইবে না, কেন না ইঁহাদিগকে সম্মান করিয়া ইঁহাদিগের ভিতর দিয়া সকলকে সম্মান করা হইবে, সকলের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার হইবে। অন্য দিকে এইরূপ করিতে গিয়া ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইবে না, বরং ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভ হইবে; কেন না বাধ্যতা স্বীকার এবং অপরের সেবা করিতে গিয়া আমাদিগের ভিতরকার যে সকল সামর্থ্য আছে, গুণ আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, তাহার পূর্ণ পরিমাণে পরিচালনা হইবে।

কেশবচন্দ্রের সাধনকাননে বাস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণ

কেশবচন্দ্র নির্জ্জনবাস জন্য সাধনকাননে গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি প্রথমে 'আহ্বান' নাম দিয়া সাধারণ লোকদিগের জন্য কিছু পুস্তিকা বাহির করেন। ইহার পর 'আহ্নিক' 'ভবনদী' প্রভৃতি সাতখানি রেলওয়ে ট্রাক্টনামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করেন, এবং এ সকল বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। কেশবচন্দ্র সাধনকানন হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভাস্থাপন

তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমনের পর, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক (১৯শে মে, ১৮৭৭ খৃঃ), শনিবার অপরাহ্ণে ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা (১) সমবেত হয়। কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ, তথাপি সভায় উপস্থিত হইবেন, স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিবন্ধকবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য কেশবচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর অনুপস্থিতিনিবন্ধন সপ্তাহকাল সভা বন্ধ থাকিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু লাহোর ও রামপুরহাটের প্রতিনিধিগণ সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতে পারিবেন না অবগত হইয়া, অধিকাংশের ইচ্ছায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বাবু আনন্দমোহন বসু তারযোগে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায়কে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করাতে, তিনি সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে উদ্দেশ্যাদি কয়েকটি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেইটি সমগ্র পঠিত হইয়া, উহার মধ্যে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ না করিবার নিয়মটি সম্বন্ধে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন, যদি কোন সমাজের কার্য্যপ্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রতিনিধি-সভার থাকা সমুচিত। ইহা লইয়া ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইল, ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, এখনও যখন রীতিপূর্ব্বক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন এ বিতর্ক বৃথা। যে সকল ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের পত্রের উত্তর দেন নাই, তাঁহাদের নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; যাঁহারা উত্তর দিয়াছেন (বত্রিশটি সমাজ), তাঁহাদের নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বাদানুবাদের পর সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মগুলি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়; কেবল এই কয়েকটি বিষয় ঐ নিয়মগুলির সহিত সংযুক্ত হয়:—(১) যে সমাজের সভ্য দশ জনের অধিক, তাঁহারা প্রতি দশজনে এক জন করিয়া

(১) এই সভার বিবরণ ১৭৯৯ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য।

প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (২) বৎসরান্তে একবার নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। বিশেষ কারণ থাকিলে, বৎসরের মধ্যেও কোন সমাজ প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। (৩) প্রতিনিধিসভার অধিবেশন কলিকাতা নগরে হইবে। (৪) সাধারণ সভার অনুমোদন ভিন্ন এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হইবে না। অনন্তর যাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর সম্পাদকত্বে দ্বাদশ জন সভ্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্থাপিত হয়।

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন

১১ই জুলাই (১৮৭৭ খৃঃ) বুধবার কেশবচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার অন্তর্গত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মিলিত হন। এই সভায় নির্দ্দিষ্ট হয় যে, ১৯শে মে, ১৮৭৭ খৃঃ (৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক) ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার যে সাধারণ সমিতি হয়, তাহাতে যে সকল নিয়ম স্থির হইয়াছিল, তাহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সকল ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করা হয়, এবং যে স্থলে এই সকল নিয়মানুসারে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন নাই, তাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য কি প্রকারে টাকা উঠাইতে হইবে, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। সভার সভ্যগণ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত পত্রাপত্র করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হন। ব্রাহ্মপ্রতিনিধিগণের সাধারণ সভায় যে গণ্ডগোল হয় এবং তৎসম্বন্ধে পত্রিকায় যাহা লিখিত হয়, তাহাতে মফঃস্বলের অনেকের মনে সভাসম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে; এই উপায়ে, সে সন্দেহ যে অমূলক, তাহা জানিয়া তাঁহারা অবশ্যই সুখী হইবেন। সভা শুনিতে পান যে, উহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন কোন ব্রাহ্ম তাঁহাদের এক মাসের বেতন দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ খৃঃ (৮ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক) ৩টার সময় কলিকাতাস্কুলগৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়।* এই সভায় ডেরাডুন, লক্ষ্ণৌ, শিলং, তেজপুর, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর,

* এই অধিবেশনের বিবরণ ১৭৯৯ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

নওগাঁ, হাজারিবাগ, রাউলপিণ্ডি, মতিহারী, রাঁচি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গয়া, ভবানীপুর, কোন্নগর, বরাহনগর, হরিনাভি, উৎকল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও আগরাব প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন, কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। প্রথমতঃ তিন মাসের কার্য্যবিবরণ পাঠ হইলে, ৭ই জ্যৈষ্ঠের সভাতে নির্দ্ধারিত নিয়মাবলীর তৃতীয় নিয়মটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়:—"প্রতিনিধিনিয়োগসম্বন্ধে নিয়ম এই, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির পাঁচ জন, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ দুই জন, লাহোর ব্রাহ্মসমাজ দুই জন, অপরাপর ব্রাহ্মসমাজ এক এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন।" অনন্তর সভার আনুকূল্যার্থ অর্থসংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, গুরুচরণ মহলানবিশ, অমৃতলাল বসু এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রদত্ত হইয়া, (১) ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিবরণসংগ্রহবিভাগে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, উমেশচন্দ্র দত্ত, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদকপুস্তকাদিপ্রচারবিভাগে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, উমানাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, অঘোরনাথ গুপ্ত, (৩) অনুষ্ঠানপদ্ধতিস্থিরীকরণবিভাগে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, শিবচন্দ্র দেব, (৪) অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের রক্ষা ও প্রতিপালনবিভাগে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, গুরুচরণ মহলানবিশ কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। সভাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ এই প্রত্যেক বিভাগের সহিত কার্য্য করিবেন, স্থির হয়। সর্ব্বশেষে সভাপতি কেশবচন্দ্র সভ্যদিগের অবগতির জন্য এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, 'তাঁহার মতে অনেক ব্রাহ্ম এখন যেরূপ গৃহবিহীন ও মস্তক রাখিবার স্থানবিহীন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। যাহাতে অন্ততঃ একটু স্থান দেখিয়া, এইরূপ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের গৃহনির্ম্মাণের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা পরস্পরের নিকটে এক একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।' তিনি কোন প্রস্তাবের আকারে এ কথা কহিলেন না, কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মগণকে এবং অপর সকল ব্রাহ্মগণকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া ৫টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

৫১

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যত্ন

সাধু অঘোরনাথের দস্যুগণের হস্ত হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ

২২শে আষাঢ় (১৭৯৯ শক) (৫ই জুলাই, ১৮৭৭ খৃঃ) হইতে ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা ব্যতিরেকে বৃহস্পতিবারে উপাসনা আরম্ভ হয়। এ দিনের উপদেশ সাধকগণের সাধনপ্রণালীশিক্ষার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ছিল। এই নূতন প্রবর্ত্তিত উপাসনা ভাদ্রোৎসব হইতে বন্ধ হয়। বন্ধ হওয়াতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সংসিদ্ধ হওয়াতে, আর পুনরায় মন্দিরে দুইবার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় না। এই বৃহস্পতিবারের উপাসনায় (৫ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক) (১৯শে জুলাই, ১৮৭৭ খৃঃ) কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথের দস্যুগণের হাত হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ (১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী ঘটনা বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে যাহা ঘটান, তাহা বহুমূল্য। ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কত বার শুনিলাম, কিন্তু তাঁহার দয়া যখন একটি ঘটনায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমরা যে শিক্ষা পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এই জন্য আমরা জীবনপুস্তকে যাহা শিক্ষা করি, তাহা অমূল্য এবং শিরোধার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগের প্রতিজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে যে স্নেহবৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ করিয়া রাখি, আমাদিগের প্রাণ কখনও কঠিন হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বলনয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাঁহার হৃদয় সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে যে, কখন্ তিনি দেখিবেন, ঈশ্বর আসিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ

করিলেন, তিনিই আবার সেই বিপদ্ হইতে তাঁহার দাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্ব্বদাই আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রসূত প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করেন। যদি ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হয়, তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর সুন্দর এবং প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তাঁহার শুষ্ক চক্ষে ঈশ্বরও শুষ্ক প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চিরসুন্দর বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে জীবনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ কথা বলিতে শিক্ষা কর, প্রেমময় ঈশ্বর আমার জন্য এই করিয়াছেন।" অনন্তর তিনি, সাধু অঘোরনাথ কি প্রকার প্রাণসংশয়কর বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, তাহা বর্ণন, এবং তাঁহার পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। উপদেশের উপসংহার এইরূপে করিলেন, "এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্ত বিশেষরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার এক জন দাসকে ভয়ানক দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া, আমরাত কৃতজ্ঞ হইবই; কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞ হইয়া ক্ষান্ত হইলে হইবে না, এই ঘটনা হইতে আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দস্যু সকল পরাস্ত করিতে পারি, এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মভক্তের সজল নয়ন দেখিয়া, ব্রহ্মভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া,দস্যুরা পলায়ন করিল; কিন্তু পাপদস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনের দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের বিকটাকার-দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয়, ···তখন কেবল হরিনাম ভরসা, কেবল রসনা সহায়।······আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটী এখনও শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিখিত রহিয়াছে। ঈশ্বর দয়া করিয়া ঐ কাগজগুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে স্বতঃ দুচারি জন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে যে, ঈশ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও দস্যু এবং পাপের হস্ত হইতে তাঁহার দাসদিগকে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মগণ, বিলম্ব করিও না, জগৎকে দেখাও, তিনি পাপীর বন্ধু, তাঁহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা করে।"

মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের মৃত্যু

এই সময়ে মিস্ মেরি কার্পেণ্টারের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয়।

এই দেশহিতৈষিণী মহিলা ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ধর্ম্মপিতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। ইনিই তাঁহার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত অতিযত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। ইনি স্বদেশের দীনদুঃখীদিগের হিতকামনায় জীবন যাপন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সে খ্যাতি তাঁহা হইতে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না; কিন্তু তাঁহার হৃদয় শেষ বয়সে ভারতের হিতকামনায় নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। এ দেশের নারীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, এ জন্য তিনি কতই যত্ন করিয়াছেন। ইংলণ্ডবাসিগণ এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা-সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ পাইতে পারেন, এজন্য তাঁহার বিশেষ পরিশ্রম ছিল। ইংলণ্ডের মত স্থানেও তাঁহার মত পরহিতকল্পে উৎসর্গিতজীবন নারীর সংখ্যা অল্প। বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স আসোসিয়েশনে কেশবচন্দ্র স্বর্গগতা মিস্ কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁহার কার্য্য বর্ণন করেন। উপস্থিত সকলের চিত্তই এই বর্ণনে আর্দ্র হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ও মিস্ কার্পেণ্টারের কার্য্য ও আদর্শ এক ছিল না, এ দুইয়ের তৎসম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সহস্র পার্থক্য সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতীব স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্যকল্পে বিশেষ সভায় দানসংগ্রহ

মান্দ্রাজে বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। কেশবচন্দ্র এ সংবাদ-শ্রবণে স্থির থাকিবার পাত্র নহেন। ৩০শে শ্রাবণ (১৭৯৯ শক, ১৩ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃঃ) সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষনিবারণের সাহায্য জন্য বিশেষ সভা হয়। এই সভায় "প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্॥" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দ্র উপদেশ (১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন। উপদেশের প্রথমাংশে "জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া, তিনি মূল বিষয় এইরূপে অবতারণ করেন :—

"মান্দ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া, ভাই, তোমার কি হৃদয় আর্দ্র হইল না? তবে হৃদয় অসাড় হইয়াছে। এই অবস্থায়

ধর্ম্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য্য করিতে হইবে। সন্তানের দুঃখ দেখিলেই স্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়, সময়ে সময়ে ভাই ভগিনীর দুঃখ দেখিলে সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। অপরের দুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয় না। যখন অন্যের দুঃখে মনুষ্যের হৃদয় এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। যাঁহাদের দয়া অধিক, তাঁহারা স্বভাবের প্রবলতা বশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে পরদুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন; আর জগতের দুঃখে সহজে যাঁহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ সেই শীতলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে দানক্ষেত্রে লইয়া যায়। যদি ধর্ম্মজ্ঞানের অনুরোধে দয়া করিতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে, যেমন আজ কাল এই দেশে। দুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত ভাই ভগ্নী বন্ধু মরিতেছেন ঈশ্বর তাঁহার মন্দিরমধ্যে আজ এই জন্য ডাকিলেন যে, নির্দ্দয় দয়ার্দ্র হইবে, বিষয়াসক্ত স্বার্থপর বৈরাগী হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মান্দ্রাজে ভাই ভগিনীরা মহাকষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হইয়াছে। আমরা কেবল আমাদের আপন আপন অন্নবস্ত্র চিন্তা করি, পরদুঃখের প্রতি দৃষ্টি করি না। আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য, এ সকল হৃদয়-বিদারক ঘটনা হইতেছে। এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহা শুনিলে সহজেই দয়া এবং ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন করা ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে।

"কৃষ্ণা নদী হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যত দূর স্থান, ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া, নানা প্রকার কষ্ট দিয়া, প্রায় এক কোটী আশি লক্ষ লোককে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণায় হাহাকার শব্দ কি আমাদের নিকটে আসিতেছে না? ভাই ভগিনীরা দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া, কি আমরা তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণা

অনুভব করিব না? এক কোটী আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। ইহাদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য না পাইলে, অবিলম্বে ইহারা দুর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ লোক এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয়, সে প্রকার সামান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহারা মরেন নাই। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক; অন্নকষ্টে ক্রমে ক্রমে দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে পাগলের মত হইল, নানা প্রকার কষ্টে কেহ অবসন্ন হইল, এই অবসন্নতার মধ্যে প্রাণবায়ু বাহির হইল। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এইরূপে হ্রাস হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহস্র প্রকার পাপ আসিয়া মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা দুর্ভিক্ষ-যন্ত্রণায় এইরূপ হাহাকার করিতেছে, তাহারা দরিদ্র। দরিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, ভয়ানক অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয়, এমন উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রোগের অবস্থায় শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে, এমন বস্ত্র নাই। ক্ষুধাতুরা জননী আহার করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনি খাইল। কোথাও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন করিল। ভীষণ ব্যাপার!! ভয়ানক অস্বাভাবিক ঘটনা!! মাতা এবং সন্তানের মধ্যে পরস্পরে এই প্রকার ব্যবহার ভয়ানক। অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না। এই অবস্থায় কত লোকের ধর্ম্ম রক্ষা হইল না, কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চৌর্য্য-দোষ প্রবেশ করিল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পাপবৃদ্ধি হইল। জননী সন্তানকে দূর করিয়া দিলেন, সন্তানও জননীকে মানিল না।"

অনন্তর গো মহিষাদির অকাল মৃত্যু, তাহাদের অভাবে কোথা হইতে শস্য আসিলেও স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার অসম্ভাবনা, পত্নীবিক্রয়, সতীত্বধর্ম্মবিসর্জ্জন, সন্তানবিক্রয়, স্তন্যাভাবে শিশুগণের প্রাণসংশয় ইত্যাদি বিষয় হৃদয়ভেদিভাবে বর্ণন করিয়া, কেশবচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "এখনও ছয় মাস কাল অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। বোধ হয়, পৌষ মাঘ

পর্য্যন্ত মান্দ্রাজবাসীদিগকে অন্ন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের দয়ার্দ্র ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। মনে করা গিয়াছিল, দুই এক মাসের মধ্যে মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীরা এই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না, আমাদের আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এখনও স্থানে স্থানে বহুলোক মরিতেছে। ইতিপূর্ব্বে বসন্তরোগে কত লোক মরিল। অন্নকষ্ট, আবার রোগ। ব্রাহ্ম, নিষ্ঠুর হইয়া এ কথা বলিও না, যিনি দুঃখ আনিয়াছেন, তিনিই দুঃখ মোচন করিবেন। তিনি তো তোমাকে ডাকিতেছেন। এখন এস, ভাই ভগিনী তোমার গৃহপার্শ্বে মরিতেছেন; তোমাকে যে পরিমাণে ধন দিয়াছেন. সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি ভাই হইয়া দৌড়িয়া যাও দেখি। একবার কাঁদাও দেখি বঙ্গদেশকে। যখন আমাদের উড়িষ্যাদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন আমাদের জন্য মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তুমি কি বলিবে, আমি দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি, আমার আর ভয় কি? যদি, ভাই, তোমার সামান্য দানে মান্দ্রাজের দশটী ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকট স্বর্গীয় পুরস্কার পাইবে। কেবল পুরস্কার পাইবে, তাহা নহে; ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে বলিবেন,—'বৎস, সেই যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় তুমি আমার সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য অমুক দ্রব্য দান করিয়াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম।' ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া আছেন; সুতরাং, হে ভাই, হে ভগিনী, তোমরা দুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে, তাহা পিতার হস্তেই পড়িবে। আর এ কথা কেহই বলিও না, আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে বাঁচাইবার জন্য যে যাহা পার, তাহাই দান কর। একটি ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই, অন্নকষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনারা কোন্ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার করিবে? ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্তস্রাব হয়, তবে আমার শরীর হইতে কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্যু আক্রমণ করে, আমার যদি ক্ষমতা থাকে, আমি কি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এক মণ চাউল দিলে যদি একটি ভাইয়ের প্রাণরক্ষা হয়, তবে আমার কত লাভ হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার

জীবনের কার্য্য হইয়াছে, আমি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় এক মণ চাউল দান করিয়া আমার একটি ভাই কি একটি ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। যাহার যাহা সাধ্য, তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমরা দেখিতেছ, অন্ন, বস্ত্র, তৃণ, ভাঙ্গা অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে। তোমরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। এক বার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, আর তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই পালন কর।······মন্দিরের উপাসকগণ, ভাইগণ, তোমরা কাঁদ, সকলকে কাঁদাও। হে দয়ার প্রচারকগণ, তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমরা বাহির হইয়া সকলের দয়া উত্তেজিত কর। ঈশ্বর আজ ভালবাসিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন; তোমরা আজ তাঁহার দয়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যাও। আজ যদি এক জন মান্দ্রাজের লোক আসিয়া তোমাদের নিকটে কাঁদিতেন, যদি দুর্ভিক্ষে একজন অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া কাঁদিতেন, তোমাদের মনে কত দয়া উত্তেজিত হইত, নিশ্চয়ই তোমরা কাঁদিয়া ফেলিতে; তাঁহারা আমাদের নিকটে আসিতে পারিলেন না বলিয়া কি তাঁহাদের অপরাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তাঁহারা আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা তাঁহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। এখনও কত লক্ষ লোক অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছেন। হায়!! কত দিন তাঁহারা খান নাই। যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি, কত লোক বাঁচিয়া যাইবেন। আর, ভাই, দয়া করিতে বিলম্ব করিও না। ঐ বালকগুলি অন্নকষ্টে প্রায় মরিল। যদি তাহাদিগকে আহার দিতে পারি, তাহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া কাঁদিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। ব্রাহ্মসমাজে দয়া বর্দ্ধিত হউক, মান্দ্রাজের এই বিপদের সময় আমরা যেন আমাদের কর্ত্তব্য করিতে পারি, ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের হাতে প্রেরণ

উপাসনান্তে ব্রহ্মমন্দিরে সংগৃহীত দান চারি শত টাকা, গয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রায় সাত শত টাকা, বামাহিতৈষিণী সভা হইতে দুই শত পঞ্চাশ টাকা, এবং মফস্বলের বন্ধুগণ হইতে যে সকল টাকা সংগৃহীত হইয়া আইসে, সে সকল লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয় হাজার সাত শত টাকা মান্দ্রাজের

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণের সাহায্যার্থ দান সংগৃহীত হয়। বামাহিতৈষিণী সভাতে নারীগণ বস্ত্রালঙ্কার, এক জন মহিলা স্বর্ণঘড়ী ও চেন, বালকগণ তাহাদের জলপানি পয়সা সংগ্রহ করিয়া সিকি আধুলি, এমন কি আশ্রমের দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত কিছু কিছু দান করেন। ইংলণ্ড হইতে মিস্ কব পাঁচ পাউণ্ড, মিস্ মেরি সাবলোট লায়ট হেঙ্গট পাচ পাউণ্ড প্রেরণ করেন। বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগকে অন্ন, চাউল ও বস্ত্র দিতে প্রবৃত্ত হন; ব্রাহ্মসমাজ হইতে সংগৃহীত মুদ্রা তাঁহাদের নিকটে কিছু কিছু করিয়া প্রেরিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা পৌষ, ১৭৯৯ শক) লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালোরবাসী ব্রাহ্মগণ সমধিক উৎসাহের সহিত প্রতিদিন কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছেন। বিশেষ আহ্লাদের কথা এই, তথাকার সমাজের সম্পাদকের পিতা এক জন অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ। তিনি স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন এবং তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও ইহাতে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের সংগৃহীত মুদ্রা যথার্থ পাত্রে পড়িতেছে, সন্দেহ নাই।" ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড হইতে বেলারি ফণ্ডে আড়াই শত, এবং শিশুপালন ফণ্ডে আড়াই শত মুদ্রা প্রদত্ত হয়। রেবারেণ্ড মেস্তর ডল সাহেব এই সময়ে বাঙ্গালোরে গমন করেন। তিনি তত্রত্য ব্রাহ্মগণের কার্য্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা-পূর্ব্বক মিরারে পত্র লেখেন এবং সেখানে আরও অধিক সাহায্যার্থ মুদ্রা-প্রেরণে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহারই পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পেটা সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্ন স্বামীর ষাইট বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা অতি উৎসাহের সহিত চারি শত পঞ্চাশ জন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তির জন্য স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। আশ্চর্য্য হৃদয়বান্ ব্যক্তি!!

দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত অর্থ আলবার্ট হলের ঋণশোধার্থ ঋণদান

ভগবানের কৃপায় দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়া আসিল। আর মান্দ্রাজে সাহায্য প্রেরণ করা প্রয়োজন রহিল না। দুর্ভিক্ষ জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইল, তাহার ব্যয়াবশিষ্ট ভবিষ্যতে কোন প্রকার দেশের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে বা অন্য কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যয়িত হইবে, এ জন্য ব্যাঙ্কে জমা রহিল। আলবার্ট হলের গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে যে এষ্টিমেট হয়, গৃহের একটী প্রাচীর পড়িয়া যাওয়াতে এবং গৃহের কোন কোন অংশ বাড়ান প্রয়োজন

হওয়াতে, তাহার অতিরিক্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয় ঋণ দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছিল। ঋণপরিশোধের কারণ উপস্থিত হওয়াতে, ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল, তাহা আনাইয়া উহা পরিশোধ করিতে হয়। এই মুদ্রা আল্‌বার্ট হলে ঋণস্বরূপ প্রদান করিয়া স্থির করা হয় যে, আলবার্ট হলের আয়বৃদ্ধি করতঃ মুদ্রা সঙ্কলিত করিয়া, পুনরায় ব্যাঙ্কে সেই টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে, এই ভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হয়। দুঃখের বিষয় এই, সম্পাদকের জীবদ্দশায় সে কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

৫২

কমলকুটীরস্থাপন ও অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

কমলকুটীর ক্রয় ও তাহার প্রতিষ্ঠা

কেশবচন্দ্র পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। নানা কারণে হিন্দুসংস্পৃষ্ট পরিবারে বাস করা আর তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প মনে হয় না। ৭২ নং (পরবর্ত্তী ৭৮ নং) সার্কুলার রোডে উদ্যানসংযুক্ত প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ ক্রয় করিবার জন্য কেশবচন্দ্র উদ্যুক্ত হন। এই গৃহে খ্রীষ্টীয় অনাথ বালিকাগণের নিবাস ও বিদ্যালয় ছিল। মিস্ পিগট ইহার লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি গৃহক্রয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। এমন কি, এক দিনের মধ্যে এই গৃহক্রয়ের সমুদায় ব্যবস্থা হইয়া যায়। এই গৃহ এক জন আরমোণিয়ান্ সাহেবের সম্পত্তি ছিল। কেশবচন্দ্রের যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, এই গৃহক্রয়ে ব্যয়িত হয়। এক প্রেসমাত্র অবশেষ থাকে। কলুটোলার পৈতৃক গৃহের অংশ তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী সেনের নিকট বিক্রয় করেন। এই গৃহক্রয়ের সঙ্গে একটি অতি দুঃখকর ঘটনা সংযুক্ত রহিয়াছে। যদুমণি ঘোষ নামক একটি উড়িষ্যাদেশীয় যুবক নিকেতনের অধিবাসী ছিল। এই যুবকটি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আপনার সমগ্র জীবন অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে, আপনার দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, প্রায় বিশ সহস্র টাকা আনিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলে, এ টাকা আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে অর্পণ করিতেছি। কেশবচন্দ্র এই মুদ্রা ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। সেই যুবকের নামে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখেন। কেশবচন্দ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, এখনও সমুদায় মুদ্রা ক্রেতৃবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং সেই যুবকের মুদ্রা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেন এবং সেই যুবকের জন্য তাঁহার গৃহের উত্তর দিকে গৃহনির্ম্মাণারম্ভ

হয়। গৃহের বনিয়াদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এই সময়ে সেই যুবকের গচ্ছিত টাকার জন্য মনের আকুলতা উপস্থিত হয়। কোন কোন বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্ম সুযোগ পাইয়া, সেই যুবককে বিলক্ষণ সন্দিগ্ধ করিয়া দেয়। তাহার মনের অবস্থা দর্শন করিয়া, কেশবচন্দ্র তাহার সমস্ত মুদ্রা পরিশোধ এবং তাহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া যে প্রায় পাঁচ শত মুদ্রা ব্যয়িত হয়, তাহা আপনি ক্ষতি সহ্য করেন। সেই যুবক কিছুদিন পর ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আইসে, এবং কয়েকবার ইংলণ্ডে যাতায়াত করিয়া, পরিশেষে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া, ইউরোপের কোন এক উন্মাদাগারের অধিবাসী হয়।

২৮শে কার্ত্তিক (১৭৯৯ শক) সোমবার (১২ই নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃঃ) ৭২ নং অপার সার্কুলার রোডস্থ গৃহে কেশবচন্দ্র সপরিবার গমন করেন এবং গৃহপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হয়। উপাসনান্তে এই প্রণালীতে গৃহপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়ঃ—

১। এতানি গৃহোদ্যানাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই গৃহ উদ্যানাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

২। অস্য গৃহস্য কুঞ্চিকাং সমস্তাঃ সামগ্রীঃ ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই গৃহের কুঞ্চিকা ও সমস্ত সামগ্রী আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৩। এতানি আমান্নাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই চাউল দাউল প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৪। এতানি পরিধেয়বস্ত্রাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই পরিধেয় বস্ত্রাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৫। এতাং শয্যাং ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই শয্যা আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৬। এতানি তৈজসাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই তৈজসাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৭। এতানি পুস্তকপত্রীলেখনীমস্যাধারাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই পুস্তক কাগজ কলম দোওয়াত প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৮। এতানি ঔষধাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই ঔষধ আদি আমি ব্রহ্মেতে অর্পণ করিলাম।

৯। এতানি রজততাম্রখণ্ডাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই রজত ও তাম্রখণ্ড প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

১০। এতানি বাদ্যযন্ত্রপ্রভৃতীনি ধর্ম্মসাধনোপকরণানি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।
এই বাদ্য প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনের উপকরণ আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

১১। সন্তানাদিপালনং, দাসদাসীপালনং, বিদ্যাধ্যয়নং, দীনজনায় দানং, অতিথিসেবা, পালিতপশ্বাদিরক্ষা, আহারঃ, ব্যায়ামঃ, বিশ্রামঃ, ধনোপার্জ্জনং, তদ্ব্যয়শ্চৈতদাদীনি যাবন্ত্যস্য সংসারস্য কর্ম্মাণি গৃহকর্ত্তা ধর্ম্মানুবর্ত্তী নিষ্পদ্যেত।
সন্তানাদিপালন, দাসদাসীপালন, বিদ্যাধ্যয়ন, দীন ব্যক্তিকে দান, অতিথিসেবা, পালিতপশ্বাদিরক্ষা, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, ধনোপার্জ্জন ও ব্যয় প্রভৃতি এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম গৃহকর্ত্তা যেন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সম্পন্ন করেন।

১২। যাবন্ত্যস্য সংসারস্য কর্ম্মাণি গৃহকর্ত্রী ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী নিষ্পদ্যেত।
এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম গৃহকর্ত্রী যেন ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী হইয়া সম্পন্ন করেন।

১৩ (ক) ভারতবর্ষীয়ব্রহ্মমন্দিরেঽষ্টমুদ্রাঃ প্রদত্তাঃ।
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৮৲ টাকা দান করা হইল।

(খ) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থমষ্টমুদ্রাঃ প্রদত্তাঃ।
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারার্থ আট টাকা দান করা হইল।

(গ) দীনদুঃখিজনার্থঞ্চতুর্মুদ্রাঃ প্রদত্তাঃ।
দীনদুঃখীদিগকে চারি টাকা দান করা হইল।

কেশবচন্দ্রের এই নূতন গৃহের নাম 'কমলকুটীর' রক্ষিত হইল। গৃহের দক্ষিণে উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর উত্তর দিকে স্থলপদ্মসমূহ রোপিত এবং তথায় একটী কুটীর স্থাপিত হইল। গৃহপ্রতিষ্ঠার সপ্তাহান্তে (১৯শে নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃঃ) ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা, প্রীতিভোজন ও সদালাপে

গৃহবাসিগণ মনের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই প্রীতির ব্যাপারে একটি নিতান্ত অপ্রীতির কথা বন্ধুগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাঁহারা নিতান্ত মর্ম্মব্যথা পাইলেন। একজন মাননীয় প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু কেশবচন্দ্রের পক্ষে উদ্যানসংবলিত দ্বিতল গৃহ বাসার্থ নির্দ্ধারণ নিতান্ত অনুচিত কার্য্য মনে করিলেন। তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এমন রাজপ্রাসাদের নাম দেওয়া হইয়াছে কি না 'কমল কুটীর'। ইহা আবার 'কুটীর' কোন্‌খানে?" তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি; সভ্যতর দেশে বৃহৎ বৃহৎ উদ্যানসংবলিত গৃহের নামকরণ কুটীর (Cottage) হইয়া থাকে, ইহা কি আর তিনি জানিতেন না? অনেকে মনে করিলেন, এ কথাটি ঈর্ষাপ্রণোদিত। পরবর্ত্তী ঘটনা দেখিয়া, তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হইতে পারে, কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি পর্ণকুটীরবাসী উদাসীন ফকীর হইবেন, ইহাই মনে করিয়া তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের বৃদ্ধ ব্রাহ্মবন্ধু, কেশবচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে যে পৈতৃক গৃহে ছিলেন, তাহা দেখিয়াছেন। সে গৃহে কেশবচন্দ্র যে ত্রিতলে বাস করিতেন, তাহার তুলনায় 'কমলকুটীর' কুটীবসদৃশ, উহা কি তিনি জানিতেন না? কেশবচন্দ্র আপনি আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি সেই পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আন্তরিক দীনভাব রক্ষিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমিতির পর আরও এক সমিতি হয়; এবং এখানে দৈনিক উপাসনা, সঙ্গীত, ব্রহ্মবিদ্যা-সংঘটিত সভা প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য যথানিয়ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্র একা গৃহ ক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, যাহাতে বন্ধুগণের এক এক খানি গৃহ হয়, তজ্জন্য উদ্যোগী হইলেন। ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক দিন কেশবচন্দ্রের নূতন গৃহে আগমন করিয়া বিবিধ সদালাপ করেন এবং নূতন মুদ্রিত উৎকৃষ্ট বাঁধান দশ বার খানি ব্রাহ্মধর্ম্মপুস্তক উপহার দেন।

অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব

"ব্রহ্মবিদ্যা" বিষয়ে বক্তৃতা

এবার (১৭৯৯ শক) (১৮৭৮ খৃঃ) অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক। (১) ৭ই মাঘ, ১৭৯৯ শক (১৯শে জানুয়ারী, ১৮৭৮ খৃঃ) শনিবার কেশবচন্দ্র

(১) উৎসবের বিবরণ ১৭৯৯ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

আলবার্ট স্কুলের নিম্নতল গৃহে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ দিয়াছেন :—"বক্তা বলিলেন, সমাগত যুবকবৃন্দকে দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম, তেমনি ইহার ভিতর অদ্য আমি ধর্ম্মজীবনের জাগ্রৎ ভাব অবলোকন করিতেছি। ইহা দ্বারা কি পরিমাণে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা জানি না; কিন্তু তথাপি আমি সকলের যৌবনজ্যোতিঃপ্রতিফলিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি। বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবাদিগের আবির্ভাব নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিকসিত গোলাপ পুষ্প সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণে অবিকৃত হইলেও, তাহা শুষ্কতার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু পুষ্পকলিকা আশা ভরসাতে পরিপূর্ণ। অবশ্য প্রাচীনেরা তাঁহাদের পরীক্ষিত ক্ষমতা ও মূল্যবান্ অভিজ্ঞতার জন্য শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রায় অবসর লইতেছেন। যুবকেরা নবতর উৎসাহ উদ্যমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেন। আমি আমার সহযোগিগণের সহিত ভয়ানক পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে কতক পরিমাণে স্বীয় সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইয়াছি। উদ্যমশীলেরা এখন বহুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিবেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও নীতিকে বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর স্থাপন করা। চারিদিকে স্কুল কলেজে ধর্ম্মহীন বিজ্ঞানশিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, এখানে ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইবে। উদ্ভিদ্, জ্যোতিষ, রাসায়নিক যেমন বিজ্ঞান, ধর্ম্মও তেমনি একটি বিজ্ঞান। জ্যামিতির ন্যায় ধর্ম্মও কতকগুলি সর্ব্ববাদিসম্মত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সংস্থাপিত। দুই আর দুইয়ে চারি হয়, সমান্তরাল রেখা কখন পরস্পর সংলগ্ন হয় না, ইহা যেমন সার্ব্বভৌমিক সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নীতির মূলমত সকলও তেমনি আত্মপ্রত্যয়মূলক সত্য। মিল্ টিণ্ডাল হাক্‌সলি পরিপোষিত অবিশ্বাস সংশয়বাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া বক্তা বলিলেন, এই সকল অগাধবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে আমি সম্মান করি। ইঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিয়া দিয়া যাইবেন। বর্ত্তমান কালের এই অবিশ্বাস প্রবল ঝটিকার ন্যায় বায়ুমণ্ডলকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের দেশের অবিশ্বাস নাস্তিকতা

কেবল লোকের সাংসারিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রতিপোষণের জন্য আসিয়াছে, ইউরোপে ইহা কেবল বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা জ্ঞানের সঙ্গে পবিত্রতার সংযোগ কর এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অনন্ত জীবন এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত স্থায়ী মর্য্যাদার পবিত্র মুকুট, তাহারই তোমরা প্রয়াসী হও।"

"শৃঙ্গের জন্য অহংকৃত ও পদের জন্য লজ্জিত হরিণের" আখ্যায়িকা অবলম্বনে উপদেশ

৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) রবিবার, রজনীতে কেশবচন্দ্র 'শৃঙ্গের জন্য অহংকৃত ও পদের জন্য লজ্জিত হরিণের' আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও নির্ভর এ দুইয়ের বিষয় যাহা বলেন, তাহা অতীব সত্য। আমরা ঐ উপদেশের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "মনুষ্য মনে করে, তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে সৎপথ আবিষ্কার করিবে। বুদ্ধিকে মনুষ্য প্রাধান্য দিল, আর সমুদায় বৃত্তিকে বুদ্ধির অধীন করিল। পশুদের বুদ্ধি নাই, নীচ মনুষ্যদিগেরও বুদ্ধি নাই, আমার বুদ্ধি আছে, এই বলিয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্য হাসিতে লাগিল; আর যে সামগ্রী 'নির্ভর', তৎপ্রতি মনুষ্য ঘৃণা করিল। সে বলিল, আমি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে চলিব, অন্ধ-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিব না। অন্ধ নির্ভরকে সে ধিক্কার করিল, এমন সময়ে প্রলোভন আসিল, প্রলোভনে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার বুদ্ধি নানাবিধ বিঘ্নে জড়িত হইয়া গেল। বুদ্ধি মনুষ্যকে বধ করে, নির্ভর মনুষ্যকে বাঁচায়। নির্ভর অনায়াসে দৌড়িতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি অল্পে অল্পে বিবেচনা করিয়া চলে। যখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয়, তখন সে মনে করে, আমার যোগ বৈরাগ্য ঢের হইয়াছে, আর কেন? এত দীর্ঘ প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? ধ্যানের ভিতর এত দূর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান করা ভাল নয়, কেন না তাহাতে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। ভক্তিতে এত মাতামাতি কেন? এত অধিক মত্ত হইলে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না। মনুষ্য এইরূপে বুদ্ধির অনুরোধে তাহার উচ্চতর ভাবের কার্য্য সকলকে ভর্ৎসনা করে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের আদেশস্রোতে আপনাদের জীবনকে ভাসাইয়া দেয়, তাহারা বলে, 'ঈশ্বর, যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেখানে আমাদিগকে লইয়া যাও।' তাহাদিগের জীবনতরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেম-স্রোতে ভাসিল যে তরী,

সে তরী ডোবে না। এইরূপে দুই সহস্র বৎসর অথবা অনন্তকাল সে চলিতে পারে। কিন্তু যাহার মনে বুদ্ধির প্রতি নির্ভর,······সে ঈশ্বরকে বলে, 'আমার ঢের ধর্ম্মসাধন হইয়াছে; আর কেন, হে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কর? অনেক দিন তোমার শিবিরে ছিলাম, এখন বিদায় চাই।' সংসারকেও রাখ, বৈরাগীও হও, বুদ্ধির উপদেশ। বুদ্ধির কথায় মনুষ্য বিশ বৎসরের ধর্ম্মকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিল।·· ···বুদ্ধি বলিতেছে, 'পবিত্রাণের হাইলটী ঈশ্বরের হাতে দিও না। ঈশ্বরকে জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা দিও, কিন্তু চাবি নিজের হাতে রেখ।' নির্ব্বোধ মন মনে করে, আমার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে আমরা ঈশ্বরের হস্তগত হই নাই। 'আমি' 'আমি' ইহাকে একেবারে বিলোপ না করিলে, আর নিস্তার নাই।"

এবারকার (১১ই মাঘ) নগরকীর্ত্তনের সঙ্গীত "ভকতবৎসল হরিপদাম্বুজে মজ মজ ওরে মন" ইত্যাদি। (ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, ৯৭৫ পৃঃ)

সুরাপাননিবারণ সম্বন্ধে বালকদিগকে লইয়া 'আশালতাদল' স্থাপন

এবার সুরাপাননিবারণসম্বন্ধে একটিঃ নূতন ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "অপরাহ্ণে (১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার) আলবার্ট স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিশু বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া সুরাপান-নিবারণীর গান করিতে করিতে কমলকুটীরে উপস্থিত হয়। ইহা একটী নূতন ব্যাপার। বহুদোষাকর সুরাপান-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য সচরাচর যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, (তন্মধ্যে) বহুসংখ্যক নির্দ্দোষস্বভাব শিশু বালকদিগকে একত্রিত করিয়া পরিচালিত করা একটী প্রধান উপায়। ইহা যদিও এ দেশে এই প্রথম উদ্যোগ, কিন্তু সে দিন পতাকাধারী এই সমস্ত বালকদিগের কোমলকণ্ঠবিনিঃসৃত সুরা-সঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন, এবং দলবদ্ধভাবে পথিমধ্যে উহাদিগকে চলিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা উহার নৈতিক প্রভাব-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।" কেশবচন্দ্র এই সমবেত বালকগণকে যাহা বলেন, তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—

"হে বালকগণ, বঙ্গদেশে সুরাপান-নিবারণের জন্য বালকবৃন্দ হইতে এই

প্রথম সূত্র। 'আশালতা' ইহার নাম। ইংরাজীতে আশালতার নাম 'Band of Hope', এটি 'Albert Band of Hope' হইল। এটিতে দেশের আশালতা রোপিত হইল। বালকবৃন্দ সর্ব্বপ্রথমে করতালী সহকারে বল, 'সুরাপান-নিবারণের জয়' 'সুরাপান-নিবারণের জয়' 'সুরাপান-নিরারণের জয়'। সকল বালক ইংরাজী বাঙ্গালায় ইহার নাম বল, 'Band of Hope' 'Albert Band of hope' 'আশালতা'। আশালতা সুরাপানের বৃদ্ধি ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, সেই বিষয়ে আশামূলক।......এই যে ক্ষুদ্র বালকের দল, গলায় লাল ফিতা, গোরাদের পোষাকের রঙে সজ্জিত, ইহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য জয়পতাকা ধারণ করিয়াছে। এই যে লাল রঙ দেখিতেছ, ইহা প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার নিদর্শনস্বরূপ। যদিও তোমরা ক্ষুদ্র বালক, যদিও তোমাদের সংখ্যা অল্প, বয়স অল্প, তথাপি তোমরা এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইতে মোচন করিবে, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন। সকলে মিলিয়া বল, 'স্বাধীনতার জয়' 'বিবেকের জয়' 'আলবার্ট স্কুলের জয়' 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়'। তোমাদের এই চেষ্টাতে ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলের জয় হইবে। তোমরা আজ সুরারাক্ষসীকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছ। তাহাকে তোমরা এ দেশ হইতে বিদায় করিয়া দাও। তোমাদের নিকট তাহার সমুদায় চেষ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। তোমরা একবার যদি তাহাকে বিদায় করিয়া দাও, এদেশে আর তাহার কর্তৃত্ব উদ্দীপন হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের দল ক্ষুদ্র; কিন্তু তোমাদের দল হইতে এরূপ আরও নূতন দলে ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইবে। এখন দেখিতে ইহা সামান্য; কিন্তু বস্তুতঃ সামান্য নহে। তোমরা যে যুদ্ধের নিশান হাতে ধারণ করিয়াছ, ইহাতে তোমরা আশা দিতেছ, দেশে আশালতা রোপণ করিতেছ। যদি এখন বৃদ্ধেরাও সুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহারা বাল্য বয়সে এই আশালতাতে যোগ দিয়াছে, তাহারা বড় হইলে কখনও সুরাপান করিবে না; নূতন বংশ এই আশা দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে আর সুরাপানের দোষ থাকিবে না।.........

"......ছোট ছোট ভাই সকল, তোমাদের সেনাপতি পরমেশ্বর বলিলেন, 'এমন কুকার্য্য তোমরা কেহ করিবে না।' তোমরা যে আদেশ পাইলে,

তোমাদিগকে সেই পথে চলিতে হইবে। সুরাপান করিব না, সুরাপান করাইব না, সুরার মুখ দেখিব না, সুরারাক্ষসীর পথে কখন চলিব না, সুরা-রাক্ষসীকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াও, সমরসজ্জায় সজ্জিত হও। কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে যে আগুন জ্বলিবে, এখন দেখিতে অল্প, কিন্তু কালে ইহাতে ষাট হাজার লোক প্রাণ দিবে। অতএব তোমরা খুব উদ্যোগী হও। তোমাদের পিতা মাতা ভ্রাতা তোমাদিগকে দেখিয়া কি বলিবে? দেখ, ইহারা এক দল গোরা আসিতেছে। বয়স ইহাদিগের আট বৎসর, এগার বৎসর কিন্তু দেখিয়া সকলে ভয় করিবে। বলিবে, ওরে এক দল গোরা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা কেবলই বলে, 'ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়'। ইহারা একেবারে উস্তং ফুস্তং করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা এইরূপে মদ ছাড়াইবে, তবে নিশ্চিন্ত হইবে। তোমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা কর—'সুরাপান করিব না' 'সুরাপান করিব না' 'সুরাপান করিব না'। যাহাকে সুরাপান করিতে দেখিবে, তাহাদিগকে দেখিয়া এমনি মুখ সিটকাইবে যে, সকলে বলিবে, 'এ ছোকরাটার আর ভ্রূকুটী সহ্য করা যায় না।' তোমরা স্কুলে চোর ধরিবে এবং বলিবে, ওরে, 'সার' যদি টের পান, তবে তোর বড় মুস্কিল হইবে। যদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, তাহার পিছোনে পিছোনে এই আলবার্ট স্কুলের গোরা ছুটিবে, আর বলিবে, 'ওরে বোতল ছাড়' 'বোতল ছাড়, 'বোতল ছাড়'।

"আজ মাঘ মাসে (১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী) 'আশালতা' নামে দল হইল। বৎসরে বৎসরে ইহার এইরূপ সভা হইবে। আজ যেমন এখানে জল পান করিলে, চিরজীবন এইরূপ জল পান করিবে। জল ঈশ্বরের প্রদত্ত বস্তু। ইহাতে শরীর সুস্থ হয়, চরিত্র নির্ম্মল হয়। দেখ, ঐ আমেরিকার এক জন বন্ধু জল ঢালিতেছেন, আর পান করিতেছেন, ইনি মদনিবারণের এক জন প্রধান বন্ধু। তোমরাও ইঁহার মতন কেবল জল পান করিবে। ঈশ্বরের পবিত্র জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হইবে, শরীর মন পবিত্র থাকিবে। আজ তোমরা ঘরে পিতামাতার নিকটে সুসংবাদ লইয়া যাও। যাহাতে মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার

জন্য চেষ্টা কর। আজ তোমরা যে নিশান ধারণ করিয়াছ, এই নিশান তোমাদের বিজয়-নিশান হউক। তোমাদের যত্নে এই দেশের মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক।"

প্রতিনিধিসভার অধিবেশন

সায়ংকালে (১২ই মাঘ) প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্টির কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েকটী কথা পাঠ করিলেই উহার প্রতি সকলের কি প্রকার ভাব ছিল, বুঝা যাইবে:—"প্রতিনিধিসভা-স্থাপনের সময় কয়েক জন ব্রাহ্মের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল, কার্য্যে দবিদ্রতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। কর্ম্মচারিগণ যদি একটী রীতিমত রিপোর্টও লিখিতেন, এবং এই সভার পূর্ব্ব সভায় যে কয়টী নূতন নিয়ম অব-ধাবিত হইয়াছিল, তাহা সাধারণের নিকটে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষ কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইত না; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের শিথিলতা এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরুৎসাহদর্শনে অনেকে সে দিন বিরক্ত হইয়া-ছিলেন। সভাপতি নিজেও এই সভা-সংগঠনের কয়েকটী অবৈধ নিয়ম দেখাইয়াছেন। যা হউক, যদি প্রতিনিধিসভা রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ এক জন উৎসাহী কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ইহাতে নিযুক্ত থাকা চাই। আমরা ভবসা করি, আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুবাতন কর্ম্মচারিগণ কার্য্যেতে উৎসাহ দেখাইবেন। তদ্ভিন্ন সভা থাকা না থাকা সমান হইবে।"

টাউনহলে বক্তৃতা

১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) শনিবার টাউনহলে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাশ্রবণে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি সমাগত হন। বক্তৃতার বিষয়—"দেখ, ভারতের রাজা দয়া ও পুণ্যবসন পরিধান করিয়া আসিতেছেন" —(Behold the King of India is coming clad righteousness and mercy)। বক্তৃতারম্ভে "ভজরে আনন্দে আজ, দেবদেব ধর্ম্মরাজ, অনন্ত সচ্চিদানন্দ রাজরাজেশ্বরে" এই সঙ্গীতটী গীত হয়। বক্তৃতাটীর সার ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ দিয়াছেন:—"ঈশ্বরের রাজকীয় মহত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার সুকোমল মাতৃভাবেব সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য, বক্তা মূশা ও ঈশার উপদেশাবলির সমালোচনা কবেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা একই বিষয়, পাপীকে দণ্ড দিয়াও

তিনি দয়া প্রকাশ করেন; স্বভাবতই তিনি চিরক্ষমাশীল, তিনি বিপথগামী সন্তানের পিতা, ন্যায় ও দয়া তাঁহাতে চিরদিন সমঞ্জসীভূত হইয়া আছে; এই বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এই সতেজ বক্তৃতা যেরূপ উৎসাহজনক ও জীবনপ্রদ হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই।"

দিনব্যাপী উৎসবদিনে উপদেশ ও প্রার্থনা

এবার উৎসবের দিনে (১৫ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার) যে উপদেশ হয়, তাহাতে ঈশ্বর যে পাপীর প্রতি করুণা করিতে বিরত হন না, দেখিতে না চাহিলেও দেখা দেন, দুঃখ চাহিলে সুখ, অন্ধকার চাহিলে আলোক বিতরণ করেন, এই সকল বিষয় অতি বিশদভাবে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত হয়। উপদেশের মূলভাগ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এ জন্য আমরা উপদেশ-সংযুক্ত প্রার্থনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, দুঃখ দাও? তুমি যে আমার কথা শুনিলে না। আমি যে পঁচিশ বৎসর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুলিয়া গেলে? কোথায় দণ্ড দিবে, না, শেষে দেখি, প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। পিতা, আগে তোমার বাহিরের ঘরে বসিয়া খাইতাম, এখন জননীর চরণতলে বসিতে হইল। আমার দুষ্ট আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বসিল। মা, আর যে তোমার ঐ শ্রীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এরূপ আনন্দ দিয়া? তোমার সুখ ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও, যেন খুব ভক্তির সহিত, স্নেহময়ী জননীর শ্রীপাদপদ্ম এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া, চিরকালের জন্য সুখী হই। জননী, তুমি আমাদের এক জনকেও ঘৃণা কর্ব্বে না, অত্যন্ত জঘন্য ছেলেকেও তুমি স্নেহ কর্ব্বে? আমরা সকলে তোমার স্বর্গে থাকব? পাপের জন্য দণ্ডগুলো খুব মিষ্টি করে দেবে? এখন আশার কথা। ব্রাহ্ম-সমাজের কি সৌভাগ্য হইল! মা, তোমার কাছে মৃত্যু চাহিলে তুমি দাও নবজীবন, বন্ধুবিচ্ছেদ চাহিলে তুমি করে দাও বন্ধুসম্মিলন। তোমার স্নেহ আর সহ্য হয় না। ওকি আবার? তুমি তোমার ঐ ভক্তকে বলিয়া দিতেছ,

এই কথা সকলে বলিস্, অমুক লোক আমার কাছে দুঃখ চাহিতে আসিয়াছিল, আমি তার হৃদয় ভরিয়া প্রেম এবং সুখ শান্তি দিয়াছি। জননী, এমনি করে তুমি মানুষকে ডুবাও। প্রেমদানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কর, এই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন।"

সাধারণ লোকদিগের জন্য সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা

১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) সোমবার অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি হয়। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, সাধারণ লোকের প্রতি বিশেষ ভাবব্যঞ্জক বলিয়া উহা উদ্ধৃত হইল:—

"গরিব ভাইগণ, তোমরা শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতার……উৎকৃষ্ট শ্লোক শ্রবণ করিলে। এক ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং আসক্তি ছাড়িয়া সংসারে থাকিলে ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না, তোমরা এই কথা শুনিলে। তোমরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, দোকান কর্ম্মে চাও কর, কিন্তু টাকার লোভে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা অধর্ম্ম করিও না। লোভ বড় খারাপ। টাকাতে যদি লোভ হয়, তোমরা বলিবে, অমুক বড় মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দশ টাকা দিবে, অতএব মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে লাভই হইবে। অত বড় ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ইশারায় একটী মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। দিনের মধ্যে যে দোকানদার একটী মিথ্যা কথা বলে, মাসে তাহার ত্রিশটী মিথ্যা হইল, এক বৎসরে কত অধিক হইল। অতএব দোকানে কেহ কিছু কিন্‌তে আসিলে তাহাকে তোমরা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলে যে ঘরে টাকা আনা, তাহা বিষ। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তিও পাপ। স্ত্রীলোককে মার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে। অন্য লোকের স্ত্রীর প্রতি কুনয়নে তাকান ভয়ানক পাপ। আর যে সকল স্ত্রীলোকেরা বেশ্যা হইয়া পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে মনে এই কথা বলিও 'ঈশ্বর ইহাদিগকে সুমতি দিন।' ভাবিয়া দেখ, ঐ সকল পতিত স্ত্রীলোকদিগের কি দুর্দ্দশা। তাহারা স্বামী পুত্রাদি ছেড়ে ভ্রষ্টা হইয়া আসিয়াছে। কি জঘন্য পাপ! তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি কাঁদছে, আর তারা কেমন বিকৃতি ভাবে হাস্‌ছে। দেখ ঐ

কামরিপু জনসমাজের সর্ব্বনাশ করিল। বড় লোকেরা পাপ করে ব'লে, তোমরাও কি এমন দুষ্কর্ম্ম কর্ব্বে? তোমরা কেন স্ত্রীপুত্রদিগকে কষ্ট দিয়া মন্দ স্ত্রীলোককে টাকা দিয়া পাপ বিস্তার করিবে? বড়লোকের ছেলেরা বলে, আমাদের বাপ ঐ কুকার্য্য করে, আমরা কেন কর্ব্ব না? ছি ছি, কি জঘন্য কথা! তোমাদের ছেলেরা যেন এমন ছাই কথা বলিতে না পারে। তাহারা যেন এই কথা বলে, আমাদের বাপ দোকান করিতেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতেন এবং পরস্ত্রীকে মার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তোমাদের প্রতি আমার তৃতীয় কথা এই, রাগ করিও না। তোমরা বল, যে আমাকে মারে, তাকে দু এক ঘা না মারিলে সেই মন্দ লোক সোজা হয় না; কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, তুমি রাগ করিলে তোমারই পরলোকের ক্ষতি হইবে। যদি ভাল লোক হইতে চাও, তবে যে তোমাকে মার্‌লে, তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সন্দেশ সরবৎ খাওয়াইবে এবং যদি পার, তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিবে। ক্ষমার বড় গুণ। আর দেখ, কাহাকেও ঘৃণা করো না। চালবিক্রেতা, যিনি তামাক বেচেন, তাঁহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন; আবার তামাক-বিক্রেতা, যিনি জুতা সেলাই করেন, তাঁহাকে ঘৃণা করেন। এইরূপে বাবুর আবার বাবু আছে। অতএব ঘৃণা করা ভাল নহে। ঘোড়ার সহিস হই, আর রাজার মন্ত্রীই হই, ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান।"

কুচবিহারবিবাহ

এই উৎসবের মধ্যে কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্নুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজা শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র-নারায়ণের বিবাহনিবন্ধন জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। উৎসবের গণ্ডগোলে সে পত্রের কোন উত্তর দেওয়া হয় না। প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে ডিপুটী কমিশনার কলিকাতায় আগমন করিয়া কন্যা মনোনীত করিয়া যান। পাত্র পাত্রীর বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে, কেশবচন্দ্র এইরূপ প্রস্তাব করেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও মহারাজেরও বাল্যবিবাহে অসম্মতিবশতঃ বিবাহ স্থগিত থাকে। রাজার ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির হইলে, বিবাহ না দিয়া রাজাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইবে না, এই হেতুতে গবর্ণমেণ্ট বাগ্দানসদৃশ বিবাহনিবন্ধন হইবে বলিয়া, কেশবচন্দ্রকে কন্যাদানে অনুরোধ করেন।

গবর্ণমেণ্ট যখন বিবাহকে বাগ্দানস্বরূপ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা কেশবচন্দ্র অকর্ত্তব্য মনে করিলেন। বিবাহের পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয় তিনি গবর্ণমেণ্টকে মধ্যবর্ত্তী করিয়াই স্থির করিয়া লইলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে রাজপণ্ডিত কলিকাতায় আগমন করিয়া, কন্যাপক্ষের পুরোহিত উপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া পদ্ধতি স্থির করিলেন। ইহাতে বিবাহপদ্ধতি মধ্যে যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বিষয় ছিল, তাহা অপসারিত করিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মপদ্ধতিমধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে, তাহা ঐ প্রণালীর সঙ্গে মিলিত করা হয়। প্রণালী প্রভৃতি সমুদায় বিষয় স্থির হইলে, কুচবিহার যাইবার জন্য উদ্যোগ হইতেছে, ইহার মধ্যে প্রণালী এখনও স্থির হয় নাই বলিয়া টেলিগ্রাফ আইসে। ইহার প্রতিবাদ হইলে, পূর্ব্বপদ্ধতি স্থির রহিল, এইরূপ কুচবিহার হইতে টেলিগ্রাফ আইসে। তৎপর কুচবিহারে কন্যাকে লইয়া কন্যাযাত্রী প্রস্থান করেন। কুচবিহারে গমন করিবার পর ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তত্রত্য রাজপরিবারের পক্ষীয় ব্যক্তিগণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম জন্য মহান্দোলন উপস্থিত করেন। বিবাহ ভঙ্গ হইবার উপক্রম হয়, এই সঙ্কটস্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এই বলিয়া টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাতে, তত্রত্য ডিপুটী কমিশনার স্বয়ং বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করেন। উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া বিবাহের প্রত্যেক মন্ত্র পঠিত হয়। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করা প্রয়োজন। আমরা স্বয়ং তাহা না করিয়া, ভাই গিরিশচন্দ্র কুচবিহারবিবাহসম্বন্ধে যে স্মৃতিলিপি লিখিয়াছেন, তাহাতেই সকলে উহা ভালরূপ জানিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে পর অধ্যায়ে আমরা তাঁহার স্মৃতিলিপি প্রকাশ করিতেছি।

৫৩

কুচবিহারবিবাহের বৃত্তান্ত

স্মৃতিলিপি

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ (২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক) ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজ শ্রীমন্নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের শুভ পরিণয়নিবন্ধনানুষ্ঠান হয়। আচার্য্যদেব সেই অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক ছিলেন। সেই উদ্বাহনিবন্ধন-ক্রিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এবং বিবাহবিধির অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া, বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন; তাহাতে অনেক ব্রাহ্ম অত্যন্ত চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আচার্য্যকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বিপক্ষ-দিগের অনেকে উত্তেজনা ও আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া সত্যাসত্যের প্রকৃত অনুসন্ধান লন নাই, এবং নানা অসত্য ও অমূলক কথা প্রচারপূর্ব্বক আচার্য্যকে নিন্দা ও কটূক্তি করিতে ক্রটি করেন নাই। কি ভাবে কি প্রণালীতে বিবাহানুষ্ঠান হইবে, আচার্য্যের নিকটে প্রতিবাদকারিদল একটী কথাও জানিতে চাহেন নাই; তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলিবার আছে কি না, তদ্বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, বিপক্ষদলের সাধারণ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে বিচারকের পদ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দোষী স্থির করেন ও তাঁহার সম্বন্ধে বিচারনিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। বিবাহনিবন্ধনানুষ্ঠান হওয়ার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তৎসম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কলিকাতাস্থ মূল প্রতিবাদকারিগণ প্রযত্ন ও উৎসাহসহকারে উত্তেজনাপূর্ণ পত্রাদি নানা স্থানে লিখিয়া এবং সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়া, মফঃস্বলের ব্রাহ্মদিগকেও উত্তেজিত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের অনেকে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া, নানা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া, তাঁহাদিগকে আচার্য্যের প্রতি বিরোধী ও অবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে ক্রটি করেন নাই। উক্ত অনুষ্ঠাননির্ব্বাহের

অনেক দিন পূর্ব্বে, তাঁহাদের অনুরোধে ও উত্তেজনায়, সেই ভাবী অনুষ্ঠান অবৈধ ও তাহাতে পৌত্তলিকাদি দোষ ঘটিবে বলিয়া প্রতিবাদপত্র সকল নানা স্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলী হইতে আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হয়। আমার উপর সেই সকল প্রতিবাদপত্র পাঠ করার ভার অর্পিত ছিল। কুচবিহারে অনুষ্ঠান হয়, অনুষ্ঠানক্ষেত্রেও আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি সেই উদ্বাহের আনুপূর্ব্বিক অনেক বৃত্তান্ত অবগত আছি। তন্নিমিত্ত আমি আচার্য্যের জীবনপুস্তকের জন্য স্মৃতিলিপি লিখিয়া প্রদান করিতে শ্রীদরবারস্থ সভ্যগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ ও আদিষ্ট হইয়াছি।

বিবাহবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা, বিবাহদানে সম্মতি ও বিবাহপদ্ধতিনির্দ্ধারণ

যখন মহারাজের বিবাহসম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তখন তিনি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ও গবর্ণমেণ্টের অভিভাবকত্বাধীনে ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া, জ্ঞানোন্নতির জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সম্বন্ধের ঘটকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিছু কাল নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। কলিকাতায়ও কোন প্রধান প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মের কন্যা দেখিয়াছিলেন, কোন পাত্রীই গবর্ণমেণ্টের মনোনীত হয় নাই। পরে যাদব বাবু আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য আচার্য্যের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন, পাত্র পাত্রী এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হন নাই, ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্ম বা একেশ্বর-বিশ্বাসী পাত্রের হস্তে ভিন্ন এই কন্যা ন্যস্ত হইতে পারে না; প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যাধিপতির সঙ্গে দরিদ্রের কন্যার বিবাহে বিষম অসমাবস্থা হয়, তাহা হওয়া সঙ্গত নয়; কুচবিহাররাজপরিবারভুক্ত অন্যভাবাপন্না অনেক নারী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কন্যার কোন প্রকারে সংস্রব হয়, আমি এরূপ ইচ্ছা করি না; রাজা বহু বিবাহ করিতে পারেন, আমার কন্যা তত সুন্দরী নয় ইত্যাদি নানা আপত্তি উপস্থিত করিয়া, এই সম্বন্ধে আচার্য্য অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বিবাহের ঘটক চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে ইহা জ্ঞাপন করেন। কিয়দ্দিন পর কুচবিহারের

ডিপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেল্‌টন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া, আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, পুনর্ব্বার এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি এরূপ বলেনঃ—রাজা শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছেন, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করিবেন, তখন তিনি ও আপনার কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন। কুচবিহারের রাজা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের আইনের অধীন নহেন, তিনি স্বাধীন রাজা, তাঁহার রাজ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, সুতরাং রাজার পক্ষে বিবাহবিধির কোন ক্ষমতা নাই। রাজা পৌত্তলিক নহেন, তিনি একেশ্বরবিশ্বাসী; তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ, তিনি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, সভ্য রীতি ও আচার ব্যবহারে বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছেন; তিনি এ দেশের রাজাদিগের আচরিত একাধিক পরিণয়কে ঘৃণা করেন; রাজপরিবার-সংসৃষ্ট অপর স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করা যাইতেছে; মহারাজের বাসের জন্য কুচবিহারে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, সেই প্রাসাদে রাজা ও রাণীমাত্র অবস্থিতি করিবেন, অন্য কোন স্ত্রীলোক সেখানে থাকিতে পাইবে না, রাজমাতাও সেই প্রাসাদে থাকিবেন না, স্বতন্ত্র আলয়ে বাস করিবেন; বিবাহ অপৌত্তলিকরূপে আপনাদের অনুমোদিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইবে। তবে রাজপরিবারের পৌত্তলিকতাদোষশূন্য আচার পদ্ধতি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু সংযুক্ত থাকিবে। হিন্দুবিবাহপ্রণালীই সংশোধিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইবে। রাজা ও রাজপরিবারের সম্মান জন্য তদুপযোগী আয়োজনার্থ কন্যাপক্ষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, পাত্রীপক্ষ যখন নির্দ্ধন, তখন রাজভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে। খ্রীষ্টীয় গবর্ণমেণ্ট অভিভাবকরূপে রাজাকে বিবাহ দিতেছেন, এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট দায়ী, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। মনোনীত সৎপাত্রীর সঙ্গে বিবাহ না হইলে, ভবিষ্যতে রাজার অমঙ্গল ও রাজ্যের অকুশল হওয়া নিতান্ত সম্ভব। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট সৎপাত্রীর জন্য ব্যস্ত। আশা করি, আপনার কন্যা রূপে ও গুণে রাজ্ঞী হইবার উপযুক্তা হইবেন। ডেপুটী কমিশনার এই মর্ম্মে অনেক কথা বলেন, তখন আচার্য্য এই ব্যাপারে ভগবানের শুভ ইঙ্গিত আছে, এরূপ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর পূর্ব্ববৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না.

তখন পূর্ণ সম্মতি প্রদান না করিয়া প্রস্তাব চলিতে পারে, এরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন। পরে ডেপুটী কমিশনার পাত্রী দেখিতে চাহেন, মিস্ পিগটের আলয়ে সুনীতি দেবীকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পাত্রী দেখিয়া ডেপুটী কমিশনার মনোনীত করেন। তিনি কমিশনারকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া, এই পাত্রীসম্বন্ধে নিজের অনুমোদন ব্যক্ত করিলে, কমিশনার এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিছু দিন পর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বিবাহের পূর্ব্বেই রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ইচ্ছুক হইয়া, আপাততঃ এই প্রস্তাব স্থগিত রাখেন। আচার্য্যও এ বিষয়ের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে এরূপ জ্ঞাপন করেন যে, রাজার ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর বিবাহ হওয়া দীর্ঘকালসাপেক্ষ। এই সম্বন্ধের জন্য এতাধিক কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা শ্রেয়ঃ নহে। অতএব উপস্থিত প্রস্তাবে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রস্তাবিতসম্বন্ধবিষয়ে কোন আলোচনাই হয় না। তৎপর গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সংবাদ আইসে যে, ইংলণ্ডে গমনের পূর্ব্বে মহারাজের বিবাহ হয়, মহারাজের মাতা ও পিতামহীর দৃঢ় অনুরোধ, অতএব অবিলম্বেই তাঁহার বিবাহ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আচার্য্য স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিবার জন্য এই পাত্রের অনুসন্ধান করেন নাই, বরং দুই তিন বার এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, ঔদাসীন্য বা অমত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তিনি এ কার্য্যে ভগবানের আদেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এবার গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এরূপ নির্দ্ধারণ হয় যে, এক্ষণে অনুষ্ঠান হইলেও নিবন্ধনমাত্র হইবে, যে পর্য্যন্ত পাত্র ও পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ থাকিবেন; স্বামিস্ত্রীভাবে একত্র বাস করিতে পারিবেন না। বিবাহের পূর্ব্বে বরের অষ্টাদশ বৎসর, কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। তখন মহারাজের কিঞ্চিৎ ন্যূন ১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এবং সুনীতি দেবীর চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েক মাস অবশিষ্ট ছিল। অনুষ্ঠানের প্রণালী লইয়া পাছে কোনরূপ গোল হয়, এ জন্য মহারাজের পক্ষ হইতে এক জন পণ্ডিত আসিয়া পাত্রীপক্ষের পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করিবেন, এবং উভয় পক্ষের অনুমোদনে বিবাহের প্রণালী মুদ্রিত হইবে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে

এরূপ স্থির হয়। কিয়দ্দিন পর এ কার্য্য-সম্পাদনের জন্য কুচবিহাররাজের সভাপণ্ডিত এখানে প্রেরিত হন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের কোন স্থিরতর ব্রাহ্ম-বিবাহপদ্ধতি মুদ্রিত ছিল না, সময়ে সময়ে অনুষ্ঠানকালে কন্যাপক্ষের বা বরপক্ষের ইচ্ছানুসারে প্রণালীর মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করা হইত। ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জিত সংশোধিত হিন্দুবিবাহপদ্ধতি মাত্র। কলিকাতাসমাজের বিবাহপদ্ধতি পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত হিন্দু বিবাহপদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। কুচবিহার হইতে আগত পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করেন। হিন্দুবিবাহপ্রণালীকেই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা হয়, সেই প্রণালীর সঙ্গে দেবদেবীর নাম ও পূজা হোম ইত্যাদির কোন যোগ থাকে না। যে যে স্থান রাজপরিবারের বিবাহপ্রণালীতে দেবদেবীর নাম ইত্যাদি ছিল, সেই সেই স্থানে সেই সকল নাম কর্ত্তন করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম সংযুক্ত করা হয়। মহারাজের পক্ষীয় ঘটক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপস্থিত থাকিয়া তাহা অনুমোদন করেন, এবং তাহা মুদ্রিত হইবে, এরূপ স্থির হয়। যাদব বাবু প্রণালী স্থির করিয়া কুচবিহারে চলিয়া যান। এই সকল ব্যাপারে আচার্য্য নিজের বুদ্ধি ও ফলাফলচিন্তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া, শেষ পর্য্যন্ত পরম জননীর হস্তে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে প্রস্তুত ও দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। মহারাজের অভিভাবক সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদ্যোপান্ত পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ও অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে অঙ্গী-কারে বদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র কুচবিহাররাজ্যের দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে কোনরূপ যুক্তি পরামর্শ করেন নাই, তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তাহাতে নাকি তাঁহাদের কেহ কেহ বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া, নানা গোলযোগ ঘটাইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন; বিবাহের প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের কোন কোন ব্যক্তি কেশবচন্দ্রকে অপ-মানিত করিবার জন্য, পত্রাদি-যোগে তাঁহাদের সঙ্গে নানা ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

মহারাজের এক্ষেশ্বরে বিশ্বাসপ্রকাশ ও পাত্রপাত্রীর দেখা সাক্ষাৎ

অনুষ্ঠানের প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া, উভয় পক্ষের অনুমোদিত হইলে পর,

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ "আমি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি" এবং "একাধিক বিব.হকে ঘৃণা করিয়া থাকি" এরূপ লিখিয়া কমলকুটীরে পাত্রীর কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। তদনন্তর প্রার্থনাদির পর রীতিপূর্ব্বক পাত্র ও পাত্রীর পরস্পর সাক্ষাৎকার হয়। আচার্য্য কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু সহ সম্মিলিত হইয়া পাত্র ও পাত্রীকে লইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দিনই সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, মহারাজ ভাবী মহারাণীকে মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি প্রদান করেন।

প্রতিবাদকারিগণের আন্দোলন ও কেশবচন্দ্রের আদেশপালনে দৃঢ়তা

এ দিকে সম্বন্ধ স্থির হইবার কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতেই, কলিকাতাস্থ কয়েক জন ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিতে ও নানা স্থান হইতে প্রতিবাদপত্র সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন বিদ্বেষপরায়ণ কুটিলবুদ্ধি লোক-দিগের বিদ্বেষ ও কুভাব বৃদ্ধি পাইল, অনেক সরলপ্রকৃতি ক্ষীণবিশ্বাসী ব্রাহ্ম তাঁহাদের কুহকে ভুলিয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। মূল প্রতিবাদ-কারিগণ তখনই যে কেশবচন্দ্রের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা নহে; এই বিবাহ তাঁহাদের বিরুদ্ধভাবসঞ্চারের মূল কারণ নহে। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা আচার্য্য ও প্রচারকবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দলভ্রষ্টভাবে ছিলেন। কেশবচন্দ্রের দ্বারা স্বার্থের হানি ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ও উন্নতি কাহার কাহার হৃদয়জ্বালা ও বিদ্বেষের কারণ। অনেকে প্রচারকমণ্ডলীভুক্ত হইতে আসিয়াছিলেন, প্রকৃতির চঞ্চলতা, মত ও বিশ্বাসের অস্থিরতা-প্রযুক্ত গৃহীত হন নাই; তজ্জন্য তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া সরিয়া পড়েন। কেহ বা মত ও বিশ্বাসের চঞ্চলতা এবং অস্থিরতার উপর একাধিক পত্নী পরিগ্রহ করাতে অনাদৃত হইয়াছিলেন। একাধিক পত্নীসহ বাস করা বিধেয় নহে বলিয়া, বিশেষ প্রতিবাদের পর তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রাখিতে পরামর্শ দান করা হয়; তদ্ভিন্ন তিনি উপাচার্য্য বা প্রচারকের উচ্চব্রত পালন করিতে পারিবেন না, এরূপ বলা হইয়াছিল, তাহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি চলিয়া যান। ঈদৃশ অসন্তুষ্ট কয়েক ব্যক্তির সহিত মিলিয়া তিনি সমদর্শী নামক পত্রিকার সৃষ্টি করেন, এবং তাহাতে আচার্য্যের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই পত্রিকার সম্পাদক হন।

তখন তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র বিরোধী দলে বদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়াস ও প্রযত্ন দ্বারা আপনাদের দলের পুষ্টি সাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া, নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুযোগ পান। সেই আন্দোলনে বহু লোকের মন বিকৃত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, অল্পবয়স্ক যুবকগণ, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসী ব্রাহ্ম যুবকবর্গ অত্যন্ত চঞ্চল অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, উপকারী গুরুজন ও উপকৃত অনুগামী এই প্রভেদ অনেকের মন হইতে চলিয়া যায়, অনেকে নিতান্ত উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত হইয়া আচার্য্যের প্রতি ও তাঁহার সহকারী বন্ধু পরিণতবয়স্ক প্রচারকদিগের প্রতি কুৎসিত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে থাকেন। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি বর্ণ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, বাল্য-বিবাহ ও পৌত্তলিকতা পাপ, যাঁহার নিকটে শিক্ষা হইয়াছে, যিনি পৃথিবীর নানা উচ্চ পদ ও সম্পদ তুচ্ছ করিয়া স্বদেশের সেবাতে প্রাণ মন দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি লোভে পড়িয়া বাল্যবিবাহ দান ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে চলিয়াছেন, ইহা মনে স্থান দান করা অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও অসমসাহসিক-তার কার্য্য। যাঁহার নিকটে এত উপকার পাইয়াছে, যাঁহার নিকটে স্বদেশ বিদেশ অশেষ ঋণে ঋণী, পূর্ব্বে একবার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা, তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল না? বিরোধীদিগের কে কি ভাবে কোন্ কথা বলিল, তাহাতে হঠাৎ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া চিরকালের সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া যাওয়া কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? একজন মূল প্রতিবাদকারীর বৃদ্ধা জননী দুঃখ করিয়া তাঁহাকে ভালই বলিয়া-ছিলেন, "তুই যাঁহার নিকটে ধর্ম্ম শিখিলি, হায়! তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াস; তোর কি কখন ভাল হইবে?" কি ছোট, কি বড়, কি বৃদ্ধ, কি যুবক ও বালক সকলের নীতিজ্ঞান সেই সময় বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক জন প্রতিবাদকারী আসিয়া আমার নিকট আন্দোলন উপস্থিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা আমা দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি, আমি আচার্য্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়া সবিশেষ অবগত হইব। পরে একদিন প্রাতঃকালে আমি আচার্য্যের নিকটে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি বলেন, "আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা যেরূপ পাপ মনে

করি, এই বিবাহদানে বিরত হওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ পাপ, এ প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি যেমন ঈশ্বরাদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই প্রকার আদেশেই এই বিবাহদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এই কথার উপর আমি আর তাঁহাকে কিছু বলি না, এবং তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করি না। পরিশেষে এই বিবাহের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, পরে তাহা বিবৃত হইবে।

বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধীয় যে সকল প্রতিবাদপত্র আসিবে, আচার্য্যদেব তাহা পাঠ করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ অনু-মতি করেন, যে যে ব্যক্তি পত্রে প্রতিবাদ না করিয়া প্রস্তাবিত বিবাহসম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন দেখিবে, তাঁহাদের পত্র আমাকে পড়িয়া শুনাইবে, আমি উত্তর দান করিব; কিন্তু যাঁহারা আমার নিকটে কিছু জানিতে না চাহিয়া প্রথমেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারনিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই সকল প্রতিবাদপত্র আমার নিকটে পড়িবে না, আমি তাহা শুনিতে চাহি না। আমি ঈশ্বরের আদেশে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহার প্রতিবাদ-শ্রবণ অধর্ম্ম মনে করি। আন্দোলনকারিগণ সভা স্থাপন করিয়া আমার নিকটে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে সমুদায় তত্ত্ব প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য ছিলাম।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমি যত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই প্রতিবাদপত্র ছিল, সে সকলের এক খানাও জিজ্ঞাসাসূচক ছিল না। আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া বহুসঙ্খ্যক ব্রাহ্মের মন যেরূপ উষ্ণ ও উত্তেজিত হইয়াছিল, আচার্য্যের প্রতি তাঁহারা যেরূপ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন, আচার্য্য কি ভাবে বিবাহ দিতেছেন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অঙ্গীকার, তখন তিনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেও কোন ফলোদয় হইত না, তাহা প্রায় কেহই বিশ্বাস করিত না, বরং তাহাতে উপহাস ও বিদ্রূপ করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একজন দস্যুকেও দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানের পূর্ব্বে, তাহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া পরে বিচারক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। আচার্য্যকে তাঁহার কন্যার

বিবাহানুষ্ঠানের ব্যাপারে, তাঁহার প্রিয় অনুগামিগণ সেই পন্থার বিন্দুমাত্র অনুসরণ করিলেন না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সকলেই ভক্তবিচারে প্রবৃত্ত; যে ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের পাদুকা স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নয়, সেও অহঙ্কারস্ফীতবক্ষে বিচারক হইয়া তাঁহাকে কুৎসিত নিন্দা করিয়াছে, এবং জঘন্যরূপে গালি দিয়াছে। বিরোধীদিগের পত্রিকাবিশেষে উল্লিখিত যে, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রথমতঃ প্রতিবাদ না করিয়া, জিজ্ঞাসু হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আমি এইরূপ পত্রের কথা কিছুই জানি না। উক্ত পত্র আমার হস্তগত হওয়ারই বিষয় ছিল, তাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই।

কুচবিহারে যাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে, এক দিন সন্ধ্যাকালে তিন জন প্রসিদ্ধ প্রতিবাদকারী একখানা বৃহৎ প্রতিবাদপত্র সহ কমলকুটিরে উপস্থিত হন; আচার্য্য যে প্রকোষ্ঠে বসিতেন, সেই প্রকোষ্ঠে যাইয়া বসেন। তখন তিনি বাহিরে ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা সেই পত্রখানা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। কেশবচন্দ্র উক্ত পত্র পাইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "আমার নিকটে তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?" তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন, "না, জিজ্ঞাস্য নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। তখন সেই পত্র তিনি না খুলিয়া রাখিয়া দেন। আমি সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে মিলিত হইয়া উক্ত পত্র পাঠ করি, তাহাতে কলিকাতাস্থ বহুসঙ্খ্যক ব্রাহ্মের স্বাক্ষর ছিল। আপনি রাজার শ্বশুর হইবেন, এই প্রত্যাশায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, রাজা বহু বিবাহ করিবেন, পৌত্তলিক মতে কার্য্য হইবে, এরূপ সম্ভাবনা, ইত্যাদি প্রকার ১৫।১৬ দফা প্রতিবাদ তাহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দৃষ্ট হইল।

এক দিন রাত্রিতে কমলকুটীরের উপরের বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আমরা অনেকে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচার্য্যকে এ প্রকার বলেন, এই বিবাহের আন্দোলনে পড়িয়া বন্ধু সকল শত্রু হইয়া উঠিল, আপনার লোক পর হইয়া যাইতে লাগিল, ইংলণ্ডে আমাদের আত্মীয় মিস্ কলেট প্রভৃতিও বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজ যে চূর্ণ হইতে লাগিল। তাহাতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র তেজের সহিত এই ভাবে বলেন, আমি কাহারও কথা

শুনিয়া, কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া চিরকাল চলিতেছি ও চলিব, তাহাতে পৃথিবী যদি চূর্ণ হইয়া যায়, গ্রাহ্য করি না। আমি ফলাফল-চিন্তা ও পার্থিব বুদ্ধির ধার ধারি না। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কপট ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহার সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মনামধারী অসার অবিশ্বাসী লোক টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। স্বর্গের নূতন আলোক আসিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের নূতন জীবন হইবে। ঈশ্বরের আদেশে কি তোমার বিশ্বাস নাই? জানিও, এই সূত্রে মহা ব্যাপার ঘটিবে। চতুর্দ্দিক হইতে যত তীক্ষ্ণ শর আসে আসুক, আমি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিব, তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। তাঁহার আদেশ পালন করিতে যাইয়া যদি আমার একটি বন্ধুও না থাকে, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি। আদেশ বিচার-তর্ক-ফলাফল-মূলক নহে, প্রভু আজ্ঞা করেন ইহা কর, অনুগত ভৃত্য তাহা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। "প্রভো, এরূপ করিলে যে অনেক গোলযোগ ঘটিতে পারে, ইহা কেমন করিয়া সম্পাদন করি" দাসের এরূপ বলিবার কোন অধিকার নাই। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ আদেশপালনে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে, এক এক সমাজ ও রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে; কিন্তু পরিণামে যে প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, ইতিহাস কি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে না? কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, রাজা যে ব্রাহ্ম থাকিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? তাহাতে তিনি বলেন, পরে রাজা ঘোর দুর্নীতিপরায়ণ দুশ্চরিত্র হইতে পারেন, আমার কন্যারও পরিণাম কি হইবে, আমি কিছুই জানি না। আদেশ পালন করিতে যাইয়া আশু নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু পরিণামে জগতের স্থায়ী মহাশুভ ফল যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? আচার্য্য এই ভাবে অনেক কথা মহাতেজের সহিত বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে এলবার্ট হলে প্রতিবাদকারিগণ উক্ত বিবাহের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু তাহার সভাপতি হন। স্বর্গগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা সেই

সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক পত্র দ্বারা সভাপতিকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ব্যতীত অপর লোকের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে ডাকিয়া আনিবার অধিকার নাই। অন্য লোকের বিজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত সভা আহ্বান করা বিধি-বিরুদ্ধ হইয়াছে। সভাপতি সেই পত্র বড় গ্রাহ্য করেন না, সভার কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সভাতে মহাগোলযোগ হয়। সেই সভায় বিশেষ কার্য্য কিছুই হয় নাই।

বিজয়কৃষ্ণের প্রতিবাদকারিদলে যোগদান

এই সময়ে প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যশোহর জিলার অন্তর্গত বাঘআঁচড়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বিবাহের প্রস্তাব চলিয়াছিল, তিনি তাহাতে পৌরোহিত্য করিবেন, এরূপ মত প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, গোস্বামী মহাশয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দান করিয়া, এক প্রতিবাদপত্র লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই পত্র অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তাহা পড়িয়া সাধু অঘোরনাথ তাঁহাকে এরূপ লিখিয়া পাঠান, 'বিজয়, সুস্থির হও, চঞ্চল হইও না; দেখ, বিবাহ কিরূপ হয়, প্রতীক্ষা কর। তোমার সঙ্গে আচার্য্যের কিরূপ সম্বন্ধ, একবার ভাবিয়া দেখ, সহজে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিও না। তোমার নিজের জীবনের দায়িত্ব একবার চিন্তা করিয়া দেখ।" সাধু অঘোরনাথের এই পত্রে কোন ফলোদয় হইল না। অন্য কোন প্রচারকও শান্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি শান্ত থাকিবেন দূরে থাকুক, অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠিলেন। এরূপ প্রচার করিলেন যে, আমার পরিবারের অন্ন বন্ধ হইতে চলিল, আমাকে ভয়ানক ক্লেশে পড়িতে হইবে। ইহার কিয়দ্দিন পর প্রতিবাদকারীদের কেহ বাঘ-আঁচড়া গ্রামে যাইয়া নগদ ত্রিশ টাকা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসেন। গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে দলভুক্ত পাইয়া প্রতিবাদকারীদিগের বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া

উঠেন। ভক্তিশিক্ষার্থী গোস্বামী মহাশয় ভক্তির বিপরীত পথ অবলম্বন করাতে, ভক্তিসাধনের সময়ে তাঁহাকে যে আসন প্রদত্ত হইয়াছিল, আচার্য্যের ইঙ্গিতক্রমে উপাধ্যায় সেই আসন তাঁহার নিকট হইতে ফেরত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, আসন প্রত্যর্পণ করেন না। বাঘআঁচড়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে, আমরা কয়েক জনে মিলিয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয় নিজের দুঃখকাহিনী ও অবিশ্বাসপূর্ণ এক পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়াই তাঁহাকে এই পত্রখানা (১৮০০ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) লেখা গিয়াছিল। এই পত্র তিনি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বিজয়কৃষ্ণের নিকট পত্র

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহাশয় সমীপেষু।

শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতঃ!

আপনি যে মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, "আমি পৃথিবীতে এখনও বন্ধুহীন হই নাই।" আমরা অনেক দিন হইতে আপনার বন্ধু এবং এখনও আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। আপনার ও আপনার পরিবারের সেবার ভার আমাদের হস্তে ঈশ্বর অর্পণ করিয়াছেন, এবং আমরা চিরদিনই আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত। আপনি আমাদের মুখ দর্শন করিতে না চাহিলেও, আমরা আপনার শত্রু হইতে পারিব না। মতান্তর হইলে ভাবান্তর কেন হইবে? কেবল আমরা আপনার বন্ধু নহি, আপনার প্রতিবাদসত্ত্বেও আপনাকে আমরা এখনও দলস্থ মনে করি। আপনি যেখানে থাকুন, আপনি আমাদের ভিতরের লোক এবং ঈশ্বরের বিধানের অন্তর্গত। তিনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কি সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে? আপনি যদিও স্বতন্ত্র ও পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন, এবং দল ছাড়িবার চেষ্টা করেন, তথাপি আপনি আমাদের দলস্থ প্রচারক ভ্রাতা। আপনাকে আমরা বিরুদ্ধ আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত

হইতে বলিতেছি না। যাহা সৎপরামর্শ, তাহা স্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে দিবেন। আমরা কেবল এই অনুরোধ করি যে, ঈশ্বর আপনাকে যে ভক্তিমন্ত্রে ও হরিসুন্দর নামে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই মন্ত্র ও সেই নাম আপনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি ব্রাহ্মসমাজে কোন সম্প্রদায় স্থাপন করিবেন না, এ অঙ্গীকার আপনি বিস্মৃত হইবেন না। আপনি যে দলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কতকগুলি মত ও ব্যবহার আপনি অনেকদিন হইতে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; যার জন্য ওরূপ করিয়াছেন, এখন সেগুলির প্রতিবাদী হইবেন না। যথা, ঈশ্বর কথা কহেন, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, বৈরাগ্য, সাধুভক্তি, ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রচারক-নিয়োগ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান। আপনি আমাদের মধ্যে এক জন ঈশ্বর-চিহ্নিত প্রচারক, আপনি যে নূতন দলের প্রধান আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়। আপনি আচার্য্যের আসন হইতে উক্ত মতগুলি সময়ে সময়ে সকলকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং যাহাতে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া, হরিনামে প্রমত্ত হইয়া, সকলে পাপ ও অসত্য হইতে মুক্ত হয়েন, এবং ব্রহ্মপাদপদ্মলাভে কৃতার্থ হয়েন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনি এরূপ শিক্ষা দিবেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০০ শক। নিবেদক।

(১৪ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ) শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন।

গোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্ততা

গোস্বামী মহাশয় প্রতিবাদকারিদলভুক্ত হইয়া, তাহার নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক, ক্রমে কি কি কার্য্য করিলেন, পরে তদ্‌বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এক্ষণ তাঁহার উত্তেজনাপ্রিয়তা, প্রকৃতির চঞ্চলতা এবং বিশ্বাসের ক্ষীণতার কিঞ্চিৎ ইতিহাস বর্ণন করা যাইতেছে। মুঙ্গেরে ব্রাহ্মদিগের ভক্তির আতিশয্য-সময়ে তিনি নরপূজার অপবাদদানে সোমপ্রকাশাদি সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তরলমতি অল্পবিশ্বাসী অনেক ব্রাহ্মের

ভয়ানক অনিষ্ট হয়। পরে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হইয়া, প্রকাশ্য পত্রিকায় আত্মদোষ স্বীকার করেন। প্রতিবাদ করিয়া প্রচারব্রত হইতে বিরত হইয়া স্বতন্ত্র ছিলেন, দোষস্বীকারের পর চিকিৎসা-ব্যবসায়কে নিজের উপজীবিকার উপায় করিয়া প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। যিনি ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া নরপূজার অপবাদ দান করিয়াছিলেন, সকলই জানেন, এক্ষণ তিনি কিরূপ অবতার সাজিয়া বসিয়াছেন, কত নর নারী তাঁহার পদে বিলুণ্ঠিত হইতেছে! কিছু দিন পূর্ব্বে যখন ভক্তি ও যোগধর্ম্ম শিক্ষা ও সাধনার্থে দুইজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয়, তখন গোস্বামী মহাশয় ভক্তিশিক্ষা-ভিলাষী হইয়া আচার্য্যের নিকটে আবেদন করেন, এবং তদ্বিষয়ে যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া কুটীরে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র জানিতেন, তিনি অতিশয় চঞ্চলপ্রকৃতি, তবে ভক্তির উপাদান তাঁহাতে আছে, এরূপ বিশ্বাস করিতেন, তাহার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া, তাঁহাকে ভক্তিশিক্ষার্থী ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতে এই বলিয়া সম্মত হন যে, তিনি হৃদ্‌রোগপ্রশমনার্থ যে তীব্র মাদকতা-জনক বিষাক্ত ঔষধ বিশেষ (মরফিয়া) সেবন করেন, তাহা হইতে যদি নিবৃত্ত হন, তবে এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি মরফিয়া সেবনে বিরত হন, এবং যথারীতি সংযম ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কুটীরে ভক্তিসাধনের উপদেশ গ্রহণ করিতে থাকেন। তাহার কিয়দ্দিন পরেই আবার উক্ত তীব্র মাদকতাজনক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনে প্রবৃত্ত হন। তাহা অধিক মাত্রায় সেবনে মূর্চ্ছা-রোগে আক্রান্ত হইয়া উপদেশ-গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়া উঠেন। এক জন ভক্তিশিক্ষার্থী সাধকের আচরণ যেরূপ হওয়া সমুচিত, তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। অনেক ডাক্তার বলেন, অত্যধিক মাত্রায় মরফিয়াসেবনে তাঁহার ঘোরতর মস্তিষ্ক বিকার উপস্থিত হইয়াছে। পরে গোস্বামী মহাশয় অনুপযুক্তরূপে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা মরফিয়া ক্রয় করিয়া বন্ধুদিগের ভয়ে গোপনে সেবন করিতেন, তাহার প্রতিবাদ হইলে তিনি বাঘআঁচড়ায় প্রস্থান করেন। প্রচারকজীবনের প্রথম অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়কে প্রধান আচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন স্থানে প্রচার করিতে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরিবারের জন্য নিয়মিত

অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন; তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন মনুষ্যের আদেশে প্রচার করিতে যাওয়া ও প্রচারকার্য্যে বেতনস্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করা গুরুতর পাপ। পরে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগত বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি যে দলের প্রধান প্রচারক ও দলপতি হইলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রচারকের বেতন গ্রহণ কর্ত্তব্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তিনি হরি হরি বলিতেন, তাঁহার অনুগামী লোকেরা হরিনামে আপত্তি উত্থাপন করিলে, হরিনাম পরিত্যাগ করেন, এবং হরিনামের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতে থাকেন। এক্ষণ গলদেশে ও বাহুতে তুলসী রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ মালা পরিধান ও মস্তকে জটাপুঞ্জ ধারণ করিয়া অদ্ভুত বৈষ্ণব সাজিয়া রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতেছেন। তিনি যাঁহাদিগকে লইয়া আচার্য্যের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র দল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। সর্ব্বদা মুদ্রিতনেত্র হইয়া কুসংস্কারী নর নারীর ভক্তি ও পূজা গ্রহণ এবং কুসংস্কারী পৌত্তলিক গুরুর ন্যায় লোকের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। কি ভয়ানক দুর্গতি! এই প্রকার আচার্য্যের যাহারা প্রধান প্রতিবাদকারী ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশেরই দুরবস্থার একশেষ ঘটিয়াছে। অনেকে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ বা কর্ত্তাভজা গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, কেহ বা ঘোর বামাচারী শাক্ত মহন্ত হইয়া বসিয়াছেন, এবং কাহার কাহার চরিত্রে গুরুতর দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছেন।

কুচবিহারে গমন ও নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে অপৌত্তলিকভাবে বিবাহানুষ্ঠান

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুচবিহারে কোন কোন প্রধান লোক শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কলিকাতাস্থ কোন কোন প্রধান প্রতিবাদকারী তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্রকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। ৬ই মার্চ্চ ১৮৭৮ খৃঃ (২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক, বুধবার) অনুষ্ঠানের দিন নির্দ্ধারিত হয়। তাহার ৪।৫ দিন পূর্ব্বেই স্পেশল ট্রেণে পাত্রী ও বন্ধুগণ সহ আচার্য্য কেশবচন্দ্র কুচবিহারে যাত্রা করিবেন, এরূপ স্থির হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি মুদ্রিত করিবার উদ্যোগ

হইতেছে, ইতিমধ্যে কুচবিহার হইতে তারে এরূপ সংবাদ আইসে, পদ্ধতি যেন এক্ষণ মুদ্রিত করা না হয়, তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে। যাত্রার পূর্ব্ব দিন (১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী) এই টেলিগ্রাফ আইসে, এই টেলিগ্রাফ পাইয়া আচার্য্য চমৎকৃত হইয়া যাত্রা বন্ধ করিতে উদ্যত হন। তিনি তদুত্তরে এরূপ জ্ঞাপন করেন যে, এ প্রকার অস্থির অবস্থায় আমি পাত্রী সহ কুচবিহারে যাত্রা করিতে প্রস্তুত নহি। পরে তাহার উত্তরে এইরূপ টেলিগ্রাফ আইসে, আমাদের প্রতিনিধিযোগে যেরূপ পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠান হইবে, আপনি পাত্রী সহ চলিয়া আসিবেন। এই টেলিগ্রাফ পাইয়া আচার্য্য নিশ্চিন্তমনে পুনর্ব্বার যাত্রায় উদ্যোগী হন। ইতিপূর্ব্বে কুচবিহার হইতে এ প্রকার সংবাদ আসিয়াছিল, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দরবারে যাঁহারা উপস্থিত হইবার অধিকারী, তাঁহারা ব্যতীত অন্য লোক যেন কন্যাযাত্রী হইয়া রাজবিবাহে উপস্থিত না হন। ইহা দ্বারা প্রায় সমুদায় প্রচারক ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে কেশবচন্দ্রের সহযাত্রী হইতে নিবারণ করা হয়। কিন্তু পরে পাত্রপক্ষ এই নিষেধ রহিত করিতে বাধ্য হন।

স্পেশল ট্রেণে (১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক, সোমবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮ খৃঃ) আচার্য্য সপরিবারে পাত্রী সহ কুচবিহারে যাত্রা করেন, এবং প্রায় সমুদায় প্রচারক, বাবু জয়গোপাল সেন ও কালীনাথ বসু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম এবং আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও কয়েক জন জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং মিস্ পিগট ও কতিপয় ব্রাহ্মিকা তাঁহার সঙ্গে উক্ত ট্রেণে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরদিন (১৫ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) প্রত্যূষে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিয়া, সেখান হইতে সকলে পাল্কী ও হস্তিপৃষ্ঠে মেখলীগঞ্জে পঁহুছেন। তথায় সেদিন থাকিয়া পরদিন (১৬ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী) রাত্রি ৯।১০টার সময় কুচবিহারে উপস্থিত হন। সেখানে পঁহুছিয়া দেখা যায় যে, পাত্রীর অভ্যর্থনার্থ কোন আয়োজন নাই, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, নগর অন্ধকারময়, সাধারণরূপে আলোরও ব্যবস্থা হয় নাই। ইহাতে কন্যাযাত্রিকদিগের অনেকের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। আচার্য্যের

সপরিবারে অবস্থিতির জন্য একটি আবাস ও তাঁহার বন্ধুবর্গের জন্য আর একটি আবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সকলে যাইয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে পঁহুছিলে পর রাজদেওয়ান প্রভৃতি অনেক প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার এক দিন কি দুই দিন পরে দেওয়ান ও আহেলকার প্রভৃতি প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ নজর দান করিয়া ভাবী মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত পাত্রপক্ষের কেহ পদ্ধতি বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন না, তাঁহাদের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না। অনুষ্ঠানের এক দিন পূর্ব্বে (২২শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ) প্রাতঃকালে রাজপণ্ডিত ও দেওয়ান প্রভৃতি আসিয়া আচার্য্যকে বলেন, বিবাহক্ষেত্রে শালগ্রামশীলা উপস্থিত করা যাইবে, এবং হোম হইবে। বিবাহমণ্ডপের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া আচার্য্য চমৎকৃত হন। তিনি বলেন, ইহা কখন হইতে পারে না। এরূপ কথা পূর্ব্বে কেন বলা হয় নাই ? প্রতিপক্ষ বলেন, তাহা না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এবং আপনার কন্যা মহারাণী হইতে পারিবেন না। কেশবচন্দ্র বলেন, তিনি মহারাণী না হউন, তাহাতে বিশেষ আইসে যায় না, কিন্তু অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব থাকিতে পারিবে না। এই ব্যাপার লইয়া কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাগ্বিতণ্ডা চলে, কোন মীমাংসা হয় না। শ্রুত আছি, ইতিপূর্ব্বে মহারাজের পিতামহী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে এরূপ আবেদন করিয়াছিলেন যে, কেশব বাবুর কন্যার সঙ্গে আমার পৌত্রের অহিন্দু প্রণালীতে পরিণয় হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পায় না। হিন্দুমতে বিবাহ যাহাতে হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করুন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এই আবেদনে একটু সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। পূর্ব্বে এরূপ কথা ছিল যে, কমিশনার স্বয়ং অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। পরে তিনি উপস্থিত না হইয়া ডেপুটী কমিশনার ডেল্‌টান সাহেবের উপর সমুদায় ভার অর্পণ করেন। ডেল্‌টান সাহেবও দুই দিক্ কিরূপে রক্ষা করিবেন, তজ্জন্য ভাবিত হইলেন। তিনি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন (২২শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ) রজনীতে পাত্র ও কন্যাপক্ষের প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া কর্ত্তব্য স্থির

করিবার জন্য সভা করেন। প্রায় সমুদায় রাত্রি পদ্ধতিসম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা চলে, কোন প্রকার বিগ্রহ বিবাহক্ষেত্রে আনা যাইতে পারিবে না,কেবল একেশ্বরের নামে অপৌত্তলিকরূপে হোম হইবে, ডিপুটী কমিশনার এরূপ জিদ্ করিতে থাকেন। হোম করিতে গেলেই অগ্নিপূজা হয়, ইহা কেমন করিয়া পৌত্তলিকতাদোষশূন্য হইবে? তৎপর সেই দিন সভা ভঙ্গ হয়। কিন্তু হোম কিছুতেই হইবার নয়, তাহাতে আচার্য্যের কন্যা, আচার্য্য এবং প্রচারকবর্গ কোনমতেই যোগ দিতে পারেন না, এরূপ জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠান হইবে, এ প্রকার স্থির ছিল। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল, তখনও আচার্য্য এবং পাত্রীপক্ষ কেহই উদ্বাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। সকলের হৃদয় ঘন বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন, কেশবচন্দ্র বিষম সঙ্কটে পতিত। যেদিন গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকারানুসারে আশ্বস্ত হইয়া, প্রার্থনা করিয়া, তিনি পাত্র ও পাত্রীকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিয়াছেন, সেই দিনই জানিয়াছেন, কুচবিহারের মহারাজের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই কন্যাকে আর তিনি পাত্রান্তরে ন্যস্ত করিতে পারেন না। স্বাধীন রাজার রাজধানীতে—তাঁহার গৃহে আসিয়া পাত্রীসহ উপস্থিত হইয়াছেন, বলপ্রয়োগে বিবাহ দিলে—অত্যাচার করিলে পাত্রীপক্ষ কি করিবেন, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত। সেই রাত্রিতে আচার্য্য ও প্রচারকগণ মর্ম্মান্তিক ক্লেশে কাল যাপন করিতেছিলেন। রাত্রি ১১টা বাজিতে চলিল, এমন সময় ডেপুটী কমিশনার ডেল্‌টান সাহেব স্বয়ং আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, বিবাহ সভায় যাওয়া হউক, আমি নিজে উপস্থিত থাকিব, কোনরূপ পৌত্তলিকতা হইতে পারিবে না। সেই স্থানে কোন পুতুল বা পৌত্তলিকতার নিদর্শন থাকিলে, আমি তাহা অপসারণ করিব। কন্যা ও কন্যাপক্ষ কোন পৌত্তলিকতাতে যোগ দিবেন না, যথারীতি অনুষ্ঠান হইয়া গেলে কন্যা ও কন্যাপক্ষ চলিয়া যাইবেন। তৎপর সেই স্থানে হোম হইবে। রাজা কেবল তথায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার কিছু করিতে হইবে না। ডিপুটী কমিশনারের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া আচার্য্য কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, তিনি আর এ বিষয়ে মুখের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া, লিখিত অনুজ্ঞা চাহিলেন। ডিপুটী কমিশনার উহা লিখিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা আচার্য্যের হস্তে অর্পণ

করিলেন। সেই রাত্রিতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে ডিপুটী কমিশনারের নিকটে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল :—Let the Marriage Ceremony be performed according to the rites as settled before in Calcutta. অর্থাৎ কলিকাতায় যেরূপ পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তদনুসারে বিবাহানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হউক। তখন সকলে একটু স্থিরচিত্ত হইয়া রাজ-বাটীতে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া লোকারণ্য ছিল, ইংরেজি বাদ্যকরের ও ন্যূনাধিক এক শত দল দেশীয় বাদ্যকরের তুমুল বাদ্য বাজিতেছিল, মাঝে মাঝে তোপধ্বনি হইতেছিল; বাদ্যধ্বনি, ও তোপধ্বনি এবং লোকের কোলাহলে কর্ণযুগল যেন বধির হইতেছিল। কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে জনতা ভেদ করিয়া, অনেক ঠেলাধাক্কা খাইয়া, কন্যাযাত্রিগণ বিবাহক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ সিপাহীর দ্বারা গলাধাক্কাও পাইয়াছিলেন। কুচবিহাররাজপরিবারের এরূপ নিয়ম যে, বিবাহের পূর্ব্বদিন পাত্রীকে রাজান্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়। সেই জন্য পূর্ব্বদিন হইতে রাজভবনে ও রাজপথে বাদ্যকর, নিমন্ত্রিত ও দর্শক লোক-দিগের মহা ভিড় ছিল। সেই দিন সুনীতি দেবীকে রজনীর শেষভাগে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন গোলমালে তাঁহার অপমান ও লাঞ্ছনা সামান্য হয় নাই। রাজবাড়ীর দাসীরা পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রণাম করাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছে ও তাঁহার গলায় ধাক্কা মারিয়াছে। তিনি কিছুতেই মস্তক অবনত করেন নাই। দৃঢ়রূপে মস্তক উন্নত করিয়া-ছিলেন। হট্টগোলের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ করাইয়া লইয়া যায়, কে কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরে চক্রান্তকারী লোকেরা তাঁহার সুবর্ণস্পর্শকে প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া রটনা করিয়াছে। তিনি কিছুই জানেন না, নিজে তাহা স্পর্শ করেন নাই, একটী স্ত্রীলোক স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া লইয়াছিল। যাহা হউক, কন্যাযাত্রিগণ উদ্বাহক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, একটি সাজান ক্ষুদ্র বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত আছে। তাহার ভিতরে ইতস্ততঃ কয়েকটী কদলীতরু ও ঘট এবং মধ্যে বরকন্যা ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এবং পুরোহিতবর্গের জন্য

কয়েক খানা আসন স্থাপিত। এক পার্শ্বে বস্ত্রাবৃত কি একটি ক্ষুদ্র পদার্থ ছিল। এই সকল ঘট পৌত্তলিকতার নিদর্শন এবং বস্ত্রাবৃত বস্তুটি কোন পুতুল হইবে ভাবিয়া, কন্যাপক্ষের কেহ কেহ আপত্তি উপস্থিত করেন। ডিপুটী কমিশনার রাজবাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী ও পুরোহিতকে ডাকিয়া এ সকল বস্তুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কদলীতরুর মূলে ঘট সকল মঙ্গলঘট, ইহা মঙ্গলচিহ্ন ভিন্ন কোন পূজিত হইবার সামগ্রী নহে। বস্ত্রাবৃত বস্তু কৌটামাত্র, ইহাও মঙ্গলচিহ্ন, এখানে পূজিত হয়, এমন কোন বস্তু নাই। ইহা শুনিয়া সাহেব বলেন, যখন রাজকর্ম্মচারী ও পুরোহিত স্পষ্ট বলিতেছেন, এ সকল মঙ্গলচিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে—পূজিত হয়, এমন কোন সামগ্রী নহে, তখন আর এ বিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া, কন্যাপক্ষের আর আপত্তি রহিল না। নতুবা তখন ঘট ইত্যাদি সরাইতে বলিলেই সরান হইত। পরে উপরি উক্ত মণ্ডপে কন্যাপক্ষ হইতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় সদস্যরূপে উপবিষ্ট হন, তাঁহার পার্শ্বে কেশবচন্দ্র বসিয়াছিলেন। বরের পক্ষীয় পুরোহিতগণ উপাধ্যায়দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার নির্দেশমতে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন। আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেনের উপর সম্প্রদানের ভার অর্পিত ছিল। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য অদূরে কতিপয় প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধু সহ বসিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তমাদি" উচ্চারণ ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করেন। তখন তোপধ্বনি ও তুমুল বাদ্য এবং গোলযোগ হইতে থাকে। কেহ ব্রহ্মোপাসনা শ্রবণ করিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে যেন সেরূপ গোলযোগ করিবার সঙ্কেত ছিল। কার্য্য সমাধা হইলে, পাত্রীসহ পাত্রীপক্ষ সেই স্থান হইতে চলিয়া যান। পরে পুরোহিতগণ অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া ঘৃত ঢালিতে থাকেন। রাজা সেই স্থানে বসিয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর রাজান্তঃপুরে কতিপয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার সম্মুখে ব্রাহ্ম উদ্বাহপদ্ধতির অনুরূপ পাত্র ও পাত্রী উদ্বাহসঙ্কল্প ও অঙ্গীকারাদি করেন, এবং আচার্য্যকর্ত্তৃক যথাবিধি উপদিষ্ট হন। এই কার্য্যে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তৎপর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হয়।
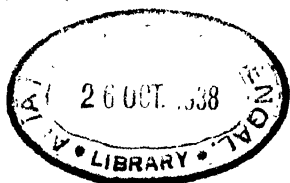
পাত্রপাত্রীর পৃথকভাবে স্থিতি. রাজা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইলে বিবাহের পূর্ণতাসম্পাদন

গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে পাত্র ও পাত্রী স্বামিস্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে পারেন না। পাত্রপক্ষীয় দ্বারা বিবাহের নিবন্ধন ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়, মহারাজকে নীলকুটীনামক স্থানে লইয়া রাখা হয়, তৎপর তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। রাজা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের সম্মুখে বিহিত প্রণালীতে তাঁহাদের বিবাহের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। তখন হইতে তাঁহারা স্বামিস্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে থাকেন।

বিবাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় এবং তজ্জন্য ভগবান্‌কে আচার্য্যদেবের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাদান

যেরূপ রাজভবনে কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে প্রচারকবর্গের মন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা দুঃখিত ছিলেন। পরদিন দৈনিক উপাসনার সময় আচার্য্যদেব ভগবান্‌কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান করেন। তাহাতে কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বিরক্ত হন, পরে কথাপ্রসঙ্গে আচার্য্যকে বলেন, কার্য্য কি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে? এই অবস্থায় কৃতজ্ঞতা দান কিরূপে হইতে পারে? ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বলেন, পরমেশ্বর বিপদ্ হইতে উদ্ধার ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দিতে হইয়াছে। তখন তাঁহার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অঙ্গীকারাদি হইয়াছিল, পরে কুচবিহারে কি প্রকার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হইয়াছে, তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ ও পত্রাদির উল্লেখ করেন। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে, আচার্য্য এরূপ কখন বলেন নাই, বরং আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন; কিন্তু এইরূপে ঘোর ষড়যন্ত্র ও বিপক্ষতাচরণের মধ্যেও ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্ম বিবাহ না হইলেও, নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছিল। আর এক দিকে দেখিতে গেলে জয়লাভই হইয়াছে, এক জন স্বাধীন রাজার রাজধানীতে—রাজবাটীতে পৌত্তলিক রাজপরিবারমধ্যে দূর দেশ হইতে সমাগত কয়েক জন দীন দুঃখী প্রচারক শত্রুমণ্ডলী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়পতাকা স্থাপন করিলেন, ইহা কি এক

অসাধারণ আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? বিশ্বাসী কেশবচন্দ্র ভিন্ন কাহার সাধ্য, এরূপ সাহসের কার্য্য করিতে পারে?

সারসপক্ষীর কথা

পূর্ব্ব হইতে কুচবিহারের এক জন রাজকর্ম্মচারী (ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব) ব্রাহ্ম যুবা কলিকাতাস্থ প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে ও কুচবিহারে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে, সর্ব্বদা দাম্ভিকভাবে নানা কথা প্রতিবাদকারীদিগের পত্রিকায় লিখিয়া প্রচার করেন। তিনি সারসপক্ষী বলিয়া নিজের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সারস পক্ষীর অনেক কথাই যে অতিরঞ্জিত ও অমূলক ছিল, কুচবিহারবিবাহে উপস্থিত এক জন ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় সেই সকলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিয়দ্দিন অন্তর সেই চঞ্চলপ্রকৃতি যুবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ ও পৌত্তলিকমতে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর কেশবচন্দ্রকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা

এদিকে কলিকাতাস্থ প্রতিবাদকারিগণ কিরূপে কেশবচন্দ্রকে ও তাঁহার বন্ধুদিগকে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিবেন, তদ্বিষয়ে নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কুচবিহারে কার্য্য সমাপ্ত হইলে, সর্ব্ব প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও অপর দুই এক জন প্রচারক কলিকাতায় উপস্থিত হন। মজুমদার মহাশয় কুচবিহার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া, কয়েক জন প্রধান প্রতিবাদকারী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। তৎপর ২২।২৩ জন প্রতিবাদকারীর স্বাক্ষরিত দুই খানা আবেদনপত্র "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক" এই শিরোনামে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। একখানাতে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কন্যার বিবাহে বাল্যবিবাহদান ও পৌত্তলিকতাদোষে দূষিত হইয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার উপাসনাকার্য্যে যোগ দান করিতে অক্ষম, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হউক। আর একখানা পত্রে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কেশবচন্দ্র সেন বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতাদোষ-সংস্রুত হইয়াছেন, অতএব তিনি আর উক্ত সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন না। মজুমদার মহাশয়

উক্ত দুইখানা পত্র পাঠ করিয়া, সেই দুইখানারই কোণে "কেশবচন্দ্র সেন যে পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহদোষে দোষী হইয়াছেন, পূর্ব্বে তাহার প্রমাণ করা হউক, তৎপর তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইবে।" এই মর্ম্মে মন্তব্য লিখিয়া দুইখানা পত্রই ফেরত পাঠাইয়া দেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিয়দ্দিন পর রবিবারে (১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ, ৫ই চৈত্র, ১৭৯৯ শক) কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গী প্রায় সমুদায় বন্ধু কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। সেই রবিবারে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। তিনি বেদীতে আরোহণ করিলে পর, প্রতিবাদকারীদিগের প্রেরিত কতকগুলি বালক ও যুবক এক যোগে হাতে তালি দিয়া, ব্রহ্মমন্দিরে শান্তিভঙ্গ ও গোলযোগ করিযাছিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে তাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই আচার্য্য ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, অমুক দিন অমুক সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে আমি আচার্য্যের পদ এবং অমুক দিন অমুক সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে পর, নির্দ্দিষ্ট সময়ে (২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ) ব্রহ্মমন্দিরে লোকারণ্য হয়। প্রতিবাদকারিগণ মহা উল্লাসে ও উৎসাহে দলে দলে উপস্থিত হন। কে সভাপতি হইবেন, প্রথম তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষ বাবু দুর্গামোহন দাসের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উপাসকমণ্ডলীর অনেক সভ্য, তিনি এই সভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত নহেন বলিয়া, প্রতিবাদ করেন। আচার্য্য বিনীতভাবে দুর্গামোহন বাবুকেই সভাপতিত্বে বরণ করা হউক, উপাসকমণ্ডলীকে এরূপ অনুরোধ করিযাছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ নিয়মিত উপাসকগণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হন নাই। তথাপি কেশবচন্দ্র দুর্গামোহন বাবুর নিকটে অবনত হইয়া বসিয়া বলেন, "আমি ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।" তাহাতে দুর্গামোহন বাবু তেজের সহিত বলেন, আমরা আপনার ইস্তিফা গ্রহণ করিব না, আপনাকে পদচ্যুত করিব। তখন অনেক অল্পবয়স্ক যুবা ও বহু অপরিচিত লোক নানা কথা বলিয়া অত্যন্ত গোলযোগ আরম্ভ করে। সেই সময় ঠাকুরদাস সেন মহাশয়

এরূপ প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের নিয়োগ ও পদচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে মতামতদানে কাহাদের অধিকার আছে? উপাসকমণ্ডলীর সভ্যদিগের অধিকার, অন্যের নহে, তিনি এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হন। ইহা শুনিয়া ঠাকুরদাস বাবু পুনর্ব্বার প্রশ্ন করেন, উপাসকমণ্ডলীর সভ্য কাহারা, তাহা আমি জানিতে চাহি। তখন উপাসকমণ্ডলী সভার নির্দ্ধারণপুস্তক হইতে এরূপ নির্দ্ধারণ পড়া হয়, যথা:—যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া নিয়মিতরূপে উপাসনায় যোগ দান করেন ও ব্রহ্মমন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অন্যূন ।০ মাসিক চাঁদা দিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের চরিত্রে গুরুতর দোষ নাই, তাঁহারাই উপাসকমণ্ডলীর সভ্য। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রধান প্রতিবাদকারী শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির প্রার্থনা ও অনুমোদন মতে তাঁহাদের উপস্থিতিকালে উপাসকমণ্ডলীর সভায় এই নির্দ্ধারণ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণ দেখা যায়, এই নির্দ্ধারণানুসারে প্রতিবাদকারীদিগের দুই তিন জন লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নহেন। অনেকে ছয় মাস কি বৎসরাবধি মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় যোগ দান ও মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোনরূপ চাঁদা দান করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের আচার্য্যের নিয়োগ ও পদচ্যুতিসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এই নির্দ্ধারণ পাঠ করিলে পর, প্রতিবাদকারীদিগের সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। তদনুসারে দুর্গামোহন বাবুও উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নহেন, তিনি আর উপাসকমণ্ডলীর সভাপতির পদে কিরূপে বরিত হইতে পারেন? তথাপি আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "যাঁহারা বলেন, আমি উপাসকমণ্ডলীর সভ্য আছি, তাঁহাদিগকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হউক।" কিন্তু যাঁহারা সভ্য নহেন, তাঁহাদের কোন মত গৃহীত হইবে না, বহু লোক তেজের সহিত এরূপ বলিতে লাগিলেন, তখন হট্টগোল উপস্থিত হইল। সেই সময় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আজ এরূপ উত্তেজনার অবস্থায় সভার কার্য্য হইতে পারে না, সভাভঙ্গ হইল, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞাপন করিলেন। ক্রমে লোক সকল হৈ চৈ রবে গোলযোগ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। তখন হট্টগোলের মধ্যে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে অপসারিত করা গেল, তৎপরিবর্ত্তে রামকুমার ভট্টাচার্য্য ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রভৃতি চারিজন আচার্য্য নিযুক্ত হইলেন, এরূপ ঘোষণা করিলেন। এ পক্ষের প্রায় সমুদায় লোক, এ কথা অগ্রাহ্য, সভাভঙ্গ হইয়াছে, এবং রীতিমত সভাই হয় নাই, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করেন। তৎপর সকলে ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাবু দুর্গামোহন দাস বাহিরে যাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারের চাবি মন্দিরের তৎকালীন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকটে চাহিয়া পাঠান। চাবি তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হয় না। পরিশেষে বাবু জয়গোপাল সেন প্রভৃতি ব্রহ্মমন্দিরের পঞ্চাশজন উপাসক এই মর্ম্মে আচার্য্যের নিকটে আবেদন করেন যে, প্রতিবাদকারীদিগের এইরূপ উত্তেজনার অবস্থা থাকিতে আর যেন সভাধিবেশন না হয়। তখন ইণ্ডিয়ান মিরারে এ প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অমুক দিন দ্বিতীয় সভা হইবার কথা ছিল, সেই সভা আপাততঃ স্থগিত রহিল। বর্ত্তমান উত্তেজনার অবস্থায় সুশৃঙ্খলরূপে সভার কোন কার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া, সভাধিবেশন স্থগিত রাখা সঙ্গত হইয়াছে। আশ্চর্য্য! এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া আন্দোলনকারিগণ ক্ষুব্ধ হন, দ্বিতীয় সভার অধিবেশন করিবার জন্য তাঁহাদের নেতা দৃঢ় অনুরোধ সহকারে পত্র লিখেন, কিন্তু সেই অনুরোধ গৃহীত হয় না। অন্য অন্য যুগে সচরাচর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংসারাসক্ত স্বার্থপর অবিশ্বাসী লোকেরা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে বা পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে, এবার প্রেমাস্পদ অনুগামিগণ তাহাদের সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন, এই যুগে এই নূতন কাণ্ড!

বিরোধিগণের ব্রহ্মমন্দির অধিকার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ

তাহার পর রবিবার দিন (২৪শে মাঘ) প্রাতঃকালে কমলকুটীরে প্রাত্যহিক উপাসনার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় অনেকের মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় হয় যে, অদ্য ব্রহ্মমন্দির নিরাপদ নহে। আজ প্রতিবাদকারিগণ এই সময় সুযোগ পাইয়া, মন্দির অধিকার করিবার জন্য আসিবেন, এরূপ বিশেষ সম্ভাবনা। এ প্রকার আশঙ্কাবশতঃ তখন দুই জন হিন্দুস্থানী লোকসহ ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ও ভাই রামচন্দ্র সিংহ মন্দিরের পার্শ্বে যাইয়া আশ্রয় লন। মন্দিরের সম্মুখস্থ গাড়ী বারাণ্ডার লৌহময় রেলিং দ্বার ও মন্দিরের দ্বার কুলুপে বন্ধ করা হয়। গাড়ী বারাণ্ডার দ্বার অতিক্রম না করিলে, কেহ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত

হইতে পারে না। বেলা ৯।১০ টার সময় যখন কমলকুটীরে জমাট আরাধনা হইতেছিল, তখন তিন জন বিখ্যাত প্রতিবাদকারী আসিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ রেলীং দ্বারের কুলুপ ভাঙ্গিতে উদ্যত হন। ভিতর হইতে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ও ভাই রামচন্দ্র সিংহ সেই দুই জন হিন্দুস্থানী লোকসহ তাহাতে বাধা দেন। তৎপর দুই জন প্রতিবাদকারী রেলীং ডিঙ্গাইয়া গাড়ীবারাণ্ডার ভিতরের দিকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও ভিতর হইতে বাধা পান। তজ্জন্য এক জন প্রতিবাদকারী ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রচারক ভ্রাতার বক্ষে পদাঘাত করেন, অন্যতর প্রতিবাদকারী এক হিন্দুস্থানী হইতে বাধা পাইয়া তাহার গোপ ধরিয়া টানেন, এবং তাহাকে দশনাঘাত করেন। অপিচ প্রচারকদ্বয়কে, যতদূর হইতে পারে, কুৎসিত গালাগালি করেন। ইতিমধ্যে একজন প্রতিবাদকারী হঠাৎ রেলীং দ্বারের কুলুপ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দৈবাৎ তখন ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সেখানে উপস্থিত হন, তিনি সেই ভগ্ন কুলুপ দুই হস্তে রেলীং দ্বারে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া উক্ত প্রতিবাদকারীর সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করেন। মন্দিরের দ্বারে এরূপ মহাগোলযোগ হইতেছিল, ইহার মধ্যে ঘটনাক্রমে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কালীনাথ বসু তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, মন্দিরের সম্মুখে জনতা ও ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন প্রচারক ও ব্রাহ্মও সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া সত্বর তথায় আগমন করেন। তখন কালীনাথ বাবু আক্রমণকারী প্রতিবাদকারীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমরা ভদ্রলোক হইয়া হাড়ী ডোমের কার্য্য করিতেছ। মন্দিরে তোমাদের স্বত্ব হইলে বিচারালয় আছে, বিচারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। তখন তাঁহারা কিছু অপ্রতিভ হন, অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহাদের অগ্রণী সরিয়া পড়েন। অপর দুই জনও আস্তে আস্তে চলিয়া যান। সেই দিন সায়ংকালীন সামাজিক উপাসনার সময় প্রতিবাদকারিগণ আসিয়া মন্দির আক্রমণ করিবেন, তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হয়, পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। এক জন সাহেব ইন্‌স্পেক্টর ও কতিপয় হেড্ কন্‌ষ্টেবল এবং কন্‌ষ্টেবল যথাসময়ে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হন। তাহার পরক্ষণেই বিরোধিগণ দলবদ্ধ হইয়া আগমন

করেন। সেই দলের মধ্যে আমার স্বদেশ পূর্ব্ববঙ্গের যুবক ছাত্রগণকে সমধিক উৎসাহী ও অগ্রগামী বলিয়া বোধ হইল। প্রতিবাদকারিদলের মন্দিরে প্রবেশের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই সাধু অঘোরনাথ বেদীতে বসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক জন প্রচারক ও সপক্ষ ব্রাহ্ম বেদীর সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারিগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ বেদীর উপর কোন উৎপাত করিতে পারেন নাই। উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে, সাধু অঘোরনাথ যাই বেদী হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন, তখন বাবু রামকুমার ভট্টাচার্য্য বেঞ্চ হইতে উঠিয়া বেদীর অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ এই সময় আপনি কোথায় যান বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বেঞ্চে বসাইয়া দিলেন *। ইতিমধ্যে আচার্য্য যাইয়া বেদীর উপর আরোহণ করিলেন। তখন বিরোধিগণ মন্দিরে মহাগোলযোগ আরম্ভ করেন, পুলিশ গোলযোগকারীদিগকে বাহির করিয়া দেন। উপাসনা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। ইহাতে বহুসঙ্খ্যক প্রধান প্রতিবাদকারী মর্ম্মাহত হন, এবং অন্যরূপ অভিসন্ধি করিয়া, দলবদ্ধভাবে মন্দিরের দ্বারে উপাসনা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা করেন। যাই আচার্য্যের উপাসনা সমাপ্ত হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সামাজিক উপাসনা করিতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা উপাসনা করিতে না পাইয়া, অন্যরূপ গোলযোগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাহাতেও বাধা পাইয়া, পরে পরাস্ত ও নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের উৎপাতের ভয়ে মন্দিরের দ্বারে কয়েক রবিবার পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হয়। তৎপর কতিপয় সপ্তাহ আচার্য্য বেদীর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন, শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। পরে মন্দিরে উপস্থিত সমুদায় উপাসক স্বাক্ষর করিয়া, উপাসনার কার্য্য করিবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ সহকারে আচার্য্যের নিকট আবেদন করেন। তজ্জন্য তিনি পুনর্ব্বার ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

* এই ব্যক্তি এখন ঘোর বামাচারী হিন্দু মহন্ত। বিরোধী সমাজের সঙ্গে—ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ইঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। (গ্রন্থরচনাকালে ইনি জীবিত ছিলেন)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা

এদিকে প্রতিবাদকারিগণ অকৃতকার্য্য ও পরাস্ত হইয়া, আরও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেই দলের নেতা হইয়া দাড়ান। প্রায় সকল প্রতিবাদকারীরই এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, স্বতন্ত্র দল না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, কেশবচন্দ্রকে নানা উপায়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের দৃঢ়সঙ্কল্প হইল যে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না, স্বতন্ত্র স্বাধীন সমাজ করিয়া, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাহা না হইলে, তিনি তাহাদের (প্রতিবাদকারীদের) দলভুক্ত থাকিবেন না। তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে টাউনহলে সভা হয়, সেই সভাতে নূতন সমাজের পত্তন হইল। ক্রোধ কুভাব বিদ্বেষ বিরোধ অবিশ্বাসবশতঃ প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ স্বর্গীয় ভাব ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, অভিনব সমাজের সৃষ্টি, হস্তোত্তোলন-কারী বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের সাধারণ মত এবং সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ ভূমির উপর এই সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে ক্রমে কয়েক জন বেতনভোগী প্রচারক নিযুক্ত হন।

বক্তৃতা ও পত্রিকাদিতে কেশবচন্দ্রের নিন্দাবাদ

কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু টাউনহলে তাঁহাদের সভার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, সভায় এক জন প্রধান বক্তা বলিলেন, কেশব বাবুর ঈশ্বরাদেশকে আমি পদ দ্বারা দলন করি। এক জন বক্তা ও প্রধান প্রতিবাদ-কারী কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ঈশ্বরদর্শন, প্রত্যাদেশ ও সাধুভক্তি প্রভৃতি ১৪।১৫টি উচ্চ উচ্চ সত্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিন খানা নূতন পত্রিকা তাঁহারা প্রকাশ করেন। সে সকলের অধিকাংশ কলেবর কেশবচন্দ্রের প্রতি কটূক্তি ও নিন্দায় ও নানা বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে। বহুকাল কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতি গালি কটূক্তি নিন্দার স্রোত চলিয়াছিল। কেহ আচার্য্যের ও আচার্য্যের পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসিত নিন্দা এবং ঈশ্বরাদেশ ব্রহ্মস্তোত্র প্রভৃতির প্রতি নানা ব্যঙ্গোক্তি সকল, নাটকাকারে লিখিয়া এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

লেখকের তাহাতে নীচতা ও কুরুচি প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রতিবাদকারি-দলস্থ এক জনের যন্ত্রালয়ে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। গুরুতর কারাদণ্ডভয়ে ভীত হইয়া পরে তাঁহারা সেই পুস্তকপ্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হন। অনেকে এ বিষয়ে পুলিশকে লিখিয়া জানাইবার জন্য কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া, তিনি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে অসম্মত হন। যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুৎসিত অপবাদ রটনা করা হয়, তখন আশ্রম ও আশ্রমবাসী নর নারীর পবিত্রতা ও সম্মানরক্ষার জন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ দ্বারা তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে হাইকোর্টে বিবাদী দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন ক্ষমা করা হয়। সেই কুৎসিত কুৎসা-রটনার মূলে এখনকার কয়েক জন প্রধান প্রতিবাদকারী ছিলেন। পরে কেশবচন্দ্র মূল বিবাদী বাবু হরনাথ বসুর আবাসে যাইয়া তাঁহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করেন।

প্রচারভাণ্ডারের আয়াদি কমাইতে আন্দোলনকারীদের চেষ্টা

এই সময়ে যাহাতে প্রচারভাণ্ডারের আয় এবং ধর্ম্মতত্ত্বাদি পত্রিকার গ্রাহক কমিয়া যায়, প্রচারকপরিবারের অন্নবস্ত্রের বিশেষ কষ্ট হয়, অনেক প্রতিবাদকারী বিধিমত তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অর্থাগম খর্ব্ব করিতে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

বিরোধিদলের রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনার আরম্ভ

আন্দোলনকারিগণ কয়েক মাস ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বস্থ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর জগদ্ধাত্রীপূজার দালানে, প্রতি রবিবার সামাজিক উপাসনার সময়, উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন; অনন্তর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হইতে অন্যত্র তাঁহাদের সামাজিক উপাসনা-কার্য্য হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের নিন্দা ও কুৎসা

সমাজসৃষ্টির কিয়দ্দিন পরে গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে যাইয়া, প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা উপায়ে কুৎসা ও নিন্দা করিয়া, কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার অনুগামী প্রচারক বন্ধুদিগের সম্বন্ধে

লোকের মনে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মাইতে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্যের প্রতি কুৎসিত নিন্দা ও অতি জঘন্য গালিপূর্ণ একখানা সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করিয়া, গোস্বামী মহাশয় স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি একজন ভক্তিপথাবলম্বীর এ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। এক পরিবারভুক্ত বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতিও গোস্বামী মহাশয় সামান্য কটূক্তি করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় স্বপ্রণীত "ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"ভ্রাতাদের মধ্যে কাহার কোন দোষ দেখিলে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে হইবে, প্রত্যেকে স্ব স্ব উপাসনার সময় ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের দোষ ক্ষমা করিতে হইবে।" (ব্রাঃ নিঃ, ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা) ঢাক ঢোল বাজাইয়া, সংবাদপত্রাদি লিখিয়া, এই বুঝি গোস্বামী মহাশয়ের গোপনে ভ্রাতার দোষ-জ্ঞাপন। এক্ষণকার কয়েকজন প্রধান আন্দোলনকারী, আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত সমুদায় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উপকার বিস্মৃত হইয়া, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একবার ঘোর অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের অত্যন্ত বিপক্ষ ছিলেন। তখন তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। এক সময় তিনি আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন, "যিনি যখন প্রেরিত হন, তিনিই তখন পৃথিবীর সমুদায় ভার মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক, জীবের পাপনাশের জন্য দিবানিশি ক্রন্দন করেন; আপনি যে ভার লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে অবকাশ নাই।" ইত্যাদি। (মাসিক ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩১ সংখ্যা, ৯৮৮ পৃঃ)। অন্য এক সময় গোস্বামী মহাশয় বিরোধী হইয়া আচার্য্যকে আক্রমণ ও অপবাদগ্রস্ত করেন, পরে অনুতপ্ত হইয়া, গুরুহত্যাকারী জুডাসস্কেরিয়টস্থানীয় বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অস্থিরতা ও চঞ্চলতার বিষয় আর কত লিখিব।

এই আন্দোলনে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

ঢাকা ও ময়মনসিংহস্থ বিরোধিদল, বিশেষতঃ বিরোধী যুবকগণ নিতান্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানীয় ব্রহ্মমন্দির লইয়াও অত্যন্ত গোল যোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সুসভ্য ইংলিশ গভর্ণমেণ্টের সুশাসন না হইলে, কেশবচন্দ্র যে একদিন কোন প্রতিবাদকারীর হস্তে প্রাণ হারাইতেন,

তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ একখানা পত্রের ভিতরে এক টুকরা দড়ী পূরিয়া তাঁহার নামে পাঠাইয়াছিল, "তুমি দড়ী গলায় দিয়া মর" পত্রে এরূপ লেখা ছিল। "মন্দিরে যাইবার সময় তোমাকে পথে ঠেঙ্গাইব" কেহ এরূপ লিখিয়াছিলেন। জুডাস স্কেরিয়ট ত্রিশ টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, আপনার নেতা ও ধর্ম্মশিক্ষক যিশুখ্রীষ্টকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, পরক্ষণেই সে পাপের জন্য তাহার ঘোরতর অনুতাপ হয়, এবং উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ যুগে আচার্য্যহন্তাদিগের অন্তরে যে অনুতাপের লেশও হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে পারা যায় না। এই আন্দোলনে আমার বহু আত্মীয় বন্ধু ভক্তবিরোধী হইয়া, প্রতিবাদকারীদিগের পুষ্টিবর্দ্ধক ও একান্ত সহানুভূতিকারী, এমন কি একাত্মীভূত হইয়াছেন। আমার দেশীয় স্বগণ বন্ধু ও নিতান্ত প্রাণের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ও স্নেহাস্পদ বহু যুবকের এই ব্যাপারে অশিষ্টতা, দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি এরূপ আশা করিতে অধিকারী যে, তাঁহারা এই উদ্বাহব্যাপারের অনেকতত্ত্ব অন্ততঃ আমার নিকটে জানিতে চাহিবেন। শত্রুদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের দ্বারা চালিত হইলেন, আমাকে বিশ্বাস করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের কেহ এ বিষয়ে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহাদের অবিশ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া, আমি আপনা হইতে তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাই। তদবস্থায় আমি বলিলে, তাঁহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, ইহা আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতেন, তবে অন্ততঃ এক দিনও আমার নিকটে আন্দোলিত বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেন। আমি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসি ও তাঁহাদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। অনেক দিন তাঁহাদের সেবাও করিয়াছি। কখন তো অবিশ্বাসের কার্য্য কিছুই করি নাই। তবে কেন তাঁহাদের এরূপ অবিশ্বাসভাজন হইলাম, বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের অবিনয় ও নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া আমার প্রাণ এক্ষণও আকুল। যুবতী কন্যা ও বধূদিগের হৃদয়েও অবিশ্বাস-হলাহল ঢালিয়া, তাঁহাদিগকে বিকৃত করিয়া তোলা হইয়াছিল। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন তরলপ্রকৃতি যুবা আচার্য্যের প্রতি

নিন্দা ও কটূক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করেন, কেহ বা স্লিপ ছাপাইয়া যথা তথা বিতরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পুরুষেরা পর্য্যন্ত হাতে তালি দিয়া তাহাতে আমোদ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের এরূপ ভয়ানক দুর্গতি ঘটিয়াছে। কলিকাতাস্থ কোন প্রধান প্রতিবাদকারীর উত্তেজনাপূর্ণ অনুরোধ-পত্র পাইয়া, ময়মনসিংহ নগরে পরিণতবয়স্ক অনেক হিন্দু পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সাজিয়া, পৌত্তলিক ও বাল্যবিবাহ দিয়াছেন বলিয়া, আচার্য্যকে অপমানিত করিবার জন্য উৎসাহের সহিত তরুণবয়স্ক যুবক প্রতিবাদকারীদিগের দলভুক্ত হন। তাঁহাদের কেহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এক পত্নী বিদ্যমানে পরিণত বয়সে একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কোন যুগে কখন কখন সক করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তিনিও একজন প্রধান প্রতিবাদকারী হন। হায়, কি বিড়ম্বনা! পরে তিনি পৌত্তলিক গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের আর এক জন বয়স্থ ঘোর অত্যাচারী প্রতিবাদকারী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুমতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এক্ষণ আর কোন সম্পর্ক নাই। ময়মনসিংহের মন্দিরের অধিকার-প্রাপ্তির জন্য তত্রত্য প্রতিবাদকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া একদিন উপাসনার সময় বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন সেই সমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদক পুলিশের সাহায্যে মন্দিরে শান্তি রক্ষা করেন। ঢাকানগরস্থ পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ছিলেন, তিনি কুচবিহারে যাইয়া বিবাহে যোগ দান করেন নাই, কেবল আচার্য্য কন্যাবিবাহ দিয়া পাপ করিয়াছেন বলিয়া, প্রতিবাদ না করার অপরাধে, তিনি পদচ্যুত হন; তাঁহাকে সদলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতে হয়। অরাজকতা আর কাহাকে বলে! যাহা হউক, কালক্রমে প্রতিবাদকারীদিগের সেই তীব্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, অনেকের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের প্রচারিত মত ও বিশ্বাস এবং প্রণালী পদ্ধতি ও আচরণ তাঁহাদের সমাজে কোন না কোন রূপে অনুকৃত ও আদৃত হইতেছে, পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র (তাঁহারা মুখে স্বীকার না করুন) তাঁহাদের রক্ত মাংস ও অস্থিতে বসিয়া আছেন, এমন কি, তাঁহারা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্রের অনুকরণ করিতেছেন। নববিধানের কেশবচন্দ্রের নিকটে তাঁহারা ঘেঁসিতে

ভয়াকুল। নববিধানের স্বর্গীয় মত ও বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করিলে, প্রতিবাদ যে টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে কেশবচন্দ্র যে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন। অনেকের এইরূপ মত যে, প্রতিবাদ যাহা করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত হইবে না, কেশবচন্দ্রকে গালাগালি ও অপমান যাহা করা গিয়াছে, তজ্জন্য অনুতাপ হইবে না; এমন অবস্থায়ও তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ তাঁহার কনিষ্ঠ অনুগামী বন্ধু নববিধানবাদিগণ নববিধান নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিধানবিরোধী সমাজের সঙ্গে আসিয়া সম্মিলন সাধন করুন। তাহা না করিলে তাঁহারা ক্ষুদ্রচেতা, অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হইলেন।

বিবাহের ব্যয়সাধনে উদ্বৃত্ত অর্থ কুচবিহারে প্রত্যর্পণ

এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া আমি প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। মহারাজের সম্মানযোগ্য উদ্বাহসম্বন্ধীয় আয়োজন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশে দশ সহস্র টাকা আচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহা হইতে ৮৫০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট ১৫০০৲ আচার্য্য ফিরিয়া দিয়াছেন।

বিবাহসম্পর্কে কেশবচন্দ্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের আলোচনা

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আচার্য্যের সঙ্গে উদ্বাহের কার্য্যপ্রণালী-সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত করিব। তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম:—হিন্দুব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিল, এ কেমন? তাহাতে তিনি নিজের মূলমত (Principle) ব্যক্ত করিয়া এই ভাবে বলেন, ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে যখন অন্য ব্রাহ্মপরিবারের সম্বন্ধ হয়, তখন প্রচলিত প্রণালীর ষোল আনা আদায় করিতে হইবে, কোন দিকে ক্রটি হইবে না। এই স্থলে পাত্রপক্ষ হিন্দু পৌত্তলিক পরিবার, সেই পাত্রপক্ষ হইতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিয়াছেন। তাঁহারা যখন একজন অব্রাহ্মণ জাতিত্যাগী ব্রাহ্মের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহা দ্বারা চালিত হইয়া, অপৌত্তলিক মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে কি তাঁহাদের উপর আমাদের জয় হইল না? গৌরগোবিন্দ রায় প্রধান পুরোহিতরূপে ছিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা চালিত হন নাই, তাঁহারাই তাঁহার নেতৃত্বে

পরিচালিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর ব্রাহ্মণত্ব কোথায় রহিল? ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইতে আমরা যতটুকু আদায় করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের জয়। ইংলণ্ডে বহু খ্রীষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মমন্দিরে আমাকে কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়াছিল, প্রধান প্রধান খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ প্রার্থনাদিতে আমার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যে আমরা আমাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে যোগদান করিতে পাইয়াছি, ইহা পরম লাভ মনে করি।

বিবাহের সময় আইনানুসারে সুনীতি দেবীর বয়স পূর্ণ হইতে ছয় মাস এবং রাজার প্রায় দুই বৎসর অবশিষ্ট ছিল। এরূপ অপূর্ণবয়সে বিবাহ কেমন করিয়া হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই ভাবে বলিলেন, এই বিবাহ রাজকীয় বিবাহবিধির অন্তর্ভুক্ত নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের সীমার মধ্যে ও তাঁহার প্রজার মধ্যে বিবাহ হইলে, গবর্ণমেণ্টের আইনসংক্রান্ত বিধি প্রবল থাকিত। কুচবিহারের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যে সেই আইনের অধিকার নাই। আইন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের জন্য হইয়াছে, তাঁহারা নিজের বা পুত্র কন্যাদির বিবাহে স্বেচ্ছাচারী হইয়া না চলেন, তজ্জন্য আইনের বন্ধন করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। আইনে বর ও কন্যার ১৮ ও ১৪ বৎসর যে বয়স নির্দ্ধারিত হইয়াছে, নানা প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাহা একান্ত ন্যূনকল্পে হইয়াছে, উপযুক্তরূপ হয় নাই। সময়ে সুযোগ মতে এই বয়সের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে। এই রাজকীয় উদ্বাহবিধির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উদ্বাহকে বৈধ করিয়া উত্তরাধিকারিত্বের অন্তরায় নিবারণ করা। কুচবিহারের মহারাজের বিবাহে উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে এই আইনের কোন ক্ষমতা নাই। পরন্তু এই বিবাহ এক প্রকার বাগ্দানস্বরূপ হইয়াছে, উভয়ের উপযুক্ত বয়সে বিবাহের পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে। তখন পাত্র ও পাত্রী স্বামিস্ত্রীরূপে মিলিত হইবেন, সে কাল পর্য্যন্ত ইঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে কন্যার ১১।১২ বৎসর বয়সেও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজাতো ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহাকে কিরূপে কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে? তিনি পৌত্তলিক নহেন, একেশ্বরবিশ্বাসী। একেশ্বরবাদীর সঙ্গে কন্যার বিবাহদানে ব্রাহ্মের অধর্ম্ম হয় না। ইয়ুরোপীয় কোন ব্যক্তি আমাদের

সমবিশ্বাসী হইলে, আপনাকে ব্রাহ্মনামে পরিচয় দান করিবেন না, Theist (একেশ্বরবাদী) বলিয়া পরিচয় দিবেন। তাঁহার সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ করিলে ব্রাহ্মের অধর্ম্ম হইবে না।

বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সমাজগঠনের প্রয়োজনীয়তা কি?

এক্ষণ পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখুন, কুচবিহারবিবাহকে মূল করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটী বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইবার কি প্রয়োজন ছিল? নূতন প্রত্যাদেশ ও নূতন সত্য, যাহা কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই, তাহা আন্দোলনকারিগণ কি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, উহা জগতে প্রচার করিবার জন্য একটী দল করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, না, অসূয়া ও আসুরিক ভাব হইতে এই বিচ্ছিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছে? পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে দল করা মহা পাপজ্ঞানে "আমি দল করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন প্রতিবাদকারিগণ স্বতন্ত্র সমাজস্থাপনে উদ্যত হন, তখন তাঁহাদের অন্যতর নেতার নিকটে আচার্য্য এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, আপনারা অকারণে নূতন সম্প্রদায় করিবেন না, এরূপ সম্প্রদায় করা পাপ। আপনারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে, বিচারনিষ্পত্তি করিবেন। উহা গ্রাহ্য হয় নাই।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

৫৪

সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন

কেশবচন্দ্রের প্রতি বিরোধিগণের বিরোধ ক্রমান্বয়ে প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। নানা স্থলের ব্রাহ্মবন্ধু যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখাতে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং প্রচারক-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌর-গোবিন্দ রায় "সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" এই আখ্যায় বিবাহবন্ধনের আমূল বৃত্তান্ত (১৭৯৯ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করেন। বৃত্তান্তলিপি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"কুচবিহারের মহারাজের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহসম্বন্ধে কয়েক মাস হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থলে মহা আন্দোলন হইতেছে। অনেকে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায়, যার পর নাই, গ্লানি প্রচার করিতেছেন, এবং বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকের মন কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাকুল ও ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। অপবাদ ও নিন্দা পরিহারপূর্ব্বক, যদি কেহ কেহ নিরপেক্ষভাবে, বন্ধুতার অনুরোধে ও সাধারণের হিতকামনায়, আচার্য্য মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে পত্র লিখিতেন, বোধ করি, তিনি তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। যাহা হউক, এত দিনের পর এইরূপ কতকগুলি পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ বিবাহসম্বন্ধীয় যথার্থ ঘটনাগুলি যাহাতে সাধারণের গোচর হয়, এ জন্য আচার্য্যমহাশয়কে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদককে ও কোন কোন প্রচারককে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা কর্ত্তব্য ও সত্যের অনুরোধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, আচার্য্যমহাশয়ের সম্মতিক্রমে তাহা সাধারণের হিতার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম। বোধ করি, ইহা পাঠ করিয়া, সকলের না হউক, অনেকের সন্দেহভঞ্জন ও ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণ সাধন হইবে। এক দিকে বিলম্ব জন্য কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, লোকের মন যখন

খুব উত্তেজিত হয়, তখন সত্য অবধারণ করা কঠিন; ক্রমে যত মন সুস্থির ও শান্ত হয়, ততই সুবিচারের সমধিক সম্ভাবনা।

"আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, আচার্য্য মহাশয়ের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহসংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা অনুমোদন করেন বা সম্পূর্ণরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। এ বিবাহের কতকগুলি ব্যাপারে যদি অপর কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার হৃদয় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের ইচ্ছামত হয় নাই, এ জন্য তিনি মনের অসন্তোষ কখন সংগোপন করেন নাই; যদি কিছু অন্যায় ঘটিয়া থাকে, তাহা অন্য লোকে বিবেকের অনুরোধে যেমন অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন, তিনিও সেইরূপ মুক্তকণ্ঠে অন্যায় বলিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি ধনলোভে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অথবা বাল্যবিবাহ দিয়াছেন, কিম্বা পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ নীচ ও জঘন্য অপবাদের আমরা সকলেই বিরোধী।

"সর্ব্বপ্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য মহাশয় বিবেকের আদেশে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি, কন্যার বিবাহে তাঁহার অত্যন্ত উপেক্ষা ছিল, এবং তিনি এত গুরুতর ব্যাপারে সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। এক দিনের জন্যও তিনি পাত্রানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন নাই। ঘটনাক্রমে যখন ঈশ্বর পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি ফলবাদী নহেন, সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। কুচবিহারে রাজ্যসম্বন্ধীয় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মঙ্গল হইবে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, অথবা ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে উৎকৃষ্টতর পাত্র পাওয়া যায় কি না, এবং পাইলে আরও ভাল হয় কি না, এ সকল চিন্তায় তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। উচিত কি না?—তিনি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার হৃদয় বলিল, উচিত, এবং ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, পাত্রটী ঈশ্বরকর্ত্তৃক আনীত। এই বিশ্বাসে তিনি বিবাহ দিতে স্বীকার করেন। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল উচিত বোধে এবং ঈশ্বরেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, তিনি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক আহারাদি ও সংসারের ভার ঈশ্বরের হস্তে, তিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন। তিনি যদি এ বিবাহ-কার্য্যটী

না সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেকের নিকট অপরাধী হইতে হইত। পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁহার বিরোধী হইলেও, এ কার্য্য হইতে তিনি নিবৃত্ত হইতে পারিতেন না। কেন না, মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বর বড়, এবং মানব-বিধি অপেক্ষা দেববিধি শ্রেষ্ঠ।

"এই বিবাহের সম্বন্ধ ও আর আর প্রস্তাব যাহা কিছু স্থির হইয়াছে, তাহা এক পক্ষে আচার্য্য মহাশয় ও অপর পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবধারিত হইয়াছে। কুচবিহারমহারাজ নাবালক। যত দিন না তিনি বয়স প্রাপ্ত হন, ততদিন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক। সুতরাং রাজার বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। কেশব বাবু উক্ত রাজার সহিত আপনার কন্যার পরিণয় হইবে, এরূপ কখন মনে করেন নাই, স্বপ্নেও জানিতেন না। সুতরাং ইহার জন্য তিনি প্রথমে কোন চেষ্টা করেন নাই, আবেদনও করেন নাই, গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে না থাকিলে এবং বিশেষ উদ্যোগ না করিলে, নিশ্চয়ই বিবাহ-প্রস্তাব গ্রাহ্য হইত না। ছয় মাস হইল, কুচবিহারের ডেপুটী কমিশনার সাহেব স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া, কেশব বাবুর কন্যাকে দেখিয়া মনোনীত করেন, এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে এই ভাবে এক পত্র লিখেন যে, কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন সাহেব বিবাহসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুরীতি হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্ন রীতি কেশব বাবু এ বিবাহে অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। পত্রে এরূপ কথাও ছিল যে, প্রস্তাবিত বিবাহে দেশের অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং উভয় পক্ষেরই, যত দূর সম্ভব, পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। অক্টোবর মাসের প্রথমে (১৮৭৭ খৃঃ) আচার্য্য মহাশয় আপনার মন্তব্য সমুদায় লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি ১৩টী প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল:—(১) রাজা যে ব্রাহ্ম, অথবা একেশ্বরবাদী থিষ্ট, তাহা লেখায় স্বীকার করিতে হইবে; (২) ব্রাহ্মপদ্ধতি অর্থাৎ পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তাহার সহিত স্থানীয় এমত সকল আচার যোগ থাকিতে পারিবে, যাহাতে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই; (৩) পাত্র পাত্রী উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহ হওয়া বিধেয়। যদি তত দিন অপেক্ষা করা

না হয়, তাহা হইলে আপাততঃ কেবল নির্ব্বন্ধপত্রের অনুষ্ঠান হউক, এবং রাজা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিবাহ বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হইবে; (৪) ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ঠিক রাখিতে হইবে, কোন বিষয় অন্যথা হইবে না; কিন্তু যে সকল ব্যাপারে কেবল বালকত্ব কিম্বা নির্ব্বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তাহা অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে, বিশেষ আপত্তি করা হইবে না।

"অক্টোবর মাসে (১৮৭৭ খৃঃ) হঠাৎ ডিপুটী কমিশনর এক পত্র লেখেন যে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাল্যবিবাহে অসম্মত এবং রাজা নিজেও তাঁহার নিকট অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং বিবাহ-প্রস্তাব আপাততঃ রহিত হয়। এ কারণে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, এবং তদ্বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপিত হইবারও সম্ভাবনা রহিল না; তিন মাস পরে উক্ত সাহেব পুনরায় এক পত্র লেখেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব রাজার বিবাহে মত দিয়াছেন, কিন্তু রাজা বিবাহ করিয়াই ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব এই যে, মার্চ্চ মাসে (১৮৭৮ খৃঃ) রাজার ইংলণ্ডে যাইতেই হইবে, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার তথায় যাওয়া নিতান্ত অনভিপ্রেত, এ জন্য ৬ই মার্চ্চ (১৮৭৮ খৃঃ) দিবসে বিবাহ হইবে, কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র। যাহাতে নূতন প্রস্তাবে কেশব বাবুর অমত না হয়, এতজ্জন্য তাঁহাকে উক্ত পত্র মধ্যে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইল যে, যদ্যপি ৬ই মার্চ্চ দিবসে বিবাহ সম্পন্ন করিতে আপনার আপত্তি আছে, এবং কন্যার চতুর্দ্দশ বর্ষ ঠিক পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ দেওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর, তথাপি আপনি এইটী বিবেচনা করিবেন যে, লোকে যাহাকে বিবাহ বলে, উহা বাস্তবিক সেরূপ বিবাহ হইতেছে না, কিন্তু কেবল বাগ্দান মাত্র।

"যে সময়ে এই পত্র হস্তগত হয়, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব, সুতরাং কয়েক দিন উত্তর দেওয়া হয় নাই। বারংবার কুচবিহার হইতে তারযোগে শীঘ্র মীমাংসার জন্য অনুরোধ আসিতে লাগিল, এবং অনেক আলোচনার পর ধার্য্য হইল যে, ৬ই মার্চ্চ (১৮৭৮ খৃঃ) দিবসে সে বিবাহ হইতে পারে, যদি উহা কেবল বাগ্দানরূপে স্বীকৃত হয় এবং পাত্র পাত্রীকে আপাততঃ ঐ ভাবে রাখেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হওয়াতে, অন্যান্য প্রস্তাবের

আলোচনা ও মীমাংসা হইতে লাগিল। রাজা ব্রাহ্মস্বভাববিশিষ্ট এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেক দিন হইতে বিশ্বাস আছে। এ কথা তিনি বন্ধুভাবে লিখিয়া দিতেও প্রস্তুত। প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় পূর্ণ হইলে, কেবল পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী মীমাংসা কবিবার অবশিষ্ট রহিল। এতৎসম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয় ইতিপূর্ব্বে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কুচবিহার হইতে এক জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত কলিকাতায় আসেন এবং উভয় পক্ষ থাকিয়া এ গুরুতর বিষয়টী এরূপে নিষ্পত্তি করেন, যেন ভবিষ্যতে কোন গোল না উঠিতে পারে। এই প্রস্তাবানুসারে রাজার প্রধান পণ্ডিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়ের সহিত প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরামর্শ করিয়া, অনেক বাদানুবাদের পর বিবাহপদ্ধতি এক প্রকার স্থির করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি এবং পৌত্তলিকতা-বিবর্জ্জিত স্থানীয় পদ্ধতির সম্মিলন করা হইয়াছিল। পদ্ধতি এই কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল :—(১) পূর্ব্ব দিবস অধিবাস, (২) সভাতে ব্রহ্মোপাসনা, (৩) বাগ্দান, (৪ স্ত্রী আচার, (৫) স্বস্তিবাচন, (৬) বরণ, (৭) ক্ষমাগ্রহণ, (৮) সম্মতি, (৯) সম্প্রদান, (১০) বরকে দক্ষিণা, (১১) উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা, (১২) প্রার্থনা। এই বিবাহরীতি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় ভাল অক্ষরে পুঁথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা হইবে, এবং বিবাহের সময় উহা দেখিয়া উভয় পক্ষীয় পুরোহিত পাঠ করিবেন, ঐরূপ কথা হইল। পদ্ধতি মুদ্রাঙ্কণ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান মিরার ছাপাখানার অধ্যক্ষের হস্তে দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রাজাকে লইয়া, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কুচবিহারে চলিয়া গেলেন এবং উক্ত পদ্ধতির এক খণ্ড পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন। উহার সঙ্গে একখানি ক্রোড়পত্র সংলগ্ন ছিল, তাহাতে এই কয়েকটী বিশেষ নিয়ম লেখা ছিল :—(১) বিবাহের সময় কিম্বা বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে বর বা কন্যা কোন প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না ; (২) বিবাহমণ্ডপে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি অথবা ঘটাদি স্থাপন করা হইবে না ; (৩) যে মন্ত্র এই কাগজে লেখা হইল, তাহাই পুরোহিত পাঠ করিবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা হইবে না ; (৪) মন্ত্রাদির কোন অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করা হইবে

না। পদ্ধতিসম্বন্ধে আরও নির্ব্বিরোধ থাকিবার মানসে কন্যাপক্ষ হইতে এরূপ প্রস্তাব হইল যে, উল্লিখিত বিবাহরীতিতে ডেপুটী কমিশনর সাহেব অথবা তাঁহার প্রতিনিধি বিবাহের পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

"এই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে, কন্যাপক্ষ কুচবিহারে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিঘ্নের আশঙ্কা রহিল না। বিশেষতঃ কেশববাবু ইতিপূর্ব্বে এক তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণ করিয়া অপরদিকের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না। ইহার যে উত্তর পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল— আর কোন বিষয়ে আশঙ্কা করিবেন না,—হিন্দু পদ্ধতি হইতে পৌত্তলিক অংশ বাদ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ স্পষ্ট আশ্বাসবাক্যে মূলকথা-সম্বন্ধে মনে আর কোন আশঙ্কা রহিল না; তবে যদি সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, কন্যাপক্ষ বিবেচনা করিলেন যে, তাহা কুচবিহারে গিয়া মীমাংসা করা যাইবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৮ খৃঃ) তারিখ সোমবার স্পেশল ট্রেণে কন্যাপক্ষ সমুদায়ের যাত্রা করিবার কথা অবধারিত হইল। যাত্রার আয়োজন হইতেছে, এমত সময় তারে সংবাদ আসিল, বিবাহপদ্ধতি এখনও দেখা হয় নাই, উহা ছাপাইবেন না। শনিবার (২৩শে ফেব্রুয়ারী) রাত্রিতে আর একটী তারযোগে সংবাদ আসিল—পদ্ধতির মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মরীতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা হইতে পারে না। রবিবারে (২৪শে ফেব্রুয়ারী) সত্বর এ কথার প্রতিবাদ করা হইল এবং পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। বাইনাচ সম্বন্ধেও এ সময়ে আপত্তি উঠিল এবং স্পেশল ট্রেণের দিন পরিবর্ত্তন করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তদ্বিষয়ে এই উত্তর আসিল যে, ট্রেণের ভাড়া ও সময়াদি ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন বন্ধ হইতে পারে না।* রবিবার অপরাহ্ণ কুচবিহার হইতে তারযোগে সংবাদ আইসে, তাহাতে এই লেখা ছিল, আপনি আমাদের প্রতিনিধির নিকটে প্রচলিত হিন্দু রীতি যেরূপে পরিবর্ত্তন করিতে ইতিপূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেইরূপ করা হইবে*। সোমবারে (২৫শে

---

* ভ্রমক্রমে এই কয়েক পংক্তি প্রথমে নিবিষ্ট হয় নাই, পরে ভ্রম সংশোধিত হয়। (১লা বৈশাখ, ১৮০০ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব দেখ।)

ফেব্রুয়ারী) তাড়াতাড়ি করিয়া ১১টার সময় সকলে যাত্রা করিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময়, কেশববাবু সপরিবারে ও সবান্ধবে কুচবিহারে উপস্থিত হইলেন। পঁহুছিবামাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে, অভ্যর্থনাসূচক কোন প্রকার ধূমধাম করা হইবে না, এইরূপ স্থির করা হইয়াছে, এবং সকলে আস্তে আস্তে নগরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে অনেকে ক্ষুন্ন হইলেন, এবং ইহার অবশ্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে, এইরূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। রবিবার (৩রা মার্চ্চ) পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। সকলে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। পদ্ধতি সম্বন্ধে বার বার কথা উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তৎপ্রতি কেহ মনোযোগ করিলেন না। রবিবারে (৩রা মার্চ্চ) গাত্রে হরিদ্রা হইয়া গেল, সোমবারে (৪ঠা মার্চ্চ) মহারাণীদের পক্ষীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া, কন্যাপক্ষদের বাসা বাটীতে আসিয়া, নানা নূতন কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলিলেন, কেশব বাবু বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মণ অথবা অন্যজাতীয় ব্যক্তি পুরোহিত হইতে পারিবেন না, সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে না, পাত্র কন্যা বিবাহসভায় পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার করিবেন না, উভয় পক্ষে হোম করিতে হইবে। এ প্রকার কথা শুনিয়া সকলে, যারপর নাই, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিবাহের আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন এ সকল নূতন কথার কিরূপে নিষ্পত্তি হইবে? অনেক বাদানুবাদ হওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় অবশেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং যদিও কয়েকটী বিষয় তখন এক প্রকার মীমাংসিত হইল বটে, কিন্তু অপরাপর কথা লইয়া ক্রমে প্রবল আন্দোলন হইয়া উঠিল। মঙ্গলবার (৫ই মার্চ্চ) অধিবাসের দিন, পাত্রীকে সন্ধ্যার সময় রাজবাটীতে মহাসমারোহপূর্ব্বক লইয়া যাইতে হইবে, লোকজন সমুদায় প্রস্তুত। কিন্তু এ দিকে পদ্ধতি লইয়া রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত মহাতর্ক চলিতে লাগিল। পরিশেষে এমত গোল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল, বুঝি বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। বুধবার (৬ই মার্চ্চ) অর্থাৎ বিবাহের দিবসেও হোম লইয়া তুমুল সংগ্রাম; এক দিকে গবর্ণমেণ্ট, এক দিকে রাজমাতা, এক দিকে পুরোহিতগণ, অপর দিকে কেশব বাবু ও তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ, সকলেই আপন আপন পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তর্ক বন্ধ হইয়া গেল।

বিবাহ হইবে, কি হইবে না, আন্দোলনটি ঘনীভূত হইয়া এই আকার ধারণ করিল। রাজা গবর্ণমেণ্টের অধীন, তাঁহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যথা ইচ্ছা বিধি করিতে পারেন, অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার না থাকিতে পারে; কিন্তু কন্যাপক্ষ কোনমতেই পৌত্তলিকতায় যোগ দিতে পারেন না। শেষে এই কথা হইল যে, পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে কন্যাপক্ষের কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র সংস্রব থাকিবে না, এইরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ হইতে পারে না। রাত্রি ১১টার সময় তদ্রূপ অনুজ্ঞা আসিল এবং সকলের ভাবনা দূর হইল। বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিলাম যে, একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপের মধ্যে কয়েকটী কলাগাছ ও ৯।১০টা ঘট এবং এক লম্বা লাল কাপড়ে ঢাকা একটী সামগ্রী রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইল যে, হয়তো হরগৌরী প্রভৃতি হিন্দু দেবতা পূজার জন্য বিবাহস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ কথা ডিপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ জ্ঞাপন করাতে, তিনি উহা অস্বীকার করিলেন এবং পণ্ডিতদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া স্পষ্টরূপে বলিলেন যে, ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পূজার বস্তু কিছুই নাই, এবং কোন হিন্দু দেবতা স্থাপন করা হয় নাই। তাঁহার এবং প্রধান পণ্ডিতের কথায় প্রতীতি হইল যে, মণ্ডপে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই, তবে স্থানীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে কতকগুলি মঙ্গলসূচক দ্রব্য সাজান হইয়াছে। যাহা হউক, সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। বাগ্দান, স্ত্রী আচার ও পরস্পরের সম্মতি-প্রকাশের পর, বর বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হইলে, আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া সভাস্থলে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তদনন্তর কন্যা সভাস্থ হইলে, কেশব বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতা, বরের পুরোহিত ও কন্যার পুরোহিত শ্রীযুক্ত গৌর-গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বিবাহমণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলেন। পৌত্তলিক দেবতার নাম পরিবর্জ্জন করিয়া, প্রচলিত হিন্দুবিবাহের মন্ত্রাদি সংশোধন-পূর্ব্বক পঠিত হইলে, কন্যা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। পরে ব্রাহ্মরীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা ও বর কন্যার প্রতি আচার্য্যের উপদেশ এই কয়েকটী অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সম্মুখে সুসম্পন্ন হইল।

"উপরে লিখিত বিবাহবৃত্তান্ত-পাঠে আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে,

যাহারা বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতার দোষ আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আরোপ করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রমবশতঃ এরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, গবর্ণমেণ্ট ও কেশব বাবু উভয়ে বাল্যবিবাহের বিরোধী হইয়াও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অঙ্গীকার ও বিবাহের পর যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও নির্ভর-যোগ্য। অনেকে বলিতেছেন যে, বয়স সম্বন্ধে কেশব বাবু আপনার প্রস্তাবিত রাজবিধি (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন) লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং আপনার পূর্ব্ববিশ্বাস ও আচরণের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু এ অভিযোগের বিরুদ্ধে সমূহ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ কুচবিহার স্বাধীন রাজ্য, তথায় উক্ত বিধি প্রচলিত নহে। কলিকাতায় বিবাহ হইলেও, রাজা কুচবিহারে প্রত্যাগমন করিবামাত্র, সে বিধিপালনের জন্য তিনি আর দায়ী হইতে পারেন না। এ অবস্থায় বিধি অনুসারে বিবাহ দেওয়া নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। এই হেতু বিধি পরিত্যাগ করিতে হইল। রাজা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতেন, নিশ্চয়ই বিধি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইত, এবং যদি আইন অনুসারে বিবাহ হইত, পাত্রপাত্রী উভয়ের সম্বন্ধে বয়সের নিয়ম নিশ্চয়ই পালন করা হইত। কিন্তু ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কেশব বাবু যেন আইনের আশ্রয় নাই লইলেন, তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যেরূপ সংস্কার প্রকাশ করিয়াছেন ও উপদেশাদি দিয়াছেন, তাহার কেন অন্যথা করিলেন? অন্যের বিবাহসম্বন্ধে শক্ত নিয়ম, কিন্তু নিজ কন্যার বিবাহে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন কেন? তাঁহার পূর্ব্ব আচরণের সঙ্গে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের বিরোধ কেন? ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য মহাশয় অনেকগুলি ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহাতে কন্যার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, যথা, ১১।১২।১৩। এ সকল বিবাহ দিতে তাঁহার কিছু আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি তত সঙ্কুচিত হন নাই, যেহেতু বাল্যবিবাহের দোষ এ সকল বিবাহে বিধিপূর্ব্বক নিবারণ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মবিবাহের উদীচ্য কর্ম্মে এরূপ স্পষ্ট নিয়ম ছিল যে, ঋতুমতী না হইলে পাত্রী পাত্রের সহিত পত্নীর সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, তত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ কেবল বাগ্দানস্বরূপ থাকিবে। যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার প্রকৃত বিবাহ হওয়া

অর্থাৎ পত্নী হওয়া নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজে আইন হইবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে এরূপ সংস্কার ছিল। যখন রাজবিধি প্রস্তুত হয়, তখন কেবল এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইল। নারী-জীবনে বাল্যাবস্থা কোন্ সময়ে যৌবনাবস্থায় পরিণত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই সময় বিবাহোপযোগী বলিয়া নির্ণয় করা হইল। ডাক্তার চার্লস্ সাহেব ১৪ বৎসর যৌবনাবস্থার প্রারম্ভ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। আইনেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইল। বাস্তবিক উক্ত বিধির মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৌবনারম্ভেই কন্যার উপযুক্ত বয়স। এ নিয়ম বর্ত্তমান-বিবাহে পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কেশব বাবু আপন কন্যার বয়স সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকতাসম্বন্ধে যে অভি-যোগ, তাহাও অমূলক। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, কন্যার পক্ষে একটু মাত্র পৌত্তলিকতার সংস্রব দেখা যায় না। প্রায়শ্চিত্তের কথা সম্প্রতি শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, ইহা নিতান্ত অমূলক ও দুঃখজনক। ইহাতে সম্মতি দেওয়া দূরে থাকুক, বিবাহের পূর্ব্বে এ কথার প্রস্তাবও হয় নাই। বাস্তবিক কি ঘটিয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, একটী স্বর্ণমুদ্রা রাজার পিতামহী এক দিন পাত্রীর হস্তে স্পর্শ করাইয়া ভূমিতে রাখিয়াছিলেন। কন্যা ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত? বস্তুতঃ কন্যার পক্ষে অণুমাত্র পৌত্তলিকতার যোগ ছিল না। পাত্রের পক্ষেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিজে পৌত্তলিকতা মানেন না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শাসনে ও আদেশে বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য, হোমের সময় তাঁহার কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। পাত্রপক্ষে রাজমাতা, জ্ঞাতি বা পুরোহিতগণ যদি হিন্দুধর্ম্মের অনুরোধে কিছু করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মেরা সে জন্য দায়ী হইতে পারেন না। বিশেষতঃ এই কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইবার সময় ইহা স্থির ছিল যে, বিবাহে পৌত্তলিকতা থাকিবে না। পাত্রপক্ষে পৌত্তলিক সংস্রব রাখিবার জন্য যে প্রস্তাব হয়, তাহা বিবাহের সমুদায় আয়োজন হইয়া যাইবার অনেক কাল পরে করা হয়, এবং তখন বিবাহ হইবার * এক দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবসে রাজা আপনার অপৌত্তলিক বিশ্বাস জ্ঞাপন করিলে ও রাজপণ্ডিত, পৌত্তলিক দেবতা বিবাহে উপস্থিত থাকিবে না, এরূপ

* ১৮০০ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে "ভ্রম সংশোধন" দেখ।

অঙ্গীকার করিলে পর, ব্রহ্মোপাসনানন্তর রাজা পাত্রীকে বিধিপূর্ব্বক দেখেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জুড়ুনীর সামগ্রী দেওয়া হয়। তৎপর দিবস ১১ই ফেব্রুয়ারী সমারোহপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা সহকারে নির্ব্বন্ধপত্রের অনুষ্ঠান হয়। পত্রে কেশব বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন, "সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইবে।" ১৯শে ফেব্রুয়ারী দিবসে কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত কেশব বাবুর ভবনে রাজার সম্মিলন হয়। এতদ্ব্যতীত পাত্র এবং পাত্রী উভয়ে অনেকবার গুরুজনসমক্ষে এবং ব্রাহ্মপরিবারমধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাদের অন্তরে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঞ্চার হয়। প্রণয় যদি বিবাহের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই যে ব্রাহ্ম উদ্বাহের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উভয়ে মিলিয়া যে ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হইয়াছেন, তাহা অবশ্য মানিতে হইবে। এতদূর বিবাহের আয়োজন অগ্রসর হইবার পর, পৌত্তলিকতার প্রতিপোষক কোন প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব করাতে, গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় লোকদিগের প্রতি আমরা অসদভিপ্রায় বা অসদ্ব্যবহারের দোষারোপ করিতে পারি না। তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্যসাধন করিতে গিয়া, যদি আমাদের ইচ্ছায় প্রতিঘাত করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে আমাদের অভিযোগ করিবার কিছু নাই। সুযোগ্য ডিপুটী কমিশনার সাহেব বহু বিঘ্নসত্ত্বেও, শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার-পালনে চেষ্টা ও সঙ্কটের সময় বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন করাতে, আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"অবশেষে আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি নিরপেক্ষ ও শান্তভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। যখন সকল বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে, তখন অনেকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, কেশব বাবু চিরদিনই পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহের বিরোধী এবং বিপক্ষদল যাহা বলুন না কেন, তাঁহার জীবন নিঃস্বার্থভাবে প্রচারব্রতে সর্ব্বদা ব্রতী। পৃথিবী জানুক যে, এই বিবাহে তিনি একটী পয়সা যৌতুক প্রার্থনা করেন নাই, এবং হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের জন্য একটু মাত্র চেষ্টা করেন নাই। পৃথিবী জানুক যে, সঙ্কোচ জাতির সহিত এই অসবর্ণ বিবাহে

তিনি বিশেষরূপে জাতিচ্যুত হইলেন, এবং ঈশ্বরাদেশে রাজঘরে কন্যা দিয়াও নিজে নির্লোভী ও অসংসারী রহিলেন।"

"শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
প্রচারকসভার সম্পাদক।"

মন্তব্যোপরি মন্তব্য

বিবাহের আমূল বৃত্তান্ত বাহির হইল। যাঁহারা এত দিন দোলায়মানচিত্ত ছিলেন, তাঁহাদের চিত্তে স্থৈর্য্য সমাগত হইল। তাঁহারা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, কেশবচন্দ্রের পক্ষে বিবাহে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয় নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছেন। এ সময়ে সংবাদপত্রে যে সকল মতামত প্রকাশ পায়, তাহাতে কেশবচন্দ্রের বিবেকিত্ব ও চরিত্রের বিশুদ্ধত্বসম্বন্ধে রেখামাত্র কলঙ্কপাত হয় না। এমন কি, বিরোধিগণও প্রকাশ্য পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন *। তবে ইঁহারা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, সংক্ষেপে এ স্থলে তাহার সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই সকল আপত্তিকে এই কয়েক বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ—(১) আদেশ, (২) কুচবিহারের রাজার ব্রাহ্মত্ব বা অব্রাহ্মত্ব, (৩) বর কন্যার শরীর মনের বিবাহার্থ উপযুক্ততা বা অনুপযুক্ততা, (৪) বিবাহপদ্ধতি, (৫) বাগ্দান, (৬) বিবাহকালে পৌত্তলিকতাদোষসংস্রব।

(১) আদেশ

আদেশসম্বন্ধে এই সময়ে প্রকাশ্য আন্দোলন উপস্থিত। বিবাহের বৃত্তান্ত-পাঠানন্তর ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকা এই আদেশবাদের বিরুদ্ধেই লেখনী চালনা করেন। ইনি বলেন, আদেশবাদ অতি ভীষণ মত, ইহার দোহাই দিয়া

* "Suffice it to say that the protesters thought, the whole Brahmo public thought, Babu K. C. Sen to have fallen into a grave mistake, but no one ever attributed any base motive for his action."—*Brahmo public Opinion, April 18, 1878.*

যে কোন প্রকারের অন্যায় আচরণ ন্যায়াচরণ বলিয়া লোকে প্রতিপাদন করিতে পারে। যদি কেশবচন্দ্র বিনা সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হন, স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে আদেশের ছল করিয়া বিবিধ অনীতি অনুবর্ত্তন করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ষ্টেটস্‌ম্যান্ সম্পাদক যখন প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, তখন এরূপ কথা তাঁহার মুখে শোভা পায় নাই, কি প্রকারে বলা যাইবে? ওল্‌ডটেষ্টমেণ্টে আদেশের নামে যুদ্ধ বিগ্রহ শোণিতপাত সকলই ঘটিয়াছে। সুতরাং কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ যদি ওল্ডটেষ্টমেণ্টের আদেশবাদ হয়, তাহা হইলে ভয়ের বিলক্ষণ কারণ আছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র যে আদেশবাদ বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে নীতির কোন কালে অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। নীতির বিরোধী আদেশ আদেশমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, ইহাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ মত। এ আদেশ একা কেশবচন্দ্র পাইতেন, আর কোন ব্রাহ্ম পাইতেন না, তাহা নহে। বিবেকের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের আদেশসমাগম, ইহাতে সকল ব্রাহ্মেরই সমান অধিকার। অপরের আদেশপ্রাপ্তিতে অধিকার কেশবচন্দ্র এত দূর স্বীকার করিতেন যে, বিরোধিগণের প্রতিবাদসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যে কার্য্যে আদেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে প্রতিবাদিগণ ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? যদি তাঁহারা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উহার সম্মাননা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, অন্যথা আদেশের বিরুদ্ধে মানবীয় বুদ্ধির কথা শ্রবণ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিরোধিগণ তৎকালে আদেশবাদেরই বিরোধী ছিলেন, আদেশের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করাকে অন্যায় মনে করিতেন; সুতরাং তাঁহারা আদেশ পাইয়া প্রতিবাদ করিতেছেন, ইহা বলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

কেশবচন্দ্র স্বীয় কন্যার বিবাহসম্বন্ধে আদেশ পাইয়াছেন, এ কথার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ না করিয়া, ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতে পারেন না, কেন পারেন না, তাহারই বিচার বিরোধিগণ উপস্থিত করিয়াছেন। যখন বর ও কন্যার এখনও উপযুক্ত বয়স হয় নাই, উভয়ের বিবাহোপযোগী শিক্ষাদির অভাব আছে, বরের ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসসম্বন্ধে স্পষ্ট সংশয়, তখন ঈশ্বর কি প্রকারে আদেশ দিবেন, বিবেক বিবাহে সায় দিবেন ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা

আদেশপ্রাপ্তি একান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, বিচার করিয়া, মন যে সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সিদ্ধান্তই যদি আদেশ হয়, তাহা হইলে বিরোধিগণের প্রদর্শিত যুক্তির অর্থ থাকে। .আদেশপ্রাপ্তি যুক্তিবিচারসাপেক্ষ নহে। আদেশ পাইলে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যুক্তিবিচারের বিরোধী নহে, উহার মধ্যে যুক্তি বিচার সকলই পূর্ণ মাত্রায় অন্তর্ভূত হইয়া আছে। অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ দিব কি না? এ প্রশ্ন ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিলে, যদি তিনি বলেন, 'অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ দাও', তাহা হইলেই জানিতে পাওয়া গেল, এ বিবাহের বিরোধে কোন যুক্তি বিচার নাই, থাকিলে কখন ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতেন না। আদেশ প্রাপ্ত হইলে, যে যে স্থলে যুক্তি ও কারণ সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সে স্থলে ক্রমিক আলোক লাভ দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত করিয়া দিয়া, যুক্তি ও কারণ বুঝিয়া লওয়া, ইহাই আদেশবাদের পন্থা। আদেশপ্রতিপালনের পন্থা অন্বেষণেও এই প্রকার নিয়ম। সুতরাং কেশবচন্দ্রের কার্য্যপ্রণালীতে বিরোধিগণ যদি এরূপ ক্রমিক যত্ন দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা আদেশবাদের কোন প্রকারে বিরোধী নহে।

(২) কুচবিহারের রাজার ব্রাহ্মত্ব বা অব্রাহ্মত্ব

বিরোধিগণ কুচবিহারের রাজার অব্রাহ্মত্বের বিশেষ প্রমাণ এই উপস্থিত করেন যে, মান্দ্রাজের একটী কন্যার সঙ্গে রাজার হিন্দুবিবাহ হওয়া স্থির হইয়া যায়। যদি সে বিবাহ না ভাঙ্গিত, তাহা হইলে রাজা হিন্দুমতে বিবাহ করিতেন। তিনি হিন্দুমতে বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলেও, যখন অনেকে ব্রহ্মসমাজমধ্যে অনুষ্ঠানে হিন্দু আছেন, তখন এ যুক্তি উপস্থিত করিয়া রাজার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, ইহা সপ্রমাণ হয় না। ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আনুষ্ঠানিক ও নিরনুষ্ঠানিক। যাঁহারা নিরনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, তাঁহারা যদি পূর্ব্বে কোন কোন অনুষ্ঠান হিন্দুমতে করিয়া শেষে ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে কে আর তাঁহাকে আদরের সহিত আনুষ্ঠানিক দলে গ্রহণ

করিতে প্রস্তুত নহেন? এক বার অনুষ্ঠান করিয়া, আবার অনুষ্ঠান না করেন, এ সংশয় করিয়াই বা কে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন? অনেক ব্রাহ্মের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে দেখিয়াও, সর্ব্বদা আমাদিগকে, নিরনুষ্ঠানিকগণকে অনুষ্ঠানে অগ্রসর দেখিলে, তখনই গ্রহণ করিতে হয়; পরে তাঁহার ঠিক থাকা না থাকার জন্য তিনি দায়ী। কেশবচন্দ্র নিরনুষ্ঠানিক বরকে এই বিশ্বাসে কন্যা দান করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আনুষ্ঠানিকই থাকিবেন। প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, কেশবচন্দ্রের এরূপ বিশ্বাস করা কিছু অসঙ্গত হয় নাই।

বাজা "ব্রাহ্মস্বভাববিশিষ্ট" এ কথার অর্থ বিরোধিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মস্বভাবই বা কি, অব্রাহ্মস্বভাবই বা কি? মানবসাধারণ স্বভাবই কি ব্রাহ্মস্বভাব নহে? এ সকল কুটিল প্রশ্ন সহজে মনে উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবস্বভাব ব্রাহ্মস্বভাব হইলেও, জনসমাজে স্বভাবের বিকারেরই নিতান্ত আধিক্য। যেখানে স্বভাব অবিকৃত আছে, বিনয় ও নিরহঙ্কার আছে, বিষয়ানুরাগের অল্পতা বিদ্যমান, সেখানে 'ব্রাহ্মস্বভাববিশিষ্টতা' আমরা সহজে দেখিতে পাই। রাজাতে যে আজ পর্য্যন্তও সে স্বভাবের অভাব হয় নাই, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা ইহার প্রমাণ দিবেন। "রাজা যে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বর-বাদী 'থিইষ্ট', তাহা লিখিয়া দিতে হইবে" এই নিবন্ধনটি সম্বন্ধে বিরোধিগণ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, লিখিয়া দিলেই কি কেহ ব্রাহ্ম হয়? 'লিখিয়া দিলেই ব্রাহ্ম হয়' এই নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন হইল প্রচলিত আছে। 'আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করি,' এই কথাগুলিতে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া কত ব্যক্তি ব্রাহ্ম হইয়াছেন, ইহা আর কে না জানেন? রাজা যদি সেইরূপ লেখায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে? ভবিষ্যতে যদি তিনি আপনার লেখামত বিশ্বাস রক্ষা না করেন, এ সংশয় করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে কাহাকেও আর গ্রহণ করিবার উপায় থাকে না; পঁচিশ বৎসর এক জন ব্রাহ্ম থাকিয়া, পরে বিশ্বাস জ্ঞাপন করিলে, তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। রাজা পূর্ব্বে কোন দিন ব্রহ্মমন্দিরে আসেন নাই,

উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, এ আপত্তিও প্রচুর নহে। রাজা কখন পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন না, অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন, শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া গিয়া একেশ্বরে বিশ্বাস স্থিরতর হইয়াছে, ইহা জানিলেই যথেষ্ট।

(৩) বর ও কন্যার শরীর মনের বিবাহার্থ উপযুক্ততা বা অনুপযুক্ততা

এখানে বয়স ও শিক্ষা এ উভয়সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইতেছে। এ কথা ঠিক যে, কন্যার চতুর্দ্দশ এবং বরের অষ্টাদশ বর্ষের কথা দূরে, ষোড়শ বর্ষও পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের আইনে ন্যূন পক্ষে যে বয়স ধরা হইয়াছে, তাঁহাও এখানে যখন পূর্ণ হইল না, তখন অপূর্ণ বয়সে বিবাহদান অবশ্য গর্হিত মনে হইতে পারে। গর্হিত মনে হয় বলিয়াই, কেশবচন্দ্র প্রথমে বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট যখন অঙ্গীকার করিলেন, এ বিবাহ বিবাহ নহে, অর্থাৎ বর কন্যার স্বামি-স্ত্রীরূপে একত্র বাসের হেতু হইবে না, তখন আর কেশবচন্দ্রের আপত্তি করিবার কারণ অল্পই থাকিল। গবর্ণমেণ্ট এ অঙ্গীকার না করিলে, তিনি কুচবিহারের অপর কাহারও অঙ্গীকারে ঈদৃশ সম্মতি কখন দিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, গবর্ণমেণ্ট যে অঙ্গীকার করিবেন, সে অঙ্গীকার অবশ্য প্রতিপালিত হইবে। লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিউর, ডেলিনিউস এবং ইংলণ্ডের অনেকগুলি পত্র বয়সের অল্পতা-সত্ত্বেও বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং এইরূপ বলেন যে, যে স্থলে "একটী রাজ্যের ভাবী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে" সে স্থলে "বয়সবিবেচনায় যদি কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার উপরে নিপতিত হইত।" কেশবচন্দ্রের এইরূপ মতবশতই তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন, অথচ বাগ্দান-স্বরূপ বিবাহ না দিয়া রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারেন না বলিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, তখন কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের কথা রক্ষা করিলেন, ইহাতে কোন দোষ স্পর্শিতেছে না। বয়সের নিয়ম কার্য্যতঃ রক্ষা করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট যখন এ অঙ্গীকার করিলেন, তখন কুচবিহারে যখন বিবাহের আইন খাটে না, তখন সে দেশের সম্পর্কে বয়সের বিচার অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মগণ মধ্যে

ইতঃপূর্ব্বে অপূর্ণ বয়সে অনেক বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার নিবন্ধন ছিল যে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বরকন্যা স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মবিবাহের উদীচ্যকর্ম্মে এই নিয়মের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, পর সময়ে এ নিয়ম ব্রাহ্মগণ স্বতঃ রক্ষা করিবেন, ইহা জানিয়া আর কন্যার সম্মুখে তাদৃশ কথা উচ্চারিত হইত না। কোন কোন বিবাহে এরূপ কথা উচ্চারিত হয় নাই, প্রতিবাদিগণের ইহা বলিয়া দোষ ধরিবার কোন কারণ নাই। যে দুই বিবাহ তাঁহারা দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একটি বিবাহে কন্যা যৌবনলক্ষণাক্রান্তা ছিলেন, অপর বিবাহে বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ ঘটে নাই।

পাত্র পাত্রীর বিবাহের উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছিল কি না? এ প্রশ্ন লইয়া বিচার অনধিকারচর্চ্চা। কেশবচন্দ্র কন্যার বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করেন নাই, বিবাহসম্বন্ধে তিনি সম্যক্ প্রকারে ভগবানের উপর নির্ভর করিতেন, এ কথার সহিত তিনি কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন নাই, ইহার কোন যোগ নাই। বিবাহের জন্য শিক্ষা এবং বিদ্যাদি শিক্ষা এ দুয়ের কি কোন পার্থক্য আছে? বিদ্যাদি শিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তি বিকাশ লাভ করে, সর্ব্বপ্রকারের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি বিবাহসম্পর্কীণ কর্ত্তব্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না? চতুর্দ্দশ বৎসরের কয়েক মাস বাকি ছিল, ইহাতেই কি শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল? এবং সেই কয়েক মাস পূর্ণ হইলেই কি শিক্ষা পূর্ণ হইত? ফলতঃ কেশবচন্দ্র চিন্তিত সংসারী ছিলেন না বলিয়া, আপনার কন্যার শিক্ষা ও উপযোগিতাবিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মনুষ্যপ্রকৃতির গভীরতম স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, এক জনের চরিত্র ও মনের গতি বুঝিয়া লইতেন; তিনি আত্মকন্যার চরিত্র, মন ও উপযোগিতা জানিতেন না, এ কথা বলা সাহসিকতা। কেশবচন্দ্র যে উপযোগিতা আপনার কন্যার ভিতর দেখিয়াছিলেন, সে উপযোগিতাবিষয়ে যে তাঁহার ভ্রম হয় নাই, তাহা পর সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। রাজার বিবাহের উপযোগিতা ছিল কি না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিফল। রাজপরিবারে বিবাহসম্বন্ধে উপযোগিতা অন্য সমুদায় পরিবারের ব্যক্তি হইতে সত্বর উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ আছে। এ কালের কথা দূরে, মহাভারতের সময়েও বিশেষ স্থলে ষোড়শবর্ষীয়

রাজতনয়ের বিবাহ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রাজাকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত জানিয়াই, বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া শিক্ষার পূর্ণতা-সাধন জন্য ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে আর এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কে প্রয়োজন দেখা যায় না।

(৪) বিবাহপদ্ধতি

পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ হিন্দুপদ্ধতি ব্রাহ্মপদ্ধতি কি না, এ প্রশ্ন শুনিতে নিতান্ত গুরুতর; কিন্তু মূল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তত গুরুতর মনে করিবার কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মবিবাহ যৌবনবিবাহ, এ জন্য পদ্ধতি কিছু বিশেষ করিতে হইয়াছে, যেমন উভয়ের সম্মতিগ্রহণ। উদ্বাহপ্রতিজ্ঞার * প্রথমাংশ আইনের অনুরোধে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে, আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুপদ্ধতি হইতে বরণাদির মধ্যে যে সকল পৌত্তলিকতাংশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, "এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন," এ স্থলে হিন্দুবিবাহপদ্ধতিতে অর্ঘ্য দেবতা, এবং সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া জামাতা বলেন, "হে অর্ঘ্য, তুমি অন্নের দীপ্তিস্বরূপ, আমি যেন তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিস্বরূপ হই।" "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক" এ মন্ত্র হোমান্তে জামাতা যখন অন্ন গ্রহণ করেন, সেই স্থল হইতে গৃহীত হইয়াছে। এ স্থলে বৈদিক অন্নদেবতার প্রাধান্য। দেবসন্নিধানে প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে সে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া এই মন্ত্রটি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের সঙ্গে আর একটি মন্ত্র সংযুক্ত করা হইয়াছিল, সেটি সপ্তপদীস্থানে পঠিত হইত, "আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থিতি করুক, আমার চিত্তের মত তোমার চিত্ত হউক।" এই মন্ত্রটির মধ্যে বৃহস্পতির নিকটে প্রার্থনা আছে। কলিকাতাসমাজ 'বৃহস্পতি' শব্দের স্থলে 'ধর্ম্মাবহ' শব্দ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এরূপ শব্দপরিবর্ত্তন ধর্ম্ম ও সত্যসঙ্গত নয় বলিয়া,

* উদ্বাহপ্রতিজ্ঞায় কন্যা পাত্রের নাম উল্লেখ করেন, ইহা বর্ত্তমান লৌকিক ব্যবহারে অহিন্দু বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বিবাহপদ্ধতিতে ধ্রুবতারা দেখাইবার পর কন্যা যখন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, পতিকুলে ধ্রুবতারার ন্যায় অচল হইয়া থাকিব, তখন তাহাতে 'আমি অমুকের অমুকী' বলিয়া নামোল্লেখ করার প্রথা আছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতিতে ঐ মন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। "তুমি আমার সখা হও, আমি তোমার সখী হই" এ মন্ত্রটি সপ্তপদগমনানন্তর যে আশীর্ব্বাদ উচ্চারিত হয়, তদনুরূপ করিয়া নূতন রচিত। এ মন্ত্রের দেবতা কন্যা, কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে তাদৃশ দেবতার কোন সংস্রব নাই। ভারসম্প্রদান যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ হয়, উহাও হিন্দুবিবাহের পদ্ধতিসঙ্গত। পূর্ব্বে ইহাতে কিছু ইতর বিশেষ ছিল না, কলিকাতাসমাজের পদ্ধতিতে উহা অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কন্যাসম্প্রদান ও গোত্রাদির উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন না কন্যা দানীয় সামগ্রী নহেন, গোত্রাদি নিতান্ত অনিশ্চিত বিষয়। ব্রাহ্মবিবাহে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া যে মন্ত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কুচবিহারবিবাহে হিন্দুবিবাহের পৌত্তলিকতাংশ বিসর্জ্জন করিয়া, পদ্ধতি স্থির করাতে কি যে ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, যাঁহারা হিন্দুবিবাহপদ্ধতির আদ্যন্ত সমালোচনা করিবেন, তাঁহাদের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের যে উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিবাহের প্রায় সকল মন্ত্রগুলি বৈদিক। বৈদিক মন্ত্রের একটি বর্ণের স্খলন হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, ইহা সকল হিন্দুর বিশ্বাস। "মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ,"—স্বরবর্ণে হীন হইলে বা মিথ্যাপ্রয়োগ করিলে কেবল সে অর্থ হয় না, তাহা নহে, "স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি"—সেই বাগ্বজ্র যজমানকে হিংসা করে। বৈদিক মন্ত্রগুলিকে উড়াইয়া দিয়া বা ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দুবিবাহ থাকিতে পারে, ইহা কোন প্রকারে কোন হিন্দু বলিতে পারেন না। কেশবচন্দ্র ও গবর্ণমেণ্ট কুচবিহারবিবাহে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কিরূপ আঘাত করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রতিবাদিগণ মনে করিয়াছেন, বিষ্ণুশব্দের স্থলে ব্রহ্মশব্দ (ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিত হয় নাই, ঈশ্বরশব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল) পরিবর্ত্তন করা আর একটা বিশেষ কি? হিন্দুবিবাহ-পদ্ধতিতে গ্রন্থিবন্ধনে ও সপ্তপদীগমনের মধ্যে বিষ্ণুশব্দ আছে, অন্যত্র বিষ্ণু-শব্দের প্রয়োগ নাই। বিবাহমন্ত্রসমুদায়ের প্রধান দেবতা—সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, প্রাতঃসন্ধ্যা, দিবা রজনী, বায়ু, দিক্‌পতি পৃথিবী, আকাশচর দেবগণ, বিরাট্, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কাম,

অগ্নি, দ্যুলোক, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেবা, পূষা, কন্যা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, ধ্রুব ! এক পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জনপ্রতিজ্ঞায় এতগুলি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা বহিষ্কৃত, অবমানিত, ধিক্কৃত হইয়াছে, ইহা কি সামান্য কথা !

বিবাহপদ্ধতির অস্থিরাবস্থায় কুচবিহারে গমন করিয়া কেশবচন্দ্র আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন, ইটি তাঁহার পক্ষে বিবেচনার কার্য্য হয় নাই, এ ভ্রম অনেকেরই মনে রহিয়াছে। "সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" ধর্ম্মতত্ত্বে ও তাহার অনুবাদ মিরারে যখন বাহির হয়, তখন ভ্রমক্রমে একটি টেলিগ্রামের কোন উল্লেখ হয় না। পরিশেষে পর পক্ষের ধর্ম্মতত্ত্বে ঐ ভ্রম সংশোধিত হয়। এখনও পদ্ধতি স্থির হয় নাই, এই কথার প্রতিবাদের উত্তর রবিবার অপরাহ্নে কুচবিহার হইতে এইরূপ আইসে যে, আপনি আমাদের প্রতিনিধির নিকটে প্রচলিত হিন্দুরীতি যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে ইতিপূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই রূপ করা হইবে। দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা ব্রাহ্মগণের প্রতি নিবেদনের ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর সংশোধন ইংরাজীতে অনুবাদিত দেখিতে পান নাই। সুতরাং পরসময়ে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের জীবন লিখিয়াছেন, তাঁহারাও কেশবচন্দ্রের বিবেচনার কার্য্য হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যখন সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে, এরূপ টেলিগ্রাম কুচবিহার হইতে সমাগত হইল, তখন আর তথায় গমন করিবার কি বাধা থাকিতে পারে ? পদ্ধতি অনির্দ্ধারিত থাকিবার অবস্থায় গেলে অবশ্য সাহসিকতা হইত, কিন্তু যখন সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে, ইহা কেশবচন্দ্র জানিতে পাইলেন, তখন আর কে তাঁহার প্রতি অবিমৃষ্যকারিতার দোষারোপ করিতে পারে ?

(৫) বাগ্দান

হিন্দুগণের বিবাহমাত্রই বাগ্দান, কেন না বিবাহের পরই স্বামিস্ত্রীভাব হয় না, প্রতিবাদিগণ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বাগ্দান যে একটা বিশেষ কিছু নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে বিবাহ-ব্যাপার যে বাগ্দান স্বরূপ রক্ষিত হয়, ইহা অনেকটা বলা যাইতে পারে ; কিন্তু বঙ্গদেশে ত্রিরাত্রির পরই যে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা আর কে না জানেন ? বঙ্গদেশের এ বিষয়ে এমনই কুরীতি যে, তাহা স্মরণ করিলেও

ঘৃণা হয়। কুচবিহারপ্রদেশে এ সম্বন্ধে যে প্রকার অনীতি প্রচলিত, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, বিবাহকে বাগ্দানরূপে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কত দূর উচিত কার্য্য হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ বলপ্রকাশও ঘটিয়াছিল।

(৬) বিবাহকালে পৌত্তলিকতাদোষসংস্রব

এই বিষয়টি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার বিষয়। যখন কন্যাযাত্রী বিবাহসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, বিবাহমণ্ডপে ঘট ও বস্ত্রাচ্ছাদিত কি একটি পদার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। একতো ঘট দেখিলেই ভয় হয়, তাহার উপর আবার বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্তু, ইহাতে সহজেই মনে সংশয় উপস্থিত হইবার কথা যে, বিবাহমণ্ডপে পৌত্তলিক দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে। কোন প্রকার পৌত্তলিকতাসংস্রব না হয়, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ডিপুটি কমিশনার বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার নিকটে এই গভীর সংশয়ের কথা উত্থাপিত করা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ মণ্ডপস্থ প্রধান পণ্ডিতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, এ সকলের মধ্যে কোন পৌত্তলিক দেবতা আছে কি না? পণ্ডিত উহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, না, কোন দেবতা নাই; এ সকল যাহা সজ্জিত রহিয়াছে, ইহা দেশীয় প্রথানুসারে মাঙ্গলিক বস্তু। প্রধান পণ্ডিতের এরূপ উক্তিতে কন্যাপক্ষের কাহারও কাহারও মনে সন্তুষ্টি হইল না; তাঁহারা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ডেপুটি কমিশনার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া, ফিরুশিগণের সহিত এরূপ নির্ব্বন্ধের তুলনা করিলেন এবং বলিলেন, যখন পণ্ডিতেরা পৌত্তলিক দেবতা আছে, ইহা অস্বীকার করিতেছেন, মঙ্গলদ্রব্য ভিন্ন কিছু নাই বলিতেছেন, তখন আর কি করা যাইতে পারে?

বিবাহমণ্ডপে মঙ্গলদ্রব্য ছিল, পুত্তলিকা ছিল না, ইহাতে পৌত্তলিকতার সংস্রব ঘটিল না, মানা গেল; কিন্তু বরের হোমস্থলে উপস্থিতি, ইহা কি পৌত্তলিকতাসংস্রব নহে? রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক, তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীন, সুতরাং আজ্ঞাপালনার্থ হোমস্থলে বসিতে বাধ্য হইলেন হউন; কিন্তু এ বসাতে হোম সিদ্ধ হইল কি না, এবং হোম সিদ্ধ হওয়াতে পৌত্তলিকতার দোষ সমুদায় বিবাহে সংক্রান্ত হইল কি না? কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ এই দুই

পক্ষের কোন এক পক্ষ এইরূপে পৌত্তলিকতার দোষসংসৃষ্ট হইলে, অন্য পক্ষেও কি সে দোষ আসিয়া স্পর্শ করিল না? দোষ স্পর্শ করিবে কি প্রকারে? এ অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানই নয়, কেবল সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ ও মিথ্যা কপটাচার। কন্যা হোমে যোগ না দিলে, হোম কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। হোমকালে যতগুলি অনুষ্ঠানের বিষয় আছে, তন্মধ্যে এমন একটিও কিছু নাই, যাহার মধ্যে কন্যা উপস্থিত না থাকিলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে। এই অনুষ্ঠানটি বরপ্রধান নহে, কন্যাপ্রধান। কন্যা যজ্ঞ না করিলে, ভার্য্যাত্বই সিদ্ধ হয় না। কুচবিহারের রাজা অনার্য্যজাতি, হোমে তাঁহার কি অধিকার? ব্রাহ্মণগণ হোম করিলেই হইল, এ কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই; কেন না শূদ্রজাতির বিবাহে হোম হয় না, সপ্তপদী-গমন নাই, অথচ তাঁহাদিগের বিবাহেও অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কন্যার অঞ্জলি দ্বারা অগ্নিতে লাজ (খৈ) বিসর্জ্জন করাইতে হয়। এই লাজবিসর্জ্জন বিনা ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, সম্প্রদানাদি কিছুই স্থির থাকে না, দোষ দেখাইয়া বিবাহ ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে; লাজবিসর্জ্জন হইয়া গেলে, আর বিবাহ কদাপি ভঙ্গ হয় না। কুচবিহারের বিবাহে হোমানুষ্ঠান একটি বৃহৎ বঞ্চনার ব্যাপার। যদি কোন সন্তাপের কারণ থাকে, তবে সে সন্তাপের কারণ এই যে, এরূপ বঞ্চনা স্বয়ং কর্ত্তৃপক্ষ হইতে দিলেন, ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুমোদন করিলেন। এ যে কিছুই হইল না, কন্যাপক্ষ জানিতেন, কিন্তু জানিয়াও তাঁহাদিগকে এই মিথ্যাচরণের জন্য সন্তপ্ত হইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সকলেই দুঃখিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক, কন্যা বিনা হোমক্রিয়া সিদ্ধ হয় কি না? দণ্ডপ্রণয়ন অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥
৮অ, ২২৬ শ্লোক।

এই বচন দ্বারা আমরা এই পাইতেছি যে, হোমসংযুক্ত পাণিগ্রহণিক মন্ত্রগুলি কন্যাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং কন্যা না থাকিলে মন্ত্রগুলি নিষ্ফল হয়।

কেন না লাজবিসর্জ্জন দ্বারা কন্যাই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করেন। টীকাকার কল্লূক বলিয়াছেন :—

'অর্য্যমণং দেবং অগ্নিমযক্ষত' ইত্যাদি বৈবাহিকা মনুষ্যাণাং মন্ত্রাঃ কন্যাশব্দশ্রবণাৎ কন্যাস্বেব ব্যবস্থিতা নাকন্যাবিষয়ে কচিৎ শাস্ত্রে ধর্ম্ম্যবিবাহসিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতাঃ।

" 'অর্য্যমা দেব অগ্নিকে (কন্যাগণ) পূজা করিয়াছেন' ইত্যাদি মানবগণের বৈবাহিকমন্ত্রে কন্যাশব্দ শুনাতে, উহারা কন্যাগণেতেই ব্যবস্থিত, কন্যা না * থাকিলে কোথাও ধর্ম্ম্যবিবাহসিদ্ধির জন্য উহারা ব্যবস্থিত হয় নাই।" কন্যা লাজ-বিসর্জ্জন দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে যে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, মনু তাহা আপনি বলিয়াছেন :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃসপ্তমে পদে ॥
৮অ, ২২৭ শ্লোক।

টীকা—বৈবাহিকা মন্ত্রা নিয়তং নিশ্চিতং ভার্য্যাত্বে নিমিত্তম্। তৈস্তৈর্যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈর্ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ। তেষাস্তু মন্ত্রাণাং 'সখা সপ্তপদী ভব' ইতি মন্ত্রেণ কন্যায়াঃ সপ্তমে দত্তে পদে ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমাপ্তির্ব্বিজ্ঞেয়া। এবঞ্চ সপ্তপদীদা ৎ প্রাক্ ভার্য্যাত্বানিষ্পত্তিঃ, সত্যানুশয়ে ত্যাগ্যাৎ নোর্দ্ধম্।

"বৈবাহিক মন্ত্রগুলি নিশ্চিত ভার্য্যাত্ব সম্পাদন করে। যথাশাস্ত্র সেই সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয়। সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে সখা সপ্তপদী ভব' এই মন্ত্রের দ্বারা কন্যাব সপ্তম পদ প্রদত্ত হইলে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয়, এ জন্য শাস্ত্রকারেরা (ইহাকে) বিবাহসমাপ্তি বলেন; সুতরাং সপ্তপদীদানের পূর্ব্বে ভার্য্যাত্ব যখন নিষ্পন্ন হয় না, তখন যদি (দোষ জানিয়া) পশ্চাত্তাপ হয় ত্যাগ করিবে, (সপ্তপদী হইয়া গেলে) আর (ত্যাগ) হয় না।" বৈবাহিক মন্ত্রগুলির একটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই সকলে দেখিতে পাইবেন, উহাতে ভার্য্যাত্ব সম্পন্ন হয় কেন?

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতি গাহেমহি দ্বিষঃ।

---

* 'কন্যা না থাকিলে' কন্যকাবস্থা না থাকিলে, এ প্রকার অর্থ এ স্থলে হইলেও, বিবাহার্থিনীর উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা যথাযথ এ বচনেও রহিয়াছে।

"এই কন্যা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিয়া বৈবাহিক ব্রতে উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। হে কন্যে, যেমন জলধারা তৃষ্ণা বিনাশ করে, সেইরূপ তোমার সহিত আমরা শত্রুদিগকে আক্রমণ করিব।" পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন এবং বৈবাহিক ব্রতে উত্তীর্ণ হওয়া ভার্য্যাত্ব-নিষ্পাদন প্রদর্শন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কন্যাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দান না করিলে, কেশব-চন্দ্র কন্যার বিবাহ দিতেন না; সুতরাং কন্যাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়াও বিবাহ সিদ্ধ হইল, ইহা বলা আত্মপক্ষসমর্থনমাত্র। 'বেঙ্গল আড-মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে' লিখিত হইয়াছেঃ—The ordinary Hindoo ceremony was modified so as to meet the wishes of Baboo Keshub Chunder Sen; but the fact that Brahmins consented to perform it shows that the marriage was recognised by the Hindoos as orthodox.—"বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন জন্য প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণগণ অনু-ষ্ঠান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন এই ব্যাপারই দেখায় যে, হিন্দুগণ কর্ত্তৃক এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত।" গবর্ণমেণ্ট এখানে আত্মপক্ষসমর্থন করিতে-ছেন, বিচারক হইয়া বিচারাসনে বসেন নাই। কোন্ হিন্দুবিবাহ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন না হইয়া থাকে, অথচ বিচারকালে আদালত দেখেন যে, অনুষ্ঠানে যথাশাস্ত্র লাজবিসর্জ্জন হইয়াছে কি না? যদি প্রমাণ হয় যে, যথা-শাস্ত্র উহা সম্পন্ন হয় নাই, বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যায়; ব্রাহ্মণগণ বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া, আদালত বিবাহ সিদ্ধ করেন না। সুতরাং ধর্ম্ম ও আদালতের বিচার এই উভয় অনুবর্ত্তন করিয়া বলিতে হয়, কুচবিহারের রাজা ব্রাহ্মত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাই সিদ্ধ রহিয়াছে, হিন্দুবিবাহ মূলেই দাঁড়ায় নাই।*

* Some difficulty was experienced in reconciling the Hindoo and Brahmo ceremonial forms; for as the Rajah is not a Brahmo, it was necessary to the legality of the marriage that the rites should be in accordance with the Hindoo religion.—*Bengal Administration Report. 1877-78.* এ কথাগুলি কথার কথা এবং কথায় কথাতেই পর্য্যবসন্ন হইয়াছে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যে ঈশ্বর কেশবচন্দ্রকে কন্যার বিবাহদানে আদেশ দিয়াদিলেন, সেই ঈশ্বরই তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। লোকতঃ তাঁহার নিন্দা তৎকালে ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মতঃ তিনি সে কালেও নির্দ্দোষ ছিলেন, এখনও নির্দ্দোষ, চিরদিনই নির্দ্দোষ পরিচিত হইবেন। সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটনা দেখিয়া বিচার করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব কি, হৃদয়ঙ্গম করে না; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে মনু ভালই বলিয়াছেনঃ—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥

১২ অ, ১১৩ শ্লোক।

"দ্বিজোত্তম, এক জন বেদবিদ্‌ও যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, উহাই পরমধর্ম্ম; দশ সহস্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহা ধর্ম্ম নহে।" বিবাহের পরদিন প্রাতে, কেশবচন্দ্র প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের নিকটে, ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন বলিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যে একান্ত সত্য, তাহা এখন সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন। কেশবচন্দ্র বন্ধুগণকে ইহাও বলিয়াছিলেন, লোকে এখন বিবাহের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত কথা বলিতেছে, সময় আসিবে, যখন ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে বিলক্ষণ জানেন, এই বিবাহ দ্বারা কুচবিহারে হিন্দুধর্ম্ম যে প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ যখন বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী বৈদিক দেবতাগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়া একেশ্বরবাদ রক্ষাপূর্ব্বক বিবাহদানে সম্মত হইলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতি কন্যাপক্ষের পুরোহিত উপাধ্যায়ের শাসনানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অনুমত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিলেন, হিন্দুবিবাহসিদ্ধির পক্ষে প্রধানাঙ্গ অগ্নিসাক্ষিত্বে কন্যাকে অনুপস্থিত থাকিতে দিয়া অশাস্ত্রবিহিত ব্যাপার করিয়া তন্মধ্যে বিবাহ অসিদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহারা নিজে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম বিপদাপন্ন করিয়া তৎকালে ও পর সময়ে কুচবিহারপ্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ের পন্থা খুলিয়া দিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কুচবিহারবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বিবাহ, ইহা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনি অবিপন্ন থাকিয়া

পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, ইহাই তৎপক্ষে গৌরবের বিষয়। কেশবচন্দ্র বিনা, ঈদৃশ ঘোর পরীক্ষা মধ্যে ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া, অপর কেহ উহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহার আশ্রয়, তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য ঘোর ষড়্‌যন্ত্র উপস্থিত হইলেও কিছু হয় না, কুচবিহারবিবাহে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে; কুচবিহারবিবাহে তত্রত্য পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত এবং তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ ঘটিল, ইহা ঈশ্বরেরই মহিমা।

৫৫

প্রতিবাদের পরিণাম

উত্তেজনাবশতঃ অভিমান ও অন্ধতা

আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছি, কুচবিহার বিবাহে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনি অবিপন্ন থাকিয়া, তত্রত্য পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।' আমরা ইহাও বলিয়াছি, 'সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটনা দেখিয়া বিচার করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব কি, হৃদয়ঙ্গম করে না,' সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে মনু ভালই বলিয়াছেন ঃ—

> একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ।
> স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥
>
> ১২ অ, ১১৩ শ্লোক।

"দ্বিজোত্তম এক জন বেদবিদ্‌ও যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, উহাই পরমধর্ম্ম, দশ সহস্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহা ধর্ম্ম নহে।" বিরোধিগণের সে সময়ের যে সকল লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল পাঠ করিয়া অমোদের কেন, তাঁহাদের অনেকেরই এখন ক্লেশ হইবে। কোন এক ব্যক্তিকে অপদস্থ কবিবার জন্য আগ্রহাতিশয় জন্মিলে, সত্যাসত্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ঘোর অন্ধতা উপস্থিত হয়, কূটপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এমন সকল সত্যবং প্রতীয়মান যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়, যাহাতে কেবল আপনার নহে, অপর শত শত লোকের চিত্ত কলুষিত হইয়া সত্য ও ধর্ম্ম তাহাদের চক্ষুর নিকটে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্যায় প্রতিবাদ চিরকালই এই কুফল বহন করিয়াছে ও করিবে। প্রতিবাদকারি-গণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ লোকের মুখে আমরা তজ্জন্য অনুতাপবাক্য শুনিয়াছি। আমরা সেই সময়ের ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছিলাম, "যেখানে উত্তেজনার কারণ আছে, সেখানে বিপরীত পক্ষের সত্যদর্শন নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার হইয়া পড়ে। উত্তেজনা মানুষকে অপরের বিষয় চিন্তা করিতে

অবসর দেয় না। কোন একটি কার্য্য, ব্যবহার, মত বা কথা মনকে উত্তেজিত করিলে, সেই উত্তেজিত অবস্থায় যদি কিছু তদ্বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদিগকে মনস্তাপে তাপিত হইতে হয়। যদি এই উত্তেজনার সঙ্গে মনুষ্যের অভিমান সংযুক্ত হয়, তবে পূর্ব্বোত্তেজনা আরও ভয়ানক আকার ধারণ করে। কেন না, উত্তেজনাতে কিছু করিয়া পশ্চাৎ যে পরিতাপ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, অভিমান সে পশ্চাত্তাপ জন্মিতে দেয় না। যদি পূর্ব্বযুক্তি খণ্ডিত হয়, অভিমান বিরুদ্ধ নূতন যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করে। বাস্তবিক ঘটনাকে উহা এমনি বিকৃত বেশে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে যে, রক্তপিত্তদূষিত চক্ষু যেমন নির্ম্মল আকাশে রক্তবর্ণ ঘটপট দর্শন করে, মন তেমনি উহার মধ্যে যে সকল বিষয় সংযুক্ত হইলে সদোষ প্রতীত হইবে, তৎসংযুক্ত দর্শন করে, অনেক সময়ে এমন হয় যে, কোন একটি শ্রুত বিষয়ের সেই সেই অংশ (বিরুদ্ধ ভাববশতঃ অমনোনিবেশ জন্য) বিস্মৃত হইয়া যাওয়া যায়, যে যে অংশ স্মরণ থাকিলে উহা কখন আপনার এবং অপরের নিকটে অন্যথা প্রতীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"(১) এই অংশ তাৎকালিক একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, কিন্তু উহা সে সময়ের সকল লিখিত ও কথিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিসম্বন্ধে বিলক্ষণ নিয়োগ হয়।

প্রতিবাদকারিগণের লেখা পাঠ করিলে যেমন একদিকে নিতান্ত ক্লেশ হয়, অন্য দিকে আবার সত্যের অপ্রতিহত শক্তি, চরিত্রের অপ্রতিহত গৌরব, কেমন বিরুদ্ধ কথার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে প্রস্ফুটাকারে প্রকাশ পাইতেছে, দেখিয়া আহ্লাদ জন্মে। কেশবচন্দ্রের 'বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা', 'ঈশ্বরনিষ্ঠা', 'স্বাবলম্বন', এগুলি বিরোধিগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই; কিন্তু এ সকল গুণ তাঁহারা এমনই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, যেন তজ্জন্যই তিনি অন্য লোকের সহিত এক হইয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহারা কেন বিচ্ছিন্ন হইলেন, তাহার মূল হেতু কেশবচন্দ্রের এই সকল মহদ্‌গুণ তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। প্রতিবাদকারিগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির লইয়া কি প্রকার অত্যাচার, কি প্রকার অভদ্রাচরণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে স্মৃতিলিপিতে তাহা সংক্ষেপে নিবদ্ধ

(১) ১৮০০ শকের ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বের ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'সত্যনিষ্ঠা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে।* সে সময়ের লিপি অবলম্বন করিয়া পুনরায় সে সকলের উল্লেখ পিষ্টপেষণ। সুতরাং সেগুলি প্রকৃত ভাবে এ অধ্যায়ের অন্তর্গত হইলেও, পরবর্ত্তী ঘটনাগুলিকেই আমরা ইহার বিষয় করিয়া লইলাম। বিচ্ছেদ— চিরবিচ্ছেদ ঘটিবার সূত্রপাত কি প্রকারে হয়, নিম্নে উদ্ধৃত পত্রগুলি তাহা প্রদর্শন করিবে।

বিচ্ছেদের সূত্রপাতসূচক প্রতিবাদকারিগণের পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর

"মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"সবিনয় নিবেদন,

"আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে এই

---

* এই বিদ্বেষভাব ঘনীভূত হইয়া শিবনাথের 'History of the Brahmo Samaj', 'The New Dispensation and the Sadharan Brahmo Samaj' (Madras Pamphlet) ও আত্মজীবনীর কতকাংশ, 'সোমপ্রকাশ' ও 'সমদর্শীর' কবিতা ও প্রবন্ধ সকল এবং অন্যান্য পুস্তিকা প্রসব করে।

পরবর্ত্তী কালে শিবনাথ অনুতাপানলে দগ্ধ হন, এই অনুতাপ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল। অনেক ভুল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁহার ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের বক্তৃতা সকল, তাঁহার লাহোরের ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বরের বক্তৃতা, এবং শেষ জীবনে লিখিত ডায়েরী (Diary) এই অনুতপ্ত অবস্থার ফল। এই Diaryর এক খণ্ড হইতে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীপ্রণীত "শিবনাথ-জীবনীতে" দেওয়া হইয়াছে, যে আদেশবাদ ও নববিধান লইয়া পূর্ব্বে শিবনাথ বিদ্রূপ করিয়াছেন, শেষ জীবনে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "গুরুকীর্ত্তনে" রহিয়াছে :—

"দেবেন্দ্রো ব্রহ্মবান্ ধীরো ব্রহ্মাস্বাদরসে রতঃ।
আদেশানুগতো ভক্তঃ কেশবো ব্রহ্মসাধকঃ॥
কেশবানুচরা ভক্তা যোগবৈরাগ্যভূষণাঃ।
বিজয়াঘোরগৌরাশ্চ কান্তিচন্দ্রাদয়স্তথা॥"

শ্রীমতী হেমলতা তাঁহার পিতার জীবনীর ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"শিবনাথের ডায়েরি এক অপূর্ব্ব জিনিস। আশা আছে, তাহা একদিন সকলে দেখিবে।" এ পর্য্যন্ত (১৩৪০ সাল) তাহা প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইত। উহা

অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর সত্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় আমাদিগের তিনটি বিষয় উত্থাপন করা হইবে। প্রথম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে থাকা উচিত কি না, স্থির করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে ট্রষ্টিনিয়োগসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাদি সংগঠন ও সংশোধন করিতে হইবে।

কলিকাতা } শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ } প্রভৃতি ২২ জন সভ্য।"

অগ্রে অপরাধ সাব্যস্ত না করিয়া, একেবারে অপরাধী স্থির করিয়া এই পত্র লেখাতে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রিকার এককোণে তিন কি চারি পংক্তিতে, অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সভা আহূত হইতে পারে, এই ভাবে গুটি-কয়েক কথা লিখিয়া পাঠান। প্রতিবাদকারিগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জা-কর। বিনা বিচারে নিরপরাধীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যে কেবল লজ্জাকর নয়, ধর্ম্ম ও নীতি-বিগর্হিত, এখন হয় তো তাঁহাদের অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, প্রতিবাদকারিগণ নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি (১৮০০ শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে লেখেন :—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

"মহাশয়!

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য

প্রকাশিত না হওয়ায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি ও সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যথেষ্ট অবিচার হইল। এই সম্বন্ধে আমরা, শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত "শিবনাথ-জীবনীর" ঊনবিংশ, বিংশ, এক-বিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ অধ্যায় এবং শিবনাথ-পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা (১৯১০)—যাহা "Keshub as seen by his opponents" by G. C. Banerjee (pp. 12-15, 110-122) পুস্তকে উদ্ধৃত—পড়িতে অনুরোধ করি।—(সং)

১৪ই মার্চ্চ দিবসের পত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদককে অনুরোধ করা হয়। যদিও সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয়, তথাপি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করাতে, আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, সে সভা এক্ষণে বন্ধ করা হইয়াছে। * অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া বাধিত করিবেন।

"উক্ত সভার বর্ত্তমান সম্পাদকের পদস্থ থাকা উচিত কি না, স্থির করিতে হইবে এবং তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে একটী কমিটী নিয়োগ করিতে হইবে। ২৭শে চৈত্র, ১৭৯৯ শক (৮ই এপ্রেল, ১৮৭৮ খৃঃ)।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ২৯ জন।"

এই পত্রের উত্তরে যে সকল কথা লেখা প্রয়োজন, আপনি কেশবচন্দ্র আপনার হইয়া সে কথা কিরূপে লিখিবেন, সুতরাং সভার পূর্ব্বাপর নিয়ম অনুসারে সহকারী সম্পাদক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রের উত্তর দেন। পত্রখানি (১৮০০ শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ
সমীপে—

"সবিনয় নিবেদন,

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভা আহ্বানসম্বন্ধে আপনাদের ২৭শে চৈত্র দিবসীয় পত্র সম্পাদক মহাশয় গত কল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাকে ঐ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনারা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লেখা হেতু, আমি উহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপ্রেরণ করি। আপনারা বর্ত্তমান পত্রে ঐ অপবাদের কথা

* সভা আহ্বানে বিজ্ঞাপন দিয়া উহা বন্ধ করা সেই সভাসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সভায় কেশবচন্দ্র আপনার পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন, উদ্দেশ্য ছিল। ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিবাদকারিগণের অভদ্রাচরণে সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিঘটিত হইয়া যায়।

যে বিলোপ করিয়াছেন, ইহাতে আমি সন্তোষ হইলাম। আপনারা এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসাধ্য। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বঙ্গে, হায়দরাবাদ, মান্দ্রাজ, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা দূর প্রদেশে বিস্তৃত আছেন; তাঁহাদিগকে এক সপ্তাহের মধ্যে সংবাদ দিয়া কলিকাতায় একত্র করা আপনারা কখন সম্ভব মনে করিতে পারেন না, এবং কেবল কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের কতিপয় ব্রাহ্ম লইয়া কোন গুরুতর বিষয় মীমাংসা করাও, বোধ করি, আপনারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবেন না। সামান্য নির্ব্বিবাদ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সত্বর সভা ডাকিলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় না। কিন্তু যে বিষয় লইয়া আপনারা সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় এত আন্দোলন ও বিবাদ করিয়াছেন এবং যাহাতে উভয় পক্ষের কথা স্থিরভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক, এমন কোন প্রস্তাব অবধারণ করিতে হইলে ভাবতবর্ষস্থ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। প্রতিবৎসরে নিয়মানুরূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং উহাতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়। যদি কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা আপনাদিগের অভিপ্রেত হয়, আগামী মাঘ মাসে সাম্বৎসরিক সভায় আপনারা ঐরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন। যদি আপনারা তত দিন বিলম্ব করিতে না পারেন এবং সভা আহ্বানের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি দোষের জন্য বর্ত্তমান সম্পাদককে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক এবং কি কি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে আপনারা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমাকে সত্বর লিখিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু বিজ্ঞাপন মধ্যে এ কথা সাধারণের গোচর করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে। আপনাদের পত্র পাইলে আগামী আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিতে চেষ্টা করিব। ৩রা বৈশাখ, ১৮০০ শক (১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৮ খৃঃ)।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহকারী সম্পাদক।"

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে এ পত্রের এইরূপ উত্তর দেন:—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সহকারী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"মহাশয়!

"আমাদের ২৭শে চৈত্র দিবসীয় পত্রের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, আপনি আমাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন, তাহা সম্পাদকের জ্ঞাতসারে ও আদেশক্রমে দিয়াছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আপনার পত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। দ্বিতীয়তঃ আপনার পত্রের মধ্যে কয়েকটা কথা দেখিয়া আমরা বিশেষ বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ব্ব পত্রে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লিখিয়াছিলাম; আপনি একা যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী জ্ঞান করেন, অথবা আমাদের কেহ যদি তাঁহাকে দোষী মনে করেন, তাহা দ্বারা তো কোন মীমাংসা হইতে পারে না। সে পক্ষে অধিকাংশ সভ্যের মত নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই জন্যই সভা আহ্বানের আবশ্যক। এরূপ স্থলে যে সকল বিষয়ের জন্য অনেক ব্রাহ্ম দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং আপনাদের উক্তি অনুসারে যে সকল বিষয় অনেক পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে, আমাদের পত্রে সেই সব বিষয়েরই উল্লেখ করাতে যে আপনি এইরূপ কঠিন ভাষা ব্যবহারে সাহসী হইয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের পূর্ব্বপত্রে সম্পাদক মহাশয়ের নামে যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবার তাহার বিলোপ করা হইয়াছে বলিয়া আপনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সন্তোষ-প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। আমরা সম্পাদককে নির্দ্দোষী বলিতেছি বা তাঁহাকে দোষী বলিতে সাহসী নই, এরূপ নহে; দোষের উল্লেখ অনাবশ্যক বোধে দ্বিতীয় পত্রে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সে যাহা হউক, আপনি যে কারণে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। প্রথমতঃ আপনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, এক সপ্তাহ কালের মধ্যে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া সমবেত করা অসাধ্য ও অসম্ভব। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনারাই কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক

এই প্রশ্নেরই বিচারের জন্য প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে একসপ্তাহ কালেরও সময় দেওয়া হয় নাই। আমরা আমাদের দ্বিতীয়পত্র-প্রেরণের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সম্পাদক-পরিবর্ত্তনবিষয়ে মফঃস্বলস্থ সমাজসকলকে মত প্রকাশ করিতে লিখিয়াছি * এবং সভা আহ্বানের অভিপ্রায়ও জানাইয়াছি। এক্ষণে সভা আহ্বান করিলে সংবাদ না পাইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষ যদি নিতান্ত সকলের অবগতির জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে তিন সপ্তাহের সময় দিলেই যথেষ্ট বোধ হয়; কারণ ভারতবর্ষে এমন কোন সমাজ নাই, যেখানে সপ্তাহকালের মধ্যে পত্র না যায়।

"২। মাঘমাসের সভায় যে সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে সাধারণতঃ কর্ম্মচারিনিয়োগ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যটী বিশেষ কার্য্য, এজন্য বিশেষ সভা আহ্বান অযুক্ত নহে।

"৩। আমরা কি দোষের জন্য সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে চাহি, আমাদের প্রথম পত্রে প্রকাশিত আছে, পুনরুল্লেখ পুনরুক্তিমাত্র। তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছি। আমরা বিবেচনা করি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মতের বিরুদ্ধাচরণ ও বাল্যবিবাহের পোষকতা করিয়াছেন এবং বিবাহস্থলে বরপক্ষের আপত্তিতে নিজের পরিবর্ত্তে স্বীয় ভ্রাতাকে সম্প্রদানকার্য্যে ব্রতী করিয়া, রাজকুলপুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠের অনুমতি দিয়া, বরপক্ষ কোন কোন পৌত্তলিকতাচরণ করিবেন জানিয়াও সে বিবাহে সম্মত হইয়া, বিবাহস্থলে পৌত্তলিকতার চিহ্ন স্থাপনাদি-সত্ত্বেও বিবাহে যোগ দিয়া এবং বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহের অঙ্গসকলকে হীন, বিকলাঙ্গ ও পৌত্তলিক ক্রিয়ার অধীন করিতে দিয়া, পৌত্তলিকতার অনুমোদন, ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চ আদর্শকে মলিন এবং ব্রাহ্মবর্গকে লোকের চক্ষে হীন ও ঘৃণিত করিয়াছেন; এই সকল কারণে আমরা তাঁহাকে সম্পাদকের পদের অনুপযুক্ত এবং এই বিষয় মীমাংসার জন্য সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

* অতি আশ্চর্য্য এই যে, এত যত্নে কেবল তেরটি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিরোধিগণ এ বিষয়ে সায় পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যেও আবার কোন স্থলে বিভক্ত দল হইয়াছিল।

"৪। কোন্ নিয়ম নির্দ্ধারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহা সবিস্তর এখন বর্ণনা করা অসাধ্য ও অনাবশ্যক; তদুদ্দেশে একটী কমিটী নিয়োগ করিলেই হইবে এবং আমাদের পত্রে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অবশেষে আমাদের পুনরায় অনুরোধ যে, আপনি এই পত্রপ্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের অনধিক কালের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের একটী সভা আহ্বান করিতে বলিবেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সভার অধিবেশনের মধ্যে তিন সপ্তাহের সময় দিলেই যথেষ্ট হইবে। আর যদি আমাদের এ অনুরোধও গ্রহণের অযোগ্য বোধ হয়, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

২৫শে এপ্রেল,
১৮৭৮ খৃঃ।

স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।"

এই পত্রের উত্তর যত শীঘ্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তত শীঘ্র উহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। পত্রের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই, প্রতিবাদকারিগণ টাউনহলে সভা আহ্বান করেন। সভার অধিবেশন হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর-পত্র (১৮০০ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুকে প্রদত্ত হয়:—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব
মহাশয় সমীপে—

"সবিনয় নিবেদন,

"আপনার ২৫শে এপ্রেল দিবসীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল সভাতে নিয়ম আছে, সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক পত্রাদির উত্তর দেন, এবং উভয়ের পত্রই সাধারণ সভার অভিমত বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

২। অপবাদ মিথ্যা কি না, এ বিষয় সাধারণের মতে স্থির হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাদের পত্রে অপরাধ সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য পদচ্যুত হওয়া আবশ্যক কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য সভা আহ্বানের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যত দিন না বিচারিত ও প্রমাণিত হয়, তত দিন উক্ত অপবাদ 'মিথ্যা ও অপ্রমাণিত' বলিতে সাহসী হওয়া অযৌক্তিক নহে। এবার আপনারা 'অপ্রমাণিত' কথাটী এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া

আমি আমার প্রতিবাদ সফল হইয়াছে, মনে করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন, 'অধিকাংশ সভ্যের মত নির্ণয় করা প্রয়োজন, এই জন্যই সভা আহ্বানের আবশ্যকতা।' 'মত নির্ণয় করা' এবং 'প্রমাণিত' বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, আপনারা অবশ্য স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এত দিনের পর আপনারা মানিলেন যে, সম্পাদকেব দোষ এখন সিদ্ধান্ত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কি মত, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

"৩। বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে যখন এক সপ্তাহের অনধিক কালের বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন এবার আমাদের আপত্তি করা অনুচিত। গতবারে সম্পাদক মহাশয় নিজে পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন, এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল; সুতরাং অন্যেব মতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না এবং সমস্ত সভ্যের উপস্থিতিরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরে বেদীচ্যুতিসম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব কবিবাব সময আপনাদের দলস্থ লোকেরা যেরূপ ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং অসহ্য ব্যবহাব করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সম্পাদকীয় পদচ্যুতির প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতে পারেন নাই। আপনারা যদি সকল সভ্যের মত লইয়া, সম্পাদক পবিবর্ত্তন করা উচিত কি না, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা কবেন, তাহা হইলে প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যাহাতে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পাবেন, এরূপ উপায় করা আবশ্যক। এই জন্য আশ্বিন মাসে সভা ডাকিবাব প্রস্তাব করা হয়।

"৪। সম্পাদক মহাশযের বিরুদ্ধে আপনারা যে দুইটী প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার সুবিস্তার প্রতিবাদ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমার নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া তাঁহার অনভিমতে বা অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষ হইয়া উক্ত প্রতিবাদপত্রে আমি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং যখন এ বিষয়ে রীতিমত মীমাংসা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর অধিক কিছু লিখিতে পারি না।

"৫। আমি দুঃখিতান্তঃকরণে আপনাদিগকে অবগত করিতেছি যে,

ত্বরায় সভা আহ্বান না করার অন্যতর প্রধান হেতু আপনাদের মনের অশান্ত অবস্থা। পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে এক দিবস সভাস্থলে এবং অপর দিবস উপাসনার সময় আপনাদের দল যেরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে বাস্তবিক পুলিশের সাহায্য জন্য আবেদন করা আবশ্যক হইয়াছিল। এ অবস্থায় পরস্পর বিরুদ্ধ দুই দলকে একত্র করিয়া সভা করা সঙ্গত বোধ হয় না। উভয় দলের মন শান্ত হইলে, সভা আহ্বান করা বিধেয়। আপনাদের প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে আমি বিশেষরূপে কুণ্ঠিত হইতেছি, যেহেতু আপনাদের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সভ্য সম্পাদক মহাশয়কে উত্তেজিত অবস্থায় সভা না ডাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

"পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা যদি যথার্থই বর্ত্তমান বিবাদের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৃথা আন্দোলন না করিয়া, উভয় পক্ষের দুই এক জন সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া, বন্ধুভাবে ঐ কার্য্য সমাধা করিলে ভাল হয়।

২৯শে বৈশাখ, ১৮০০ শক,
(১১ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ)
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার,
সহকারী সম্পাদক।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভা আহ্বান জন্য কেবলমাত্র ২৯ জন সভ্য আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে ৫০ জন সভ্য আবেদন করেন, সুতরাং সভা আহ্বান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ঐ পত্র (১৮০০ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"সবিনয় নিবেদনমিদম্,

"আমরা অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি কয়েক জন আন্দোলনকারী ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পদস্থ রাখার ঔচিত্যানৌচিত্য স্থিরীকরণ ও কতকগুলি নূতন নিয়ম অবধারণ করিবার অভিপ্রায়ে, মহাশয়কে এক সভা আহ্বান করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন; তদ্বিষয়ে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

"১। আবেদনকারী ভ্রাতৃগণ কিছু দিন হইল, পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক-মণ্ডলীর সভার অধিবেশনে অতীব ক্রোধান্ধ হইয়া বিষম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহাদের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত না হইলে, হঠাৎ আর কোন প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা সুসঙ্গত বোধ হয় না।

"২। সম্পাদককে পদস্থ রাখা না রাখারূপ গুরুতর প্রস্তাবটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেবল কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সভার আলোচনার উপযুক্ত নহে। দেশবিদেশীয় সভ্যগণ-সংশ্লিষ্ট যে সময়ে সাধারণ সাম্বৎসরিক সভা হইয়া থাকে, যদি উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা সকলের অভিপ্রেত হয়, সেই সময়েই ইহার বিচার হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, মহাশয় এক্ষণে কোন মতে সভা আহ্বান না করেন। ২২শে এপ্রিল, ১৮৭৮ খৃঃ।

শ্রীজয়গোপাল সেন

প্রভৃতি ৫০ জন।"

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই সময়ে একখানি মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ করেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তাহার যে উত্তর দেন, ভাই গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিলিপিতে (১১৯১ পৃষ্ঠায়) উহা নিবিষ্ট হইয়াছে। আর এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

স্বতন্ত্রসমাজ-প্রতিষ্ঠাকল্পে টাউনহলে সভার বিবেচনার্থ প্রতাপচন্দ্রের পত্র

সংস্কৃত নিয়মতন্ত্রপ্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য টাউনহলে একটী সভা হইবে, এই বলিয়া সংবাদপত্রে প্রতিবাদকারিগণ বিজ্ঞাপন দেন। এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভার বিবেচনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবকে ইংরাজীতে পত্র লিখেন। তাহার তৎকালকৃত বঙ্গানুবাদ (১৮০০ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সমীপে—

কলিকাতা, ১৪ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ।

"মহাশয়,—সংস্কৃত এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য টাউনহলে একটী সভা হইবে, সংবাদপত্রে এতদ্বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তৎপতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

"সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর পক্ষে এই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাবী লক্ষ্য এবং স্থিতিও সংস্পৃষ্ট হইতেছে; অতএব আগামী কল্যের সভার বিবেচনার জন্য আমি এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিতে চাই।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অতি গম্ভীরভাবে আমার নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য যে, এই গৃহে কখন সাম্প্রদায়িক বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মমণ্ডলীমধ্যে যে বর্ত্তমান অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, উহাকে গৃহবিচ্ছেদ-রূপে দেখা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে উহা কখনই বিভক্ত হইতে পারে না, এবং উহার একতা অলঙ্ঘ্য। উদার ঈশ্বরবাদ উহার ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মেরই অর্থ অসাম্প্রদায়িকতা ও মৌলিকতা। উহা এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, যে কেহ ধর্ম্মের মূলমতে বিশ্বাস করে, সেই উহার সভ্য হইতে পারে। যতক্ষণ মূল বিষয়ে একতা আছে, ততক্ষণ কখন ইহার মধ্যে বিভাগ হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ সকলকে ইহার মধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া লয়। সামান্য মতভেদের জন্য ইহা কখন কাহাকে বহির্ভূত করে না। ইহার বিস্তীর্ণ গঠন মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি-নিরপেক্ষ ব্রাহ্মমণ্ডলীও অন্তর্ভূত। ইহার বিস্তীর্ণ সভ্য-শ্রেণীর মধ্যে যত প্রকারের মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে, এমন কি অতি-মাত্র উন্নতিনিরপেক্ষতা হইতে অতিমাত্র নিবন্ধনোচ্ছেদকতা, হিন্দু একেশ্বর-বাদী এবং ইংলণ্ডীয় ঈশ্বরবাদী পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। যদি ইহার সভ্য-মণ্ডলীর কতকগুলি লোক কোন একটী সামান্য ছল করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিতে যত্ন করেন, মূলসমাজ তখনও তাঁহাদিগকে অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করিয়া লইবে এবং তাঁহাদের মতের ভিন্নতা সর্ব্বথা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিবে এবং তাঁহাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ যখন এরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন বর্ত্তমান গৃহবিভাগকে কখন মতবিষয়ক বিচ্ছেদ বলিতে পারি না এবং আপনারাও, বোধ হয়, এরূপ বলিবেন না। বর্ত্তমান বিবাহ লইয়া আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে, এ কথা আমি মানি। এ কথাও আমি অস্বীকার করি না, উভয় পক্ষের মধ্যে যাঁহারা অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িকতার অনুরূপ বিরোধিভাব

সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিয়া এই বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগ কখনই নহে। উভয় পক্ষই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতে বিশ্বাস করেন; মত লইয়া কোন বিবাদ নাই। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ এবং বাল্যবিবাহ, যাহা বর্ত্তমান বিবাহে বিবাদের বিষয়, তাহাতেও সংস্কার এবং বিশ্বাস এক, কেন না উভয় পক্ষই এ সকল অমঙ্গলের বিরোধী। তবে আর গৃহবিচ্ছেদের ভূমি কোথায়? কোথাও নাই। বিচ্ছেদ, যাহার যথার্থ অর্থ মতভিন্নতা জন্য সাম্প্রদায়িক অগ্রহণশীলতা, বর্ত্তমান ব্যাপারে একান্ত অসম্ভব।

"বর্ত্তমান বিবাদে যদি স্বতন্ত্র বিরোধী মত লইয়া নূতন ব্রাহ্মসম্প্রদায় সংস্থাপন করা অসম্ভব হইল এবং সাম্প্রদায়িকতা আমাদের পবিত্র উদার ব্রাহ্মসমাজের স্থিরতর মূলসূত্রের একান্ত অনুপযোগী হইল, তবে এখন দেখা যাউক, সমাজশাসনপ্রণালী লইয়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কারণ আছে কি না? ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ চির দিন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিয়াছে, কোন দিন যথেচ্ছ ক্ষমতাতে শাসিত হয় নাই। ইহার কর্ম্মচারী মনোনীত করিয়া লওয়া হয় এবং প্রতি-বর্ষের শেষে পুনর্মনোনীত অথবা কর্ম্ম হইতে অন্তরিত হইতে পারেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণকর বিষয় সকলের পর্য্যালোচনার জন্য নিয়মিতরূপে বার্ষিক সভা হইয়া থাকে, যে সভাতে আবশ্যক হইলে কর্ম্মচারী মনোনীত এবং সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম পরিশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সম্পাদকের নৈতিক প্রভাব যত দূর থাকুক না কেন, সভ্যমণ্ডলী তাঁহাকে যত দূর ক্ষমতা কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহার ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব নাই এবং তাঁহাদিগের যত দিন ইচ্ছা, তদরিক্ত তিনি সম্পাদকের কার্য্যে থাকিতে পারেন না। যদি অধিকাংশ সভ্য তাঁহার স্থলে অন্য কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চান, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সম্পাদক যে এ বিষয়ের প্রতিবাদী নহেন, তাহা সাধারণের বিদিত আছে, কেন না তিনি এজন্য আপনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য উপাসক-মণ্ডলীর সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোকদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সভা প্রতিবাদকারিগণের প্রধান লোকদের প্রস্তাবনাতেই কতক দিন পূর্ব্বে যথানিয়ম সংস্থাপিত হয়। বর্ত্তমান আন্দোলনের জন্য আচার্য্য বেদী পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ উপাসকের অনুরোধে, পুনরায় অল্প দিন হইল, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদকের উপরে যথেচ্ছাচার এবং অন্যনিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করার যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ অনেকবার খণ্ডিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে যে, তিনি সভ্যমণ্ডলীর অভিপ্রায়ানুসারে উপযুক্ত অধিকারদানে কখন গতিক্রিয়া করেন নাই। প্রতিবাদকারিগণের অধিনায়কেরা তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব এবং তাঁহাকে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতি সময়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিকার প্রদান জন্য পর্দ্দার বাহিরে স্ত্রীলোক-দিগের জন্য নিয়মিত আসন দেওয়াতে, মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য উপাসক-মণ্ডলীর সভা সংগঠন করাতে, ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমগ্র কার্য্য ভালরূপে নির্ব্বাহ হইবার জন্য প্রতিনিধি-সভা-সংস্থাপনের সহায়তা করাতে, তিনি যে সম্মিলন-রক্ষার ভাবে পরিচালিত হইয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়। যখনি ক্ষমতা চাহিয়াছেন, তখনি ক্ষমতা পাইয়া যদি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার তাঁহারা করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদিগেরই দোষ, সম্পাদকের নহে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্রতার অভাব নাই, কেবল অসন্তুষ্ট দলের সমাজের কার্য্যে ঔৎসুক্যের অভাব। সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ অনুপস্থিতি, এবং যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য নিয়ম-বহির্ভূত কার্য্য হয়, এ সংশয় তাঁহাদিগের মনে উপস্থিত করিয়াছে; অথচ উহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন না। গত মাসের ৮ই তারিখে (৮ই এপ্রেল) আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তদনুসারে প্রকাশ্য সভা ডাকা যুক্ত কি না, এই প্রশ্নের উপরে সমুদায় বিসংবাদ দাঁড়াইতেছে। আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, আমাদের সভা আহ্বানে কোন আপত্তি নাই, এবং কখন আপত্তি উত্থাপন করি নাই। যখনি সভ্যমণ্ডলীর বিশেষ ব্যক্তিগণ গুরুতর কার্য্যের জন্য সভা আহ্বান করিতে চান, তখনি সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক সভা আহ্বান করিতে বাধ্য, তাঁহাদের এ বিষয়ে নিজের মতামত নাই। কিন্তু সকল সভারই কার্য্যকারকদিগের সভার নির্দ্ধারণে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে। মন্দিরে দুবার যে প্রকার অসন্তোষকর অবৈধ দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছে, এমন কি পুলিসের সহায়তা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে

অতিশীঘ্র সভা আহ্বানের প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে, বোধ হয়, আমরা যুক্তিযুক্ত কার্য্য করিয়াছি। সাধারণের মনের অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া, আমরা যে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে; এবং আপনাদের প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে গৌণ করিতে হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়রূপে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলি, আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ যে সভা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বর্ত্তমান উত্তেজনার অবস্থা হ্রাস হইলেই ছয় মাস বা তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে আহূত হইবে। এ সময়ের মধ্যে অনিয়ত ব্যবহার হইবার আশঙ্কা মিটিয়া যাইবে এবং সাধারণে স্থির শান্ত ভাবে বিষয়ের বিচারে সক্ষম হইবেন। সমুদায় বিসম্বাদ কেবল অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য এই মতভেদের উপরে দাঁড়াইয়াছে—প্রস্তাবিত সভা তিন সপ্তাহ মধ্যে অথবা ছয় মাসের মধ্যে আহূত হইবে। এই অতি সামান্য ছল ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করা কি প্রতিবাদকারীদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? আমি এজন্য অনুনয় করি যে, তাঁহারা গম্ভীর ভাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন, এবং বিচ্ছেদ-নিবারণে সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করিবেন, কেন না ইহা উভয় পক্ষের পক্ষেই নিতান্ত দুঃখকর ব্যাপার হইবে। আপনারা যে সকল সংস্করণ, যে সকল প্রতীকার চান, তাহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিয়মেতেই আপনাদের হস্তগত আছে। এই সমাজ স্বীয় উদারতাতে প্রত্যেক দল, যাঁহারা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছে এবং কাহার সংস্কারের কার্য্য ইহা কখন প্রতিরোধ করে নাই। আগামী কল্যের সভাতে বর্ত্তমান সংগঠনের মূল ভঙ্গ না করিয়া, উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গল-পরিবর্দ্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কার্য্য-বিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিতে চান, তাহাতে বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে। উপসনাশীলতা-পরিবর্দ্ধন বা প্রচারকার্য্যসম্বন্ধে আপনারা যে কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন, তাহাতেও প্রতিবন্ধকতা দেওয়া অভিপ্রেত নহে। আপনাদের স্বাধীনতার অবরোধ অথবা যে সম্মানযোগ্য মতভেদ হইয়া থাকিবে, তাহাতে হস্তক্ষেপ

করাও অভিপ্রেত নহে। সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুরূপ মানুষের ন্যায় আপনাদের সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। কিন্তু আমি আপনাকে এবং আপনার সহযোগিগণকে এই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা সাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতে সমুদায় ব্যক্তিগত বিষয়কে ভুলিয়া যাউন এবং আমাদের প্রিয় সাধারণ গৃহ, সমাজ এবং ঈশ্বরের গৃহের পবিত্রতা এবং একতা রক্ষার জন্য আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হউন।

বশংবদ ভৃত্য
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার
সহকারী সম্পাদক।"

স্বতন্ত্র সাধারণ সমাজ স্থাপন ও তৎস্থাপনে হেতুবাদ

এই পত্রে * বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, কেন না প্রতিবাদকারিগণ স্বতন্ত্র সমাজ-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সে সঙ্কল্প এই সামান্য পত্র কি প্রকারে অবরুদ্ধ করিবে? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের আস্থা যখন বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, তখন

* এই পত্র পাঠ করিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এ পত্র পাঠ করিয়া প্রতিবাদকারিগণের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত এবং বিচ্ছেদ আনয়ন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্পষ্ট বলেন যে "আমরা মনে করি না যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন অথবা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।...এই নূতন মণ্ডলী—যদি নূতন মণ্ডলী সংসৃষ্ট হয়, আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দেওয়া এক জন সভ্যের পক্ষে পাপ ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট মূল শূন্য। অন্যদিকে প্রাচীন দল এ বিষয়ে প্রতিব্যক্তির বিচারকে কিঞ্চিদধিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন।" তৎপরসময়ের পত্রিকায় তিনি লেখেন, "মূল সমাজ বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না। ইনি ইঁহার বিদ্রোহী সন্ততিগণকে করুণাবিমিশ্র শোকের দৃষ্টিতে দেখেন; কিন্তু যখন ইনি দেখিতে পান না যে, কোন বিশিষ্ট বিচ্ছেদকর মূল আছে, যাহার জন্য ইঁহার অঙ্গজ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে, তখন ইনি ইহাকে বস্তুতঃ আপনারই একাংশ বলিয়া বিবেচনা করেন। নূতন মণ্ডলীর একটী বিশেষ অভাব এই যে, ইহার মধ্যে এমন কোন নেতা নাই, যাঁহার শক্তি ও প্রভাবে আনুগত্য উপস্থিত হইতে পারে। অধিকন্তু আমাদের সংশয় হয় যে, মূল সমাজ অপেক্ষা ইহা জীবন্ত ধর্ম্মভাবে হীন হইবে, উপাসনার নিমগ্নতাবাপেক্ষা সামাজিক সংস্কার ইহার বিলক্ষণ চিহ্ন হইবে। ইহা সন্দেহ করা যাইতে পারে যে, ইহা অধিক কাল স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে কি না; কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে বলা

তাঁহারা এই আন্দোলনের সুযোগে স্বতন্ত্র হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। স্বতন্ত্র হইবার যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল হইলেও, এক অনাস্থাই দুর্ব্বল যুক্তিকেও নিতান্ত প্রবল বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং অনাস্থাবান্ লোকেরা দুর্ব্বল যুক্তিকেও প্রবল মনে করিয়া বিচ্ছেদ অনুমোদন করিবেন, ইহা আর অসম্ভব কি? এই অনাস্থার প্রেরণায় ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০০ শক (১৫ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ) বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়, টাউনহলে আহূত সভায় স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপিত হইল। এই সভার প্রথম প্রস্তাব এই :—(১) "এই সভা, ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত কোন গঠন নাই দেখিয়া, গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তদ্বশতঃ যে সমস্ত বহুবিধ মহান্ দোষ ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দূরীকরণার্থ, এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যের উন্নতি ও মঙ্গল যে সমস্ত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মত গ্রহণ ও সম্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানার্থ, 'সাধারণসমাজ' নামে একটী সমাজ স্থাপন করিতেছেন।" সভা দ্বারা যে নিবেদনপত্র গৃহীত হয়, ঐ পত্রে সভা-প্রতিষ্ঠার কারণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, "আমরা এতকাল পর কেন স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইতেছি, তাহা ব্রাহ্মসাধারণের নিকট বলা উচিত বোধে, আমরা তাঁহাদিগকে এই নিবেদনপত্র দ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিলক্ষণ প্রতীতি করিলাম যে, অদ্যাপি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়মতন্ত্রপ্রণালী-সঙ্গত কোন সভা নাই এবং তদভাবে নানাপ্রকারে ও নানা দিকে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে কোন প্রকার নিয়মতন্ত্রপ্রণালীবদ্ধ করিয়া কার্য্য করা, আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামক যে সভা গত দ্বাদশবৎসরাধিক কাল সংস্থাপিত

যাইতে পারে না, ইহা আস্তে আস্তে মরিয়া যাইবে, অথবা (মূল সমাজের) আনুগত্যে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" বাবু দুর্গামোহন দাস ষ্টেটস্‌ম্যানে যে পত্র লেখেন, তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সুদীর্ঘ পত্রিকা ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রকাশ করেন এবং তৎসহ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মূলপত্রের উত্তরও পাঠান। এই দুই পত্রের মূলবিষয় মূলে যাহা বলা হইতেছে, তাহাতেই যখন তৎসম্বন্ধে বক্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে, তখন আর সেই দুই পত্রের অনুবাদ দিয়া গ্রন্থ-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোন সুব্যবস্থা দেখা যায় না। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সম্পাদক যে কোন প্রকার কর্ম্মনির্ব্বাহকসভার অধীন হইয়া বা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ নাই, সভার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মাবলী যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না—এমন কি কার্য্যকালে কে সভার সভ্য, কে নয়, ইহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সভার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ অর্থ-সংগ্রহ বা অর্থ-ব্যয়, প্রচারক-নিয়োগ বা প্রচারক-বর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে; এমন কি, কয়েক বৎসর হইল, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নামে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসনা-গৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ট্রষ্টডীড আজিও প্রস্তুত হয় নাই। অনেকবার কোন সভ্য অধ্যক্ষ সভা নিয়োগ, ট্রষ্টডীড প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্য সভাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের অমনোযোগ, ঔদাসীন্য বা অনিচ্ছানিবন্ধন সে সমুদায় প্রস্তাব বিফল হইয়া গিয়াছে।"

স্বতন্ত্রসমাজস্থাপনে হেতুবাদের মূল আছে কি না?

এখন দেখা যাউক, এই সকল হেতুবাদের কোন মূল আছে কি না? যদি হেতু থাকিবে, তবে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভার বিবেচনার জন্য যে কথাগুলি তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি কেন সভার জ্ঞাপনার্থ পঠিত হইল না? এই নিবেদনপত্রে যে সকল হেতুবাদ উপস্থিত করা হইয়াছে, এই পত্রে কি উহার বিশিষ্ট প্রতিবাদ নাই? এই প্রতিবাদ-গুলি সত্য কি না, ইহার বিচার উপস্থিত হইলে, শেষে বা প্রতিবাদকারিগণের উদ্দেশ্য বিঘটিত হইয়া যায়, এই জন্যই কি পত্রখানি সভার জ্ঞানগোচরে আনিতে অধিনায়কগণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ ছিল? সে যাহা হউক, এ কথা কি সত্য যে, সম্পাদক চির দিন আপনার মতে সমুদায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, কখন কোন নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনকাল হইতে প্রতিবর্ষে উহার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে; উহাতে প্রচারের কার্য্যবিবরণ, আয়ব্যয়াদির বৃত্তান্ত পঠিত হইয়াছে, সময়োপযোগী নির্দ্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৭৮৮

শকে (২৬শে কার্ত্তিক) (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার সাধারণ নিয়ম, সকল শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রচার, এবং প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে অভিনন্দন-পত্র দানের প্রস্তাব হইয়া ঐ সকল নির্দ্ধারিত হয়। সমস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন করে, তজ্জন্য উহাদিগকে প্রণালীবদ্ধ করা এ সভার প্রধান লক্ষ্য। ১৭৮৯ শকে ৪ঠা কার্ত্তিকে (২০শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃঃ) এই সকল বিষয় বিচারিত ও নির্দ্ধারিত হয়ঃ—(১) প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র দান, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্কার ও বাহুল্যরূপে প্রচার, (৩) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিনিয়োগ, (৪) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধনবিষয়ে সম্বন্ধ নিরূপণ, (৫) কলিকাতাস্থ ও বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ-সংস্থাপনের উপায় অবধারণ, (৬) ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ, (৭) ব্রাহ্মবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ। সকল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, কোন গুরুতর প্রস্তাব মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে মফঃস্বলস্থ সভ্যগণের মত গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছিল। এই সভার সভ্য হইবার জন্য প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি-গ্রহণ সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হয়। বিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ জন্য এই সভা হইতে কয়েকটি উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পিত হয়। প্রচারকদিগের সমাজের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক নির্দ্ধারণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে প্রচারবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ করেন। এই সভা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যালয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য প্রার্থনা হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন হয়, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া এই আন্দোলনে সাহায্য করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে, সকল সমাজে ভাল করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, এজন্য পত্র (পত্রখানি ১৭৯৫ শকের ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

প্রেরিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে (১৯শে সেপ্টেম্বর) উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (২০শে জানুয়ারী) প্রতিনিধিসভার নিয়মপ্রণালীনির্দ্ধারণের ভার কয়েক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত মতানুসারে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (১৯শে মে) প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হয়। নিবেদনপত্রে লিখিত হইয়াছে, "অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্যয়, প্রচারক-নিয়োগ বা প্রচারক-বর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।" ইহার কোন কথাই ঠিক নয়। অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্যয় নিয়মপূর্ব্বক নিযুক্ত অধ্যক্ষদ্বারায় চির দিন সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে; অধিকন্তু ১৭৯৫ শকের (৯ই মাঘ) (২১শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ) সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার বার্ষিক অধিবেশনে আমরা দেখিতে পাই, অর্থসংগ্রহের জন্য 'ব্রাহ্ম প্রচারসভা' স্থাপিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার সভ্য হয়েন। প্রতিবার্ষিক সভাতেই আয়ব্যয়বিবরণ, প্রচারবৃত্তান্তাদি পঠিত হইত। প্রচারকনিয়োগ বা প্রচারক-বর্জ্জন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে অধ্যক্ষ সভা করিবেন, প্রতিবাদ-কারিগণ এই নিয়ম করিয়াছেন; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে 'প্রচারকসভা' কর্ত্তৃক এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার নিয়ম আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রচারকগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন (অবশ্য সে সম্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণের পূর্ব্বে সম্মতি ছিল), তখন প্রচারকগণের সভা যে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা ব্রাহ্মসাধারণের অননুমোদিত ব্যবস্থা নহে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এ কার্য্য আপনি করিতেন, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক। প্রচারকসভায় আবেদন, বৎসরাবধি পরীক্ষায় থাকা, প্রচারকনিয়োগসম্বন্ধে এ সকল ব্যবস্থা প্রচারকসভা করিতেন। এই সভা-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রচারক হইয়া ছিলেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুমোদনে প্রচারক হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরণায় আপনারা আসিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক জন প্রচারক যখন ব্রতধারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদুপযুক্ত শিক্ষালাভের বাসনা কেশবচন্দ্রের নিকট জ্ঞাপন করেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, এখানে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না, এখানে একত্র থাকিলে আপনা হইতেই শিক্ষা লাভ হয়। প্রচারকপরিবর্জ্জন কখন:ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই, শাসনার্থ স্বতন্ত্রস্থিতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ইহা একা

করেন নাই, প্রচারকসভার অনুমোদন লইয়া করিয়াছেন। প্রতিবার্ষিক অধিবেশনে যে যে বিশেষ বিষয় সকল সভ্য মিলিত হইয়া নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, তাহা যখন সেই অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হইত, তখন সভাদিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পাদক কার্য্য করিতেন, এ কথা উল্লেখ করা সাহসিকতা। প্রচারক-সভার অন্তর্গত একটী 'কার্য্যসভা' ছিল। এই সভার সভ্য কেবল প্রচারকগণ ছিলেন, তাহা নহে, অপরাপর সমাজজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মগণও উহার সভ্য ছিলেন। সমুদায় কার্য্য তাঁহাদিগের সকলের অনুমোদনে নির্ব্বাহ হইত, একা কেশবচন্দ্র কিছু করিতেন না। যখন কার্য্যসভা স্থাপিত হয় নাই, তখন ঐ কার্য্য প্রচারক-সভাদ্বারা নির্ব্বাহ হইত। এস্থলেও বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সমাজজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মগণ সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক আহূত হইতেন।

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার ভাব কেশবচন্দ্রে অতি প্রথম হইতে বিদ্যমান ছিল। যখন তিনি কলিকাতা সমাজের সহিত মিলিত ছিলেন, সে সময় হইতে তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী। প্রতিবাদকারিগণ তাঁহাদের তাৎকালিক পত্রিকার এক স্থলে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "একবৎসর অনেক চেষ্টা করিয়া অধিকাংশের মতে অধ্যক্ষসভা নামে একটী সভা নিযুক্ত করা গেল এবং কেশব বাবুকে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কেশব বাবু হয়তো ঘরে গিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, উঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। সকলেত ব্রাহ্মসমাজের জন্য ভাবেন কত।' অমনি অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অধ্যক্ষসভার আবশ্যকতা আর দেখিতে পাইলেন না। অধ্যক্ষসভার সম্পাদক এক জন প্রচারক—আর সভা ডাকিলেন না। সভা জনমের মত নিদ্রা গেল।" এ কথাগুলি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। ১৭৯৮ শকের ৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী, ১৮৭৭ খৃঃ) প্রতিনিধিসভাস্থাপনের প্রস্তাব হয়। এই সভাসম্বন্ধে যাঁহারা প্রস্তাব করেন, এ বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার তাঁহাদিগের উপরেই অর্পিত হয়। তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন, সে গুলি, কেশবচন্দ্র দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে যে প্রস্তাবগুলি করেন, তাহারই প্রতিচ্ছায়া। ১৭৯৯ শকের ৭ই জ্যৈষ্ঠ, (১৯শে মে, ১৮৭৭ খৃঃ) প্রথম সভা এবং ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ খৃঃ) শেষ সভা হয়।

'সভার সম্পাদক একজন প্রচারক—আর সভা ডাকিলেন না। সভা জনমের মত নিদ্রা গেল;" এ কথাগুলি কি সত্য? সভার সম্পাদক তো কোন প্রচারক ছিলেন না। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ইঁহাদেরই অমনেযোগে সভার মৃত্যু ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারকের ঈর্ষা বা অমনোযোগের জন্য নহে। কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে গেলে, কি ভয়ানক অন্ধতাই উপস্থিত হয়! বাস্তবিক ঘটনার অপলাপ করিলে তাহা চিরদিন প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এরূপ আশা দুরাশা। অন্য ভয় না থাকুক, ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপরে ভয় রাখাতো প্রতিবাদকারিগণের সমুচিত ছিল। এই সকল মিথ্যা অভিযোগ মূল করিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূল কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ বা অনাস্থা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, ইহা কি সহজে লোকের মনে উদিত হয় না?

প্রতিবাদকারিগণ (১) মহাপুরুষ, (২) বিশেষ বিধান, (৩) আদেশ, এই তিনটি মতে বহু দিন হইল অসন্তুষ্ট ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ্য লেখায়, বক্তৃতায় এ সকল অসন্তুষ্টির কারণ অপ্রকাশিত রাখেন নাই। যাঁহারা এই মতগুলি মানিতেন, তাঁহারা এ সকল মত মানা সম্বন্ধে বহু দিন হইল ব্রাহ্মগণকে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারিগণের প্রতিষ্ঠিত অন্য সমাজের মূলসত্য ঈশ্বর, পরকাল ও উপাসনার আবশ্যকতায় বিশ্বাস, কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান কিংবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার না করা। ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সর্ব্বসাধারণের জন্য এই মূলসত্যগুলিই নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং এই সকলেতে বিশ্বাস করিলেই উহার সভ্যরূপে পরিগণিত হওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে না আছে নিয়মতন্ত্রতার অভাব, না আছে মূল সত্যে ভিন্নতা; এরূপ স্থলে স্বতন্ত্র নাম দিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার মূল কি, সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। কুচবিহারবিবাহঘটিত দোষ স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার হেতু, এ কেবল কথার কথা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকতো স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কার্য্যবিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন নির্দ্ধারণ করিতে চান, তাহাতে বাধা অর্পণ করা

অভিপ্রেত নহে।" তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, ইহাও বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্যের সভাতে বর্ত্তমান সংগঠনের মূল ভঙ্গ না করিয়া, উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গলপরিবর্দ্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব।" এরূপ স্পষ্ট কথার পর স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা কি ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে? প্রতিবাদকারিগণ যখনই কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই কেশবচন্দ্র তৎসহ সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন, এবারও তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুবর্গের তাদৃশ অভিপ্রায় ছিল। প্রতিবাদকারিগণ সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে না দিয়া, 'সাম্প্রদায়িক বিভাগ' উপস্থিত করিলেন, এতদপেক্ষা সন্তাপের বিষয় আর কি আছে? অন্য দিকে (১) মহাপুরুষ, (২) বিশেষ বিধান, (৩) আদেশ, এই তিনটি মতসম্বন্ধে বহু দিন হইল, মতভেদ ছিল; সাধারণ সমাজ তাহারই ফল, এ কথাও ঠিক বলা যাইতে পারে না। কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল মতের উপর কাহারও অবিশ্বাস থাকিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীর বহির্ভূত হইতেন না। পরমতসহিষ্ণুতা না থাকিলে কখন কোন সমাজেই তিষ্ঠিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই। প্রতিব্যক্তির মতসম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে কি কেহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন? এই মতভেদসত্ত্বেও যাঁহারা ৬।৭ বৎসর একত্র বাস, একত্র কার্য্য, একত্র উপাসনা প্রভৃতি সকলই করিলেন, এখন হঠাৎ কেন তাঁহারা একেবারে চিরবিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে কি প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের না বলাই ভাল, তন্নির্ণয় ভবিষ্যৎ ইতিবেত্তৃগণের জন্য রাখিয়া দেওয়া গেল। এখন দেখা যাউক, এই কয়েকটি মতসম্বন্ধেই বা প্রতিবাদকারিগণের সঙ্গে তৎকালে কত দূর প্রভেদ ছিল।

"মহাপুরুষ" সম্বন্ধে মতভেদ

প্রথমতঃ মহাপুরুষঘটিত মত। মহাপুরুষগণ সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য নহেন, সাধারণ লোক 'নীচ' 'ঈশ্বরের অস্পৃশ্য' 'নরককুণ্ডসমান মানবকুলে মহাপুরুষগণের উৎপত্তি', তাঁহারা 'ঈশ্বর ও জীবের মধ্যবর্ত্তী', তাঁহাদিগের বিনা 'মানবকুলের আর ঈশ্বরলাভের আশা নাই', মহাপুরুষ সম্পর্কীয় মতের

প্রতিবাদকারিগণ এই সকল মতঘটিত দোষ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধু-গণেতে দর্শন করিয়াছেন। হঠাৎ একথাগুলি শুনিলে মনে হয়, যাঁহারা এরূপ মত প্রচার করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেন কি প্রকারে? কিন্তু সত্য যাহা, তাহা সত্য; যত্ন করিয়াও উহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে কাহারও সাধ্য নাই। মহাপুরুষগণকে যদি 'ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা' 'ধর্ম্মবীর' এই আখ্যা দান করা যায়, তাহা হইলে প্রতিবাদকারিগণ আপত্তি তুলিতে পারেন না; কেন না তাঁহাদের কর্তৃক পল এই নামে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মবীর তদ্রূপে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদের পত্রিকায় স্থান পাইবেন, প্রতিবাদকারিগণ পাঠকগণকে এ আশা দিয়াছেন। সকল লোকেই কি ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা নয়? ইহার উত্তরে প্রতিবাদকারিগণ বলিয়াছেন, "যে অবস্থায় আবশ্যক হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের কার্য্য জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে, সেই অবস্থাতে মানবের আত্মাতে ঐশী শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে এবং যদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে দিন দিন সেই শক্তি আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধিকৃত করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আত্মার সকল বিভাগ সেই শক্তির দ্বারা পরাজিত হইয়া পড়ে। আমরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি সত্য কথা, কিন্তু সেরূপ নির্ভরের সহিত কয় ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কয় জন আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত—যাঁহারা কোন প্রকার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন না? আমরা সহজে এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারি না বলিয়াই, আমাদের আত্মাতে অনুপ্রাণিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় না।" ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা ও সাধারণ লোকেতে কি পার্থক্য, এই কথা-গুলিতে তাহা স্পষ্ট মানিয়া লওয়া হইয়াছে। পল যে এই প্রকারের লোক ছিলেন, প্রতিবাদকারিগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরানুপ্রাণনে পল অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন, ইহা যদি তাঁহারা মানিলেন, মহাপুরুষের মতের মধ্যে এই ভাবের কথা দেখিয়া তাঁহাদের এত ভয় কেন? সে সকল ব্যক্তির ভিতরে অসাধারণত্ব লুক্কায়িত থাকে, কালে প্রকাশ পায়; যখন প্রকাশ পায়, তখন তাঁহারা ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা হইয়া উঠেন, একথা বলিলে বিবাদের ভূমি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। প্রতিপক্ষের কথার ভঙ্গীতে মনে হয়, 'মানবকুলনরক'

ঈশ্বরের 'অস্পৃশ্য' 'নীচ' এসকল কথা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ বলিতেন এবং এইরূপ মত প্রচার করিতেন। যাঁহাদের মতসম্বন্ধে অবিশ্বাস আছে, তাঁহাদের সহজ কথা অন্যভাবে গ্রহণ করা, ইহাত সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। মহাপুরুষগণের মধ্যবর্ত্তিত্ববিষয়ে মতভেদ, ইহাও পরস্পরকে ভাল করিয়া না বোঝাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোন প্রকারের ব্যবধান ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কোন কালে সহ্য করেন নাই, ব্রহ্মমন্দিরের বিবিধ উপদেশ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। "ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধু এবং উপদিষ্ট সাধক এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কেবল সাহায্যের সম্বন্ধ, অধীনতাসম্বন্ধ নয়, সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ধর্ম্মভাব আছে, তাহার স্ফূর্ত্তিবিষয়ে সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য", প্রতিবাদকারিগণের এ কথাগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অগ্রসর সভ্যগণের মতভেদ কোথায়? তাঁহারাও যাহা বলিতেছেন, ইঁহারাও তাহাই বলেন। অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তিবিষয়ে সাহায্যই প্রকৃত মধ্যবর্ত্তিতা,* মধ্যবর্ত্তিতা ঈশ্বর ও জীবের ব্যবধায়কত্ব নহে। "যিনি ঈশ্বরকে গোপন করিয়া নিজের জন্য লোকের অনুরাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া ঘৃণিত হইবেন।" "আমরা এজন্য সৃষ্ট নই যে, চির কাল সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিব, এজন্যও সৃষ্ট হই নাই যে, কোন পুস্তক বা ব্যক্তিবিশেষের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ করিব; কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে, আমরা সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধর্ম্ম পালন করিব না।" এ সকল কথার সঙ্গে প্রতিবাদকারিগণের অবশ্য কোন বিরোধ নাই; অথচ এ কথাতো অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। "আমরা কোন পুস্তকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না, কোন মানুষের দাস বা উপাসক হইয়া তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিতে পারি না", এ সকল কথা কি আর প্রতিবাদকারিগণের বিরোধী কথা? মহাপুরুষকে কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা, এসম্বন্ধে মতভেদও দৃশ্যতঃ।

* None can reach Divinity except through the character and disposition of the son inherent in him. In this sense is Christ our mediator.—*That Marvellous Mistery—The Trinity.*

"ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাঁহাদের কাহাকেও কেন্দ্র করিতে হইবে," এরূপ দোষারোপ কল্পনাপ্রসূত। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সহিত এক করিবার জন্য কেন্দ্র নহেন, মানবমণ্ডলীর সহিত এক করিবার জন্য তাঁহারা কেন্দ্রস্বরূপ। তাঁহাদের যে সকল মানবীয় ভাব আছে, সেই সকলের স্ফূর্ত্তিতে মানবে মানবে একত্র উপস্থিত হয়। ভক্তি আত্মত্যাগ প্রভৃতির তাঁহারা এক এক জন প্রতিনিধি। তৎসম্বন্ধে মানবজাতির সহিত তাঁহাদের বিজাতীয় সম্বন্ধ নহে, সজাতীয় সম্বন্ধ। তাঁহাদের ঐ সকল প্রস্ফুট ভাব অপরের হৃদয়ের অস্ফুট ভাব প্রস্ফুট করিয়া দেয়। "ভক্তকে লইয়া টানাটানি করিও না। যাও, ঈশ্বরের কাছে, ভক্তেরা আপনারা আসিবেন। ভাই বন্ধু, সাবধান হও, আমরা ভক্তকে জানি না, ভক্তকে ভালবাসিতে পারি না, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া।" এ কথার সঙ্গে "ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে, ঈশ্বরের ভক্ত সাধুদের প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না," প্রতিবাদকারিগণের এ কথার কি অনৈক্য আছে? মহাপুরুষেরা স্বকার্য্যে অভ্রান্ত, এ মতেও কোন বিরোধের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মার সর্ব্ববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া অসম্ভব হইলেও, যে বিষয়ে ঈশ্বরানুপ্রাণিত, সে বিষয়ে অভ্রান্তি মানা যাইতে পারে। স্বকার্য্য ব্যতীত অন্যত্র মহাপুরুষগণের ভ্রান্তি ঘটিবে, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? যে স্থলে অভ্রান্তির সম্ভাবনা, সেখানেও ভাবই সত্য, ভাষায় দোষ থাকা কিছু অসম্ভব নহে। ফলতঃ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে, প্রতিবাদকারিগণ অন্য উপলক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাপুরুষবাদের মতগুলি অন্তর্নিবিষ্ট আছে। তবে এই মত লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আন্তরিক অসম্মিলন কেন? যাহা কেবল মতে থাকে, আর যাহা জীবনে পরিণত হয়, এ দুয়ের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যে এত পার্থক্য ঘটে যে, কথায় ব্যবহারে সে পার্থক্য প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। বিরোধ মতের ঔজ্জ্বল্যে ও অনৌজ্জ্বল্যে, তৎপ্রকাশে ও অনুদ্ভিন্ন অবস্থায় স্থিতিতে। কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের অভ্রান্ত মধ্যবর্ত্তী ইত্যাদি দোষারোপসময়ে প্রচারক-সভা স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছেন *; সুতরাং তাঁহাকে লইয়া এ সকল কথার অবতারণা কেবল

* "আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহারসম্বন্ধে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতন্নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া সাধারণের

সাধারণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

"বিশেষ বিধান" সম্বন্ধে মতভেদ

দ্বিতীয় বিশেষ বিধান। এই মতটি লইয়াই ঘোর বিবাদ। এ বিবাদও দৃশ্যতঃ, বস্তুতঃ কিছুই নহে। প্রতিবাদকারিগণ বলিতেছেন, "ঈশ্বরের মুক্তিব বিধান যে কোন সঙ্কীর্ণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আমরা এরূপ মনে করি না! এক জন যে এই পরিধির কেন্দ্রভূত এবং তিনি যে তদানীন্তন পরিত্রাণপ্রদ সত্য সকলের উৎসস্বরূপ, আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টির তারতম্য অনুসারে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেই মুক্তিসাধনের উপযোগী সত্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ধনী, আর সকলে কর্জ্জ করিয়া উদ্ধার হইবে, ঈশ্বরের এরূপ নিয়মই নয়। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাঁহার নিকট ব্রাহ্মসমাজ কিছু না কিছু উপকার লাভ করিতে পারে না। ইহার একটীকে দূরে রাখিলে একটী আলোক দূর করা হয় এবং আমাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের সকলের মিলিত সমষ্টিকে যদি বিশেষ বিধান বল, ক্ষতি নাই। মার্কিন দেশে পার্কার, ইংলণ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, কলেট, নিউম্যান, এ দেশে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণই যে কেবল সেই বিধানের অঙ্গভূত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহা নহে; আমাদের মধ্যে যিনি যেখানে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য-

---

মনের ভ্রান্তি দূর করা কর্ত্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। কোন বিশেষ ব্রাহ্ম মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমাদের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিলে, তাঁহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা করিবেন না এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম ও অপবিত্রতা আছে, সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পূর্ণ সত্যের আদর্শ হইতে পারেন না। তবে আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরাদেশে আমাদের ধর্ম্ম ও সংসারের ভার লইয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সংসার উভয় সম্বন্ধে বন্ধু ও আচার্য্য বলিয়া শ্রদ্ধা করি।" প্রচারকসভার বিবরণগ্রন্থ. ১লা পৌষ, ১৮০১ শক (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)।

প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন, সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার সমাবেশ করিতে পারা যাইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ গঠিত হইল, মনে করিব। যে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক সূত্রে বদ্ধ করা যায়, যদ্দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত সত্যালোকের সাহায্য পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা যথাসাধ্য সেই আলোকানুসারে ধর্ম্মসমাজের নিয়মাদি প্রণীত হয়, সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ প্রণালী, এবং এইরূপে যে ধর্ম্মসমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজ প্রকৃত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত করা যায়" ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক, বিশেষবিধানসম্বন্ধে ঈদৃশ মত আমাদের মধ্যে অতিপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে কি না? ১৭৯৫ শকের ২৫শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে যে উপদেশ (১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—
"জগৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া, চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন বিশিষ্ট পুস্তকের মধ্য দিয়া, তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, কোন পুস্তক কিংবা কোন মনুষ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিতে চাই এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদের প্রিয়। কেন না আমরা বিশ্বাস করি, ইহার প্রত্যেক ঘটনা বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার নাম ঈশ্বরের বিশেষ বিধান।

..জগৎ যখন দেখিতে পায়, একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইল, আর তাহারা অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমুদায় অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহারা দেখিতে পায়, ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ।......গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ত্র

অন্বেষণ কর; যত ক্ষণ না এই দুই আশা পূর্ণ হয়, তত ক্ষণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ! তোমরা জান না, তোমাদের গুরু কে এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের গুরু এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র।* যাহারা বলে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, উপাচার্য্য এবং প্রচারক হয়, তাহারা অল্প বিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাঁহারা, যাঁহারা বলেন, এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কার্য্য করিতেছে। আবার বাহিরে দেখিতেছি, কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি এই বলিব যে, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেও মনুষ্য গুরু? না, আমাদের একমাত্র গুরু সেই পরম গুরু ঈশ্বর। তাঁহার হস্তলিখিত ঘটনা সকল আমাদের একমাত্র শাস্ত্র। ······ব্রাহ্মগণ! তোমাদের গুরু নিকটে কি না, বল? নিকটে যদি গুরু না থাকেন, কাহার কথা শুনিতেছ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে, মনুষ্য অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে? পুস্তক কিম্বা ম.ষ্যের প্রত্যেক কথা যদি ব্রহ্মের কথা না হয়, গরল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শাস্ত্ররচয়িতা। ধর্ম্মশাস্ত্র কি? যাহাতে ধর্ম্মজীবনের ঘটনা সকল বর্ণিত থাকে।······যে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্ম হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ হয়।······যখন সেই অভ্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে-ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহা তাঁহারই অভ্রান্ত বিধান।"

৩রা চৈত্রের (১৭৯৫ শক) (১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) উপদেশে (১৭৯৬ শকের

* নববিধান-ঘোষণার পরও যে এমতের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, এই গুটিকয়েক কথাতেই সপ্রমাণ হইবে—From the time of the foundation of the visible Church of the Brahmo Somaj by the Lord's servant and apostle, Rajah Ram Mohan Roy, down to the present day, every event that has occurred under Providence, including the whole history of the opposition, is to us saving gospel, and woe unto him who disbelieves or questions a single word or syllable of this unwritten book:—*The New Dispensation, 15th July, 1883.*

১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) সমুদায় বিধানের সহিত এই বিধানের যোগ কেমন সুস্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে। "সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমারই জন্য, এইরূপ ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্মই আমাদের আপনার লোক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই ১০।১৫টী লোক, যাহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদায় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত, যাঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদায় উপদেশের শেষ ফল হইল, এই ব্রাহ্মসমাজ।......ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি মতের সমষ্টি নহে। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্নিময় সত্য প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদায় একত্র হইলে যে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বল হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" বিশেষবিধানসম্বন্ধে আর অধিক কথা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন করে না। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের স্বমুখের এই কথাগুলি পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে সহজে এই ধারণা হইবে যে, প্রতিবাদকারিগণ এ সকল কথা এক সময়ে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াও যে এ সম্বন্ধে বিবিধ কল্পিত অনৃত বচন রচনা করিয়াছেন, ইহা কেবল কেশবচন্দ্রকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য। এ সকল কথা বলিতে ও লিখিতে হৃদয় নিতান্ত শোকভারগ্রস্ত হয়। কি করা যায়, সত্যের অনুরোধে এবং মিথ্যাপবাদক্ষালনের জন্য এ সকল কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

"আদেশ" সম্বন্ধে মতভেদ

তৃতীয় আদেশ। প্রতিবাদকারিগণ বিবেক ও বুদ্ধি এ দুইয়ের বিষয়

বিভাগ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায়ের নির্ণয়স্থলে বিবেক এবং বাণিজ্যাদি ক্ষতিলাভের বিষয়ে বুদ্ধির অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। "যে কার্য্যকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহার অন্যথারূপ বর্ণন করিব কি না? এ সকল প্রশ্ন বিবেকের অধিকারান্তর্গত। জগদীশ্বর এরূপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন। আমি এরূপ ব্যবসায়দ্বারা জীবিক্য অর্জ্জন করিব, কিম্বা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিব? এ প্রশ্নের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ক্ষতিলাভের গণনা করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কোন কার্য্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অধোগতি সন্নিহিত থাকিতে পারে। হয়ত বাণিজ্য করিতে কোন স্থানে গিয়া আমার চরিত্র দূষিত হইবে, কিম্বা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার দর্শিবে। তাহা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই বিদিত, আমার বোধাতীত। আমাদিগের বন্ধুদিগের মতে এ সকল স্থলেও মনুষ্য যদি প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়া কি করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। কথাটা এই, আমি যথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথা বর্ণন করিব কি না? প্রশ্ন করিলে, ঈশ্বর বিবেকদ্বারা বলেন, 'না'; এ কথা ব্রাহ্মদের সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এ আদেশের মত সে প্রকার নহে। এ মতানুসারে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কোন্ কার্য্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, কিম্বা মফঃস্বলে যাইব, তাহাতেও ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়া কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। আমাদের যে আদেশের মতে আপত্তি, তাহা এই প্রকার আদেশ।" অবশ্য আপত্তি, এখানে স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিবেক, বিশ্বাস, হৃদয় ও বিচারশক্তি দ্বারা ঈশ্বরানুপ্রাণনে সত্য সকল 'বিদ্যুল্লতার ন্যায়' 'গগনসঞ্চারী উল্কাপিণ্ডের ন্যায়' সহসা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, প্রতিবাদকারিগণের এ কথায় কোন আপত্তি নাই। অনুপ্রাণিত ভাবোচ্ছ্বাসে স্বার্থচিন্তা প্রভৃতির তিরোধান হয়, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। আপত্তি এই, ঈশ্বর মানবের সাংসারিক বিষয়ে কোন আলোক দান করেন না, তিনি কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মের, ন্যায় অন্যায়ের বিষয় লইয়া আছেন। যেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেখানেও ইঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেন না 'জগদীশ্বর এরূপ (নৈতিক) প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন।'

অনুপ্রাণন অর্থে ইঁহারা কি বুঝেন? মানবের আত্মাতে ঈশ্বরের ভর করা। এ ভর করাতে কি স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন? না, 'সত্যদর্শনের উপযোগী যতগুলি বৃত্তি আছে, সমুদায় ঐশী শক্তির আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।' সুতরাং এস্থলে বিবেক বা অন্যান্য বৃত্তির মধ্যবর্ত্তিতা স্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে। এখানেই ইঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা নহে; কেন না সহজজ্ঞান ও বিবেকের অনুরোধে নীতি ও সত্যের অনুসরণ ইঁহারা এইরূপে নিকৃষ্টশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন:—"ইঁহারা যদিও শাস্ত্রবিশেষ বা মনুষ্যবিশেষের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেকের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া ইঁহাদের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে। পুরাতন শাস্ত্রের সীমা এইখানেই শেষ হইল।" এখন নূতন শাস্ত্র ইঁহারা কি বলেন, পাঠকগণ শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের আদেশবাদের সঙ্গে উহার কত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। "এখানে নূতন শাস্ত্র কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হইয়া, মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে* যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহ্যদর্শী স্থূল চৈতন্যের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম চৈতন্যের বিষয়। যাঁহারা এই সূক্ষ্ম চৈতন্য লাভ করিয়া নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের আর নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হয় না, তাঁহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহাদের শাস্ত্র চিরজাগ্রত, চিরজীবন্ত। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সেখানে কে নীতিশাস্ত্রের মৃত বচন স্মরণ করিয়া

* স্থূল চৈতন্য ও সূক্ষ্ম চৈতন্য প্রতিবাদকারিগণ এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন, "মনুষ্য যত দিন তাহার ঈশ্বরকে তাঁহার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারেন তত দিন তাঁহার চৈতন্য জীবচৈতন্যের ন্যায় নিতান্ত স্থূল ও মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন। কেবল প্রভেদ এই যে, মানবচৈতন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং বিকাশপ্রবণ, জীবচৈতন্যে সেই বুদ্ধিশক্তি ও বিকাশপ্রবণতার সমধিক অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। মানবচৈতন্য ক্রমে স্বকীয় স্থূলত্ব পরিহারপূর্ব্বক, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাতেই মনুষ্যের এত মহত্ত্ব, এত গৌরব।"

তাহার অনুসরণ করে? সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ত্রস্বরূপ।" "এ নূতন শাস্ত্র প্রতি-নিয়ত অন্তরেই স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত, চির অব্যক্ত। বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়া গেল, উহার নূতনত্ব দূর হইল, তৎক্ষণাৎ উহা পুরাতন শাস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষায় অনুবাদনীয় নহে।" একেবারে সংশয়বাদ হইতে রহস্যবাদে উপস্থিতি, এই কথাগুলিতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

১৭৯৩ শকের ২৬শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ) কেশবচন্দ্র প্রত্যাদেশসম্বন্ধে ব্রহ্মমন্দিরে যে উপদেশ (১৭৯৩ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন, তাহার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবেন, উহার মধ্যে সংশয় বা রহস্যবাদের অণুমাত্র গন্ধ নাই, বিষয়টী যথাযথ বর্ণিত। "যদি বল, তোমাদের অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন বিবেক তোমাদিগকে পুণ্যপথে লইয়া যায়; তখন বুঝিতে পার, ব্রাহ্ম হওয়া উচিত, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর; তখন বুঝিতে পার, ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া মনকে জ্ঞানদ্বারা পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য, এই জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন কর; তখন বুঝিতে পার, ব্রহ্মমন্দিরে না আসিলে হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পার না, এই জন্য প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও। যদি বল, এ সকল ধর্ম্মবুদ্ধির কথা; তোমরা নিজে যাহা উচিত বোধ কর, তাহা কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্তু ইহা কি তোমরা জান না, ঈশ্বর কোন্ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন? তিনি জানেন, তাঁহার সন্তানেরা প্রথমেই তাঁহার মহোচ্চ উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না, এই জন্য ইহা উচিত, ইহা উচিত নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সহজভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ দেন। যদি বল, অনেক সময় ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা আমি মানি না। যত দিন নিম্নশ্রেণীতে থাকিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বিবেকের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস, ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। সত্য বটে, ইহা নিকৃষ্ট অধিকার; কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা উৎকৃষ্ট আদেশের অধিকারী

হইতে পার না। প্রথম মনুষ্যকে বিবেক ক্ষুদ্র গুরু হইয়া উপদেশ দেন, যখন উচ্চশ্রেণীতে উঠিবে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক তোমাদিগকে তাঁহার প্রত্যক্ষ সন্নিধানে উপস্থিত করিবে। তখন স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের কথা শুনিবে।" "ব্রাহ্মগণ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর কখন কথা বলেন নাই? তোমরা যখন সাধু কার্য্য কর, কে তোমাদিগকে সেই কার্য্য করিতে বলেন? যদি বল, বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং জগতের অনুরোধে তোমরা সৎকর্ম্ম কর, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক সত্য যেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত, তেমনি প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু হইতে তোমরা প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং প্রত্যেক সাধুভাবের জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট ঋণী। সে ব্যক্তি চোর, সে অকৃতজ্ঞ, যে সত্য পাইয়া অস্বীকার করে। সে আপনার হস্তে অম্লানমুখে ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বর সর্ব্বদা কথা কহিতেছেন, আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা অস্বীকার করিও না। যখন একটি সদুপ-দেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কারশূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া তাহা দান করিলেন।" "জিজ্ঞাসা করি, কে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন? যদি সামান্য বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি, তবে কিরূপে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব? পশুর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রত্ন দান করে? মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর যে তাঁহার সন্তানদিগের সহিত কথা কহেন, ইহা কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর ইংরাজী, সংস্কৃত, কিংবা বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কন না। তিনি হৃদয়ের ভাষাতে কথা বলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য, পাপীর হৃদয় তাঁহার মুখে যে কথা শুনে, তাহাই পরিত্রাণ-শাস্ত্র। এই জন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে পারি না। ঈশ্বরের কথা যখন মনুষ্য আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করে, তখন সেই কথা দুর্ব্বল হইয়া যায়। সেই কথা আর তেমন জীবন দান করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখের বাক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। ঐ বাক্য শুনিলে মৃতপ্রায় মনে উৎসাহ উদ্যম প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মুখে বলিবার সময় এবং পুস্তকে লিখিবার সময় তাহার তেজ হীন হইয়া যায়।" "তিনি

মনুষ্যের ভাষায় কথা কন না; কিন্তু তাঁহার ভাষা সমুদায় জাতি এবং সকল ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। যে জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তাহাকে তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন; যাহার হৃদয় কোমল, তাহার অন্তরে ভক্তি বিধান করিয়া, তিনি তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করেন; যে কার্য্য করে, তাহাকে তিনি কার্য্যস্রোতের ভিতরে রাখিয়া শাস্তি দান করেন। যে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত উপায়ে তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন।" "আমরা ব্রহ্মের কথা শুনিতে পারি, ইহা অহঙ্কারের কথা নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি অহঙ্কারী, যে ঈশ্বরের আদেশ আপনার কথা বলিয়া জগতে প্রচার করে। তিনিই যথার্থ বিনয়ী, যিনি বলেন, কোন সত্যই আমার নহে, ঈশ্বর সমুদায় সত্যের অধিপতি, তিনি যখন যাহা দেন, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি যাহা দেন, তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন, সন্তান! আহার কর, তখন আহার করি; যখন বলেন, বৎস্! এই সাধু কার্য্যটি তুমি সাধন কর, তাঁহার কথা শুনিয়া তখন সেই কার্য্য করি; যখন বলেন, ঐ তোমার ভ্রাতা, তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। যাঁহারা প্রাণের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারেন, তাঁহারাই বাস্তবিক বিনয়ী। যাহারা আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া, এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে, তাহারা দাম্ভিক।" "আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কার্য্য করি, আমি লোকের মন ভাল করিয়া দিই, এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী সামান্য সত্যও পাইতে পার না। যখন চারিদিক্ অন্ধকার, কোথাও সত্যের আলোক দেখিতে পাও না, তিনিই তখন সত্য দেন। যখন পাপবিকারে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়া দেন।"

যে তিনটি বিষয়ের মত লইয়া প্রতিবাদকারিগণ বিবিধ দ্বেষ, কটূক্তি, ব্যঙ্গ, নিন্দা ও গালিবর্ষণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলিতে অর্থান্তর ঘটাইয়া জনসমাজের নিকটে ঐ সকল নিন্দিত ও ঘৃণাস্পদ করিতে যত্ন করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ যাহা প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ তিনটি মতে ভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য

কেবল মনের গভীর সংশয়বশতঃ ঐ গুলিকে অন্যরূপে গ্রহণ করাতে। প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকা হইতে আমরা আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া অর্থান্তর ঘটান খণ্ডন করিতে পারিতাম; কিন্তু এতকালের পর সে সকল কথা লইয়া কেশবচন্দ্রের জীবনী পূর্ণ করা নিতান্ত অযোগ্য। কালস্রোতে যাহা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, নিন্দিতভাবে তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবার প্রয়াস কখন প্রশংসনীয় বা নীতিসঙ্গত নহে। আমরা যাহা লিখিলাম, ইহাতে যদি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া নামান্তরে অন্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আনয়ন করিবার কোন হেতু ছিল না, ইহাতে কেবল বিদ্বেষ-ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল; আর আমাদের অধিক বলিবার কিছু প্রয়োজন করে না।

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে বার্ষিক সভায় কেশবচন্দ্রের অভিব্যক্ত মনের ভাব

এই আন্দোলনের ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্র বার্ষিক ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভায় (৯ই মাঘ, ১৮০০ শক; ২১শে জানুয়ারী, ১৮৭৯ খৃঃ) আপনার মনের কি ভাব অভিব্যক্ত (১৮০০ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) করিয়াছিলেন, এ স্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"বর্ত্তমান আন্দোলনসম্পর্কে সভাপতি যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এই দুঃখে সকলেই দুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী যেরূপ, ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা একটি স্বতন্ত্রদল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা আপনাদিগকে ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দলবৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি মনে কর যে, দলবৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। যত দিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে, তত দিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। ইতিহাস-পাঠে

জানা যায়, পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে, এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায়, এরূপ দল হইবেই; কিন্তু কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি সম্প্রদায় হইবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, ইংরাজীতে যাহাকে Party বলে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে; কিন্তু সে সমুদায় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। যত দিন সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে এবং পাপপুণ্যের বিচার হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, তত দিন তাঁহারা, আপনারা স্বীকার করুন, আর নাই করুন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। ধর্ম্মের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদায় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু; কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করেন। আমরা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন দুইপক্ষ পরস্পর বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না, সেইরূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন, কিন্তু আক্রান্ত যদি ক্ষমাশীল হন, সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইঁহার আপনার লোকেরাই যদি ইঁহার প্রতি শত্রুতা করেন, তথাপি ইনি তাঁহাদের প্রতি বৈর-নির্য্যাতন করিতে পারেন না। শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই ইঁহার ক্রোড় প্রেম-পূর্ণ থাকিবে। এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ের প্রতি ইঁহার সদ্ভাব থাকিবে। অন্যথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায় নহেন। সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্য যে এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠকেরা যখন এখনকার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতিসপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই গৃহ একটি সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুতার সম্বন্ধ, শক্রতা নহে। উন্নতিস্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ব্রাহ্মসাধকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইঁহার অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমূহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনির্য্যাতন না হয়। সকল প্রকার বিরোধ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রমুক্ত। প্রেমবিস্তারজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ করুন।

"আর একটী কথা। ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম, অনৈক্য দেখা যায়,

এ সকল সাময়িক উত্তেজনা। যখন বর্ত্তমান অপ্রেমমেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন সত্যস্থর্য্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকুন, পরে এই বর্ত্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে, সকলে বুঝিতে পারিবেন।"

কুচবিহারবিবাহ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের নিজ মত

অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, কেশবচন্দ্র কি ভাবে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার কি মত ছিল, আমরা তাঁহার কথায় তাহা পাঠককে অবগত করিতে যত্ন করিব। ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮ খৃঃ) সোমবার, কুচবিহারযাত্রাদিনে তিনি কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দেন:—

(১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন, তাঁকে পিতা বলে ভালবাস।

(২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান্ আপনার মনের মত কাজ করে মরে।

(৩) কোন পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, সেই এক প্রভুর চরণে দাসী হইয়া থাকিবে। আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেবদেবীর কাছে মাথা হেঁট করিও না। সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পদে তাঁহাকে ডাকিবে। দশ জন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয় যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ বলে ভালবাসে। তিনি তোমাকে ভালবাসিবেন। তিনি তোমাকে ধর্ম্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন। তুমি আর একবার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর।

বিবাহান্তে যখন চারিদিকে আন্দোলন উপস্থিত, তখন কুচবিহারে ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক (১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ) কেশবচন্দ্র বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপে উপদেশে ব্যক্ত করেন:—"যখনই ধর্ম্মজগতে একটী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটী প্রচ্ছন্ন অনাবিষ্কৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্নি একটী সত্য শিখাইবেই শিখাইবে, ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের গঠন এইরূপ। ঈশ্বরের রাজ্যে কি যুদ্ধ পরীক্ষার অগ্নি, কিছুই বিফল হয় না।

সমক্ষে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধবিহীন আত্মা সীতার ন্যায় বসিয়া থাকে। জল যেমন, তাঁহার পক্ষে অগ্নিও তেমনি। পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে। অধিক অগ্নির প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাব্দীর জ্ঞানালোক দ্বারাও মনুষ্যের চৈতন্য হইল না, সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন। এইজন্য এই বর্ত্তমান আন্দোলন-অগ্নি। ধর্ম্মরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে এবং পশুর রাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে, আমরা জানি না; এই অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখাইবে। স্বর্গের আদর্শবিবাহ কি, এখন তাহা জগৎ বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর পরে যদি জগৎ বুঝে, তা হলেও ভাল। পশুজগতে আসুরিক, শারীরিক, সাংসারিক বিবাহ হয়; তাহারা আত্মার বিবাহ কি, বুঝিতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধীন হইয়াছেন, তাঁহারা পশুবিবাহকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে দুই জন নরনারী উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেখানে স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান আন্দোলনে এই স্বর্গীয় উদ্বাহশাস্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যন্ত্রীর অভিপ্রায় যন্ত্র বুঝিল না। আমরা যেন পৃথিবীকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, যোগ, সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসারের সমুদায় শুভানুষ্ঠান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত বয়স লাভ করিয়া আত্মা আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্বাহরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বলেন, তোমরা হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র হইয়া আমার সদ্‌গুণ কীর্ত্তন কর। যখন নরনারী এই স্বর্গীয় বিবাহে বদ্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। আর শারীরিক, জঘন্য, জড় পশুবিবাহের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর করুন, যেন মনুষ্যজাতি হইতে শীঘ্রই পশুভাব জঘন্য কলঙ্ক একেবারে চলিয়া যায়। সকলে ঈশ্বরের কৃপায় সংসারকে সংশোধিত করিয়া স্বর্গে পরিণত করুন। পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা প্রকাশ করুন।"

৫৬

বিদেশে আন্দোলনের ফল

স্বয়ং সম্রাজ্ঞী হইতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ইংরেজগণের ও পত্রিকাবিশেষের কুচবিহার বিবাহের অনুমোদন

গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যখন কুচবিহারের রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেক্রেটারী দ্বারা কেশবচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন, ইহা আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আশ্চর্য্যের বিষয় মনে না হইলেও, তাঁহার মত ধর্ম্মনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণা, সতী নারীর এ কার্য্যে অনুমোদন কিছুতেই সামান্য ব্যাপার নহে। যেস্থলে ধর্ম্ম ও নীতির সহিত বিরোধ, সেস্থলে কোন প্রকারে তাঁহার যে কেহ অনুমোদন পাইবেন, সাধ্য কি? লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয়র এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ইংরাজ ভদ্রগণ কেশবচন্দ্রের এই কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা কিছু যেমন তেমন কথা নহে। একটি ভাবী রাজ্যের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ইঁহারা একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, কেশবচন্দ্র যদি গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে অভিলাষ পূরণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক গুরুতর কর্ত্তব্যভঙ্গ হইত। ইংলণ্ডের ডেলিনিউসও এ সম্বন্ধে ঈদৃশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব, ব্রহ্মবাদী ভয়েসি সাহেব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন। ভয়েসি সাহেব এ বিবাহকে কেবল ধর্ম্মসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তাহা নহে, ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অপরিহার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮০০ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য) এইরূপে দিয়াছেন,—"ইংলণ্ডস্থ থিষ্ট সমাজের আচার্য্য রেভারেণ্ড চারল্‌স ভয়েসি সাহেব আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে, পত্রপাঠে বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। যিনি এরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি

গভীর ভক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হয়। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া, তাঁহাকে দুরভিসন্ধিদোষে অপরাধী করিতে পারে, এই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার বিশ্বাস এই, আচার্য্য মহাশয় এই বিবাহসম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল যে মহৎ এবং ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা নহে, কিন্তু উহা অনিবার্য্য এবং অবশ্যকর্ত্তব্য। ভয়েসী সাহেব ইহাও বলেন যে, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার এই আশা যে, ক্রমে সকল দিক্ পরিষ্কার হইবে এবং নিন্দা গ্লানি পরিণামে কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আচার্য্য মহাশয়ের মনে যথেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আছে, তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না।" এই আন্দোলন তাঁহার মতে ঈর্ষামূলক। প্রোফেসর মোক্ষমূলর বিবাহের সপক্ষ ছিলেন।

মিস্ কলেট ও পত্রিকাবিশেষের প্রতিবাদ

তবে কি ইংলণ্ডে প্রতিবাদকারী কেহ ছিলেন না? কেশবচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু মিস্ কলেট * বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'ক্রিষ্টান লাইফ' 'ইন্‌কোয়ারার' তাঁহার প্রতিবাদের সঙ্গে, অতি তীব্রভাবে আক্রমণ না হউক, সায় দিয়াছেন। আমেরিকার 'নিউইয়ার্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' 'ক্রিষ্টিয়ান ওয়ার্লড' উদারতা প্রকাশ করিলেও, মিস্ কলেটের রিপোর্টানুসারে প্রতিবাদের পক্ষ প্রতিপোষণ করিয়াছেন। পর পর যে সকল বিষয় বিবাহের সপক্ষে লিখিত হইয়াছে, মিস্ কলেট সে গুলির খণ্ডন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার খণ্ডনের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট। তবে তাঁহার 'ইন্‌কোয়ারার' পত্রিকায় লিখিত প্রথম পত্রখানি এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

---

* ইংলণ্ডে মিস্ কলেট ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" অতি সুপাঠ্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষে কোথায় কে কি করিতেছেন, তাহা তিনি নিপুণতা সহকারে সংগ্রহ করিতেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থ তিনি ইংলণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতাদির জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ জার্ম্মাণ পত্রিকায় সময়ে সময়ে বাহির হইত। এতদ্ব্যতীত অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতাও করিতেন।

"প্রধান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক যে কার্য্য অসমর্থিত, মণ্ডলীর বহুসংখ্যক লোক কর্ত্তৃক যাহা নিন্দিত, সেই কার্য্য মণ্ডলীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের কেমন করিয়া আশ্বস্ততা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোঝা সহজ নহে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অনেকগুলি ইংরেজ বন্ধু—সাধারণ বিষয়ে যাঁহাদের বিচারশক্তি অতীব সম্মানযোগ্য—উৎসাহের সহিত তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং উত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে। বরকন্যার বয়সের ন্যূনতা বিষয়ে তাঁহারা আক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একটি স্বাধীন রাজ্যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিস্তারজন্য যখন মহান্ সুযোগ উপস্থিত, তখন তদ্বিনিময়ে এ ন্যূনতা স্বীকারযোগ্য বলিয়াই তাঁহারা বিবেচনা করেন এবং কেশবচন্দ্রের এ বিবাহে সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায়ও তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। এই শেষ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেও, পূর্ব্বাপরসঙ্গতি এক দিক্ হইতে আর এক দিকে লইয়া যাওয়া ভিন্ন ইহাতে আর কি হইতে পারে? বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিস্তার মূল বিষয় হইলেও, উহা ভারতের উজ্জীবন পক্ষে কোন প্রকার অতীব কঠিন ব্যাপার নহে। কোন্ যাদুমন্ত্রে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত হইবেন, সেইটি বাহির করাই প্রকৃত সমস্যা। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল পক্ষের এইটি একটি মহৎ লক্ষণ যে, তাঁহারা দৃঢ়তা সহকারে এই বিশ্বস্ততা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন এবং ইহার অনেকগুলি সভ্যকে এইটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলনের ইতিহাস বীরত্বের ক্রিয়ায় পূর্ণ; এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিধান-প্রবর্ত্তন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাহের আদর্শ দৃষ্টস্পষ্ট উচ্চ করিয়া দিয়াছে। ঐ বিধানে যে সকল সংস্কারের বিষয় আছে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের 'থিষ্টিক এনুয়াল' ভালই বলিয়াছেন:—'সে সকল যদি প্রতিব্যক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে প্রকার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে অনেক দিন যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজের পত্তনকালে সে 'গুলিকে মূলতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি এই নূতন গঠনে যথাযথ সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার এই গুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে।' এই স্থলে আমরা একটি অতি প্রধান ফলদ মূলতত্ত্বের সংঘর্ষণে উপস্থিত—ইটি সভ্যতার একটি জীবন্ত বীজ, উহার সঙ্গে নানাবিধ সংস্কারকার্য্য সংযুক্ত, সে গুলির দৃঢ়মূলত্ব

সহজ করিবার পক্ষে উহা নিরতিশয় সহায়। কেশবচন্দ্র তাঁহার কন্যার বিবাহে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিধান তুচ্ছ করাতে, (উপরে যে প্রথম প্রতিবাদ প্রদত্ত হইল, উহা দেখায়, কেমন অনেকগুলি বিষয়ে নিঃসন্দেহ তিনি উহা তুচ্ছ করিয়াছেন) ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে তুচ্ছ করিয়াছেন, এবং এই নবীন মণ্ডলী আজ পর্য্যন্ত যে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার শ্রেষ্ঠতর মূলতত্ত্বে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মবিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া লওয়া নিতান্ত আত্মঘাত। কেশবচন্দ্রের অভিপ্রায় কি, এসম্বন্ধে আমরা ইংরেজ—আমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। যখন সকল বিষয়ে বেশ জানা যাইবে, তখন এই বিষয়টি সম্বন্ধে উদারভাবে বিচার করা যাইবে। কিন্তু প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়টি আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতে যে সংস্কারকার্য্য চলিতেছে, তাহার নেতৃত্বকার্য্যে কেশবচন্দ্রকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? হিন্দুধর্ম্মের মরুভূমি হইতে নবীন সংগ্রামরত মণ্ডলীর বাহির হইয়া আসিবার পক্ষে তিনি পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু দুঃখের সহিত আমাদিগকে 'না' বলিতে হইতেছে। কারণ একথা চিরদিনই সত্য যে, 'যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছন দিকে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত নয়।'

"কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজ পশ্চাৎদিকে তাকাইতেছে না, কিন্তু বিশ্বস্তভাবে এই বিপদের সম্মুখীন হইতেছে। বরং ইহার মূলতত্ত্বগুলির প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া অপেক্ষা, উহার প্রিয় নেতার সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত। সমুদায় আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়টি আমার নিকট অতি গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নিঃসংশয় এই আন্দোলন দেখাইতেছে যে, ব্রাহ্ম-সমাজ একজন মানুষের অনুসরণ করে, এই যে অনেকে মনে করেন, তাহা নহে; কিন্তু ভূতকালে উঁহার নিকটে যত অধিক ঋণ হউক না কেন (এ ঋণ অত্যধিকই বটে), উহা এখন স্বাধীন পদবী লাভ করিয়াছে, ভারতবাসিগণের বিবেকের উপরে আধিপত্য পাইয়াছে এবং কতকপরিমাণে ভারতীয় জীবন গঠন করিতেছে। যে কোন মতের হউন না কেন, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের যাঁহারা

বন্ধু, তাঁহাদের নীতিসম্মত সাহায্য ঈদৃশ মণ্ডলী পাইবার যোগ্য। এই সংগ্রামে প্রকৃত ব্রাহ্মগণকে আমাদের সমগ্র সহানুভূতি দিতে হইতেছে, কারণ মনুষ্য-হৃদয়ে যে সকল গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে অতি গুরুতর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহারা মহত্তর সংগ্রামে প্রবৃত্ত। ঈশ্বরের সমগ্র সত্য তাঁহাদের আলোক ও বল হউক এবং দেশের উজ্জীবন এবং মণ্ডলীর রক্ষণ জন্য বিশ্বস্ত যত্নসমূহ কৃতকার্য্যে ভূষিত হউক।

এস্ ডি কলেট।"

'ক্রিষ্টান লাইফ' লেখেন—"আমরা জানি যে, সামাজিক মর্য্যাদা এবং সম্পদ্লাভ অনেক সময়ে মনুষ্যের চক্ষু কুজ্ঝটিকায় আবৃত করে, সুতরাং বিবেক-সিদ্ধ ক্রিয়া ক্ষণকালের জন্য যথাযথ পরিমাণে প্রতিভাত হওয়া নিবৃত্ত হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ, যাহাতে সাংসারিক লাভ হইবে মনে হয়, তাহাকেই নীতিসঙ্গত বলিয়া সহজে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু ঐ সকল লোক সাংসারিক বুদ্ধির অধীন, ইহাদিগকে কখন বিধাতা ধর্ম্মের নেতা হইবার জন্য আহ্বান করেন না, এবং পৃথিবীও অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের উপযুক্ত মূল্যানুসারে ইহাদিগকে গণ্য করে। কেশবচন্দ্র একজন ধর্ম্মের শিক্ষক এবং সহস্র সহস্র লোক আদর্শ ও উপদেষ্টা বলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। যে কথা তিনি প্রচার করেন, সে কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রমাণিত করা সমুচিত। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, এক জন রাজার (পাণি-গ্রহণার্থ) পাণিপ্রাপ্তি অতীব চিত্তমুগ্ধকর ; কিন্তু এস্থলে যে মূল্য বিনিময়ে দিতে হইবে, তাহা যে অতীব ভীষণ, কেশবচন্দ্রের কলিকাতাস্থ সহযোগিগণ তাহা দেখাইয়াছেন। যে সকল বুদ্ধিমান্ উন্নতমনা লোক প্রথম হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্ভ্রম, ভালবাসা এবং অনুরাগ, হয়তো চিরদিনের জন্য, তাঁহাকে বলি অর্পণ করিতে হইল।"

ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কবের "ক্রিষ্টান লাইফের" লেখার প্রতিবাদ

ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রান্সিস্ কব "ক্রিষ্টান লাইফের" এই লেখার প্রতিবাদ করেন। উহার যে অনুবাদ ধর্ম্মতত্ত্বে তৎকালে (১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০০ শক) প্রকাশিত হয়, আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"মহাশয়,—'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী সুমহান্ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা',

প্রস্তাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধে আমাকে আমার সুদৃঢ় বিমত প্রকাশ করিতে দিন। আপনি (ক্ষমা করিবেন, যদি আমার আপনার লেখার ভব বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে) অনুমান করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কন্যার জন্য এক জন রাজপুত্র বর পাইয়া বিমোহিত হইয়াছেন এবং তাদৃশ নীচ প্রলোভনের জন্য তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণেব শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বিসর্জ্জন দিয়াছেন; বস্তুতঃ কথা, তিনি ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের প্রতি আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইয়াছেন।

"ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের মাননীয় প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের গ্রাহ্য করা ভাল হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে আমাদের সহজে মতভেদ হইতে পারে। আপনি এবং আমার অনেকগুলি অতি মাননীয় বন্ধু মনে করেন যে, তাদৃশ প্রস্তাব গ্রাহ্য না করা ভাল ছিল; কিন্তু আমার মত এই যে, যে উপায় তাঁহার দেশের পক্ষে উচ্চতর আশা প্রদর্শন করিতেছে, তদ্বিরুদ্ধে দ্বাররুদ্ধ করিলে তাঁহার পক্ষে অতি শোচনীয় গুরুতর দায়িত্ব ঘটিত। তিনি বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, কি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমরা যাই কেন মনে করি না, কেশবচন্দ্র সেনকে আমরা যেরূপ জানি, তাহাতে তাঁহার ন্যায় লোক ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যে, উচিত এই নিতান্ত সরল বিশ্বাস ভিন্ন, অন্য কোন অভিপ্রায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ প্রকার অনুমান আমি অতি প্রদীপ্ত মনে প্রতিবাদ করি। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে অল্প কালের আলাপ হয়, তাহাতে আমার মনে তাঁহার কল্যাণগুণ, তাঁহার সাধুতা, বরং আমায় বলিতে হইতেছে, তাঁহার ঋষিত্ব আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়াছে যে, কোন জীবিত মনুষ্য আমার মনে সেরূপ মুদ্রিত করিতে পারে নাই, এবং সে বিমুদ্রণ কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নহে। এক দিন আধ্যাত্মিক বিষয় কথোপকথন হইয়া যখন তিনি বিদায় লইয়া গেলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি আমায় বলিলাম, 'এখন বোধ হয়, আমি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি, খ্রীষ্টের সঙ্গে আলাপ করিয়া স্ত্রীপুরুষগণের মনের ভাব কি প্রকার হইত।' আমি তখনও তাঁহার সকল মতের অনুবর্ত্তন করিতে পারি নাই এবং পরেও যে কোন কোন শিক্ষা দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে, বিশেষ বৈরাগ্যযোগে আধ্যাত্মিকতা-লাভের জন্য সমধিক প্রয়াসের উপযোগিত্বসম্বন্ধে, আমার সংশয় করিবার কারণ আছে।

কিন্তু এমন ব্যক্তি নীচ অভিলাষ কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন, এরূপ ভাব আমি কোন কালে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। আমি ঠিক এই কথাই তাঁহার মহৎ অনুরক্ত স্বগণ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি বর্ত্তমান কার্য্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন বুঝা গিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধেও বলিতে পারি। এমন হইতে পারে যে, ইঁহার মন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন অপেক্ষাও সমাবস্থ।

"মহাশয়, এক জন ধর্ম্মবন্ধুর উপরে বিশ্বাস কাহাকে বলে, আমি বুঝিতে পারি না, যদি যাই তিনি এমন একটী কোন কার্য্য করিলেন, যাহার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না, অমনি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, ঘোর সংসারী হইলে তৎপ্রতি যে প্রকার স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ের দোষারোপ হইত, তিনি তাদৃশ নীচ স্বার্থসাধনাভিপ্রায় দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন। আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে, যদি কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিবেচনায় ভুল হইয়া থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা ঠিক কর্ত্তব্যজ্ঞানানুমোদিত এবং আমি এ বিষয়ে আরো নিঃসংশয় যে, এই ঘটনাতে ক্ষুদ্র মনের নিকট যে পারিবারিক সমৃদ্ধিলাভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি ক্লেশকর বলিয়া অনুভব হইয়াছে। এ ক্লেশ কেবল তাঁহারা আপনাদের বিশুদ্ধাভিপ্রায়ের দ্বারা পরাজিত করিয়াছেন।

ফ্রান্সিস পাওয়ার কব।"

প্রতিবাদসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের ভাব

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে মিরারে নিবদ্ধ সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির আমরা উল্লেখ করিতেছি, যে প্রবন্ধের ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদকারিগণ এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, মিরার এক দিকে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগণ ধ্যান, উপাসনা, বৈরাগ্য ও ভক্তিশূন্য এবং বিশেষ বিধান, প্রত্যাদেশ ও মহাপুরুষঘটিত মতে অবিশ্বাসী হইবেন, আর এক দিকে প্রতিবাদকে বিধাতৃনিয়োজিত, সত্য ও পবিত্রতাবর্দ্ধনে সহায়ক, ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রের একাংশ স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই প্রকারের মত কি পরস্পর বিরোধী নয়? তাঁহাদের বোঝা উচিত ছিল যে,

যে ভাবে প্ররোচিত হইয়া প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল, কালে সেই ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে ধ্যানাদিতে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু মূল প্রতিবাদ যে বিষয় লইয়া, সে বিষয়—বর্ত্তমান ব্যাপারে নিয়োগযোগ্য না হইলেও—যে যে স্থলে উহার যথাযথ নিয়োগ হইতে পারে, তত্তৎস্থলে পূর্ব্ব হইতে লোকের মন জাগ্রৎ ও প্রস্তুত রাখাতে বিশেষ কল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি ও অমঙ্গল হইতে বিধাতা এইরূপে সত্য ও মঙ্গল উৎপাদন করিয়া থাকেন। প্রতিবাদসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের কি প্রকার ভাব ছিল, তাহা প্রদর্শন জন্য আমরা ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গৌরবান্বিত মণ্ডলীর আমরা সভ্য, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কত উচ্চ আমাদের অধিকার, কত প্রশস্ত আমাদের সহানুভূতি, কত পবিত্র আমাদের কার্য্য, কত উজ্জ্বল ও সুমিষ্ট আমাদের বিধান, যে বিধানাধীনে আমরা বসতি করিতেছি! আমাদের মণ্ডলী সর্ব্বান্তর্ভাবী। প্রতিবাদকারী বিধিত্যাগকারী সকলকেই ইহা আমাদের অন্তর্ভূত করিয়া লয়। আমাদের আপনার গৃহের লোকেরাই আমাদের শত্রু। যাহারা আমাদের নিন্দা করে, তাহারা আমাদেরই শিবিরস্থ। বিরোধী দণ্ড চুম্বন করাই আমাদের ধর্ম্মমত। ক্ষমা করিয়া যাওয়া, অন্তর্ভূত করিয়া লওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের চরিত্রের দোষক্ষালন অভিপ্রায় করি না। আমরা কি আমাদের মণ্ডলীর অতীব অনুপযুক্ত নই? কিন্তু আকাশের ন্যায় উচ্চ আমাদের ধর্ম্মের আমরা অবশ্য প্রশংসা করিব, এবং ইহার মহত্ত্ব প্রদর্শন করিব। কত উচ্চ, কত স্বর্গীয় সেই ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে শেখায় যে, যাহারা আমাদের বিরোধী, তাহারাও আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান, যাহারা আমাদিগের প্রতি অত্যাচারনিরত, তাহাদিগকেও নিয়ত বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, এবং অতি তীব্র প্রতিরোধ এবং অতি উত্তেজক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদও সেই পরিত্রাণপ্রদ বিধানের অন্তর্গত, যে বিধানের সহিত আমরা সংযুক্ত। লোকে না জানিয়া শুনিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে, বিশেষ বিধাতৃত্ব এবং বিশেষ দেবনিঃশ্বসিত আর সকলকে বাদ দিয়া কেবল আমাদেরই ব্যবহারের জন্য, এইরূপ আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি। আর সকলকে বাদ দিয়া কি আমরা

সম্ভ্রম চাই? ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয়! আমরা রক্ষণশীল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; তথাপি আমরা নিতান্ত করুণার পাত্র, যদি আমরা সেই সমাজের ভক্তিভাজন আচার্য্যকে জীবিত ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক জন সমধিক দেবনিঃশ্বসিতবান্ এবং ভারতের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র, এই ভাবে না দেখি! প্রতিবাদকারিগণ আমাদের এবং আমাদের পবিত্র পক্ষেব উপরে লজ্জা ও কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগের হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি সমুদায় প্রতিবাদের আন্দোলনকে বিধাতৃনিয়োজিত, এবং উহাতে যে নির্ব্বহিতা নিয়োজিত হইয়াছে, স্বর্গের নিয়োগে উহা ব্রাহ্মসমাজকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় এবং সমুদায় দেশকে উপকৃত করিবে, এই ভাবে আমবা উহা অবলোকন করি। প্রত্যেক মানুষ, যিনি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, প্রত্যেক পত্রিকা, প্রত্যেক কথা, যাহা আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত ও কথিত হইতেছে, যত দূর উহা সত্য ও পবিত্রতার পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তত দূর উহা আমাদের ঈশ্বরের ও আমাদের মণ্ডলীর। প্রতিবাদের আন্দোলন উহার সর্ব্ববিষয় সহ আমাদের অপৌরুষেয় গ্রন্থের নিশ্চয়ই নূতন পরিশিষ্ট অধ্যায়। আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক এবং দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, প্রভু পরমেশ্বর আমাদের নিকট আমাদের মধ্য দিয়া এবং আমাদের বিরোধে যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর দিয়া তিনি কথা কহেন। আমাদের শিবিরে এবং তাঁহাদের শিবিরে আমরা তাঁহাকে কার্য্য করিতে দেখি।”

আত্মপ্রকাশ

কেশবচন্দ্র আপনি কে, তাহা জানিতেন। তিনি এই তীব্র আন্দোলনে ভীত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল যাঁহাতে বিরাজমান, তিনি মশকের ধ্বনিতে আপনার বিচিত্র নিয়তি ভুলিয়া গিয়া, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবেন কেন? তাঁহাতে পুরুষের পুরুষকার, তেজ, বল ও উৎসাহ যেমন ছিল, তেমনি নারীপ্রকৃতিসিদ্ধ কোমল ভক্তি ও প্রেমে হৃদয়ের আর্দ্রতাও ছিল। যাঁহাদের জন্য তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতরে একটু অসদ্ভাব দর্শন করিলে যাঁহার সমুদায় রজনী নিদ্রা হইত না, তাঁহার দুর্জ্জয় প্রেমের নিকটে সকলেরই পরাজয়স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। কেশবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদী হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, আবার যখন উপাসকমণ্ডলীর অনুরোধে পুনরায় বেদী গ্রহণ করেন, তখন আপনার জীবনসম্বন্ধে (২৩শে ও ৩০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক) (৫ই ও ১২ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ) যে কথাগুলি* বলিয়াছিলেন, সেগুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার এই কথাগুলি মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দেখান হয় নাই, এজন্য যদিও তিনি তৎকালে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি এ কথাগুলি যখন তাঁহারই কথা, তখন তৎপ্রতি সমুচিত সম্মানদানে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? সে সময়ে এগুলি অযথাভাবে লোকে গ্রহণ করিবে, এ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল, এখনও সেরূপ আশঙ্কার কারণ কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে; কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরদিন সত্য, তৎপ্রকাশে পশ্চাৎপদ হইবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আমার আচার্য্যপদ ঈশ্বরপ্রদত্ত"—২৩শে বৈশাখ, ১৮০০ শক; রবিবার; ৫ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ

"ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ, যখন তোমরা গত রবিবার প্রণয়ের সহিত, প্রেমের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা কথা

---

* ইহার প্রথমাংশ, পরসময়ে বেদী হইতে যে জীবনবেদ ব্যাখ্যাত হয়, তদনুরূপ। (উপদেশ দুটী ১৮০১ শকের ১লা ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।)

বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথা আজ শুনিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের দু পাঁচটী কথা বলিতে পারি। জীবনে সময়ে সময়ে যাহা অনুভব করিয়াছি, গূঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ একটি বিশেষ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর ডাকিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার সে কথা শুনিলাম। সেই সময় হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন হইল। যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল, তখন ইচ্ছা হইল যে, পাপে তাপে অধীর হইয়া সংসার-অরণ্য মধ্যে যাঁহাকে ডাকিব, তিনি কোথায়, তিনি কেমন ভালবাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি এমন এক জনকে ধরিব, যাঁহাকে ধরিলে আমার জীর্ণ তরী ডুবিবে না। আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থনা, মানুষ নয়। তোমরা এ কথা বিশ্বাস কর, অনুরোধ করিতেছি। আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থনা, এই প্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে, আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পূজা সাধন ভজন আরম্ভ করিলাম। সময় সময় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম। ইহাতে কি শিখিলাম? কখন ঘরে, কখন ছাদের উপরে বসিয়া সরলভাবে মানুষকে মানুষে যেমন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া জীবনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। অনেক সময় মানুষের প্রার্থনা কল্পনার ব্যাপার হয়, এজন্য আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রার্থনায় কল্পনা থাকিলে ঘোর বিপদ, সুতরাং প্রার্থনা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে; এই বিশ্বাসে পদে পদে গুরুকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত করা যাইতেছে, তাহা ঠিক ধর্ম্মের অনুমোদিত হইল কি না? যে সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে, সে গুলি প্রকৃত কি না, জানি না। উপধর্ম্মবাদিগণ গুরু ও ধর্ম্মপুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকে, মানুষের উপদেশ শুনে। যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, সে দিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। সুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল। সংসারের সুশৃঙ্খলা করিতে হইলে, গুরুজনের

নিকটে লোকে শিক্ষা করে; কোন বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রয়োজন হইলে, বন্ধুর নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করে; কোন্ পুস্তক পড়িতে হইবে, তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে সুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয়, সৎপরামর্শে অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান করে। এ সকল ঠিক হইতেছে, কি মন্দ হইতেছে, কে বলিবে? এই সকল ভাবিয়া ব্রহ্মের পাদপদ্ম ধরিলাম, তাঁহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয় মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলাম। পথে চলিতে আবশ্যক হইলে, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। মানুষকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে, সে বিরক্ত হয়। এত বড় মহান্ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব, এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলই বৃথা হইয়া যায়। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লওয়া যায়, তবে এক জন ক্রমাগত পাঁচ বৎসর বিপরীত পথে চলিতে পারে, কল্পনায় কাজ করিয়া পরিশেষে মহাবিপদে পড়িতে পাবে। সুতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পথে, ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, সম্পদের সময়, সংসারের কার্য্য করিবার সময়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইতাম, এবং তাঁহার কথা শুনিতে চেষ্টা করিতাম। তাঁহার উত্তর শুনিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। উত্তর না পাইয়া ডাকিলে কেহ কি কখন সুখী হয়? কাণাও যদি ডাকিয়া উত্তর পায়, তবে কি সে সুখী হয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিষ চাই। যত ক্ষণ না তাঁহার উত্তর পাইতাম, বসিয়া থাকিতাম। প্রথমে ব্রহ্মের স্পষ্ট উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম, ব্রহ্ম হাসিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে অল্প অল্প তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময় এমন হইয়াছে, কোন স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে, তবে গিয়াছি। অমুক লোকের বাড়ীতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া অমূল্য সত্য লাভ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

"ক্রমে জীবনের ইতিবৃত্তে দেখা গেল, ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে ডাকা ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নূতন নূতন পথ দেখিতে পাইলাম।

অনন্তর একটি ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময়ক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের উপদেষ্টার পদ, আচার্য্যের পদ পাইলাম। ব্রাহ্মদিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যামিশ্রিত কথা। কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে না। নিয়োগ-পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম, তাহাতে তাঁহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে, ঘরে, আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কার্য্য করা একটি লোভের ব্যাপার। মনে করিও না, ইহার জন্য ২।৫ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে এই এই উত্তর দেওয়া যায় কি, দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব, কি পড়িব না? অমুক কর্ম্ম করিব, কি করিব না? প্রথমতঃ হাঁ, কি না, এইটি শুনিবার বিষয়। ক্রমে জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। অনেকে এইরূপে সাধন আরম্ভ করিলে, ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়। সে যাহা হউক, যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম; জানিলাম, আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর যখন বসাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রমে ঈশ্বর সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাতে উপযুক্ততা নাই, এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? যদি তিনি আমায় আচার্য্যের কার্য্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, আমি কেন সঙ্কুচিত হইব? পথে, ঘরে, ছাদে যাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, তিনিই যখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকটে উহা ঘরের কথা বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন দেন, তিনিই আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন; সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া আর কি মনে করিব? উপাসনার সময়ে তাঁহার সঙ্গে যেরূপ বার বার কথা বলিয়াছি, সেই কথা সকলকে বলিব; সুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর সঙ্কোচ কি? আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার, তাহা বলিব। আজ এই কথা বলিলাম, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ যদি চূর্ণ হয়, চারি দিকে গ্লানি নিন্দা হয় হউক, * আমি সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিতে পারি

* অনুসন্ধানে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে প্রতিবাদকারিগণ এই উপদেশের

না, আর সত্যকে গোপন করিলে চলে না।

"আমি যদি ব্রহ্মের ভৃত্য হই, তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হই, তাঁহার অন্ন পান দ্বারা যদি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জানাই-লেন। অমুক স্থানে যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর্, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর্, তিনিই আজ্ঞা করিলেন। সে কালে, আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া তাঁহার সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি একটি আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম, আর একটি ছাড়িব কি প্রকারে? যিনি ধন ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা করিতে বলিলেন; কেন সেবা করিব না? এই জন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি কি মানুষ করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়া কি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার মানুষের কথায় প্রয়োজন নাই। মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে। আমি কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আমার মরণ বাঁচনের কথা। যদি এই কাজ গ্রহণ করি, বাঁচিব; যদি না করি, মৃত্যু হইবে। আমি মরিব, না বাঁচিব, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। মরিব না, বাঁচিব, এই স্থির করিয়া বলিলাম, যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার আদেশ পালন করিব। বাঁচিবার জন্য, জীবিকার জন্য আমার এ কর্ম্ম করিতে হইবে। নিয়োগপত্রে যে ভার আছে, তাহা উপহাসের বিষয় নয়; আমায় প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। এত

কিয়দংশের সার (ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে) আপনাদের মনোমত করিয়া পত্রিকায় করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত অংশের পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছিলেন, "কেশব বাবুর আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া যেরূপ বিশ্বাস এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস তাহা তাঁহার একটী দুরারোগ্য রোগস্বরূপ ও ব্রাহ্মসমাজের ঘোরতর কলঙ্কের কারণ হইয়াছে।" উদ্ধৃতাংশের অবশেষে সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "কুচবিহার বিবাহানুষ্ঠানের পর এইরূপ নির্ভীকভাবে মহাপুরুষ ও আদেশবাদের প্রচার দেখিয়া ব্রাহ্মগণ কি কেবল আশ্চর্য্য প্রকাশ করিবেন! ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা, অমঙ্গল-আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই দেখিয়া, বিশেষ চিন্তান্বিত হউন।" একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উদ্ধৃতাংশের ভাষার সহিত, যাহা কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত।

বড় প্রকাণ্ড ভাব কি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটী হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনি সহজ। এত বড় ভার একটী ছোট ভাণ্ড হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার হইল, বুঝি ভারি ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে। যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে আসিল; ভাবনা কি? কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিয়া দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন, 'আমি ভারের কাজ করিব।' যদি তিনি না করেন, মৃত্যু। মনে হয়, এটি একটি প্রকাণ্ড ভাব। এত বড় একটি সমাজসংস্কারের কার্য্যে অনেক জ্ঞান চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম্ম চাই, এ সকল কথা কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি, জল খাওয়া যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনি সহজ।

"ফলতঃ প্রচার করিব, না হয় মরিব, এই মূল কথা। এই প্রচার যত্নসাধ্য নহে, সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে, তুমিতো ইহার উপযুক্ত নও। তোমার তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি, তোমার কুসংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল, এ কথা ফাঁকি দিবার কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না; এই কথা বলিয়া কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায়, আমি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত হই, তবে আমার কি? নিয়োগকর্ত্তার দোষ। বেদী হইতে আমি যাহা বলিব, তাহাতে পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করিবে, আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল? পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয়, আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। এ সকল কথার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে।

"যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি, একটি যোগ্যতা আছে, এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ। কি বিষয়ে? না, আমি ভালবাসি। যে ভালবাসে, সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই ভালবাসিতে হয়। লোকে ভৃত্যকে ভালবাসে, ভৃত্যও প্রভুকে ভালবাসিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ভাবি,

আর মনকে বলি, মন, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি, তুমি কি ভালবাসিয়া মরিতে পার? ভালবাসিয়া মরিতে পারি, এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে। শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটী কোটী লোক আক্রমণ করিলে, খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, প্রগাঢ় প্রাণের ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় ভালবাসার মধুরতা কি, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটী ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভালবাসিতে গিয়া, আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল, আর স্বভাব বল, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করি নাই। আমি এ ভালবাসা মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি। ভালবাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই বলিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট, আর মার, যাই কর, কার্য্যে থাকিতেই হইবে। যদি তোমরা অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পার, ঐ অমুক ব্যক্তি কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহার পূজা করিব, তাঁহাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিয়া তাঁহাকে আপনি বেদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই, তোমরা একটি কাজ করিও, আর এক জন যে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। আমি সরলমনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই যে, আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে। যত দিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যত দিন রক্ত আছে, তত দিন দস্যুর হাতে, রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করিব না। আমা অপেক্ষা বা আমার সমান এক জন লোক ভালবাসে, বলিয়া দাও; দেখ, আমি তাহাকে সমুদায় ভার দেই কি না? আমি তোমাদিগের নিকট ঋষি বা মহর্ষি চাই না, তোমাদিগের দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে, প্রচারকগণ এবং তাঁহাদিগের পরিবারের মুখে যদি অন্ন না যোটে, তবে কান্দিবে, এমন একজন চাই। যদি বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখিতে চাও, দেখিতে পাইবে, আমার অস্থির

মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে কি না? প্রাণেশ্বর যদি বলেন, অমুককে তোমার স্থানে প্রেরণ করিলাম, অমনি আমার জীবন শেষ হইবে, প্রাণত্যাগ করিব, আমার কর্ম্মকাজ তখনি ফুরাইবে। আর একজন আমার ভাই ভগ্নীদের জন্য কাঁদিবে, ইহা বুঝিলেই আমার সমুদায় কর্ম্ম শেষ হইল।

"দেখ, আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয়-কার্য্য করিতে কার্য্যালয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? আমার কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই; বল, আমি চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া কি করি? কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই, কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ন, আমার মাণিক বন্ধুগণ। রাত্রি দুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না; মনে হয়, একাকী কি প্রকারে থাকিব? ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয়, আমি কাহাকেও বলি না। ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ, এই আমার কার্য্য; এই জন্য এখনও আছি, এই জন্য এখনও থাকিব। সকলে বলুন, আর না বলুন, সেবা করিব, এই উপরের আজ্ঞা। বিবাদ করিতে চাও, কর, আমি মনকে কখন ঠকিতে দিব না। কেন না, আমার এ ঘরের কথা। আমার এ কথাতে তর্ক বিতর্ক আসিতে পারে না। কি সম্পর্কে আমি কার্য্য করিব—এক জন ভালবাসে, এই সম্পর্কে। কেহ অহঙ্কারী বলিতে চাও, বল, তবু এ কথা বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এ কথা বলিলাম।"

"চোরের ব্যবসায়"—৩০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক; রবিবার; ১২ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ।

অন্যতর উপদেশটি এই:—"স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয়া বলাতে দোষ নাই। যখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহার এক জন বাড়িল; যত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহার এক জন বৃদ্ধি হইল।

ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল, কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, ইহার ফল যাহা হইবার, তাহা ভবিষ্যতে হইবে; তবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু এক জন চুরী করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 'সন্দেহ নাই' বলের সহিত বলিতেছি, কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে না, নিশ্চিত প্রতিবাদ করিতে পারে না। ইহার সাক্ষী শত্রুগণ এবং মিত্রগণ। শত্রুদলও বলেন, মিত্রদলও বলেন, এ কথা সত্য। এক জন ভারি প্রবঞ্চক যশোমানলাভের প্রত্যাশায়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার ইচ্ছায়, আপনার ঐহিক অভাব মোচন করিবার জন্য, নানাপ্রকার কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে। এক জন লোক নানাপ্রকার নিগূঢ় কৌশলে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ নামে, কখন বিনামী করিয়া লোকের হৃদয় চুরি করিতেছে। শত্রু মিত্র দুইয়ের কথা ভিন্ন প্রকার, কিন্তু মূলে এক। শত্রুরা একজন চোরের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত্ত বিষয়ী, যাহার ভিতরে এক, বাহিরে এক, সংসার অন্তরে, বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশভূষার বাসনা, বাহ্যিক শোভাতে যোগী এবং ধার্ম্মিক, মুখে তপস্যা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা, মস্তক অবনত, সুতরাং শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলিয়া গণ্য, ভিতরে বিষয়ের গরল, বাহিরে নিস্পৃহের ভাব, ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ্য, সংসার লক্ষ্য। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর। আমিও বলি, এ ব্যক্তি চোর, কিন্তু অন্য ভাবে, অন্য লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়।

"আমি আমাকে চোর বলিতেছি, বিরোধী দল যে চোর বলিতেছে, তাহাদের কথা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি যথার্থ কোন্ প্রকারের চোর, তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে। এই বেদী হইতে সাব্যস্ত করা যাইতেছে, এক জন চোরের জন্ম হইয়াছে। শত্রু মিত্র, এ দুদলের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে পারি; আমার দ্বারা চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি। কিরূপে, কি কৌশলে চুরি করিব, চিন্ত ভাবিতে লাগিল। চোরের ব্যবসায়, চোরের কৌশল লইয়া কোন্ স্থলে কিরূপে কার্য্য করিলে ব্যবসায় চলিবে, চিন্তা হইল। একটী অভ্যাস ছিল, সেটি এই; ব্রহ্ম
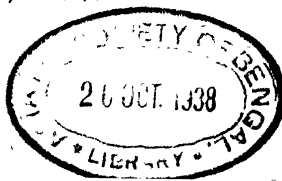
বলিয়া একজন আছেন, তাঁহার মুখ দর্শন করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উত্তর শুনিতাম। আজ বলিতেছি, তাকাইতাম, আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে সুন্দর মুখ দেখিতাম। ঈশ্বরের মুখ চিরসুন্দর। কলিকাতা সমাজে বিষ্ণু গান করিত, 'ভুলো না চিরসুহৃদে'। চিরসুহৃৎ কে? আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাই না? মানুষ নন, নিরাকার, ইহাতে ভুল নাই; কিন্তু 'ভুলো না চিরসুহৃদে' যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখি, তিনি কাছে কি না? চক্ষু তুলিলাম, একজনার মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর ভুলিবার নহে। মুখ দেখিলাম, ইহাতে আর ভুল নাই, আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি, ইহা যেমন সত্য বলিয়া মানি, এ মুখ দেখা যায়, আমি তেমনি সত্য বলিয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ ঘরের মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে। সেই এই মুখ জীবনের বস্তু, সেই এই শীতল সুকোমল পদ জীবনের সার ধন। এই মনোহর জিনিষ আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি; দেখিয়া বুকের ভিতরে রাখিয়াছি।

"ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা আছে, এক জন আহ্লাদিত হইলে দশ জন আহ্লাদিত হয়। এক জন যদি হাঁ করে, আর দশজন দর্শক অজ্ঞাতসারে হাঁ করে। একজনের মুখ ম্লান হইলে, তার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের মুখ ম্লান হয়। তেমনি যদি এক জনকে হাসিতে দেখা যায়, নিজের মুখও হাসি হাসি ভাব ধারণ করে। যখন দেখিলাম, সেই মুখ কখন কখন ঈষৎ হাস্যযুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে ঈষৎ হাস্যের ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার মুখও হাসিল। সার কেবল এই হাসি মুখ। এই মুখদর্শনেই চুরির কৌশল শিখিলাম। মুখ দেখিলাম, দেখিয়া সুখী হইলাম। এই মুখ দেখিবার জন্য চুরি করিতে হয়, চৌর্য্য-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবীর ইহাতে সায় নাই। কেবল বিপদ্‌কালে নিকটে বসিয়া বলিলাম, 'মুখ দেখাও', আর একটি বার দেখাও। দুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে তোমার কাজ ভাল লাগে না, তোমাকে দেখিতে চাই। যাই আনন্দ-মুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত বিপদ দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। যাহাতে দর্শন ঘনীভূত হয়, তাহার উপায় ধ্যান তপস্যা যোগ। কিন্তু এ সংক্রান্ত একটী

কথা আছে। আমার অনেকক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘ কাল তাঁহার দিকে তাকাইতে পারি নাই, নৈমেষিক দর্শন হইয়াছে। একবারে একটি নিমেষ, পল বা অর্দ্ধ মিনিট দর্শন হইল, আর হইল না। ইহাতে বোধ হয়, দর্শন পলকের জন্য হয়, ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট ২ মিনিটের জন্য হয় না। কিন্তু ঐ যে পলকের মত দর্শন, ঐ বিন্দুই সিন্ধুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন্ন মনুষ্যের হয় না, পাপিজীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহুমূল্য বস্তু। একটি বার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ একবার দুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়, জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সুখ সকলেরই অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাহার কথা শুনাও উচিত, তাঁহাকে দেখাও উচিত। দেখা শুনা, শুনা দেখা, একবার দেখা, একবার শুনা, একবার রূপদর্শন করিলাম, একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিলাম, এই দুটি ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহা কি দুর্ল্লভ? এই যে তিনি আছেন, ইহা যদি বলিতে না পারিলে, তবে দর্শন বহু দূরে। বিনা চেষ্টায় এখনি যদি বলিতে পার, এই তিনি আছেন, তবে হইল, নতুবা বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে, আর তিনি চলিয়া গেলেন। বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তিচক্ষে এই তুমি, এই আমি, সহজ পরিচয়।

"এই দর্শনের আনন্দে, এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে। এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম, তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া, দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া, কেহ সে কথা শুনিল না; সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ়ভাবে ২ জন ৫ জন ১০ জন ২০ জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা একজন দুইজন তিনজন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের

অনেকে দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে, কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরি করিতেছে। জীবন আছে, ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক জনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে, কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এক জন লোক চুরি করিতেছে, ইহা প্রকাশ হউক, বা না হউক, সকলের উপরে চুরি চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরি করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

"ঈশ্বর চোরের কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে, এ চুরি বন্ধ করিতে পারে। চোরের কার্য্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কার্য্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এত আন্দোলন, অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জন্য? এই জন্য যে, জানি যে, যে একবার জালে পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলী করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া কি করিবেন? প্রত্যেক প্রতারক অর্থাৎ প্রচারক, একথা নিশ্চয় যে, দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যদি মনে হয় যে, তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন, জানিও যে, তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহস্র ক্রোশও কেহ চলিয়া যান, যাউন, হস্তপদ বান্ধা রহিয়াছে। প্রেম দ্বারা ঈশ্বর যাহাদিগকে ধরিয়াছেন, তাহারা কোন রূপে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। একবার যাহারা পরিবারের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা সে সূত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তি, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের নামে, ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরি করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি, সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না।

চোবের ভাগ্যে এই জন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে, তারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি একবার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও, বক্ষঃস্থলে চির দিনের জন্য আবদ্ধ আছেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও, সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, দূরে গেলেন, তাঁহাকে কি ছাড়া যায়? তিনি চিবদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরির শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না। ব্রহ্মনামের সুধা জগতের লোককে দিয়া প্রমত্ত করিয়া তাহাদিগেব চিত্ত হরণ কব, দেখিবে, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি ব্রাহ্মেব ভালবাসাব সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন।"

"বিপদে ঈশ্বরের দয়া"—১২ই চৈত্র ১৭৯৯ শক; রবিবার; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ

চারিদিকের ঘোরতর আক্রমণের ভিতরে কেশবচন্দ্র কি প্রকার প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই আক্রমণকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ১২ই চৈত্রের (১৭৯৯ শক) (২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ) ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশে উহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা সেই উপদেশটি (১৭৯৯ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই দিন প্রতিবাদ-কারিগণ উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইতে যত্ন করিয়াছিলেন।

"অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবাব জন্য দূর দেশে যাইতে হইবে না। ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা ব্রহ্মমন্দিরে কোটি সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আজ নাম কীর্ত্তন করিবার অপেক্ষা নাই, পূজনীয় ব্রহ্মের নাম করিতে শরীর বোমাঞ্চিত হয়, তিনি তাঁহার অগ্নিময আবির্ভাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার কবিলেন। আমরা বিরোধিগণের চরণ ধবিয়া ধন্যবাদ করি-তেছি। বিরোধিগণ, তোমরা অতি বন্ধুর কার্য্য করিলে, তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা চমৎকাররূপে মনুষ্যসমাজে প্রকাশিত করিয়া

থাকেন। তোমাদেরই জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়, জগতের ঈশ্বর বিপদের সময় কেমন নিকটস্থ হন. ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন তিনি প্রেম প্রকাশ করেন। বিরোধিগণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই সাধককে আপনার সুমিষ্টক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। যতই সাধকের হৃদয় আক্রমণে সন্তপ্ত হয়, ততই তিনি তাহাকে সুশীতল করেন। দেখ, আজ দুঃখযন্ত্রণা শোক বিপদ্ কিছুই রহিল না, রহিলেন কেবল ঈশ্বর। আজ ব্রহ্মমন্দিরে আদি অন্তে কেবল ব্রহ্মের আবির্ভাব। তিনিই আজ আমাদিগেব বক্ষঃস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

"সুন্দর হরির মধুময় আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত ভালবাসিব, এবং তাঁহার মহিমা পরাক্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণের আর অকালে ইহলোক পরিত্যাগের ভয় রহিল না? বিরোধিগণ আজ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতেই তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেন। আজ আমার বন্ধুগণের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল, তোমরা দীর্ঘায়ু হইয়া পবিত্র ধর্ম্মের ভাব দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে সুখধাম কর। যদি তোমরা মান হারাইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন; যদি দুঃখী হইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরসুখে সুখী করিবেন বলিয়াছেন। যদি তোমাদেব প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, আবার তোমরা বীরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যদি পাপে আক্রান্ত হইয়া থাক, অনুতাপানলে পুড়িয়া সাধু সচ্চরিত্র হইবে। যদি দুঃখের আগুন চারিদিকে জ্বলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে মহিমা-পূর্ণ করিবেন। শত্রুগণ শত্রুতা করিয়া কি করিতে পারে? এ পৃথিবীর শত্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শত্রুর ন্যায় বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটি কটু কথা সহ্য করিলে, সেই কটুকথা আশীর্ব্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন করে।

"দেখ, আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, এই বেদীর ঈশ্বর, ব্রহ্মমন্দিরের ঈশ্বর জ্বলন্তভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পশ্চাতে বিদ্যমান। আজ শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বর্গীয় আবির্ভাবে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে। আর কেন আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইব? এই যে আজ আমাদিগের ঈশ্বর

করতলস্থ বস্তু হইয়া আছেন। বিরোধিগণ আগুন জ্বালিয়া কি করিবে? আমরা ব্রহ্মের ক্রোড়ে রক্ষিত হইব। আমাদের ভাইগণ আমাদিগকে কটু-কথা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি হইল? তাহারা না বুঝিয়া আমাদিগকে অপমান করিল, তাহাতেই বা চিন্তা কেন, ভাবনা কেন? তাহারা আক্রমণ করিয়া কি আমাদিগের মনকে সন্তপ্ত করিতে পারে? কৈ, হৃদয়ে কটুকথার তো একটি চিহ্ন নাই। আমরা কি তাহাদিগের আক্রমণে হৃদয়ের শান্তি বিসর্জ্জন দিতে পারি? আমরা যত কান্দিব, তত শান্তি উপার্জ্জন করিব। আমরা এই শান্তি ফেলিয়া যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পত্তি পাই, তবু তাহা গ্রহণ করিব না। সকল অবস্থায় আমাদের এই শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। যদি অশান্ত হই, তবে আমাদের ক্ষতি। মাতাকে শান্তিপ্রেমের আধার করিয়া সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিব।

"দেখিও, প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন হইল বলিয়া যদি ভাই বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয়, এ বিষয়ে চিরকাল ভয় রাখিবে। ক্রোধপূর্ণনয়নে কাহার পানে তাকাইও না। যে ব্যক্তি শান্তভাবে সমুদায় বহন করে, তাহার মস্তকে অমৃত-বর্ষণ হয়। বিরোধিগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে, কেন না, তাহারা জানে না, কি করিতেছে। তাহারা বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা জানিতে পারিয়াছি, বিরোধও ঈশ্বর সৃজন করিয়া থাকেন। সম্পদ্ বিপদ্ সকলই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিবে, আর এক দিকে নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে। ব্রহ্মের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার বিধি আজ আরো অধিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। দেখ, বিরোধের ভিতরে কেমন চমৎকার রত্ন, আক্রমণের ভিতর কেমন অপূর্ব্ব সুখ সম্পদ্। বিরোধ পাঁচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অল্প সময়ের জন্য, কেন না ইহার মধ্যে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। আক্রমণ বিরোধের মধ্যে যে বলের সহিত বলিতে পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রহ্মের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পায়, সে কখন ব্রহ্মে বিশ্বাসী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়। আগে সামান্য ভাবে চারি দিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন পূর্ব্ব

পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ব্রহ্মের জ্যোতি কেমন জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত! কেমন সত্যের সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান! চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে, দেখ, ভিতরে কেমন পুষ্পের সুকোমল শয্যা! বাহিরে এত আগুন, অথচ প্রাণ কেমন শীতল হইতেছে। যত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে,তত শীঘ্র শীঘ্র তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া শীতল হইবে। বিরোধিগণ যখন রণস্থলে 'মার মার!' করিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে তোমরা ধ্যানে নিমগ্ন হইবে, অন্তরে সুন্দর পুষ্প সকল ফুটিবে, তরুপল্লবলতাতে হৃদয় মনোহর ভাব ধারণ করিবে। তখন বুঝিবে, ব্রহ্মের কেমন মহিমা!

"প্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে পড়িয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সুখে বসিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই দৃষ্টান্তের কবচে আপনাদিগকে আবৃত কর। ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয়স্থান, তাহাদিগের কোন ভয় নাই। ঈশ্বর কখন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ যখন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি, উহা ছাড়াইয়া লয়। যে প্রাণনাথের চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে সুখের স্থানে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে কোন প্রকারে দুঃখ দিতে পারে না। সাধককে দুঃখ দেয়, পৃথিবীতে এমন কে আছে? যখন সাধক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসিমনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়া থাক। বিশ্বাসীর দুঃখ কোথাও নাই। আপনি আপনার দুঃখের কারণ হইতে পার, অপরে কখন তোমাদের দুঃখের কারণ হইতে পারে না। ঐ দেখ! সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমাদিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এই কথা বলিলে, ব্রহ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এই আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কে? আজ যাহারা দুঃখ দিতে আসিল, তাহাদিগকে সহজে হারাইলেন কে? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিল? আজ এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ন হাতে পাইয়াছি, যত্নের সহিত তাহা বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া আমরা সুখে দিন যাপন করিব; পরে আর কেহ আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিবে না। যদি অধর্ম্ম করি, তবেই দুঃখ। মনুষ্যের কটূক্তি কখন আমাদিগের হৃদয় ভেদ করিতে পারিবে না। যত বিষাক্ত

বাণ আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিন্দু হইয়া উহা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। তোমরা শান্তভাবে বসিয়া থাক, আর অন্যের দুঃখ দেওয়ার যত্ন দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরিহাস কর। যদি দুঃখ আইসে, তোমাদিগের এক গুণ বিশ্বাস দশ গুণ হইবে, দশ গুণ শান্তি বিশ গুণ হইবে। তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাক, ব্রাহ্মসমাজের কখন অমঙ্গল হইবে না। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর. তাঁহার নাম স্মরণ কর, সাধন ভজন কর। ইহাতে এই হইবে, দুঃখ বিপদে দুঃখ দিতে পারিবে না। যাহারা আজ অল্পবিশ্বাসী আছে, তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে। যাহারা মরিবে বলিয়া শ্মশানে যাইতেছে, তাহাদিগকে জাগ্রৎ জীবন্ত দেখিতে পাইবে। সাধন ভজনে দুঃখী সুখী হয়, অসহায় সহায় পায়, নিঃসহায় প্রচুর ধনলাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে ঘেরিলে ধ্যান আরও ঘনতর হয়। যত লোকে করতালি দিবে, তত তোমরা আরো আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিবে। বাহিরে যত কটুকথা শুনিবে, হৃদয়ে তত মধুর কথা শুনিবে। বাহিরে যত অন্ধকারে ঘেরিবে, ততই অন্তরে উজ্জ্বল ব্রহ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের বিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মরাজ্যে বসিয়া থাকা চাই। সেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লাভ হইবে; সমুদয় অভদ্র তিরোহিত হইবে। বন্ধুগণ, ব্রহ্মে লীন হও, আরও তাঁহাকে ভালবাসিতে থাক, সুখ শান্তি তোমাদেরই।”

৫৮

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা

১৭৯১ শকে (জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে) (জুন, ১৮৬৯ খৃঃ) কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ খাঁটুরা গ্রামে গমন করেন; (৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সেই হইতে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা আরম্ভ হয়। এই উপাসনায় গ্রামের ও তৎসংলগ্ন অপর গ্রামের কয়েক জন ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের অনুপস্থিতিকালে উপাসনাকার্য্য এক এক বার বন্ধ থাকিত। এই উপাসনার ফলস্বরূপ একটি যুবা প্রাচীন কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করেন। বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী লেপ্টেনেণ্টগবর্ণরের নিয়োগানুসারে সন্নিহিত গোবরডাঙ্গার নাবালক জমীদারগণের অভিভাবক হয়েন, তিনি এই সময়ে সর্ব্ববিষয়ে ইঁহাদের সহিত যোগ দান করেন। তাঁহার মত প্রাচীন সম্মানিত ব্যক্তি যোগ দেওয়াতে, স্থানীয় লোকদের মনে অবশ্য সম্ভ্রম উপস্থিত হয়। আজ নয় বৎসর হইল, সমাজের কার্য্য চলিতেছে। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহ যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ খাঁটুরা এবং গৌরীপুর এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে (১৮০০ শকের ৬ই আষাঢ়; ১৯শে জুন, ১৮৭৮ খৃঃ) কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে তথায় গমন করেন। এ সম্বন্ধে তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬ই আষাঢ়ের) একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ নিবদ্ধ আছে :—

"বিগত ৬ই আষাঢ় (১৮০০ শক) খাঁটুরা গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তথায় গিয়াছিলেন। ৫ই আষাঢ় সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন ও স্তোত্রপাঠান্তে আচার্য্য মহাশয় সমবেত ভদ্র ও সাধারণ লোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। ইহাতে দুই শ্রেণীর লোককে ভিন্ন

প্রকারে উপদেশ অর্পিত হয়। যাঁহারা ভদ্রশ্রেণী, তাঁহাদিগকে চিত্তসংযম, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিতে নিয়মিত সময় দিতে অনুরোধ করেন। যাহারা সাধারণ লোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া যাহাদের জীবন রক্ষা করিতে হয়, তাহাদের সময়ের অভাব, জ্ঞানের অল্পতা হইলেও, ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম করিবার সময় আছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ৬ই আষাঢ় প্রাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ হয়। প্রতিষ্ঠিত মন্দির যদিও বৃহৎ নয়, দেখিতে অতি সুন্দর ও সুরুচিনিষ্পন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর, অথচ গ্রামমালায় পরিবেষ্টিত। বিশুদ্ধ বায়ুর এত সমাগম যে, একটু বায়ুবেগ হইলে সম্বৃত বস্ত্রে উপবেশন করিতে হয়। সায়ংকালে উপরি উক্ত দত্ত মহাশয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, বারাণ্ডায়, ছাদে এবং মণ্ডপে প্রায় সহস্র লোক সমবেত হইলে, সঙ্গীত ও শ্লোকপাঠানন্তর আচার্য্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি সাধারণ লোক একত্র হইলে সেখানে গোল না হইয়া যায় না। কিন্তু যখন বক্তৃতা হইতেছিল, তখন একটী সূচী নিক্ষেপ করিলেও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ ভাবে সকলে নিস্তব্ধ এবং সকলের চক্ষু আচার্য্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে বদ্ধ ছিল। বক্তৃতান্তে যখন সঙ্গীত হইতেছিল, তখন সাধারণ লোকে মিলিত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। যখন বাহির হইয়া গেল, তখন তাহাদিগকে পথে হরিধ্বনি করিয়া যাইতে অনেকে শুনিয়াছেন। ৭ই আষাঢ় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের গৃহে বক্তৃতা হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভদ্র সাধারণে প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর্য্যজাতিত্বে আমরা সমুদায় ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদিগের সহিতও কেমন মিলিত হইতে পারি, ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণ ও অগ্নি হ্রাস হইয়াছে, তাঁহারা কেমন ভ্রান্ত।"

"ঋষি ও ভক্ত" বিষয়ে উপদেশ

৬ই আষাঢ় (১৮০০ শক) (১৯শে জুন, ১৮৭৮ খৃঃ) প্রাতে মন্দির

প্রতিষ্ঠিত হয়, এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ (১৬ই আষাঢের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন ঃ—

"এই আর্য্যস্থান পুণ্য স্থান, এই ভারতভূমি পুণ্য ভূমি, কেন বলি? এই ভূমিতে ঋষির জন্ম হইয়াছে। ভারতভূমি কৃতার্থ হইল, কেন না ঋষি ও ভক্ত উহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা ঋষি ও ভক্তের জন্মভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঋষিজীবন এবং ভক্তজীবন ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছু নহে। এই দুই জীবন ধর্ম্মের দুই শাখা, পুণ্যের দুই ভাব। দুইটি একত্র করিলে সত্য ধর্ম্ম, ঈশ্বরের ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এক দিকে ঋষি, এক দিকে ভক্ত, এ দুয়ের মিলন প্রকৃত ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল। ঈশ্বর ধর্ম্মের দুইটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'ঋষি, তুমি ভারতে গমন কর। সংসার দুঃখের স্থান। এখানে ধন মান পরিবার ইন্দ্রিয়-সুখ সকলের মন প্রমুগ্ধ করে, অধর্ম্মের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে। তুমি গিয়া সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসীর ভাব ধারণ কর। কি জানি, কিছুতে পাছে মুগ্ধ করে, এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর। হিমালয়-শিখর, গিরিগহ্বর, গঙ্গা যমুনা শতদ্রু নদী, নিবিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় নাই, টাকা নাই, সেই খানে গিয়া নিশ্চিন্তমনে নিমীলিতনয়নে ধ্যানে নিমগ্ন হও। যদি স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের ভিতরে স্থান দাও। তাহাদিগকে ধ্যানের পথে দৃষ্টান্ত দ্বারা আকর্ষণ কর।' ঈশ্বরের এই আদেশে ভারতের কত মুনি ঋষি জন্ম গ্রহণ করিলেন, নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা করিয়া দেশের কত মঙ্গল করিলেন, এবং সাধন ভজনে আত্মসমর্পণ দ্বারা ধর্ম্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

"ঈশ্বর ভক্তকে বলিলেন, 'তুমি ভারতভূমিতে যাও। ধর্ম্মের অপরাংশ গিয়া সংগঠন কর। পৃথিবী নিতান্ত শুষ্ক হইয়াছে। কেবল কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া, প্রকৃত ধর্ম্ম কি, প্রকৃত যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হরিভক্তি নাই; হরিনাম-রসামৃতের আস্বাদ কেহ পায় নাই। উহা শুষ্কতা, সাংসারিকতা, অধর্ম্ম, কুসংস্কার, ধর্ম্মহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যাও, এই সকল দেখিয়া ক্রন্দন কর এবং হরিপদ স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনন্দধারা নিপতিত

হউক, গাত্র রোমাঞ্চিত হউক। তুমি ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া কখন হাসিবে, কখন কাঁদিবে, কখন নৃত্য করিবে, কখন ব্রহ্মামৃতসাগরে ডুবিবে। তুমি আপনি আনন্দনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীও আনন্দনীরে মগ্ন হইবে। একটি দুইটি করিয়া ক্রমে সমুদায় দেশ সেই মধুময় রসের আস্বাদ জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক্ত! তুমি গিয়া ভারতভূমিতে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। তোমাকে দেখিয়া তাপিতহৃদয় সাধকগণের শান্তি হইবে। তুমি আপনি যে নাম করিয়া সুখী হইবে, অপরেও সেই নাম করিয়া সুখী হইবে। তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তোমার কথা শুনিয়া, ভারতের নগরে নগরে ধর্ম্মের জয়ধ্বনি হইবে। মৃদঙ্গ বাজাইয়া নামকীর্ত্তন কর, গ্রামে গ্রামে মহাবোল উঠিবে, প্রেমের প্রবল তরঙ্গে দেশ বিদেশ ভাসিয়া যাইবে; এক এক করিয়া সহস্র ভক্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে থাক, পৃথিবীর সকল শোক তাপ বিদূরিত হইবে।'

"দুঃখী ভারতের দুঃখ-বিমোচন জন্য ঈশ্বর এই দুইটী অঙ্গে ধর্ম্ম নির্ম্মাণ করিলেন এবং দুই জনকে দুইটি ভাব প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কালক্রমে দুই অঙ্গ মিলিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উদয় হইল। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত ঋষি এবং চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রকৃত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক জন বেদ, এক জন শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিলেন। এক দিকে জ্ঞানশাস্ত্র ঋষিমত, আর এক দিকে ভক্তিশাস্ত্র প্রেমের মত। এক দিকে হিমালয় ঋষিগণের স্থান, আর এক দিকে নবদ্বীপ ভক্তের জন্মভূমি। এক দিকে ধ্যান ধারণার গভীর প্রশান্ত ভাব, আর দিকে ভক্তি প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস। এই দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হও, দেখিবে, আশ্চর্য্য রত্ন লুক্কায়িত আছে। আজও পর্ব্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে এই স্থানে ঋষিগণ বসিয়া সন্ধ্যাকালে করযোড়ে পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতেন। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর কূলে যাও, দেখিবে, অমুক স্রোতস্বতীর কূলে অমুক ঋষির আশ্রম ছিল। সেই সেই স্থানে বসিয়া, তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিয়া, কত অপূর্ব্ব রসাস্বাদ লাভ করিতেন। সামান্য বৈষ্ণবের গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে, প্রভু চৈতন্য কি করিয়াছিলেন। কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শুষ্ক জ্ঞানে জর্জ্জরিত এই দেশ

উজ্জ্বল হইল কেন, শীতল হইল কেন? প্রেমের প্রভাবে। তাঁহার নামে সমুদায় দেশ প্রেমজলে প্লাবিত হইয়াছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে। এত যে ধনের লালসা, এত যে সভ্যতার আড়ম্বর, প্রকৃত ভক্ত চৈতন্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইলে, মত্ত হইলে, সকলি ভুলিয়া যাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? এক সূত্রে এই দুইটি ফুলকে একত্র গাঁথা হইয়াছে। ধ্যান-ফুল ভক্তি-ফুল বিশ্বাসসূত্রে গাঁথিয়া গলায় পরিব। এই দুই প্রকার ভাব একটি ঘরে রাখা হইয়াছে, যাহার নাম ব্রহ্মমন্দির। আজ যে এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা নূতন নহে, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইতেছে; চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভক্তি আসিয়াছিল, তাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে। ইহা দেখিয়া কাহার চিত্তে না আহ্লাদ হয়? এই দুই অমূল্য রত্ন থাকিতে কি দুঃখ। হায়! এমন অমূল্য রত্ন নির্ব্বোধ লোকেরা ভুলিয়া গেল। এখন বলে কি না, আমাদের ধর্ম্ম নাই; নিরাকার ভাবিতে পারি না। ভ্রমান্ধ বলিয়া আবার আপনার দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব ভুল কেন? ভাব দেখি, এক জন প্রাচীন ঋষি নদীতটে বসিয়া ভাবিতেছেন; তাঁহার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি নাই; তিনি পৃথিবীর সমুদায় বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন; নিমীলিতনয়নে হৃদয়াকাশে উঠিয়া ভিতরে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিতেছেন; ভিতরে ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে বাস করিতেছেন। সংসার তাঁহার নিকটে তুচ্ছ হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাঁহাকে ভুলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভুলিবেন না। ধর্ম্ম ছাড়া বর্ত্তমান ধন মান সভ্যতা সমুদায় তাঁহার নিকটে তুচ্ছ। আর কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিব না, সেই ঋষি-ভাব ধারণ করিব। ঋষিতুল্য হইয়া মাঠে ছাদে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুণ গুণ স্বরে প্রবাহিত সেখানে, যেখানে পর্ব্বতরাশি চারিদিকে নিজ মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতেছে সেখানে, সেই নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল অনন্ত আকাশ, বলিব, 'হে অনাদ্যনন্ত ভূমা মহান্!' আর শরীর মন ব্রহ্মে নিমগ্ন হইবে, 'একমেবাদ্বিতীয়মে' নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। এইরূপে দুঃখ শোক চলিয়া যায়, হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়।

"ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া থাকা ব্রাহ্মের চেষ্টা, ব্রাহ্মের প্রাণগত সঙ্কল্প। কিন্তু

কেবল ঋষি হইলে সব দুঃখ যায় না। সুখের প্রয়োজন, প্রেমের প্রয়োজন। এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্ন হইয়া থাকিলাম, আর একদিকে তাঁহাকে স্মরণমাত্র প্রেমধারা পড়িতে লাগিল, এই পূর্ণাবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মৃদঙ্গ বাজাইয়া, পথে পথে হরিনাম কীর্ত্তন, পরিবারমধ্যে প্রেমময়ের নাম উচ্চারণ, সকলে মিলিয়া তাঁহার নামামৃতের রসাস্বাদ, ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার অনুরাগে উন্মত্ততা, ইহাতে নূতন কিছু আসিল না। বঙ্গভূমিতে যে অনুরাগ-তরু এক দিন ছিল, সেই অনুরাগতরু সতেজ হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য দর্শন, কি চমৎকার শোভা! এ দেশে কি ধর্ম্ম বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে? আজ কি একটা শুষ্ক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব? শুষ্ক মন্ত্র প্রাতে উচ্চারণ করিব? শুষ্ক অনুষ্ঠানে জীবন কাটাইব? এরূপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এ দেশে এখনও যে ভক্তি দেখিতেছি। ঋষিগণের সেই নিরাকার ব্রহ্মে এখন সেই ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে।* প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে দেখিব, আর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইব। হৃদয়ের ভিতরে ঋষির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভক্তের প্রেমে তিনি হৃদয় বিগলিত করিবেন, মাতাইবেন। আমরা ঋষি ভক্ত হইয়া অনন্ত ঈশ্বরকে গলার মালা করিয়া জীবনে ধারণ করিব। আমাদের কি দুইই হইতে পারে? এই কি বিশ্বাস করিব, এই ভারতে আর সেই ঋষি এবং ভক্তের সমাগম হইতে পারে না? না না, কখনই না, এ যে ভারতভূমি পুণ্যভূমি।

"ভ্রাতৃগণ! সময়ে সময়ে তোমাদের নিরাশা উপস্থিত হয়। তোমরা মনে কর, আমরা বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখানে ভাল বীজ রোপণ করিলে, তাহার স্থলে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুষ্করিণী খনন করিলে উহা অল্প দিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তুত করা আর মরুভূমিতে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না? নরনারী বালক বৃদ্ধ যুবা এ দেশে এক সময়ে ভক্তিরসের আস্বাদ পাইয়াছে কি না?

* নিরাকারে ভক্তি, ইহা এ দেশে অপ্রসিদ্ধ। গাজীপুরের পবনাহারী বাবার নিকটে এক জন পণ্ডিত এক দিন বলিতেছিলেন, ভক্তি কেবল সাকার পূজাতেই হইতে পারে ('রূপং বিনা মহেশানি ন হি ভক্তিঃ প্রজায়তে')। তদুত্তরে যোগী পবনাহারী ভাবে গদগদ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কেশব বাবা যে কথা বলেন, সে অন্য দেশের, শাস্ত্রের অতীত।'

যদি এ কথা সত্য হয়, তবে জানিও, এ ঘরে লোকে প্রচুর পরিমাণে প্রেম ও আনন্দ লাভ করিবে। আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বক্তৃতা হইল, তোমরা ঋষি হইবে, ভক্ত হইবে। ঋষি ও ভক্তের ভাবে 'প্রভু, কোথায়' বলিয়া আনন্দে তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিবে। তাঁহার নিরাকার শ্রীচরণ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমাগত আনন্দ বাড়িবে, পুণ্য বাড়িবে এবং সে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়িবে। আজ আমরা যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি, এই জাতির ইহা আদি ধর্ম্ম; আজ আমরা যে দেবতার পূজা করিতেছি, প্রাচীনেরা এই দেবতার পূজা করিতেন। আর কেন, ভাই, নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিতে ক্ষান্ত থাক? দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, স্বতঃপরতঃ ঈশ্বর-সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে, এখন গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে যে দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিমোচন হইবে, আহ্লাদ আনন্দ বাড়িবে। আজ আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি? যে বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিলাম, তিনি ধন্য হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্য নিমন্ত্রণ নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি সুন্দর সুগঠিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন। এখানে তাঁহার কথামৃত পান করিয়া যদি দুইটি তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা শান্ত হয়, তবে কত লোক সেই রস আস্বাদ করিবার জন্য আসিবে; প্রভু দয়াময়ের নামে গ্রামের সমুদায় দুঃখ শোক চলিয়া যাইবে।

"আজ আমরা এখান হইতে কি শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? মানিলাম, গ্রামে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, জ্বর-রোগের অত্যাচার আছে। একবার সকলে মিলিয়া ব্রহ্মনামামৃত পান কর, দেখি, সকল দুঃখ যায় কি না? সকলের মনের সাধ পূর্ণ হয় কি না? আজ দশ পনর কুড়ি বৎসর হইল, আমরা সেই প্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত সুখ শান্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাম, সেই সুখের কথা বলিতে এত দূর আসিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়া হরিনামের রসাস্বাদ গ্রহণ কর, তাঁহার চরণ বক্ষে ধারণ কর দেখিবে, অল্প দিনের মধ্যে কি হয়। এ ধর্ম্ম শুষ্ক কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা দেখিবে, মহাপ্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে; দেখিবে, এমনই আনন্দরস উথলিয়া উঠিবে. সেই আনন্দে সমুদায় সংসার

ডুবিবে, সমুদায় পৃথিবী ডুবিবে। সেই প্রভুর নিকটে গেলে যেরূপ মিষ্ট বচন শুনিতে পাইবে, এমন আর কোথাও শুন নাই। তিনি তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া সত্যের পথে লইয়া যাইবেন। যদি পথ হারা হও, 'গুরো! পথ হারা হইয়াছি' এই কথা বলিলে, তখনই সদ্‌গুরু ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। সংসার-উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া, 'প্রভো! কোথায় রহিলে' বলিয়া ডাকিলে, অমনি তিনি সমুদায় তাপ নিবারণ করিবেন। দশ জন ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে চাহিলে, প্রভু তাহাই করিয়া দিবেন। শাস্ত্র গুরু সাধুসঙ্গ বৈরাগ্য যাহা কিছুর প্রয়োজন, কিছুরই অভাব থাকিবে না। পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না। একাকী ডাকিতে চাও ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোমার সহধর্ম্মিণী হইবেন। একাকী ডাকিয়া কষ্ট নিবারণ হইবে, গৃহের সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকটে আসিলে, তাঁহার পরম মঙ্গলময় ক্রোড়ে সকলে সুরক্ষিত হইয়া শান্তি পাইবে। সকলের এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এক জন দশ জন, ক্রমে শত শত জন এই স্থানে ঈশ্বরের কথা শুনিবে। এখানে যেমন মন্দির স্থাপিত হইল, এইরূপ স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। মন্দিরের নিশান আজ সকলকে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ডাকিতেছে। সেই ঈশ্বরের চরণে আশ্রিত হইলে, ইহলোকে কল্যাণ, পরলোকে সদ্গতি হইবে।"

সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ

অপরাহ্নে তিনি সাধারণ লোকদিগকে যে উপদেশ দেন, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"হে ঈশ্বরসন্তানগণ! হে মনুষ্যসন্তানগণ! ঈশ্বরের ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য তোমরা এখানে আসিয়াছ, মনোযোগ দিয়া শুন। ধর্ম্মের কথা শক্ত কথা নয়, সহজ কথা। ধর্ম্মের এমন সহজ উপায় আছে, যাহা সকলে সাধন করিতে পারে। তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণের দিক্ দিয়া দেখিলে ধর্ম্ম বড় কঠিন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভক্তি ও বিশ্বাসের দিক্ দিয়া দেখিলে উহা সহজ। ঈশ্বরের সূর্য্য তোমাদের মস্তকের উপরে, ঈশ্বরের আকাশ তোমাদিগকে ঘেরিয়া আছে, ঈশ্বরের বৃষ্টি তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে, ঈশ্বরের গঙ্গা চলিতেছে, ঈশ্বরের হিমালয় মেঘ সকলকে ভেদ করিয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, ফুলের গন্ধ লইয়া বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে, গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত

করিতেছে, মনুষ্যের শরীর সুস্থ করিয়া চলিতেছে। মানুষ, কেন নিরাশ হও? কেন বল, ঈশ্বরের ধর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে, ঈশ্বর আর এখন অবতীর্ণ হইয়া কথা কন না? তিনি গরীব বলিয়া সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন? একে গরীব, তাহাতে মূর্খ, কোন প্রকার শাস্ত্র অভ্যাস করা হয় নাই; তাই বলিয়া কি ঈশ্বর তোমাদিগকে উপেক্ষা করিলেন? একবার ধ্রুবের কথা স্মরণ কর, প্রহ্লাদের কথা স্মরণ কর। ঈশ্বর কি তাঁহাদিগকে শিশু বলিয়া, অজ্ঞান বলিয়া দেখা দেন নাই? ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি এখনও এমন দেখা দেন যে, ঘোর তপস্যা করিয়াও কেহ তেমন দেখা পায় না। কোথায় শুনিয়াছ, ছেলের ক্রন্দন শুনিয়া মা উপেক্ষা করিয়াছেন? তোমরা সংসারে ঘোর বিপাকে ডুবিয়াছ, যদি তাঁহার নিকট ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগকে দেখা দিবেন।

"এখন যে গ্রামে যাই, সেই গ্রামেই রোগের কথা, যন্ত্রণার কথা। টাকা নাই, সন্তানেরা আহার পায় না। স্বামী স্ত্রীর মন অলঙ্কার দিয়া তুষ্ট করিতে পারেন না। অন্ন অভাবে, ঔষধ অভাবে অনেক লোক মরিতেছে। ভদ্র লোকের পরিবারগণেরও দুঃখ। কোথাও ধর্ম্মের গন্ধ নাই। এ যুগ কলিযুগ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই অন্ধকার সময়ে মনুষ্যসন্তানের আর আশা করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর নিদ্রিত। কে বলে, এখন ঈশ্বর নিদ্রিত? আকাশে ঈশ্বরের চন্দ্র সূর্য্য যেমন আছে, ঈশ্বরও তেমনি আছেন, কলিযুগ বলিয়া ঈশ্বরের মৃত্যু হয় নাই। পৃথিবীতে আজও বারিবর্ষণ হইতেছে, আজও ধানের ক্ষেত্রে ধান জন্মিতেছে। ধান্যতৃণকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে তোমাকে সৃজন করিল?' সে উত্তর দিবে, 'আমার ঈশ্বর আমায় সৃজন করিয়াছেন।' ফুলের বাগানে যাও, দেখিবে, ফুল হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা কর, 'তোমাদিগকে কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, না, তোমরা আপনি জন্মিয়াছ? তোমাদের এ সৌন্দর্য্য সুগন্ধ কোথা হইতে আসিল?' ফুল তখনি তোমাদিগকে উত্তর দিবে, 'আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা আমাদের সৃজন করি? আমাদের মুখের এ সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধ, যিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই দিয়াছেন।' আকাশ হইতে অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমরা কি নাস্তিক মেঘ হইতে

আসিতেছ'? তখনি তাহারা বলিবে, 'না, আমাদেব মেঘ নাস্তিক নহে, আমাদের আকাশ কখন নাস্তিক নহে। সাধ্য কি, নাস্তিক আকাশ, নাস্তিক মেঘ হইতে ভূতলে পড়িব?' দেখ, চন্দ্র সূর্য্য দুটি প্রকাণ্ড তেজোময় মশাল জ্বলিতেছে। পৃথিবীর অন্ধকার বিনাশ কবিয়া কেমন শান্তি প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্য কোথা হইতে আসিল? সূর্য্য কি ঈশ্বরেব মহিমা প্রকাশ করিতেছে না? প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদিত হইয়া কি ঈশ্বরের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে না, পৃথিবীর নাস্তিকতা বিনাশ কবিতেছে না? চন্দ্র যদি চারিদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বর্ষণ না করিত, তবে শরীবের কষ্ট শ্রান্তি কে দূব কবিত? শ্রান্ত জগৎ কি একেবাবে পুড়িয়া যাইত না? ঈশ্বরেব নামে লোকে তিরস্কার করিবে, তাঁহাকে অবিশ্বাস কবিবে, এই জন্য কি তিনি এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাক্ষী রাখিয়া দিযাছেন? এ সকল দেখিযাও, হে মনুষ্য, তুমি কেন নাস্তিক হও? কেন বল, সত্য যুগে যাহা হইবাব, তাহা হইয়াছে, এখন কলিযুগে আর কিছু হইবে না? এত স্পর্দ্ধা কেন? এত অহঙ্কাব! প্রতিদিন যে অন্ন আহার করিতেছ, জিজ্ঞাসা করি, উহা কোথা হইতে আসিল? বলিবে, আমি পরিশ্রম করিয়া টাকা উপার্জ্জন কবিযাছি, বাজাব হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়াছি, রন্ধন করিয়াছি, নিজ হস্তে তুলিয়া খাইযাছি। মানুষ, কি বলিলে? এই কি তোমাব বুদ্ধি? তুমি সকল কবিলে? কোন্ বাজা জমীদার নরপতি আপনার চেষ্টায় শরীর রক্ষা করিতে পাবে? শরীরেব রক্ত কি তোমার দ্বারা চলে? যদি এক মিনিট ঈশ্বরেব শক্তি ইহাতে না থাকে, এখনি সকল বন্ধ হইয়া যায়, এক মিনিটে সমস্ত ধ্বংস হইযা যায়। বাঁচিয়া আছ কাহাব জন্য? তুমি জ্ঞানী হইলে, বুদ্ধিমান্ হইলে, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি কাহার শক্তিতে? এই যে দক্ষিণ বাহু, ইহা কি ব্রহ্মের শক্তি বিনা বাড়াইতে পার? অন্ন মুখে দিবে, হাত উঠাইবে কি প্রকারে? পদে পদে শক্তি চাই, কিন্তু শক্তি বলিতে আর কি আছে? সেই এক মূল শক্তি ঈশ্বর আছেন।

"ভক্তিভরে পাঁচ জনে মিলিয়া ডাকিলে, তিনি মন্দিরে দেখা দেন; আবার একাকী নির্জ্জনে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে যেমন তাঁহাকে দেখিবে, চক্ষু খুলিয়াও তেমনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অপর মানুষ সেখানে কিছু দেখিল না, কিন্তু তুমি তোমাব প্রাণের

হরিকে দেখিলে। যদি এরূপ হয়, তবে আমার সকলি দেখা হইল। আমার প্রাণের বস্তু পিতা মাতা রাজা প্রভুকে যদি দেখিলাম, তবে আর কি দেখিবার অবশেষ থাকিল? হরি আমার বিষয়, হরি আমার আসল জিনিষ। যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন এই বলিয়া কান্দিতে লাগিলাম, ইঁহাকে ছাড়িয় সংসারে ফিরিয়া যাইব কি প্রকারে? খুব কান্দিতে কান্দিতে অশ্রুপূ চক্ষে তিনি আপনি বদ্ধ হইলেন; আরো আমার পরমানন্দ হইল। অন্তরে বাহিরে হরি আমায় ঘেরিলেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রাণের ভিতরে তাঁহাকে দেখিলাম, চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে তাঁহাকেই দেখিতে পাইলাম। আমার প্রাণের কত আরাম হইল। সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষ লতায় আমার হরি, মনের ভিতরে হরি, সর্ব্বত্র হরির সহাস্য মুখ। এ সব মিথ্যা, হরিই সত্য মনের মধ্যে যিনি তাঁহাকে দেখিবেন, তিনিই বাঁচিবেন। প্রতিদিন হরিনামসুধা পান কর; অন্ততঃ দিনের মধ্যে ৩।৪ বার তাঁহার নাম কর ভাবিতে হইবে না। এমনি পেটুক হইবে যে, আর সে নামসুধা পান না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কৈ, সে নাম কৈ? সে নাম লোকে সাধন করে কৈ? একবার তোমরা সকলে সেই নাম কর, সেই নাম সাধন কর। এই নাম করিতে হইলে কি করিবে? মিথ্যা কথা কহিবে না, চুরি করিবে না, হিংসা করিবে না, কাহাকেও ঠকাইবে না, পরের স্ত্রীর প্রতি মন্দ দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মনে মনেও ব্যভিচার করিবে না; সকলের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিবে। চরিত্র মন্দ হইলে, চোর হইয়া হরিনাম করিলে, নামের ফল দেখিতে পাইবে না। বরং এ প্রকার নামের অবমাননা করিলে মৃত্যু হইবে। অন্যের প্রতি দয়া করিতে গিয়া তোমাদিগের দানের আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অমুক স্থানে একটী বিধবা আজ তৃষ্ণায় কাতর। যাই প্রভু আজ্ঞা করিলেন, 'যাও, অমুক বিধবাকে জল দাও,' অমনি সে আজ্ঞা শুনিয়া তাহার মুখে জল দিলে, তোমার রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় হইল। একটি অসহায় শিশু রৌদ্রের আঘাতে মৃতপ্রায়, রাস্তায় পতিত, শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে প্রাণে বাঁচাইলে, তোমার পুণ্যের অবধি রহিল না। এইরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া, ঈশ্বরের চাকর হইয়া, যাহা তিনি করিতে বলেন, তাহা করাই সার সত্য ধর্ম্ম; আর যাহা কিছু, সকলি অসার ও মিথ্যা।

তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া, বহু শাস্ত্র পড়িয়া সাধু হইবে, তাহা নহে। শত শত তীর্থ ভ্রমণ করিলে শরীর মন পবিত্র হইবে, তাহা নহে। মনে যদি পাপ থাকে, বাহিরে তীর্থভ্রমণ বৃথা, বহুশাস্ত্রপাঠ. বহু তর্ক বিফল। যদি সব ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া হরিনাম কর, তবে নিশ্চয় তাঁহাকে পাইবে। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহার নাম কব। ওগো, আমি বড় সাধু হইয়াছি, বড় উপাসক হইয়াছি, এইরূপ ধূমধামে দরকার নাই। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি তোমার প্রাণের ভিতরে দেখা দিবেন। তথায় স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সকল আমার, ইহা আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের যে ভক্ত হয়, ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'তাহার সকল ভাব মাথায় করে বই' 'গাভী যেমন বৎস পাছে, থাকে সদা কাছে কাছে, আমি আমার ভক্ত সঙ্গে থাকি সদা তেমনি করে।'

"যে কুঁড়ে ঘরে বসিয়া 'আমি পাপী' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ঈশ্বরের নাম সার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার চক্ষের জল মোচন, এবং তাহাকে খুঁজিয়া লইয়া সকল দুঃখ দূর করেন। যাও, তোমরা ঘরে গিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার পূজা কর, ভক্তি-ফুল তাঁহার চরণে দাও, পরিবার মধ্যে তাঁহাকে ডাক; দেখ, এক মাসের মধ্যে দুঃখ দূর হয় কি না? তোমবা স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগ্নী মিলিয়া সেই করুণাময় ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন কর, ইহকালেই তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর উপস্থিত সকলের মনে ভক্তি সঞ্চাব করুন, সকলকে শুদ্ধ ও সচ্চরিত্র করুন, সকলের ভার লইয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন। আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধাব সহিত বারবার তাঁহাকে প্রণাম করি।"

কেশবচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের চিত্ত চিরদিন কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত। তাঁহাব পত্নী ভগিনী কুমুদিনী যখন ঈশ্বরের জন্য বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়া পতিকর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত হন, তখন কেশবচন্দ্রের গৃহ তাঁহাকে আশ্রয় দান করে এবং কেশবচন্দ্রের মাতা তাঁহার মাতৃস্থানীয়া হইয়া কত যত্ন করেন। অন্যান্য অনুরাগবন্ধনের বিষয় মধ্যে এ ঘটনাটিতেও ভ্রাতা ক্ষেত্র-মোহনের চিত্ত কেশবচন্দ্রের সহিত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ধনিগৃহের সন্তান। যদি তাঁহার বৈরাগ্যের বাহ্যাড়ম্বর থাকিত, তাহা হইলে উহা অনেক

লোকের চক্ষে সহজে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত; কিন্তু কেশবচন্দ্র আপনার বৈরাগ্য সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের চিত্ত এই সময়ে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া নিতান্ত মুগ্ধ হয়। কেশবচন্দ্রকে গোবরডাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে গমন করিতে হইবে। ভদ্রবেশে গমন করিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। দত্তজপ্রদত্তবস্ত্রমধ্যে যে একটী জামা ছিল, তাহা ছিন্ন। কেশবচন্দ্র সূচীকার্য্য দ্বারা সেই জামাটীকে ভদ্রাকার দান করিবার জন্য ক্ষেত্র বাবুর নিকটে সূচী ও সূত্র চাহেন। এই ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সামান্য অন্নপান ভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্তি, তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঘটনাটী সামান্য বটে, কিন্তু উহা তাঁহার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে, আজও তিনি অতি আহ্লাদের সহিত ঐ কথা বর্ণন করিয়া থাকেন। (১) এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও এখানে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য। কেশবচন্দ্র গোবরডাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে বক্তৃতান্তে, সাদর-নিমন্ত্রণে পান ভোজন সমাধা করিয়া, ছেঁকরা গাড়ীতে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করেন। এক জন প্রচারবন্ধু অগ্রে পদব্রজে গোমাতে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অধিক রাত্রিতে কেশবচন্দ্র একা আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রচারবন্ধু তাঁহার গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। কেশবচন্দ্রতো কোন কালে কোন লোকের উপরে ভাষায় বা ব্যবহারে প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না; যিনি সঙ্গী হইলেন, তাঁহারও সেই দশা। সুতরাং তাঁহারা উভয়ে ছেঁকরা গাড়ীর গাড়োয়ানের অনুগ্রহের উপর সম্যক্ নির্ভর করিয়া চলিলেন। গাড়ী ভাল করিয়া চলে না, পথে স্থানে স্থানে বিলম্ব করে, কে আর তাহাদিগকে শাসনবাক্যে সচেতন করে? দত্তপুকুরে আসিয়া পূর্ব্ব গাড়োয়ান অন্য গাড়োয়ানের হাতে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। এ গাড়ীখানি পূর্ব্ব গাড়ী হইতে নিতান্তই অপকৃষ্ট। পথে যাইতে যাইতে প্রচারবন্ধুর সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। তন্মধ্যে বন্ধুগণের কল্যাণের জন্য, আপনার অধিকার তিনি কি প্রকার সঙ্কোচ করিয়াছেন, বিশেষরূপে বলেন। মহিলাগণের সঙ্গে স্বাধীন প্রমুক্ত ব্যবহারে তিনি মনে করেন না যে, তাঁহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে; কিন্তু কি জানি বা তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধুগণ বিপাকে পড়েন, এই ভয়ে

(১) গ্রন্থরচনাকালে তিনি জীবিত ছিলেন।

তিনি এ অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছেন। নারীগণের প্রতি দুষ্টতা-প্রকাশ জনসমাজের বিনাশের হেতু, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা তিনি তাহা ভয় করিতেন। তিনি ইহার সঙ্গে ইহাও বলেন যে, সংসারে মান সম্ভ্রমাদি তিনি কোন কালে অন্বেষণ করেন নাই, অপ্রার্থিত ভাবে তাঁহাব নিকটে সে সকল আপনি আসিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে গাড়ী দমদমায় আসিয়া উপস্থিত। সেখানে দত্তপুকুরের গাড়োয়ান তত্রত্য একজন গাড়োয়ানের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিল। এই গাড়ীখানি শেষোক্ত আলাপের কথাগুলি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এত পথ গাড়োয়ানদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসা হইয়াছে; তদ্বিরুদ্ধে কিছু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা হয় নাই, এবার যে গাড়ীখানি মিলিল, উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অতি উৎকৃষ্ট, ঠিক বাড়ীর জুড়ী গাড়ীর মত। কেশবচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়াই বলিলেন, দেখ, চাওয়া যায় নাই, এ জন্য কলিকাতা-প্রবেশের পূর্ব্বে ঈদৃশ গাড়ী মিলিল। তাঁহার কন্যা সুনীতি রাজমহিষী, তাঁহার বাড়ীর গাড়ীবারাণ্ডায় সিপাহী পাহারা; ছেকরা ভাঙ্গা গাড়ী লইয়াই সেখানে প্রবেশ করিবার কথা ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রহিল।

কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্মৃতিলিপি

আমাদের মণ্ডলীর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে যিনি যাহা অবগত আছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের নিকটে পাঠাইতে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"যখন প্রথম কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় হয়, তখন আমরা কতকগুলি যুবক পাঠ্যাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে গিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হই। ইংরাজী শিক্ষা ও বক্তৃতা দিতে তিনি যে এক জন খুব যোগ্য লোক ছিলেন, ইহা আমরা সহজেই তখন বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা তত্ত্বদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে সঙ্গতসভা স্থাপিত হইল। আমরা তাহার সভ্য হইলাম। আমরা একপাঠী কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া একটী সভা করিলাম। তাহার নাম 'ব্রাহ্ম ইণ্টিমেট এসোসিয়েসন'। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত ও সভ্য ভব্য করা ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান কার্য্য, আমরা মনে করিতাম। ঐ সভাতে স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য

উন্নতিকর বিষয়ের আলোচনা হইত। বামাবোধিনী-পত্রিকার জন্ম এই সভা হইতে হয়। যদিও কেশবচন্দ্র বামাবোধিনী পত্রিকা-প্রকাশে ও স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্তু পরিবার মধ্যে লেখাপড়া, সভ্যতা ও সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত আমরা যেরূপ ইচ্ছা করিতাম, সেরূপ যত্ন অনুরাগ তাঁহার দেখিতাম না। তজ্জন্য তাঁহার এবং তৎকালের যাঁহারা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া সকল কার্য্য করিতেন, তাঁহা-দিগের বিষয় আমাদিগের সভাতে আমরা সমালোচনা করিতাম। সময়ে সময়ে এজন্য তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে অনগ্রসর মনে করিতাম। বহুকাল পরে যখন তিনি তাঁহার মনের গূঢ় ও উচ্চ মহৎ ভাব সকল মত বিশ্বাসে প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম, তাঁহার ঐ সকল গূঢ় ভাবের লক্ষণ কোন কোন বিষয়ে বহু দিন পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে (জুন মাসে) (১৭৯১ শকে) জ্যৈষ্ঠ মাসে কেশবচন্দ্র অধিকাংশ প্রচারকগণ সহিত খাঁটুরাগ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তখন তাঁহাকে এক জন সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য বক্তা বলিয়া লোকে জানিত। খাঁটুরার যে দত্তবাটীতে তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বড় লোকের ভাবে ভৃত্য দ্বারা তৈল মাখাইয়া স্নান আদি করান ও শ্বেতপাথর, রূপার বাসন প্রভৃতিতে আহারীয় দ্রব্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা হইতে যে সকল প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধু গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কাহার সঙ্গে ভৃত্য ছিল, কেশবচন্দ্রের ভৃত্য ছিল না।

"এক দিবস স্থানীয় জমিদারদিগের বাটীতে তাঁহার আহার ও বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে যাইবার জন্য তিনি আমার নিকট ধুতি চাদর ও জামা চাহেন। নূতন ও ভাল কাপড় তখন আমার নিকট না থাকায়, আমি উহা দিতে কুণ্ঠিত হইলাম। পরে সামান্য রকমের যাহা ছিল, তাহাই আনিয়া দিতে হইল। তিনি তখন আমার নিকট সূচ সূতা চাহিলেন এবং তদ্দ্বারা যাহা সংশোধন করিবার, তাহা করিয়া পরিধান করিলেন। পরে উক্ত জমিদার বাটীর কার্য্যান্তে সেই দিবস যখন কলিকাতায় গমন করেন, তখন গাড়ীতে উঠিবার সময় আমাকে ডাকিয়া বলেন, তোমার কাপড় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই বলিয়া কাপড় খুলিয়া দেন। আমার তাহাতে বড় লজ্জা বোধ হয় এবং

সকলের সাক্ষাতে ঐ কাপড়ের কথা উল্লেখ করাতে এক জন প্রচারকও বলেন, 'আঃ, কাপড়ের কথা আর এখানে কেন?'

"যে সময় সঙ্গতে অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন কার্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজে আরম্ভ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে তিনি সঙ্গতের কোন কোন সভ্যকে তাঁহার কলুটোলার বাটীতে অনুষ্ঠানে পরিবার লইয়া যোগ দিতে বলেন। এক জন অত্যন্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সেই শুভানুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত হন। তিনি স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, কেশবচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলেন, ইঁহাদের মধ্যে তুমি আজ কুলীন। তখন দেশাচারের বিরুদ্ধে কোন সংস্কারের কথা উত্থাপন হইলে, আমাদের অধিক উৎসাহ হইত। সেরূপ বিষয়ে তাঁহার কোন অমত হইতে পারে, ইহা মনেই আসিত না। বিধবা-বিবাহে দলবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কতকগুলি মুদ্রিত কাগজ স্বাক্ষর জন্য একদা সঙ্গতে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা সেই কাগজের বিষয় পড়িয়াই আহ্লাদিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় কেশবচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন, উহাতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। আমরা বলিলাম, এমন দেশহিতকর ভাল বিষয়ে স্বাক্ষর করিতে চিন্তা কি? তিনি বলিলেন, যে কোন প্রকারে বিধবাদের বিবাহ হইলেই কি দেশের উপকার হইবে? ধর্ম্মশূন্য বিবাহের প্রবৃত্তিতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে।

"হিন্দু পরিবার হইতে কোন মহিলা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিলে, আমরা তাঁহাকে আনিতে খুব উৎসাহিত হইতাম এবং তাঁহাকে বলিতাম। তিনি স্থিরভাবে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং যদি তিনি বিধবা ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন বুঝিতেন, তাহা হইলে এমন ভাবে কথা কহিতেন, যাহাতে আমরা আশানুরূপ উৎসাহ না পাইয়া দুঃখিত হইতাম।

"একটী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসের জন্য স্বজনের নিকট উৎপীড়িত এবং পিতা কর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। তাঁহার বাটীতে সেই সময় তিনি একবার পীড়িত হন। বৈদ্য চিকিৎসকেরা যেরূপ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সেইরূপ দ্রব্য খাইতে

দিতেন। রোগী সেইরূপ পথ্য পাইয়া মনে করিল, ইনি সে কালের কুসংস্কারের রীতি নীতি এখনও সব ছাড়িতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহাকে বলিল, এখনতো আর এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা নাই; এখন চিকিৎসকেরা রোগীর ইচ্ছামত যথেষ্ট খাইতে দেন। তিনি বলিলেন, এখানে তাহা হইবে না, এ যে বৈদ্যের বাড়ী।

"যখন আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের ভাব প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতা দূষিত দেশাচার প্রভৃতি বিনাশ করা প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান করিতাম, সেই সময় এক দিন কেশবচন্দ্র খাঁটুরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগের সহিত তোমাদিগের কিরূপ ভাব।' তদুত্তরে আমি বলি যে, জমিদারদিগের সহিত আমাদের ভাল ভাব নাই। পল্লীগ্রামের জমিদারেরা প্রজাদিগের উপর যেরূপ অন্যায় অত্যাচার ও আধিপত্য করে, তাহাতে আমরা ব্রাহ্ম হইয়া উহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। উহাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা ভিন্ন অন্য কোন লোক কোন বিষয় লিখিতে সাহস করে না, এই জন্য আমাদিগের প্রতি উহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কাগজে লিখিয়া ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিশেষ উপকার করিতে পারিয়াছ? উহাতে লোকের নিকট সাহস দেখান ও অসদ্ভাব বৃদ্ধি করা হয়, ফল ভাল হয় না। সদ্ভাবে লিখিয়া দোষ সকল সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হইতে পারে।' যদিও তাঁহার কথা তখন মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু তদবধি প্রকাশ্যরূপে কাগজাদিতে লিখিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইলাম।"

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত উপরে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের অতি প্রথম জীবন হইতে যে স্থির ধীর, প্রশান্ত ভাব ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যে কোন দেশসংস্কারের মূলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরানুরাগ নাই, পবিত্রতার সহিত অভেদ্য যোগ নাই, সে সকল দেশসংস্কারের ব্যাপার তিনি কি প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এই ক্ষুদ্র স্মৃতিলিপি তাহাও স্পষ্ট দেখাইতেছে। অন্যায়াচারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার না করিয়া, সদ্ভাব দ্বারা চিত্তপরিবর্ত্তনসাধন যে তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, ইহাও ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের লেখাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

৫৯

উৎকট পীড়ান্তে শারদীয় উৎসব-প্রতিষ্ঠা

কেশবচন্দ্র জ্বরাক্রান্ত

খাঁটুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পর কেশবচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া প্রথমে অনেকের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহান্তে দুই তিন দিন তিনি সুস্থ থাকেন। ইহাতে সকলের মনে আশা হয় যে, আর জ্বর পুনরাবর্ত্তন করিবে না। এই আশায় ২১শে জুলাইয়ের (১৮৭৮ খৃঃ) মিরার ব্রাহ্মবন্ধুগণকে আর কোন ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দেন। এ আশ্বাস-প্রদান বিফল হইয়া গেল, জ্বরের পুনরাক্রমণে কেশবচন্দ্র একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ-পরিশোধ এবং ট্রষ্টী নিয়োগ জন্য, ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৮৭৮ খৃঃ) যে সভা আহূত হইবার বিজ্ঞাপন ৩১শে মার্চ্চের মিরারে দেওয়া হয়, সেই বিজ্ঞাপনানুসারে কার্য্য হওয়ার ঘোর প্রতিবন্ধক উপস্থিত দেখিয়া, ১৮ই আগষ্টের মিরারে সভা স্থগিত রাখার সংবাদ বাহির হইল। এই সময়ে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ আলবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের উৎকট পীড়োপলক্ষে একত্র মিলিত হন, এবং বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়কে তাঁহাদের সকলের সহানুভূতি-প্রকাশ জন্য তৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন। রোগের চিকিৎসা হইতে লাগিল, অথচ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমনের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সকলের মন ভাবনাচিন্তায় অস্থির। জ্বরের প্রকোপ যদিও তত ছিল না, অল্প অল্প জ্বর চলিতেছিল, তথাপি এই জ্বরে দৌর্ব্বল্য এত অধিক বাড়িল যে, শয্যা-ত্যাগের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইল। অনেকের মনের ধারণা এই যে, তাঁহার এই জ্বর মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনাঘটিত, এমন কি, তাঁহারা কল্পনাযোগে প্রলাপোক্তি পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা নিয়ত তাঁহার শয্যার পার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু কোন দিন প্রলাপোক্তি শ্রবণ করেন নাই। কঠিন জ্বরের প্রাদুর্ভাবে প্রলাপোক্তি ঘটা

কিছু অদ্ভুত বিষয় নহে, কিন্তু যখন তাহা হয় নাই, তখন হয় নাই বলাই ঠিক। আমাদের মনে হয়, বর্ষার অন্তে ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশ খাঁটুরায় গমন করাতে, তিনি তত্রত্য ম্যালেবিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রগানাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের মত এই যে, স্বহস্তে রন্ধনাদি কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার ঈদৃশ পীড়া উপস্থিত। হইতে পারে, বিবিধ কারণে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার দেহ ম্যালেরিয়ার প্রভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত ছিল না, তাই তদ্দ্বারা অভিভূত দেশে গমন করাতে, তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাদৃশ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ভাগীরথীর বক্ষে নৌকায় অবস্থান

যদি কেশবচন্দ্রের কোন দিন জ্বরের মধ্যে প্রলাপোক্তি হয় নাই, তাহা হইলে ঈদৃশ কথা চারিদিকে রটিল কেন? রটিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। নিপুণ চিকিৎসাতেও দৌর্ব্বল্যের লাঘব না হইয়া বরং দিন দিন জ্বরে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, যখন তিনি দেখিলেন, তখন ঔষধ-সেবনের প্রতি তিনি বীতরাগ হইলেন। তাঁহার অন্তরে এই কথা উঠিল যে, ঔষধ-সেবনে কিছু হইবে না, গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইলে তবে এ রোগের প্রশমন হইবে। এই কথা তাঁহার মনে এমনই দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল যে, তিনি ভাগীরথীতে নৌকায় বেড়াইবার নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাব শরীর যে প্রকার দুর্ব্বল, শয্যা হইতে উত্থান করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাতে এরূপ অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে ভাগীরথীতীরে লইয়া যাওয়া কোন মতে সম্ভবপর নহে। যদিও বা কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, তথাপি কিঞ্চিৎ নীরোগ ও সবল করিয়া না লইয়া নৌকায় ভ্রমণ কিছুতেই স্বাস্থ্যকর হইবে না, এই বিশ্বাসে স্বজন আত্মীয়গণ বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশব-চন্দ্রের অন্তরাত্মার কথার প্রতি চির দিন অক্ষুণ্ণ নির্ভর ছিল, এ স্থলে বাধা দিলে যে তিনি নিতান্ত অধীরতা, অস্থিরতা এবং নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এখনই আমায় নৌকায় লইয়া যাইতে হইবে, এই বলিয়া যতই তিনি প্রমত্তভাবে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ততই অনেকের মনে হইতে লাগিল, ঘোর প্রলাপ উপস্থিত। কেশবচন্দ্র বন্ধুবর কালীনাথ বসু পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের (পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) শরণাপন্ন

হইলেন, এবং এই উপায় অবলম্বন করা অত্যন্ত শ্রেয়ঃ-সাধক, কেশবচন্দ্র প্রশান্তভাবে তাঁহাকে এমনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর হৃদয়ে তাঁহার কথার প্রতি অণুমাত্র অনাস্থা উপস্থিত হইল না, এবং তিনি কেশবচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া সমুদায় আয়োজন করিয়া দিলেন। ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; কি জানি বা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় 'বাই নাম গ্যালেসিয়া' হস্তে লইয়া তিনি রোগীর অনুবর্ত্তন করিলেন। কেশবচন্দ্রের পত্নী তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্যাপৃত ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গে গেলেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের আবশ্যক মত অনেক বিষয়ের আয়োজন করিতে হইত, এজন্য কলিকাতাতেই তিনি স্থিতি করিলেন। বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে গিয়া নৌকায় দেখা করিয়া আসিতেন। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি তৎকালে কাশীপুরের হস্পিটালে ছিলেন। মনে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভাবজ্ঞানে তিনি অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সে ঔষধ সেবন করিলেন না। ডাক্তার দুর্গাদাসও, বলবর্দ্ধক কিঞ্চিৎ ঔষধ দান ভিন্ন আর কিছু রোগীকে দেওয়া উচিত নয় বিশ্বাসে, সে ঔষধ সেবন না করিবার পক্ষে কেশবচন্দ্রের সহায় হইলেন।

প্রতিবাদকারীদের মধ্যে কেশবচন্দ্রের পীড়ায় সহানুভূতিপ্রকাশে বাদপ্রতিবাদ

এ সময়ে প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে লিখিত হয়, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া, আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার আরোগ্য জন্য সকল ব্রাহ্মের সহানুভূতি প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।" এ ঘোর আন্দোলনের সময়ে ঈদৃশ কথাগুলির প্রতিবাদ হইবে না, কিরূপে আশা করা যাইতে পারে? উহার যে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রিকাই এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন :— "শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পীড়া-শান্তির জন্য আমরা ব্রাহ্মগণকে সহানুভূতি প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম; মফঃস্বলস্থ কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের দুইটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, (১) এক জনের পীড়া-শান্তির প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য কিরূপে হইবে? (২) কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে অবতারবাদ প্রভৃতি আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা

করা ব্রাহ্মগণের সাধারণ কর্ত্তব্য কি না ?" এই দুই প্রশ্ন এইরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, "প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্য প্রকার প্রার্থনা বৈধ কি না, এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ আছে সত্য ; কিন্তু আমরা যতদূর বুঝি, এই বলিতে পারি যে, যখন অন্যের শারীরিক পীড়ার জন্য স্বভাবতঃ শুভ ইচ্ছাব উদয় হয় এবং সেই ইচ্ছা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিলে আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না, তখন তাহাকে অবৈধ কেন বলিব ? দ্বিতীয়তঃ, কেশব বাবু যদিও কোন কোন কার্য্যবশতঃ ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব বা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার এত কালের পরিশ্রম ও ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থ চেষ্টা বিস্মৃত হওয়া ঘোরতর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। যে ব্রাহ্মগণ শত্রুদিগেব প্রতিও ভালবাসা প্রকাশের উপদেশ দেন, তাঁহারা সমাজের এক জন পরমোপকারী, পুরাতন বন্ধুর দুঃখে কি সমদুঃখিতা প্রকাশ ও তাঁহার মঙ্গল জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন না ? তাঁহার কোন ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন, তাঁহার শুভ প্রার্থনা আমাদিগের অধিকতর কর্ত্তব্য"।

পীড়ান্তে উপাসনাদির কার্য্যভার গ্রহণ

কেশবচন্দ্র গঙ্গার বক্ষে নৌকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১২ই আগষ্ট (১৮৭৮ খৃঃ) সোমবার তাঁহার পীড়া কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়া, দু দিন পরেই স্বাস্থ্য-প্রত্যাবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদবস্থায় তিনি ৪ সংখ্যক কাশীপুরস্থ শিলবাবুদের উদ্যানবাটীতে নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হন। এখনও তিনি নিরতিশয় দুর্ব্বল। রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা হয় না, তবে জ্বরের বিচ্ছেদ হইয়াছে। এই সময় ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে চিকিৎসার্থ তথায় লইয়া যাওয়া হয়। গঙ্গায় পরিভ্রমণে যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বলেন। অনেক বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে যান, এজন্য তিনি সাবধান করিয়া দেন, এখন কেশবচন্দ্রের বিশ্রামের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে যেন কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়। এক পক্ষ কাল উদ্যানবাটীতে স্থিতি করিয়া, ২৮শে আগষ্ট তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখনও তাঁহার দেহ কার্য্যক্ষম হয় নাই। ১৫ই সেপ্টেম্বর (রবিবার) ব্রহ্মমন্দিরে একটী প্রার্থনামাত্র এবং পর রবিবার (২২শে সেপ্টেম্বর) আরাধনা পর্য্যন্ত তিনি করেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর (১৪ই আশ্বিন) রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা উপদেশ উভয় কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করেন। এ দিন তিনি দুর্গোৎসবোপরি নিম্নলিখিত উপদেশ (১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন।

'দুর্গতিহারিণী'—১৪ই আশ্বিন, ১৮০০ শক ; ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ খৃঃ

"শরৎকালে বঙ্গদেশ দুর্গোৎসবে প্রমত্ত হন। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত এই সময়ে হিন্দুগণ দুর্গাপূজা করেন। ব্রাহ্ম নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মহোৎসবই বটে। চারিদিকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নারী সকলেই উৎসবের মত্ততায় উন্মত্ত। হিন্দুদিগের এই শ্রেষ্ঠতম উৎসব-দর্শনে ব্রাহ্মের চিত্ত উত্তেজিত হইল। তিনি এই উৎসবের অসারাংশ পরিত্যাগ কবিয়া সারাংশ গ্রহণ করিলেন; তুষ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মের হৃদয় হিন্দু-হৃদয়। হিন্দুদিগের উৎসব হইতে তাঁহার হৃদয় ভাল অংশ গ্রহণ করিল। তিনি তাঁহার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই উৎসবের সময় তুমিও কি হিন্দুদিগের ন্যায় ভক্তিতে প্রমত্ত হইতে পার ?' হৃদয় হইতে তিনি সায় পাইলেন। বিবেকী ধীর ব্রাহ্ম এই শারদীয় উৎসব অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, যথার্থই দুর্গতিহারিণীর পূজা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিলেন, যাহার পূজা করিলে সকল দুর্গতি দূর হয়, আমি কেন তাঁহার পূজা না করিব ? ব্রাহ্ম দেখিলেন, দুর্গতিহারিণীর পূজা করিলে যে কেবল দুর্গতি দূর হয়, তাহা নহে, কিন্তু যখন ভক্তের হৃদয়ে দুর্গতিহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ কার্ত্তিক প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া আসেন। ব্রহ্ম তাঁহার সমুদায় স্বরূপগুলি লইয়া সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। পাপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ দিতে যিনি আসেন, তিনি সম্পদ্, বিদ্যা, কল্যাণ এবং শ্রী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন। ঈশ্বর কি শক্তিসম্পদ্বিহীন হইয়া অথবা অজ্ঞান অকল্যাণ লইয়া আসিতে পারেন ? লক্ষ্মী ঈশ্বরের সম্পদ্, যে সম্পদ্ লাভ করিলে সকল ধনকে তুচ্ছ করা যায়, যে ধনের দ্বারা মন প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যথার্থ সন্তোষ, প্রসন্নতা লাভ করা যায়, ঈশ্বর সেই ধন, সেই লক্ষ্মীকে লইয়া ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতপাবন যখন পতিতকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন তাঁহার এক হস্তে ধন এবং অন্য হস্তে বিদ্যা লইয়া উপস্থিত হন। যিনি সকল জ্ঞানের আকর, সেই যথার্থ

বিদ্যা সত্য সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর জ্ঞানের জ্যোতি বিকাশ করিতে করিতে সাধকের ঘরে আসেন। এইরূপে যখন ব্রহ্মসাধকের ঘরে সম্পদ্ এবং বিদ্যা উভয়ই প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার যথার্থ কল্যাণ হইতে লাগিল এবং কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ কার্ত্তিক, তেমনি নিরাকার দুর্গতিহারিণীর এক দিকে সম্পদ্ এবং সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে বিদ্যা এবং কল্যাণ। নিরাকার ব্রহ্মসহবাসে ভক্ত যে কেবল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং কল্যাণ লাভ করেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শীঘ্রই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। সেই দুর্গতিহারিণী হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে যেমন সকল দুঃখ-দুর্গতি এবং অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ, শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের সমাগম হয়। কল্যাণ-দাতা সুন্দর ঠাকুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং ভক্ত যাহা করেন, তাহা হইতে কল্যাণ এবং সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়। যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্য, যাঁহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তাঁহারই পূজা করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈত্যের পূজা করিতে কাহারও রুচি হয় না। দুর্গার আজ্ঞাধীন সিংহ অসুরকে বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ যখন যথার্থ দুর্গতিনাশিনী মনুষ্যের মনে আপনার নবীন স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার অতুল প্রভাব এবং অসীম শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আসুরিক ভাব দলন করে। বস্তুতঃ তখনই দুর্গতিহারিণীর প্রকৃত পূজা হয়, যখন অসুর বধ হয়। সমস্ত দেশ যে উৎসবে মত্ত হইয়াছে, ইহার ভিতরে অবশ্যই গভীর উৎসব আছে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। বাহ্যিক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের ভাব দর্শন কর। মিথ্যার মধ্যে সত্য আবিষ্কার কর। মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হও। অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবার এই সময়। হিন্দুদিগের এই উৎসবে একাধারে পাঁচটি ভাব লাভ করিবে—সম্পদ্, বিদ্যা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিত্রাণ। যে পূজাতে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন প্রেমিক এবং শ্রীসম্পন্ন হইল, তাহা পূর্ণ পূজা নহে। যে পূজাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য এ সমুদায় লাভ করা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুবাসনা দুর্ম্মতিরূপ অসুর বধ হয়, সেই পূজাই প্রার্থনীয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ, যিনি দুর্ম্মতি দূর করেন, সেই দুর্গতিহারিণীকে এই সময়ে ডাক। দুর্গতিনাশন

ঈশ্বরের পূজা কর। হিন্দুদিগের এই সাংবৎসরিক উৎসবের সময় নানা প্রকার অসাধুভাব প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আবার অনেকের মনে সংসার এবং ধর্ম্মসম্পর্কে নানাবিধ সাধুভাব সকলও সঞ্চারিত হইবে। এস, আমরাও সেই সকল সাধুভাব লইয়া সেই দুর্গতিহারিণী জননীর পাদপদ্ম পূজা করি। নিরাকার হৃদয়সিংহাসনে নিরাকার দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরস্বতীর ভাব, গণেশের ভাব, কার্ত্তিকের ভাব সকলই গ্রহণ করিব। ভারতবর্ষে অচিরেই সেই শুভদিন আসুক, যখন মূর্ত্তিপূজা চলিয়া গিয়া, নিরাকার সুন্দর ব্রহ্মপূজা হইবে। সেই নিরাকার জননীর পূজা করিয়া, এস, প্রিয় দেশকে পাপ পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করি। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে অধিকার দিন।"

শারদীয় উৎসব (১)

২৫শে আশ্বিন, ১৮০০ শক ; বৃহস্পতিবার ; ১০ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃঃ

এবার কেশবচন্দ্র ভাদ্রোৎসব করিতে পারেন নাই। তাঁহার উৎসবতৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। তিনি নূতন প্রণালীতে উৎসব না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন ? শরৎকাল এ দেশে উৎসবময়, ব্রাহ্মসমাজ এ সময়ে উৎসব-বিহীন থাকিবেন, ইহা কখন দেশোচিত ভাব নহে। উৎসব করিতে হইবে, স্থির হইল। পূর্ণিমাতিথি শারদীয় উৎসবের জন্য স্থির হইল। কেশব ভাগীরথীবক্ষে কয়েক দিন বাস করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট, সেই বক্ষে ব্রহ্মপূজা করিবার জন্য উৎসুকচিত্ত। ভাগীরথীর শোভা পূর্ণিমা তিথিতে। পূর্ণশশী ও ভাগীরথী নদী উভয়ের পূর্ণ শোভা দর্শন করিয়া, পূর্ণব্রহ্মের মহিমাকীর্ত্তন করা হইবে, সকলের চিত্তে এই বাসনা। ধর্ম্মতত্ত্ব ব্রাহ্মগণের এই হৃদয়ের ভাব অনুবর্ত্তন করিয়াই বলিয়াছেন, "পূর্ণ ব্রহ্মের উৎসব পূর্ণ, অপূর্ণ তিথিতে তাহার সমাধান হয় না, সে উৎসব চিরপূর্ণিমাময়।" উৎসব করা স্থির হইলে, ১৬ই আশ্বিন (১৮০০ শক) ধর্ম্মতত্ত্বে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় :—
"আগামী পূর্ণিমা দিবসে ভাগীরথীর উপরে নৌকায় শারদীয় উৎসব হইবে। তজ্জন্য ছয়খানা বৃহৎ নৌকা ভাড়া করার প্রস্তাব হইয়াছে। উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিবেন, ব্যয়ানুকূল্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট এক টাকা

---

(১) ১৮০০ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে শারদীয় উৎসবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিয়া চাঁদা ধরা গিয়াছে।” ২৫শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হন। নিয়মিত উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন,সেই উপদেশের শেষাংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শারদীয় উৎসবে প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ

“দুঃখের পর সুখ, অনুতাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃষ্টি, শারদীয় উৎসবের এই শাস্ত্র, এই অর্থ। শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন এবং পৃথিবী উভয়কেই মনোহর করে। আহা, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা!! কি অসীম জীববাৎসল্য!! তাঁহার কৃপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্মীপূজা হইতেছে। জীববৎসল ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কর। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে কেবল সুশীতল করিল, তাহা নহে; কিন্তু পৃথিবীর উর্ব্বরতা অথবা উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিয়া, জীবদিগের প্রাণ-রক্ষার জন্য রাশি রাশি শস্য সমুৎপন্ন করিল। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণ হয়। ভক্তবৎসল পরিত্রাতা, দুর্গতিহারিণী জগন্মাতা যখন দেখিতে পান যে, মনুষ্যসকল পাপতাপে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার দুঃখী পুত্র এবং দুঃখিনী কন্যাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। পৃথিবীর জলে পৃথিবী বাঁচিতে পারে না। মনুষ্যের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় না। স্বর্গ সদয় না হইলে পৃথিবীর দুঃখ দূর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষিত হইবে? কবে যথার্থ লক্ষ্মীশ্রীর সমাগমে, প্রচুর ধনধান্য-সুশোভিতা শারদীয়া প্রকৃতির ন্যায়, ব্রাহ্মসমাজও হাস্য করিবেন? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার পাদপদ্মরূপ অক্ষয় ধনরত্ন লাভ করিয়া চিরসুখী হই।”

মধ্যাহ্নে নৌকারোহণে দক্ষিণেশ্বরে গমন ও সায়ংকালে ভাগীরথীবক্ষে ব্রহ্মোপাসনা

মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া ভাগীরথীতীরে গমন করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, “মধ্যাহ্নকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পত্র পুষ্প ও ব্রহ্মনামাঙ্কিত-নিশান-পরিশোভিত

সুবিচিত্র তরণীযোগে সমবেত বন্ধুগণ নদীবক্ষে ভাসিলেন। যে সকল বন্ধু পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তরীযোগে উপস্থিত হইয়া, কেহ কেহ বৃহত্তরী আরোহণ করিলেন। নৌকাতে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বন্ধুবর্গের সুমিষ্ট সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। তরণী উত্তরাভিমুখে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলিল। প্রায় চারি ঘণ্টায় দক্ষিণেশ্বরে সকলে পঁহুছিলেন; তথায় বিশ্রামান্তে সায়ংকালে ভাগীরথী-বক্ষে তরণীর উপরে সুস্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রের মেঘনির্ম্মুক্ত জ্যোৎস্নায় ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ সঙ্গীত, তদনন্তর অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ হইয়া......উপদেশ ও উপদেশানন্তর প্রার্থনা হইয়া উৎসব শেষ হইল।" প্রতিবাদকারিগণ এই শারদীয় উৎসব এবং ব্রহ্মমন্দিরে দুর্গোৎসবোপরি প্রদত্ত উপদেশ উপলক্ষ করিয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যে যুক্তিমূলক, সে যুক্তি কত দূর সঙ্গত, * তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন বলিয়া, উপরে দুর্গোৎসবোপরি প্রদত্ত উপদেশটি আমরা দিয়াছি। ভাগীরথীবক্ষে যে উপদেশ হয়, সেটি দীর্ঘ হইলেও নিম্নে দিতেছি।

শারদীয় উৎসবে সন্ধ্যায় ভাগীরথীবক্ষে উপদেশ

"প্রাতঃকালে শরৎসূর্য্য আমাদিগের শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইয়াছেন, শরৎকালে শরচ্চন্দ্র আমাদিগের সায়ঙ্কালীন শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইতেছেন। প্রাতঃকালে স্থলে উৎসব ভোগ করিয়াছি, সায়ঙ্কালে জলে উৎসব ভোগ করিতেছি। এই ভাগীরথী বহুকালের প্রসিদ্ধ নদী। ইনি প্রাচীন হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া, নানা দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া, চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বিস্তার

---

* ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাংশ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের প্রদত্ত যুক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে, তাহা হইতে এই সার উদ্ধৃত হয়:—পৌত্তলিকগণ যে সকল দেবতার পূজা করেন, সেই সকল দেবতাসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটান কখন উচিত নয়। কেন না, তাহা হইলে পৌত্তলিকগণের এমন আরাধ্য দেবতা নাই, যাহার সম্বন্ধে ঈদৃশ অধ্যাত্ম অর্থ ঘটান না যাইতে পারে। জড় গঙ্গাকে জীবিতের ন্যায় সম্বোধন করিয়া হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, ঋগ্বেদে উদূখল প্রভৃতিকে জীবিতবৎ যে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা আর অন্যায় কি? হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণের ব্যবহৃত শব্দ সকল গ্রহণ করা অসঙ্গত; কেন না, তদ্দ্বারা অনেক চিন্তাহীন ব্যক্তি খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণবগণের মত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মোচিত ভাব হইতে স্খলিত হন।

করিতে করিতে আসিতেছেন। ইঁহার মধ্যে কত কোটি কোটি লোক অবগাহন করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের এই গঙ্গা। ইনি পুরাতন যোগী ঋষিদিগের প্রিয়তম নদী। ইঁহার উভয় পার্শ্বে তাঁহারা কত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার তটে বসিয়া কত ভক্ত ভক্তিতে গদগদ হইয়া ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করিয়াছেন!! কত যোগী গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন!! কত সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন!! এই ভাগীরথীকে দর্শন করিলে সহজেই ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হয়। ভাগীরথীর দুই দিক্ আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভৌতিক কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগীরথী ভারতের একটি প্রধান গৌবব। কত বৎসর যে এরূপ করিয়া ভাগীরথী চারিদিকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক শ্রী বর্দ্ধন করিতে করিতে ভারতে প্রবাহিত হইতেছেন, কেহ বলিতে পারে না। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এই গঙ্গা নদী। ইঁহার দুইকূল হইতে যে ঈশ্বরের নিকট কত স্তবস্তুতি, কত আরাধনা, প্রার্থনা উঠিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিবার জন্য গঙ্গা এখনও আপনার বক্ষ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্রীবৃদ্ধির কারণ এই গঙ্গা।

"শরৎকালে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। এ সময় গঙ্গার যেমন প্রাবল্য, এমন আর কখনও হয় না। শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গঙ্গা চিব-কালই ভারতের কল্যাণদায়িনী; কিন্তু শরৎকালে বিশেষরূপে ইনি ভারতেব গৌরব এবং শ্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গা হইতে আমরা এত উপকার লাভ করিতেছি, যাঁহা দ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে, নানা প্রকারে দেশের লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি আমরা ঈশ্বরকে ডাকিব না? দেখ, আজ গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে। তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। একেত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার উপরে আবার শরচ্চন্দ্রের সুধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে! চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য, এ সমুদায় একত্র হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয়-মুখকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সুন্দর করিয়াছে!!! এই কোজাগর রাত্রিই যথার্থ লক্ষ্মীপূজার সময়। এই জন্যই, ঋষি, শরৎকালে

লক্ষ্মীপূজার বিধি হইয়াছে। বঙ্গদেশে কত সহস্র সহস্র লোক আজ হৃদয়ের আগ্রহের সহিত লক্ষ্মীপূজা করিতেছে। আমরাও আজ আশা করিয়া, এই ভাগীরথীর বক্ষে সেই যথার্থ জীবনের লক্ষ্মীপূজা করিতে আসিয়াছি। যে লক্ষ্মীর সমাগমে সমস্ত দেশে উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্ষ্মী আমাদিগের ঈশ্বরের শক্তি। তাঁহারই বাৎসল্য চারিদিকে লক্ষ্মী-শ্রী বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারই আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ণ কবিয়া, শত শত ক্রোশ দূব হইতে, কত অসংখ্য নর-নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে, কত দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে করিতে, পরিশেষে এই বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুব ধনধান্য এবং অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য দান করিতেছেন। হিমালয়েয় গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হইলেন। পুরাতন যোগী, ঋষি এবং ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হই-লেন। আজ প্রকৃতি আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভাগীরথীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আর্য্যদিগকে স্মরণ হইতেছে। আজ এই শরৎকালের একটানা বেগবতী ভাগীরথী এবং ঐ সুধাময় শরচ্চন্দ্র উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাহ্মদিগকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতেছেন, 'ব্রাহ্মগণ আজ তোমরা আনন্দমনে আমাদের প্রভুর গুণগান কর, আমরা এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আমা-দিগকে দেখিয়া তাঁহাদিগের ইষ্টদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতেন।' ঈশ্বরের ঐ চন্দ্র, আমাদিগের জননীর ঐ চন্দ্র, আজ কেমন; সুধাময় জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। গঙ্গার বক্ষ কেমন সুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে স্নান করিয়া চন্দ্র আরও সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। উভয়ে পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এস, এখন বাহিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি। যিনি এই নদী এবং এই চন্দ্রের স্রষ্টা, এস, স্থির হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহাব পূজা করি। প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক। লক্ষ্মীপূজাব রাত্রিতে দয়ালচন্দ্র আমাদিগের হৃদয়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করুন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত এবং আমাদের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রের উদয় হউক। ব্রাহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের হৃদয়কে গঙ্গার ন্যায় ভক্তিরসে দ্রবময় কর এবং চিত্তকে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রেমোৎফুল্ল কর। আজ কেহই

বিষণ্ণ থাকিও না। মধুময় প্রকৃতি ম্লানমুখকে তিরস্কার করিতেছে। বাহিরের গঙ্গা যেমন দ্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন, তেমনি তোমাদিগের অন্তরের ভক্তিনদী প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের দিকে বহিয়া যাউক। বাহিরে চন্দ্র যেমন হাসিতেছেন, তোমাদিগের প্রাণ সেইরূপ সহাস্য ভাব ধারণ করুক। আজ পূর্ণিমার রাত্রি। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে স্বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, 'ভারত, তুমি আর ম্লানমুখে বসিয়া থাকিও না।'

"ব্রাহ্মগণ, আর তোমরা হৃদয়কে নির্জীব রাখিও না। তোমাদিগের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রকে উদিত হইতে দাও। মনের অন্ধকার চলিয়া যাউক। গঙ্গার জলপ্লাবনে উচ্চভূমি সকলও উর্ব্বরা হইয়াছে ; তবে আমরা কেন আর মরুভূমি হইয়া থাকি ? ভিতরে ক্রমাগত ভক্তিগঙ্গার জলরাশি বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং সেই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেমমুখ প্রতিবিম্বিত হউক। যেন এই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, আমরা ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হইযা যাই। যখন ভিতরে এই সৌন্দর্য্য দেখিব, তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে পারিব না। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভোগ করিবাব জন্য ব্যাকুল হও, পূর্ণিমাভক্ত হও, নদীভক্ত হও। এই গঙ্গানদী হইতে অনেক উচ্চ ভাব শিখিয়াছি, সেই উৎকট রোগের সময় ইঁহার শীতল জলে সুস্থ হইলাম। কয়েক দিন ইঁহার বক্ষে বাস করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম। কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া এক দিন মনে ইচ্ছা হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবান্ধবে ব্রহ্মপূজা করিব।

"মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভুলিব না, তোমার কাছে আমি ঋণী। মা গঙ্গে, তুমি কথা কও বটে, কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও। * তুমি প্রাচীনকালের

---

* এই অংশ লইয়া প্রতিবাদকারিগণ অতিমাত্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের এ কথাগুলি লইয়া আজ হয়তো কতই না তাঁহারা ব্যঙ্গ করিবেন :—"গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত—পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা—তিন, কিন্তু এক। গুরুর মত তিন প্রকারে, তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে, তা তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে, তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেক-কর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্মবাণী। তিন দিক্ দিয়া শুনি, অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ।......তিন

যোগী, ঋষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী। তুমি আমাদের দেশের জননী হইয়া রহিয়াছ। আমাদিগকে ভক্তিশ্রী দিবার জন্য তুমি হিমালয় হইতে এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তুত করিবার জন্য তুমি চিরকাল প্রবাহিত হইতেছ। হে গঙ্গে, তোমাকে দেখিয়া আর্য্যগণ কত উচ্চভাব শিক্ষা করিতেন। আমাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, তুমি যেমন নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মপদে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন মনের আনন্দে সেই শ্রীপাদপদ্মে প্রেমবারি ঢালিয়া দিই। তোমা হইতে আমরা ভক্তি শিক্ষা করিব, তোমার হিল্লোল দেখিয়া আমাদিগের প্রেমের হিল্লোল উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ণুতা শিখিব। কোথায় কাণপুর, কোথায় কলিকাতা, তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছ; দূরত্ব ভাব না এবং তোমার মান অপমান জ্ঞান নাই। তোমাকে দেখিয়া কত সাধু যোগ ভক্তি শিখিতেছেন, অপর কত লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু তুমি চিরসহিষ্ণু হইয়া তোমার বন্ধু শত্রু সকলেরই কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছ।

"আকাশের চন্দ্র, ভারতের চন্দ্র, তুমি বঙ্গদেশের চন্দ্র, তুমিও আমাদিগের সহায় হও। তোমার মুখের মধ্যে আমাদিগের রাজার মুখ প্রতিবিম্বিত। আমাদিগের পিতা, যিনি পরব্রহ্ম, তিনি তোমার মধ্য দিয়া আমাদিগের পানে চাহিয়া হাসিতেছেন। তুমি আজ খুব জ্যোৎস্না ঢালিতেছ। তোমার নিকট বৈরাগ্য শিখিব, কারণ তুমি কিছুত চাহ না, অথচ ক্রমাগত অমৃত ঢালিতেছ। চন্দ্র, অবশ্যই তুমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিখিয়াছ। এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের মধ্যে আমরাও আমাদিগের মনকে তোমার ন্যায় চিরপ্রফুল্ল রাখিতে চাই। এই শারদীয় উৎসব আমাদিগের স্বর্গের সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে শিক্ষা দিক্।"

দিকে কাণ খাড়া করে রাখিতে হইবে। তাঁরে কি খবর এলো. বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে। ... যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই. তখন মাছ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইন্দুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে।" (দৈনিক প্রার্থনা, কমলকুটীর. ২য় ভাগ "তিনে এক গুরু।")

৬০

কুটীরে উপদেশ

সেবাশিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ

আজ প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সাধকগণকে যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটীরে উপদেশ হয়। উপদেশকালে যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধেই উপদেশ হয়; জ্ঞানসম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র উপদেশ হয় না। ইহার কারণ এই যে, যোগসম্বন্ধে ভক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানই জ্ঞানবিভাগের অন্তর্গত। জ্ঞানের কার্য্য যোগ ভক্তি প্রভৃতির মীমাংসা। এই জন্যই ব্রতোদ্‌যাপনকালে জ্ঞানপরায়ণকে আচার্য্য বলিয়াছিলেন, "যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসা-স্থলে যাইতে হইবে।" এবার ১লা কার্ত্তিক, ১৮০০ শক (১৭ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃঃ) সেবাসম্বন্ধে কুটীরে উপদেশ হয়। কমলসরোবরের উত্তর তটে স্থলপদ্ম-তরু-পরিবেষ্টিত কুটিরে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ দেন; ভাই উমানাথ গুপ্ত সেবাশিক্ষার্থিরূপে গৃহীত হন। উপদেশ দুইটিমাত্র হইয়াছিল; ইহাতে সেবার মূলভূমি এমনই ভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, আর উপদেশ না হওয়ায় শিক্ষা অপূর্ণ রহিল, এ কথা বলিবার অবকাশ নাই। প্রথম উপদেশটি মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, তজ্জন্য ঐটি ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮০০ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের) হইতে এ স্থলে সমগ্র প্রদত্ত হইল :—(১)

"হে সেবাশিক্ষার্থী, মনঃসংযোগপূর্ব্বক সেবা-তত্ত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ত্ব শিক্ষা করিলে, সাধন করিলে, প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান এবং সেবা এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশাস্ত্র বিভক্ত। চতুর্থ খণ্ড অদ্য আরম্ভ হইল। প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে, মোক্ষধাম, দিব্যধাম লাভ করিবে; সেবানন্দে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সেবা মোক্ষধামের পথ, সেবা জীবনের ব্রত, সেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ—এই

---

(১) পরে মুদ্রিতগ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। (ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ভাবে সেবা গ্রহণ কর। সেবাতত্ত্বের মূল বিবেকতত্ত্ব। অতএব যাঁহারা সেবাতত্ত্ব-শিক্ষার্থী, তাঁহাদিগের পক্ষে বিবেকের মূলতত্ত্ব শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কে জানে, সেবা কি? এই ঘোর অন্ধকারময় পৃথিবীর মধ্যে সত্যপথ কোন্‌টি, কে জানে? জানিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পারে? কিরূপে সেবা করিলে প্রভু তুষ্ট হন, কে বলিয়া দিবে? এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক একমাত্র সৎপথপ্রদর্শক এবং নেতা। এই জন্য বিবেকতত্ত্ব জানা, বিবেকের অনুসরণ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেবা-শিক্ষার্থী, এখনই কর্ণপাত কর, এখনই শুনিবে, পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাপ্রকার গোল করিতেছে। চারিদিকে দুর্ব্বুদ্ধির কুমন্ত্রণা এবং পাপের ভয়ানক আস্ফালন হইতেছে। পাপাচারীদিগের প্রলোভন-বাক্য, শত্রুদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন সংসারী মনুষ্যদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কে গুরু? কাহার নিকট বিদ্যালাভ করিব? কোন্ পথে গেলে ঠিক সত্য পাইব? একে পথ চিনি না, তাহাতে চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে। আবার পাপীরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সংসারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী। তরী বুঝি মারা যায়, ভয়ানক পাপের ঢেউ উঠিতেছে, কিন্তু আরোহীর আশা আছে, যদি কেহ হাল ধরে, সব বিপদ অতিক্রম করিয়া, শান্তি-উপকূলে উপনীত হইতে পারিব। ঘোর বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী 'কোথায় কর্ণধার' বলিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল। 'আমি আছি' ভয়ানক অন্ধকার ভেদ করিয়া এই কথা উঠিল। উচ্চরবে এক জন বলিলেন, 'আমি আছি'। তব নাম কি? বিবেক। তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্থির হইল। ভারী তুফানের সময় ভবনদীর মধ্যে কর্ণধার পাওয়া গেল, নেতা পাওয়া গেল, ভরসা উদিত হইল; ভীত মনে সাহসের সঞ্চার হইল; মৃত মনে আবার বল আসিল। স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত এক জন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, 'আমি আছি' এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া, অস্থির জগৎ শান্ত করিলেন। নৌকা টলমল করিতেছিল, এখন সেই আন্দোলনের বক্ষে তরী অনান্দোলিত হইল। জীব দিক্ নিরূপণ করিতে লাগিল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে সূর্য্য উঠে, ঐ দিকে সূর্য্য অস্তমিত হয়। গম্যস্থল ঠিক হইল। বিবেকী মনুষ্য ভয়কে অতিক্রম

করিল। বিবেক যিনি, তিনি 'আমি আছি' এই কথা বলিলেন। বিবেকের এই প্রথম আত্মপরিচয় চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু। বিবেকের আত্ম-পরিচয়ে সেবার আরম্ভ। বিবেক নিদ্রিত যেখানে, সেখানে সেবা কল্পনা; যেখানে বিবেক অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলক্ষিত, সেখানে সেবাসাধন ক্ষণস্থায়ী অনুমানের ব্যাপার। এই কি বিবেক? ইঁহার বাসস্থান কোথায়? ইনি কে? পৃথিবীর পণ্ডিতেরা বলেন, বিবেক মনের একটা বৃত্তি। দেবলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল। তাহা নহে, তাহা নহে, তাহা নহে। মূর্ত্তি-উপাসকেরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বলে, এই ঈশ্বর। দৈববাণী হয়, না। তথাপি লোকে মূর্ত্তিপূজা করে, এবং সেই মূর্ত্তিকে দেবতা বলে। মূর্ত্তি ছাড়িয়া যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে, অনেক পোষিত অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এই জন্য সুবিধার অনুরোধে লোকে মূর্ত্তিপূজা করে। তেমনি ঈশ্বরকে বিবেক বলিলে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিতে হয়, এই জন্য মনুষ্য আপনার মনের বৃত্তিকেই বিবেক বলে। দেব-প্রকৃতিকে নীচ মনুষ্যের বৃত্তি বলা হইল। ঈশ্বরের কথা মনুষ্যের বোধায়ত্ত নহে বলিয়া, মনুষ্য বিবেককে আপনার মানসিক বৃত্তি বলিল। কিন্তু বিবেক বৃত্তি নহে; বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর বিবেক নাই। তিনি নিজেই নিজের আলোক, তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য মনুষ্যের মনে অন্য আলোক নাই। তিনি আপনিই আপনাকে জানান, তাঁহাকে জানিবার জন্য মনুষ্যের মনে তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নাই। তিনি আপনিই উদ্দেশ্য, আপনি উপায়। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তিনিই উপায়, অন্য সোপান নাই। বিবেক মনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধিও নহে, বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর। আপনার অবয়বের মত হাত-পা-বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহার পূজা করা মনুষ্যের অভ্যাস; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পনা করাও মনুষ্যের বিকৃত স্বভাব। কিন্তু ঈশ্বর মূর্ত্তিও হন না, বৃত্তিও হন না। ক্ষুদ্র মনুষ্য তাঁহাকে মূর্ত্তি ও বৃত্তি করিতে যায়; কিন্তু তিনি কিছুই হন না। অতএব যদি মহাপ্রভুর দাসানুদাস হইতে সংকল্প করিয়া থাক, তবে সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীর নীতিজ্ঞেরা বলেন, বিবেক নামক মনের একটী বৃত্তি সত্যাসত্য ভাল মন্দ জানাইয়া দেয়; কিন্তু ধার্ম্মিকেরা বলেন, ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যকে পাপ পুণ্য বুঝাইয়া দেন এবং তাহার মনে ধর্ম্ম দেন। ধন্য বিবেক!! তোমার

মনুষ্যত্ব ঘুচিল, তোমার ঈশ্বরত্ব দেখিতেছি। এই বিবেকতত্ত্ব জান, এই তত্ত্ব সাধন কর। সাধন করিয়া অসত্য পরিত্যাগ এবং সত্য গ্রহণ করিয়া স্বর্গধামের উপযুক্ত হও! এই প্রথম উপদেশ।"

বিবেকতত্ত্ব

কেশবচন্দ্র বিবেক এবং ঈশ্বরকে এক করিলেন। এই বিবেকসম্বন্ধে বহু মতভেদ। পূর্ব্বসংস্কার হইতে অথবা পূর্ব্বসংস্কারজনিত ভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তি, অনেক পণ্ডিতের মত। কেশবচন্দ্র এ সমুদায় মত উপেক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেখান প্রয়োজন হইয়াছিল যে তিনি যাঁহাকে বিবেক বলেন, তিনি এমন লক্ষণাক্রান্ত যে, উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন মানসিক বৃত্তি বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন ভ্রম জন্মিতে পারে না। ইটি ভাল, ইটি মন্দ, ইটি ইষ্ট, ইটি অনিষ্ট, ইটিতে অনেকের কল্যাণ, ইটি ধর্ম্মসঙ্গত, ইটি ন্যায়, ইটি অন্যায়, এ সকল বুদ্ধির কথা, বিবেকের কথা নহে। বুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের প্রেরণা আসিয়া থাকে সত্য, কিন্তু উহা বিবেকের ন্যায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী নহে। "বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর, ইহা করিও না, বিবেক এইরূপ আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ করা বিবেকের কার্য্য, উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য।" "ভাল কথা বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য।" "ঈশ্বর যখনই কথা কহেন, তাহা আদেশ। ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে কেবল বলেন, 'ইহা কর, ইহা করিও না'।"* এইটি গেল প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ অহেতুকত্ব। ঈশ্বর আদেশ করেন, কিন্তু কেন আদেশ করিলেন, তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। তাঁহার আদেশ, অতএব তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন এখানে আর কোন যুক্তি নাই। যদি স্পষ্টও দেখিতে পাওয়া যায়, "ইহাতে নিজের সর্ব্বনাশ এবং অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে।"* ঐ স্থলে যুক্তি বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিতে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বুদ্ধির উপদেশ, বিবেকের আদেশ নহে। "আদেশ এবং আদেশ অহেতুক—এই দুই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের উক্তি জানা যায়।"*

*ব্রহ্মগীতোপনিষদে ২রা কার্ত্তিক (১৮০০ শক) সেবাশিক্ষার্থীর প্রতি প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশ দ্রষ্টব্য।

সেবার্থীর প্রতি উপদেশকালেই যে কেশবচন্দ্র এই সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি চিরদিন বিবেককে অন্য চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। সাধারণ লোকে যাহাকে বিবেক বলে, তাহাকে তিনি বিবেক বলিতেন না। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে একত্র অভিন্নভাবে স্থিত। যখন জীবের রুচি প্রবৃত্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে আর এক জন কথা কন, তখন তিনি যে জীব হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বুঝিতে দেন। জীব হইতে ব্রহ্ম পৃথক্, কেবল এই কথার দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং এই কথার নাম বিবেক প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কথা একই, সুতরাং কেশবচন্দ্র বিবেক ও ব্রহ্মকে অভিন্ন করিয়াছেন। তিনি জীবনবেদে "বিবেক" সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপই যে তাঁহার মত, স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "এক জনের ভিতর আর এক জন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে দুইটী জিহ্বা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট স্বর শ্রবণ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।" "এক জীবাত্মা, আর এক পরমাত্মা। দুই স্বতন্ত্র; বিশেষ্য একটী—বিশেষণ দুইটী। আত্মা পদার্থে দুই বিশেষণ মিলিত। এক জীব, আর এক পরম। জীব কথা কয় আত্মার ভিতর; পরম যিনি, তিনিও কথা কন আত্মার ভিতর।" "দুইটী পক্ষী সর্ব্বদাই গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখী দুইটীর গায়ের রঙ অনেক পরিমাণে এক; গলার স্বরও অনেকাংশে এক। সাদৃশ্যও আছে, বিভিন্নতাও আছে।" "যেখানে বিশ্বাস উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষদ্বয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই খানেই শুভফল লাভ করা যায়।" "যাহাকে জীবের জিহ্বা বলি, তাহা কাটিলে দুই অংশ দেখিতে পাই। একটি বেদবেদান্ত বলে, আর একটী মরণের কথা বলে। এক স্থূল রসনা অসার কথা বলে, আর এক সূক্ষ্ম রসনা 'হরি' 'হরি' বলে।" "দুই পুরুষ যখন দেখিতেছি, আমি আর ভগবান্, এক জনের কথা অবিদ্যা ও দুর্নীতি, আর এক জনের কথায় শাস্ত্র, তখন দুই জনকে কেন এক জন মনে করিব?" "যখন আমি বলি, আমার কথা আত্মিক ভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়; তেমনই যখন তিনি বলেন, তাঁরও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কি পিত্তলের তারের শব্দের ন্যায় নয়, নদীর তর্ তর্ শব্দ কি পাখীর সুস্বরের ন্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্চর্য্যকর ও অত্যন্ত সুস্বর।" এই সকল কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেশবচন্দ্র জীব ও

ব্রহ্মকে কি প্রকারে পৃথক করিতেন। তিনি আপনার দ্বৈতবাদিত্ব এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—"তুমি কি বলিবে, জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা বলিতেছ, সেই খানেই বড় আদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব আমি দ্বৈত-বাদী; দুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন আত্মাকে চালাইতেছেন।" প্রাচীন মতে নীতিবিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত বিবেককে তিনি এতদ্দ্বারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা নহে; কেন না তিনি জীবনবেদের এই অধ্যায়ের অন্তে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "কে আমাকে রুচির পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম, ভগবান্, আর কেহ নয়। আমার ঈশ্বর, তুমি গাছের ভিতর, চন্দ্র সূর্য্যের ভিতর দেখা দিলে, আবার নীতি-বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দিলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে, তুমি জগতের কৌশলে এক জন রহিয়াছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি এক জন থাকিয়া মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ।"

৬১

বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন

হিন্দুভাবে ও বৈষ্ণবভাবে ঈশ্বরের নূতন নূতন নাম

কেশবচন্দ্রের শরীর আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ সুস্থ নহে। বায়ুপরিবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন হইল। তিনি এজন্য সপরিবার, ৪ঠা নবেম্বর (১৮৭৮ খৃঃ) সোমবার রাণীগঞ্জে গমন করিলেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সঙ্গে গেলেন। প্রতিবাদকারিগণ তাঁহার প্রচারিত মতসম্বন্ধে কি বলিতেছেন, কি লিখিতেছেন, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেন না। যদি লইতেন, তাহা হইলে মনে হইত, যেন তিনি তাঁহাদিগের প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্যই ক্রমে হিন্দুভাবের আতিশয্যমধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিতেছেন। হিন্দু-দিগের দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে চিন্ময়ী জননী দুর্গতিহারিণী প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া, ইহা কিছু আর বিচিত্র ব্যাপার নয়; কেন না, এই সকল ভাব স্পষ্টই দুর্গাপ্রতিমামধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৈষ্ণবভাবাক্রান্ত হইয়া, নির্ব্বিকার নিরাধার অজ শাশ্বত মহান্ ভূমা অনন্ত ঈশ্বরকে পুত্রভাবে বরণ করিয়া, তাঁহাকে 'গোপাল' বলা, ইহা নিতান্ত উদ্বেগকর। রাণীগঞ্জগমনের পূর্ব্বদিন (৩রা নবেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ; ১৮ই কার্ত্তিক, ১৮০০ শক) রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে তিনি ঈশ্বরকে পুত্রভাবে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিলেন। বৈষ্ণবভাবসম্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণ লিখিয়াছেন, "এইরূপ চলিতে চলিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহাদের ভক্তিশাস্ত্র হইতে কতকগুলি শব্দ গ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কীর্ত্তন হরিনাম প্রভৃতির প্রবলতা হইল। বাহিরের অনেকে মনে করিলেন, ব্রাহ্মেরা বুঝি চৈতন্যের শিষ্যদলে মিশিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ বর্ত্তমান সময়ে যে ঘৃণার তলে বাস করিতেছেন, ব্রাহ্মেরাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই ঘৃণার অংশী হইলেন। এ দিকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণবভাবের আবির্ভাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, পদধূলি-লেহন প্রভৃতি নানা প্রকার

ব্রাহ্মবিগর্হিত এবং বৈষ্ণবসমাজপ্রচলিত আচারে রত হইলেন। এত দিনের পর আবার দুর্গতিহারিণী প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ আরম্ভ হইল।··· জিজ্ঞাসা করি, আমাদের পরমেশ্বরের কি আর নাম নাই? তিনি কি জগতের নিকট অপরিচিত? অন্য কোন শব্দে কি তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না?" এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র কেন নূতন নূতন নাম প্রবর্ত্তিত করেন, এবং সে প্রবর্ত্তনা বিশেষ ভাবব্যঞ্জক কি না, তাদৃশ শব্দ ব্যবহৃত না হইলে সে ভাব-প্রকাশ অসম্ভব হয় কিনা, তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকলই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এবারকার এ উপদেশটীও (১৮০০ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) আমরা তজ্জন্য এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

বাৎসল্যভাবে ব্রহ্মপূজা

"হিন্দুস্থানকে আমার ভালবাসিবার আর একটি হেতু আছে। সেইটি এই, হিন্দুস্থান গোপাল-পূজার স্থান। এই পূজার মহিমা অন্যত্র নাই। গোপাল-পূজা কি? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কি? হিন্দুদিগের প্রাচীন উপনিষৎ শাস্ত্রে আছে, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" "সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয়।" সকল দেশের লোকেরাই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পুত্র বলিয়া, বাৎসল্যভাবে তাঁহার পূজা করা কেবল হিন্দুস্থানেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণ লোকের নিকট ইহা রুচিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত এবং ভয়ানক মনে হয়। ঈশ্বর চিরকাল পিতার সিংহাসনে বসিয়া আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের নিম্নে বসিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিরূপে ঈশ্বরকে সন্তান হইতেও প্রিয়তর মনে হইবে, ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। যেমন জল স্বভাবতঃ নীচের দিকে যায়, স্নেহও সেইরূপ নিম্নগামী। স্নেহ কিরূপে উপরে উঠিবে? স্নেহ, বাৎসল্যভাব কেবল সন্তান প্রভৃতির সম্পর্কেই সম্ভব, গুরুজনসম্পর্কে কি সে সকল ভাব সম্ভব? ঈশ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তকে স্নেহ করেন, ভক্ত কিরূপে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবে দেখিবে? কিন্তু ভক্তের জীবনে এমন অবস্থা আছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি ঈশ্বরকে একটি ছেলের মত করিয়া, প্রাণের পুতুল করিয়া বক্ষে রাখিতে পারেন, ততক্ষণ

কিছুতেই তাঁহার প্রাণ শীতল হয় না। ঈশ্বর আদরের সামগ্রী। ভক্তির আস্পদ, শ্রদ্ধার বস্তু, আদরের জিনিষ। যেমন কোমল শিশু আদরের বস্তু, সেইরূপ সুকোমল ঈশ্বর ভক্তের আদরের ধন। দুইটি হাতে তুলিয়া লইয়া বারংবার শিশুর মুখ চুম্বন করিলে কি সুখ হয়, এবং সেই শিশুর কোমল মুখ দর্শন করিতে করিতে যখন চক্ষু হইতে বাৎসল্যের অশ্রু পড়ে, তখন কি শোভা হয়, পৃথিবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতা পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। ছেলের প্রতি আদরের কথা কি শুন নাই? পিতা মাতা যাহা ইচ্ছা, তাহা করেন শিশুকে লইয়া। সেই পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহা স্বর্গের সৌন্দর্য্য, কেন না সেই ব্যবহারে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া যায়। সেই বাৎসল্যে আর বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। সেই ছেলেটিকে কখনও বুকে, কখনও কাঁধে, কখনও মাথায় করিয়া, মা বাপ কেবলই বাৎসল্যরসে ডুবেন। ছেলে সম্পর্কের ভিতরে যত আধ্যাত্মিক লাবণ্য আছে, সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা যদিও লৌকিক, আমার পক্ষে অলৌকিক। যদি ছেলে কাল হয়, নির্গুণ হয়, তথাপি সে সন্তান। সেই ছেলেকে তাহার পিতামাতা বৎস, খোকা, বাবা, যাদু, বাছা ইত্যাদি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাঁহাদের চক্ষে স্নেহের জল পড়ে। এই ভাবের নাম বাৎসল্য। আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত অনুরোধ, ব্রহ্মভক্তেরা এইরূপ বাৎসল্যভাবে ব্রহ্মপূজা করেন। যে ভাবে পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয় না, সেইরূপ বাৎসল্যভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি, প্রাণের মধ্যে রাখি? ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল আসেন পৃথিবীতে খেলা করিতে। আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে ভালবাসেন। ব্রাহ্মসমাজে গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্ত্তা, গম্ভীরপ্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া গম্ভীরভাবে পূজা করিব; কিন্তু যখন সেই অতি পুরাতন পুরুষ মহেশ্বর দুই পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় হইয়া আসিবেন, তখন কি করিব? সেই সময় যদি উপনিষৎ পাঠ অথবা স্তব স্তুতি করি, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন,

'ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট ঐ সকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্রকৃতি লইয়া বাল্যভাবে তোমার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছি।' বাল্যভাবে ঈশ্বর কবে আসিবেন, আমরা জানি না, তিনি যে কখন কি ভাবে ভক্তকে দেখা দিয়া তাহার প্রাণ মন সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন, কে জানে? সেই বালক, যাহার নাম ব্রহ্ম, তিনি আসিবেন—অত্যন্ত গম্ভীর গুরুবেশ ধারণ করিয়া নয়, পিতার আকার ধারণ করিয়া নয়, কিন্তু বালকের আকার ধারণ করিয়া আসিবেন। সেই রূপ দেখিয়া হৃদয় মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে। ভক্ত দেখিবেন, স্বর্গের বালক সমাগত দ্বারে। ভক্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্তব স্তুতি আরম্ভ করিবেন; কিন্তু ঈশ্বর বলিবেন, 'না, ঐ নৈবেদ্য আমি গ্রহণ করিব না, আমার ভাব আজ স্বতন্ত্র, আমি চাই অন্য কিছু।' ভক্ত হাতযোড় করিয়া বলিবেন, ঠাকুর, দয়া করিয়া বল, কি চাও আমার কাছে। বল, হে ঈশ্বর, কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও। হরি বলিবেন, 'প্রাণের ভক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। আজ চল, সাধনকাননে যাই, সেখানে দুই জনে মিলিয়া ধূলা লইয়া খেলা করিব, ফুল লইয়া খেলা করিব, দৌড়া দৌড়ি করিব।' যাহারা কেবল জ্ঞানী, ভাবুক নহেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া হাসিবেন; কিন্তু ভক্ত যিনি, শ্রীগোপালের উপাসক যিনি, তিনি এ সকল সঙ্কেত বুঝিবেন। ভক্তের নিকট হরির সাধন ভজন সমুদায় কেবল ক্রীড়া। ওহে ব্রাহ্ম, এ সকল কথা শুনিয়া হাসিও না, এ সকল পরিহাসের বিষয় নহে; কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কথা। সেই বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতির অতীত ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আসেন, ইহা অভ্রান্ত সত্য কথা। পরম ভক্তের স্কন্ধে ব্রহ্ম শিশুর ন্যায় বসিয়া আছেন, ইহা যদি না মান, তবে ঈশ্বরকে চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিলেইত হয়। ঐ যে ভক্তেরা স্কন্ধে লইয়া নাচাইতেছেন, তিনি কে? ব্রহ্মশিশু। বৃদ্ধ ব্রহ্ম পূজা করিয়াছি, এখন আমি শিশু-ব্রহ্মের পূজা করিব। আমার এমন কি সৌভাগ্য যে, ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিবেন। এত বড় যিনি, তিনি ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেলা করিতে আসিয়াছেন। এমন সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়া করিব। ছাদের উপরে গিয়া ছোট গাড়ীর মধ্যে সেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গাড়ী টানিব। ব্রাহ্মগণ, লোকভয়ে ভীত

হও কেন? এক কর্ম্ম কর, খুব গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মকে লইয়া এরূপ ক্রীড়া কর, অভক্ত মনুষ্যেরা যেন না জানিতে পারে। বাল্যভাবে ব্রহ্মপূজা করা গুপ্তকথা; আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্যভাবে উপনিষদের ব্রহ্মকে পূজা করা পরিহাসের কথা নহে। আমি গোপালের শিশুভাব দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম। হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারিলাম না। দয়াময়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রিয় হইল। হরিকে কোথায় রাখিব, জানি না। সুকোমল ব্রহ্মকে প্রাণের ভিতরে রাখি, বুকের মধ্যে রাখি, মস্তকের উপরে রাখি, স্কন্ধে রাখি। জগৎ, তুমি আমাকে গোপনে এই কাজ করিতে দাও। ঈশ্বর পিতা, রাজা, গুরু, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি আকার ধরিয়া আমার ঘরে অনেক বার আসিয়াছেন, আজ বালক হইয়া আসিয়াছেন। এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাঁহাকে এরূপ পরিতুষ্ট করিব যে, বার বার তিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভালবাসিবেন। তিনি বলিবেন যে, 'সে বড় ছেলে মানুষ, আমার সঙ্গে খেলা করিতে ভালবাসে। সে বুড়র মত বই পড়িতে ভালবাসে না। ছোট ছোট ঘর বাঁধে, ছোট ছোট বাগান করে, ছোট ছোট হাঁড়িতে রাঁধে, আমি তার বাড়ীতে যাব।' ঈশ্বর যদি আমার সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, আমি কত সুখী হব। বার্দ্ধক্যের পর শিশু। এবার শিশু হই। চুল পাকিল। মরিব? না, অন্যায় কথা। বার্দ্ধক্যের পর দ্বিতীয় শিশুর অবস্থা। বৃহৎ ব্রহ্মকে শিশুর ন্যায় দেখিব। তবে তিনি আসিবেন, খেলার ঘর বাঁধি। দশজন বিদ্রূপ করিবে। কি করি, পাঁচ দিন উপহাস করিবে; কিন্তু আমি যে অনন্তকালের খেলার সঙ্গী পাইব। ছেলে বেলা ছোট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা করিতাম, এখন আবার ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হাঁড়ীতে রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব, ছোট দুধের বাটীতে তাঁহাকে দুধ দিব। পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল ভক্তির নিগূঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি বুঝিতে কি বুঝিবে। আদরের ঈশ্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগদ্বাসী সকলের এই আনন্দ হউক। দয়াময় এই ভাবে আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

রাণীগঞ্জে মাসাধিক কাল অবস্থান, বক্তৃতাদান ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

কেশবচন্দ্র রাণীগঞ্জে গিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী গৃহে অবস্থিতি

করেন। রাণীগঞ্জ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হিতকর, ইহা আর কে না স্বীকার করিবেন? কেশবচন্দ্র কেবল শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য যত্নশীল ছিলেন, তাহা নহে। তিনি প্রতিদিন পরিজনবর্গকে লইয়া উপাসনা ব্যতীত প্রকাশ্য কার্য্যও করিতেন। সিয়ারসোল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় "মিলন" সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় রাণীগঞ্জের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গিবর্গকে অতি যত্নের সহিত এক দিন আহার করান। আহারীয় ব্যঞ্জনাদি সকলই নিরামিষ হইলেও, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপাচকগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল এরূপ সুন্দর প্রণালীতে পাচিত এবং সুস্বাদু ছিল যে, তাঁহাদের সকলেরই মাংস বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ইঁহাদের ঈদৃশ যত্নে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মাসাধিককাল রাণীগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশেষ বিধান সম্বন্ধে উপদেশ।

প্রত্যাবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান বিধানসম্বন্ধে বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল গৃহে বসিয়া কথা বলিতেন, তাহা নহে। তিনি ৮ই পৌষ, ১৮০০ শক (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ) রবিবার ব্রহ্মমন্দিরেও সে সম্বন্ধে উপদেশ (১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দিলেন। এই উপদেশটি দেখাইয়া দেয়, প্রকাশ্যে নববিধানের পতাকা প্রোথিত হইবে, তাহার সময় উপস্থিত; তাই আমরা উপদেশের সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম, যে যে অংশে বিশেষ মত ও ভাব প্রকাশ পায়।

"...ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য বিশেষ বিধান প্রেরিত হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে, যাহারা বিধানের আশ্রিত নহে, তাহারা নরকে যাইবে; তাহারা মনে করে, কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোক বৈকুণ্ঠে যাইবে, এবং পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দিয়া, কেবল অল্প লোককে চিহ্নিত করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইতে পারে না। ইহা মিথ্যা কথা যে, যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত নহে, তাহারা স্বর্গ পাইবে না। সত্য এই যে, কয়েকটি মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর একটি যন্ত্র

লইয়া কার্য্য করেন। সেই যন্ত্রের নাম বিধান। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সকল সাধিত হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই যন্ত্র চলিতে থাকে। বিধানভুক্ত কয় জনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সকল সুসম্পন্ন হইবে। ইহাতে পরিত্রাণের কথা নাই। পরিত্রাণ কোথায়? বিধান কোথায়? পরিত্রাণ সকলেই পাইবে। সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বিশেষ বিধানের আবশ্যক হয়। সকলেই পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু সকলেই বিধানভুক্ত নহে। যাহারা বিধানভুক্ত, তাহারা ভয়ানক ঘূর্ণাজলের ন্যায় ঘুরিতে থাকে।···কখনও ঈশ্বরের দয়া দ্রুতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে, কখনও পৃথিবী হইতে মনুষ্যের মন স্বর্গের দিকে উঠিতেছে। যেখানে ঘূর্ণাজল, সেখানে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। যে দেশে বিশেষ বিধান আসিল, সেই দেশে ভয়ানক দাবানল প্রজ্জলিত হইল।···যখন সেই চিরস্মরণীয় মহাত্মা এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ রোপণ করিলেন, তখন হইতে এই পঞ্চাশ বৎসর সত্য ধর্ম্মের আন্দোলনে এই দেশ টলমল করিতেছে। সকল নগর, সকল গ্রাম, সকল দেশ, চারিদিক্ আন্দোলিত। ব্রাহ্মসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসর যে সকল কার্য্য হইয়াছে, সাধারণ প্রণালী দ্বারা দুই শত বৎসরেও এ সকল হইতে পারিত না। ক্রমাগত এই বিধি চলিতেছে। যাঁহারা এই বিধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সহকারী কর্ম্মচারী। তাঁহারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চিহ্নিত। তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে মনোনীত। তাঁহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলে, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও মুক্তি পাইবেন। কিন্তু এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানে অন্তর্ভূত না হইলে, পৃথিবীর পরিত্রাণপথ পরিষ্কার হইবে না। যাঁহারা এই বিধানভুক্ত হইবেন, তাঁহারা যে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহা নহে, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং হতভাগ্য; কিন্তু এই বিধানসম্পর্কে তাঁহাদিগের যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য, সেই বিষয়ে তাঁহারা মহাবীর। বিধানসম্পর্কে একটুকু সামান্য কার্য্য করিলেও পৃথিবীর লোক তাঁহাদিগকে ভয় করিবে। এখানে তাঁহারা রাজা হইতেও বড়, অন্যস্থানে গেলে তাঁহারা জল ছাড়া মৎস্যের ন্যায় নিস্তেজ। বিধানভুক্ত থাকিয়া যখন তাঁহারা বিধানের কথা

বলিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের মুখ হইতে স্বর্গের অগ্নি এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে। এখানে থাকিলে তাঁহাদিগের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য যত বলের আবশ্যক, সমস্ত তাঁহারা লাভ করেন। অন্যত্র গেলে তাঁহাদিগের আর সে তেজ থাকে না। এখনই পরীক্ষা কর। যত ক্ষণ বিধানে সংযুক্ত, তত ক্ষণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, সেই জীবন শীতল হইয়া যাইবে। যত ক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, তত ক্ষণ জাগ্রৎ ভাব, ততক্ষণ জাগ্রৎ ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে আপনার বাহুবল প্রেরণ করিবেন। যাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, তাহারা অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াও বিপুলবীর্য্যধারী।

…বিধানের বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া দাও, আর সে তেজ নাই, সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায়, সেখানে সে আছে কি নাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে, তাহার মৃতপ্রাণে নূতন উদ্যম এবং নবজীবনের সঞ্চার হইবে। এখানে ভয়ানক আন্দোলন। এখানে এক নগর আর এক নগরকে ধাক্কা দিতেছে; এক গ্রাম আর এক গ্রামকে ধাক্কা দিতেছে; এক এসিয়া সমস্ত ইয়ুরোপ এবং পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে আন্দোলিত করিতেছে। এখানেও ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন, ওখানেও ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু সাধারণ কার্য্যপ্রণালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নতা আছে। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, এই বঙ্গদেশে একটি নূতন বিধানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য আন্দোলন নহে। ভয়ানক ঘূর্ণাজলের ন্যায় ইহা ঘুরিতেছে। কত প্রকার পৌত্তলিকতা, অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যে, তাহা ফুরাইতেছে না। এ সকল অসাধ্য সাধন করিতে যে কত বল এবং কত তেজের প্রয়োজন, তাহা সহজে মনে ধারণ করা যায় না। এই জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার বিশেষ বিধানভুক্ত লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। বিধান এই প্রকার হইবে, ইহা অনিবার্য্য।"

"বিধানভুক্তদল" সম্বন্ধে প্রার্থনা

বিশেষ বিধানের ভাবের সহিত দল সংযুক্ত। এ সময়ে এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রার্থনার এই সারটি (৬ই পৌষ, ১৮০০ শক; ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ) ব্যক্ত করিবে :—"হে ঈশ্বর, কি জন্য এই ভবে আমাদিগের অবতরণ? আমরা কি যোগী, সন্ন্যাসী, অথবা প্রমত্ত ভক্ত হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, কেবল তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কি আমরা জন্মিয়াছি? প্রভু, আমরা স্বার্থপর বৈরাগী হইতে এ সংসারে আসি নাই; আমরা আসিয়াছি, তোমার বিধি পূর্ণ করিবার জন্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমার বিধি অবহেলা করিয়া একাকী ধার্ম্মিক হইতে চাই। আমরা মনে করি, অন্যের যাহা হইবার হইবে, আগে আমরা শুদ্ধ হইলেই হইল। তোমার বিধি পালন না করিলে যে তুমি আমাদিগকে খাটি শুদ্ধতা এবং শান্তি দিবে না, ইহা আমাদিগের মনে থাকে না। আমরা ভ্রমবশতঃ তোমার দল ছাড়িয়া পরিত্রাণ পাইতে আশা করি। প্রেমময়, তুমি আমাদের এই ভ্রম দূর কর। তুমি বুঝাইয়া দাও, যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুক্ত করিয়াছ, ইঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারিবেন না। মৎস্যের পক্ষে যেমন জল, বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানভুক্ত দল। ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার বিধান গঠন করিবার সময়ে তুমি কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে—'ইহারা আমার অমুক বিধানভুক্ত লোক' এই কথা বলিয়াছিলে, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু তাহা জানিতেই হইবে। দলস্থ প্রতিজনের নিকট তোমার নিয়োগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যত টুকু দেখিব, তাহা পালন করিয়া ধন্য হইব; আর যাহা তুমি বলিবে, বুদ্ধি দ্বারা তাহা না বুঝিলেও, তাহা বিশ্বাস করিয়া ততোধিক ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দয়া করিয়া দূর করিয়াছ, এখন সন্দেহও তুমি দূর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে জগতের মঙ্গল এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং সুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পূজা করিতে করিতে তোমার পূজা করিতে শিখিব; তোমার হস্তের সেবকদিগের সেবা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার সেবা করিতে শিখিব।"

৬২

কতকগুলি বিশেষ কথা

এই সময়ে ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন লিখিয়া মিরারে প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রশ্ন মণ্ডলীসম্বন্ধে নিতান্ত গুরুতর। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। আমরা যথাক্রমে সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তরের অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

(১) প্রশ্ন—দেবনিশ্বসিতের যথার্থ পরীক্ষা কি? যদি কোন ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া বলেন যে, তিনি দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত, তিনি যে ঠিক বলিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিবার সাক্ষাৎ প্রণালী কি?

উত্তর—দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নির্ব্বিবাদ প্রতিভান (Originality) দ্বারা জানিতে পারা যায়। তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে নব নব বিভাব (Ideas), মত এবং ভাব প্রাপ্ত হন, অন্ধের ন্যায় অপরের অনুসরণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি অত্যধিক নীতিমত্তার প্রভাবে পরিচিত। যদিও তিনি রাজা নহেন বা সম্রাট্ নহেন, তিনি সহজে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে আত্মপ্রভাবাধীন করেন এবং নিজের বাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃথিবীকে জয় করেন। তৃতীয়তঃ তিনি কথা কন না বা কার্য্য করেন না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাতে এবং তাঁহার মধ্য দিয়া কথা কন এবং কার্য্য করেন। মানুষের হাত দিয়া ভগবান্ কি প্রকার কার্য্য করেন, দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে তাহা দেখা যায়। চতুর্থতঃ তাঁহার পন্থা অদ্ভুত এবং অবোধ্য। তাঁহাতে এমন কিছু অলৌকিক ভাব প্রকাশ পায়, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি এ পৃথিবীর লোক নহেন। এই জন্য পৃথিবীর লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া বলে, এ কি প্রকারের মানুষ!

(২) প্র—ক খ এবং গ তিন জন উৎসবে যোগ দিলেন। উপাসনায় তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্তু কয়েক দিন পরে ভ্রাতৃভাববিরহিত হইয়া বিরোধ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্ম কি আমাদিগকে নীতিমান্ করে না?

উ—নিশ্চয়ই করে, তাহা নহে; সত্যধর্ম্মের সঙ্গে নীতি থাকে। ফলতঃ এ

দুই এক সমান। ধর্ম্ম এবং নীতি এক এবং একই সামগ্রী। কিন্তু মানব-সমাজে এ দুই ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মূলতঃ এক হইলেও মানুষেরা ভিন্ন ভাবে এ দুয়ের কর্ষণ করে। এজন্যই আমরা অনেক সময়ে উচ্চতম সুমিষ্ট ভক্তি মধ্যে সামান্য নীতিগত ধর্ম্ম দেখিতে পাই না এবং যাঁহারা উপাসনার উচ্চতা ও গভীরতা জানেন না, তাঁহাদের মধ্যে নীতিঘটিত পবিত্রতা অনল্প-পরিমাণ দেখিতে পাই। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, বিলক্ষণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিও অভ্রাতৃত্ব, ঈর্ষা, অভিমান এবং অপরাপর জঘন্য পাপে পতিত হন। তাঁহারা বহু-বর্ষ যাবৎ উপাসনা করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা যদি অভ্যস্ত পাপাচারের জন্য প্রার্থনার সমগ্রবল তৎপ্রতিকূলে নিয়োগ না করেন, তাহা হইলে কখন উহা পরাজয় করিতে তাঁহারা পারিবেন না। উপাসনার সময় মানুষের নীতিবৃত্তির যে অবিশুদ্ধ অংশ গূঢ়ভাবে অবস্থান করে এবং দুষ্ট হৃদয় যাহার অপনয়ন অভিলাষ করে না, ভক্ত্যুচ্ছ্বাসের সাধারণ ভাব তাহাকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করিতে পারে না। যদি তুমি ভক্তির আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে অপ্রাকৃতিক উত্তেজনাযোগে উহা সিদ্ধ করিয়া লইতে পার; কিন্তু যদি যুগপৎ ধর্ম্ম ও নীতি লাভ করিবার, উপাসনাশীল ও পবিত্র হইবার তোমার সরল অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে উভয়ের সামঞ্জস্যজনিত একতায় তুমি সহজে উহা সিদ্ধ করিবে। প্রত্যেক প্রার্থনা হৃদয়ের গভীরতম স্থান গিয়া স্পর্শ করিবে এবং নিশ্চিত উহাকে শুদ্ধ করিবে।

(৩) প্র—ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে মিলিত করিবার কি আশা আছে?

উ—আছে। যদি আমরা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মে সকলে বিশ্বাস করি, অসাম্প্র-দায়িক মূলের উপরে একতা অবশ্যম্ভাবী। যদি আমরা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অনুগামী হই, তাহা হইলে আমরা পরস্পরে মিলিত হইবই। যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কখন মিলিত হইবেন না। মিলন কিরূপে কখন হইবে? ক্রোধের ভাব প্রশমিত হউক, ঈর্ষা এবং ব্যক্তি-গত বিদ্বেষ চলিয়া যাউক, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মণ্ডলী যে বিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল বিভাগ মূল মতের জন্য তত নয়, যত উত্তেজিত ভাবের জন্য বিরোধে প্রবৃত্তি। যাই ভাল ভাব ফিরিয়া আসিবে,

অমনি বিভক্ত মণ্ডলী আবার একতায় পরিণত হইবে। সকল প্রধান ব্রাহ্ম-গণকে একত্র করিয়া একটী সভা করা হউক এবং তাঁহারা সকলে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, যত কেন ভিন্নতা থাকুক না, তাঁহারা সকলে সর্ব্বদা মিলিত হইয়া সাধারণ কল্যাণ বর্দ্ধিত করিবেন।

(৪) প্র—এ কথা কি সত্য যে, আচার্য্য তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর কাহাকেও কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন পরামর্শ বা আজ্ঞা দেন না, কেবল সাধারণ মূলতত্ত্ব বলিয়া যান? যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে উপাসকমণ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের একতা কি প্রকারে সম্ভব এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরূপে আনা যাইতে পারে?

উ—আচার্য্য কাহাকেও সাক্ষাৎ পরামর্শ দেন না।* তিনি আপনাকে আপনি ব্যবস্থাপক বা বিচারক মনে করেন না, মণ্ডলীও সে ভাবে তাঁহাকে দেখেন না। তিনি আমাদের মধ্যে বিবেক ও প্রকৃতির ব্যাখ্যাতৃমাত্র। সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপনা দ্বারা তিনি কতকগুলি লোককে যন্ত্রবৎ পরিচালন করিতে যত্ন করেন না। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, কতকগুলি ব্রাহ্মের মধ্যে তিনি বিধিপ্রস্তুতো-পযোগিবৃত্তি উদ্ভাবন করিয়া দেন যে, তাঁহারা জীবনের প্রতিদিনের বিবিধ কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন মানবশিক্ষকের উপরে ক্রীতদাসের ন্যায় নির্ভর না করিয়া, আপনারাই আপনাদের বিধিপ্রণেতা হন। যখন সকলেই অন্তরস্থ শাস্তা দ্বারা পরিচালিত হন, তখন স্বাধীনাত্মার ন্যায় তাঁহারা স্বভাবতঃ একত্র মিলিত হইবেন। যদি কেহ বিপথে যান, তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভর্ৎসনা বা সৎপরামর্শ দেওয়া হয় না। কারণ এই সকল বিভ্রান্ত ব্যক্তি বিপথে গমন করিতে করিতে পরিশেষে তাঁহারা তাঁহাদের আপনার দোষ ও পাপ বুঝিতে পান, এবং অনতিক্রম্য স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি এবং অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়ায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

* এই সকল কথা এবং পরে এতৎসদৃশ যে সকল কথা আছে, তদ্দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণেতে তিনি কি প্রকার স্বাধীনভাব উদ্দীপন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরামর্শ দিতেন না, বন্ধুগণও পরামর্শনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতেন। ইহাতে অনেক ক্ষতি হইত, তথাপি কেশবচন্দ্র, তাঁহাদিগের ব্যবস্থাপিকা শক্তি প্রস্ফুট হউক, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্ববিধ ক্ষতি সহ্য করিতেন।

(৫) প্র—'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না', এই মূলতত্ত্ব প্রচারকগণ যদি যথার্থই অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এবং তাঁহাদের পরিবার কি প্রকারে প্রতিদিনের আহার পান ?

উ—এটি প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই জীবজগতের স্রষ্টা ইহাকে এমনই ভাবে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, আত্মত্যাগী প্রচারকেরা ভরণপোষণবিষয়ে সমুদায় উদ্বেগ যাই পরিত্যাগ করেন, অমনি উহার সমগ্রভার গিয়া অপবেব স্কন্ধে নিপতিত হয়। কতকগুলি লোক আপনাদিগকে উৎসর্গিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন, আর কতকগুলি লোক তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য অগ্রসব হন। তাঁহারা তাঁহাদের শোণিত দেন, সমাজ তাঁহাদিগের আহার্য্য দেন। তাঁহারা কিছু চান না এবং চান না বলিয়াই ঈশ্বরের প্রেরণায় অপরে, তাঁহাদেব যাহা কিছু প্রয়োজন, দেওয়ার জন্য তখনি অগ্রসব হন। ঈশ্বরই তাঁহার ভক্তদিগকে দরিদ্র করেন এবং অপরকে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে বাধ্য করেন। প্রকৃতি শূন্য ভালবাসেন না। যেখানেই অহং চলিয়া যায়, সেখানেই সাধারণেব দানস্রোত আসিয়া ঢালিতে থাকে।

(৬) প্র—অনেকেই এইরূপ বলেন, ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের কোন স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদের নেতার তাঁহারা ক্রীতদাসবৎ বাধ্য। ইটি কি বাস্তবিক ঘটনা ?

উ—না। একটি স্থির মূলতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া, যিনি নেতা, তিনি প্রচারকগণমধ্যে স্বাধীনতায় উৎসাহ দান করেন এবং ফলে তাঁহারা সকলে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন। তাঁহারা কোন ব্যক্তি বা কোন সভার নিকটে গণনাদানে আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না। তাঁহারা কোন কাজ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহারা বাড়ীতে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন, স্বেচ্ছানুসারে কোন স্থানে প্রচার করিতে যাইতে পারেন। তাঁহারা কোন পুস্তক সমালোচনা বা নিবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিতে পারেন এবং শাসনাধীন বা দোষগুণবিচারাধীন না হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁহারা সাধারণের দানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, অথবা অন্যপ্রণালীতে তদতিরিক্ত সাহায্য অন্বেষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের কাজ অথবা জীবনের অভ্যাসগুলিতে কাহাকেও তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। যদি তাঁহারা কোন বিভাগের কার্য্যের ভার লন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব চান

এবং যদি সামান্য হস্তক্ষেপ হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই সে কাজ পরিত্যাগ করিবেন। প্রতিব্যক্তির বিশেষ অভ্যাস, রুচি, ভাব, এবং কার্য্য করিবার প্রণালী আছে;—এগুলি তাঁহারা অপ্রতিহত যত্নে রক্ষা করেন। ক্রীতদাসবৎ বাধ্যতার অর্থ—ভাববিরহিত একবিধত্ব এবং নীচ অনুকরণ। আমাদের প্রচারকগণের মধ্যে এ দুইয়ের অত্যন্তাভাব সুস্পষ্টতর। ইহা অনেকেই জানেন যে, আচার্য্যের যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকে, তবে ইহাই তাঁহার দুর্ব্বলতা যে, তিনি নিতান্ত সহনশীল এবং ক্ষমাবান; কখন হস্তক্ষেপ করেন না, কদাপি দণ্ড দেন।

(৭) প্র—ব্রাহ্মগণ মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহারা ভক্তিতে যেমন সুস্পষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছেন, নীতিতে সেই প্রকার বাড়িতেছেন কি না?

উ—কয়েক বৎসর হইল, অগ্রগামী ব্রাহ্মগণের মধ্যে ভক্ত্যুৎসাহ, নির্জ্জন চিন্তা, তপশ্চরণ, উপাসনার মধুরতা স্পষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তদনুরূপ নীতিঘটিত চরিত্রের উৎকর্ষ হয় নাই। কোমল ভাবসমূহের ক্রমোৎকর্ষ মধ্যে, মনে হয়, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা, ঋজুতা, আত্মার্পণ, এই সকল কঠোরগুণ কিছু পরিমাণে অবহেলিত হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা বিলক্ষণ ভাল, তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, অহঙ্কার, বৃথাভিমান, স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে।

(৮) প্র—ব্রাহ্মসমাজমধ্যে আরও সম্প্রদায়-বিভাগ সম্ভবপর কি না? কত দূরই বা সম্ভব?

উ—ব্রাহ্মসমাজে যেমন অপরিমেয় স্বাধীনতা, তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিভাগ কেবল সম্ভবপর নহে, অনিবার্য্য। উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, সেই অগ্রগামী স্বাধীন ব্রাহ্মগণসম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে সত্য। সময়েতে যত তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ মত এবং রুচি প্রস্ফুট হইবে, ততই তাঁহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন। সাম্যবাদী, প্রেতাত্মবাদী, বিষয়ী, রাজনীতির আন্দোলনকারী, সংশয়ী, জড়বাদী এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির উত্থান আমাদের মধ্যে হইবে। কিন্তু এই সকল দলের বিরোধী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবার তখনই সম্ভাবনা, যখন ঈর্ষা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিবাদের মূলে থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ইহা সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ দিতে পারে না, বা পোষণ করিতে পারে না। অনেক দল, অনেক বিভাগ, বিবিধ প্রকারের মত

ইহার মধ্যে থাকিবে এবং সে সকলকে সহিতেও হইবে; কিন্তু ইহা সাম্প্র-দায়িকতাকে পাপ মনে করে। যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও হিংসায় প্রণোদিত, তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে এবং সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক বিভাগ উৎপাদন করিবে; কিন্তু এ সমুদায় তখনই তিরোহিত হইয়া যাইবে, যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাবগুলি চলিয়া যাইবে, প্রেম ও সদ্ভাব ফিরিয়া আসিবে। অতএব ব্রাহ্মগণ মধ্যে সেই পরিমাণে সম্প্রদায়বিভাগ সম্ভবপর, যে পরিমাণে গভীর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বিবদমান দলগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইবে।

(৯) প্র—সাহজিক সত্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, এ দুই কেমন করিয়া প্রভেদ করা যাইতে পারে? কোন কোন পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, সমুদায় নীতিঘটিত সত্য অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। ইহা কি বাস্তবিক সত্য?

উ—সেইগুলি সাহজিক সত্য, যে গুলির অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে সমুদায় মানবজাতি বিশ্বাস করে, যে গুলি কোন প্রকার তর্কের প্রণালী অবলম্বন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যত দিন তাহাতে মনুষ্যস্বভাব আছে, বিশ্বাস করিতেই হয়। বিনা তর্কে আমাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার গভীর প্রয়োজনানুরোধে একেবারেই আমাদিগকে ঐ সকল বিশ্বাস ও গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা নিশ্চিত করি, তাহাতে এই অবশ্যগ্রহণীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকত্ব নাই। পরিদর্শন, পরিতুলন, চিন্তা ও যুক্তিযোগে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সুতরাং উহা সকল লোকের সমান হয় না। অভিজ্ঞতা আগন্তুক, ঘটনাসম্ভূত, স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। কতকগুলি নীতিঘটিত সত্য আছে, যাহা যুক্তিসম্ভূত এবং অভিজ্ঞতাসমুৎপন্ন। কিন্তু নীতির মৌলিক-মূলতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আদিম এবং সহজ

(১০) প্র—বাহ্য উপকার—যেমন বৃষ্টি বা স্বাস্থ্যলাভ—তজ্জন্য ব্রাহ্ম-সমাজ প্রার্থনা অনুমোদন করেন কি না?

উ—বাহ্য উপকারের জন্য প্রার্থনা হইতে পারে না। প্রথম কারণ এই যে, যাহা আমরা উপকার মনে করি, তাহা আমাদের জন্য বা পৃথিবীর জন্য ভাল না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, ঈশ্বর ঈদৃশ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন কি না? এক ঈশ্বরই জানেন, বৃষ্টি অথবা

অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্য অথবা রোগ, সম্পন্নতা বা দারিদ্র্য অমরাত্মার পক্ষে কল্যাণ। অনেক সময় সুখ অপেক্ষা দুঃখ উপকারসাধক। ইহা কি সত্য নয়? অধিকন্তু যখন আমরা প্রার্থনা করি, প্রার্থিত বিষয় আমরা লাভ করিব, এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। আমরা বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং প্রেমের জন্য প্রার্থনা করি, এবং এ সকল যে প্রদত্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত; কিন্তু বৃষ্টি আনয়ন বা মৃত্যু বা অনাবৃষ্টি অবরোধ করিবার পক্ষে আমরা নিঃসংশয় নই। সংশয়িত-চিত্তে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়।

(১১) প্র—যেমন আপনি বলিলেন, তাহাতে সকল স্থলে ধর্ম্ম যদি নীতি না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মে কি উপকার? "ভাবস্পৃষ্টনীতি" ধর্ম্ম, মাথিউ আর্নোল্ড সাহেব কোথাও বলিয়াছেন। এ লক্ষণ গ্রহণ না করিয়াও আমরা কি বলিতে পারি না, নীতির উপরে সংস্থাপিত কিছু (যেমন ক) ধর্ম্ম? মানুষ যদি ধার্ম্মিক এবং নীতিহীন হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্মশূন্য না হইলেও কি ধর্ম্মহীন নয়?

উ—ধর্ম্ম নীতির উপরে সংস্থাপিত নয়; নীতিই ধর্ম্মের উপরে সংস্থাপিত। ইহাই বলা ঠিক যে, নীতি—অন্য কথায় নৈতিক পবিত্রতা—ধর্ম্মের একটি ফল। ধর্ম্মের যদি উপযুক্ত উন্মেষ হয় এবং একটি দৃঢ় পুষ্ট বৃক্ষ হইয়া উঠে, তাহা হইলে যথাসময়ে অনেকগুলি ফল হয়, তন্মধ্যে চরিত্রের পবিত্রতা একটি। কিন্তু যদি উহা দুর্ব্বল ও অপরিণত হয়, তাহা হইলে ভাব, সংস্কার, সংগ্রাম, যত্ন, প্রার্থনা ও উচ্ছ্বাস, এই সকল আকারে উহা বাহিরে প্রকাশ পায়। এ গুলি ভাল বটে, কিন্তু পাপপরাজয়ের পক্ষে প্রচুর নহে। মানুষের ধার্ম্মিক বা প্রার্থনাপরায়ণ হইলেই হইল না, তাহার ধর্ম্ম সফল হওয়া চাই। নীতিশূন্য ধর্ম্ম অপূর্ণ, অপরিণত, এবং বিকৃত সামগ্রী। নৈতিক পবিত্রতা, সুমিষ্ট যোগ, সাধুতা এবং ভক্তিমত্তা উহার পূর্ণতা। যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা আরও ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করুন, তাহা হইলে তাঁহারা নীতিমান্‌ও হইবেন।

(১২) প্র—ব্রাহ্মদিগের অধ্যয়নাভ্যাস কি আপনার পরামর্শসিদ্ধ? সাধারণতঃ আপনি কি কি গ্রন্থ পড়িতে বলেন?

উ—অধ্যয়ন নিশ্চয়ই উপকারী, যদি ভাল বিষয়ের অধ্যয়ন হয়। যে সকল গ্রন্থে মন বিপথে যায়, বা অপবিত্র হয়, সেগুলি পড়া অপেক্ষা না পড়া ভাল।

সকল গ্রন্থ অপেক্ষা আপনার জীবন-গ্রন্থ অত্যুৎকৃষ্ট, তৎপর আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত প্রকৃতিগ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়নার্থ দেওয়া যাইতে পারে :—বাইবেল, বিশেষতঃ সাম; শুভসংবাদ এবং পলের পত্রিকা; ভাগবত ১১শ স্কন্ধ; বিকৃটর কুজিনের সমন্বয়দর্শন (Eclectic Philosophy); সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের সহজজ্ঞানদর্শন (Philosophy of Common Sense); মোক্ষমূলরের ধর্ম্মবিজ্ঞান (Science of Religion); চ্যানিং, থিওডারপার্কার, ডাক্তার মার্টিনো, প্রফেসর নিউমান্ ইঁহাদিগের গ্রন্থ, Ecce Homo (দেখ ঐ মানুষকে), Reason in Religion (ধর্ম্মে যুক্তি)।

(১৩) প্র—এক জন ব্রাহ্ম হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্বের মতে বিশ্বাস না করিতে পারেন? এক জন ব্রাহ্ম হইযা কি দেবনিশ্বসিত ও মহাজনসম্বন্ধীয় মতে বিশ্বাস না করিতে পারেন?

উ—এই সকল মত ব্রাহ্মসমাজের মূলমতের অন্তর্ভূত নহে; সুতরাং যাঁহারা সমাজে প্রবেশ করেন, তাঁহারা ঐ সকল মত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও পারেন। শত শত লোক আছেন, যাঁহাদের বিধাতৃত্ব বা দেবনিশ্বসিত বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু যদি তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতে বিশ্বাস করেন, তবেই ব্রাহ্ম। যাঁহারা সমাজের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন অগ্রসর সভ্য, তাঁহারা ধর্ম্মের এই সকল গভীর মত-গ্রহণে বাধ্য। তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক মত যেমন প্রধান, বিশেষবিধাতৃত্বও তেমনি প্রধান। অপিচ যেমন তাঁহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তেমনি বিধাতৃত্বও অস্বীকার করিতে পারেন না।

(১৪) প্র—ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বর্ত্তমান প্রতিবাদের আন্দোলন কি স্থায়ী হইবে?

উ—তত দিন স্থায়ী হইবে, যত দিন উহার রক্ষার জন্য বিরুদ্ধ ভাব ও যথেষ্ট টাকা, বৌদ্ধ ও সাংসারিক ভাবে যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে।

(১৫) প্র—নীতি যদি ধর্ম্মের উপরেই স্থাপিত, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তদুপযুক্ত নীতির উৎকর্ষ আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে কেন উপস্থিত হয় না? একই সময়ে আমি ধাৰ্ম্মিক ও নীতিমান্ কি প্রকারে হইব?

উ—নীতি ধর্ম্মের উপরে স্থাপিত এবং ধর্ম্মবৃদ্ধিতে নীতিবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু

ধর্ম্মে যদি বিকার উপস্থিত হয়, ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবুকতা বাড়ান হয়, যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হয় এবং যত্নে অপবিত্রতা পোষণ করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল নীতিহীন ধর্ম্মহীন ধর্ম্ম হইবেই হইবে; অন্য কথায় ধার্ম্মিকতার পরিচ্ছদের নিম্নে অনীতি ও অধর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে। ধর্ম্ম ও নীতি দুইই একত্র থাকে, এজন্য উভয়ই একযোগে সাধন করিতে হইবে। বিশেষতঃ ধর্ম্মজনিত ভাবোদ্দীপ্তির সহায়তায় মন্দ আচরণগুলি উৎপাটন করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের প্রতি-দিনের ধ্যানোপাসনাকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়োগ করিতে হইবে। গুপ্ত পাপ উন্মূলন এবং প্রিয় রিপুগুলির পরাজয় জন্য নিত্য আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রার্থনাযোগে বিবেক পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে, শুদ্ধির কোন আশা নাই।

(১৬) প্র—ব্রাহ্মসমাজ কি বিধান? যদি বিধান হয়, কোন্ অর্থে?

উ—ঈশ্বরের জীবন্ত বিধাতৃত্বে এই মণ্ডলীর অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহার সংস্থাপক এবং নেতৃবর্গকে আমরা মনোনীত ব্যক্তি বলিয়া মানি। ইহার সমুদয় কার্য্যোপায় এবং কার্য্যশৃঙ্খলা ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত। ইহার প্রবর্ত্তনার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহা জীবন্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসি-তেছে এবং ইহার অভীষ্ট বিষয় অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার গতি ও বিপরীত গতি উভয় মধ্যে বিধাতার হস্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ঈশ্বর জাতীয় মণ্ডলীর অভ্যুদয় সাধন করিতেছেন।

(১৭) প্র—আপনি যদি কুচবিহার বিবাহকে বিধাতৃনিয়োজিতভাবে দেখেন, তাহা হইলে বিবাহবিধিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন?

উ—আমরা উভয়কেই বিধাতৃনিয়োজিত দৃষ্টিতে দেখি। উভয় মধ্যেই সমান ঈশ্বরের হস্ত প্রকাশিত। অপিচ উভয় মধ্যেই মানবীয় উপায়সম্ভূত দোষও দেখিতে পাই। বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য আচার্য্য বিধাতা কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রণোদিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিধি যে সকল হাতের ভিতর দিয়া বিধিবদ্ধ হইল, তাঁহারা "ঈশ্বরের সমক্ষে" এই কথাটি উঠাইয়া দিয়া উহাকে সংসারের বিধি করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য এমন সকল বিষয়

উহার ভিতরে সন্নিবিষ্ট করিলেন, যাহা, যাঁহারা বিধান চাহিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। এইরূপ বিবাহও বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত ও চালিত এবং তিনি আচার্য্যকে এরূপ ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, প্রলোভন ও বাধা সত্ত্বেও তিনি বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি সিদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ পদ্ধতি যাঁহাদের হাত দিয়া কার্য্যে পরিণত হইল, তাঁহারা ভগবদ্বিধানের সঙ্গে মানবীয় অপূর্ণতাদোষ মিশাইলেন, এবং সম্পাদনকালে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতার ক্ষতি করিলেন। যাঁহারা বিধাতার নিয়োগাধীনে কার্য্য করেন, তাঁহারা কেবল অভিপ্রায় ও যত্নের জন্য দায়ী।

(১৮) প্র—আচার্য্য টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার পরিবার বিধাতাকর্তৃক প্রতিপালিত হন। কেমন করিয়া হন, আপনি কি বুঝাইয়া দিবেন?

উ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রচারকের ন্যায় ধনোপার্জ্জন জন্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে তাঁহার অধিকার নাই। প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষ প্রচারকগণের প্রতিপালকরূপে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার গৃহসম্পর্কীণ সমুদায় বিষয় দেখেন, এবং আচার্য্যের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহাকে এবং পরিবারবর্গকে আহার পান যোগান।

(১৯) প্র—আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম উপদেশে বলিলেন, ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে যে কারণবাদ নিয়োগ করা হয়, উহা ভুল। কৌশল হইতে যে যুক্তি উপস্থিত করা হয়, প্রকৃতির অধ্যয়নশীলগণের পক্ষে ধর্ম্ম বা নীতিঘটিত উহার কি কোন মূল্য নাই?

উ—কৌশল হইতে যুক্তি নিঃসন্দেহ এক প্রকার প্রমাণ বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে মূল প্রমাণ নহে। অন্যান্য গৌণ প্রমাণের মত উহা কেবল মূল যুক্তির দৃঢ়তা ও দার্ষ্টান্তিকতাসম্বন্ধে সহায়তা করে, কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল পত্তনবিষয়ে প্রচুর নহে। স্বানুভূতি হইতে প্রধান যুক্তি সমুপস্থিত হয়। এই অভেদ্য নিরাপদ মূলের উপরে বিশ্বাস যখন সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল, সমুদায় জগতে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ

যে সকল কৌশল চিহ্ন আছে, সেগুলি অধ্যয়ন দ্বারা তখন সমধিক উপকার লাভ হইতে পারে।

(২০) প্র—অদ্বৈতবাদখণ্ডনের নিশ্চিত প্রকৃষ্ট উপায় কি?

উ—অদ্বৈতবাদীর স্বানুভবের নিকটে দৃঢ়তাসহকারে নিবেদন করিলেই, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিবেন। ধ্যানের সময়ে তিনি আপনাকে ঈশ্বরেতে মগ্ন করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু শক্তিতে, জ্ঞানে, বা পবিত্রতায় তিনি আপনি অনন্ত, ইহা মনে করিতে পারেন না। সিন্ধুতে বিন্দু মিশিয়াছে, আত্মসম্বন্ধে তিনি এরূপ তুলনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্বানুভূতি বলিয়া দেয় যে, তিনি সমুদ্র নহেন। যে অদ্বৈতবাদী জড়জগতের সহিত ঈশ্বরকে এক করেন, তাঁহার নিকটে সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, জড় ও চৈতন্য এক নহে, সুতরাং উহা সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের সহিত এক হইতে পারে না।

(২১) প্র—যাঁহাদের পত্নী আছে, তাঁহারা মনে করিবেন, যেন পত্নী নাই। মনের এ অবস্থা কিরূপে আনয়ন করা যাইতে পারে, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবেন?

উ—সেণ্ট পল বলিয়াছেন, যাহাদের পত্নী আছে, তাহারা সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্ত্রীর সন্তোষসাধন জন্য উদ্বিগ্ন, যাঁহাদের পত্নী নাই, তাঁহারা ঈশ্বরের সন্তোষসাধনে যত্নশীল। যাহাদের পত্নী আছে, তাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রতিপালনে যত্ন করুন এবং পত্নী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল-বাসুন। তাঁহারা গৃহের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করুন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীসন্নিধানে পূর্ণবৈরাগ্যের ভাবে ইন্দ্রিয়লালসা ও সাংসারি-কতা বলি অর্পণ করুন। ঈশ্বরপরায়ণ স্বামী পত্নী কর্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে করিবেন। পত্নীর নহে, ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইবে।

(২২) প্র—অনেকের মত এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অল্পসংখ্যক শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, সাধারণ লোকের ধর্ম্ম উহা কখন হইবে না। এমতে কি কোন সত্য আছে?

উ—আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের ধর্ম্ম হইতে পারে না। শিক্ষিত

এবং অগ্রসর ব্যক্তিগণই কেবল উহা গ্রহণ করিতে ও উহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন। ইহাকে সাধারণ লোকের উপযোগী করিবার জন্য চিত্তাকর্ষক বাহ্য অনুষ্ঠান ও বাহ্যাকার দিতে হইবে, কিন্তু এ গুলি পৌত্তলিকতাশূন্য ও নির্দ্দোষ হওয়া চাই। সাধারণ লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার জন্য উহার ভাবপ্রধান, কার্য্যপ্রধান, অনুষ্ঠানপ্রধান দিক্ প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে শিশু ও উন্নত আত্মা উভয়েরই আহার্য্য আছে।

(২৩) প্র—ব্রাহ্মের কি মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে?

উ—মাংসাহার হইতে নিবৃত্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মত নহে। অগ্রসর এবং উপাসনাশীল ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে মাংস খান, অনেকে মাংস খান না। যাঁহারা মাংস খান না, তাঁহারা এটিকে নিরাপদ্ পন্থা মনে করেন। শরীর ও আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা পায়, এরূপ ভাবে যত দূর সম্ভব, তত দূর অন্ন ভোগত্যাগেও তাঁহারা প্রস্তুত। তাঁহারা সহজভাব ভালবাসেন এবং শোণিত-মাংসাস্বাদের ভোগপরিহারপূর্ব্বক জীবনরক্ষার্থ যাহা প্রয়োজন, তাহাতেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা সে সকল কিছুই করিতে চাহেন না, যাহাতে এ দেশে পান-ভোজন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবার উৎসাহ দান হয়। অন্য ভ্রাতার পথে যাহা বিঘ্ন, তাহা পরিহার করিতে আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি।

(২৪) প্র—খ্রীষ্ট কি কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন?

উ—আমরা যত দূর জানি, শুভসংবাদে এমন একটি প্রবচন নাই, যাহাতে তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহাকে পৃথিবী গ্রহণ করিবে, ইহাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর বলিয়া নহে। খ্রীষ্ট একথা বলেন নাই, আমি পিতা। তাঁহার কথা এই, "আমি এবং আমার পিতা এক"।

(২৫) প্র—বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ করিতে পারে? আমি এক সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, অথচ আমার হৃদয়ে এখনও পাপ আছে।

উ—বিশ্বাস পাপ বিনাশ করিতে পারে; কিন্তু উহা যথার্থ জীবন্ত বিশ্বাস হওয়া চাই। ঈশ্বরে মৃত বিশ্বাস অকর্ম্মণ্য। পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে অনলবৎ প্রদীপ্ত বিশ্বাস অপবিত্রতাবিনাশে অকৃতকৃত্য হইতে পারে না।

(২৬) প্র—অদৃষ্ট ও স্বাধীনতা এ দুইয়ের বিরোধ আমি ভঞ্জন করিতে পারি না। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিবেন?

উ—অদৃষ্ট বলিতে যদি একান্ত অপরিহার্য্যত্ব এবং স্বাধীনতার অভাব বুঝায়, তাহা হইলে অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। অকল্যাণ বিধাতার লিপি, এরূপ ভাবে আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করি না। মানুষ পাপী হইবে, ইহা অদৃষ্টলিপি নহে। অকল্যাণ আমাদের প্রকৃতির একান্ত অপরিহার্য্যত্ব নয়, হইতেও পারে না। কিন্তু পবিত্র হওয়া মানুষের অদৃষ্টলিপি। পৃথিবী অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করিবে, কেবল এই অর্থে বিধাতার লিপি সম্ভবপর। এক জন সর্ব্বোপরি শাস্তা বিধাতা কর্ত্তৃক আমরা এমনই শাসিত যে, আমরা যাই কেন করি না, অকল্যাণ হইতে কল্যাণ আসিবেই, আমাদের পাপ ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে স্বর্গের পরিত্রাণদ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইবেই। যাহা ভাল, তাহা করিতে মনুষ্য স্বাধীন। বিপথে যাইবার জন্য অদৃষ্ট কর্ত্তৃক সে অপরিহার্য্যভাবে বদ্ধ নয়, বরং সে, বিধাতা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার অনুসরণে বদ্ধ। এইরূপে দুইয়ের মিলন হয়।

(২৭) প্র—আত্মোৎসর্গ যদি প্রচারকজীবনের আদর্শ হয়, তাহা হইলে প্রচারকগণের গৃহ মঙ্গলবাড়ী কেন প্রতিষ্ঠিত হইল? এখন কি তাঁহারা স্বতন্ত্র বাস করেন না? মঙ্গলবাড়ী এবং আশ্রম এ দুই কি একই ভাবের বাহ্য প্রকাশ?

উ—প্রচারকেরা আপনারা যদি গৃহ চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের ভাবের অনুপযোগী কার্য্য হইত। তাঁহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার রাজ্য চাহিয়াছেন, কিন্তু বৈরাগ্যের নিয়ম অনুসারে গৃহও তৎসহ সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে একত্র বাস শিক্ষা দেওয়া ও উপযুক্ত করিয়া তোলা আশ্রমের লক্ষ্য। এইরূপে উপযুক্ত হইয়া তাঁহারা গৃহস্থ হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিবেন, কিন্তু ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত থাকিবেন। কতকগুলি লোক ও পরিবার একত্র বাস করিলে তাহাকে আশ্রম বলে; এক সাধারণ মণ্ডলী এবং এক মধ্যবিন্দুভূত নিয়ামক কর্ত্তৃত্বের পরিদর্শনে কতকগুলি গৃহ একত্র সংযুক্ত থাকিলে তাহাকে মঙ্গলবাড়ী বলে।

(২৮) প্র—কোন কোন ব্যক্তি হরিনাম ব্যবহারে আপত্তি করেন। এ নামের ব্যবহার আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কি সমর্থন করিবেন?

উ—এমন দেশ কাল আছে, যেখানে যে সময়ে হরিনাম ব্যবহার করিলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে হয় বলিয়া, আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে এবং সেরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই, সে স্থলে

ঐ নাম ব্যবহার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। ইহা ব্যতীত হরিনাম হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ উপনিষদেও পরব্রহ্মে সংযুক্ত আছে। এই নামের অনুকূলে প্রধান যুক্তি কিন্তু—উহা অল্পাক্ষর ও মিষ্ট, ইহাই।

(২৯) প্র—যাহা নীতিবিরুদ্ধ, তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিবেচনা করা কি কোন ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন ?

উ—ঈশ্বর কখন আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না, করেন না। যাহা নীতিতঃ অন্যায,—যেমন মিথ্যা কথা, অসততা, হত্যা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা,—তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, সুতরাং ঈশ্বর কখন তাহা আদেশ করিতে পারেন না। "ঈশ্বরের আদেশ" এবং "নীতিতঃ ঠিক" এই দুই প্রতিশব্দ। যাহা কিছু ভগবান্ আদেশ করেন, তাহা ঠিক হইবেই। যাহা কিছু তিনি নিষেধ করেন, তাহাই অকল্যাণ। ঈশ্বর যদি বিবেকের মধ্য দিয়া কথা কন, তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ কেমন করিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন অথবা বিরুদ্ধ হইবে ? তিনি সর্ব্বদা একই রূপ। তাঁহার শিক্ষা কখন আপনি আপনার খণ্ডন হইতে পারে না।

(৩০) প্র—খ্রীষ্ট ও চৈতন্যকে কি প্রকারে মিলান যাইতে পারে ?

উ—খ্রীষ্টকে ভালবাসা এবং সম্ভ্রম করাও সম্ভব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যেরও অনুরক্ত শিষ্য হওয়া সম্ভব। খ্রীষ্ট আত্মোৎসর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পূর্ণ জীবনোৎসর্গ প্রদর্শন করেন। চৈতন্য প্রেমের উৎকট উদ্যম ও কোমলতা, ভাবপ্রদীপ্ততা এবং মধুর ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রকৃত বিশ্বাসী যদি চৈতন্যের ভাবে খ্রীষ্টের নিকটে যান, তাহা হইলে তিনি বিশুদ্ধ ও কোমল হইবেন এবং সুমিষ্টভাব সহ সুদৃঢ় বাধ্যভাব সংযুক্ত করিবেন। সে ব্যক্তি বাধ্য জীবন্ত ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরকে সেবা করিতে এবং সুকোমল উৎকটানুরক্তহৃদয়ে তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে।

(৩১) প্র—দীক্ষানুষ্ঠান কি ব্রাহ্মসমাজে অবশ্যানুষ্ঠেয় ? উহা ছাড়া কি পরিত্রাণ হয় না ?

উ—ঈশ্বরের দৃশ্যমণ্ডলীতে প্রবেশের নিদর্শন এবং ধর্ম্মের সঙ্গিলাভ হস্তগত করার উপায় বিনা এ অনুষ্ঠানের আর কোন মূল্য নাই। এ সকল লাভ ছাড়া অনুষ্ঠানগত কোন মূল্য নাই এবং কোন ব্যক্তির পরিত্রাণের সঙ্গে উহার কোন

সম্বন্ধ নাই। যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং দীক্ষিত হন নাই, উভয়েই স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন। তবু আমরা এই অনুষ্ঠানসকলকে এই জন্য করিতে বলি যে, পরস্পরের উন্নতিসাধন এবং সফলতা সহকারে সত্য-প্রচারের জন্য যথার্থ বিশ্বাসিগণের পক্ষে দৃঢতব ভ্রাতৃভাবে দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(৩২) প্র—আমাদের আচার্য্যের শেষ টাউনহলেব বক্তৃতায় (৯ পৃষ্ঠায়) পশ্চাল্লিখিত এই কথাগুলি দেখিতে পাই:—"বৃত্তাকার স্রোতের অগ্রে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধোতে তাঁহার (খ্রীষ্টের) আত্মা যখন গতায়াত করিতেছিল, তখন তিনি ভূতকালে, এমন কি সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং ভবিষ্যতে, বিচারাসনের সম্মুখে মৃত্যুর পর সমবেত বিশ্বাসিগণকে পুরস্কার এবং ভর্ৎসনা করিতেছেন, এই ভাবে আপনাকে দেখিতে পাইলেন।" ইহার সঙ্গে আমি এ কথাও বলিতে পারি যে, সেণ্ট জনের ৫ম অধ্যায়ে এই প্রবচনটি পাওয়া যায়:—"কারণ পিতা কোন মানুষের বিচার করেন না, কিন্তু সমুদয়ের বিচার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন যে, সকল মানুষ পুত্রকে সম্মান করিবে, এমন কি, যেমন তাহারা পিতাকে সম্মান করে, তেমনি সম্মান করিবে।" এসকল প্রবচনের অর্থ কি, আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন?

উ—যে নীতির বিধানে মনুষ্যগণের পরস্পরসম্বন্ধে পরিচালিত হওয়া সমুচিত, খ্রীষ্ট আপনাকে তাহারই ঘনীভূত মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিলেন। খ্রীষ্ট অর্থ—আর কিছু অপেক্ষা তাঁহার জীবনের যদি কোন অর্থ থাকে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার ইচ্ছা নহে।" তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিলেন। সেই ইচ্ছা বা সেই নীতির বিধি, যাহা তাঁহার জীবনে এবং শিক্ষাতে, বিশেষতঃ পর্ব্বতোপরি উপদেশে তৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহার অনুগামিগণ বিচারিত হইবেন। তাঁহাদের নিকট তিনি কেবল শিক্ষক ও পরিচালক নহেন, কিন্তু তিনি কার্য্যের বিধি, জীবনের ব্যবস্থা। সকল দেশে সকল কালে তাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিচার্য্য, এবং পৃথিবীর প্রলোভনপরীক্ষামধ্যে তৎপালনে তাঁহারা সম্পূর্ণ দায়ী। যে কোন সুবিধার নীতির ব্যবস্থা তাঁহারা নিজ হস্তে করিয়াছেন, সে গুলিকে পরীক্ষা-কালে আপনাদের বিধিলঙ্ঘনের হেতুবাদরূপে তাঁহারা উপস্থিত করিতে

পারিবেন না। যখন তাঁহারা বিবেকসিংহাসনসন্নিধানে বিচারিত হইবেন, ব্যবস্থার প্রতিনিধি ঈশা হয় তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবেন বা দণ্ড দিবেন। খ্রীষ্ট হইতে তাঁহারা সত্য শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহাদিগকে আলোকিত করেন। অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং ভর্ৎসনা করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাকারে নিত্যকাল তাঁহাদের হৃদয়ে থাকেন। তিনি তাঁহাদের নিকটে আলোক ও বিচার উভয়ই।

(৩৩) প্র—যদি সান্ত হইতে অনন্ত মনে আসে, তাহা হইলে অনন্ত ঈশ্বর মানবভাবাপন্ন কি নন?

উ—ইহা সত্য যে, আমাদের প্রেম দিয়া ঈশ্বরের প্রেম, আমাদের শক্তি দিয়া ঈশ্বরের শক্তি আমরা অনুভব করি, কিন্তু আমরা আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপসমূহের পরিমাপক করি না। যদি আমরা তাহা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবভাবাপন্নতা হইত। এরূপ করিলে আমরা ঈশ্বরকে কখন কেবল প্রেমে আচ্ছাদিত করিতাম না, প্রেমের সীমা—ক্রোধ, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাত প্রভৃতিতেও আচ্ছাদিত করিতাম। ঈশ্বরের স্বরূপে যখনই আমরা অনন্তত্ব যোগ করি, তখনই ঈশ্বরের মানবীয় ভাব অসম্ভব হয়।

(৩৪) প্র—ব্রাহ্মের মতবিশ্বাসে অমরত্বের মত প্রয়োজনীয় নহে, প্রোফেসর নিউম্যান মনে করেন। যদি এই মত কেহ ছাড়িয়া দেন, তবে কি আপনি মনে করেন, নীতিসঙ্গত আচরণে মানুষের বিশ্বাস এবং ধার্ম্মিকতা বাধা প্রাপ্ত হয়?

উ—অমরত্বের মত বিনা ব্রাহ্মের মত বিশ্বাস অপূর্ণ। যেমন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বাধ্য, তেমনি তিনি অমরত্বে বিশ্বাস করিতেও সমান বাধ্য; যেহেতুক দুইটিই অপরিহার্য্য ও অভেদ্যভাবে একত্র মিলিত। অর্দ্ধ সত্য সত্য নয়। যদি কোন ব্যক্তি পরলোকসম্পর্কীয় সত্য অগ্রাহ্য করেন, তিনি তত দূর অসত্যানুসরণে দোষী, এবং তাঁহার মতবিশ্বাসের অসত্যত্ব জন্য তিনি দুর্ভোগ ভুগিবেন। তাঁহার চরিত্রেরও ক্ষতি হইবে, কেন না নীতিসম্পর্কীণ শাসনের ভাব তাঁহাতে শিথিল এবং ঝাপসা ঝাপসা হইবে এবং তাঁহার ঈশ্বরের ন্যায় ও পবিত্রতার প্রতি সম্ভ্রম মূলশূন্য কল্পনা প্রমাণিত হইবে। এ মত ব্যতীতও এক ব্যক্তি কতক পরিমাণে নীতি অর্জ্জন করিতে পারে; কিন্তু উহা

নীতির ছায়ামাত্র, উহা সে ধর্ম্ম নহে, স্বর্গ যথার্থ পূর্ণাকার যে ধর্ম্ম চান, যে ধর্ম্ম পরকালে ঈশ্বরের নীতির শাসনের পূর্ণতা ও সিদ্ধতাতে বিশ্বাস দ্বারাই কেবল অনুভবগোচর করা যাইতে পারে।

(৩৫) প্র—প্রচারকগণের পত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামিগণের সাধনক্লেশ কতদূর বহন করিতে হইবে ? ইহা কি সত্য নহে যে, প্রচারকগণ তাঁহাদের কার্য্যে আহূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পত্নীরা নহে ? তবে কেন তাঁহাদের স্বামীদিগের ত্যাগজনিত দুঃখশোকের ভাগী করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হইবে ?

উ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের পত্নী ও সন্তানদিগকে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ বা আচরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না, উহা কেবল প্রচারকগণের প্রতিই খাটে। আমাদের মণ্ডলী মণ্ডলীর কোন সভ্যের উপরে দারিদ্র্য বলপূর্ব্বক চাপাইতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি ধনের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের জন্য দরিদ্র হওয়া মনোনীত করেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। পত্নী যদি বৈরাগ্যবিধি-গ্রহণে ইচ্ছা না করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ভরণপোষণ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাধ্য। যদি তিনি তাহাতে সুখী না হন, হইতে পারে, উহার কারণ প্রচারবিভাগে অর্থের অল্পতা। ইহা স্বাভাবিক যে, স্বামিপরায়ণা পত্নী কতক পরিমাণে প্রচারক স্বামীর উদ্বেগ ও ক্লেশের সমভাগিনী হইবেন। পত্নী যাহাতে তাঁহার পন্থানুসরণ করেন এবং উভয়ে দারিদ্র্যে এক হয়েন, এরূপ প্রভাব পত্নীর উপরে স্বামীর বিস্তার করা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল হইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, বর্ত্তমান অসামঞ্জস্য থাকিয়া যাইবে এবং সমাজ প্রচারককে বৈরাগ্যোপযোগী সামান্য আহার্য্য দিয়া, তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণকে পরিমাণমত মাসিক বৃত্তি দান করিবেন।

(৩৬) প্র—বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় বলেন, উপনিষদ্ তাঁহাকে নির্গুণ বলেন, খৃষ্ট বলেন, "ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই।" আপনি কোন অর্থে ঈশ্বরকে জ্ঞেয় বলেন ?

উ—ঈশ্বর অনন্ত, এজন্য যদিও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিয়া তিনি অজ্ঞেয়, মানবীয় গুণ বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়া যদিও তিনি নির্গুণ, আত্মা বলিয়া যদিও তিনি দর্শনাতীত এবং অদৃশ্য, তথাপি তাঁহার প্রকৃতি আংশিক ভাবে

আমাদের বিদিত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য কতক পরিমাণে আমরা বুঝি।

(৩৭) প্র—আমাদের মণ্ডলীর আচার্য্যের নামে মনুষ্যপূজায় উৎসাহদানের অভিযোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে। যদি অসত্য হয়, আপনি কি উহা পুনরায় অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন? এ সকল মিথ্যা উচ্চারিত হইবা মাত্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

উ—বিধাতার নিয়োগে শিক্ষা ও সাহায্যদানের জন্য নিযুক্ত, ধর্ম্মসম্বন্ধে নেতা ও মূল্যবান্ বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তাঁহাকে দেখেন, এমন এক ব্যক্তিও, আমরা যত দূর জানি, আচার্য্যের বন্ধু বা অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে নাই। তাঁহাকে পূজা করার ভাবমাত্রও তাঁহাদিগের নিকটে পাপ, এবং অতীব ঘৃণার্হ। প্রাচ্য জাতির অত্যুক্তিপ্রিয়তাবশতঃ তাঁহাকে সম্ভাষণকালে সময়ে সময়ে অত্যুক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল কেবল তাঁহারই প্রতি প্রয়োগ হয়, তাহা নহে, অনেক সময়ে অন্যান্য ব্রাহ্মের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আচার্য্য যদি মনুষ্যপূজায় সায় এবং উৎসাহ দিতেন, তাহা হইলে আজ উহা ভীষণ পরিমাণে বাড়িয়া যাইত। এক সময়ে আমাদের প্রধান প্রচারকবর্গকে যে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হইত, কেবল চুপি চুপি ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহ দান করাতে এবং যে ভাবোচ্ছ্বাসে এরূপ হইয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহা হ্রাস পাইয়া যাওয়াতে, উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে সায় এবং উৎসাহ দেওয়া হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, দুই জন এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এজন্য ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। দুইজন ব্রাহ্ম আস্তে আস্তে বিকৃত ভাবোচ্ছ্বাসের দিকে গিয়াছিলেন; তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, আচার্য্য আপনাকে অদ্ভুতকর্ম্মা ভবিষ্যদ্বেত্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তিনি ইহা করিলেন না, তাঁহারাও শীঘ্র ছাড়িয়া গেলেন এবং কর্ত্তাভজার ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলেন।

(৩৮) প্র—থিয়োডার পার্কার বলেন,—"যদি আগামী কল্যই আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে যে ভূমি হইতে আমার আহার্য্য শস্য উৎপন্ন হয়, তাহারই মত আমার নিকট আমার পিতৃপিতামহ হইবেন। প্রবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ বিধি আর আমার জ্ঞানের বিষয় থাকিবে না। নীতি একেবারে অন্তর্হিত হইবে।" এখানে যে যুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা

কি, সুদৃঢ়? কোন অপৌরুষেয় গ্রন্থ বা অদ্ভুত ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া পরলোকের অস্তিত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ আমরা কোথা হইতে পাই ?

উ—পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে নীতি নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এই যুক্তি কেবল অবিশ্বাসের অসৎ ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু আমরা অমরত্বের মতের প্রতিপোষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আত্মসত্তার এক অভিজ্ঞা হইতেই প্রকৃষ্ট যুক্তি উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মাতে এবং ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি অমরত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

(৩৯) প্র—মেস্তর বয়সি সম্প্রতি তাঁহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন,— "তিনি (কেশবচন্দ্র) বাপ্‌টিষ্ট জনের সঙ্গে, তাঁহার পর ঈশার সঙ্গে, তাঁহার পর প্রেরিত পলের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের কথা বলেন, এবং এই সকল সাক্ষাৎকারের দৃষ্টিভ্রান্তি বিনা আর কিছু মূল আছে, বিশ্বাস করিবার যদিও কোন কারণ নাই, তথাপি ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই সকল ব্যক্তির ভাব তিনি গভীরভাবে পান করিয়াছেন।" এই সকল চাক্ষুষসাক্ষাৎ-কারের বাস্তবিকতায় আমি কখন বিশ্বাস করি নাই। আমার এরূপ বিশ্বাস করা ঠিক কি না, আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন?

উ—আচার্য্য বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তাঁহার জীবনে কখন ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন হয় নাই। যখন তিনি এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম, তখন চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারে তাঁহার বিশ্বাস নাই, এবং সে সকলকে তিনি নিয়ত দৃষ্টিভ্রান্তি মনে করেন। যদি তাঁহার সম্মুখে জন বা ঈশা বা পল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি দৃষ্টিভ্রান্তি এবং ছায়ামূর্ত্তিমাত্র জ্ঞানে তৎপ্রতি উপহাস করিতেন। তিনিতো স্পষ্টই বলিয়াছেন, কখন তাঁহার চাক্ষুষ দর্শন হয় নাই। তাঁহার এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, যখন তিনি শুভসংবাদ পড়িতেছিলেন, তন্মধ্যে যে তিন জনের জীবন্ত চরিত্র লেখা আছে, তৎসহ তিনি অধ্যাত্মভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। মৃত অক্ষর নয়, কিন্তু গ্রন্থের জীবন্ত ভাব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অগ্নিময় জীবন্ত কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল এবং সে কথা তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। স্বর্গগত ঋষিগণের আত্মা সহ যোগসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকারশূন্য যে মত, সেই মত তিনি

প্রচার করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবনে প্রতিদিন এ প্রকার যোগ সম্ভব।

(৪০) প্র—আচার্য্য যখন ভবিষ্যবেত্তা মহাজনগণকে পবিত্রচরিত্র বলেন, তখন কি এই অর্থে উহা বলেন যে, তাঁহারা পাপশূন্য?

উ—পূর্ণ পবিত্রতা কেবল ঈশ্বরেরই। ভবিষ্যবেত্তা মহাজনগণের সম্বন্ধে আচার্য্যকে এইরূপ অনেকবার বলিতে শুনা হইয়াছে যে, তাঁহাদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে মত প্রকাশে আচার্য্যের ক্ষমতা নাই এবং অধিকার নাই। তাঁহার ভাব এই যে, তিনি বিচার করিবেন না, কেবল সসম্ভ্রম প্রণত হইবেন। তাঁহাদের নীতিঘটিত চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই; কেবল ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যবেত্তা মহাজন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ভালবাসিবেন এবং সম্ভ্রম করিবেন।

উপরে যে সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহা ছাড়া আরও সাতটি প্রশ্ন উত্তরপ্রদানার্থ মিরারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর পত্রিকায় নিবদ্ধ নাই। মনে হয়, সময়াভাববশতঃ এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অন্যথা এ সকল প্রশ্নের ভিতরে এমন কোন গুরুতর কথা ছিল না, যাহার উত্তর দেওয়া কেশবচন্দ্র সদ্‌যুক্তি মনে করেন নাই। এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর চত্বারিংশত্তম প্রশ্নের উত্তরেই আছে; আবার কেন ঈদৃশ প্রশ্ন করা হইল, আমরা বুঝিতে পারি না। প্রশ্নটি এই—"আচার্য্য আপনার সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন:—'এক জন অপুণ্যাত্মা ভবিষ্যবেত্তা মহাজন নীতিসঙ্গত যুক্তিতে অসম্ভব।' কৃষ্ণ তবে কি?" যখন আচার্য্য বলিতেছেন—"তাঁহাদের (মহাজনদের) নীতিঘটিত চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই," তখন আর এ প্রশ্ন কেন? সাধারণ লোকে যে কুৎসিতচরিত্রতা শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করে, কেশবচন্দ্র তাহা অণুমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, ইহা আমরা তাঁহার মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন, তাঁহার আপনার লিপি ও উপদেশে প্রকাশিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধর্ম্মের আদিপ্রবর্ত্তয়িতা, শ্রীচৈতন্য সেই ধর্ম্মের সংস্কারক, ইহাই কেশবচন্দ্রের বিশেষ মত।

৬৩

উনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক

ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০০ শক) এই উৎসবের বৃত্তান্ত (১) এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেনঃ—"একবর্ষ কাল দুঃখকর ঘোর পরীক্ষার পর আমাদিগের সাংবৎসরিক উৎসব সমুদায় পরিতপ্তকে শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। প্রবল গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘন মেঘের সঞ্চার হয় এবং উহার দৃশ্যই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসব-প্রারম্ভের কতিপয় দিন পূর্ব্বে প্রার্থনা উপাসনায় যে ঘন মেঘের সঞ্চার হয়, উহা উৎসবের দিনে প্রচুর পরিমাণে শান্তবারি বর্ষণ করিয়া, সকলের তাপিত আত্মাকে চিরসুশীতল করিয়াছে। যিনি এবারকার উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি আর কখন ঈশ্বরের অনুপম অলৌকিক করুণায় নিরাশ হইতে পারেন? উৎসবানন্দবিধাতা পরমেশ্বরের সম্মুখে, কৈ নিরাশার ঘন অন্ধকার তো ক্ষণকালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারিল না? তিনি আপনি গম্ভীরস্বরে নিরাশকে আশা দিলেন, নিরুৎসাহীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস খণ্ডন করিলেন, সন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করিলেন। আমাদিগের সংশয়, ভয় ও অল্পবিশ্বাস নিমেষের মধ্যে আকাশে বিলীন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন ঘটনাকে আপনার মঙ্গলকর অভিপ্রায়ে পরিণত না করিয়া নিরস্ত হয়েন না। এবারকার সমুদায় পরীক্ষা ও বিপদ আশা, উৎসাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল। আমরা কিরূপ কথায় করুণাময় পরম-পুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার অনুপম করুণা দেখিয়া আমাদিগকে একান্ত অবাক্ এবং নিস্তব্ধ হইতে হইয়াছে। আর কি বলিব? সহস্র পরীক্ষা বিপদ দেখিয়াও যেন আমাদিগের মন আর কখন অবসন্ন না হয়। যে পরিমাণে পরীক্ষাবিপদ্, সেই পরিমাণে

---

(১) উৎসবের পূর্ণ বিবরণ ১৮০০ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের এবং ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

শান্তিবারিবর্ষণ, উৎসাহানন্দবর্দ্ধন, ইহাতে যেন আমাদিগের চিরদিনের জন্য স্থিরতব বিশ্বাস অবস্থান করে।”

"রসনাযন্ত্র" বিষয়ে উপদেশ

৭ই মাঘ, ১৮০০ শক (১৯শে জানুযারী, ১৮৭৯ খৃঃ) রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যা-কালে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া উৎসবের আরম্ভ হয়। সায়ংকালে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে রসনার আশ্চর্য্যক্ষমতা সকলের মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। “রসনার সঙ্গে অমৃতধাম, পরলোকের কি সম্বন্ধ? রসনাদ্বারা মিষ্টরস আস্বাদন করা যায়, মিষ্টকথা বলা যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্তু ইহাতে যে পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে, তাহা কে জানে? আমি বলি. রসনার মধ্যে স্বর্গের চাবি রহিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যত ক্ষণ না রসনা বলিতে পারে, আমি ঈশ্বরকে দেখিযাছি, তত ক্ষণ স্বর্গরাজ্য অন্ধকাবে আচ্ছন্ন; আর যখন রসনা বলিল, ঈশ্বর-দর্শন হইল, তখনই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ সরল হইয়া জিহ্বা দ্বারা যেরূপ বলে, সেইরূপ হইতে পারে। মানুষ জিহ্বা দ্বাবা বলুক, আমি বৈরাগী হইব, সে নিশ্চয় বৈবাগী হইবে। মানুষ কেবল জিহ্বাদ্বারা বলুক, আমি ভবসাগর পার হইব, সে ভবসাগব পার হইয়া যাইবে।” এরূপ হয় কেন? “কথাই ব্রহ্ম। যে কথা বলিতে পারিল না, যে শব্দ কবিল না, সে ব্রহ্মেব বল পাইল না।” “রসনার বাণী আব ব্রহ্মবাণী একই। ব্রহ্মবাণী রসনার শব্দ, সামান্য বস্তু নহে।” কেশবচন্দ্র এরূপ বলিলেন কেন? রসনা হৃদয়েব দাস. হৃদয় যাহার যদ্রূপ, রসনার কথাও তাহার তদ্রূপ। কপটাচরণে রসনাকে অনৃতবচনোচ্চারণে লোকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু রসনা একটু অবকাশ পাইলেই এমন কথা কহিয়া ফেলে, যাহাতে সকল কপটাচরণেব আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা

৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার “আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেন পরিত্যাগ করি নাই” এই বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতার চরমে যাহা বলিয়াছিলেন. তাহা শ্রবণ করিয়া আজও হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়। “তুষাররাশি পর্ব্বতশিখর পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, বৃক্ষ তাহার উৎপত্তিভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া জীবিত থাকিতে

পাবে না, মৎস্য তাহার নিবাস জলরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের আহ্লাদ রক্ষা করিতে পাবে না, তবে আমি যেখানে জীবন এবং উন্নতি লাভ করিয়াছি, সেই বায়ুমণ্ডলী হইতে আমাব আত্মাকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন কবিব? ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতবর্ষীয ব্রাহ্মসমাজে আমাব আত্মা উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় উহাবই ভূমিতে মূল বদ্ধ করিয়াছে, উহারই উচ্চ শিখরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহুকাল শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস কবিযাছে; এখন এত বযসে সেই মাতৃসমাজেব বক্ষ পবিত্যাগ করিয়া, বিবাদ বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়া, কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পাবি? এই আমাব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ না কবাব যুক্তি। ঈশ্বর তাঁহাব গৃহ পবিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমা হইতে কাড়িয়া লইযাছেন।"

মঙ্গলবাড়ী প্রতিষ্ঠা

৯ই মাঘ (২১ শে জানুয়াবী) মঙ্গলবাব প্রাতে কেশবচন্দ্রের গৃহেব দৈনিক নিয়মিত উপাসনার পব, সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতে কবিতে তথা হইতে বহির্গত হইয়া, নূতন নির্ম্মিত প্রচাবকগণেব বাসগৃহে উপনীত হন। তথায় প্রার্থনানন্তর গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং মঙ্গলবাড়ী নামকরণ হয। কেশবচন্দ্র যখন কলুটোলাব পৈতৃক বাটী হইতে বহির্গত হইযা, অপাব সার্কুলার রোডস্থ গৃহ আপনার বাসস্থান নির্ণয় করেন, সেই হইতে প্রচারকগণের গৃহ নির্ম্মাণ হয়, এজন্য কেশবচন্দ্র ব্যস্ত হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আপনার ভূমিখণ্ড হইতে অনুমান সাত শত টাকা মূল্যের ভূমি প্রচার-বিভাগে দান করেন। এই ভূমিখণ্ডের উপর গৃহ-নির্ম্মাণ হয়। এই গৃহ মঙ্গলবাড়ীনামে আখ্যাত। এক দিন ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় কেশব-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি কমলকুটীরের তদানীন্তন গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইয়া মঙ্গলবাড়ী ও তৎসংলগ্ন গৃহগুলি দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সমুদায় যোগপ্রভাবে হইয়াছে। মঙ্গল-বাড়ীর জন্য যে দান সংগ্রহ হয়, তাহাতে ভূমির মূল্য ধরিয়া ১,৬০৬ টাকা আইসে, এ টাকা ব্যয হইয়া আরও কিছু টাকার প্রয়োজন থাকে।

ঘোর পরীক্ষামধ্যে প্রচারবিভাগ সম্বন্ধে ভাই কান্তিচন্দ্রের বিশ্বাসবৃদ্ধি।

এই দিন (৯ই মাঘ), অপরাহ্লে এলবার্ট হলে ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভা হয়।

সভায় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারবিভাগের আয় ব্যয় পাঠ করেন। এই ঘোর আন্দোলনের সময়ে প্রচারকগণের উপজীবিকাবিষয়ে তাঁহাকে কি প্রকার পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল এবং সেই পরীক্ষা তাঁহার বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাৎকালিক ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত এই কয়েকটি কথায় উহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে:—"প্রচারকগণের উপজীবিকা-সম্বন্ধে এ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সন্তান সন্ততি লইয়া প্রতিদিন প্রায় ষাইট জন ব্যক্তিকে তাঁহার আহার যোগাইতে হয়। আহার বা অন্য কোন বিষয়ে ঋণ পাইলেও, ঋণ করিবার বিধি না থাকাতে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া, যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হইবে, তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি যে স্থান হইতে কিছু আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই স্থান হইতে অর্থাগম হইয়া, তাঁহার চিন্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং দুর্ম্মূল্যের মধ্যে যেরূপে একটি সুবৃহৎ পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বহস্তে প্রতি-পালিত এবং তিনিই ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবেন। ঈদৃশ গুরুভার তিনি নিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যদি তিনি এ সম্বন্ধে আপনার উপরে নির্ভর করিতে যান, তাঁহাকে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। এবারকার ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বিধাতার অপার করুণার জন্য তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন।" ব্রাহ্মসমাজে এবার যে বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য সভার পক্ষ হইয়া সভাপতি দুঃখ ও উহা মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহা পূর্ব্বে (১২৭৭ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" বিষয়ে বক্তৃতা ও তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণের মতামত

১১ই মাঘ (২৩ শে জানুয়ারী) অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় টাউন হলে, "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" বিষয়ে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা (বঙ্গানুবাদ ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন। প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার

থোবরণ, রেভারেণ্ড কে, এস, ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড, রেভারেণ্ড মেস্তর আষ্টন, রেভারেণ্ড সি এইচ এ ডল, জেনারেল লিচ ফিল্‌ড, মেস্তর এবং মিস্ত্রেস জে বি নাইট, মিস ষ্ট্রেঞ্জ, ডাক্তার ডি বি স্মিথ, মেস্তর ইউল, মেস্তর ওয়াষ্টালস', মেস্তর বিডল্, মেস্তর সি টি ডেভিস, অনরেবল সৈয়দ আহম্মদ সি এস আই প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। "হলটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল এবং সকলে অতি উৎসুক অন্তঃকরণে, স্থির শান্তভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। বক্তৃতার ওজস্বিতা, তেজ এবং বলে সকলে অভিভূত হইয়াছিলেন, একটি নিশ্বাসও তদ্বিরুদ্ধে নিপতিত হয় নাই।" তখন হয় নাই বটে, কিন্তু কয়েক দিন মধ্যে এই বক্তৃতা লইয়া প্রতিবাদকারিগণমধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই বক্তৃতার মধ্যে এই কয়েকটি অংশ প্রতিবাদকারিগণের লক্ষ্য স্থলে পতিত হইয়াছিল:—(১) কেশবচন্দ্রের বিশেষ ভাব—"অবশ্য আমার নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের মত আমি নহি। বিশেষ ভাব থাকাতে এই দণ্ড (তাঁহাকে বুঝিতে না পারা) আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।" এই বিশেষ ভাব—অল্প বয়সে বৈরাগ্য; কল্যকার জন্য চিন্তাত্যাগ; বিবাহিত হইযাও যেন পত্নী নাই, ঈদৃশ ভাব; অনুতাপ; ঈশ্বরকেই একমাত্র সর্ব্বস্ব করা, শাস্ত্র করা; স্বদেশ, ধর্ম্মসমাজ ও ঈশ্বরের কৃপার নিকট আত্মবিক্রয়; স্বয়ং অজ্ঞানী, প্রার্থনাযোগে জ্ঞানলাভ; প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে কুটীরে বাস; ভাবের উত্তেজনা হইলে জ্বলন্ত বাক্য উচ্চারণ; ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণ; স্বয়ং ঈশ্বর প্রমাণিত করিলে সত্য গ্রহণ; বিবিধ পাপের সম্ভাবনা হৃদয়ে বিদ্যমান; অথচ পাপী জানিয়াও হৃদয়-কুটীরে ঈশ্বরের আগমন; বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব, বিজ্ঞানবিরোধী মত দূরে পরিহার। (২) সত্য-প্রচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের অভাব; ঈশ্বরের আদেশে কৃত কার্য্যের জন্য তিনি দোষী নহেন, যদি দোষ থাকে, তাহা ঈশ্বরের। (৩) তিনি যে সত্যপ্রচারের জন্য নিযুক্ত, বিরোধীও সে সত্য গ্রহণ করিতেছেন, নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। (৪) ভারতকে কেহ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না।

প্রতিবাদকারিগণ এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া, আপনারা কি বলিয়াছেন, একবার তৎপ্রতি শ্রবণপাত করা যাউক। তাঁহারা বলিতেছেন, "যে এক ব্যক্তির হস্তে তাঁহারা (ব্রাহ্মেরা) ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণের ভার দিয়া আপনারা

নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, তিনি এখন কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন। যে পবিত্র দিনে রামমোহন রায় একমাত্র অভ্রান্ত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এই নগরের প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, 'ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। যদি তাঁহার কার্য্যের কোন দোষ হইয়া থাকে, সে দোষ তাঁহার নহে, তাহা ঈশ্বরের দোষ।' ইহার পর আর কি বলিবার অবশিষ্ট আছে? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে অধিনায়ক আদি সমাজের ট্রাষ্টিদিগের সামান্য বৈষয়িক কর্ত্তৃত্ব অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতেছেন—তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন! এক মুখে তিনি বলিতেছেন, আমি পাপী ও জগতের পথপ্রদর্শক হইতে পারি না; অন্য মুখে আবার তিনিই বলিতেছেন, আমার কার্য্যের কোন দোষ থাকিতে পারে না, ঈশ্বরের মুখে আদেশ না শুনিয়া আমি কোন কথা বলি না ও কোন কার্য্য করি না। সামান্য সাংসারিক বিষয়ে যিনি নিজের পাপ স্বীকার করিতেছেন, গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিতেছেন। একই আত্মার অবস্থাদ্বয় কি প্রকারে এরূপ পরস্পর অসংলগ্ন হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না। যে আত্মা অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, অনৃতপরায়ণতা প্রভৃতি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে অভ্রান্ত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সকল পাপ থাকিলে এক ব্যক্তি জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রবিষয়ে অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে অভ্রান্ত হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের 'বর্ণমালা' চিত্তশুদ্ধি। যাহার চিত্তই শুদ্ধ নহে, সে আবার অভ্রান্ত কি? কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তির হৃদয়ে কোন বিশেষ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সকল ভাবই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে না এবং তাহার কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন।" "কেশববাবু স্বীয় অভ্রান্ততা-পোষকতার জন্য বলিয়াছেন, 'আমি আমিত্ব জানি না, ঐ ব্যক্তিত্ব কোথায়? উহার অস্তিত্ব নাই। 'আমি' নামক ক্ষুদ্র বিহঙ্গটী, অনেক দিন হইল, এই আবাস ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব

বিনাশ করিয়াছেন।' ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা। ঈশ্বর আমাদের কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি স্বতন্ত্র করিয়াছেন।… আমরা প্রকৃতিগত একত্ব স্বীকার করি না, কিন্তু ইচ্ছাগত একত্ব স্বীকার করি। ঈশ্বর ও আত্মা পরস্পর স্বতন্ত্র, তাঁহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, কিন্তু যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, তখন পরস্পরের যোগ হয়। এই পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। কিন্তু সেই একতা কখন সম্ভব? 'যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ' তখন কিয়ৎ পরিমাণে একতা ও কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্রতা অসম্ভব। যাহার মোহপাশ ছেদন হয় নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব বিনাশ হয় নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাহার ব্যক্তিত্ব আছে। কে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিতে পারে?"

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি খণ্ডন

এই সকল কথার মধ্যে, "ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই", এই কথাটী সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। কেশবচন্দ্রের সমগ্র বক্তৃতা পাঠ করিয়া, এই ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সমুদায় বস্তুতে, সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা—অদ্বৈতবাদের এই সারতত্ত্ব তিনি অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বর যে অভিন্ন, একই বস্তু, ইহা তিনি তো একবারও বলেন নাই। তবে প্রতিবাদকারিগণের মনে এ কথা উঠিল কোথা হইতে? এই সকল কথা হইতে কি নয়? "আমার সত্য সকল, এ কথায় আমি সেই সকল সত্য মনে করি, যে সকল আমার জীবনের মূল সত্য, যে গুলি ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন এবং আমার দেশীয় লোকদিগের নিকট প্রচার করিতে আমি নিযুক্ত। এই সকল সত্যকে আমার সত্য বলি। নিশ্চয়ই সাধারণ লোকে যে ভাবে 'আমার' সত্য বলিতে বোঝে, সেরূপ হইতে পারে না। 'আমার' আমি জানি না। 'আমার' কোথায়, সে আমিত্ব কোথায়? ইহার অস্তিত্ব নাই। 'আমি' ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনেক দিন হইতে উড়িয়া কোথায় গিয়াছে, আমি জানি না, আর কখন ফিরিয়া আসিবে না। আমার 'আমিত্ব' আমার ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। আমার কিছুই নাই, যাহা আমার।" প্রতিবাদকারিগণ Self এই শব্দের

'ব্যক্তিত্ব' অনুবাদ করিয়া ঘোর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। 'ব্যক্তিত্ব' ও 'আমিত্ব' এ দুই প্রতিশব্দ নহে, এ দুইয়ের অর্থ নিতান্ত পৃথক্। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং ঐ বক্তৃতায় পরক্ষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই সহজে ভ্রান্তি নিবারণ হইতে পারে। "যদি তোমরা বল, এই সকল সত্য আমার ঈশ্বরের নহে, তোমরা তাঁহার অবমাননা কর। আমার উচ্চ আমি ও নীচ আমি আছে, এবং এ দুইয়ের মধ্যে আমি পরিষ্কার প্রভেদক রেখা দেখিয়া থাকি। তোমরা আমার পাপসকলকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বর আমাতে যে উচ্চ আমি স্থাপন করিয়াছেন, যে আমি তাঁহাতে এবং তাঁহার ভিতর দিয়া চলে, বলে, কাজ করে, তাহাকে তোমরা প্রতিরোধ করিতে পার না। আমার জীবনের কাজ কেউ প্রতিরোধ করিতে পারে না, কারণ তাহা ঈশ্বরের। তোমরা গিয়া পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন কর, মন্দির স্থাপন কর, দীনগণকে ভিক্ষা দান কর। যেমন তোমাদের বিশেষ বিশেষ ভাব ও কার্য্য আছে, আমারও সেই প্রকার বিশেষ ভাব ও কার্য্য আছে। যদি তোমরা আমার ভাব সকল গ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমরা আমায় তোমাদের হৃদয়ে স্থান দিলে। তখনই আমি তোমাদের হৃদয়গত হইয়াছি, সেখানে স্থান পাইয়াছি, তোমরা আমায় তাড়াইতে পার না। কুড়ি বৎসর আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, এখন আর তোমরা আমায় বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পার না। তোমাদের দেহের শিরা স্নায়ু, তোমাদের হৃদয়ের সংস্কার ও সহানুভূতিসমূহ আমি অধিকার করিয়া বসিয়াছি। দেখ, সত্য ও করুণার ঈশ্বর সহ আমি তোমাদের ভিতরে। তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং মুক্ত করিবেন।" এ সকল কথাগুলি পাঠ করিলে কি আর অস্তিত্ববিলোপ বুঝায়, না, অস্তিত্বের নিত্যস্থায়িত্ব বুঝায়? মানুষের নীচ আমি পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল ; উচ্চ আমি দেবত্ববিশিষ্ট, নিত্যকালস্থায়ী, ঈশ্বরে চির উন্নতিশীল। জড় হইতে পশু, পশু হইতে মানব, মানব হইতে দেবতার উত্থান কেশবচন্দ্র পূর্ব্ব হইতে মানিতেন ; সুতরাং ইহা আর কিছু তাঁহার নূতন মত নয়। 'সে আমিত্ব কোথায়, তাহার অস্তিত্ব নাই।' 'আমার আমিত্ব আমার ঈশ্বর কর্ত্তৃক, অনেক দিন হইল, বিনষ্ট হইয়াছে।' এ সকল কথা নীচ আমিত্বসম্বন্ধে। এ নীচ আমিত্ব সত্যসম্বন্ধে,

জীবনের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্বন্ধে বিলুপ্ত। 'তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন,' এ সকল কথার ভাব বোঝা কি আর এখন কঠিন রহিল? উপরে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই কি অন্তর্গত ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই? তিনি বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি এক জন পাপী, তথাপি আমি কতকগুলি সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত। আমার দেশকে এই সত্যগুলি দেওয়া আমার জীবনের কার্য্য। যত দিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমি এ কার্য্য অবশ্য করিব। আমি কি আমার জীবনের কার্য্য অস্বীকার এবং আমি আমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি? এরূপ করা আমার জীবন ও ঈশ্বরের সত্য উভয়কেই বলি অর্পণ করা। এ কার্য্য করিতে গিয়া, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি কিছু অন্যায় করি নাই। আমার ইচ্ছা নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে আমি যত্ন করিয়াছি। আমার সহিত আমার সঙ্গতিরক্ষা আমি চিরদিন প্রমাণিত করিয়াছি, এবং আমার নিয়তির অখণ্ডভাব রক্ষা করিয়াছি। স্বয়ং ঈশ্বর আমার উপরে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করা আমার যতদূর সাধ্য, ঈশ্বর জানেন, আমি বিনম্র-ভাবে করিয়াছি। আমার চারি দিকের লোকেরা তাঁহাদের ভাব ও অধিকার কেমন স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন! আমার ধর্ম্মসম্পর্কীণ কোন স্বাধীনতা নাই। যে সকল সত্য প্রচার করিতে আমি পাইয়াছি, সে সকলের জন্য আমি দায়ী নহি। আমি ইহা নির্ভয়ে এই বৃহৎ সভার সম্মুখে বলিতেছি। ঈশ্বরের আজ্ঞায় আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য আমি নিশ্চয় দোষী নহি। যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্গের অধীশ্বরকেই উত্তর দিতে হইবে; কেন না তিনিই শিখাইয়াছেন এবং আমার দেশের মঙ্গলের জন্য লোকের অপ্রিয় কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন।" এখানে কেশবচন্দ্রের এরূপ সাহসের কথা প্রতিবাদকারিগণের নিকটে নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, কেশবচন্দ্র সত্যপ্রচার ও তদনুষ্ঠানে সর্ব্বথা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে আর উহা অণুমাত্র সাহসিকতা মনে হইবে না। "যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক

হয়, তখন পরস্পরের যোগ হয়। এই পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত।" প্রতিবাদকারিগণের এই মত যদি কেশবচন্দ্রে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কি আর তিনি কিছু অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন? তবে তাঁহারা বলিবেন, কেশবচন্দ্র যখন আপনাতে অহঙ্কার হিংসাদি পাপ স্বীকার করিয়াছেন, তখন ইচ্ছাতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, ইহা স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? পাপসত্ত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ অসম্ভবই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মত কি, বিচার করিলে এ অসঙ্গতিও কিছুই নহে, স্পষ্ট সকলে দেখিতে পাইবেন।

কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "আমি পৃথিবীর পাপীদিগের মধ্যে এক জন, সাধুগণের মধ্যে নহি। আমি মুক্ত হই নাই; কে আমাকে ইহা বলিয়া দেয়? আমার বিবেক, আমার অন্তর্গত আত্মচেতনা।······হয়তো আমায় বলা হইবে—আপনি এত বিনীত বিনম্র; আপনি কেবল আপনার অনুপযুক্ততা-স্বীকারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভাবুক নই। আমি খেয়াল বা কল্পনার অধীন নই। আমার জীবনে কখন ধর্ম্মসম্পর্কে স্বপ্নদর্শন ঘটে নাই। আমার জীবন ঠিক যাহা তাহাই। আমি আমার নিজ চক্ষে আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার পাপের মূল দেখিতে পাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমি সচেতন। তাহারা কাল্পনিক পাপ নয়, বাস্তবিক পাপ। তাহাদের কি নাম করিব? তাহারা অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, হিংসা, কাম, অকৃতজ্ঞতা, ক্রোধ, দ্বেষ। আরও অধিক কি বলিব? মিথ্যা, অনৃতবাদ, জাল, কেবল এই নয়, নরহত্যা* পর্য্যন্ত। আপনাদিগকে আমি যেমন দেখিতেছি, তেমনি আমার মধ্যে এই সকল পাপের স্পষ্ট মূল আমি দেখিতেছি। যখনি আমি আমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে যাই, তখনই আমি আমার ভিতরে এমন কিছু ভীষণ জঞ্জাল দেখিতে পাই, যাহা পরিষ্কৃত করা প্রয়োজন। এই সকল পাপ আমি কার্য্যে না করিয়া থাকিতে পারি। তাহাতে কি? পাপী কখন কৃত পাপকার্য্যের জন্য বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃত্তিদ্বারা বিচারিত

* নরহত্যা পাপ তাঁহাতে কি প্রকারে সম্ভবে, এই বক্তৃতার পরেই আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কখন তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আমার সম্মুখে না আমুক, তখনই নরহত্যা পাপ হইল।

হয়। ঈশ্বর বাহ্য কার্য্য লইয়া বিচার করেন না, বিচার করেন সামর্থ্য ও সম্ভাবনা লইয়া।" কেশবচন্দ্র তবে আপনাকে পাপী জানিতেন কেন? হৃদয়ে পাপের মূল ও সম্ভাবনা দেখিয়া। এই হৃদয়ই তবে তাঁহার নীচ আমি? এই হৃদয় ও উচ্চ আমি এ দুইয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কি? পার্থক্য—একটি শারীরিক, আর একটি আত্মিক। জড়, পশু, মানব ও দেবতা এই চারিটি স্তরে কেশবচন্দ্র মানবজীবন বিভাগ করিয়াছেন। জড়ের গুণ—আলস্য, ঔদাসীন্য, দৌর্ব্বল্য, পশুর গুণ—হিংসা, দ্বেষ, প্রবৃত্তির অধীনতা, মানবগুণ—প্রজ্ঞা; দেবগুণ—শুদ্ধতা, পবিত্রতা, পুণ্য। "শরীর যখন আছে, কামক্রোধাদির মূলও আছে", "শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে", কেশবচন্দ্রের এ কথায় দেখাইয়া দেয়, পাপের মূল বা সম্ভাবনা কোথায় অবস্থিত, তিনি বিশ্বাস করিতেন। পাপের মূল শরীর হইলেও, উহা প্রবল হইয়া যখন আত্মাকে তদধীন করিয়া ফেলে, তখন সেই আত্মা 'নীচ আমি' আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। যখন দেবপ্রভাবে নীচ আমি হতসামর্থ্য হয়, তখন দেবাধীন আত্মা 'উচ্চ আমি' আখ্যায় আখ্যাত হয়। কেশবচন্দ্র বিবেকালোকে পাপের মূল সকল দেখিয়া, আপনি নিতান্ত অকিঞ্চন ও দীন হইয়া, ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেন; কখন, আমি সাধু নির্ম্মলচরিত্র, এই অভিমানে স্ফীত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন নাই। এই অকিঞ্চনতা দীনতাই তাঁহাতে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগের মূল। "পাপ—পাপ করিবার সম্ভাবনা" "আমি···· পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি", কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি দেখাইয়া দেয়, তিনি জীবনে পাপাচরণ না করিয়াও, কেন সর্ব্বদা আপনাকে পাপী বলিয়া ঘোষণা করিতেন। "উহা (বিশ্বাস) কেবল যে সকল কার্য্য করা হয় নাই, যে যে ত্রুটি হইয়াছে, তাহার এবং অসাধু কার্য্য ও আলস্যের হিসাব রাখে", কেশবচন্দ্রের জীবনের ইহাই মূলসূত্র। ঈশা যখন বলিলেন, "আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল স্বর্গস্থ পিতা", তখন তিনিও আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং সেই অক্ষমতা জন্যই তাঁহাতে ইচ্ছাযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। সত্য, সত্যানুষ্ঠান, সত্যপ্রচার, এই তিন স্থলে তিনি আপনাকে নিয়ত ঈশ্বর সহ অভিন্ন দেখিতেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে আমিষভোজনত্যাগ এবং বিবাহান্তে বৈরাগ্যাচরণ এই দুইটির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিবাদিগণ লিখিয়াছেন, "চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমরা ঐরূপ অনেক ব্যক্তির কথা জানি, যাঁহারা অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া, তদপেক্ষায় অল্প বয়সে আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ কার্য্যটি এরূপ বিস্ময়কর নয় যে, ইহাকে একটি অলোকসামান্য ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার বিবাহের সময় তিনি (পলের) উপদেশ অনুসারে বৈরাগ্যাচরণ করিয়াছিলেন; এ কথাটীও কোনক্রমেই বলা রুচিসঙ্গত হয় নাই; ......এরূপ সময়ে বঙ্গদেশের অনেক যুবক বৈরাগ্যাচরণ করিয়া থাকে। ইহাতেই বা অত্যন্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার কি? কেশববাবুর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এগুলির উল্লেখ না করিলেও চলিত।" কেশবচন্দ্র যে ভাবে বক্তৃতায় এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, প্রতি-বাদকারিগণ যদি তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিবার আর তাঁহাদের অবসর থাকিত না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে আমিষ-ত্যাগের উল্লেখ করিয়া তিনি আপনি বলিয়াছেন, "বিষয়টি বিবেচনা করিলে উহা যৎসামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাহা পরে আসিল, তৎসহ বিবেচনা করিলে, ইহা মহৎ পরিবর্ত্তন। বৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, জীবন ও বিশ্বাসের সহজভাব, আমার জীবনের নিয়তি ছিল। পৃথিবীর যাহা কিছু ভোগৈশ্বর্য্য, তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত হইতে হইবে। ঐ ঘটনা অন্ততঃ দেখাইয়া দিতেছিল, বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছিল।" এই কথাগুলি পাঠ করিয়া কি এখন প্রতিবাদকারিগণ বলিবেন, আমিষ-ভোজন-ত্যাগকেই কেশবচন্দ্র তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন? বিবাহান্তে বৈরাগ্যাচরণসম্বন্ধেও প্রতিবাদকারিগণের উপহাসোক্তি অস্থানে নিয়োজিত হইয়াছে। "তিনি (পল) আমায় বলিলেন, 'যাহাদের পত্নী আছে, যেন পত্নী নাই, এইরূপ তাহারা হউক'; এবং আমার জীবনের অতি সঙ্কট সময়ে এই কথাগুলি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় আমায় স্পর্শ করিল। তখন হয়তো আমার বিবাহ হইবে, অথবা এই মাত্র বিবাহ হইয়াছে। তখন আমার মনে এই দৃঢ়সংস্কার হইয়াছিল যে, বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারস্বরূপ এবং

আমার আহ্লাদ হইল যে, পলের পত্রিকায় আমি সংস্কারানুরূপ উত্তর পাইলাম।” ‘বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারস্বরূপ’ এই কয়েকটি কথা ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, ইহার মধ্যে যে তাদৃশ উপহাসের কোন কথা নাই, প্রতিবাদকারিগণের বুদ্ধিতে তাহা সহজে প্রবেশ করিবে। পলের কথায় তিনি বুঝিলেন যে, সংসারে থাকিয়া তিনি অসংসারীর জীবন যাপন করিবেন এবং সেই হইতে তিনি তদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ যুবক আর এই ভাবে কয়দিনের জন্য ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকেন? কেশবচন্দ্র সমগ্রজীবন কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন, তাহা কি আমরা জানি না? “যাঁহাদের পত্নী আছে, তাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালনে যত্ন করুন এবং পত্নী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভালবাসুন। তাঁহারা গৃহের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করুন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীসন্নিধানে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাবে ইন্দ্রিয়লালসা ও সাংসারিকতা বলি অর্পণ করুন। ঈশ্বর-পরায়ণ স্বামী পত্নী কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে করিবেন। পত্নীর নহে, ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইবে।” এ কথাগুলি কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের আচরণ হইতে বলিয়াছেন। *

* এই বক্তৃতাসম্বন্ধে বয়সি সাহেব যে মত ব্যক্ত করেন আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে পারি। কেশবচন্দ্রের চরিত্রের শুদ্ধতা, বিবিধ সুন্দর মনোহর গুণ, সত্যপরায়ণত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ইনি নিঃসংশয়। সুতরাং তিনি আপনার চরিত্র মধ্যে অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির বাস্তবিক স্থিতি যে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা স্নায়ুবিকারজনিত-বিষাদসমুত্থিত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না বয়সি সাহেব এইরূপ মনে করেন। কেশবচন্দ্র আপনার অসাধারণতাবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অসাধারণতা আছে, তাহা ইনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি জন, ঈশা, পলের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা যে বলিয়াছেন, উহা ইঁহার মতে ভ্রান্তিসমুদ্ভূত। জনের অনুসরণ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন, ঈশার অনুসরণে কল্যকার জন্য চিন্তাত্যাগ, পলের উপদেশানুসারে পত্নী থাকিতেও পত্নী না থাকার ন্যায় জীবন যাপন, এই গুলি ইঁহার নিতান্ত অননুমোদিত। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ভোগ পরিত্যাগ না করিয়া, জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সুচারুভাবে সম্পাদন করিবেন, এরূপ অভিলাষ ইনি প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরের সহিত মধুর সম্বন্ধের ইনি অতিমাত্র প্রশংসা করেন, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ ও তৎপরিচালন জন্য তিনি অপরের হৃদয়ের উপরে অধিকার স্থাপন করিতে যে চান, ইহা ইঁহার মতে অতিশোচনীয়। তিনি

নগরসংকীর্ত্তন

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি নিরসন করিতে গিয়া, আমরা মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। এবার নগরসংকীর্ত্তনে (১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী) "সচ্চিদানন্দ" অঙ্কিত একটী অতিরিক্ত পতাকা নিবিষ্ট হয়। এ নিবেশ যদি ভাবের নূতন পরিবর্ত্তন প্রদর্শন না করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রযোজন ছিল। সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে এই পদবিন্যাসগুলি এই নূতন ভাব প্রদর্শন করে,—"হৃদয়নিকুঞ্জবনে, প্রাণবঁধুয়া সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাসরসে" "বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হইয়ে, ধরিব সখার শ্রীচরণ, হিয়ার ভিতরে, অনুরাগ ভরে, দিব গাঢ় প্রেম আলিঙ্গন। (আবেশে বিভোর হয়ে)" "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন; (মন মজিলরে, রূপ নেহারিয়ে) এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন।" ইত্যাদি।

দিনব্যাপী উৎসবে প্রাতের উপদেশ—"পুরুষের নারীপ্রকৃতি-গ্রহণ"

১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী), রবিবার সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। এই দিন প্রাতে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে নবভাবের প্রবেশ অতি সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। এতদিন ব্রাহ্মসমাজে পুরুষভাবেরই প্রাধান্য ছিল, নারীভাব প্রস্ফুটাকারে প্রকাশ পায় নাই। নারীভাব প্রস্ফুটিত না হইলে, স্বর্গে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারা যায় না, এজন্য পুরুষের ভিতর হইতে নারী উৎপন্ন হয়। ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধনের জন্য পুরুষপ্রকৃতির সৃষ্টি। ঋষি-প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি। ব্রহ্মের তেজ হইতে, দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপত্তি, অতএব সেখানে আলস্য, ঔদাসীন্য, নির্জ্জীব নিস্তেজ জঘন্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। পুরুষ এক

আপনার জীবনের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক রাখা সমুচিত. ইহা বয়সি সাহেবের মত। কি আশ্চর্য্য. বয়সি সাহেব যে জন্য কেশবচন্দ্রকে রোগগ্রস্ত মনে করিয়া বলিয়াছেন, 'নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' তজ্জন্যই তাঁহার প্রশংসা করেন। ঐ পত্রিকা এই বলিয়া মন্তব্য শেষ করিয়াছেন, "খ্রীষ্টানধর্ম্ম যাহার নাম, তদপেক্ষা ইঁহার ধর্ম্ম সমধিক ধার্ম্মিকতপূর্ণ; কারণ ইহাতে গভীর পাপবোধ আছে এবং সাক্ষাৎ ক্ষমাশীল ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করে।"

হুঙ্কারে পাপপাশ ছেদন করেন। একবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সাংসারিক ভোগ বিলাস দূরে পরিহার করিয়া, পুরুষ আর দ্বিতীয় বার সে সমুদায় পরিগ্রহ করিতে পারেন না। এই নরপ্রকৃতি হইতে নারীপ্রকৃতি বাহির হইল। পুরুষ হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম বলিলেন, "এখানে তোমার প্রবেশাধিকার নাই। নারীজাতিতে গিয়া তুমি নব জন্ম গ্রহণ কর।" পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্মগ্রহণ করাই স্বর্গরাজ্যে পুনর্জন্ম। পুরুষপ্রকৃতি হইতে যে নারীর জন্ম হইল, তাঁহার বিবাহ হইল ধর্ম্মের সঙ্গে। "মূল কথা, বিবাহের মূলমন্ত্র পতিব্রতা হওয়া। যেখানে ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্যার বিবাহ হয়, সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আসিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয়া পতিব্রতা ব্রহ্মকন্যা কেবল পতি পতি পতি বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ব্রহ্মকন্যা ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। পতিব্রতা অন্যের পানে তাকান না, অন্যের বাড়ী যান না। তাঁহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্ব্বদা স্থির রহিয়াছে। সতীত্ব তাঁহার চক্ষুর অঞ্জন। সতী বলেন, ধর্ম্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা, ধর্ম্ম ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না।" কেশবচন্দ্র উপদেশ এই সকল কথায় শেষ করিয়াছেন :—

"ভাই, পুরুষপ্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে, এখন নারী হও। পুরুষ নারী হইবে, ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক বলিবে, পুরুষ কি কখন নারী হয়? না হইলে এই কথা হইল কেন? ব্রহ্মপুত্র, তুমি ব্রহ্মকন্যা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ কিরূপে বুঝিবে, নারী না হইলে? নারী না হইলে সতীত্বধর্ম্ম কিরূপে জানিবে? সতী যেমন আপনার স্বামীকে ভালবাসে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভালবাসিব? স্বর্গের নারীপ্রকৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমরাজ্যে, ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই; যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হইয়া গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে, হরিকন্যাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, আমরা হরিপাদপদ্ম পূজা করিব? স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্যাগণ, তোমরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনামগুণ গান কর। ব্রহ্মকন্যা, তুমি তোমার অবিভক্ত প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া, আমাদিগকে ভক্ত এবং

সুখী কর। এখন হরিকন্যার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তির ধর্ম্ম না হইলে, এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও। হে হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতর লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া, তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারীপ্রকৃতি পাইয়া, যিনি নারীর নারী, প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই সুখে খেলা করিব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

সায়ংকালে প্রমত্ত সংকীর্ত্তনের পর কেশবচন্দ্র যে কথাগুলি বলেন, তাহাতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়। বিস্তারভয়ে আমরা তাঁহার কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। ১৪ই মাঘের মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানের উদ্বোধন এবং ১৫ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসবের উপদেশ অতিহৃদয়হারী এবং নবভাবের ব্যঞ্জক হইলেও, এ দুইটি পরিত্যাগ করিয়া, সায়ংকালে (১৫ই মাঘ) সাধারণ লোকদিগকে আখ্যায়িকাচ্ছলে কেশবচন্দ্র যে উপদেশটি দেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। অতি গভীর ভাব সাধারণের হৃদয়ে তিনি কেমন অতি সরল সহজ ভাবে মুদ্রিত করিতে পারিতেন, এই আখ্যায়িকা তাহা প্রদর্শন করে।

"হরিদাস ও কড়িদাস"

"দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। একজনের নাম হরিদাস, আর একজনের নাম কড়িদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। এক দিন কড়িদাস নিদ্রায় অচেতন হইয়া একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটি এই :— তিনি যেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?' কড়িদাস বলিলেন, 'ঠাকুর আমাকে নানাবিধ ঐশ্চর্য্য দাও, আমাকে ভৃত্য দাও।' ভগবান্ কড়িদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, 'তুমি পাইবে।' কড়িদাস বুঝিলেন, ভগবান্ তাঁহার সহায় হইয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ থাকিবে না। কড়িদাসের অনেক ধন ঐশ্বর্য্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্য অনেক লোক আসিল, কিন্তু তারপর শুন কি হইল? কড়িদাস বাণিজ্যব্যবসায় করিয়া

হাজার পাঁচ ছয় টাকা অর্জ্জন করিলেন। সেই টাকাগুলি বাক্‌সে রাখিয়া কড়িদাস নিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাক্‌স খুলিয়া দেখেন, সমস্ত টাকাগুলি উড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটীমাত্র কড়ি রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, কেবল ধনকড়ি উপার্জ্জন করিলে হইবে না; কিন্তু ধন রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। পরে তিনি যেমন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া, কাপড় এবং শাল প্রভৃতি কিনিলেন। কিন্তু গাডী রাখিয়াও অনেক সময় তাঁহাকে হাঁটিতে হইল, শালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ করিলেন, কতকগুলি সন্তান হইল, সন্তানগুলি দুষ্ট হইল, কেহ মদ্যপায়ী, কেহ ব্যভিচারী হইল। তিনি দেখিলেন, সন্তান হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বাড়ী কবিলেন, বাডীতে সুখভোগ করিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, এইরূপ বাডী না হওযা ভাল ছিল। অনেক চাকর চাকরাণী রাখিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে নিজ হস্তে অনেক কার্য্য করিতে হইল; তিনি দেখিলেন, এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল। তিনি অনেক অর্জ্জন করেন, কিন্তু যখনই বাক্‌স খুলিয়া দেখেন, তখনি কেবল একটী কড়ি দেখিতে পান। ভগবানের আবাধনা করিয়া তিনি কড়িব উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাঁহাব অদৃষ্টে কেবল কড়ি লেখা। এত বড ধনী যিনি, তিনি গবিব দুঃখী। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছুতেই সুখ পান না, আপনাব চাকরদিগকে বিশ্বাস কবিতে পারেন না। খুব বড় মানুষ হইলেন, সকলে বড় লোক বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই সম্ভ্রম করিত; কিন্তু তিনি মনে করিলেন, ইহারা আমাকে উপহাস কবিতেছে। কড়িদাস মনে করিতেন, তাঁহার মত দুঃখী আর কেহ নাই। তাঁহার মুখে হাসি নাই, মুখ জিহ্বা বিকৃত, পোলাও হইলেও তাঁহার সুখ হয় না।

"সেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধনা করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভগবান্ আশুতোষ তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বর চাও?' হরিদাস বলিলেন, 'আমি কেবল হরিকে চাই, আর কিছু চাই না।' প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনে হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি বারংবার ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি এক বার মনে

ভাবিলেন, আমিত হরিকে চাহিলাম, কিন্তু সংসাব চলিবে কি প্রকারে? তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু সেই শাকান্ন ভোজন করিয়া তিনি এত হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহাব দাদা কড়িদাস পোলাও খাইয়াও সে সুখ কল্পনা করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর বাকব নাই, নিজেই বাসন মাজিতে লাগিলেন; তিনি তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ঘরখানি ভাঙ্গা; কিন্তু তাহার ভিতরে চাঁদের আলোক আসিত। চাঁদের আলো ধরিয়া তাঁহার আনন্দ ধরিত না। তাঁহার কাছে কেহই আসে না; কিন্তু তিনি মনের আনন্দে মনে কবেন, সকলেইত আমাব। পাড়াব লোকে সকলে দেখিবামাত্র হরিদাসকে প্রণাম করে, কড়িদাসের কেহ নামও করে না। হরিদাস গাছতলায় থাকেন, আকাশের তারা দেখিয়া বলেন, ভগবান্ আমার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার একখানি কাপড় চুরি গেল, তাঁহার মনে মনে এই আহ্লাদ হইল, দুই খানি কাপড়ত চুরি করিল না। কতকগুলি লোক তাঁহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া আহ্লাদ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানত হইল না। হরিদাস গরিব, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাহু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন। বাস্তবিক পাগলামি নহে, ভক্তির উন্মত্ততা। হরিদাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী ধর্ম্মে যোগ দিয়া তাহার মন প্রসন্ন করেন; হরিদাস বলিলেন, আমার টাকা কড়ি নাই কিন্তু আমার অনেক ধন রত্ন আছে। আমার চারিটী সন্তান, হীরা মাণিক, মণি, মুক্তা। কড়িদাসের কি হইল? কড়িও পাইল না, হরিকেও পাইল না, হরিদাসেব দুইই হইল।"

সাধনকাননের উৎসবে প্রার্থনা

১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়াবী) প্রত্যূষে সকলে সাধনকাননে গমন কবেন। "সেখানে বৃক্ষনিচয়-পরিবেষ্টিত উপাসনাস্থানেতে সকলে উপাসনার্থ মিলিত হন; স্থানের গাম্ভীর্য্য, নিস্তব্ধতার মধ্যে পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি, প্রাচীরে অপরিবেষ্টিত ঊর্দ্ধস্থ আকাশ, সকলই সে সময়ে সেই পূর্ব্বকালের মহর্ষিগণের তপোভূমি স্মরণ করিয়া দিতেছিল। যেমন স্থান, তেমনি মধুর উপাসনা।" আমরা উপদেশটি উদ্ধৃত না করিয়া, প্রার্থনাংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন?

মত অপ্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটি তৃণ রাখিয়া দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম, আর যদি 'এই অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি সোণা দিয়া মোড়া হইত, ইহাদিগকে কত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুল জরির সাটিনের জামা পরিয়া এবং মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তানপুরা হাতে নিয়ে গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোকগুলি ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহ্য করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না, তুমি কেমন আছ? আমাদিগের গায়ে দিলে শাল, আর যার শাল আছে, তাহাকে শাল দিলে না। আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্তু যে পাখী কত গান করে, তাহাকে কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড় জাঁক করছে! ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহারা ব্রহ্মের হাতের। আমি যে শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা তোমার উদ্যানের অমর্য্যাদা হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণহত্যার দোষে দোষী হইয়া, পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। ব্রহ্ম বাস করেন যে সকল বস্তুতে, তাহাদের অনাদর করিলাম। তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী স্ত্রী, তাঁহারা কেমন করিয়া মার পূজা করিতে হয়, শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক বৈরাগ্যমন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দিই, আর বিকৃত স্থানে দুর্গন্ধে যেন মলিন না হই। বীজমন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে ইন্দ্রিয়-দোষ থাকে না, বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষলতা পুষ্পগুলি যোগী ঋষি হইয়া আমাদের মন ভুলাতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভ ক্ষণে যে বেঁচে থাকে থাক্, এই শুভস্থানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে, সে পাক্। মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলময় হরি, প্রকৃতিগঙ্গায় আমাদিগকে স্নান করাইয়া, তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিয়া লও।"

লিওনার্ড সাহেব লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত

মাঘের উৎসবে ব্রাহ্মসমাজের নূতন বর্ষের আরম্ভ। পুরাতন বর্ষে কি কি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা উল্লেখযোগ্য

ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি, একটী ঘটনার উল্লেখ হয় নাই, সেটী বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক লিওনার্ড সাহেবলিখিত ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসলেখকের যাদৃশ নিরপেক্ষপাত সহকারে সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন, লিওনার্ড সাহেব তাহা করিতে পারেন নাই। উপযুক্তরূপে বৃত্তান্ত সংগ্রহ না করিয়া, মতামত প্রকাশ যে নিতান্ত দূষণীয় হইবে এবং ইতিহাসোক্ত বক্তিগণের প্রতি অবিচার ঘটিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। বলিতে গেলে, এই ইতিবৃত্তখানিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি সবিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। কোথায় কোথায় তিনি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ও তাহার নিরসন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অনেক স্থলেই আমরা এ সকল কার্য্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণের হস্তে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত।

৬৪

ব্রহ্মবিদ্যালয়

এবার ২৯শে জানুয়ারী (১৮৭৯ খৃঃ) বুধবার, আলবার্ট হলে ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় তিন শত যুবক উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় কেশবচন্দ্রের অতি আদরের সামগ্রী। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়েই তাঁহার জীবনের প্রথম কার্য্যারম্ভ। এখানেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক মত ও বিশ্বাস ব্যাখ্যাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম দার্শনিক ভূমিতে স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতেই হইয়াছে। অধিকসঙ্খ্যক প্রচারক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। যে বিদ্যালয় হইতে এতগুলি উপকার ব্রাহ্মসমাজ লাভ করিয়াছেন, সে বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্য আনন্দ ও আশাবর্দ্ধক। শাস্ত্র, মত, খণ্ডন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব, এই চারিভাগে বক্তব্যবিষয়েব বিভাগ হয়। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠাদিনে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব" বিষয়ে বলেন। আমাদিগেব সমগ্র ধর্ম্মজীবন, প্রতিজনেব মুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বানুভবের উপবে যখন নির্ভব করে, এইটি সর্ব্বপ্রথম দিনের বক্তব্য বিষয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে।

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব"

ঈশ্বর আছেন, ইহা কি আমরা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি? কল্পনাপ্রসূত দেবতার পূজা করিয়া কি মুক্তিলাভেব সম্ভাবনা আছে? পূর্ব্ববৎ বা শেষবৎ যে কোন প্রকারের ন্যায়দর্শনঘটিত প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ নিতান্ত দুর্ব্বল। জগতের রচনাকৌশল হইতে এক জন পরমকৌশলী নিষ্পন্ন করা নিতান্ত বাহিরের বিষয়। জন্মান্ধের পক্ষে এ প্রমাণ প্রমাণই নহে। অনন্তত্ব-জ্ঞান, কারণজ্ঞান, সহজজ্ঞান, এ সকল পূর্ণ প্রমাণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। আপনাকে আপনি ভাল করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়। সক্রেটিস্ আত্মজ্ঞান প্রচার করিলেন। আপনাকে জানিলেই

সকল জানা হয়, ইহাই তাঁহার মত ছিল। কবি সেক্‌সপিয়রও বলিয়াছেন—"আপনার প্রতি আপনি সত্যভাবাপন্ন হও; রাত্রির পর যেমন দিন আইসে, তেমনি তাহা হইতে এইটি নিষ্পন্ন হইবে যে, কোন মানুষের প্রতি তুমি অসত্যভাবাপন্ন হইতে পারিবে না।" কবি ও দার্শনিক উভয়েরই এখানে এক কথা। আপনাকে অনাবৃত কর, তুমি ঈশ্বর ও অমরত্ব অনাবৃত করিলে এবং বুঝিলে। আপনি কি? অশক্তি, অজ্ঞান, অপ্রেম, অপুণ্য। আপনি আপনাপনি থাকিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব অপরের উপরে নির্ভব করে। সর্ব্বদাই উহার শক্তি পরিমিত। আপনাকে যখনই বুঝিতে যাই, তখনই উহাকে পরাধীন বলিয়া বুঝি। মনে হয়, সমস্ত প্রকৃতি বলিতেছে,—এই পর্য্যন্ত যাও, আর নহে। আমার বাহু অপর একজনের বাহু আশ্রয় করিয়া আছে। আমার থাকা আর এক জনের থাকার উপরে নির্ভর করে। এইরূপে মানুষ যখন অপর একটি মহতী শক্তি অনুভব করে, তখন তাহাব নাস্তিক হওয়া কঠিন হয়। মানুষের দেহমনের মধ্যে ঈশ্বর নিগূঢ়ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাহার রসনা যখন অবিশ্বাসের কথা বলিতে যায়, তখন রসনাই বলিয়া দেয়—রসনা অবিশ্বাসী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরেতে আমরা বিশ্বাস করি, সে ঈশ্বর আমাদিগের অন্তবে, আমাদিগের ঊর্দ্ধে, আমাদিগের অধোতে, আমাদিগের চারিদিকে, সর্ব্বতঃ তিনি আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। আমরা অন্ধ হইতে পারি, আমরা বধির হইতে পারি, আমরা তাঁহাকে বাহ্যজগতে না দেখিতে পারি, আমরা তাঁহার কথা না শুনিতে পারি, কিন্তু আমবা অন্তরে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। অন্তরে একটী বিদ্যমানতা, অন্তরে একটী শক্তির সর্ব্বতঃ দৃঢ় আলিঙ্গন, অন্তরে শরীরমনের উপরে একটি জীবনসঞ্চারক প্রভাব আমরা অনুভব করি। এ বিদ্যমানতা কি, আমি না জানিতে পারি; যে কোন নামে ইহা অভিহিত হয় হউক, বিদ্যমানতা ঠিক। আত্মা অশক্ত, এই বিদ্যমানতা শক্তিপ্রভাব; আত্মা সান্ত, এই বিদ্যমানতা অনন্তের গাঢ় আলিঙ্গন, দেববিদ্যমানতায় মানব-বিদ্যমানতা বেষ্টিত। আত্মা আত্মাকে স্পর্শ করিতেছেন, এ স্পর্শ আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। এ দুইকে কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ঈশ্বর আছেন, কিরূপে জানিলে? তাহার

উত্তর, আমি আছি, তাই ঈশ্বর আছেন। এইরূপে আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্যত্র প্রমাণান্বেষণে প্রয়োজন নাই।

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ"

৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭৯ খৃঃ) শনিবার, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ' বিষয়ে উপদেশ হয়। এই উপদেশটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য, একটি চেন, একটি ঘড়ী, একখানি বস্ত্র, একটি ফুলের টব, এই চারি বস্তু টেবিলের উপর রাখা হয়। প্রথম দুইটি ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় দুইটি ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ দেখায়। বোর্ডের উপরে একটি বৃত্তও অঙ্কিত হয়। তিনি আজ যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইঃ—কারণপরম্পরাবাদ ভ্রান্ত। কারণের কারণ, কারণের কারণ, এই রূপ কারণ-শৃঙ্খল বলিয়া সৃষ্টিতে কিছুই নাই। কিছুরই সাহায্য না লইয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমুদায় সৃজন করিয়াছেন। ক যদি খকে সৃষ্টি করে, খ যদি গকে সৃষ্টি করে, গ যদি ঘকে সৃষ্টি করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ককে সৃষ্টি করিল কে? নাস্তিকেরা এই জন্যই জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিল কে? যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু মহৎ বা সুন্দর, সকলই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি সকল পদার্থের আদিম সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঈশ্বরকে স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। শেষ সৃষ্ট বস্তু হইতে ঈশ্বর অতি দূরে অবস্থিত, ইহা মনে করা ভ্রম। শেষ ও প্রথম, এ দুইই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যবিন্দু ঈশ্বরের সহিত সকলেরই সাক্ষাৎ যোগ। এই বিশ্ব ঘড়ীর মতও নয়। তিনি বিশ্ব সৃজন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, ইহা ভ্রান্তি। তিনি যেমন সৃজন করিয়াছেন, তেমনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বর এবং মানব এ উভয়ের সম্বন্ধ বস্ত্রের ওত-প্রোত-সম্বন্ধের ন্যায়। ঈশ্বরশক্তি ও মানবশক্তি ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র করিলে আর মানবত্ব থাকে না। বৃক্ষের মূল যেমন অদৃশ্য, তাহার পত্র পুষ্পাদি চক্ষুর্গোচর, ঈশ্বরও সেইরূপ। পত্র পুষ্পাদির সৌন্দর্য্য সকলই চলিয়া যায়, এমন কি জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইলে তাহাদের কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অদৃশ্য জীবনী-শক্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যে মূলশক্তি হইতে বলবীর্য্যাদি লাভ করিতেছে, সেই মূল শক্তি

ঈশ্বর। এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, উপনিষৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের জীবনের জীবন।

"বিবেক"

২২শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, 'বিবেক' সম্বন্ধে উপদেশ হয়। বিবেকের মূলতত্ত্ব কুটিরের উপদেশে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তদনুরূপ। পূর্ব্বদিনের উপদেশে সমুদায় পদার্থের সহিত ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তাহারই নিয়োগ এস্থলে বিশেষরূপে করা হইয়াছে।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ এবং বহুদেববাদ"

২৯শে মার্চ্চ (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ এবং বহুদেববাদ' সম্বন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের মর্ম্ম এই:—একদিকে অদ্বৈতবাদ, আর একদিকে বহুদেববাদ, ইহারই মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের গতি। ব্রাহ্মধর্ম্মে এ দুইয়ের সংস্পর্শ না হয়, ইহাই দেখিতে হইবে। এ দুইয়ের মূলে যে সত্য আছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহে। ঈশ্বর আছেন, তিনি দূরস্থ নহেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি সম্বদ্ধ, এ দুই সত্য এ দুই বাদমধ্যে অবস্থিত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এই তিন রাজ্যশাসন-প্রণালীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, বহুদেববাদ এবং অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য আছে। অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরের সর্ব্বগতত্ব প্রদর্শন করে, ইহাতে সকল বস্তুই ঈশ্বর, ইহা প্রতিপাদিত হয় না। তবে এই মতের বিকারে অনেকের চরিত্রের পবিত্রতা বিনষ্ট, এবং যে কোন পাপাচরণ করিয়া, উহা ঈশ্বরকৃত, সুতরাং পাপ নয়—এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বহুদেববাদে সকলেই দেবতা নহে। যাহা কিছু উপকারক, তাহাকেই দেবতা বলিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে। এ দুই বাদের মধ্যে ভ্রান্তিবিমিশ্র সত্য আছে বলিয়া, সত্যগ্রহণে ভারতীয় যুবকগণের ভীত হওয়া সমুচিত নহে। ভূতকালে এ উভয়ের দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈশ্বর-দর্শন হইতে বিরত হইলে, নিতান্ত শুষ্ক বুদ্ধির ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইবে। এই উভয়বাদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ের সত্য সকল গ্রহণ করা সমুচিত।

"বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা"

৫ই এপ্রিল (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার,'বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা' সম্বন্ধে উপদেশ হয়। কারণপরম্পরায় সৃষ্টি কল্পনা করা যে প্রকার ভুল, অভিপ্রায়পরম্পরা অবস্থা-পরম্পরার ফল মানুষের জীবন, ইহাও সেই প্রকার ভুল। অবস্থাপরম্পরা অভিপ্রায়পরম্পরার মধ্যবিন্দু আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা দ্বারা সে সমুদায় নিয়মিত। কোন একটী বিষয় ইচ্ছার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অভিপ্রায়সমূহ সেই বিষয়টীর পক্ষদ্বয়ের সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা পক্ষ সমর্থন করিল বটে, কিন্তু কোন্ পক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইবে, তাহা প্রাড়্বিবাক ইচ্ছার হস্তে। ইচ্ছা বা আমি অবস্থাধীন নহি, স্বাধীন, স্বাধীন ভাবে আমি শাস্তা বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পারি।

"অনন্ত অথচ জ্ঞেয় ঈশ্বর"

১৯শে এপ্রিল (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, 'অনন্ত অথচ জ্ঞেয় ঈশ্বর' এই বিষয়ে উপদেশ হয়। জড়বাদিগণ অনন্তকে অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ কথা সত্য, অনন্ত অভাবাত্মক শব্দ, আমরা উহাকে কখন চিন্তার বিষয় করিতে পারি না, চিন্তা করিতে গেলেই কোন পরিমিত বিষয় ভিন্ন চিন্তা অগ্রসর হইতে পারে না। অনন্ত চিন্তার অবিষয় হইলেও, উহাকে আমরা চিন্তা হইতে দূর করিয়া দিতে পারি না, কেন না সান্তের সঙ্গে অনন্ত চিরগ্রথিত। সান্ত ভাবিতে গিয়া যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত আসে, তখন এই সান্তেতে যে সকল স্বরূপ লক্ষিত হয়, সেই সকল আবার ঈশ্বরের উচ্চতম স্বরূপের দিকে লইয়া যায়। এই চারিদিকের পরিবর্ত্তনমধ্যে এই সান্ত অহম্ নিত্য একই রূপে অবস্থিত। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল বিষয়সমূহমধ্যে সান্ত অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু উহা স্বয়ং স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহার মূলে অনন্ত সারভূত পদার্থের প্রয়োজন। এই অনন্ত পদার্থকে অন্তরিত করিয়া সমগ্র জগৎ অপদার্থ হইয়া উড়িয়া যায়। সান্ত আত্মা শক্তিমান্, শক্তিহীন আত্মা কখন চিন্তার বিষয় নহে। চিন্তা আরম্ভ করিতে গিয়াই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। এই অল্পশক্তি আবার অনন্ত শক্তি দেখাইয়া দেয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের ব্যক্তিত্ব; উহাও অনন্ত ইচ্ছা বা মহত্তম ব্যক্তি প্রদর্শন করে। সান্ত আত্মাতে যে জ্ঞান অনুভূত হয়, তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞান, সান্তে অনুভূত প্রেম হইতে অনন্ত প্রেম,

বিবেকের নিদেশ হইতে পুণ্যসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই পুণ্য হইতেই অনন্ত পুণ্য আমরা উপলব্ধি করি। কাল ও দেশ হইতে অনন্তকাল ও অনন্তদেশ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়; উহা হইতে আবার নিত্য সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সমুদায় স্বরূপ-গুলিতে অনন্তত্ব সংযুক্ত হইয়া, আমাদের পরিত্রাণদাতা পূজনীয় জীবন্ত ঈশ্বর আমরা লাভ করি।

"ঈশ্বরের বাণী"

২৬শে এপ্রেল (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, 'ঈশ্বরের বাণী' বিষয়ে উপদেশ হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক) ইহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ দিয়াছেন:—"মনুষ্যের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি, কল্পনা প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি আছে, তাহারা কেহই মনুষ্যকে শাসন করিতে পারে না। তাহারা মনুষ্যের, মনুষ্যের হইয়া মনুষ্যকে শাসন করিবে কি প্রকারে? স্মরণশক্তি স্বনিয়মে বস্তু সকল স্মৃতিপথে উদিত করে, কল্পনাশক্তি সুন্দর ও স্বর্গীয় বস্তুতে পরিবেষ্টিত হইয়াও, তন্মধ্যে নরকের ব্যাপার আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তু স্ব স্ব শক্তিতে তাহা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। বুদ্ধি প্রজ্ঞা শান্তভাবে একটি সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে বল নিয়োগ করিতে পারে না। যাহার অধিক বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানবত্তা আছে, তদ্দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইবে। এইরূপ উত্তরোত্তর সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধান্তান্তরে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদায় বৃত্তিকে নিয়মিত করিবার জন্য সর্ব্বোপরি বিবেক অবস্থিতি করিতেছে। বিবেক নিয়ামক, সুতরাং উহাকে মনোবৃত্তি বলিলে চলে না। উহা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরের বাণী। উহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। কি আহার, পান, পাঠ, বিষয়কর্ম্ম, সকলের উপর বিবেকের কর্ত্তৃত্ব। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া আহারের দিকে চিত্তকে লইয়া গেলে অন্নগ্রহণ কর্ত্তব্য হইল। ইহা কাহার জন্য? বিবেকের জন্য। ক্ষুধার মধ্য দিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইল, উহা অমান্য কর, দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তুমি পাঠশালায় পড়িতে যাও। পাঠে তোমাকে কে নিয়োগ করে? পিতা নয়, শিক্ষক নয়, আর কেহ নয়, বিবেক—ঈশ্বরের বাণী। যদি এ আদেশ অমান্য কর, উহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

বিবেক শিক্ষকের ন্যায় উপদেশ দেন, আবার বিচারক হইয়া বিচার করেন, দণ্ড দেন। বিবেককে অমান্য কবিলে তিনি নিস্তব্ধ হন এবং যথাসময়ে উদ্যতবজ্র হইয়া পাপীকে উদ্বুদ্ধ করেন।"

"জ্ঞান ও বিশ্বাস"

৩রা মে (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, 'জ্ঞান ও বিশ্বাস' বিষয়ে উপদেশ হয়। উহাব মর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে:— "আমরা দেশ ও কালকে কিছুতেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে পাবি না। যতই কেন দেশকালের পরিধি আমবা বিস্তৃত করি না, আমবা কিছুতেই উহাব সীমা নির্দ্ধারণ কবিতে পাবি না; উহা আমাদিগের নিকট অনন্তরূপে অনুভূত হয। যাঁহারা অনন্ত আমাদেব জ্ঞানেব বিষয় নয় বলেন অথবা অনন্ত কিছু নয় বলেন, অনন্তকে চিন্তা হইতে দূর কবিবাব অক্ষমতা তাঁহাদিগের কথা খণ্ডন কবে। আমরা জ্ঞানে এই অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ কবি। তিনি দেশে অনন্ত, ইহাতে তিনি সর্ব্বত্র আছেন, দেখিতে পাই; তিনি কালে অনন্ত, ইহাতে তিনি সকল সময়ে আছেন, এই জ্ঞান লাভ করি। বিশ্বাস জ্ঞানমূলক, যে বিশ্বাসেব মূলে জ্ঞান নাই, যুক্তিযুক্ততা নাই, তাহা কখন বিশ্বাস নহে। জ্ঞান প্রাণসমন্বিত নয়, উহা মানুষকে জীবিত করিতে পাবে না। বিশ্বাস আত্মার চক্ষু, জ্ঞান যে সত্য প্রকাশ করে, উহা তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র সকল সময়ে আছেন, বিশ্বাস জ্ঞানের এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। উহা তাঁহাকে সর্ব্বত্র সকল সময়ে দেখিতে চায় এবং তাঁহাকে সেইরূপে দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞান সত্য কি বলিয়া দেয, বিশ্বাস তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, জ্ঞান ও বিশ্বাসে এই প্রভেদ।"

"পাপের স্বভাব ও প্রকৃতি"

১০ই মে (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবাব, প্রদত্ত 'পাপেব স্বভাব ও প্রকৃতি' বিষয়ে উপদেশের (১৮০১ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) সাব এই:—"সাধারণ লোকে মনে করে, পাপ একটি বস্তু, এক দুই তিন করিয়া উহাব সংখ্যা হইতে পারে। যদি কেহ বর্ত্তমানে পাপ পরিত্যাগ করে, ভূতকালে সে যে পাপ করিয়াছে, তাহার জন্য কোন একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতে সকলে উপদেশ করে। সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাস, পাপ কি পদার্থ, না জানিয়া উপস্থিত হয়।
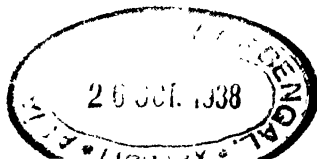
যেন বিচারালয়ে যে পাপের জন্য লোক ধৃত হয়, তাহাই পাপ, আর তাহার মনে যে পাপের বীজ আছে, তাহা পাপ নহে। তুমি জন্মে একটি পাপকার্য্য না করিতে পার, অথচ নরহত্যা প্রভৃতি সমুদায় পাপে তুমি পাপী। যে ক্রোধ হইতে নরহত্যা উপস্থিত হয়, সেই ক্রোধ যদি তোমাতে থাকে, সময়ে উহা নরহত্যার আকারে প্রকাশ পাইবে না, কে বলিবে? যে হস্ত মনুষ্যকে হত্যা করিল, যে ছুরিকাদ্বারা হতব্যক্তির কণ্ঠনালী ছিন্ন হইল, সে হস্ত বা ছুরিকাতে কি অবিশুদ্ধতা স্পর্শ করিল? কখনই নহে। যে ব্যক্তি হত্যা করিল, তাহার হৃদয় অপরাধী। পাপ কি? দুর্ব্বলতা। শরীরের যেমন রোগ, পাপ তেমনি মনের রোগ। রক্ত প্রভৃতি ধাতুর দোষ যেমন রোগের নিদান, মনুষ্যের ইচ্ছার দৌর্ব্বল্য তেমনি আত্মার পাপের মূল। রক্তাদিধাতু প্রকৃতিস্থ হইলে যেমন রোগ বিদূরিত হয়, ইচ্ছার দৌর্ব্বল্য দূর হইলে মনুষ্যের তেমনি পাপ-নিবৃত্তি হয়।"

"বিবেক ঈশ্বরের বাণী কি না?"

২৪শে মে (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক বিতর্ক সভায় "বিবেক ঈশ্বরের বাণী কি না?" এতৎসম্বন্ধে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের এইরূপ নির্দ্ধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:— "বিবেক নিজের বিচারশক্তি অথবা ইহা অপরের বাণী, এইরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, বিবেক যাহা নির্দ্ধারণ করে, তাহা 'তুমি কর' বা 'করিও না' এই আকারে সমাগত হয়, অথবা আমার এইরূপ করা উচিত, অতএব এই-রূপ করিব, এই আকারে নির্দ্ধারিত হয়। 'মিথ্যা বলিও না' 'অকৃতজ্ঞ হইও না' ইত্যাদি মূল নীতি সকলের মনেই উত্থিত হয় এবং মনুষ্যকে এতৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। মানুষ প্রথমাবস্থায় নীতির বিরোধে গমন না করিলে, বিবেকের নিদেশ বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনি বিরোধে গমন করে, তখনই প্রতিঘাত দ্বারা বিবেকের কার্য্য বুঝিতে পারে। বিবেক যে বুদ্ধি বিচারের সিদ্ধান্ত নয়, তাহা তখন বুঝা যায়, যখন বহু বিচার বিবেচনা বিতর্কের পরে যাহা নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং মনুষ্য বিনা বিতর্কে, বিনা বিবেচনায় বিবেকের কথা অনুসরণ করে। যখন বিবেকের সহিত প্রতিঘাত উপস্থিত হয় না, তখন মনুষ্য বিবেকের কর্ত্তৃত্ব

বুঝিতে পারে না; যেমন মদোন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততার অবস্থায়, সে যে পোলীস কর্ত্তৃক নীত হইতেছে, বুঝিতে পারে না, যত ক্ষণ না সে স্বীয় গতি প্রতিবোধ করিয়া পোলীস কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। ফলতঃ ফুস্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য যেমন ঈশ্বর মনুষ্যের ইচ্ছার উপরে রাখেন নাই, কেন না তাহা হইলে প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা, সেইরূপ যে সকল নীতি মনুষ্যসমাজরক্ষার্থ একান্ত আবশ্যক, সেইগুলি মনুষ্যের ইচ্ছাব অধীন করিয়া তিনি রাখেন নাই, সে সকল দ্বারা মানুষকে পরিচালিত হইতেই হইবে। এই সকল নীতি 'তুমি কর' বা 'তুমি করিও না' এইরূপে আদেশের আকারে মনুষ্যহৃদয়ে নিয়ত সমাগত হয়। আদেশের ব্যাপ্তি কতদূব, ভবিষ্যতের বিচার্য্য বিষয় রহিল।"

"অপৌরুষেয় বাক্যাভিব্যক্তির দর্শন"

গ্রীষ্মকালের পর, ৫ই জুলাই (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবাব, কেশবচন্দ্র "অপৌরুষেয় বাক্যাভিব্যক্তির দর্শন" বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সাব এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পাবে:—ঈশ্বর আছেন, এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া কিছু হয় না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কহিলেন, সত্য প্রকাশ না করিলেন, তিনি যদি আমাদেব গুরু না হইলেন, তাহা হইলে আমরা পরিত্রাণ লাভ করিব কি প্রকারে? কোন গ্রন্থ আমাদের নিকট ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তি হইতে পাবে না? কেন না তিনি কথন লেখেন না, তিনি বলেন। ইহা সম্ভব যে, পূর্ব্বকালে ঋষি মহাজনগণ, যাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই সকল গ্রন্থাকারে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের কি লাভ, যদি ঈশ্বর আপনি তাঁহার বাক্য আমাদের নিকট অভিব্যক্ত না করিলেন। অভিব্যক্তির (Revelation) অর্থ, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশ পাওয়া। আমাদের পরিত্রাণ-সম্পর্কীয় সত্যগুলি যদি আমাদের নিকট অভিব্যক্ত না হইল, তাহা হইলে আর তাহা অভিব্যক্ত বলিব কি প্রকারে? আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য আলোক চাই। গ্রন্থ কি সে কার্য্য সাধন করিতে পারে? উহাতে যাহা আছে, তাহাতো আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন, উহার অভিব্যক্তির জন্য আলোকের প্রয়োজন। গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা আমাদের বোধের বিষয় না হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের

বিষয় না হইলে, উহাতে আমাদের কিছুই হইবে না। এক জন মানুষ যাহা অপর এক জন মানুষকে বলে, তাহাও ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না; কেন না সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর অভিব্যক্ত না করিলে, তাহা আমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তি হইবে কি প্রকারে? ঈশ্বর যেমন লেখেন না, তেমনি আত্মিক ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কন না; সংস্কৃত, হিব্রু বা অন্য ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি কথা কন, ঈশ্বরসম্বন্ধে এমন কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইউ-রোপীয় বা আসিয়াটিক সকলকেই তিনি সমাদরে নিকটে আহ্বান করেন, সুতরাং সকলকেই তাঁহার দ্বারে গিয়া আঘাত করা কর্ত্তব্য।

"চরিত্র"

২০শে সেপ্টেম্বর (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, কেশবচন্দ্র "চরিত্র" বিষয়ে উপদেশ দেন। চরিত্রের বিষয় বলিতে গিয়া, তিনি ঈশ্বরের বাণীকেই চরিত্রের মূল করেন। ঈশ্বরের বাণীশ্রবণের চারিটি বিভাগ,—শারীর, মানস, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক। যে সকল নিয়মে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, সেগুলির ভিতরে আমরা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করি। ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, "স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালন কর।" তাঁহার এই কথা প্রত্যেক শিরায়, প্রত্যেক স্নায়ুতে লিখিত। এই বাণীই স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি। ক্ষুধার ভিতর দিয়া তিনি বলি-তেছেন,—"যাও, খাও।" যখন ক্ষুধা নাই, তখন তিনি বলেন, "খাইও না", তখন আমরা ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকি। শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, মনেরও তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। সত্য অন্বেষণ, সত্য সম্ভোগ, জ্ঞানার্জ্জন, এজন্য কুতূহল বা তৃষ্ণা সেই ঈশ্বরের বাণী, যে বাণী বলিতেছেন,—"যাও, জ্ঞানী হও।" নৈতিকবিভাগে যে ঈশ্বরের বাণী, তাহাই আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে সৎ শাস্ত্র। ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস না করিয়া, আমরা কখন চরিত্র গঠন করিতে পারি না। বিবেক বা ঈশ্বরের বাণী আমাদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। কেবল চরিত্রগঠনে সাহায্য করে, তাহা নহে, ইহারই জন্য চরিত্রগঠন দরকার হইয়া পড়ে। আমরা সৎ হইব কেন? কৌশলের জন্য? না, ঈশ্বর সৎ হইতে বলেন, এই জন্য। ঈশ্বরের নিকটে গেলেই তিনি বলেন, "সত্য বল", "ভারতের জন্য জীবন অর্পণ কর।" ঈশ্বর বলেন বলিয়াই

পরহিতার্থে জীবন দেই। "যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দাও", ঈশ্বর এ কথা বলেন বলিয়া ইহা কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য। আমাদের নীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিব, এই ভাবে আমরা গঠিত। যাঁহারা মনে করেন, বিচার শেস দিনে হইবে, তাঁহাদেব উহা ভুল। আমরা প্রতিমুহূর্ত্ত ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিচারিত হইতেছি। শারীর, মানস, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন বিভাগে আমরা তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন করিলে, আমরা দণ্ডিত হই। তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন অন্তর্জ্জ্বালা উপস্থিত হয় যে, সে জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই জ্বালা-নিবাবণের জন্য মানুষ মোহমদিরা পান করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতবে সে শান্তিহারা হয়। সে যদি একেবারে পশু না হইয়া যায়, তাহা হইলে, "এইটি কর", "এইটি করিও না" এরূপ কথা সে শুনিবেই। যাঁহারা এই বাণী শুনিয়া চলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তাঁহাদের জীবনে বীরত্ব প্রকাশ পায়; দেবনিশ্বসিত ঈশ্বরবাণীর উচ্চতম উন্মেষ।

"শিক্ষা"

২রা আগষ্ট (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবাব, কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 'শিক্ষা' বিষয়ে উপদেশ দেন। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়। তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা ভাদ্র, ১৮০১ শক) উহার যে সার প্রদত্ত হয়, আমরা এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। "গতবারে স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে শরীর-রক্ষাব প্রয়োজন। শরীরের পর মন আমাদের চিন্তার বিষয়। শরীর অল্পদিন স্থায়ী, মন অনন্তকালের সঙ্গী। সুতরাং শরীরাপেক্ষা মন যে আমাদিগের সমধিক যত্নেব বিষয়, তাহা আব বলিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষণীয় বিষয়, সন্দেহ নাই, আমরা উহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না; কিন্তু মন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। মন আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। তাহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া কাহাকে না আশ্চর্য্য হইতে হয়? সেই মনঃসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান যে শাস্ত্র পাঠ করিলে হয়, তাহা প্রচলিত শিক্ষা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। মন আপনি আপনাকে যাহাতে জানিতে পারে, উহার বিশেষ ভাব সকল যাহাতে উন্নত হয়, তাহা না করিলে উহার শিক্ষা কিছুই হইল

না। এত শিক্ষালাভ করিয়া যদি শিক্ষিতগণ পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি, স্ত্রী পরিবারকে প্রীতি, সন্তানগণকে স্নেহ করিতে না পারিলেন, তবে কি হইল? প্রচলিত শিক্ষায় যদি তাঁহারা হৃদয়শূন্য হন, দেশের হিতকল্পে শরীরের একবিন্দু শোণিত অর্পণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজন কি ছিল? প্রচলিত শিক্ষায় স্মৃতিশক্তির চালনা হয়। স্মৃতিকে তুচ্ছ করা যাইতে পারে না, কিন্তু স্মৃতি ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃত্তি আছে, যে সকল উন্নত না হইলে মনুষ্যত্বই হয় না। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিলে, উন্নত করিলেও, কল্পনাশক্তিকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ মনের কোন বিভাগকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না। কিন্তু এই শিক্ষার বিষয়ে একটি কঠিন সমস্যা আছে। শিক্ষার বিষয় অনেক। আমি কখন কোন্ প্রকারের শিক্ষা গ্রহণ করিব, ইহা নির্ণয় করা সহজ নহে। একটি বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলে, এত পুস্তকের মধ্যে কোন্ পুস্তকখানি পাঠ করিব, ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। এখানে হৃদয়ের গতিতে ঈশ্বরের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ, তাঁহার আজ্ঞা দেখিয়া যদি তাদৃশ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব শিক্ষালাভ হয়।" শিক্ষা কেন করিতে হইবে? 'তোমরা আপনাকে শিক্ষিত কর' ঈশ্বরের এই আদেশের জন্য। শিক্ষা বাহিরের কতক-গুলি বিষয় জানা নহে, মনের ভিতর যাহা আছে, তাহা বাহির করিয়া আনা। ভাব, ইচ্ছা, বৃত্তি, এ সমুদয় নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। এইগুলিকে শিক্ষার দ্বারা জাগ্রৎ করিয়া তোলা হয়। আপনার মনে যাহা আসিল, সেইরূপে শিক্ষা করিলাম, ইহাতে শিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারে শিক্ষা করিলে ভাল শিক্ষা হয়।

৬৫

নূতন আন্দোলন

'নূতন আন্দোলন' এ কথা শুনিবামাত্রেই পাঠকের মনে হইবে, আবার বুঝি কেশবচন্দ্র এমন একটা কোন কাজ করিয়াছেন, যাহাতে পুনরায় সকলে তাঁহার বিরোধে এবার দণ্ডায়মান হইয়াছেন। পাঠকের এরূপ মনে করিবার অধিকার আছে। যিনি (জীবনবেদের "আশ্চর্য্য গণিতে") বলেন, "যেখানে দেখা গেল, সকল লোকেই এই কার্য্যের সুখ্যাতি করে, এই কার্য্য যদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে, সাধক অমনি বুঝিলেন, একার্য্য মন্দ কার্য্য, ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্বানেরা গ্রাহ্য করিবে, পণ্ডিতেরা মানিবে, সাধারণ লোকে যশ কীর্ত্তন করিবে, অতএব একার্য্য করা হইবে না। মন বলিল, এই কার্য্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা গেল, এ একটু ভাল কার্য্য। ভাল ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে, স্থির হইল, ইহা করিতেই হইবে। এ কার্য্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বক্তৃতা করিতে যাইব, কেহই শুনিতে আসিবে না, খুব বন্ধু আপনার লোক যারা, তাহারাও ছাড়িয়া যাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইবে; যাই এরূপ দেখিলাম, মন বলিল, ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেয় না, অতএব এই কার্য্য করা উচিত। কেন না পৃথিবীর যাহাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল।"—যিনি এরূপ বলেন, তিনি অন্ততঃ সময়ে সময়ে এমন কিছু করিবেন, যাহাতে বিদ্বান্ জ্ঞানী বন্ধুগণ বিমুখ হইবেন, কত নিন্দাই না করিবেন। এবার তিনি এমন কিছু করিলেন, যাহাতে সেইরূপই হইল। কোন্ উপলক্ষে তিনি কি করিলেন, আমরা তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রেবেরেণ্ড লিউক রিভিংটনের বক্তৃতা

রেবেরেণ্ড লিউক রিভিংটন এম এ বম্বে হইতে এ সময়ে (মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণের জন্য আলবার্ট হলে কয়েকটী বক্তৃতা দিবেন, স্থির হয়। প্রথম বিষয়টি "মনুষ্য, তাহার আদি এবং নিয়তি।" দ্বিতীয় বিষয়টি "মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম (মনুষ্যের নিয়তি (?).)।" এই দুই বক্তৃতা সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"ফাদার রিভিংটন এম এ বিগত দুই মঙ্গলবার আলবার্ট হলে 'মনুষ্য, তাহার আদি ও নিয়তি' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন ; আগামী মঙ্গলবার 'মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম' বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা মধুর, যুক্তিপূর্ণ, খ্রীষ্টীয়-গন্ধশূন্য। তিনি স্বীয় ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, অথচ সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম স্পর্শ করিয়া বলেন, সাম্প্রদায়িক মত অণুমাত্র স্পর্শ করেন না। আধুনিক বিজ্ঞানাদিতে ইঁহার গভীর দৃষ্টি আছে এবং যাহা কিছু বলেন, তাহা অত্যন্ত উদার। এ দেশের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈদৃশ উদারচেতা খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুযায়িগণই এ সময়ে মঙ্গল করিতে সক্ষম।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই চৈত্র, ১৮০০ শক) "আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম, ফাদার রিভিংটন আগামী মঙ্গলবার 'মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম' বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে এবং শেষ বক্তৃতায় আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বিবেকের একাধিপত্য অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘোর প্রাণান্তিক বিপদ্ উপস্থিত হইলেও, বিবেক যাহা বলিবে, তাহাই শুনিতে হইবে এবং বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে, পরিশেষে কোন বিপদ্ থাকে না, বিবেকই একমাত্র আমাদিগের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক, বিবেকের অনুসরণ করিলে পরিশেষে মনুষ্য স্বর্গধামে গিয়া উপস্থিত হয়, এ সকল কথা তিনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ বক্তৃতাতেও তিনি খ্রীষ্টের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কেবল আখ্যায়িকার মধ্যে তিনি এই বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গ হইতে এক জন দূত আসিয়া দিগ্দর্শনযন্ত্র দিলেন, এই দিগ্দর্শনযন্ত্র বিবেক। পথে চাকচিক্যময় অসার পদার্থ গ্রহণ করাতে, দিগ্দর্শন বিপরীত পথ প্রদর্শন করিল। কিন্তু সেই স্বর্গীয় দূত পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদিও দিগ্দর্শনশলাকা বিপরীত পথ প্রদর্শন করে এবং ইহার প্রদর্শনমতে চলিলে বহু বিপদে পড়িতে হয়, তথাপি ইহার অনুসরণ

করিতে হইবে। কেন না চরমে স্বর্গধামলাভ উহার অনুসরণ ভিন্ন আর কিছুতেই হইবে না।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক)।

"ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে—ঈশা কে" বিষয়ে বক্তৃতা

ফাদার রিভিংটনের প্রতি কেশবচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ খ্রীষ্টের প্রতি গভীর অনুরাগ হইতে সমুত্থিত, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। তিনি কেশবচন্দ্রের গৃহে কমলকুটীরে (২রা এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃঃ, বুধবার) ব্রাহ্মগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসম্বন্ধে আলাপ হয়। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আবার আলাপ আরম্ভ হইয়া, ৮॥ টা হইতে ১১॥ টা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা কথোপকথন চলে। উভয় পক্ষই আলাপে আনন্দিত হন। এই আলাপ হইতে "ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে—ঈশা কে?" এই বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া কেশবচন্দ্র প্রয়োজন মনে করেন। টাউনহলে এই বক্তৃতা উপলক্ষে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। লর্ড বিশপ, আর্চডিকন বেলি, ফাদাব রিভিংটন প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার সার আমরা নিজে সংগ্রহ না করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বের (১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক) সংবাদস্তম্ভে তৎকালে যে সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দিতেছি:—"বাহ্যে দেখিতে ইংলণ্ডীয়গণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্তু ফলে ভারতবর্ষীয়গণের হৃদয় রাজপুরুষগণকর্ত্তৃক শাসিত নহে, খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। খ্রীষ্ট বিদেশীয় বা বিজাতীয় নহেন, তিনি আসিয়ার লোক এবং ধর্ম্মে তিনি ভারতের আর্য্যমহর্ষিশ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বথা আত্মোচ্ছেদ সাধন করিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত; তাঁহার কার্য্য, তাঁহার কথা তাঁহার নহে, ঈশ্বরের। তিনি ঈশ্বরাবতাব নহেন; ঈশ্বরের সন্তানাবতার। তিনি পরম যোগী, আহার, পান, ভোজন, গমন, আলাপ প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারিক সময়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত সংযুক্ত। এই যোগে তিনি প্রাচীন ঋষিগণের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তিনি আপনাকে সর্ব্বথা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরে আরোপ করিতেন। তিনি ভূতকালে বর্ত্তমানের ন্যায় ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন, বিশ্বাস করিতেন। কেন না, তিনি সুস্পষ্ট চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন যে, স্রষ্টার মনে যেমন সমুদায় সৃষ্টি, তেমনি তাঁহার মঙ্গলভাবে পরিত্রাণের বিধান

এবং সেই বিধানের লোক তাঁহারই বক্ষে অনাদিকাল হইতে নিদ্রিত ছিল। খ্রীষ্ট তাঁহার শোণিত ও মাংস ভোজন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া যান। তাহার অর্থ এই যে, তিনি আপনাকে আর কিছু মনে করিতেন না, সেই পুত্রভাব, যে পুত্রভাবে তিনি অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের বক্ষে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে পান ভোজন করা এবং তাঁহার নিত্যভাবে অবস্থিতি করা তিনি এক মনে করিতেন।"

"ঈশা কে" এই বক্তৃতায় নূতন আন্দোলন

এই বক্তৃতায় নূতন আন্দোলন সংসৃষ্ট হইল। অবশ্য এ আন্দোলন খ্রীষ্টকে লইয়া। প্রতিবাদকারিগণ কোথায় কি এ বক্তৃতাসম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা অনুকূল ছিলেন, তাঁহারা প্রতিকূল হইলেন কি না, ইহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে। কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতাদানের পরে কয়েকটি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন। তন্মধ্যে তাঁহারই বিচ্ছেদ বিশেষ ক্লেশকর, যিনি নরপূজার অপবাদের সময়ে 'ভক্তিবিরোধীদিগের আপত্তিখণ্ডন' লিখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এত দিন তাঁহারা জানিতে পান নাই। এখন তাঁহারা দেখিলেন যে, খ্রীষ্টবাদিগণ সহ খ্রীষ্টসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের অনেকটা মিল! এমন কি, বিজাতীয় ভাবে তিনি খ্রীষ্টের একান্ত পক্ষপাতী, কৃষ্ণাদির প্রতি উপেক্ষাশীল, ইহাই তাঁহাদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলেন এবং ছাড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের দিক্ অধিক পরিমাণে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আর কিছু না হউক, তাঁহাদের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান হইল। এ দিকে খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতাদান অসময়ে হইয়াছে। কেন না এখনও খ্রীষ্টসম্পর্কীয় সমুদায় ভাব তাঁহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। এখন তিনি মধ্যপথে আছেন, এখানেই তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না। হয় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পশ্চাদ্গমন করিতে হইবে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, অথচ খ্রীষ্টকেও ত্যাগ করিতে পারেন না; তিনি আপনাকে হিন্দু বলেন না, অথচ ভক্তি ও যোগ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। ভেলিনিউসের মত এই, ভাবের অপরিপক্কাবস্থায় কেশবচন্দ্র এ বক্তৃতা দিয়া ভাল করেন নাই; হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম

সকলকেই এতদ্দ্বারা তিনি অসন্তুষ্ট করিলেন মাত্র। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ঈশা কে?" এ আর একটা নূতন প্রশ্ন কি? স্বয়ং খ্রীষ্টই যে শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মানবতনয়কে লোকে কি বলে?' যখন পিটার বলিলেন, তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন; কেবল সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা নহে, তাঁহাকেই শৈল করিয়া তদুপরি মণ্ডলী-স্থাপনে অঙ্গীকার করিলেন।

ঈশাসম্বন্ধে আর্চডিকন বেলির মতের সঙ্গে কেশবের মতের পার্থক্য

এই বক্তৃতার পর আর্চডিকন বেলি সেণ্টজনের চার্চ্চে 'খ্রীষ্ট কে?' এই বিষয়ে উপদেশ দেন এবং এই উপদেশে কেশবচন্দ্রের মতের সঙ্গে কোথায় ঐক্য, কোথায় প্রভেদ, প্রদর্শন করেন। কেশবচন্দ্রেব মতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে ভাবরূপে বিদ্যমান ছিলেন; পৃথিবীতে ঈশ্বরেব সহিত যোগে একীভূত হইয়াছিলেন, মৃত্যু অন্তেও সেই যোগেই অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাব মতে, তিনি ব্যক্তি-রূপে ছিলেন; ঈশ্বরেতে যখন ব্যক্তিরূপে ছিলেন, তখন ঈশ্বর ছিলেন, মানব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবভাব স্বীকার করিলেন; মৃত্যুর অন্তে এখন তিনি দেব ও মানব উভয় স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্যে, প্রেমে, জ্ঞানে এবং পুণ্যে খ্রীষ্টের সহিত একীভূত হওয়া খ্রীষ্টের রক্তমাংস পান ভোজন এবং তত্তদ্ভাবে জনসমাজে তাঁহার স্থিতি কেশবচন্দ্রের মত, আর্চডিকনের মতে, খ্রীষ্টের শোণিতেই মুক্তি এবং খ্রীষ্ট যেমন পলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আজও তেমনি তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, এখন তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাঁহার মণ্ডলীর জন্য সকলই করিতেছেন। খ্রীষ্টের ঈশ্বরেতে নিমগ্নভাবে স্থিতিকে আর্চডিকন বেলি হিন্দুগণের লয় ব্রাহ্মদের সহিত এক মনে করিয়াছেন এবং মৃত্যু অন্তে খ্রীষ্টের আর অস্তিত্ব নাই, কেশব-চন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ভ্রম যে কেবল তাঁহারই হইয়াছিল, তাহা নহে, অপর কাহারও কাহারও তাদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল। এক জন মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্য পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই তিনি উহা শুনিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে প্রাচ্য খ্রীষ্ট ভারত-বর্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা করাতে, কোন কোন খ্রীষ্টবাদী এই বলিয়া প্রতিবাদ

করেন যে, খ্রীষ্ট প্রাচ্যও নহেন, প্রতীচ্যও নহেন, তিনি সকল দেশ ও সকল কালের জন্য। এ সম্বন্ধে বেরিলির খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক স্কট সাহেব বিশেষ আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনে, পাশ্চাত্য খ্রীষ্টই বা কি, প্রাচ্য খ্রীষ্টই বা কি, ইহা বিশেষ ভাবে মিরার প্রদর্শন করেন।

ঈশার প্রতি অনুরক্তিতে ইংলণ্ডের বিশেষ বন্ধু বয়সি সাহেবের সঙ্গে কেশবের বিচ্ছেদ

এ সমুদায় আন্দোলন সামান্য বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ইংলণ্ডের বয়সি সাহেব যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহা নিতান্ত ক্লেশকর। খ্রীষ্টের প্রতি কেশবচন্দ্রের অনুরক্তি অনেক দিনের বন্ধু বয়সি সাহেবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল ; ইহা কেনই বা হৃদয়বিদারক হইবে না ? এই আক্রমণ কেশবচন্দ্রের পক্ষে কি প্রকার মর্ম্মচ্ছেদী ছিল, মিরারের এই লেখাতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে :—

"ব্রাহ্মগণের নেতা দুর্ভাগ্য চন্দ্র সেনের প্রতি আর একটি বাণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার আর বিরাম নাই, তাঁহার ক্ষত আরাম হইবে, আশা করা যাইতে পারে না। গত দশ বৎসব তাঁহার নগ্ন পৃষ্ঠে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি বাণ পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আরও অনেকগুলি পড়িবে। এত অনেক প্রকারের বিরোধী ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি! আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, তিনি কেন বৎসরে বৎসরে যথেচ্ছ নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত, নিন্দিত, ভৎর্সিত ও নির্য্যাতিত হন। আমাদের আশ্চর্য্য না হওয়াই চাই। কতক লোক ঘৃণা বহন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেন। লোকের অপ্রিয় হওয়া তাঁহাদের নিয়তি। তাঁহারা ভালমন্দ যাহা বলুন, তাহাতেই তাঁহাদের নিন্দা ও ভৎর্সনার অধীন হইতে হইবে। যদি তাঁহারা শুধরাইতে যান, তাহাতে কেবল আরও মন্দ হয়। এ সময়ে অতিরিক্ত গ্লানিভাজন ব্যক্তির উপরে এই সকল পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আমরা সমর্থনও করি না, দূষিও না, আমরা কেবল এগুলিকে অপরিহার্য্য মনে করি। আচার্য্যও এ সকলেতে অবসন্ন হইবার নহেন। তিনি অনেক বড় বড় পরীক্ষায় বাঁচিয়া আছেন,' সম্ভবতঃ আরও যে সকল পরীক্ষা আসিবে, তাহাতেও বাঁচিয়া থাকিবেন। এবার বয়সি সাহেবের পালা। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি নিতান্ত প্রবলভাবে এবং অতিরিক্ত উৎসাহ-সহকারে খ্রীষ্টের উপরে

আচার্য্যের বক্তৃতা আক্রমণ করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি প্রবল ভাবাধীন হইয়াছেন বলিয়াই, অতি তেজের সহিত যেন রুদ্রভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের প্রবন্ধ রুদ্রভাব উদ্দীপন করে না। প্রথম কারণ এই, তিনি কোন ব্যক্তিগত অসদ্ভাব হইতে লেখেন নাই। দ্বিতীয় কারণ, আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই; না বুঝিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আচার্য্যের অবধারণ স্পৃষ্টও হয় নাই।

আচার্য্যের কথা না বুঝিয়া বয়সি সাহেবের আক্রমণ

বয়সি সাহেব না বুঝিয়া আক্রমণ করিয়াছেন কিনা, এখন দেখা যাউক। "আমি এবং আমার পিতা এক" খ্রীষ্টের এই উক্তিকে উচ্চতম আত্মত্যাগ বলিয়া কেশবচন্দ্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে বয়সি সাহেব বলেন, "এই সকল কথার আমরা যে অর্থ করি, এ অর্থ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। আত্মাভিমানপ্রকাশের উচ্চতম প্রকার ভিন্ন আমাদের নিকট এ কথাতো আর কিছুই বুঝায় না। ঈশ্বরের সহিত কেবল সমতুল্যত্ব নয়, তিনি যাহা, আপনিও তাহা, এইরূপ অধিকার-স্থাপন নিরতিশয় অহঙ্কৃত ভীষণ আত্মাভিমানের কার্য্য। এরূপ অধিকারস্থাপনে যত্ন উন্মত্তালয়ের প্রাচীরের বাহিরে কখন করা হয় না।" কেশবচন্দ্র অর্থব্যাখ্যানস্থলে যাহা বলিয়াছেন, বয়সি সাহেব তাহার সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে আত্মাভিমান নহে, ঈশার অতিমাত্র বিনয়ই প্রকাশ পাইত। আমি চিন্তা করি, আমি ধর্ম্মপ্রচার করি, আমি ঠিক খাটি লোক ইত্যাদি আমির প্রাধান্য সর্ব্বত্র; খ্রীষ্ট সেই আমিকে উড়াইয়া দিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আমি কিছু করি না, আমার ভিতর দিয়া প্রভু সম্দায় করেন, ইহাই নিয়ত বলিতেন। ইহা কখনও আত্মাভিমান নহে, সর্ব্বোচ্চ অভিমানত্যাগ। "এব্রাহিম ছিলেন, তাহার পূর্ব্বে হইতে আমি আছি" এই কথা সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যানাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কতকটা উদ্ধৃত করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, "যাঁহারা পাদ্রী হইবার প্রার্থী, বিশপগণ তাঁহাদের নিকট এ অপেক্ষা আর কি বেশী চান, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি আমি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ঠিক বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রধানতঃ খ্রীষ্টের এই সকল ভীষণ অভিমানাত্মক মতপরিগ্রহের কারণেই

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ইহার কতকটা অবহেলা।” বয়সি সাহেব, কি ভাবে কি অর্থে কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের অনাদিকালস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন, তৎপ্রতি কেন যে দৃষ্টি করেন নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। মনে হয়, এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার মন এমনই আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, ব্যাখ্যানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, “তখন তিনি কিরূপে স্বর্গে ছিলেন? ভাবরূপে, জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে, যে বিধান হইবে তাহার পূর্ব্বভাবরূপে, জীবনের বিশুদ্ধতারূপে, স্থূল নয় সূক্ষ্মাকারে, অনাবিষ্কৃত আলোকাকারে। এই আকারে খ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে পিতার বক্ষে ছিলেন। এই ভাবে আপনাকে দেখিয়া, খ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে আপনার স্থিতি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার পার্থিব জীবনের আরম্ভ ছিল, কিন্তু তাঁহার দেবভাবাপন্ন জীবনের আরম্ভ থাকিতেই পারে না। শুদ্ধতার নিশ্চয়ই আরম্ভ নাই, জ্ঞানের আরম্ভ নাই, প্রেমের আরম্ভ থাকিতে পারে না, সত্যের স্থিতির কখনই আরম্ভ হইতে পারে না। এ সকল অনাদি কাল হইতে ঈশ্বরে অবস্থিত। যাহা কিছু ভাল ও সত্য, তাহা ঈশ্বরের সহিত সমকালিক। যদিও মানবখ্রীষ্ট জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতরে যাহা কিছু দেবভাব ছিল, তাহা অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরেতে ছিল। ফলতঃ খ্রীষ্ট আর কিছুই নহেন, ঈশ্বরেতে পূর্ব্ব হইতে যে ভাব ও অনুভাব ছিল, পৃথিবীতে তাহারই প্রকাশ।” পিতা ও তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে বিশুদ্ধতার যে স্বরূপাংশের সম্বন্ধ, সেইটিকে ঈশ্বর মানবাকার দান করিলেন, অবতারবাদের এই অংশ উপলক্ষ করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, “এক সময়ে যিনি সত্য ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন, তিনি এখন পৌত্তলিকগণের দলে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন, খ্রীষ্ট (ঈশ্বর নন) ‘পৃথিবীর সত্যালোক’।” এ কথার প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন, কেন না বয়সি সাহেব কেশবচন্দ্রের এ বক্তৃতা বা অন্য কোন বক্তৃতা হইতে এমন কোন কথা উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। বয়সি সাহেব বলিতেছেন, “তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া উত্থান, খ্রীষ্টের শোণিতমাংসপানভোজনরূপ সাধুশোণিতমাংসপানভোজন মত, স্বর্গে আরোহণ, জীবিত ও মৃতগণের বিচারের জন্য খ্রীষ্টের পুনরাগমন, তিনি কিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সময় থাকিলে উদ্ধৃত কথা দ্বারা দেখাইতে পারিতাম।” কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, “দুই সহস্র বর্ষ হইল, প্রস্তরের

নিম্ন হইতে মৃত খ্রীষ্টকে বাহির করিবার জন্য লোকে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরমাত্মা অলৌকিক ভাবে প্রস্তর সরাইয়া দিয়াছেন, এবং খ্রীষ্ট সেখানে নাই। প্রস্তরের নিম্নে সমাহিত মৃত খ্রীষ্টের ন্যায় পৃথিবীতে তিন দিন থাকিতেও খ্রীষ্ট সম্মত হন নাই; তাই ঈশ্বর খ্রীষ্টকে আপনার নিকটে লইয়াছেন এবং পৃথিবীতে যাহারা মৃত খ্রীষ্ট অন্বেষণ করিয়াছে, তাহাদিগকে চিরকালই নিরাশ ও পরাভূত করিয়াছেন। এখন খ্রীষ্ট তবে কোথায়? খ্রীষ্টীয় জীবনে এবং আমাদের চারিদিকে যে সকল খ্রীষ্টীয় প্রভাব বিদ্যমান, তাহাতে তিনি স্থিতি করিতেছেন।" এই অংশ পাঠ করিয়া কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন যে, কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া খ্রীষ্ট উত্থান করিয়াছেন? শোণিতমাংসপানভোজনের ব্যাপার যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, তাহা কি ঐ বক্তৃতায় স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই? এ অংশের অর্থ কি?— "খ্রীষ্টকে আহার, খ্রীষ্টের শোণিতপান লোকে কি প্রকারে করিবে? এক ভাবে কেবল উহা সম্ভবপর। পূর্ব্বেই ভাবতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অভেদ-ভাবে। যাঁহারা সম্যক্ বিশ্বস্ততা সহকারে ঈশাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সত্যেতে, প্রেমেতে, জ্ঞানেতে এবং পবিত্রতাতে ঈশার সহিত অভিন্ন হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের সহিত এক ছিলেন, অপরেও তাঁহার ও ঈশ্বরের সহিত তেমনি এক হইবেন। তিনি চাহিতেন যে, এইরূপে নিত্যকাল সকলে পুণ্য পবিত্রতার জীবন ও ঈশ্বরেতে আনন্দ সম্ভোগপূর্ব্বক স্বর্গের গৌরবে একত্র বাস করিতে পারেন।" বিচার-সম্বন্ধে বয়সি সাহেব যে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন, উহা 'কতকগুলি বিশেষ কথা' এই শীর্ষক অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক নিবন্ধবিভাগ (১৩৬৭ পৃঃ) পাঠ করিলেই সহজে নিরসন হইবে। খ্রীষ্টানগণ যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল মতের নূতন ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কেশবচন্দ্র যদি মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত হইয়াছেন, এই অপবাদ তাঁহার ইংলণ্ডবাসী বন্ধুহস্তে লাভ করিয়া থাকেন, তাহাতে আর আক্ষেপ করিবার বিষয় কি আছে? খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত সম্প্রতি বিরোধ করিয়া যিনি বাহির হইয়া আসিয়াছেন, এবং সে ধর্ম্মের প্রাচীন সংস্কারগুলি যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে আজও সম্যক্ অন্তর্হিত হয় নাই, তিনি নূতন ব্যাখ্যাকেও প্রাচীন ব্যাখ্যার সহিত এক করিয়া ফেলিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্রকে এক দিন চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের পাদরি,

ওয়েস্‌লিয়ন মেথডিষ্ট, অথবা এক জন কার্ডিনাল হইতে দেখিবেন বলিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার কথা নয় বলিয়াই পূর্ণ হয় নাই। ভ্রাতা বয়সি যে অস্থানে রুদ্রভাবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আজ তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি না, কে জানে? খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার ভাব আজও যখন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তখন সে রুদ্রভাবের প্রশমন হইয়াছে, কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? খ্রীষ্টকে লইয়া আন্দোলন কেশবচন্দ্রকে পশ্চাদ্দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই, নবভাবে নবসত্যে তাঁহাকে অগ্রসরই করিয়া দিয়াছে, খ্রীষ্টসম্বন্ধে পরসময়ে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফাদার রিভিংটনের প্রতি বিদায় অভিনন্দন

ফাদার রিভিংটন সহ আলাপের পর এই বক্তৃতা হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এস্থলে একথাও বলা সমুচিত যে, কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টের প্রতি যেরূপ সমাদর, তাঁহার অনুযায়িগণের প্রতিও সেইরূপ হৃদয়ের অনুরাগ। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সকল বিষয়ে মতে মিলিতে পারিতেন না সত্য, কিন্তু মতভেদ সত্ত্বেও খ্রীষ্টের নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকটে অতিপ্রিয় ছিলেন। ফাদার রিভিংটনকে বিনাভিনন্দনে তিনি কি করিয়া বিদায় দিতে পারেন? এই অভিনন্দন-প্রদানোপলক্ষে, ২৬শে এপ্রেল (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, আলবার্ট হলে প্রায় দুই শত যুবক মিলিত হন। অভিনন্দন অর্পণের পূর্ব্বে ফাদার রিভিংটন আখ্যায়িকাচ্ছলে বক্তৃতা দেন। ধর্ম্মজীবনে শৈথিল্য উপস্থিত হইলে কি প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয়, সাহসহীনতা কি প্রকার অনিষ্টকর, গতিক্রিয়া কিরূপ নিষ্ফলপ্রয়াসজনক, সর্ব্বদা জাগ্রৎ সাবহিতভাব কি প্রকার ইষ্টফলদ, আখ্যায়িকাচ্ছলে তিনি এইটি উপস্থিত যুবকগণকে অতি মধুরভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যুবকবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার দিলে, তিনি যে একটি আখ্যায়িকা এবং একটী প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"এক-জন প্রসিদ্ধ কারু একটী বৃহৎকায় প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। প্রতিমাটী এত বৃহৎ ছিল যে, না তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করি-বার সম্ভাবনা ছিল, না তাহার দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবনা ছিল। শিল্পনৈপুণ্য

বুঝিতে অক্ষম অথচ তাহার দোষদর্শী এক ব্যক্তি বলিল, মূর্ত্তিটী সুন্দর বটে, কিন্তু যদি উহা কখন মস্তকোত্তোলন করে, সমুদায় গৃহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ইহাতে কারু উত্তর দিল যে, এমন উপাদানে মূর্ত্তিটী গঠিত হয় নাই যে, উহা কখন মস্তক উত্তোলন করিবে। উপসংহারকালের প্রকৃত ঘটনাটী সকলেরই স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। আমেরিকা দেশের একজন উপদেষ্টা স্বীয় শিশুসন্তানকে ঊর্দ্ধে একটি তাকের উপরে রাখিয়া ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাহুতে নিপতিত হইতে বলেন। বালক নিম্নদিকে তাকাইয়া ঝম্প প্রদান করিতে সাহসী হয় না। তৎপরে তিনি নীচের দিকে না তাকাইয়া,তাঁহার নয়নের দিকে তাকাইয়া ঝাঁপ দিতে বলেন। বালক তাহাতে অনায়াসে ঝাঁপ দিয়া তাঁহার বাহুতে নিপতিত হয়। পরিশেষে সেই শিশু ক্রমান্বয়ে তাঁহার বাহুতে ঝাঁপিয়া পড়িত। পার্থিব পিতার ভ্রান্তি হইতে পারে; কিন্তু স্বর্গীয় পিতার মুখে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহার নিকট দুঃসাহসের কার্য্য কি আছে?" ফাদার রিভিংটন শীতকালে পুনরায় এদেশে আসিবেন বলিয়া, সকলের আনন্দধ্বনি মধ্যে বিদায় গ্রহণ করেন।

৬৬

বসন্তোৎসব ও নববর্ষ

বসন্তোৎসব

২৫শে ফাল্গুন (১৮০০ শক ; ৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, পূর্ণিমাতিথিতে বসন্তোৎসব হইবার প্রস্তাব হয়। সে দিন কেশবচন্দ্র জ্বরে আক্রান্ত হন, এজন্য উৎসব করিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্রের উৎসবতৃষ্ণা অতি প্রবল। বসন্তোৎসবের বিশেষ ভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকৃত রহিয়াছে, সুতরাং সে উৎসব সম্পাদন না করিয়া তিনি কি নিরস্ত থাকিতে পারেন ? ২৪শে চৈত্র (১৮০০ শক ; ৬ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃঃ), রবিবার, পুনরায় বসন্তোৎসব করা স্থির হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক) উৎসবের সংবাদ এইরূপে নিবদ্ধ কবিয়াছেন, "বিগত ববিবার পুনর্ব্বার বসন্তোৎসব হইয়াছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে বসন্তোৎসব যথোচিতরূপে নিষ্পন্ন হইবে, সে আশা অত্যল্পদিনের মধ্যে সিদ্ধ হইল। বেদীর সম্মুখভাগে বসন্তকালোচিত পল্লবপত্র-পুষ্পপরিশোভিত ক্ষুদ্রশাখা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, বেদীর উপরি-ভাগে পত্র পুষ্প রক্ষিত হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় সময়োচিত উদ্বোধনে সকলের মনকে উদ্বুদ্ধ করিলেন, এবং আরাধনা ধ্যান, ধারণান্তে গভীর উপদেশে, বসন্তের বিশুদ্ধ পবিত্র জীবনপূর্ণ ভাব সকলের মনে মুদ্রিত কবিলেন। বসন্তকাল সকল কালাপেক্ষা মনোরম এবং এই কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আত্মার অভ্যন্তরে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম মুদ্রিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যের বিকৃত হৃদয় এই কালকে কুৎসিতভাবের অভিব্যঞ্জক করিয়াছে। এই দোষ-নিরাকরণের জন্য বসন্তোৎসবের অভ্যুদয় হইল……।" বসন্তোৎসব ও শারদীয় উৎসবে প্রভেদ কি, কেশবচন্দ্রের এই কয়েকটী কথায় অতি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। "ব্রাহ্মগণ, ইহা কি কখনও তোমাদের মনে হয় নাই যে, পৃথিবীতে একখানি স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসন্তকালকে প্রেরণ করেন ? বাছা বাছা সুন্দর জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল

আসেন। বসন্তোৎসবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌশলে গৃহস্থের ঘরে কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান্য, অন্ন এবং লক্ষ্মীশ্রী সঞ্চিত হয়, এ সকল চিন্তার বিষয় ছিল, কিন্তু বসন্তোৎসবে কেবল সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতেছি। আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ সুখবাদীর আনন্দোৎসব। সে দিন ছিল সংসারের সুখ, আজ হইল হৃদয়ের আনন্দ। সে দিন ধনধান্য এবং আহারের কথা, আজ হইতেছে ভক্তির উল্লাসের কথা। ক্ষুধানিবারণের জন্য বিধাতা ফল শস্য রচনা করিলেন, কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিলেন কেন? রাত্রে কেবল আলোক দেওয়া যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে তেজোময় কতকগুলি সূর্য্যকে আকাশে রাখিয়া দিলেই হইত, সুশীতল চন্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল? এ সকল প্রশ্নের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে ভালবাসেন। আর কোন যুক্তি নাই, আমাদিগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্যই তিনি এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচনা করেন। তিনি বায়ুকে এত সুমিষ্ট করেন এবং সমস্ত প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে পূর্ণ করেন। তিনি ভক্তদিগকে জানাইতে চাহেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আরও কিছু দিতে চাহেন। অন্ন এবং আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী, যাহা আমাদের প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে অধিক দিতে চাহেন। এই জন্য তিনি পৃথিবীতে এমন সুন্দর বসন্ত ঋতুকে প্রেরণ করেন। ইহা তাঁহার প্রেমের ক্রীড়া, ইহা তাঁহার আনন্দের লীলা।"

এই বসন্ত ঋতুকে যাহারা অপবিত্র আমোদের সহিত সংযুক্ত করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া নিত্য বসন্তোৎসবসম্ভোগের প্রণালী এইরূপে কেশবচন্দ্র ব্যক্ত করেন:—"ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এই বাহিরের বসন্ত আমাদিগের মনের বসন্ত হউক। মনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের চিরবসন্ত, চিরসৌন্দর্য্য সম্ভোগ করি। বাহিরের ফুল, বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না, কিন্তু হৃদয়ের ভক্তিফুল, হৃদয়ের প্রেমচন্দ্র, হৃদয়ের পুণ্যহিল্লোল চিরকাল থাকিবে। ফুল, চন্দ্র, বায়ু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটি সখা চাই, হৃদয়নিকুঞ্জবনে সেই সখাকে লইয়া সুখী হইব। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মদিগের এই আন্তরিক নিত্য বসন্তোৎসব গ্রহণ করুক। যতই এই অধ্যাত্ম বসন্তোৎসবে মত্ত হইব, ততই

চিত্ত শুদ্ধ হইবে।” কেশবচন্দ্র এই উৎসবে একটী গন্ধরাজ পুষ্প হস্তে লইয়া, উহাকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেগুলি আজও যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার সেই কথা যেরূপ তৎকালে উদ্ধৃত হইয়াছিল, সেইরূপ সেইগুলি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—“আহা, ঈশ্বরের হস্তের ফুল কি পবিত্র !! প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধরাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র বলিলাম। বল দেখি, ভাই, তোমাকে ঈশ্বর সৃজন করিলেন কেন ? তোমার দলের ভিতরে সেই আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন। তুমি তাঁহারই, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার পিতার হাতের রচিত তুমি, তোমাকে আমার অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে যিনি রচনা করিয়াছেন, আমি তাঁহার আরাধনা করি, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করি, এই বলিয়া কত গর্ব্বিত হই ; কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি কখন অহঙ্কার কর না, তুমি কখন গর্ব্বিতভাবে কাহাকেও উপদেশ দেও না। তুমি কেবল প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হইয়া সমস্ত দিন সুগন্ধ দান কর। তোমার আড়ম্বর নাই, তুমি নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার সৌরভ বিস্তার কর ! তোমার জ্ঞান নাই, আমি যে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি শুনিতে পাও না; আমি যে তোমাকে কত আদর করিতেছি, তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না; তথাপি তুমি আমার গুরু হইলে। তুমি বড় সুন্দর, কিন্তু তুমি দর্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও অহঙ্কারী হও না। তোমার সহস্রভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য্য যদি আমার থাকিত, আমি কত গর্ব্বিত হইতাম। তুমি আমার যদি হও, তোমার কোমল দলের ভিতর নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি দর্শন করিব। গন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত কোমল ও লাবণ্যযুক্ত হয়, তুমি এইরূপ শিক্ষা দাও।” উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, “ব্রাহ্মগণ, খুব গভীরভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ কর, যত জাতীয় পুষ্প আছে, সকলের নিকটে পবিত্রতা এবং কোমলতা শিক্ষা কর ; তাহা হইলে তোমরা সহজে অতীন্দ্রিয় পুষ্পসকলের সৌন্দর্য্যরসে মগ্ন হইতে পারিবে। বাহিরের বসন্তের তাৎপর্য্য বুঝিলে, অন্তরের চিরবসন্ত দেখিয়া প্রমত্ত হইবে। যে দয়াময় সুধাময় পরমেশ্বর এই বসন্তোৎসব প্রেরণ করিলেন,

তিনি চিরকালের জন্য আমাদিগকে তাঁহার অধ্যাত্ম বসন্তোৎসবে মত্ত করুন।"

নববর্ষে অনেকের দীক্ষাগ্রহণ

নববর্ষোপলক্ষে ১লা বৈশাখ (১৮০১ শক) (১৩ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ) মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। বর্ষের প্রথমে পঞ্চাশৎ জন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কেশবচন্দ্র অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাঁহার অভিলাষ কেন অপূর্ণ থাকিবে? নরনারীতে ৪৮ জন দীক্ষাগ্রহণার্থী হয়েন। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক) এই সংবাদটি এই প্রকারে দিয়াছেন :—"গত ১লা বৈশাখ (১৮০১ শক), নববর্ষ উপলক্ষে মন্দিরে দুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল। সে দিন পঞ্চাশ জন লোক উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, আচার্য্য মহাশয় এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ৪৮ জন দীক্ষার্থী হইয়া আবেদন করেন। তন্মধ্যে ৮ জন মহিলা ছিলেন, তাঁহারা মধ্যাহ্ন সময়ে কমলকুটীরে উপাসনালয়ে যথারীতি দীক্ষিত হয়েন; রজনীযোগে উপাসনান্তে মন্দিরে অপর সকলে বেদীর সম্মুখে দীক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন পীড়ার জন্য, দুইজন উৎপীড়ন পরীক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া, আর দুই জন অজ্ঞাত কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দীক্ষিতদিগের মধ্যে কলেজ স্কুলের কতিপয় উৎসাহী যুবা ছাত্র, এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, কয়েক জন অধিকবয়স্ক কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ছিলেন। তন্মধ্যে দুই একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্ম দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল ভদ্র ব্রাহ্ম-দিগের সঙ্গে আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব পুরাতন ভৃত্যও সে দিন দীক্ষিত হইয়াছে। দীক্ষার্থীদিগের জন্য সম্মুখস্থ সমুদায় আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহাদের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ অত্যন্ত তেজোময় ও উৎসাহকর হইয়াছিল।" দীক্ষিতগণ বেদীর সম্মুখস্থ আবেষ্টিত অবকাশস্থানে বেদীর নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হন। উপাধ্যায় প্রতিদীক্ষার্থীকে আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত করেন এবং দীক্ষাকার্য্যে আচার্য্যের সাহায্য করেন। প্রতিদীক্ষার্থীর অঙ্গীকারপত্র-পাঠান্তে আচার্য্য কর্ত্তৃক আশীর্ব্বচন উচ্চারিত হয়। দীক্ষাকার্য্যে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় অতিপাত হইয়াছিল। দীক্ষিতগণের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ বিনা আর এ দিন স্বতন্ত্র উপদেশ হয় না। দীক্ষিতা ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি এবং দীক্ষিত ব্রাহ্মদিগের

প্রতি (সন্ধ্যায) কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, যথাক্রমে আমরা তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দীক্ষিতাদিগেব প্রতি উপদেশ

"...পরম পিতা তোমাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাব ঘরে যাইতে ডাকিতেছেন, তোমরা সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ কর। তাঁহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেই ঘরে গিয়া তোমরা প্রতিজনে আপন আপন স্থান গ্রহণ কর। সতী হও, শুদ্ধ হও, সুখী হও। ব্রাহ্মিকা হইয়া আপন আপন পরিবার মধ্যে সত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শান্তি বিস্তার কর।...ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা আজ দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহা পালন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে। তোমরা প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পূজা করিবে। তোমরা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। বাগ প্রভৃতি মনের যত প্রকাব কুৎসিত ভাব, সমুদয় জয় করিবে। ঈশ্বরের পূজা সেবা করিয়া নারী কিরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, তোমরা জগৎকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন সুখের আশা পরিত্যাগ কবিয়া, সর্ব্বদা নির্ম্মল সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা এত দিন যাহা ছিলে, এখনও তাহাই রহিলে, কদাচ এরূপ মনে করিও না। পবিত্র পবমেশ্বরেব কাছে তোমরা যে শুদ্ধব্রত গ্রহণ করিলে, তাহাতে দেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হয়। .....সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকাদিগের ন্যায় তোমরা সংসার করিও না, নির্ব্বিকার-মনে, শুদ্ধভাবে তোমরা সংসার করিবে। কি ভৃত্য, কি বড়লোক, সকলেরই সেবা কবিবে। ব্রহ্মকন্যা আজ বিশেষরূপে ব্রহ্মদাসী হইলেন। দাসীব্রত পালন করিলে পুণ্য হইবে, সুখ শান্তি পাইবে। শান্তি শান্তি শান্তি বলিয়া, তোমরা সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদযের ভূষণ করিবে। সকল অপেক্ষা ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরকে বড় জানিয়া, তাঁহার পবিত্র সহবাসে নির্ম্মল সুখ শান্তি লাভ করিবে। আরাম এবং তৃপ্তির জন্য আর কাহারও নিকটে যইাবে না। তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া ইহলোক পরলোক চিরকাল ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ

কর এবং তোমাদের প্রিয় যাঁহারা, তাঁহাদিগের ও সমস্ত জগতের কল্যাণ কর।"

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ

"ব্রহ্মসন্তানগণ, আজ তোমরা যথারীতি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মপরিবারে সম্বদ্ধ হইলে। যে নির্জীবভাবে দীক্ষিত হয়, সে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। অতএব ঈশ্বর চাহেন, আমি চাই, ব্রাহ্মসমাজ চাহেন যে, তোমরা ব্রহ্মাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়া, অপ্রতিহত যত্নের সহিত অঙ্গীকার ব্রত পালন করিবে। আর অপবিত্র হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। যে ব্রত ধরিলে, প্রাণের সহিত সেই ব্রত পালন করিবে। মৃত্যু যদি সমক্ষে আসিয়া ভয় দেখায়, পৃথিবীর সকল লোক যদি শত্রু হইয়া খড়্গহস্ত হয়, তথাপি ব্রত ভঙ্গ করিবে না। কি ব্রত? ভক্তিব্রত, পুণ্যব্রত। পাপ ছাড়িবে, শুদ্ধ হইবে, সুখী হইবে।·· ব্রহ্মভক্ত কেমন, ব্রহ্মযোগী কেমন, ব্রহ্মসেবক কেমন, তোমাদের সকলে যদি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার, ভারতভূমি উদ্ধার হইবে।··· তোমরা আর পৃথিবীর লোক রহিলে না। তোমাদের হস্তে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্গরাজ্য আসিল, তোমাদের গলায় আজ অমূল্য দয়ালনামের মালা পড়িল। তোমরা আজ স্বর্গের সুখসাগরে ভাসিলে। আজ দয়াময় 'মা ভৈঃ' 'মা ভৈঃ' বলিয়া তোমাদিগকে আশ্বাসবাক্য বলিতেছেন। তোমাদের গতজীবন বিনাশ করিয়া, তিনি আজ তোমাদিগকে নবজীবন দিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ভক্ত, যোগী, ঋষি, সচ্চরিত্র সাধু লোক করিবেন। তোমরা সরলহৃদয়ে কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদিগের সহায়। আর তবে তোমাদের ভয় ভাবনা নাই, সকলে গান কর:—'চল ভাই সবে মিলে যাই, সেই পিতার ভবনে—'।"

নববর্ষে প্রাতের উপদেশ—"ভবিষ্যতের সন্তান"

আমরা এখন পর্য্যন্তও নববর্ষের উপদেশ সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। "বিশ্বাস আশাতে বাস করে" "ভবিষ্যৎ উহার বাসগৃহ" কেশবচন্দ্র প্রকৃত বিশ্বাসগ্রন্থে এই যে লিখিয়াছেন, তাহা এই উপদেশে যেমন সুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে,

এমন আর কোথাও হয় নাই। আমরা সমুদয় উপদেশটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, কিন্তু এরূপে গ্রন্থ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া, উহার কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—"প্রথমে অসৎ, পরে সৎ, ক্রমে সত্য, সর্ব্বশেষে সত্যরাজ্য। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কালসমুদ্রের স্রোতে ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া দৌড়িতেছে। এক বৎসর চলিয়া গেল, এই এক বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল ; সকল চলিয়া যায় ; কিন্তু মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যতের সন্তানের নাম মনুষ্য। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, যতই পশ্চাতে যাইতেছ, ততই অন্ধকার, এবং যতই সম্মুখে যাইতেছ, ততই আলোক। এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পূর্ব্বদিন কি ছিলে, এবং মাতৃগর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বে কি ছিলে, যতই এ সকল ভাবিবে, দেখিবে, যতই ভূতকালে যাইবে, ততই অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যতে সমক্ষে আলোক।······ঘোরান্ধকার মধ্যে মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া ভৌতিক আলোক দেখিলাম ; কিন্তু তখনও পশু পক্ষীর ন্যায় জ্ঞানহীন ছিলাম, পরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির আলোক দেখিলাম। তাহার পরে যখন ধর্ম্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলাম, তখন ধর্ম্মের আলোক আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিল। অন্ধকার মধ্যে অসৎ ছিলাম, এখন চক্ষের আলোক, মনের আলোক, আত্মার আলোক, এই ত্রিবিধ আলোক দেখিলাম। ঘোরান্ধকারের ভিতরে জন্মিয়া সূর্য্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক, ধর্ম্মের আলোক দেখিলাম; ভবিষ্যতে আরও কত আলোক দেখিব, কে বলিতে পারে?······আমাদের ভবিষ্যতের আশা অতি প্রশস্ত আশা। আমরা ছিলাম না, সত্য হইয়াছি, পূর্ণ সত্য এবং সত্যরাজ্য আমাদের সমক্ষে। যেমন যতই পশ্চাতে যাই, ততই অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকার আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে, তেমন যতই ভবিষ্যতের দিকে যাই, ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোক আমাদিগের চিত্ত রঞ্জিত করে। পশ্চাতে যত যাইব, মরণের অবস্থায় পড়িব ; ভবিষ্যতের দিকে যত যাইব, মরণের সম্ভাবনাও ভাবিতে পারিব না। এখন অল্প অল্প সত্য শিখিতেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে পূর্ণ সত্য শিখিয়া নিত্যকালের সত্যরাজ্যে বাস করিব।······ সেই ভবিষ্যতের সত্যরাজ্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিরোধ, পাপ তাপ থাকিবে

না; সকলেই সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়া, ঠিক যেন একখানি আত্মা এবং একখানি মনুষ্য হইবে। সত্যের জয় হইবে, সত্যবাদীর দল ক্রমশঃ প্রবল হইবে, সকলেই সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আলোক মধ্যে বিলীন হইবে। এইরূপ যতই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইব, ততই আমাদিগের আশা বৃদ্ধি হইবে। হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ছিলে? কি হইয়াছ? কি হইবে? যাহা হইবে, তাহার তুলনায়, যাহা হইয়াছ, তাহা অতি অল্প।······আমরা ভবিষ্যতের সন্তান, এই জন্য আমরা চলিয়া যাইতেছি, আমরা ভূতকালের বিষয় স্মরণ করিয়া মরিবার জন্য জন্মি নাই। যেমন পুরাতন বৎসর আত্মহত্যা করিল, নিরাশায় আমিও প্রাণত্যাগ করিব, অমৃতের সন্তান ব্রাহ্ম এ কথা বলিতে পারেন না। তাহারা ব্রাহ্ম নহে, যাহারা বলে, যতই আমাদের বয়স হইবে, ততই বল উদ্যম নিস্তেজ এবং উৎসাহ ক্ষীণ হইবে। কত ব্রাহ্ম, যাহারা আগে তেজস্বী ছিল, এখন নিরাশ হইয়া বলিতেছে, আর পৃথিবী ভাল হইবে না, আর পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার হইবে না, আর কেহ ব্রাহ্ম হইবে না, এখন ক্রমে ক্রমে পৃথিবী পশ্চাৎ দিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি ও পৃথিবীর অধোগতি হইবে। তাহাদের আপনাদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই জন্য তাহারা এরূপ নিরাশার কথা বলে।······যে ব্রাহ্ম দুঃখিত অথবা যিনি নিরাশার কথা বলিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব নিস্তেজ, তিনি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করেন, কিন্তু বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন, তিনি সমক্ষে ঐ জ্যোতির্ম্ময় ঘরখানি দেখিতে পান। ব্রাহ্মগণ, তোমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবে, সেখানে তোমাদের চক্ষের সমক্ষে কোটি সূর্য্য দেখিতে পাইবে। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি দেখিতে পাইবে। প্রকাণ্ড হোমের অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পাপ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আর একটু দুর্গন্ধও তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না।"

কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের কেমন সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টিমধ্যে উৎকর্ষ হইতে উৎকর্ষে উত্থান দেখাইয়া ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে যে, ভবিষ্যতে যে উৎকর্ষ হইবে, তাহার সহিত বর্ত্তমানের কোন তুলনাই হয় না। যদিও সময়ে সময়ে কোন কোন স্থানে অপকর্ষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে উৎকর্ষ লুক্কায়িত ভাবে স্থিতি

করিতেছে, বিজ্ঞানবিদ্গণের ইহাই ধ্রুব প্রত্যয়। বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের উৎকর্ষের প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া, আশা ও উৎসাহের সহিত অগ্রসর হওয়া, ইহা যেমন বিজ্ঞানসিদ্ধ, তেমনি বিশ্বাসসম্মত। সত্যের জয় ও ধর্ম্মের জয়ের প্রতি নিরাশা না বিজ্ঞানসিদ্ধ, না বিশ্বাসসঙ্গত। বিজ্ঞানে যাহা প্রমাণিত হইল, তৎপ্রতি একান্ত আস্থা বিশ্বাসেরই অন্তর্গত। সুতরাং এখানে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এক হইতেছে।

৬৭

আর্য্যনারীসমাজপ্রতিষ্ঠা

"ভারতসংস্কারক সভার" বার্ষিক অধিবেশন

'আর্য্যনারীসমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিবার পূর্ব্বে 'ভাবতসংস্কারক সভার' বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই সভা এত দিন স্ত্রীজাতিব মানসিক উন্নতি-সাধনের জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিয়া আসিতেছেন, এখন তাঁহাদেব আত্মাব উন্নতি-সাধন জন্য আর্য্যনারীসমাজের প্রতিষ্ঠা। এরূপ পর্য্যায়ক্রমে অন্তর্ব্যবস্থান-সকলের অভ্যুত্থান ক্রমোন্নতির নিয়মই প্রদর্শন কবে। ৪ঠা এপ্রেল (১৮৭৯ খৃঃ) (২২শে চৈত্র, ১৮০০ শক), শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৮টাব সময়, আলবার্ট হলে 'ভারতসংস্কারক সভার' বার্ষিক অধিবেশন হয়। আর্চডিকন বেলী সভাপতিত্বে বৃত হয়েন। ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ, ফাদাব রিভিংটন, রেবারেণ্ড ডাক্তার কে, এম্, বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবারেণ্ড সি এচ, এ, ডল, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুব, মেস্তব আর, পারি, ডাক্তাব কে, পি, গুপ্ত, বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আহ্বানে সভার সম্পাদক বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর বার্ষিক বৃত্তান্ত পাঠ করেন। এই বৃত্তান্তে প্রথমতঃ সভাব উদ্দেশ্য কি, বিবৃত হয়। তৎপরে শিক্ষাবিভাগে আলবার্ট স্কুল, মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল (পূর্ব্বকাব 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল' এই নামে পবিবর্ত্তিত) ও মাদকদ্রব্যব্যবহারনিবারণী সভার অন্তর্গত 'আশালতা', দাতব্যবিভাগেব দানসংখ্যা, সুলভসাহিত্য বিভাগে সুলভসমাচার ও বালকবন্ধুসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় সভাকে অবগত করান হয়। নারীজাতির উন্নতিকল্পে বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে 'পরিচারিকা' নাম্নী পত্রিকা এবং তৎপূর্ব্বে বালকগণের উপযোগী 'বালকবন্ধু' পত্রিকা বাহির হয়। প্রতি-মাসে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত 'পরিচারিকা' তিন শত, 'বালকবন্ধু' প্রতিপক্ষে তিন সহস্র, এবং 'সুলভসমাচার' প্রতিসপ্তাহে চারি সহস্র খণ্ডের অধিক বিক্রীত হইয়া, সংবৎসরে প্রায় দুই লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে।

সমুদয় বিভাগের আয় ১৯,২১৭৸৵৫। কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্চডিকন্ বেলি সভার অনুকূলে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ সময়ে 'আশালতাতে' অশীতি জনমাত্র বালক ছিল, অল্পদিনমধ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ যোগ দেওয়াতে সংখ্যায় দুই শত পঞ্চাশ জন হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ সভা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র স্বয়ং সভাপতির কার্য্য করেন। অল্প দিন মধ্যে দুইশত পঞ্চাশ জন সংখ্যায় তিনশত জন হয়। এই হইতে নিয়মপূর্ব্বক ইহার সভার অধিবেশন ও বক্তৃতাদি হইতে থাকে। মেট্রপলিটান ফিমেল স্কুলে পাইকপাড়ার জমিদার কুমার ইন্দ্রনারায়ণ এক সহস্র এবং কুমার কান্তিচন্দ্র মিত্র পাঁচশত টাকা দান করেন, ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

আর্য্যনারীসমাজের প্রতিষ্ঠা

২৭শে বৈশাখ (১৮০১ শক), (৯ই মে, ১৮৭৯ খৃঃ), শুক্রবার, কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশতি অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি আর্য্যনারীগণের জীবনে সামাজিক ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় যে সমুদয় উচ্চতম ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইগুলি যাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, এই সভা হইতে ব্রত, নিয়ম, সাধন-ভজন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, স্থির হয়। প্রথম সভার অধিবেশনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দান ও সাধনবিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। সভার কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য 'কর্ম্মচারিণী' আখ্যায় এক জন সম্পাদিকা ও সহকারী সম্পাদিকা নিযুক্ত হন।

উদ্দেশ্য

১। বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন।

২। প্রাচীনকালের আর্য্যনারীগণের বিশুদ্ধ আচারব্যবহারের অনুসরণপূর্ব্বক সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৩। শরীর, মন ও আত্মা তিনেরই সংশোধন প্রয়োজন।

৪। এ কথা সত্য, পুরুষ ও নারী উভয়েই এক মানবজাতির অন্তর্ভূত, তথাপি উভয়ের প্রকৃতির ভিন্নতা আছে। তাঁহাদের কতকগুলি সাধারণ

কর্ত্তব্য থাকিলেও, তাঁহাদের আপনার আপনার অপর কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষ কর্ত্তব্য আছে; পুরুষের অনুকরণ নারীর ধর্ম্ম নহে।

৫। হিন্দুনারীসমাজের সংস্কারকার্য্যে বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণও উচিত নহে। আমাদের দেশীয় যে সকল মঙ্গলকর আচার ব্যবহার আছে, তাহা রক্ষা করা উচিত।

৬। সামাজিক সংস্কারের মূলে ধর্ম্ম থাকা চাই। সভ্যতা বা আমোদের অনুরোধে দেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করা অন্যায় ও অমঙ্গলকর। ধর্ম্মভাবোপরি সমাজরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উচিত।

৭। ধর্ম্ম ও দেশীয় আচার ব্যবহার মূল করিয়া, বিদেশ ও বিদেশীয় জাতি হইতে যাহা কিছু মঙ্গলকর, তাহা উদারভাবে গ্রহণ করা হইবে।

৮। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রীজাতির প্রকৃতি যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে, তজ্জন্য যত্নই প্রধান উদ্দেশ্য।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে:—নিত্য স্নানাবগাহন, নিয়মিত পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান, যথাসময় নিদ্রা।

২। (ঈশ্বরের জ্ঞান ও করুণা-প্রকাশক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট নারীগণের জীবনচরিত, উপদেশ, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, এই সকল অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।

৩। দৈনিক উপাসনা, সামাজিক উপাসনা, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জ্জন চিন্তা, এই সকল দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য

১। এ সংসারে পতিসেবা নারীগণের উচ্চতম ধর্ম্ম, অতি বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

২। অপরিমিত ব্যয় দ্বারা পতিকে ঋণগ্রস্ত করা অন্যায়। আয় অনুসারে নিয়ত ব্যয় হইবে।

২। ধর্ম্মনিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোথাও যাওয়া বা কোন প্রকার আচরণ

করা উচিত নহে। সৎসঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশে যে স্বাধীনতা, তাহাই অভিলষণীয়।

৪। মন্দিরে বা অন্য ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যাইবার সময় পরিচ্ছদের আড়ম্বর পরিহার করিতে হইবে।

৫। সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

৬। রন্ধন প্রভৃতি সমুদায় সাংসারিক কার্য্যে নিপুণা হইতে হইবে।

৭। সঙ্গতি অনুসারে অর্থ, বস্ত্র বা অন্যবস্তু দরিদ্রগণকে দান করিতে হইবে।

৮। কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়মধ্যে আর্য্যনারীসমাজের যে সকল অধিবেশন হয়, তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দ্বিতীয় অধিবেশন *

"প্রার্থনানন্তর কর্ম্মচারিণী গত অধিবেশনের নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্যাদি পাঠ করিলে, আচার্য্য মহাশয় নারীজাতির উন্নতির জন্য, প্রাচীন ও নূতন উভয়ের একত্র সম্মিলন অসম্ভব নয়, বরং ঈদৃশ সম্মিলন না হইলে প্রকৃত উন্নতির কিছুতেই সম্ভাবনা নাই, এইটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আপাততঃ চারিটি ব্রতের উল্লেখ করিলেন, (১) মৈত্রেয়ীব্রত, (২) দ্রৌপদীব্রত, (৩) সাবিত্রীব্রত, (৪) লীলাবতীব্রত। এই চারিটি ব্রতের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া ও নাইটিঙ্গেলব্রতের উল্লেখ করিয়া, এক একটির উদ্দেশ্য বিশেষ-রূপে বিবৃত করিলেন এবং এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রণালী ভবিষ্যতে নির্দ্ধারিত হইবে বলিলেন। স্ত্রীজাতির প্রকৃতি প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, এই যে পূর্ব্বনির্দ্ধারণ ছিল, তদুদ্দেশ্যে পুষ্পের প্রতি সমাদর স্ত্রীজাতির যে কত দূর কর্ত্তব্য, বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সমাজের কার্য্যসমাপনানন্তর, যাঁহারা সভ্য হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন। এই অধি-বেশনে পশ্চাল্লিখিত নির্দ্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ হয়। (১) কর্ম্মচারিণীরা

* শুক্রবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শকের (২৩শে মে, ১৮৭৯ খৃঃ) দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণ ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

নারীজাতির পাঠোপযোগী ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, সভ্যেরা চাহিলে পাঠ করিতে দিবেন। (২) প্রতিমাসের প্রথম দিবসে সভ্যেরা কর্ম্মচারিণীদিগের নিকট দুঃখীদিগকে দিবার জন্য অর্থ, পুরাতন বস্ত্র ও তৈজসাদি প্রেরণ করিবেন। (৩) প্রতি সভ্য আপন আপন সংসারের প্রতিদিনের হিসাব লিখিয়া রাখিবেন, এ বিষয় কেবল গৃহিণীরা পালন করিবেন। (৪) প্রতি সভ্য একটি বেলফুলের গাছ টবে রাখিয়া প্রত্যহ তাহাতে জল দিবেন। এক মাসের জন্য এই নিয়ম। (৫) আগামী সভাতে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় "আর্য্যনারী-জীবন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। (৬) সংপ্রসঙ্গ জন্য সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যের বাটীতে পর্য্যায়ক্রমে বিশেষ বন্ধুদিগের মিলন হইবে। (৭) পতির সঙ্গে ধর্ম্মযোগ-স্থাপন উদ্দেশে মৈত্রেয়ীব্রত, সংসারকার্য্যে সুদক্ষ হইবার উদ্দেশে দ্রৌপদীব্রত, পতিভক্তি-বর্দ্ধনের জন্য সাবিত্রীব্রত, বিদ্যা উপার্জ্জন জন্য লীলাবতীব্রত* এই সভাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

তৃতীয় অধিবেশন †

"প্রার্থনা ও সঙ্গীতানন্তর, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে, 'আর্য্যনারীজীবন' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ পূর্ব্ব আর্য্যনারীগণের ধর্ম্মজীবন কিরূপ ছিল, প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিলের মাতা

* মৈত্রেয়ীব্রত—(একসপ্তাহের জন্য) (১) প্রাতঃস্মরণীয়। (২) সকল দেশীয় ও জাতীয় সাধুবন্দনা। (৩) বিবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকসংগ্রহ বরণ। (৪) বৃক্ষলতাদি সেবা সোমবার, বুধবার, শুক্রবার, রবিবার। পশুপক্ষী সেবা—মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার। (৫) স্বামীর সহিত একত্র ব্রহ্মস্তব পাঠ ও ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন এবং উভয়ে "সাহোবাচ" প্রতিদিন পাঠ। সপ্তাহান্তদিনে—সপ্তাহের শেষ দিনে ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্ণদান, প্রচারকদিগকে গামছা দান, দুঃখীদিগকে অন্নদান, স্বামীকে বস্ত্রাদি উপহার দান।

লীলাবতীব্রত—(এক সপ্তাহের জন্য) (১) ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়াপ্রকাশক বিজ্ঞানের সাতটি সত্য। (২) নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ৭টি সংস্কৃত শ্লোক। (৩) ইতিহাসে লিখিত ৭টি আশ্চর্য্য ঘটনা। (৪) পৃথিবীতে সাতটি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। (৫) প্রতিদিন লীলাবতী ও অন্যান্য আর্য্যনারীদিগকে ধন্যবাদ।

† শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শকের (৭ই জুন, ১৮৭৯ খৃঃ) তৃতীয় অধিবেশনের বিবরণ ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

দেবহূতির জীবনে পরিণয়ান্তে ব্রহ্মচর্য্য, ভোগান্তে ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর তপস্যায় তনুত্যাগ, শিবপত্নী দাক্ষায়ণীর জীবনে কঠোর যোগাভ্যাস এবং পৃথুপত্নী অর্চ্চির জীবনে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়াও পতি সহ বনে গমন এবং কঠোর বনচর্য্যাদি প্রদর্শিত হয়। আর্য্যকন্যাগণ শাস্ত্রাভ্যাস ও যোগচর্য্যাদিতে স্বামিগণের কি প্রকার সম্পূর্ণ অনুগামিনী ছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহা সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। ইঁহারা যে গৃহকর্ম্মেও নিতান্ত সুদক্ষা ছিলেন, দ্রৌপদীর বাক্যে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠান্তে আচার্য্য মহাশয় স্ত্রী পুরুষের উভয়ের সাম্য অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, স্ত্রী পুরুষের সাম্যের এ অর্থ নয় যে, উভয়েই প্রত্যেক গুণে বা ক্ষমতায় সমান, কিন্তু উভয়ের গুণ ও ক্ষমতার সমষ্টি গ্রহণ করিলে ফলে সাম্য দৃষ্ট হয়। যেমন স্ত্রীগণ সন্তানপালনে প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত, সন্তানের রীতি নীতি চরিত্র তাঁহার হস্তে গঠন লাভ করে। যদি কোন পুরুষ নিতান্ত নিপুণও হন, তিনি যে সন্তানগণকে মাতার ন্যায় সুন্দররূপ প্রতিপালন, পরিবর্দ্ধন এবং বালোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন, ইহা অসম্ভব। অন্য দিকে আবার স্ত্রীগণ তেজ প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে অবনত করিয়া রাখিবেন, এ বিষয়ে পুরুষের অধিকার আপনি গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভবাতিরিক্ত। চন্দ্র সূর্য্য হইলে তাহার চন্দ্রত্ব থাকে না, সূর্য্য চন্দ্র হইলেও তাহার সূর্য্যত্ব থাকে না। এক জন পুরুষ সম্মুখযুদ্ধে সহস্র লোককে পরাজয় করিয়া আসিতে পারেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া তাঁহাকে পত্নীর সুকোমল স্নিগ্ধ গুণে পরাজিত হইতেই হইবে। কঠোর যুক্তি জ্ঞানাদি সম্বন্ধে যেমন পুরুষের শ্রেষ্ঠতা থাকিবে, স্নিগ্ধ কোমলগুণে স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠতা তেমনি থাকিবে। কেহ কাহাকেও হেয় বলিয়া গণ্য করিতে পারেন না। যদিও এখন শারীরিক বলবীর্য্যাদির সমধিক সমাদর, সময় আসিতেছে, যে সময়ে হৃদয়ের বল পূজিত হইবে। স্ত্রীগণ কোমলগুণে জগৎ বশীভূত করিতে যত্ন করুন, তাঁহারা পুরুষদিগের তেজ ও অধিকার আয়ত্ত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিবেন, এ বৃথা অভিলাষ পরিত্যাগ করুন। পৃথিবী এখনও উভয় জাতির সাম্য কিরূপ, বুঝিতে পারে নাই; যদি বুঝিতে পারিত, ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় সভ্যতর দেশে এ বিষয়ে বিসংবাদ চলিত না। আর্য্যনারীসভা অনধিকারের বিষয় অধিকৃত করিতে যত্ন করিয়া, সাম্য সংস্থাপন করিতে যেন

যত্ন না করেন; যাহাতে উভয় জাতির প্রকৃত সাম্য, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া যেন সেই দিকে অগ্রসর হন। যিনি যে ব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অদ্যকার অধিবেশনে নাম অর্পণ করিবেন, এই প্রস্তাবানন্তর সভা ভঙ্গ হইল।"

চতুর্থ অধিবেশন (১)

"প্রার্থনানন্তর আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, আর্য্যনারীসমাজের নিয়মাবলির মধ্যে 'সমাজসংস্কার ধর্ম্মমূলক হইবে' এইরূপ নিয়ম আছে। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এতদ্দ্বারা আর্য্যনারীগণকে নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তোলা হইবে। আর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যদি নারীগণ কেবল ধ্যান ধারণাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজসংস্কার দূরে, সমাজরক্ষাই অসম্ভব। যাঁহারা কেবল ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা, ধর্ম্ম কি, অবগত নহেন। ধ্যান ধারণা প্রভৃতি ধর্ম্মের এক একটী অঙ্গ মাত্র, উহারা পূর্ণ ধর্ম্ম নহে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যতগুলি কর্ত্তব্য, সকলই ধর্ম্ম। ইহার কোনটির প্রতি উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম হয় না। গাত্রশুদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা, গৃহকর্ম্ম, বেশভূষা প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য ধর্ম্মের অন্তর্ভূত, ইহারা প্রত্যেকটি ধর্ম্মের অঙ্গ। এই সকল কার্য্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই, সংসারে পাপ, অপবিত্রতা, দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে। ঈশ্বর পূজা অর্চ্চনা ধর্ম্ম, আর তিনি শরীর মন সম্বন্ধে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম নহে, এরূপ কথা, যথার্থ ধর্ম্ম যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন না। আর্য্যনারীসমাজের নারীগণ জীবনদ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করিবেন। তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত যতগুলি কার্য্য করিবেন, ধর্ম্মতঃ করিবেন। তাঁহারা গাত্রশুদ্ধি করিবেন ধর্ম্মতঃ, দেহরক্ষা করিবেন ধর্ম্মতঃ, গৃহকর্ম্ম করিবেন ধর্ম্মতঃ, সন্তানপালন করিবেন ধর্ম্মতঃ। এমন যে প্রিয়সন্তান, তাহাকেও অসার পার্থিব মায়ামোহে ক্রোড়ে করিবেন না, কিন্তু ধর্ম্মভাবে। আর্য্যনারীসমাজের নারীগণ সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবেন যে, বিনা ধর্ম্মের ভাবে পুত্র কন্যাগণকে স্পর্শ করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে দেখিলেই যেন লোকে বুঝিতে পারে, ইহারা

(১) শনিবার, ৮ই আষাঢ়ের (১৮০১ শক; ২১শে জুন, ১৮৭৯ খৃঃ) চতুর্থ অধিবেশনের বিবরণ ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

আহার পান ভোজন যাহা কিছু করেন, সকলই ধর্ম্মেতে। বেশভূষা আমো প্রমোদ কি আর্য্যনারীসমাজের নারীগণ পরিত্যাগ করিবেন? কখনই নহে। কি সে সকল ধর্ম্মানুগত হইবে, বৃথা সভ্যতা এবং সুখাভিলাষের জন্য নহে। সভ্যত এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে যতকিছু সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে, আর্য্যনারীসমা সকলই গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু সে সকলের অনুরোধে নহে, ধর্ম্মে অনুরোধে। অনন্তর আগামী রবিবারের পর রবিবার, ব্রতগ্রহণার্থিনীগণে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইবার প্রস্তাব হইয়া, সভা ভঙ্গ হইল।"

পঞ্চম (?) অধিবেশন (১)

"নিয়মিতপ্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় এইরূপ বলেন:—আর্য্য নারীসভা ধর্ম্ম হইতে আপনাকে কখন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। ভারতবর্ষী আর্য্যগণের ধর্ম্মই প্রধান লক্ষণ। ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেহ এদেশের আর্য্য বলি গণ্য নহেন। আর্য্যনারীসভার সভ্যগণ এ জন্য ধর্ম্মকে কোন প্রকারে উপেক্ষ করিতে পারেন না। ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে মূলমন্ত্র চাই। 'সত্যং শিব সুন্দরম্' এইটি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মূলমন্ত্র। 'সত্য' কি না, তিনি আছেন আমি কখন একাকী নহি, আমার সঙ্গে আমার ঈশ্বর সর্ব্বদা আছেন। আর্য্য নারীসভার সভ্যগণ কখনও আপনাদিগকে একাকী মনে করিবেন না। যখ তাঁহারা একাকী গৃহে বা ছাদে বসিয়া থাকিবেন, তখন স্মরণ করিবেন, তাঁহার একাকী নাই, তাঁহাদেব সঙ্গে আর এক জন আছেন। তাঁহারা দুইজন বসি থাকিলে তিন জন, তিন জন হইলে চারিজন মনে করিবেন। একজনের সংখ তাঁহারা সর্ব্বদা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন। কাহাকেও দেখিতেছি না, অথ সংস্কারবশতঃ ভূতের ভয় হয়, এটি কল্পনা; কিন্তু আমি আছি, এবং আমা ঈশ্বর, বাহিরের চক্ষু না দেখিলেও, সঙ্গে সঙ্গে আছেন, ইহা কল্পনা নহে, সত্য আর্য্যনারীগণ যাহাতে এই বিদ্যমানতাটী সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারেন তজ্জন্য যত্ন করিবেন। যিনি আছেন, তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গল। ঘোর বিপ দুঃখে পড়িলেও, ঈশ্বর মঙ্গলময়, এ বিষয়ে আর্য্যনারীসভার সভ্যগণ সংশ করিবেন না; দুঃখ বিপদ্ কষ্টকেও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। সত্যমঙ্গলম

(১) শনিবার, ১১ই শ্রাবণের (১৮০১ শক; ২৬শে জুলাই, ১৮৭৯ খৃঃ) এই অধিবেশনে বিবরণ ১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর সুন্দর, তাঁহা অপেক্ষা কিছু সুন্দর নাই, আর্য্যনারীগণ জানিবেন। অলঙ্কার বেশভূষা যদি ঈশ্বরাপেক্ষা সুন্দর মনে হয়, তবে কাহারও, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাহার উপাসনা করিবার জন্য, প্রবৃত্তি থাকিবে না। বর্ত্তমানে উপাসনায় অমনোযোগ এই জন্যই দৃষ্ট হয়। সভার সভ্যগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সত্যমঙ্গলরূপে দর্শন করিতে যত্নশীল হইবেন।"

ষষ্ঠ (?) অধিবেশন (১)

"প্রার্থনানন্তর আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, উপাসনাসময়ে কাহার নিকট বসিয়া উপাসনা করিতেছি, প্রত্যক্ষ না করিলে উপাসনা হয় না। দীর্ঘকাল উপাসনা করা হইল, অথচ কাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম, কে আমার কথা শুনিলেন, ইহা স্থির না থাকিলে, সকলই ব্যর্থ হইল। ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আছেন, ইহা উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বে, তিনি সম্মুখে আছেন, এইটি আয়ত্ত করা প্রয়োজন। যাহাতে ইহা আয়ত্ত হয়, তজ্জন্য একটি সামান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। উপাসনা করিবার জন্য যেমন নিজের একখানি আসন, তেমনি সম্মুখে আর একখানি আসন রাখা উচিত। মনে করিতে হইবে, সেই আসনে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, স্মরণ রাখিতে হইবে; কিন্তু উপলব্ধিকে ঘনীভূত করিবার জন্য সম্মুখে তাঁহাকে দর্শন করিবে। জলমধ্যে মগ্ন হইলে কেহ দুই মিনিট কালও থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া মন তেমনি অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। প্রতিদিন যদি অন্ততঃ দুই মিনিটও মন ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ-কাল উপাসনা করা অপেক্ষায় তাহা সমধিক আদরণীয়। আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ যদি দীর্ঘ উপাসনা না করিয়া, প্রতিদিন অন্ততঃ দুই মিনিট ঈশ্বরে মগ্ন হন, তাহা হইলে যথেষ্ট হইল। মন দুই মিনিট অচঞ্চল স্থির হইয়া যদি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে, তবে জানিতে হইবে, সমুদায় উপাসনার সার লাভ হইল।"

"শুদ্ধদলের" জন্য প্রার্থনা ও আর্য্যনারীগণকে যোগযুক্তা করিবার চেষ্টা

পরসময়ে (২৪শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ) কেশবচন্দ্রের প্রার্থনায় এই কথাগুলি

---

(১) শনিবার, ২৫শে শ্রাবণের (১৮০১ শক ; ৯ই আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃঃ) এই অধিবেশনের বিবরণ ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

আমরা দেখিতে পাই, "দয়াময়, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শুদ্ধদল প্রস্তুত কর। তোমার অভিপ্রায় ছিল, যোগী দল, যোগিনী দল প্রস্তুত করিবে, যারা ধর্ম্মেতে জীবন শেষ করিবে। পাড়ার স্ত্রীপুরুষেরা বেদ পাঠ করিবে, শ্রীমৎ-ভাগবত পড়িবে, ধ্যান করিবে, সাধন করিবে। সাধু কর, দয়াময়। এদের মনে কুচিন্তা, রাগ, লোভ, পাপ আসিবে না; আমরা যেন পরস্পরের শাসনে শাসিত হই। একটা কুভাব এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আসিতে পারিবে না। এই পাড়ার লোকদের এমন কর যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ব্রহ্মসন্তান।" (১) কেশবচন্দ্রের এ প্রার্থনা সাময়িক বা একদিনের জন্য নয়। চিরজীবন তাঁহার এই প্রার্থনাই ছিল। উপরে যে কয়েক দিনের অধিবেশনের বৃত্তান্ত দেওয়া হইল, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, নবীনা আর্য্যনারীদিগকে উচ্চতম যোগধর্ম্মে আরূঢ় করিবার জন্য কেশবচন্দ্র কি প্রকার যত্ন করিয়াছেন। সমুদায় নিত্যকৃত্য যাহাতে যোগযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হইতে পারে, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ব্রতবিধি দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্দীপিত এবং স্থায়ী করা যেমন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, তেমনি ধ্যান স্বাধ্যায় প্রভৃতি উচ্চতম সাধনেও যাহাতে আর্য্যনারীগণের অধিকার জন্মে, সে জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের যোগাভ্যাস হয়, এ জন্য এক-তারা লইয়া নবীন প্রণালীর যোগ ইঁহাদিগকে নিয়মিতরূপে তিনি শিক্ষা দিতেন। এই নবীন প্রণালীর যোগ শেষ জীবনে কেশবচন্দ্রে কি প্রকার ঘনীভূত আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। তবে শেষ সময়ে তিনি যে একটি বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমি নারীগণকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিলাম, কিন্তু সময় আসিতেছে, যে সময়ে আর কেহ এ বিষয়ে যত্ন করিবেন না। উৎসবাদিতে এক বেলা নিয়মরক্ষার মত উপাসনাকার্য্য সমাধা করিয়া, Evening Partyতে (সায়ং সমিতিতে) সকলের বিপুল আনন্দ ও আমোদ হইবে।" নারীগণ 'যোগিনী' হইবেন, 'বেদ পাঠ' করিবেন, 'শ্রীমদ্ভাগবত'

(১) দৈনিক প্রার্থনা, কমলকুটীর ও নৈনীতাল, ২য় ভাগ, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বরের "শুদ্ধদল" প্রার্থনা দ্রষ্টব্য।

র্বেন, 'ধ্যান' করিবেন, 'সাধন' করিবেন, এজন্য এখন কোথাও যত্ন দেখা য় না। এ সকল তো দূরেব কথা, নাবীগণের পক্ষে ব্রতগ্রহণ নিতান্ত ভাবিক, তাহাও বিরল হইয়াছে। যদিও বা কোথাও কিছু নামমাত্র ছে, আমোদ উপস্থিত হইলে নিয়ম ভঙ্গ কবিতে এখন অনেকে কুণ্ঠিত হন । যাহা হয়, তিনি ইচ্ছা করিতেন না, তদ্বিষয়ের ভবিষ্যৎ বাণীগুলি যাহাতে পূর্ণ থাকে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সবিশেষ যত্ন করা উচিত। নারীগণ াচীন আর্য্যনারীগণের ন্যায় যোগযুক্তা হয়েন, কেশবচন্দ্র এরূপ অভিলাষ বিতেন বলিয়া, কেহ তৎপ্রতি এরূপ দোষারোপ কবিতে পারিবেন না যে, ভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত কিছু সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তদ্গ্রহণের নি বিরোধী ছিলেন। বেশ ভূষা আমোদ প্রমোদও তিনি ঘৃণার চক্ষে খিতেন না। ধর্ম্মেব অনুরোধ ভিন্ন অন্য কোন অনুবোধে এ সকল গ্রহণ বা ত্যাগই কেবল তিনি অনুমোদন করিতেন না।